হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৭

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

দ্বিতীয় খণ্ড

(ইংল্যণ্ড)

প্রথম অংশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা

১৯৩৮

মূল্য ৪৷৹

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার কতকগুলি গুরুতর কারণ বিদ্যমান। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার পিছনে বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস নাই। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ না করিলে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনকে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না। ফ্রান্স বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন এক বা অধিক নির্দ্দিষ্ট ও লিখিত দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহার বহুলাংশ অলিখিত। প্রথা বা জাতীয় আচার-ব্যবহার উহার ভিত্তি। আর লিখিতাংশ এরূপ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দলিলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যে, ঐগুলির বিশ্লেষণের পর মাত্র ইংল্যাণ্ডের কাঠামো আইনের কোন কোন মূলকথা বাহির করা যায়। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের কাঠামো আইন ক্রমাগত বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এখনো উহা পরিবর্ত্তিত হইবার কোন বাধা নাই। আরো দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশে যেমন উহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন উহার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া আলোচিত হইতে পারে, ইংল্যাণ্ডে তাহা সম্ভব নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বর্ণন করিতে হইলে, তথাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডের রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাসের উল্লেখ না থাকিলে উহার স্বরূপ নির্ণয় নিখুঁত হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু বস্তুত, ইংল্যাণ্ড পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। একদিন নামে যেমন কাজেও তেমনি ইংল্যাণ্ড রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। সেই স্থানে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী এক আশ্চর্য্য রাজায় প্রজায় সংগ্রামের কাহিনী। সেই কাহিনী পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। মহাসমিতি তথা জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি একদিনে হয় নাই, ধীরে ধীরে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে। আবার আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও নানা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের মহাসমিতিকে 'মাদার অব্ পার্লামেণ্টস্' বা অন্যান্য দেশের মহাসমিতির মূল বলা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবীর বহু দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় বৃটিশ গণতন্ত্রের নকল অথবা উহাকে ভিত্তি করিয়া রচিত। কিন্তু প্রতিচ্ছবি ও মূল কখনো এক পদার্থ হইতে পারে না। মূলের একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। সেজন্য ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন ও তাহার পশ্চাতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সর্ব্বদা আলোচনার

যোগ্য। এই আলোচনার দ্বারা আমরা নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা পূর্ব্বক বুঝিতে পারি কি ভাবে কতখানি ঐ কাঠামো আইনের গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ কোন্ অংশের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

বস্তুত ভারতের বিশেষত বাঙ্গালার প্রত্যেক রাষ্ট্রিকের পক্ষে ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ মাত্রেই উহা হইতে প্রভূত শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যে সকল শিক্ষা দেয়, তন্মধ্যে দু'একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে: রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্রমবিবর্ত্তন ধাপে ধাপে দৃঢ় ভিত্তির উপর হওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক, সময় না হইলে ইচ্ছা করিলেই দেশকে সর্ব্বোচ্চ ধাপে উপনীত করা সম্ভব হয় না, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ সময়-সাপেক্ষ ত বটেই, শিক্ষাসাপেক্ষও বটে এবং শিক্ষা ও সময় ব্যতীত দেশের জনগণ কখনো পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখিতে পারে না; কোন দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি রাজা বা মন্ত্রীদের উপর নির্ভরশীল নহে অর্থাৎ জনসাধারণ যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে প্রজাপীড়ক রাজা দেশের উন্নতির স্রোত বন্ধ করিতে পারেন না; গণতন্ত্রে সুযোগ্য নেতার ও তাঁহার অধীনে পরিচালিত হওয়ার যেমন প্রয়োজন এরূপ আর কোথাও না; সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে; সকল মানুষকে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিষয়ে উন্নতির জন্য সমান সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রীণ-রচিত আটখণ্ডে সম্পূর্ণ ইংল্যণ্ডের ইতিহাস আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিতে হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মানরো, লাওয়েল, ম্যারিয়ট, গার্ণার, ব্লুণ্টশ্লি, মিল প্রভৃতির সাহায্য লইয়াছি। সেলিগ্‌ম্যান-সম্পাদিত ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত সমাজ বিজ্ঞান কোষ নামক বিপুলায়তন গ্রন্থ হইতেও উপকরণ গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের উৎসাহ আমাকে সর্ব্বদা উৎপ্রাণিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে পুস্তক প্রণয়নে আমার সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রুফ দেখিয়া এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আধুনিকতম সংবাদ সর্ব্বত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংল্যণ্ডের ইতিহাস প্রসঙ্গত প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবর্ত্তন বর্ণন ও ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনের মর্ম্মগত কথা পরিস্ফুট করা। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন ও তাহার প্রয়োগ আলোচিত হইবে। পূর্ব্বগ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ সুধীবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

জানুয়ারী, ১৯৩৮
২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

সূচীপত্র

ইংল্যাণ্ড

প্রথম অংশ—পূর্ব্ব ইতিহাস

ইংল্যাণ্ড

পূর্ব্ব ইতিহাস

বিলাতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পৃথিবীর সমুদায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জনক ও বিলাতী পার্ল্যামেণ্ট বা মহাসমিতি সমুদায় মহাসমিতির জনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতি পৃথিবীকে বিভিন্ন জিনিষ দান করিয়াছে। ইংরেজরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু জিনিষ দিয়াছে। অনেক রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও কার্য্যকলাপ প্রথমে বিলাতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অনেক লক্ষণ প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই লক্ষিত হয়। সকলে সব বিষয়ে বিলাতের হুবহু অনুকরণ না করিয়া থাকিলেও, বিলাতী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অন্যান্য দেশের চেয়ে বিলাতের নজীর বেশী কাজে লাগিয়াছে। বিলাতের কাঠামোর অনেক অঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, তাহার বহু বৎসরের, এমন কি বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বিলাতী কাঠামোর ক্রমবিকাশে ও ক্রম-বর্দ্ধনে আর কোন দেশে এরূপ বহুকালব্যাপী ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। অতীতের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন না করিয়া গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিলাতের একটি বিশেষত্ব।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের স্থান।

ঠিক কাঠামো-আইন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বিলাতে কেবলমাত্র কোন এক বা ততোধিক দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। বস্তুত, কোন একটি বা কয়েকটি দলিল-দস্তাবেজকে নির্দ্দেশ করিয়া বিলাত সম্বন্ধে বলা চলে না যে, এগুলি প্রামাণ্য ও সর্ব্বোপরি অবস্থিত আইন। এবিষয়ে ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই কথাটা আরো পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এক একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট দলিলে কাঠামো-আইন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফ্রান্সের কাঠামো-আইন একটি দলিলে নিবদ্ধ না থাকিলেও অল্প কয়েকটি লিখিত দলিলে উহা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই তিনটি দেশের প্রত্যেকটির বেলাতেই বলা চলে, আইন, শাসন ও বিচার সম্পর্কিত সমগ্র রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ব্যবস্থাসমূহ, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি অমুক অমুক আইনে স্থান পাইয়াছে। এই সকল আইন সংখ্যায় কোথাও অধিক, কোথাও কম, কিন্তু তথাপি সর্ব্বত্র ইহাদিগকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা যায়। বিলাতের বেলা একথা খাটে না। বিলাতের কাঠামো-আইন এত অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ ও বহুকালাগত প্রথার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে, তাহা কোন একটিমাত্র দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা কখনো করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই সকল দেশে কাঠামো-আইনকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়, উহা সাধারণ আইন অপেক্ষা অনেক উপরে অবস্থিত। অবশ্য সর্ব্বত্র কাঠামো-আইনের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সমান কঠিন নহে। যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে

বিলাতী কাঠামো-আইন কোন নির্দ্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ নাই।

উহা বেশী সহজে সংশোধিত হইতে পারে। ফ্রান্সে আবার কাঠামো-আইনের সংশোধন আরো সহজ। তথাপি এই সকল দেশে কাঠামো-আইন একটি বিশেষ আলাদা আইনরূপে মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। বিলাতী মহাসমিতি কাঠামো-সম্পর্কিত আইনের যথেচ্ছ সংশোধন বা পরিবর্দ্ধন করিবার ক্ষমতা রাখে, এবং সাধারণ আইনের সহিত কাঠামো-সম্পর্কিত আইনের কোন পার্থক্য-রেখা টানা হয় না। এইজন্য, বিলাতে কাঠামো-সম্পর্কিত আইনের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ কাঠামো-আইনের স্থান সকলের উপরে, কাঠামোর কোন অঙ্গই উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু বিলাতে জাতীয় মহাসমিতি বা পার্ল্যামেণ্ট সর্ব্বোপরি অবস্থিত, উহার ক্ষমতা কোন প্রকারে খর্ব্ব করিবার শক্তি কাহারো নাই। এখানে কাঠামো-সম্পর্কিত আইন অলঙ্ঘনীয় এমন কথা কেহ ভাবিতেও পারে না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ তকভিল বিলাতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে কাঠামো-আইন বলিয়া কোন বস্তুই নাই। উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে তিনি কি অর্থে উহা বলিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইংল্যাণ্ডেরও কাঠামো-সম্পর্কিত আইন আছে এবং এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত বিলাতের পার্থক্যটা এই যে, বিলাতের কাঠামো-আইন অনেক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বহুসংখ্যক বিধিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং বিলাতী রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে প্রথার ক্রিয়া যত বেশী এরূপ আর কোথাও নহে। এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বিলাতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম যে ইতিহাস জানা গিয়াছে, তাহাতে খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উহা কেল্টিক সম্প্রদায়সমূহ দ্বারা অধ্যুষিত দেখা যায়। এই কেল্টিকগণ খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে সমুদ্র পার হইয়া বিলাতে আসিতে আরম্ভ করে। ইহাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪ অব্দে জুলিয়াস্ সীজার গলের (বর্ত্তমান ফ্রান্স) মধ্য দিয়া বৃটেনে আসিয়া উহা জয় করেন, কিন্তু তিনি এখানে রোমান বসতি স্থাপনের তত চেষ্টা করেন নাই। প্রায় এক শতাব্দী পরে রোমান্ সম্রাট্ ক্লডিয়াসের সময় বৃটেন রোম সাম্রাজ্যে অন্যতম প্রদেশ হইয়া যায়। রোমান্‌রা স্কটল্যাণ্ডের সীমা পর্য্যন্ত ও ওয়েলস্-এর পাহাড় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডকে অধিকার করিতে পারে নাই। রোমান্‌রা চারিশত বৎসর ধরিয়া ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করে ও ঐ সময় বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ, নগর পত্তন্ ও ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন তাহাদের দ্বারা হয়। কিন্তু রোমান্‌রা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, ইংল্যাণ্ডের লোকদের ভাষা, ধর্ম্ম ও প্রকৃতির উপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহারা ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া গেলে পর, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লুপ্ত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়। চারিশত বৎসর রোমানদের অধীনে থাকিয়া দেশের বীর্য্যশক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না এবং লোকেরা শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে নাই।

বৃটেনে কেল্টিক; রোমান কর্ত্তৃক বৃটন জয়।

আজ ইংল্যাণ্ড বলিতে যাহা বুঝি, পঞ্চম খৃষ্টাব্দে তাহা বুঝাইত না। যে উপদ্বীপ বাল্টিক

সাগরের সহিত উত্তর সাগরের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে তাহার মধ্যে এক জিলার নাম বর্ত্তমানে স্লেস্-উইক। অ্যাঙ্গেলল্যাণ্ড তাহাতে অবস্থিত ছিল। এখানে যে লোকেরা বাস করিত তাহারা সম্ভবত নিম্ন হ্যানোভার ও ওল্ডেনবুর্গে অবস্থিত বৃহৎ অ্যাঙ্গল সম্প্রদায়ের একটি ছোট শাখা মাত্র। ইহাদের দুই পাশে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া স্যাক্সন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করিত। স্লেস্উইকের উত্তরে আর একটি জাতি বাস করিতেছিল—উহার নাম জুট্। অ্যাঙ্গল্, স্যাক্সন, জুট—এই তিন জাতি মূলে টিউটনিক; ইহারা সে সময়ে জাতি, ভাষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য হেতু পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এই তিন জাতি তখনো এক হইয়া যায় নাই, কিন্তু পরে ইহাদের সম্মিলনের ফলে ইহাদের দ্বারা বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ড অধিকার ও ইংরেজ জাতির উদ্ভব হয়।

প্রাচীন ইংরেজগণ অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুট—এই তিন জাতিতে বিভক্ত ছিল।

এই জাতিত্রয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল, ইংল্যাণ্ডের গ্রামে আজও তাহারই বিবর্ত্তন দেখা যায়। সে সময়ে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, সম্প্রদায়ের কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহা সমগ্র সম্প্রদায় নিজের অপরাধ বলিয়া মনে করিত; সেইজন্য প্রত্যেকে নিজ আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ যাহাতে কোন অন্যায় কাজ না করে সে বিষয়ে চেষ্টিত থাকিত। লোকে গোষ্ঠিগত সম্পর্কটা শুধু বিচারের বেলায় নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও বড় করিয়া দেখিত। জমির প্রতি ইহাদের আকর্ষণ প্রবল ছিল এবং জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দাসত্ব প্রচলিত ছিল, ইহাও দেখা যায়। গ্রামে জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রণে দাসদের কোন হাত ছিল না, জনসাধারণেরও অল্প ছিল। সুশাসন ও সুবিচারের কার্য্য গ্রামবাসীরা সভায় মিলিত হইয়া করিত, এই সভাকে 'মুট' বলিত। ইহাতেও দাসদের স্থান ছিল না। জনসাধারণ অর্থাৎ যাহারা জমিদারের জমিতে চাষবাস করিত তাহারা নিজেদের প্রতিনিধিরূপে প্রথম প্রথম জমিদারদিগকে পাঠাইত। গ্রামের জীবন ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব চতুর্দ্দিকের স্বাধীন জনগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যে বিলাতী মহাসমিতিকে পৃথিবীর সমুদয় মহাসমিতির জনক বলা হয় সেই মহাসমিতির গোড়া পত্তন এইখানে। এই সামান্য প্রতিষ্ঠান হইতেই ইংরেজের মধ্যে ক্রমে ক্রমে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি জন্মে ও কোন বিষয়ে পরস্পর আলোচনার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে এই সভা (মুট) বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই গ্রাম্য জীবনকে ভিত্তি করিয়াই ইংরেজের গার্হস্থ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে জনগণের প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতিনিধি পাঠাইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা সেই কালেও ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষগণ সফল করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাচীন ইংরেজদের রাজনৈতিক জীবন।

এই শক্তিশালী জাতিগুলির মধ্যে একটা প্রাণের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত। ইহার বলেই এই জাতিসমূহ রোমান্ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিলাত আক্রমণ করিয়াছিল। ইংরেজগণ নিজেদের সাহস ও যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ভৌগোলিক সংস্থানের দরুণ ইহাদিগকে প্রায়ই সমুদ্রে বিচরণ করিতে হইত। কেহ কেহ সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত।

আগেই বলিয়াছি, এই সময়ে বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ড রোমানদের অধীন ছিল। ইংরেজদের জাতিত্রয়ের মধ্যে স্যাক্সনেরা তৃতীয় খৃষ্টাব্দের শেষ হইতে ইংলিশ চ্যানেলে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। আজ যে দেশ ইংলাণ্ড বলিয়া পরিচিত, সে সময়ে উহার নাম ছিল বৃটেন এবং অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুটেরা এদেশে তখন পর্য্যন্ত পদার্পণ করে নাই। রোমান্ সাম্রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বর্ব্বর জাতিসমূহ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। ফ্রাঙ্কগণ গলকে জয় করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। পশ্চিমগথগণ স্পেন জয় করিয়া সেখানেই রহিয়া গেল। ইতালি ও রোম নদীর মধ্যবর্ত্তী সীমান্তে বারগাণ্ডীয়ানরা বসবাস করিতে লাগিল। আর পূর্ব্ব-গথগণ ইতালিতেই আড্ডা গাড়িল। ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই রোমকে পঞ্চম খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বৃটেন হইতে সৈন্যসামন্ত সরাইয়া লইয়া আসিতে হয়। তখন হইতে এই প্রদেশ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। একদিকে পিক্টগণ ও অন্যদিকে স্কটগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া বৃটেনবাসিগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। ইহারা ৩০ বৎসর ধরিয়া স্কট ও পিক্টদিগকে রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অতঃপর নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা দেওয়ায় রোম বাহিরের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল।

রোমান্ সাম্রাজ্যের পতনে বর্ব্বর জাতির আধিপত্য বিস্তার।

জাটল্যাণ্ড জুটদের দেশ। ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জমি ও বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া জাটল্যাণ্ড হইতে একদল সৈন্য ভাড়া করিয়া লইয়া আসা হইল। এই দলের নেতা হইয়া আসেন হেঙ্গেষ্ট ও হোর্সা। প্রকৃত পক্ষে এই প্রথম ইংরেজ জাতির অন্তর্গত একটি সম্প্রদায় বৃটেনে পদার্পণ করিল। সেজন্য ইংরেজের ইতিহাসে ৪৪৯ সন বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। আর থ্যানেট উপদ্বীপের অন্তর্গত এবসফ্লীট নামক স্থানটি ইংরেজ পক্ষে তীর্থস্থান বিশেষ। কারণ হেঙ্গেষ্ট তাঁহার দল লইয়া এখানেই প্রথম পদার্পণ করেন। জুটেরা সহজেই পিক্টদের সর্ব্বত্র পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু এক্ষণে আর এক নূতন বিপদ দেখা দিল,—জুটেরা ফিরিয়া না গিয়া বৃটেনদের পরাজিত করিয়া বৃটেনের ভূমি অধিকার করিতে লাগিল। নানারূপ জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া যাইবার পর অবশেষে ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জুটগণ বৃটেনদের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে সক্ষম হইল।

৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জুটগণ প্রথম বৃটেনে পদার্পণ করে।

ইংরেজ জাতিত্রয়ের মধ্যে জুটেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। ইহাদের সাফল্যে অন্য জাতিদ্বয়ও প্রলুব্ধ হইল। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে স্যাক্সনরা এদেশে পদার্পণ করিল। তারপর নানা যুদ্ধবিগ্রহের পর ৫১৯ সনের মধ্যে অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইল। জুটদের প্রথম পদার্পণের পর হইতে ৭০ বৎসরের মধ্যে এইরূপে ইংরেজ আগন্তুকরা কেন্ট, সাসেক্স, হ্যাম্পশায়ার ও এসেক্সের প্রভু হইয়া বসিল। কিন্তু বৃটন-বিজয়ের প্রধান ভার পড়িল তৃতীয় ইংরেজ জাতি, অ্যাঙ্গলদের উপর। অ্যাঙ্গলরা সম্ভবত বহু বৎসর ধরিয়া বৃটেনে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সময়েই তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিল। বৃটেন রোমান্ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকা কালে উহার রাজধানী ছিল ইয়র্ক। ইহারা প্রথমে ইয়র্কশায়ার জয় করিয়া ক্রমে ক্রমে মধ্য-বৃটেনের অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এই জয়লাভে পশ্চিম স্যাক্সনগণ আবার অগ্রসর হইয়া দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইল।

জুট, স্যাক্সন ও অ্যাঙ্গল্ কর্তৃক বৃটন জয়।

৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের অধিকাংশ স্থান ইংরেজদের করতলগত হইয়া যায়। বৃটেন ইংল্যাণ্ডে

পরিণত হয়। ইংরেজ কর্ত্তৃক বৃটেন-বিজয়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখানেই ইংরেজ জয়লাভ করিয়াছে সেখান হইতেই বৃটনরা চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বৃটনরা পরাজিত হইবার পর ইংরেজ অধিকৃত স্থানে আর থাকে নাই; এইরূপে ইংরেজরা বিজিত স্থানে নিজেরাই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা এই সময়ে সাতটি রাজ্য স্থাপন করে। যথা,—পূর্ব্ব অ্যাঙ্গলিয়া, মার্সিয়া, নর্দাম্ব্রিয়া, কেণ্ট, সাসেক্স, এসেক্স, ওয়েসেক্স। ইহার পর এই সাতটি রাজ্য পরস্পর গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হয়।

বৃটেনের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর হইতে ইংরেজদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে দেশজয়ের ফলে দেখা দিলেন রাজা। বৃটেনে আসিবার পূর্ব্বে অ্যাংগল প্রভৃতি জাতিগুলির রাজা ছিল কিনা বুঝা যায় না কিন্তু বৃটেনদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চালাইবার জন্ম অবশেষে রাজার অভাব অনুভূত হইতে থাকে। রাজার ছেলেরই রাজা হইবার নিয়ম ছিল। কিন্তু রাজপরিবারের যে কোন যোগ্য লোককে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা জনগণের ছিল। যুদ্ধকালে রাজার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্ববিষয়েই মানিয়া লওয়া হইত, কিন্তু শান্তির সময়ে প্রজাদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও জ্ঞানী লোকদের উপদেশ মানিয়া চলিতে হইত। এই জ্ঞানী লোকদের লইয়া গঠিত একটি সভা ছিল। উহার নাম হ্বিটান (বা হ্বিটান-গেমোট)। ইহা ঠিক কিরূপে গঠিত হইত ও কি কি কাজ করিত তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু রাজার কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা ইহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজ-সংসারের প্রধান কর্ম্মচারিগণ, উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকগণ, বিভিন্ন স্থানের ওম্‌রাহরা, এবং দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভার সভ্যের পদ পাইতেন। দেশে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতেন রাজা তাঁহাদিগকে বাদ দিতে পারিতেন না। তদ্ব্যতীত অন্য সকলকে তিনি নিজ ইচ্ছামত মনোনীত করিতেন। হ্বিটানের সভ্য-সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইত। রাজধানী বলিয়া কোন স্থান ছিল না,—সভার অধিবেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে হইত। রাজা এই সভার সভাপতিরূপে উহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। নূতন আইন প্রণয়নে, সন্ধি বা সমঝোতা স্থাপনে, শুল্ক ও কর বসাইতে এবং গির্জ্জা সম্পর্কিত ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণে হ্বিটানের কিছু হাত ছিল,—এই সব বিষয়ে হ্বিটানের সম্মতি লওয়া হইত। শক্তিশালী রাজার পক্ষে এই সভাকে নিজ মতানুসারে চালনা করা কঠিন না হইলেও, দেশের লোক ইহাকে কতকটা জনমতের পোষক ও রাজার যথেচ্ছ ক্ষমতার প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞান করিত। ইহার বিভিন্ন অধিবেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে হইত বলিয়া দেশের লোকদের সম্বন্ধে রাজার সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটিত, এবং রাজার একা কোন কাজ করা উচিত নয়, তাঁহার সভার পরামর্শ লইয়া তিনি কাজ করিবেন,—এই ভাব লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছিল। গুরুতর মোকদ্দমা বা অভিযোগের নিষ্পত্তি হ্বিটানে হইত।

রাজা ও হ্বিটান।

এই সময়ে অধিকাংশ লোকই ছোট ছোট গ্রামে বাস করিত। ইহাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল কৃষিকর্ম্ম। তদানীন্তন ইংরেজদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনের কেন্দ্র ছিল এই গ্রাম ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জমি। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট ছিল। উহা একটি সভা ও জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কতকগুলি কর্ম্মচারী দ্বারা

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অবস্থা।

পরিচালিত হইত। নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন প্রধান থাকিতেন। এইরূপ কতকগুলি গ্রাম লইয়া শতদায়ী (হাণ্ড্রেড্) সৃষ্টি হইত। এগুলিকে শতদায়ী এই জন্য বলা হইত যে, এগুলিতে একশত যোদ্ধা অথবা একশত পরিবার বর্ত্তমান ছিল। এরূপ শতদায়ীরও একটি করিয়া সভা থাকিত—সেই সভা গ্রামের প্রধানদের ও প্রতি গ্রাম হইতে চারিজন গুণী লোক লইয়া গঠিত হইত। ইহার উপরে ছিল শায়ার ও শায়ারের সভা। প্রথমত গ্রামের দল ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্যে যে কেহ এই সভায় যোগ দিতে পারিত। কিন্তু ক্রমে বড় জমিদার, ধর্ম্মযাজক, প্রধানগণ ও অন্যান্য গ্রাম্য-প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইত। এই সভার বৎসরে দুইটি করিয়া অধিবেশন হইত এবং সাধারণত রাজা ইহার সভাপতি মনোনীত করিতেন। রাজা শায়ারের প্রধান বা শেরিফ্‌কেও নিযুক্ত করিতেন এবং পরে ইনিই সভার সভাপতিত্ব করিতেন। শায়ার সভাকে ঠিক ব্যবস্থাপক সভা বলা চলে না, ইহা কতকটা উর্দ্ধতন বিচারালয়ের কাজ করিত। বিশেষভাবে জমি লইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি ইহাকে করিতে হইত।

স্যাক্সনদের দান।

উপরে স্যাক্সনদের তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ডের বহু ব্যবস্থার উৎপত্তি কোথায় হইয়াছে। প্রতিনিধি প্রেরণের অভ্যাস ইংরেজদের মনে হাজার বৎসর ধরিয়া বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পাইয়াছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজরা ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিনিধি পাঠাইবার দাবী করিয়া ও তাহা লাভ করিয়া ঐ কাজে হাত পাকাইয়াছিল। এই সময়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আজিকার মত পূর্ণতা লাভ না করিলেও, উহা যে কার্য্যকরী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল তাহা জাতির শক্তির পরিচায়ক। সর্ব্বোপরি, ইংরেজ জাতিত্রয় বিলাতে আসিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড শাসনপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাজাত্য বোধ ও জন্মভূমি-প্রীতি বৃদ্ধি পাইতেছিল।

নিজ প্রাধান্য স্থাপনে বিভিন্ন স্যাক্সন রাজ্যের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ: ওয়েসেক্সের জয়লাভ।

অ্যাঙ্গল্ প্রভৃতি আগন্তুক জাতিরা এ পর্য্যন্ত যে কয়টি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটিই স্বাধীন ছিল। প্রত্যেকেই অন্যের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহাদের ভাষা বা জাতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও ইহারা নিজেদের বিভিন্নতা ত্যাগ করিয়া তখনো এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। কোন এক রাজার অধীনতাও স্বীকার করে নাই। ইহারা শীঘ্রই পরস্পরের বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল এবং অধিক শক্তিশালী রাজ্য দুর্ব্বল রাজ্যগুলির উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইল। সমগ্র ইংল্যাণ্ডের উপর প্রভুত্ব লাভের জন্য বিভিন্ন রাজ্য নানাবিধ মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়। ৫৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস এই বিবাদের ইতিহাস। এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পূর্ব্বোক্ত সাতটি রাজ্য তিনটিতে ও পরে দুইটিতে পরিণত হয়। নবম শতাব্দীতে ওয়েসেক্স অন্য সমুদায় রাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ইংরেজ জাতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওয়েসেক্সের এই প্রভুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যখনি যে রাজ্য প্রবল হইয়া ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া একটি জাতি গঠনে প্রয়াস পাইয়াছে, তখনি তাহার সে চেষ্টা

ব্যর্থ হইয়াছে। নর্দাম্বিয়ার চেষ্টা মার্সিয়ার আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া যায়। আর মার্সিয়ার চেষ্টা, ওয়েসেক্স বিফল করে। ওয়েসেক্সে বড় বড় রাজা ও রাজনীতিবিদের অধিষ্ঠান সত্ত্বেও, যেই ওয়েসেক্স সমগ্র দেশকে ঐক্যসূত্রে ভাল করিয়া গাঁথিতে প্রয়াস পাইল, অমনি আবার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা গেল। বাহির হইতে আক্রমণ না হওয়া অবধি ইংল্যাণ্ডের জাতিত্ব-বোধ লোকদের মনে দৃঢ় হইবার অবকাশ পায় নাই। সত্য বটে রাজা অ্যালফ্রেড্ ও তাঁহার বংশ সমগ্র ইংল্যাণ্ডের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু তখনো সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষা পূরামাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। মোটামুটিভাবে একটা জাতীয় প্রীতি সব রাজ্যই পরস্পরের প্রতি অনুভব করিত, কিন্তু জাতীয় ঐক্য আসিবার তখনো দেরী ছিল। ইংল্যাণ্ড বিদেশীয় শাসনাধীনে আসিবার পর হইতে উহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

হেঙ্গেট বৃটেনে পদার্পণ করিবার পর হইতে পাঁচ শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃটেনের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বৃটনদের বিতাড়িত করিয়া অ্যাঙ্গল প্রভৃতি জাতি বৃটেনে বসবাস করিতে আরম্ভ করে ও বৃটেন ইংল্যাণ্ডে পরিণত হয়। এই সকল জাতি ধীরে ধীরে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়; বিড্‌কে প্রথম নামজাদা ইংরেজ লেখকরূপে গণনা করা যায় ইনি অষ্টম শতাব্দীতে নর্দাম্ব্রিয়ায় বর্ত্তমান ছিলেন; ইনি প্রথম ইংরেজ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, প্রথম ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রথম বড় ইংরেজ লেখক বলিয়া কথিত হন। তিনি বহু বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই জাতিগুলি কতকটা রাজনৈতিক শৃঙ্খলাও স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক কথায় বলা যায়, এক প্রকার অসম্পূর্ণ সভ্যতা বিলাতে বিরাজ করিতেছিল।

ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টানধর্ম্ম, জাতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার অভ্যুদয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওয়েসেক্সের প্রভুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহাদের শক্তি হ্রাস পাইতেছিল। এমন সময়, দিনেমারগণ ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। ইহারা দেশের এক বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর দিনেমারগণ রাজা হইয়া বসিল। দিনেমার রাজাদের শাসনাধীনে থাকিয়া ইংরেজদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর ঈর্ষা মন্দীভূত হয়। দিনেমারেরা বেশী দিন রাজত্ব করে নাই এবং ইঁহাদের শাসনকালে লোকেরা বিদেশী শাসনের কঠোরতা অনুভব করে নাই, কারণ ইহারা ইংরেজদের প্রণালীতেই রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিল। নর্ম্মানরা ইংল্যাণ্ড জয় করিবার পর হইতে সত্যকার বিদেশী শাসন আরম্ভ হইল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর নর্ম্মাণ্ডির রাজা উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন দাবী করিয়া বসেন। তিনি শুধু দাবী করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, সৈন্যসামন্ত সহ চ্যানেল পার হইয়া ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। হেষ্টিংসে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি তাঁহার বিরোধী পক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে তিনি রাজকীয় মুকুটে ভূষিত হন।

দিনেমার ও নর্ম্মাণ কর্ত্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।

উইলিয়ামের বিজয় হইতে ইহার পর দেড় শত বৎসরের ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের পক্ষে দাসত্বের ইতিহাস। প্রথমে নর্ম্মাণ্ডি হইতে ও পরে আঁজু হইতে রাজারা আসিয়া ইংল্যাণ্ড শাসন করেন। কিন্তু রাজা নর্ম্মাণই হন্ আর আঞ্জেভিনই হন্, ইংরেজরা এই সময় বিদেশী

নর্ম্মাণ শাসনাধীনে ইংলণ্ডের নানাদিকে উন্নতি ঘটে।

ভাষাভাষী ও বিদেশী জাতীয় লোকদের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। অথচ, এই বিদেশীয় শাসনে সমগ্র ইংল্যাণ্ড ধীরে ধীরে যেরূপ ঐক্যবদ্ধ ও এক জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এরূপ আর কখনো হয় নাই। প্রকৃত ইংল্যাণ্ড বলিতে আজ যাহা বুঝি তাহা ইংল্যাণ্ডের এই দাসত্ব-কালেই গঠিত হইয়াছিল। বিদেশীর চাপে প্রাদেশিক অনৈক্যসমূহ দুরীভূত হইয়া জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়। বিদেশী রাজার দৃঢ় শাসনে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত এবং এই নিরাপদ্ অবস্থা হেতু জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিসমূহ বিকাশ লাভ করিতে-ছিল। এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংল্যাণ্ডে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী রাজাদের সুবিচার ও ন্যায়পরতার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল এবং রাষ্ট্রনৈতিক গগনে বণিকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ এক কথায় বিদেশী রাজাদের শাসনাধীনে আসিয়া ইংল্যাণ্ডের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকতর বিকাশ লাভ করিল এবং ইংল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতির দেশে পরিণত হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য, স্যাক্সনরা নর্ম্মাণ-শাসনে সুখী ছিল না এবং মাঝে মাঝে তাহারা নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিত।

বিজয়ী নর্ম্মাণ রাজগণ তৎকালে প্রচলিত স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ড হইতে উৎপাটিত করিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহারা শুধু নিজেদের কতকগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম নর্ম্মাণ রাজা উইলিয়াম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ইংরেজদের রাজারূপেই রাজ্য পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন। জনগণের শুভেচ্ছা তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল বলিয়া তিনি তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি, আইন-কানুন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর হাত দেন নাই। তাঁহার নিজের রাজকীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য ও নিজ ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বোধ করিতেন, মাত্র সেইগুলি নূতন করিয়া তৈরী করিয়া লইতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নর্ম্মাণ ও স্যাক্সন ব্যবস্থার একটা মিলন ঘটিতেছিল, শক্তিশালী স্থানীয় স্যাক্সন স্বায়ত্তশাসনের সহিত দৃঢ় নর্ম্মাণ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যুক্ত হইতেছিল।

নর্ম্মাণদের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের যে সকল বিশেষত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নীচে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :

নর্ম্মাণ রাজত্ব-কালে ইংল্যাণ্ডের বিশেষত্ব।

(১) রাজার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উইলিয়াম শুধু রাজ্য জয় করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল তিনি সর্ব্বপ্রকারে ইংল্যাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। এই বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি কোন বাধা মানিতেন না। তিনি নিজেকে ইংরেজদের নির্ব্বাচিত জাতীয় রাজা বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব বোধ করিতেন বটে, কিন্তু একথাও কখনো ভুলিতেন না যে তিনি বিজেতা। উইলিয়ামের চরিত্রে এমন একটা দৃঢ়তা ও নিষ্করুণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছিল যে, প্রজারা তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। বস্তুত, রাজকীয় ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে উইলিয়ামের রাজত্ব অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

(২) তাঁহার পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডে যে ফিউদাল প্রথা বর্ত্তমান ছিল তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়েন। ইংল্যাণ্ডের বিজেতার পদ সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি ফিউদাল জমিদারদিগকে তাঁহার সামরিক অস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিলেন। তিনি তাঁহার চারিদিকে

শক্তিশালী নর্ম্মাণ জমিদারদের দিয়া এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিলেন। প্রত্যেক নর্ম্মাণ ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা লাভ করিল, কিন্তু ফিউদাল জমিদারদের সহিত রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। অর্থাৎ ইঁহাদিগকে জমি ও ক্ষমতা এই সর্ত্তে দেওয়া হইল যে, রাজার আহ্বান শুনিবামাত্র ইঁহারা রাজকার্য্য সাধনের জন্য সমবেত হইবেন। ইঁহারা অন্য কাহারও হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এইরূপে এমন ব্যবস্থা করা হইল যে, প্রয়োজনের সময়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী খাড়া করা চলিত। এরূপ একটি শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলে তাহা হইতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনাও আছে। বিশেষত নর্ম্মাণ জমিদার-শ্রেণী আইন-কানুনের ধার ধারিতেন না এবং রাজার হাতে অধিকতর ক্ষমতা তুলিয়া দিতে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক ছিলেন। ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমত, ইঁহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া জায়গীর না দিয়া দূরে দূরে বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড জমি দান করিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে, জমিদারেরা যে প্রজাদের নিকট জমি বিলি করিবেন, তাহাদিগকে সর্ব্বোপরি রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া জমি লইতে হইবে। তৃতীয়ত, ইংরেজের নির্ব্বাচিত ন্যায্য রাজারূপে তিনি তাহাদিগের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন।

(৩) অধিকন্তু উইলিয়াম পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজী বিচার ও শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে রাজা বিচারকদের নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে সমগ্র দেশে এক প্রকার আইনের প্রয়োগ ও একরূপ বিচার-প্রথার প্রচলন ঘটিয়াছিল ও রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল।

(৪) উইলিয়াম 'শায়ার'কে স্থানীয় শাসনের বৃহত্তম কেন্দ্র করেন। নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক শায়ারের জন্য রাজা একজন করিয়া শেরিফ্ নিয়োগ করিবেন। শেরিফেরা একমাত্র রাজার নিকট দায়ী থাকিতেন ও শায়ারের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজার ইচ্ছানুসারে কাজ করিতেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, কর আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিতেন। ধীরে ধীরে নর্ম্মাণ কাটি বিচারালয় হইতে আর্লদের বিলোপ হইয়া যায়।

(৫) জমিদারদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজ তাঁবে রাখিবার জন্য উইলিয়াম অন্য একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে, যাজক সম্প্রদায়কে অধীনে রাখা। এই সময়ে বিলাতে যাজক সম্প্রদায় পোপের প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত হন, কারণ উইলিয়াম কিছুতেই পোপের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। অন্য দিকে ধর্ম্মসংক্রান্ত বড় কর্ম্মচারিগণকে রাজা নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুত, উচ্চপদস্থ যাজকগণ বড় জমিদারদের সমস্থানীয় হইয়া পড়িলেন এবং রাজার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও বিতাড়িত করা সম্ভবপর ছিল না।

উইলিয়ামের পর প্রথম হেনরি (১১০০-১১৩৫ খৃঃ অঃ) ও দ্বিতীয় হেনরি (১১৫৪-১১৮৯) উভয়েই নিজ রাজ্য দৃঢ় করিতে প্রয়াস পান। নর্ম্মাণ ও তৎপরে আঞ্জেভিন রাজাদের শাসন কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাজার ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অথচ ইহাও সত্য কথা যে, রাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধিতেই পরবর্ত্তী কালে জনগণের প্রাধান্য

নর্ম্মাণ রাজত্বে রাজ-ক্ষমতার বৃদ্ধি।

লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ওমরাহ্ ও জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া এই সকল রাজা ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের জয়লাভের পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। ওমরাহ বা জমিদারগণ ক্ষমতাশালী হইতে থাকিলে জনগণের প্রভুত্বলাভের সম্ভাবনা থাকিত না। পরন্তু, যখন রাজার সহিত প্রজার শক্তি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল, তখন উহারা প্রজাদের দলে যোগ দিয়া রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নর্ম্মাণদের রাজত্বকালে ব্রিটানের নাম হয় বৃহৎ সমিতি (ম্যাগনাম কনসিলিয়াম্)। রাজা যে সকল কর্ম্মচারী ও যাজকদিগকে আহ্বান করিতেন তাহাদিগকে লইয়া এই সমিতি বসিত। উহার অধিবেশনে রাজ্যের প্রায় সকল প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন। রাজার ধরিয়া বেড়াইবার কালে তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানেই সমিতির অধিবেশন হইত। ওয়েষ্টমিনষ্টার, উইনচেষ্টার অথবা গ্লষ্টার প্রভৃতি স্থানে বৈঠক বসিত, কিন্তু অবশেষে উহা নির্দ্দিষ্টভাবে ওয়েষ্টমিনষ্টারে হইত। এই সমিতির ক্ষমতা ব্রিটানের অনুরূপ হইলেও, কার্য্যত ইহার ক্ষমতা কম ছিল। কারণ ইতিমধ্যে রাজার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও উহার সমুদায় সভ্য রাজার ভৃত্যমাত্রে পরিণত হইয়াছিল। এই সমিতি রাজকীয় বিচারালয়স্বরূপ ছিল ও পরামর্শ-সভার কাজ করিত। আইন-প্রণয়ন ও কর বসানোর ব্যাপারে রাজা ইহার পরামর্শ লইতেন। কিন্তু নর্ম্মাণ রাজারা এরূপ ধনী ও এত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন যে, কর না বসাইয়া বা অন্য প্রকারে সমিতির উপর নির্ভর না করিয়াও রাজ্য পরিচালনা করিতে সমর্থ ছিলেন।

বৃহৎ সমিতি ও ক্ষুদ্র সমিতি দ্বারা রাজ্য শাসন।

কিউরিয়া রেগিস্ নামে রাজার একটি ক্ষুদ্র সমিতিও ছিল। বস্তুত বৃহৎ সমিতির সহিত ইহার কোন পার্থক্য ছিল না। বৃহৎ সমিতির অধিবেশন সর্ব্বদা হইতে পারিত না, বৎসরে তিনবার ডাকা হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু উহার কোন কোন সভ্য, বিশেষত যাঁহারা রাজার গৃহস্থালীর সহিত সম্পৃক্ত, তাঁহারা স্থায়ীভাবে রাজার সহিত সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ওমরাহ্ ও জমিদারদের লইয়া গঠিত এই ক্ষুদ্র সমিতি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বা বিচারালয়রূপে সর্ব্বদা রাজার হাতের কাছে মোতায়েন থাকিত। কখন বড় সমিতি আর কখন ছোট সমিতি ডাকা হইবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। উভয়ের মধ্যে কাজের ভাগ একটা হয়ত ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

নর্ম্মাণ বা আঞ্জেভিন রাজারা এই সমিতিদ্বয় দ্বারা কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেন অথবা ইহাদের পরামর্শ লইতে কতটা বাধ্য ছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্ভব না হইলেও, ইহা বলা যায় যে, তাঁহারা তত্ত্বত এবং কতকটা কার্য্যত সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তথাপি তাঁহারা জনগণের নেতাদের আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ চাহিতে ও কখন কখন তদনুসারে কার্য্য করিতে অভ্যাস করিতেছিলেন। সত্য বটে, এই সমিতিদ্বয়ের সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইতেন না, রাজাই যাঁহাকে খুসী মনোনীত করিতেন, তথাপি পরবর্ত্তী রাজারা সেরূপ শক্তিশালী না হওয়ার দরুণ, জননায়কদের পরামর্শ লওয়ার অভ্যাসটা প্রথায় পরিণত হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে কাঠামো-আইনের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। বৃহৎ সমিতি হইতে বিলাতী মহাসমিতি বা পাল্যামেণ্ট, এবং কিউরিয়া রেগিস্ হইতে রাজ-সংসদ (প্রিভি কাউন্সিল),

উহার ফলাফল।

কার্যবিভাগ (এক্সচেকার) ও উচ্চ বিচারালয়সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন কোন শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুর বিলাতে এই সময়েই দেখা দেয়, ইহা বলা চলে।

দ্বিতীয় হেনরির রাজত্বকালে কতকগুলি বিশেষ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ইনি শুধু নিজ রাজ্য দৃঢ় ও কেন্দ্রীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিলাতী শাসন-যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সেগুলির উন্নতি বিধান ও প্রসারে যত্নবান্ হন। তাহার সময়ে যানবাহনের সুবিধা, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান ও পাশাপাশি বাস হেতু নর্ম্মাণ ও ইংরেজ উভয়ে মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইতেছিল। লোকেদের মনে জাতীয়তা বোধ এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, প্রাচীন ফিউদাল শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। প্রাচীন রীতিনীতি বা সংস্কার তাঁহার কাজে বাধা দিবে ইহা হেনরি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সংকল্প এই ছিল যে, কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোনপ্রকারে বিব্রত না হইয়া, রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবে। ওমরাহ্‌রা রাজার ভৃত্য বা প্রতিনিধি মাত্র। ওমরাহ্‌ই হোন কি উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকই হোন, সুশাসনের জন্য তিনি কাহাকেও সমীহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিচার ও শাসন-সংক্রান্ত নানাবিধ সংস্কার করিয়া তিনি সুশাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন। রাজকীয় বিচারকগণকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ, উপযুক্ত শেরিফদের নিয়োগ, শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার পার্থক্য করণ, জুরি প্রণালীর প্রবর্ত্তন, বৃহৎ সমিতির অধিবেশন ঘন ঘন ডাকিয়া তাহাতে গুরুতর বিষয়-সমূহ উপস্থাপিত করণ,—এগুলি তাঁহার রাজত্বকালে হয়। ফৌজদারি মোকদ্দমায় জুরি নিয়োগের প্রথার উৎপত্তি এই সময়ে ঘটে এবং তাহা দ্বারা সমুদায় বিচার-ব্যবস্থায় এক যুগান্তর উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় হেনরির দৃঢ় শাসন ও কতকগুলি সংস্কার।

প্রথম প্রথম কিউরিয়া রেগিস্ শাসন ও বিচার-কার্য্যে কোন পার্থক্য না করিয়া উভয় প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিউরিয়ার শাসন ও বিচার-বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া গেল—এক ভাগ স্থায়ী রাজকীয় পরিষদ্ হইয়া দাঁড়াইল, ইহাই পরে প্রিভি কাউন্সিল নামে পরিচিত হয়, অন্য ভাগ শুধু বিচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ ও উচ্চ বিচারালয়-সমূহের সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, শাসন ও বিচার বিভাগের এই পৃথকীকরণ একদিনে সংঘটিত হয় নাই। বহুকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে এবং অজ্ঞাতসারে ইহা হইয়াছিল।

শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য করণ।

এই সময় পর্য্যন্ত আইন বলিতে রাজার ইচ্ছাই বুঝাইত। কিন্তু এদিকেও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। শাসন-কার্য্য ও আইন প্রণয়ন যে পৃথক্‌ভাবে হওয়া প্রয়োজন এরূপ বোধ বাস্তবিক পক্ষে, রাজা বা সমিতির সভ্যদের মনে না থাকিলেও কার্য্যত গতিটা সেই দিকে ছিল। বৃহৎ সমিতির সভ্যসংখ্যা ও কাজের পরিমাণ যত বাড়িতে লাগিল ততই আইন ও শাসন বিভাগকে দুই আলাদা বিভাগরূপে গণ্য করা দরকার হইয়া পড়িল। রাজা জনের রাজত্বকালে এই অভাব আরো স্পষ্ট অনুভূত হয়।

আইন ও শাসনবিভাগের বিচ্ছিন্নতা।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে জনের রাজত্ব (১২০৪-১২১৬) নানা কারণে স্মরণীয়। তাঁহার সময়ে বিলাতের বিভিন্ন দিকে প্রসার ঘটিয়াছিল। শহরগুলি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে,

রাজা জনের রাজত্বে রাজার সহিত ওমরাহ্-দের দ্বন্দ্ব।

শ্রমবিভাগের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বণিক্ ও শিল্পিসঙ্ঘ (ট্রেড্ গিল্ড) সমূহ স্থাপিত হয়, লণ্ডনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা ও শিল্পবাণিজ্যের বৃদ্ধি দ্বারা লোকের গণতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দেয়, এবং ইংরাজ জাতির ঐক্য ও শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রবলভাবে প্রজাদের উপর নিজের প্রভুত্ব পরিচালন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার ওমরাহ্গণও প্রজাদের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ফলে রাজার সহিত তাঁহার ওমরাহ্গণের দ্বন্দ্ব বাধিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ইহার পূর্ব্বে নর্ম্মাণ্ডি বিলাতের রাজার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং রাজা ও ওমরাহ্গণ প্রকৃত পক্ষে মাত্র বিলাতের রাজা ও ওমরাহ্ হইয়া দাঁড়ান। ওমরাহ্গণ ধীরে ধীরে জনগণের প্রকৃত নেতৃত্ব লাভ করেন। রাজ্যে শক্তি, শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা সহজ হইয়াছিল।

রাজা 'জন' বনাম পোপ।

জন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিয়া অবধি ইয়োরোপে অবস্থিত নিজের পুরাতন রাজ্যসমূহ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কাজে বাধা দিলেন পোপ (১২০৬)। রাজা অর্থ ও লোক সংগ্রহে প্রাণপণে লাগিয়াছিলেন। তদানীন্তন পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট এক সুবিশাল খৃষ্টান সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ তাঁহারই ছত্রতলে সমবেত হইবেন। সেইজন্য, তিনি বিলাতের রাজা ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া এক ব্যক্তিকে বিলাতের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করেন। ইনি উপযুক্ত হইলেও রাজা জন পোপের এই কাজের বিরোধিতা করিলেন। ইহার পর টাকা চাহিয়া না পাওয়ায় জন ইয়র্কের প্রধান পুরোহিতকে নির্ব্বাসিত করেন। ইহার ফল হইল এই যে, প্রথমে পোপ এক বিশেষ নিষেধাজ্ঞা (ইনটারডিক্ট) প্রচার করিলেন যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার যাজকীয় কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়া গেল (১২০৮), তারপর পোপ রাজাকে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন (১২০৯) অর্থাৎ অখৃষ্টান ও অবিশ্বাসী বলিয়া তিনি খৃষ্টান-জগৎ হইতে পরিত্যক্ত হইলেন। কিন্তু জন এ সকল গ্রাহ্য করিলেন না, এবং যে যাজক তাঁহার বিরুদ্ধতা করিল তাহাকেই তিনি শাস্তি দিলেন।

পোপ কর্ত্তৃক জনের দণ্ডদান।

রাজশক্তি যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও কত দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জনের রাজত্ব। তিনি চারিদিকে শত্রু-বেষ্টিত হইয়াও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঘরে অভিজাত ও ওমরাহ্ সম্প্রদায় তাঁহার বিরোধী, বাহিরে পোপ জনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ও তাঁহার প্রজাগণকে তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে বলিয়া ফ্রান্সের রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। জনের রাষ্ট্রনৈতিক কূটবুদ্ধিও কম ছিল না। তিনি ফ্ল্যাণ্ডারস্, জার্ম্মাণি প্রভৃতি রাজ্যের সহায়তা লইয়া একদিকে ওমরাহ্দের ও অন্যদিকে ফ্রান্সকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ জন পোপের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং রোমের সামন্ত রাজ্য হইয়া পোপের ক্ষমা লাভ করেন। জনের এই চালে ফল ফলিল। তিনি ফ্রান্স আক্রমণে অগ্রসর হইলেন ও তাঁহার ওমরাহ্দিগকে সমুদ্র পার হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ইঁহারা তাহাতে রাজী হইলেন না। কেহ কেহ স্পষ্ট বিরোধিতা করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে বশীভূত করিবার

জন সৈন্য সহ যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রধান বিচারক (জাষ্টিসিয়ার) জেফ্রি ফিট্জ-পিটার তাঁহার বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ওমরাহ্-দের সম্মেলনের এক অধিবেশন সেট আলবান্‌সে ডাকা হয়। যাজক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে কর ইত্যাদি বাবদ্ যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ ঠিক করিয়া দেওয়া এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল। ফিট্জের পরামর্শে ও প্রভাবে জন 'বিশপ্' ও 'ব্যারন্'দের ছাড়া প্রত্যেক কাউন্টি হইতে চারিজন ভদ্রলোককে সমিতিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রথা পরেও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বৃহৎ সমিতির আকার অনেক বর্দ্ধিত হইল। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই অধিবেশনের একটি বিশেষ মূল্য আছে। যেখানে প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা নাই সেখানে করভার চাপানো চলে না। অর্থাৎ কোন জনপদের লোকদের নিকট কর আদায় করিবার পূর্ব্বে তাহা তাহাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন,—বিলাতী গণতন্ত্রের ইহা একটি মস্ত বড় কথা। এই মূলসূত্র ১২১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে প্রথম স্বীকৃত হয়। জন যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, প্রতিনিধিদের সাহায্যে কর আদায় অধিকতর সহজ বলিয়া তিনি ঐ পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ের মত ইহাও উত্তরকালে বিলাতী কাঠামো-আইনের অন্তর্গত প্রথারূপে সমুদায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সমিতিতে উপস্থিত হইবার জন্য যাহাদের ডাকা হইয়াছিল, তাহারা বিশেষ সুখী হয় নাই। ছোট বড় সকল জমিদারই এই আহ্বানের হাত এড়াইবার চেষ্টা করিতেন। প্রথমত, পথঘাট সুবিধার ছিল না বলিয়া লোকের পক্ষে ভ্রমণ ব্যয়সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর ছিল। যাঁহাদের ডাকা হইত তাঁহারা নিজ খরচায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেন। তারপর ওয়েষ্টমিনষ্টারে আসিয়া তাঁহাদের একমাত্র কাজ হইত রাজার প্রস্তাবিত নূতন করের অনুমোদন করা। অনুমোদন করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সুতরাং প্রতিনিধি প্রেরণের অর্থই ছিল নূতন কর বসানো। এইরূপ অবস্থায় লোকে যে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিল না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ, এই প্রথাই ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের একটা বড় সহায় হইয়া উঠিয়াছিল।

১২১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধি দ্বারা করস্থাপনের ব্যবস্থার প্রথম উদ্ভাবন।

তারপর আসিল ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনন্দ (ম্যাগনা কার্টা)। ইহার কিছু পরেই বিলাতী রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গণতন্ত্রের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। জন পোপের বশ্যতা স্বীকার করিবার পর, বিলাতে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া আসেন ষ্টিফেন ল্যাঙ্গটন। বিলাতী স্বাধীনতার ইতিহাসে ইহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার যোগ্য। ইনি বিলাতের মাটিতে পদার্পণ করা অবধি রাজার যথেচ্ছ ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রথা ও অধিকারসমূহ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকেই নিজেদের নেতৃত্ব দান করেন। জন অবাধ্য ওমরাহ্ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া যাত্রা করেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু ল্যাঙ্গটন অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া আইন বা বিচারালয়ের দ্বারা তাঁহাদের বিচার করাইবার জন্য রাজাকে সম্মত করিলেন। অন্য দিকে, সেট পল গির্জ্জায় ওমরাহ্‌গণ সমবেত হইলে ল্যাঙ্গটন প্রথম হেনরি সুশাসনের জন্য যে সকল সংস্কার করিতে স্বীকৃত

রাজা ও ওমরাহ্‌দের দ্বন্দ্বের ফল; ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মহাসনন্দ।

হইয়াছিলেন সেগুলি উপস্থাপিত করেন। জেফ্রিট প্রথম এগুলির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সেট আলবান ও সেট পলে অনুষ্ঠিত সমিতিদ্বয়ের দাবীসমূহ জনের নিকট পেশ করার অব্যবহিত পরে মারা যান। তখন ল্যাঙ্গটন পুরোবর্ত্তী হইয়া প্রথম হেনরির সনন্দ সম্বন্ধে জনের সম্মতি ভিক্ষা করিলেন। ওমরাহ্‌রা এতকাল পরে আর গোপনে ষড়যন্ত্র করিবার সার্থকতা দেখিতে পাইলেন না: তাঁহারা ল্যাঙ্গটনের সহিত প্রকাশ্যভাবে স্পষ্টত জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় আইন চাহিয়া বসিলেন। জন প্রথমত এই আশায় দেরী করিতে লাগিলেন যে, রোম হইতে তিনি সাহায্য পাইবেন। ইতিমধ্যে তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন (১২১৪)। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া তিনি বিলাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ওমরাহ্‌গণ তাঁহার পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তাঁহারা গোপনে সেট এডমাণ্ডস্‌বারিতে একত্র হইয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, যে পর্যন্ত রাজা সনন্দ দান না করিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ চালাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সৈন্য-সংগ্রহেও প্রবৃত্ত হইলেন। জন এ সকল বিষয় কিছুই না জানিয়া, যে সকল ওমরাহ্‌ তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যান নাই তাঁহাদের নিকট নূতন কর চাহিয়া বসিলেন। ওমরাহ্‌গণ প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে তাঁহারা সশস্ত্রভাবে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট তাঁহাদের দাবী উপস্থাপিত করিলেন। জন ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং বহুপ্রকারে যাজক সম্প্রদায়ের সন্তোষসাধন করিয়াও সহায়তার কোন ভরসা পাইলেন না। সমগ্র জাতি রাজার বিরুদ্ধে ছিল। জন একেবারে একাকী ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহারাও এই সকল দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেছিলেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে ওমরাহ্‌গণ সশস্ত্র সমবেত হইয়া পুনরায় তাঁহাদের দাবী জানাইলেন। জন সম্মত হইলেন না। তখন সমগ্র দেশ একবাক্যে সনন্দ চাহিয়া বসিল। ওমরাহ্‌গণ জনের নিকট সশস্ত্র উপস্থিত হইল। তখন জনকে নতি স্বীকার করিতে হয়। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওমরাহ্‌দের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। টেম্‌স্‌ নদীর তীরে অবস্থিত, উইণ্ডসর ও ষ্টাইনেসের মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপের রাণিমিড নামক জলা মাঠের নিকট এই অধিবেশন বসে। ১৫ই জুন তারিখে জন বিনা সর্ত্তে ওমরাহ্‌দের দাবীসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়া মহাসনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সুবিচার ও সুশাসনের জন্য মহাসনন্দে ব্যবস্থা।

আগে ছিল বংশপরম্পরা আগত ও প্রথা দ্বারা স্বীকৃত অধিকারসমূহ। এগুলি লোকের স্মৃতিতে থাকিত ও মাঝে মাঝে ঘোষিত হইত। এখন আসিল মহাসমিতি ও তৎকর্ত্তৃক প্রণীত বিধান অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আইনের যুগ। তাহারই অগ্রদূতরূপে এই মহাসনন্দ দেখা দিল। যাজক-সম্প্রদায়ের অধিকারসমূহ রক্ষার কথা সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ইংরেজের সুবিচার পাইবার অধিকার, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত নিরাপত্তার অধিকার এবং সুশাসনের অধিকারের কথা খুব স্পষ্ট ভাষায় রহিয়াছে। "কোন স্বাধীন ব্যক্তি ধৃত, বন্দীকৃত, সম্পত্তিচ্যুত, অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত অথবা সর্ব্বনাশের পথে আনীত হইবে না; রাজ্যের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ আইনসঙ্গত বিচারে বা দেশের আইন-ব্যবস্থা হুকুম না

করিলে, কোন লোকের বিরুদ্ধাচরণ বা তাহার বিরুদ্ধে লোক প্রেরণ আমরা করিব না।” এই অংশটিকে বর্ত্তমান বিলাতী বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তিরূপে গণনা করা যাইতে পারে। অন্যত্র আছে, “আমরা অর্থ লইয়া অধিকার বিক্রয় বা বিচারের অপলাপ করিব না, কাহাকেও অধিকার ও সুবিচার হইতে বঞ্চিত করিব না এবং ইহা দানে বিলম্ব করিব না।”

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের আমলে যে সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সেগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, প্রাদেশিক দায়রা আদালতের বিচারকগণ বৎসরে চারিবার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন ও রাজকীয় বিচারালয় রাজার সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত না হইয়া এক স্থানেই বসিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ইহার পূর্ব্বে রাজারা যখন ইচ্ছা নূতন কর বসাইতেন অথবা পুরাতন কর বাড়াইতেন। মহাসনন্দে ইহার প্রতীকার করা হইল। বিলাতে সামন্ত-তন্ত্রাধীন জায়গীরদারদিগকে স্কুটেজ্ নামক এক প্রকার জমি-কর দিতে হইত। মহাসনন্দে ইহা রদ করা হইল। “রাজ্যের সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতীত, আর কেহ রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার জায়গীর হইতে কর আদায় করিতে সমর্থ নহে।” এই সাধারণ সভা বা বৃহৎ সমিতিতে প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ ও বড় বড় ওমরাহ্গণ বিশেষ পরোয়ানা দ্বারা আহূত হইবেন এবং শেরিফ ও বেলিফ্দের (আদালতের পেয়াদা) সাহায্যে মাতব্বর প্রজাদিগকে ডাকা হইবে, এরূপ নিয়ম হয়। প্রতিনিধিদের সাহায্যে কর বসাইবার এই যে বীজ রোপিত হইল, ইহাই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির অস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছিল। ওমরাহ্গণ যে ইহা দ্বারা কত বড় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহারাও বুঝিতে পারেন নাই।

মহাসনন্দ প্রকৃত পক্ষে রাজার নিকট হইতে ওমরাহ্গণের অধিকারসমূহের আদায় হইলেও, ওমরাহ্গণ সমগ্র জাতির হইয়া সেগুলি দাবী করিয়াছিলেন (গ্রীন)। বিচার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ওমরাহ্দের চেয়ে জনসাধারণ বেশী উপকৃত হইয়াছিল। কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা বণিকের শাস্তি হইলেও তাহাকে সম্পত্তিচ্যুত করা হইত না। যে যে ভাবে জীবিকা অর্জন করিত তাহা অন্যায় না হইলে তাহাতে হাত দেওয়া হইত না। খাদ্যদ্রব্য লাভে বাধা, জোর করিয়া শ্রম আদায়—রাজকীয় কর্ম্মচারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বন-রক্ষার নূতন ব্যবস্থা হইল। রাজার যথেচ্ছ করাদায় হইতে যেমন ওমরাহ্দের রক্ষা করা হয়, তেমনি তাহাদের অন্যায় করাদায় বন্ধ করিয়া সাধারণ প্রজাদের বাঁচান হয়। শহরসমূহ মিউনিসিপ্যাল সুবিধা ভোগ করিবার, যথেচ্ছ করভারে প্রপীড়িত না হইবার, সুবিচার পাইবার, পরস্পর মন্ত্রণা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার লাভ করিল। শুধু লণ্ডন নয়, অন্য সমুদায় শহর, বন্দর ও জনপদ যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিতে ও নিজ প্রথামত কাজ করিতে পারে তজ্জন্য হুকুম দেওয়া হয়। বিদেশী বণিক্ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ব্যবসা করিবার ক্ষমতা লাভ করে এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একই ধরণের ওজন ইত্যাদি প্রচলনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মহাসনন্দকে ইংরেজরা কেন রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যুগান্তকারী আইন বলিয়া মনে করে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে—যখন ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তখন—সঠিকভাবে ধারণা

বিলাতী রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে মহাসনন্দের স্থান।

করা কঠিন। এই মহাসনন্দের ইতিহাস পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ওমরাহ্‌গণ ইহা লাভ করিবার জন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ও রক্তপাত করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ইহা লাভের জন্য যদি বহু লোকেরও প্রাণ বিনষ্ট হয়, তথাপি ইহা লাভ করিতেই হইবে। কেহ কেহ মহাসনন্দের অর্থোদ্ধার করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহাকে কেন রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এত বড় স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু আজিকার ইংল্যাণ্ডে যে রাজা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূল খুঁজিতে হইবে এই মহাসনন্দের মধ্যে। ইহাতেই প্রথম লিখিত আকারে স্বীকার করা হয় যে, আইন প্রণয়ন, শাসন বা বিচার ব্যবস্থায় রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন না, কর স্থাপনে প্রজার সম্মতি লইতে হইবে ইত্যাদি। যদি মনে করা হয় দুর্ব্বল বা অনুতপ্ত রাজার হাত হইতে এই সকল অধিকার আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে ভুল হইবে। উপরে জনের রাজত্বের যতটুকু বর্ণনা দিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, জনের রাজত্বকালে রাজশক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু এই রাজশক্তিকেও অনিচ্ছার সহিত প্রজাশক্তির নিকট নত হইতে হয়। মহাসনন্দ নিজ অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের জন্য রাজার সহিত বিরোধে প্রজার জয় লাভের ফল।

রাজার নিকট হইতে প্রজার দাবীসমূহের না হয় পূরণ হইল। বহু অত্যাচার ও অনাচারও দূরে গেল। কিন্তু তখনও রাজার কাজ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল না। তিনি যে তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিবেন, তাহার কি নিশ্চয়তা? অথচ পালন না করিলে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার অস্ত্র হাতে থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য ব্যবস্থা এই হইল যে, ওমরাহ্‌দের মধ্য হইতে ২৫ জনকে বাছিয়া তাঁহাদের দ্বারা এক সমিতি গঠিত হইবে। জন যাহাতে মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহ ভঙ্গ না করেন, তাহা দেখাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। তিনি তাহা ভঙ্গ করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার অধিকার ইঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। মহাসনন্দ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রকাশিত ত হইলই। অধিকন্তু প্রত্যেক শতদায়ী ও প্রত্যেক শহরের সভাতেও শপথপূর্ব্বক রাজার নামে ঘোষিত হইতে লাগিল।

এখানে বিলাতের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং রাজা জন কিরূপে তাঁহার কূটবুদ্ধি দ্বারা মহাসনন্দের কাজ ব্যর্থ করিয়া দেন, কিরূপে পোপ তাঁহার সহায়তা করেন ও মহাসনন্দকে বাতিল করিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা ওমরাহ্‌দের সহিত বিবাদ করিতে করিতে জনের দেহাবসান ঘটে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিলাতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পরবর্ত্তী প্রধান ঘটনা সাইমন ডি মণ্টফোর্টের উত্থান ও জনগণের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার প্রাণত্যাগ। ইহা তৃতীয় হেনরির রাজত্বকালের (১২১৬ ১২৭২ খৃঃ অঃ) কথা। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। দেশবিশ্রুত বেকন এই সময়েই তাঁহার চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ লেখা দ্বারা ইংরেজী ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন। জীবিতকালে তিনি যথোচিত সমাদর লাভ না

সাইমন ডি মণ্টফোর্ট।

করিলেও তাহার রচনাবলী যে বিলাতী চিন্তা ও কার্য্যকে বিশেষ শক্তি দান করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মতত্ত্বের কতকটা বিজ্ঞানসঙ্গত চর্চ্চা ও নিরপেক্ষ রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত এই সময়েই হয়। মহাসনন্দের পর তৃতীয় হেনরী সাবালক না হওয়া অবধি (১২২৭ খৃঃ অঃ) ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগন কতকটা পরিষ্কার ছিল। কিন্তু তাহার পরেই রাজার সহিত ওমরাহ্‌দের আবার বিবাদ আরম্ভ হয়। তৃতীয় হেনরি স্বভাবত সুশাসক ছিলেন না। তদুপরি ওমরাহ্‌দের অমনোযোগ ও শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া তিনি মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছভাবে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ক্রমাগত করের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেষে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে ওমরাহ্‌গণ রাজার এই অন্যায় আর সহ্য করে নাই। তাহারা একত্র সম্মিলিত হইলেন ও সাইমন ডি মণ্টফোর্টকে নেতৃত্বে বরণ করেন। ইহার পর ২১ বৎসরের ইতিহাস সাইমনের সহিত রাজার দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়ে পূর্ণ। ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। যখনই সাইমন নিজের শক্তিতে রাজাকে বাহিরের বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও কূটবুদ্ধির সাহায্যে ওমরাহ্‌দের হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন, তখনি আবার অনেকে তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রাজার প্রতি ভক্তি ও বশ্যতা তাহাদের এরূপ মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, অত্যাচারী রাজাকে তাহারা যখন বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন ইহার বেশী কোন প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হন নাই। সাইমন সৎ অথচ দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। মহাসনন্দের ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে মহাসনন্দ দানের পর ৫০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার শক্তি ও দুর্ব্বলতাসমূহ প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল দাবী পূরণ করা হইয়াছিল, সেগুলি রাজার পক্ষে স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু রাজা সেগুলি ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা ইহাতে নাই। হেনরী বার বার শপথ করিতেন যে, তিনি মহাসনন্দের সর্ত্তগুলি মানিবেন, কিন্তু তিনি প্রতিবার নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে ইতস্তত করিতেন না। ওমরাহ্‌রা স্বাধীনতার পরোয়ানা জোর করিয়া আদায় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সে স্বাধীনতা কার্য্যত না পাইলে রাজাকে বাধ্য করান সুসাধ্য ছিল না। সাইমন এই অবস্থার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তৃতীয় হেনরি মহাসমিতির এক অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ওমরাহ্‌রা সশস্ত্র উপস্থিত হইয়া আপনাদের দাবী জানাইলেন। রাজা বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রের সংস্কারের জন্য ২৪ জন লইয়া একটি সমিতি গঠনে সম্মতি দিলেন। এই সমিতি জুন মাসে মহাসমিতির অক্সফোর্ড অধিবেশনে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্য রাজপক্ষীয় হওয়া সত্ত্বেও উহা জনমতকে সমর্থন না করিয়া পারিল না। ইহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির বিধান করেঃ রাজা আহ্বান করুন বা নাই করুন, প্রতিবৎসর সমিতির তিনটি করিয়া অধিবেশন হইবে। জনসাধারণ ১২ জন ভদ্রলোককে মহাসমিতিতে প্রেরণ করিবে। ইহারা

রাজা ও ওমরাহ্‌দের বিবাদ।

"অক্সফোর্ডের ব্যবস্থা"।

সে সময়ে অথবা রাজা ও তাঁহার সমিতি ডাকিয়া পাঠাইলে রাজা ও রাজ্যের অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এই ১২ জন যাহা করিবেন তাহাই জনসাধারণ মানিয়া লইবে। ওমরাহ্ ও উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের লইয়া তিন বিভিন্ন কার্য্য বিভাগের জন্য গঠিত তিনটি স্থায়ী সমিতির উপর সংস্কার ও শাসন-কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ২৪ জনের হাতে যাজক-সম্প্রদায়ের সংস্কারের কাজ অর্পিত হইল, অন্য ২৪ জন আর্থিক সাহায্য বিচার করিবার জন্য রহিলেন, ১৫ জনের দ্বারা গঠিত এক স্থায়ী সমিতি রাজাকে শাসন-কার্য্যে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। বস্তুত, এই বিভিন্ন সমিতিসমূহে প্রায় একই লোক প্রেরিত হইতেন। রাজার প্রধান বিচারক, কোষাধ্যক্ষ এবং দুর্গের রক্ষকগণ সকলেই স্থায়ী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে চলিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং হিসাব-রক্ষককে প্রতি বৎসরের অন্তে হিসাব দাখিল করিতে হইত। দেশের প্রধান প্রজাদের মধ্য হইতে শুধু এক বৎসর-কালের জন্য শেরিফ্‌গণ নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহাদের বিচারালয়ে বিচারের জন্য কোন অর্থব্যয় করিতে হইত না।

উপরে সংক্ষেপে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইল, সেগুলি "অক্সফোর্ডের ব্যবস্থা" (অক্সফোর্ড প্রভিসন) নামে পরিচিত। রাজকীয় ঘোষণা ইংরেজী ভাষায় এই প্রথম জারি হয়। ইহার আগে সর্ব্বত্র ল্যাটিন ভাষা ব্যবহৃত হইত, মহাসনন্দেও লিপিবদ্ধ আছে। বৃহৎ সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত ২৪ জন দৃঢ়ভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অল্পকাল-পরেই তাঁহাদের শাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হইতে লাগিল যে, তাঁহারা শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই করিতেছেন। সুতরাং রাজা শীঘ্রই অক্সফোর্ডের ব্যবস্থাসমূহ অমান্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সাইমন এই সময়ে নিজের স্থিরবুদ্ধি বলে রাজ্যের ওমরাহ্‌দের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা যুবা তাঁহাদের, সাহায্যে রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু সাইমনের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমুদায় প্রধান ওমরাহ্ রাজার স্বপক্ষে ও সাইমনের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। তখন ইংল্যাণ্ডের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বণিক্-সমিতিসমূহ এবং জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে। সুতরাং দেশ সাইমনের স্বপক্ষে ছিল। বিশেষভাবে লণ্ডন এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। যুদ্ধে বিপক্ষদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া এবং তৃতীয় হেনরি ও তাঁহার পুত্র এড্‌ওয়ার্ডকে বন্দী করিয়া রাখিয়া (১২৬৪ খৃঃ অঃ) সাইমন ইংলণ্ডের সুশাসনবিধানের জন্য যত্নবান্ হইলেন। লিউইসের অন্তর্গত মাইস্ নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে রফা হইল। "অক্সফোর্ডের ব্যবস্থা"-বলীকে আবার সালিশীর হাতে দেওয়া হইবে স্থির হয়। শীঘ্রই মহাসমিতির অধিবেশন ডাকা হইল ও তাহাতে প্রত্যেক কাউণ্টি হইতে চারিজন করিয়া নাইট আহূত হইলেন। সালিশীর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই নয়জনকে লইয়া গঠিত সমিতির উপর শাসন-কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। অন্যান্য সুব্যবস্থাও হইল। কিন্তু মুস্কিল দাঁড়াইল এই যে, বন্দী রাজার সহিত কোন প্রকার রফা চলে না, আবার তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার অর্থ নূতন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। তাহা ছাড়া রাজাকে বন্দী রাখার দৃশ্যও ইংল্যাণ্ডে নূতন। ইহাতেও অনেকে সাইমনের পক্ষ ত্যাগ করে। বস্তুত ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে যে নূতন মহাসমিতির অধিবেশন বসে, তাহাতে ১২০ জন যাজকের সহিত

মাত্র ২৩ জন ওমরাহ্ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাইমন দূরদৃষ্টিতে রাজার সহিত ওমরাহ্দের এই বিবাদকে সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করেন। যুদ্ধে রাজার সাফল্যের অর্থ হইত তাঁহার যথেচ্ছ রাজত্ব, পক্ষান্তরে ওমরাহ্দের জয়লাভের অর্থ হইত তাঁহাদের একাধিপত্য। সাইমন এই দুটির কোনটিই ঘটিতে দিলেন না। তাহা ছাড়া, রাজার প্রবল ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই ওমরাহ্দিগকে এরূপ হীনাবস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে একাকী মাথা তুলিতে সক্ষম ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের পক্ষ লইতে হইয়াছিল। সাইমন এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এক গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা করিলেন। এই সময়ে তিনি যে মহাসমিতি আহ্বান করেন তাহাতে শুধু বিশপ, ব্যারণদের ডাকিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক কাউন্টি হইতে দুইজন করিয়া নাইটও ডাকিলেনই, অধিকন্তু প্রত্যেক বন্দর হইতে দুইজন করিয়া রাষ্ট্রিককেও ডাকিলেন। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই প্রথম মহাসমিতিতে বণিক্ ও মহাজন ওমরাহ্দের সহিত একত্র বসিবার অধিকার পান। এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা গণতন্ত্রের ভিত্তি আরো দৃঢ় করা হইল। কিন্তু তৎকালে কার্য্যত মটফোর্টের প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা বলা শক্ত। দেশ তাঁহার স্বপক্ষে থাকিলেও রাজা ও ওমরাহ্গণের অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন ও অবশেষে তিনি যুদ্ধে হত হন।

১২৬৫ খৃঃ অব্দের মহাসমিতির অধিবেশনের গুরুত্ব।

সাইমন যে মহাসমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাকে ঠিক জাতীয় মহাসমিতি এই জন্য বলা চলে না যে, উহা প্রধানত তাঁহার স্বপক্ষীয় দলের লোক দ্বারা পূর্ণ ছিল। ইহার ৩০ বৎসর পরে ১২৯৫ খৃঃ অব্দে যে মহাসমিতি ডাকা হয় তাহাকেই আদর্শ মহাসমিতি (মডেল পার্ল্যামেণ্ট) নামে অভিহিত করা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে মহাসমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেই সকল অধিবেশনে সাইমনের ব্যবস্থা অমান্য করা হইয়াছিল, শহরের প্রতিনিধিগণ কোন স্থান পান নাই। এই ত্রিশ বৎসরে বহুদিকে ইংল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ওয়েল্স বিজিত হয় এবং স্কটল্যাণ্ড জয়ের চেষ্টা চলিতেছিল। প্রথম এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে (১২৭২-১৩০৬ খৃঃ অঃ), বিচার-ব্যবস্থা, আইন-প্রণয়ন, মহাসমিতি ও শাসন কার্য্য এক একটি নির্দ্দিষ্টরূপ পাইয়া দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা মূলত নর্ম্মাণ হইলেও যেরূপ সর্ব্বতোভাবে ইংরেজ বনিয়া থাকেন, তদ্রূপ ইংল্যাণ্ড এক জাতীয়ত্বের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতি হিসাবে ইংরেজের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এই সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সিংহাসনে বসিবার অল্প পরেই প্রথম এড্ওয়ার্ড ওয়েষ্টমিনষ্টারের প্রথম বিধান (ষ্ট্যাটিউট্) ঘোষিত করেন। ইহার ৫১টি প্রকরণে মহাসনন্দ, অক্সফোর্ডের ব্যবস্থা ও অন্য কোন বিধানের কতকগুলি বিষয় এবং দ্বিতীয় হেনরি ও প্রথম এডওয়ার্ডের কতকগুলি শাসন-ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু বিধান তৈরীর চেয়েও অর্থের সন্ধান পাওয়া বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও সেজন্য অর্থের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে জাতীয় সম্পদ্ বলিতে একমাত্র জমিকেই বুঝাইত না। জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, নানা প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছিল। জমি ভিন্ন সব সম্পত্তির

বিলাতে আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকাশ।

প্রথম ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধান।

উপর কর চাপাইয়া টাকা যোগাড় করার প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া নানাবিধ পরোক্ষ করও বসানো হইল। ইতালির বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া লাভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের নিকট কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। নানা দেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে শুল্ক ব্যবস্থা মোতায়েন হইল। ওয়েল্‌সের দিকে অভিযান সুরু করিয়া দিয়া রাজা বিচার-ব্যবস্থা সংশোধনের দিকে মন দেন। রাজার বিচারালয় তিনটি বিভিন্ন আদালতে বিভক্ত হয়, প্রথমত, কোষবিভাগ সংক্রান্ত বিচারালয় (কোর্ট অব্ এক্সচেকার), ইহা রাজকীয় কোষ সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমার বিচার করিত। দ্বিতীয়ত, সাধারণ বিচারালয় (কোর্ট অব্ কমন প্লীজ্), ইহা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মামলার বিচার করিত, তৃতীয়ত, রাজার বিচারালয় (কিংস্ বেঞ্চ), ইহা রাজার সম্পর্কিত অথবা রাজা কর্ত্তৃক আনীত মোকদ্দমার এবং বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিত। এই সময়ে আইনের বিচার ছাড়া সুবিবেচনা দ্বারা বিচার (ইকুইটি) প্রথার প্রচলন হয়। পূর্ব্বে রাজা শাসন ও বিচার-কার্য্য যথেচ্ছভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে বাধা দিবার কেহ ছিল না, কিন্তু বিচারালয়সমূহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলি শুধু আইনের সাহায্য লইয়া বিচার করিতে পারিত। কি করিয়া বিচার-কার্য্য চালান হইবে ও সেই বিচার কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, সে সম্বন্ধে প্রথা দাঁড়াইয়া যাইতে লাগিল। অধিকন্তু, এই সময়ে বিচার-ফলসমূহের বিবরণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছিল। এগুলি পরবর্ত্তী প্রত্যেক বিচারের সময়ে নজীর স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। বিচারালয়সমূহে সুবিচার হয় নাই মনে করিলে রাজা ও তাঁহার সভার (কিং ইন্ কাউন্সিল) নিকট আবেদন করিবার উপায় ছিল। রাজার হাতে বিচারের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকাতেও যে লোকে আপত্তি করে নাই, তাহার কারণ এই ছিল যে, ইহাতে আইনের আশ্রয় লইয়া ওমরাহ্‌দিগকে নিয়ন্ত্রণ করা চলিত। ক্রমেই ইহাদের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইহাদের সম্মতি ব্যতীত কোন রাজা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে, কর চাপাইতে অথবা আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ ছিলেন না। নর্ম্মাণ ওমরাহ্‌দিগকে আর কেহ বিদেশী বলিয়া মনে করিত না, ইহারা ইংরেজের সমাজের অঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেন, সুতরাং উহা রক্ষা করাও জনসাধারণ এবং ওমরাহ্‌গণ উভয়েই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলেন। ওমরাহ্‌দের যুদ্ধের ফলে মহাসনন্দের ব্যবস্থানুসারে রাজ্যশাসন করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শাসন-কার্য্যের ভার একটি স্থায়ী সমিতির উপর দেওয়া হয়। ইহা রাজার নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রীদের ও বড় বড় ওমরাহ্, ধর্ম্মযাজকদের লইয়া গঠিত হইত। এইরূপে, একদিকে ওমরাহ্‌দের প্রাধান্য ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে বাড়িলেও, অন্যদিকে প্রত্যেক ওমরাহের ফিউদাল ক্ষমতা ক্রমাগত কমিতে থাকিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেক ওমরাহ্ প্রীত হন নাই; তাঁহারা মনে করিতেন রাজক্ষমতাকে খর্ব্ব করিতে পারিলে তাঁহাদের ফিউদাল শক্তিসমূহ ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু এডওয়ার্ড ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ও যাঁহাদের দোষী মনে করিলেন তাঁহাদের শাস্তি দিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

১২৭৮ সালে এডওয়ার্ড এক তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করিলেন। ওমরাহরা কোন্ অধিকারের জোরে ভোট দেন তাহার অনুসন্ধান করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত, এডওয়ার্ড শুধু ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, জমিদারদিগকে উন্নীত করিয়া তাহাদের প্রতিযোগী রূপে দাঁড় করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়কেও তিনি রেহাই দেন নাই। ইহাদের জাতীয় আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অনুজ্ঞা দেন যে, জাতীয় করভারের কিছু অংশ ইহাদেরও বহন করিতে হইবে।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড যে অভিযান ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে পাঠান তাহাতে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অনেক অর্থ ক্ষতি হয়। এই অর্থ উঠাইবার জন্য তিনি এক অভূতপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করেন। অর্থ তিনি জনগণের নিকট চাহিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য দুইটি আলাদা প্রাদেশিক সমিতি আহূত হইল। উত্তর ইংলণ্ডের সমিতি ইয়র্কে ও দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের সমিতি নর্থহ্যাম্পটনে বসিল। যাজক ও অযাজক উভয় প্রকার প্রতিনিধিরই ডাক পড়িল। শায়ার ও বরো মাত্রেই দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। আর যাজকদের পক্ষ হইতে আসিল আর্চ্চ ডিকন, এবট ও প্রক্টররা। অযাজক সম্প্রদায় তাড়াতাড়ি ও মুক্তহস্তে কর আদায়ের আজ্ঞা দিলেন, যাজকগণ কিঞ্চিৎ আপত্তির পর মত দিতে বাধ্য হন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিবার পর কিন্তু ওয়েল্‌দের সহিত যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া গেল। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌স বিধান (ষ্ট্যাটিউট অব্ ওয়েল্‌স) বিঘোষিত হইল, কিন্তু তাহা বহুকাল কাজে লাগে নাই। ইহা দ্বারা ওয়েল্‌সে ইংরেজী আইন, বিচার ও শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার কথা লিপিবদ্ধ হয়। ১২৮৩ খৃঃ অব্দে বণিক্-আইন (ষ্ট্যাটিউট এফ মার্চ্চেন্টস্) জারি হইয়াছিল। বাণিজ্যিক চুক্তি, স্থানান্তরে মাল প্রেরণ, বাণিজ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইত্যাদির বিষয় এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। ইহা বণিক্‌শ্রেণীর মঙ্গলার্থ প্রণীত হয়।

মহাসমিতি দুই ভাগে বিভক্ত।

ওয়েল্‌স্ বিধান।

বণিক্-আইন।

প্রথম ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধানের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৩৩৩)। ১২৮৫ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধান ঘোষিত হইল। ইহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত কতকগুলি বিধান (মর্টমেইন, মের্টন, গ্লষ্টার) স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, যৌতুক, বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধেও কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এই বৎসরেই উইনচেষ্টার বিধান দ্বারা জাতীয় পুলিশ ও স্বদেশ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। এক কথায়, সমগ্র দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই বিধান। দেশে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রিক সশস্ত্রভাবে রাজার হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইলে অপরাধীর পশ্চাদ্ধাবন করিবে; যে জিলার এলাকার মধ্যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা সেই জন্য দায়ী থাকিবে, রাত্রি হইতে না হইতে প্রতি শহরের ফটক বন্ধ করা হইবে, প্রত্যেক বিদেশী আগন্তুককে শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের নামধাম জ্ঞাপন করিতে হইবে, দস্যুরা যাহাতে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে না পারে তজ্জন্য রাস্তার দুই পাশের জঙ্গল বিনষ্ট করিতে হইবে; এই প্রকার বিষয়সমূহ উপরোক্ত বিধানের মর্ম্ম। এই বিধানের যাহাতে অবমাননা না হয় সেজন্য প্রত্যেক শায়ারে দুইজন করিয়া শান্তি-রক্ষক (কন্‌সারভেটর অব পীস্) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারাই পরে জাষ্টিস্ অব্ পীস্ নামে পরিচিত হন।

দ্বিতীয় ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধান।

তৃতীয় ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধান।

১২৯০ সনে তৃতীয় ওয়েষ্টমিনষ্টার বিধান প্রণীত হয়। কেহ কেহ এই আইনকে সমাজের যুগান্তরকারী আইন বলিয়া মনে করেন। বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া উহার কতকগুলি গলদ্ দূর করিবার পর, জমিসম্পর্কে এই নূতন বিধান জারি করা হয়। ইহা দ্বারা এই নিয়ম করা হইল যে, মধ্যস্বত্বজোতের জমি হস্তান্তরিত হইলে, নূতন মালিক মধ্যস্বত্বজোতদারের রাইয়ত হইবে না, একেবারে ভূস্বামীর রাইয়ত হইবে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল জমির পুন পুন হস্তান্তর নিবারণ করা, কিন্তু ফল হইল উল্টা। ইহা জমির ক্রমাগত ভাগ হইয়া যাওয়ায় আরো সাহায্য করিল। সরাসরি রাজার নিকট হইতে জমির স্বত্ব ভোগকারী ভদ্রলোকের সংখ্যা সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে বাড়িয়া চলিল।

রাজা আইনপরতন্ত্র হইলেন।

এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বিশেষত কুসীদজীবিরূপে ইহুদীগণ বিশেষ ধনশালী হইয়া সাধারণ অধিবাসীদের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই ইহুদীদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। অতঃপর এডওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডের সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে এডওয়ার্ড এক পরাক্রান্ত রাজারূপে ইয়োরোপে অনেকের ঈর্ষাভাজন হন। কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের এক বিশেষ পার্থক্য ছিল। এডওয়ার্ডের সময়ে সমগ্র জাতির সম্বন্ধে চেতনা কতকটা জাগ্রত হইয়াছিল। এডওয়ার্ডের শক্তির ভিত্তি তাঁহার যথেচ্ছাচারের শক্তি নয়। ইংল্যাণ্ডে তখন শুধু রাজার ইচ্ছায় কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার ইচ্ছানুসারে আইন প্রণীত হয় না। প্রণীত হয় রাজ্যের সাধারণের নিযুক্ত সমিতির মতানুসারে। ইহাকে আইনের রাজত্ব বলা চলে। কিন্তু এডওয়ার্ড আইনের সাহায্যে রাজত্ব চালাইতেছিলেন বলিয়াই অর্থাৎ সকলের সম্মতিতে কাজ করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া দাঁড়াইল।

১২৯৫ খৃঃ অব্দের আদর্শ মহাসমিতি।

এডওয়ার্ডের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াও স্কটল্যাণ্ড বহু বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। এক বিষয়ে এডওয়ার্ড নিজের দাবী কখনো ছাড়েন নাই, তাহা তাঁহার আদালতে সমুদায় স্কচ আবেদন শুনিবার। কিন্তু ইহা লইয়াই বিবাদ বাধে। স্কটল্যাণ্ড বাধা দিবার উপক্রম করে। এদিকে ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধিতে ফ্রান্সের রাজা বিপক্ষাচরণ আরম্ভ করেন ও স্কটল্যাণ্ডকে উৎসাহ দেন। অবশেষে এরূপ অবস্থা হইল যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করা ছাড়া এডওয়ার্ডের উপায়ান্তর রহিল না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি স্কটল্যাণ্ডের সাহায্য পাইলেন না। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রজাদের সম্মতি পাইবার জন্য ১২৯৫ খৃঃ অব্দে মহাসমিতির এক অধিবেশন ডাকিলেন। মহাসমিতি বা পার্লামেণ্ট বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, এই প্রথম তাহার গোড়াপত্তন হইল। এই সময়ে মহাসমিতি এমন একটি রূপ লাভ করিল যে, তাহাতে উহাই গণতন্ত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়।

এই সময়কার সামাজিক অবস্থার কয়েকটি বিশেষত্ব প্রণিধানযোগ্য। বড় বড় ওমরাহ্দের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বহু ওমরাহের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় তাঁহাদের সম্পত্তি রাজার হস্তগত হয়। আবার কেহ কেহ উচ্চ করভার হইতে রেহাই পাইবার জন্য কোন কোন জমির মালিকানা-স্বত্ব অস্বীকার করিয়া বসিত

কিন্তু এক দিকে যেমন বড় জমিদারদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি ছোট জমিদারদের সংখ্যা ও অর্থ বৃদ্ধি পাইতেছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহাসমিতিতে ইহাদের উপস্থিতি বড় জমিদারেরা এই জন্য চাহিতেন যে, তাহারা মনে করিতেন ইহাদের সাহায্যে রাজার বিরুদ্ধে লড়িতে সুবিধা হইবে। আর আরো বেশী কর আদায় করিতে পারিবেন বলিয়া রাজা ইহাদিগকে চাহিতেন। প্রথমত, যতদিন বৃহৎ সমিতি শুধু বড় ওমরাহ্ ও জমিদারদের লইয়া গঠিত ছিল ততদিন মন্ত্রিগণ অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের করের পরিমাণ ইত্যাদি নির্দ্ধারণের জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা করিতেন। ইহারা বৃহৎ সমিতির কার্য্যাবলী মানিতে বাধ্য ছিলেন না বলিয়া এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বস্তুত, সমগ্র বিলাতী সমাজকে তখন রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে, (ক) বড় বড় ওমরাহ্, জমিদার ও ধর্ম্মযাজক, (খ) ছোট ওমরাহ্, জমিদার, ধর্ম্মযাজক ও (গ) জনসাধারণ, এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনের সময়ে প্রত্যেকের নিকট হইতে আলাদাভাবে কর ইত্যাদি স্থাপন সম্বন্ধে অনুমতি লওয়া হইত। কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, বিশেষত এডওয়ার্ডের সময়ে এই ব্যবস্থার অসুবিধা প্রবল হইয়া উঠিল। যে কোন করের জন্য একেবারে সকল শ্রেণীর লোকের অনুমতি লওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ১২৯৫ খৃঃ অব্দের মহাসমিতিকে প্রকৃত পক্ষে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত মহাসমিতি বলা যায়। অধিকন্তু, রাজকোষে অর্থাভাব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করিয়াছিল। রাজার ছিল অর্থের প্রয়োজন এবং যত অধিক লোক মহাসমিতির ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে ততই তাহার সুবিধা। ভোট দান ও প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লোকেরা লাভ করিলে দেখা গেল, ওমরাহ্ ও জমিদারের চেয়েও জনসাধারণ সহজে রাজাকে কর-সংগ্রহে সাহায্য করিল। বৃহৎ সমিতিতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে ওমরাহ্‌দের কিরূপ আপত্তি ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু ১২৯৫ খৃঃ অব্দ হইতে মহাসমিতিতে প্রতিনিধিগণ নিয়মিত উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন, ইহা বলা চলে।

বিলাতী সামাজিক ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্ত্তন; "তিন বিভিন্ন শ্রেণী"র সহিত মহাসমিতির সম্বন্ধ।

আরো একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। পূর্ব্বে কয়েকটি বিধানের নাম করা হইয়াছে, সেগুলি বিভিন্ন স্থানের নামের সহিত জড়িত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মহাসমিতির অধিবেশন-স্থান ওয়েষ্টমিনষ্টারে ডাকা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইল। যে ঘোষণার দ্বারা মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করা হইত, তাহাতে বলা হইত যে, "যাঁহারা রাজা ও মহাসমিতির নিকট (কিং ইন্ পার্ল্যামেন্ট) দয়া ভিক্ষা করিতে চাহেন, অথবা যাঁহারা এমন কোন বিষয়ে নালিশ করিতে চাহেন আইনের দ্বারা যাহার যথোচিত প্রতীকার হয় নাই, অথবা যাঁহারা রাজার মন্ত্রী, বিচারক, শেরিফ্, পেয়াদা বা অন্য কোন কর্ম্মচারী দ্বারা কোনপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন অথবা যাঁহাদের উপর অযথা কর ইত্যাদি চাপান হইয়াছে" তাঁহারা যেন ওয়েষ্টমিনষ্টার প্রসাদের বিশাল কক্ষে (গ্রেট হল) উপবিষ্ট কর্ম্মচারীদের হাতে নিজ নিজ আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনগুলি রাজ-সভায় প্রেরিত হইত।

ওয়েষ্টমিনষ্টার মহাসমিতির অধিবেশন-স্থল হইল।

মহাসমিতি প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে এডওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের বহুস্থান বিধ্বস্ত করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। এই বিজয়ের ফলে তাঁহার ধনাগার একেবারে শূন্য হইয়া গেল, মহাসমিতি যে অর্থ দান করিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়ায় তিনি মুস্কিলে পড়িলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ তখনো বাকী। স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে তিনি যথেচ্ছ কর-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রথম চোটটা পড়িল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর। তাঁহারা বিরোধিতা করিলে তিনি জোর করিয়া তাঁহাদের নিকট কর আদায় করিলেন কিন্তু এই অর্থ তাঁহার পক্ষে একেবারে অপর্য্যাপ্ত ছিল। সুতরাং তিনি নানাবিধ উপায়ে লোকদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এর পরে বলা যাইতে পারে, প্রজাদের যে সকল দাবী তাঁহার রক্ষা করিবার কথা সেগুলি অমান্য করিলেন। কিন্তু ওমরাহ্‌রা তাঁহাকে আর বাড়াবাড়ি করিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা রুখিয়া দাঁড়াইলেন। এডওয়ার্ড নিজের শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়া মহাসনন্দের সর্ত্তসমূহ রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করিলেন। এবং উহার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসম্প্রদায় ও মহাসমিতি তাঁহাকে অর্থ দিলেন। তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এডওয়ার্ড ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ফ্লাণ্ডার্স রওনা হইলেন। কিন্তু তাঁহার রওনা হইবার পূর্ব্বে ওমরাহ্‌রা তাঁহার নিকট হইতে আরো একটি অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইলেন যে, জাতির সম্মতি না থাকিলে তিনি কোন ক্রমেই কোন কর বসাইতে পারিবেন না। স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে ইংলাণ্ডের অর্থ ও লোকনাশের পরিমাণ সামান্য ছিল না। ইহার পরও বারবার স্কটল্যাণ্ডের সহিত লড়িতে হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের জনগণ যে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অনেক পরিমাণে স্কটল্যাণ্ডের নিকট পরোক্ষভাবে ঋণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, আর রাজাকে মহাসমিতির নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ সমুদায় দেশের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন মহাসমিতিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলে। এতদিনে মহাসনন্দের একটা বিশিষ্ট রূপ দাঁড়াইয়া গেল। পরবর্ত্তী কোন রাজা আর ইহা অমান্য করিতে পারেন-নাই। ওমরাহ্‌দের সহিত রাজার যে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি রাণিমিডে হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ অবসান এতদিনে হইল।

বিলাতের জাতীয় স্বাধীনতায় স্কটল্যাণ্ডের দান।

প্রথম এডওয়ার্ড প্রথম যেদিন পরামর্শের জন্য রাজ্যের তিন বিভিন্ন শ্রেণীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেদিন হইতেই বিলাতী ইতিহাস এক নির্দ্দিষ্ট গতি লাভ করিল। মহাসমিতিকে কেন্দ্র করিয়াই বিলাতের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরবর্ত্তী শতবৎসরে ইহা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া রাজাকে পর্য্যন্ত রুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইল। যদি মনে করা হয়, এই সময়ে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্ব্বল ছিলেন কিংবা মহাসমিতির এই ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে ঝুঁকিয়া ছিলেন তবে ভুল করা হইবে। বস্তুত ইচ্ছা এবং ক্ষমতা সত্ত্বেও কোন রাজাই মহাসমিতির এই অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তী দেড় শত বৎসরকাল ইংল্যাণ্ডকে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য রাজারাও সর্ব্বদা অর্থের অভাব অনুভব করিয়াছেন। জাতিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার নিমিত্ত এই অর্থের জন্য রাজাদের মহাসমিতির নিকট হাত না পাতিয়া উপায় ছিল না। ওয়েল্‌স জয় করিয়া তাহাতে শীঘ্র শান্তি

স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড বিজয় অত সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। তারপর ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত যুদ্ধ, পোপের সহিত বিবাদ, বিলাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না। এই সকল ঘটনা একসঙ্গে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে, তাহাতে মহাসমিতির ক্ষমতা আপনা হইতে বাড়িল। যতক্ষণ যুদ্ধ চলিত, ততক্ষণ মহাসমিতির অর্থ সাহায্য ছাড়া কোন রাজার চলিত না। বস্তুত ১২৯৫ খৃঃ অব্দের মহাসমিতি ডাকার পর হইতে এই দীর্ঘ সময় রাজারা অর্থের অভাব সমধিক অনুভব করিয়াছিলেন। জোর করিয়া কর আদায় করা চলিত না। কিন্তু জনগণের সম্মতিতে কর আদায়ও এক মুস্কিল ছিল। জনগণ সহজে সম্মতি দিতে চাহিত না। রাজা যখনি নূতন কর চাহেন, তখনি মহাসমিতি নূতন দাবী উপস্থিত করে এবং রাজার তাহাতে সম্মতি না দিয়া উপায় থাকে না। একদিকে যুদ্ধ চালাইবার রসদের প্রয়োজনীয়তা, অন্য দিকে মহাসমিতির দাবী এই দুয়ের দোলায় দোল্ খাইতে খাইতে রাজারা মহাসমিতির ক্ষমতা-বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছিলেন। এক রাজার পর অন্য রাজা যুদ্ধের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন। ইহারা যুদ্ধ না চাহিলেও—শান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও—ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইত। এই যুদ্ধের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যে কেহ মহাসমিতির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার কোন উপায় ছিল না।

ইংল্যাণ্ড বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে মহাসমিতির ক্ষমতা-বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড (১৩০৭-১৩২৭ খৃঃ অঃ) স্বাধীন প্রকৃতির লোকদের না লইয়া নিজের একান্ত অনুগতদের দ্বারা মন্ত্রিত্ব গঠনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রাজার উপর নির্ভর করিলে তাঁহারা একমাত্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি মানিয়া চলিবেন, ইহাই তাহার ভরসা ছিল। কিন্তু ১৩০৮ খৃঃ অব্দে মহাসমিতি রাজার প্রিয়পাত্র গেভ্স্টোন নামক রাজকর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিবার হুকুম দিল। ১৩০৯ খৃঃ অব্দে মহাসমিতি রাজাকে এই সর্ত্তে বণিক্‌দের উপর শুল্ক বসাইয়া অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা দিল যে, তিনি মাত্র তাহাদের সম্মতিতে শুল্ক বসাইতে পারিবেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে মহাসমিতি স্থির করে যে, এক বৎসরের জন্য রাজ্যের শাসনভার ২১ জন শাসকের (অর্ডেনার) হাতে দেওয়া হইবে। এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালাইতে হইতেছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, রাজার পক্ষে এই শাসকদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু যুদ্ধ-বিরামের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ১৩১১ খৃঃ অব্দের মহাসমিতি এক বিধান পাশ করিল। তদনুসারে গেভ্স্টোন নির্ব্বাসিত, অন্য পরামর্শদাতারা বিতাড়িত, এবং ইতালীয় ব্যাঙ্কাররা স্বদেশে প্রেরিত হইল। প্রথম এডওয়ার্ড যে সকল শুল্ক বসাইয়াছিলেন তাহাও রদ্ হইয়া গেল। বিধানে মহাসমিতি ও রাজার সম্বন্ধটা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রত্যেক বৎসরে মহা-সমিতির অধিবেশন ডাকা হইবে ও প্রয়োজন হইলে তাহাতে রাজকর্ম্মচারীদের বিচার হইবে; রাষ্ট্রের বড় বড় কর্ম্মচারিগণ ওমরাহ্‌দের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে নিযুক্ত হইয়া মহাসমিতির সম্বন্ধে শপথ গ্রহণপূর্ব্বক কাজ লইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অথবা রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হইলেও ওমরাহ্‌দের সম্মতি লইতে হইবে, আইন হইল। এই বিধান পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, ওমরাহ্‌গণ মহাসমি-

রাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা বিফল হইল।

তিকে রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মেলন-ক্ষেত্র মনে না করিয়া, শুধু ওমরাহ্‌দের সভা বলিয়া মনে করিতেন। নিম্নস্থ ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় বা জনগণের (কমনস্‌) ইহাতে কোন হাত ছিল না। কিন্তু তথাপি এই মহাসমিতিকে প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ওমরাহ্‌গণ যে সকল দাবী রাজার নিকট পেশ করিতেন, সেগুলি জনগণের পক্ষে করিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁহারা জনগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেন। এইখানেই ওমরাহ্‌গণের শক্তি ও রাজার দুর্ব্বলতা। উপরোক্ত বিধান পাশ হইবার পর গেভ্‌ষ্টোন ধৃত ও নিহত হন। এইরূপে রাজার সহিত ওমরাহ্‌দের দ্বন্দ্বের অবসান হইলে, ওমরাহ্‌গণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইহারা ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে হাঁটু গাড়িয়া বসেন ও রাজা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এই ক্ষমা-ভিক্ষা প্রকৃত পক্ষে বিলাতী রাজশক্তির নিশ্চিত পরাজয় ঘোষণা করিল। এই সময় হইতে রাজা চিরকালের জন্য তাঁহার ওমরাহ্‌ এবং প্রজাগণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, রাজারা বিধানসমূহ এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা রাজশক্তিকে পুনরায় প্রবল করিবার চেষ্টা হয় নাই। অল্প কয়েক বৎসর পরেই, ১৩২১ খৃষ্টাব্দে জনমত রাজার অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে রাজা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিলেন ও তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের প্রয়াসও ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৩২২ সনে যে মহাসমিতি ডাকা হইল তাহাতে পুনরায় রাজার ক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ওমরাহ্‌গণ সকল ক্ষমতা নিজেদের হাতে লইতেছেন, এই আশঙ্কাই জনগণকে তাঁহাদের ক্ষমতা-হ্রাসের জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল; কিন্তু পরোক্ষভাবে রাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড সিংহাসনচ্যুত হইয়া বন্দীভাবে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর আততায়ীর হাতে নিহত হন (১৩২৭)।

ঐতিহাসিকের নিকট দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজ্যচ্যুতির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ইহা জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিল মহাসমিতি কিরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মেলনের পর মাত্র ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে রাজার যথেচ্ছভাবে করভার চাপাইবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল, রাজা নূতন মন্ত্রিগণকে বাহাল করিতে ও নব শাসন-বিধি প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, 'চারি শ্রেণী' রাজার পারিষদ্‌গণকে নির্ব্বাচিত করিবার ও তাঁহারা দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার অধিকার লাভ করিল, এবং এই নিয়ম হইল যে, রাজাকে কোন কর স্থাপনে অনুমতি দিবার পূর্ব্বে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে হইবে। মহাসমিতির অভ্যন্তরেও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের মনে মহাসমিতিকে দুই শাখায় বিভক্ত করিবার কোন কল্পনা হয়ত ছিল না। প্রথম দিকের মহাসমিতিগুলিতে ধর্ম্মযাজক, ব্যারন, নাইট ও রাষ্ট্রিক একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকে একটি ভিন্ন দলরূপে কার্য্য করিতেন। এই দলগুলির মধ্যকার প্রাচীর ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম সাধারণ রাষ্ট্রিকগণ তাঁহাদের নিজেদের উপর স্থাপিত কর ব্যতীত অন্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ১৩২২ সনের বিধান পাশ হইবার পর ইহারা

মহাসমিতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান নির্দ্দেশ।

শক্তিশালী হইয়া উঠেন ও অতঃপর মহাসমিতির অধিবেশনসমূহে প্রণীত সকল আইনেই ইহাদের সম্মতি লওয়া হইয়াছে। নাইট্‌গণ প্রথমত ব্যারনদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সরিয়া গিয়া রাষ্ট্রিকগণের সহিত ভাগ্য মিলাইলেন। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সময়ে (১৩২৭-১৩৭৭) জনগণ বা কমন্‌স বলিতে নাইট্‌ ও সাধারণ রাষ্ট্রিকদের বুঝাইত। বলা বাহুল্য, জনগণের সহিত নাইট্‌গণের সম্মিলন রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এই সম্মিলন ব্যতীত মহাসমিতিতে জনগণ ক্রমে ক্রমে যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা সম্ভবপর হইত না। আর চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা বশত বিপদ্‌কালেও সহযোগ অসম্ভব হইয়া পড়িত।

এই সময় হইতে বিলাতের ইতিহাসে মহাসমিতি বা পার্লামেণ্টের নাম প্রায়ই শোনা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মহাসমিতি এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজাদের সমুদায় কার্য্যকলাপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, প্রতি পদে মহাসমিতির পরামর্শ লওয়া হয়; দ্বিতীয়ত, মহাসমিতিও নিজ ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া উত্তরোত্তর উহার বেশী প্রয়োগ আরম্ভ করে। এদিকে স্কটল্যাণ্ডের সহিত সাময়িক সন্ধি বেশী দিন টিকিল না, এবং স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ইংরেজকে যে সন্ধি করিতে হয়, তাহার ফলে স্কটল্যাণ্ড স্বাধীন রাজ্য ও ব্রুস্ উহার রাজা বলিয়া মহাসমিতিতে ঘোষিত হন (১৩২৮)। এই সময়েই জনমত এতটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে, যে শাসন-ব্যবস্থা এই প্রকার সন্ধিতে রাজী হইয়াছিল, তাহার পতন ঘটে এবং তদানীন্তন শাসন-কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রোজার মর্টিমারকে মহাসমিতির আদেশে পদচ্যুত ও পরে নিহত করা হয় (১৩৩০)।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মহাসমিতির প্রাধান্য।

তৃতীয় এডওয়ার্ড এই সময়ে আঠার বৎসরের বালক হইলেও রাজকার্য্য পরিচালনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া প্রথমেই ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইলেন। এইরূপে তিনি সমগ্র শক্তি স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার অবসর পান। ইতিমধ্যে ব্রুসের মৃত্যু হইয়াছিল ও স্কটল্যাণ্ডে গৃহবিবাদ দেখা দেয়। স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে ইংরেজরা এইবার জয়ী হন ও ঐ দেশের অনেকাংশ ইংল্যাণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করে (১৩৩৩)। ইহার পর তিনি স্কটল্যাণ্ডের বিজিত অংশকে ক্রমাগত অনধিকৃত অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ধীরে ধীরে স্কটল্যাণ্ডে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সফল হইবার পূর্ব্বেই ফ্রান্স বাধা দিল। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্য ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করিলেও এডওয়ার্ড চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে ফ্রান্সের সহিত বিবাদ না বাধে। কিন্তু অবশেষে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল (১৩৩৭) এবং ব্রুসের পুত্র ডেভিড্ অল্পাংশ ব্যতীত আবার স্কটল্যাণ্ড জয় করিয়া লইলেন (১৩৪২)। এই সময় হইতে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দুই ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের নিবৃত্তি হইল না বটে, কিন্তু ইহার পর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার জন্য যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহার গুরুত্বের নিকট ইহা অকিঞ্চিৎকর প্রতিভাত হইল।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের উন্নতি ও অবনতি।

স্কটল্যাণ্ডের সহিত অবিরত সংঘর্ষের ফলে বিলাতের জাতীয় স্বাধীনতা কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাও ইংল্যাণ্ডে এক সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও অবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। বস্তুত, নানা দিক্ হইতে এই শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বিশেষ গুরুতর ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের স্থলযুদ্ধে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইল ও সাগর-বক্ষে প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। নিজের বিশেষ সামরিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ইংল্যাণ্ড অন্যতম প্রধান ইয়োরোপীয় শক্তি হইবার সংকল্প করিল। বিলাতী ধর্ম্মসমাজ পোপের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বিলাতী সংস্কার বা রিফর্মেশনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। ইংরেজদের যুদ্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া পদাতিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় জনগণ বা কমনস রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজ শক্তি-প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হইল। যুদ্ধের ফলে দেশের লোকের দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না। এইরূপে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যটা ক্রমেই বৃহদাকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের পক্ষেও এই যুদ্ধ কম গুরুত্বপূর্ণ হয় নাই। আপাতত ফ্রান্সকে ইহার উচ্চস্থান হইতে নামাইয়া দিলেও, এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ইয়োরোপের অন্যতম অগ্রসর দেশ হইয়া দাঁড়াইল।

ইংল্যাণ্ড ও পোপে সংঘর্ষ।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুই রাজা পরস্পরের প্রতি যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু গোড়া হইতেই এই যুদ্ধ শুধু দুই দেশের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল। ফ্রান্সের অধিকতর শক্তির কথা এডওয়ার্ড ভাল করিয়াই জানিতেন। বিশেষ ফরাসী শৌর্য্যের কথা সে সময়ে জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এডওয়ার্ডের প্রথম চেষ্টা হইল কতকগুলি বিভিন্ন জাতিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একত্র করা। এই সকল জাতি সকলেই যে এক কারণে মিলিত হন, তাহা নহে: যুদ্ধকালে ইহারা কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছিলেন। এডওয়ার্ড ও অন্য রাজাদের লইয়া গঠিত 'সম্রাট্‌দের সমঝোতা' এই প্রকারে ব্যর্থ হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই অভিযান সফল না হইলেও পোপের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বিদ্বেষ এই সময়ে প্রবল আকার ধারণ করে। কারণ, পোপ এই সময় প্রায় সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্স কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছিলেন। জার্ম্মাণির উপর পোপের অনুগত ফরাসী সম্রাট্‌কে স্থাপন করিবার চেষ্টা এবং নূতন রাজধানী রোমে নিজেদিগকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা—এই উভয়ের ফলে ইংল্যাণ্ডকে গুরুতর করভার দিতে হইতেছিল। আভিগননের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এই কর গ্রহণের যেন একটা প্রতীক্। ইহা আজও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহাকে স্বর্ণমণ্ডিত ও অপূর্ব্ব পারিপাট্যশালী করিবার জন্য পোপ ক্রমাগত বিলাতী ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট হইতে সোনা আদায় করিতেছিলেন। কত অত্যাচার করিয়া যে এই অর্থ সংগ্রহ হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। অযোগ্য লোকদের রোম হইতে নিযুক্ত করিয়া ও অন্যান্য প্রকারেও বিলাতী ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে পীড়িত করা হইতেছিল। সেকালের মহাসমিতিতে যে সকল অভিযোগ করা হইত, তাহা হইতে জানা যায়, সমগ্র জাতি কিরূপ উত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল পীড়ন অপেক্ষাও ফ্রান্সের উপর পোপের নির্ভরতা ইংল্যাণ্ডকে অধিকতর বিদ্বেষভাবাপন্ন করে।

ইংল্যাণ্ডের প্রসারে বাধা দিবার নিমিত্ত ফ্রান্স পোপের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেইজন্য ইংল্যাণ্ডের সহিত পোপের শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিলাতের জনগণ পোপকে "ফরাসী পোপ" আখ্যা দিয়া তাঁহার সহিত কোন প্রকার কথাবার্তা চালাইতেও নারাজ হয়।

সম্রাট্দের সমঝোতা ব্যর্থ হইলেও এডওয়ার্ড ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা ছাড়েন নাই। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের এক নূতন বন্ধু লাভ হয়—ফ্ল্যাণ্ডাস। ইংল্যাণ্ডের সহিত ফ্ল্যাণ্ডার্সের পশমের বাণিজ্য ফ্রান্স বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ফ্লেমিশ শহরগুলির প্রায় অর্দ্ধেক লোক বেকার হইয়া পড়ে। ইহাতে ফ্লেমিশরা যে ক্রুদ্ধ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু ফ্ল্যাণ্ডাসের জনগণ ফরাসী রাজতন্ত্রকে প্রীতির চোখে দেখিত না, তাহারা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল। এই দুই কারণে ফ্ল্যাণ্ডার্স ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে খোলাখুলিভাবে ইংল্যাণ্ডের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। শুধু তাহাই নহে, পরবর্ত্তী এক সন্ধি দ্বারা ফ্লেমিশ শহরসমূহ এডওয়ার্ডকে ফ্রান্সের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফরাসী রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্সের সহিত নৌযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও এডওয়ার্ড বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না, পরন্তু অর্থাভাবে তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য সন্ধি করিতে হইল। ১৩৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দ এড্ওয়ার্ডের পক্ষে বিশেষ দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দের যুদ্ধের ফলে গুরুতর জাতীয় ঋণের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরবর্ত্তী বৎসরের যুদ্ধের জন্য তাহা আরও বাড়িয়া গেল। রাজা মন্ত্রীদিগের শৈথিল্যকে ইহার জন্য দায়ী করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে, এক ফ্ল্যাণ্ডার্স ব্যতীত অন্য মিত্রদেরও সাহায্য পাওয়া গেল না। স্কটেরাও কয়েকটি জায়গা কাড়িয়া লইল ও তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া বেরুউইক প্রভৃতি রক্ষিত হইল।

এই কয়েক বৎসরের ইতিহাস একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার হেতু এই যে, এই কয় বৎসরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা যখনি কোন মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তখনি মহাসমিতির প্রাধান্য বাড়িয়া গিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করা হইতে তৃতীয় এডওয়ার্ডকে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে মহাসমিতির ক্ষমতার বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা ঘটে। নিরন্তর আর্থিক সাহায্য রাজার প্রয়োজন হইতেছিল এবং প্রত্যেক বৎসর বহু অর্থব্যয়ের সম্মতি মহাসমিতিকে দিতে হয়। আর এইরূপ প্রত্যেক অর্থব্যয় প্রদানের অনুমতির সঙ্গে সঙ্গে যে মহাসমিতির রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব বাড়িতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এডওয়ার্ড নিজেও গোড়ার দিকে এই প্রভাব বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সহিত শক্তি-পরীক্ষাকে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বার বার একথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, তাঁহার কাজের পশ্চাতে মহাসমিতির পরামর্শ ও উপদেশ রহিয়াছে। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করিয়া দেন যে, জনগণের প্রার্থনানুসারে ও ওমরাহ্দের অনুমতি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পশ্চাতে থাকিলেও জনগণের ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাসমিতি সম্পূর্ণরূপে দুই

রাজা প্রথমত গণতান্ত্রিকতার সহায়তা করিতে বাধ্য হন,

শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাতে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির আরো সুযোগ ঘটিল। তাহাদের প্রেরিত প্রতিনিধিগণ সাহস সঞ্চয় করিয়া মহাসমিতির কার্য্য নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমিতিতে সমবেত শ্রেণীগণের মিলিত সম্মতি ব্যতীত ইহার পর রাজার পক্ষে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া ত সম্ভব ছিলই না, অধিকন্তু মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা আয়ব্যয় পরীক্ষার ব্যবস্থা, সমুদায় অভাব-অভিযোগের নিমিত্ত মহাসমিতির নিকট মন্ত্রিগণের দায়িত্ব, ওমরাহ্‌দের পরামর্শ লইয়া নূতন মন্ত্রী নির্ব্বাচনের পর মহাসমিতির সমক্ষে তাঁহার শপথ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় মহাসমিতি আইন পাশ করিয়া বিধিবদ্ধ করিল। এই সময়ে বিলাতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে রাজার চেয়ে মহাসমিতির গুরুত্ব বেশী হইয়া দাঁড়াইল, মহাসমিতি একটি স্থির আকার পাইল, জনগণের প্রাধান্য বাড়িতে থাকিল এবং মহাসমিতির দুই শাখার নিকট মন্ত্রিগণের দায়িত্বের কথা স্বীকৃত হইল।

কিন্তু ক্রমে মহাসমিতির প্রবল ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হন।

১৩৪১ খৃষ্টাব্দেই এডওয়ার্ড মহাসমিতির ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন। রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন বিধান বাতিল করিয়া দিয়া এডওয়ার্ড দুই বৎসর মহাসমিতির কোন অধিবেশন বসিতে দেন নাই। ১৩৪৩ সনের পরও যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া এডওয়ার্ড কখনো কখনো মহাসমিতির অধিবেশন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সাময়িক সন্ধির অবসানে আবার দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে একদিকে গুরুতর ঋণভার, অন্যদিকে প্রায় সমুদায় মিত্রতাবদ্ধ দেশের বিশ্বাসঘাতকতা ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক সময়েই এডওয়ার্ড সফলতা লাভ করিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে সৈন্যসামন্ত সহ পারি পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশেষত এডওয়ার্ডের পুত্র "কৃষ্ণ রাজকুমার" (ব্ল্যাক প্রিন্স)এর শৌর্য্যের কথা ইংরেজী সাহিত্যে নানাপ্রকারে স্থান পাইযাছে। ফ্রান্সের পরাজয়ে যুদ্ধ-রীতিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় এক গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এই সময়ের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অশ্বারোহী অভিজাত যোদ্ধা পদাতিক সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্য ও পটুতর ছিল। অর্থাৎ ফিউদাল প্রথার পরিপোষক রূপে ওমরাহ্‌রা যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রধান ছিলেন। পদাতিকগণ পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। এই সময়ে ফ্রান্সে অশ্বারোহী সৈন্য যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, পদাতিকগণ সেইরূপ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পদাতিক সৈন্যের অবনতি ঘটে নাই বরং উহাদের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষে ইংল্যাণ্ড প্রধানত এই পদাতিকগণের সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা পদাতিক সৈন্যের অধিকতর কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়া যায়। ইহাতে একটি ফল এই হইল যে, জমিদার ও ওমরাহ্‌দের তুলনায় সাধারণ ব্যক্তির মূল্য সমষ্টিগত ভাবে বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ধারণাসমূহ সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

ইহার পর ইংল্যাণ্ডের সামরিক শৌর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভের সময় আসিল। ফ্রান্সের সহিত

যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ক্রমাগত জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের যশ ফ্রান্সকে মলিন করিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে ইয়োরোপে ফ্রান্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড তাহার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের এই শ্রেষ্ঠতা ক্ষণস্থায়ী হইল। যুদ্ধবিগ্রহাদিতে এডওয়ার্ড বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেও, তাঁহার স্বার্থপরতা ও অত্যাচারেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করা হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এডওয়ার্ডের সফলতার মধ্যে আপত্তির ক্ষীণ ধ্বনি ডুবিয়া গিয়াছিল। এডওয়ার্ডের এই সফলতার দিনেই বিলাতে ভীষণ প্লেগ দেখা দিল। এরূপ প্লেগ ইহার পূর্ব্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। বিলাতের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক (বিশ লক্ষ লোক) এই প্লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বড় বড় শহরে এই রোগের প্রকোপ গুরুতর হইয়াছিল। লোকজনের সহিত বহুসংখ্যক গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুসমূহও মরিতেছিল। লোক-হ্রাস হওয়ায় চাষবাষের ক্ষতি হইল। জমিদারেরা অর্দ্ধেক খাজনা মাপ করায় চাষীরা ক্ষেত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল না বটে, কিন্তু মজুরদের মজুরি হঠাৎ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। একে লোকাভাব, তার উপর পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্বটা এই সময় হইতে পাকিয়া উঠিতে দেখা যায়। ফলে অনেক চাষের জমি অকর্ষিত অথবা শস্য ক্ষেতেই রহিয়া গেল। ইহাতে বিলাতের সমাজ-ব্যবস্থাতেও কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিলাতের বর্ত্তমান জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজাদের নিকট হইতে খাজনাটা নগদ মুদ্রায় গ্রহণ করেন এবং ভাড়া করা মজুরদের দ্বারাও কাজ চালান। সে প্রথা এই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। আগে মজুর সংখ্যায় প্রচুর ছিল ও অল্প পারিশ্রমিকে পাওয়া যাইত। এক্ষণে মজুর-সংখ্যাও কমিয়া গেল এবং তাহাদের মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইল। মজুরদের দাবী জমিদারদের নিকট বেশী বোধ হইতে লাগিল। দেশে বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল। জমিহীন লোকেরা মজুরির খোঁজে রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বিধান বিফল হওয়ায় ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মজুরদের বিধান পাশ হয়। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। মহাসমিতি আইন করিয়া মজুরদের মজুরির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহার পরও বার বার নানাপ্রকার আইন পাশ করিতে হয়। এইরূপ আইন পাশ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, জমিদার ও মজুরে বিবাদটা সজোরে চলিতেছিল। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক দ্বন্দ্ব—এবং যুদ্ধ। ফ্রান্সও অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের শান্তি স্থাপন স্থায়ী হইল না, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৩৫৫)। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয় হয় এবং ফরাসীরাজ বন্দীভাবে লণ্ডনে আনীত হন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে এডওয়ার্ড সেরূপ সুবিধা করিতে পারিলেন না। এখানে তাঁহার সমুদায় কূটনীতিও ব্যর্থ হইল।

ফ্রান্সের সহিত বল-পরীক্ষায় ইংল্যাণ্ডের জয়।

ইংল্যাণ্ডে প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ।

ফরাসী রাজের মুক্তির জন্য এডওয়ার্ড ফ্রান্সের কতকগুলি স্থান পাইলে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন (১৩৫৯)। কিন্তু ফ্রান্স তাহাতে রাজী না হওয়ায় এডওয়ার্ড সসৈন্যে ফ্রান্সের

উপর পড়িয়া উহার জনপদসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে যে সন্ধি হইল তাহার ফলে ফরাসী সিংহাসন ও নর্ম্ম্যাণ্ডির উপর দাবী ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিল, আর ফ্রান্সও কতকগুলি বিশেষ স্থান, ইংল্যাণ্ডকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এই সন্ধির সময় হইতেই এডওয়ার্ডের গৌরব-সূর্য্য অস্ত গেল। দেশের মধ্যে অভাব ও দুঃখের আর ইয়ত্তা ছিল না। জমিদার ও প্রজার ভেদটা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছিল। আর এই সময়েই প্রথম বিলাতে পুঁজি ও পুঁজিপতিদিগের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ হয়। জন বল নামক এক ব্যক্তি জমিদারদের বিপক্ষীয় মতবাদসমূহ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং ল্যাঙ্গল্যাণ্ড তদ্বিষয়ে কবিতা লিখিতেছিলেন।

শুধু সামাজিক নয়, ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবও ঘটিতেছিল। পোপের সহিত ইংল্যাণ্ডের পুরাতন বিবাদ ইহার কারণ। আগেই বলিয়াছি যে, আভিগ্‌নন সম্পর্কে বিলাত হইতে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়। এক আইন (ষ্টাটিউট অব্ প্রভাইজর) পাশ করিয়া বিশপ বা অন্য কোন ধর্ম্মযাজককে বৃত্তি দিবার অধিকার পোপের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় (১৩৫১); পোপের তৈরী আইন ও দেশ-প্রচলিত আইনে বিরোধ হইলে যাহাতে দেশের আইনকে মানা হয় তজ্জন্যও এক বিধান প্রস্তুত হইয়াছিল (১৩৫৩)। পোপ সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার আদালতে তিনি আপীলসমূহ শুনিবার দাবী ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে বিলাতের লোকেরা বিশেষ অপমানিত বোধ করে। পোপের দাবী রাজা মহাসমিতির নিকট উপস্থিত করিলে উহার উভয় শাখা হইতেই এই জবাব আসিল যে, প্রজাদের সম্মতি ব্যতীত কোন রাজাই তাহাদিগকে কোন বিষয়ে অন্যের অধীন করিতে পারে না, পূর্ব্বে কেহ যদি এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ত তাহা তাহাদের মত না লইয়া করিয়াছেন এবং পোপ যদি তাঁহার দাবীর জন্য জিদ্ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিলাত সমগ্র শক্তির সহিত তাহাতে বাধা দিবে। ইংল্যাণ্ডের এইরূপ দৃঢ়তার ফল ফলিল, পোপ তাঁহার দাবী লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পাইলেন না এবং ইহার পর আর কোন পোপই ইংল্যাণ্ডের উপর আপন আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টিত হন নাই।

ইংল্যাণ্ডের উপর পোপের আধিপত্য-বিস্তার-চেষ্টার অবসান।

পোপ ও ইংল্যাণ্ডের বিরোধ-কালে উইক্লিফ্ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিতেছিল এবং অক্সফোর্ড প্রাধান্য লাভ করে। বহু দূর দূরান্তর হইতে ছাত্রেরা অক্সফোর্ডে পড়িতে আসিত। উইক্লিফ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। গদ্য লেখায় তাঁহার অসাধারণ উৎকর্ষ ছিল এবং তিনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও লিপিকুশলতা বিলাতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বপক্ষে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার দ্বারা ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা বিশেষভাবে আন্দোলিত হয়।

উইক্লিফ্।

ইতিপূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে যে জয়লাভ করিয়াছিল তাহার গৌরব বেশী দিন রহিল না। শীঘ্রই ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিল (১৩৬৯) এবং পরবর্ত্তী বৎসরে স্পেন ফ্রান্সের সহিত যোগ দেয়। দীর্ঘযুকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে এডওয়ার্ডের ধনভাণ্ডার

শূন্য হইয়া যায় এবং দেশেও ঘোরতর অভাব ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। স্কটল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা করে। জলযুদ্ধে এডওয়ার্ডের সৈন্যগণ পরাজিত হয়। ১৩৭৪ সনের মধ্যে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইংল্যাণ্ডের হাতে ফ্রান্সের মাত্র দুইটি স্থান রহিল। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যে ইংল্যাণ্ড সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। বিজয়লব্ধ দেশসমূহ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, স্বদেশের উদ্দেশে আসিয়া অপমান করিতেছে এবং ব্যবসাবাণিজ্য লুপ্ত—এই হইল তখনকার ইংল্যাণ্ড। একদিকে গুরুতর কর অন্যদিকে লোকক্ষয় ইংল্যাণ্ডকে হীনবল করিয়াছিল। মড়কের পর মড়ক দেখা দিয়া দেশ উৎসন্ন দিতেছিল। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দ অবধি বারে বারে প্লেগ আসিয়া বহু-লোকের প্রাণনাশ করিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বও ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছিল। মহাসমিতি কঠিনতর আইন ক্রমাগত পাশ করিয়াও মজুরদের দমন করিতে সমর্থ হয় নাই।

রাজার বিরুদ্ধে ওমরাহ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা।

তারপর পরাজয় ও দুর্দ্দশাতে দেখা গেল এডওয়ার্ডের প্রকৃত চরিত্র কিরূপ। তিনি বিলাসব্যসনে ডুবিয়া মন্ত্রীদের উপর সব কাজের ভার ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। অনিয়মিত ভাবে প্রজাদের নিকট হইতে তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহার চেয়েও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল করভার। রাজাকে বাধা দিবার শক্তি ওমরাহ্‌গণ বা ধর্ম্মসম্প্রদায় কাহারোই ছিল না। ওমরাহ্‌দের মধ্যে যাঁহারা রাজার সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের পক্ষে বাধা দেওয়া ত সম্ভবপর ছিলই না, পরন্তু অন্যদের প্রভাবও কম ছিল। ধর্ম্মসম্প্রদায় রাজার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শক্তিপ্রয়োগে সাহসী ছিল না, অধিকন্তু ইহা স্বার্থপরতা ও সাংসারিকতার জন্য জাতির সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার সঞ্চিত অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু সেই অর্থ কিসে রক্ষা পায় সেদিকে বেশী নজর ছিল বলিয়া ইহার পক্ষে রাজার কাজের প্রতিবাদ করা কঠিন হইয়াছিল।

জন-সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি।

ওমরাহ্‌ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতার ফলে জন-সভার ক্ষমতা আপনা হইতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতকাল ওমরাহ্‌ ও জমিদারেরা রাজ-শক্তির যথেচ্ছাচার নিবারণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে এই ভার জন-সভার উপর পড়িল এবং ব্যবস্থাপক সভার এই শাখার ক্ষমতা বাড়িয়া চলিল। জন-সভার গঠনেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। নাইট্‌গণ প্রকাশ্যভাবে জনগণের সহিত যোগ দিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে জন-সভার শক্তি আরো বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জন-সভা প্রথমত শুধু কর-স্থাপনা বিষয়ে মাথা ঘামাইত, এবং রাজা যাহাতে উহার সম্মতি ব্যতীত কোনরূপে অর্থ সংগ্রহ না করেন সে দিকে খর-দৃষ্টি রাখিত। ১৩৬২ খৃষ্টাব্দেই পশম-শুল্কের বেলায় মহাসমিতির সম্মতি লওয়া বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মহাসমিতির অনুমতি পাইবার পর কোন বিধানের অদলবদল হইতে পারিত না, তাহা নহে। সাধারণভাবে অনুমতি পাইবার পর, রাজকীয় পরিষদ্‌ দরকার মত উহার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি করিতে পারিত। বস্তুত, এই অজুহাতে মহাসমিতিতে প্রণীত অনেক বিধানই হয় ত্যক্ত হইয়াছে নয়ত সেগুলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে জন-সভা

এই দাবী করিয়া বসিল যে, রাজার সম্মতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের আবেদনসমূহকে রাজ্যের আইনরূপে ঘোষণা করা হইবে। উহাদের আর কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এডওয়ার্ড মাঝে মাঝে মহাসমিতির ক্ষমতাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি দ্বারা আইন পাশ করিতে সচেষ্ট হইতেন। এগুলির সম্পর্কেও মহাসমিতি এই নিয়ম করে যে, সেই আইন-সমূহ সম্বন্ধে মহাসমিতির সম্মতি লইতে হইবে। কিন্তু জন-সভা বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে নাই। যুদ্ধের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে না রাখিবার জন্য এডওয়ার্ড বার বার মহাসমিতির পরামর্শ চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দেও জন-সভার প্রতিনিধিগণ জানাইয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বা শান্তি সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রকার কথা বলিতে অক্ষম, ওমরাহ্‌দের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা যাহা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করুন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, জন-সভা যদিও কর-স্থাপনা সম্পর্কে নিজেদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল না, তথাপি তাহারা শাসন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা করিবার উপযুক্ত নিজেদিগকে মনে করিত না। কিন্তু ধীরে ধীরে এবং প্রয়োজনের তাগিদে এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জন-সভার প্রতিনিধিগণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাদিগকে ক্রমাগত বেশী করিয়া শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। এই ক্ষমতা-বৃদ্ধি এত স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, উহাকে আর যথোচিত মর্য্যাদা না দিয়া উপায় রহিল না। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজী ভাষায় সম্বোধন করিয়া চ্যান্সেলার মহাসমিতির দ্বার উন্মোচন করিলেন। জন-সভার লোকদের নিকট একমাত্র মাতৃভাষাই সহজবোধ্য। সেজন্য এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত জনগণের প্রতিনিধিদের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধিতে রাজা উহাতে নিজ লোকদের পাঠাইয়া উহার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কারণ ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতি এই নিয়ম করিল যে, রাজার শেরিফেরা জন-সভার প্রতিনিধিদের মনোনীত করিয়া পাঠাইতে পারিবেন না, তাঁহারা শায়ারের লোকদের দ্বারা সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইবেন। অধিকন্তু, শেরিফেরা ও উকিলেরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে জন-সভার প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইবেন না। লোকেরা জন-সভাকে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সভা মনে না করিয়া, জাতীয় সংসদ্ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইল। পূর্ব্বে মহাসমিতিতে উপস্থিত হইবার জন্য যে ভয় ছিল, তাহা ত চলিয়া গেলই, পরন্তু উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য লোকের অভাব হইল না। শেরিফ ও উকীলদের বাদ দেওয়ার তাহাও একটি কারণ। ১৩২২ খৃষ্টাব্দ হইতেই মহাসমিতির নিকট উপস্থাপিত বিষয়ের আলোচনায় ওমরাহ্‌দের তুল্য অধিকার জন-সভারও আছে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল। অবশ্য এই অধিকার অনুসারে তাহারা অনেক কাল কাজ করে নাই। ওমরাহ্‌দের সহিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একটি প্রকাশ্য বিবাদ এই সময়ে ঘটে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জন-সভার গুরুত্ব তত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ ধনশালিতার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফ্রান্সের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাসমিতির দৃষ্টি এই ধনের উপর পড়িল। দেশের শত্রুর বিপক্ষে ধর্ম্মসম্প্রদায় সাহায্য করিতে ন্যায়ত বাধ্য। অথচ তাঁহারা সেরূপ কোন অভিপ্রায় পোষণ করিতেন না। মহাসমিতিতে ব্যবস্থা হইল

জন-সভা প্রথমত জনগণের উপর স্থাপিত কর সম্বন্ধে আলোচনা করিত,

যে, রাজ্যের প্রধান কর্মচারিদের কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে মনোনীত হইয়াছেন, আর তাহা হইতে পারিবে না, অযাজকদের মধ্য হইতে ভবিষ্যতে ঐরূপ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন। চ্যান্সেলার ও কোষাধ্যক্ষের পদে যে দুইজন যাজক ছিলেন তাহারা তখনি পদচ্যুত হইলেন এবং ভীত ধর্ম্মসম্প্রদায় বহু অর্থ দান করিবার জন্য ধর্ম্মসভা হইতে আদেশ দিলেন।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধীদের নেতা ছিলেন গণ্ট জনপদের এক ব্যক্তি। তাঁহার নাম জন। ইনি রাজবংশীয় ছিলেন। এডওয়ার্ড এই সময়ে বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী রিচার্ড তখন বালক মাত্র। সহজেই জনের হাতে রাজ্য শাসনের ভার পড়িল। সিংহাসন অধিকার করিবার স্বপ্নও হয়ত তাঁহার ছিল কিন্তু ফরাসী যুদ্ধে তাঁহার ব্যর্থতা (১৩৭৩) তাহাতে বাধা দিল। এই নিরর্থক যুদ্ধের খরচ বাবদ্ মহাসমিতির নিকট টাকা দিবার হুকুম আসিল, অথচ এই অর্থের সংস্থান না হওয়া অবধি মহাসমিতির সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়। ইহাতে জন-সভা ওমরাহ্‌দের সহিত সম্মিলিত ভাবে এক অধিবেশনের প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। এই ধরণের সম্মিলন এই প্রথম ঘটে। দ্বিতীয়ত, জন-সভা অর্থ মঞ্জুর করিল এই সর্ত্তে যে, তাহা শুধু যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহাতে পরবর্ত্তী দুই বৎসরে মহাসমিতির আর কোন অধিবেশন ডাকা হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংল্যণ্ডের ক্রমাগত পরাজয় ঘটে, পোপের সহিত আপোষ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, মজুর-বিধানের ফলে মজুর ও মালিকের মধ্যে সংঘর্ষ নিদারুণ হইয়া দাঁড়ায় এবং প্লেগ সমগ্র দেশকে ছারখার করিতে থাকে। যে সকল সাবেক মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা নানারূপে জাল-জুয়াচুরি করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছিলেন। অথচ রাজকোষ শূন্য। এই শূন্যতা পূরণের জন্য তাঁহারা নির্ব্বাচনে নানাপ্রকার কারসাজি করিয়া নূতন মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিলেন।

কিন্তু এইরূপে ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে যে মহাসমিতি আহূত হইল, দেখা গেল যে তাহা মন্ত্রীদের অনুকূল হইল না। বস্তুত, ইহার কার্য্যকলাপের নিমিত্ত ইহা পরবর্ত্তী কালে 'শুভ মহাসমিতি' নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই মহাসমিতি জাতীয় ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগে ওমরাহ্‌গণ দাঁড়াইতেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই ওমরাহ্‌দের অথবা রাজা ও ওমরাহ্‌দের দমন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কুশাসনের প্রতীকার করিবার ভার পড়িল মহাসমিতির উপর, বিশেষ ভাবে জন-সভার উপর। সুতরাং কর স্থাপন ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, জন-সভার এই সংকল্প ধীরে ধীরে ভাসিয়া গেল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এই সময়ে কৃষ্ণ রাজকুমার গণ্ট জনপদস্থ জনের বিরুদ্ধে ও জন-সভার স্বপক্ষে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ও সাহস পাইয়া নিজ স্থান পুনরায় অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হন। জন-সভার পূর্ব্বেকার আত্ম-অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল এবং উহা দৃঢ়ভাবে রাজকীয় পরিষদের কুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

শুভকর মহাসমিতি।

মহাসমিতিতে এই পরিষদের বিরুদ্ধে বহুতর আবেদন প্রেরিত হইল। যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষমতার অভাব ও গুরু করের নিন্দা করিয়া ব্যয়ের হিসাব চাহিয়া পাঠান হয়। এই দাবী সম্বন্ধে রাজ-পরিষদ্ ঘোরতর আপত্তি করিলেও তাহা টিঁকে নাই। অনুসন্ধানের পর প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য নানাপ্রকার শাস্তির ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ রাজকুমারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র রিচার্ডকে ডাকিয়া আনিয়া সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মহাসমিতি স্বীকার করে। সিংহাসন সম্পর্কে জনের দুরাশা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। জন-সভা রাজপরিষদে নূতন নয় জন ওমরাহ্ ও দুইজন ধর্ম্মযাজককে নিয়োগ করিল। যে জন-সভা একদিন কোন প্রকার শাসন ব্যাপারে হাত দিতে ইতস্তত করিত, সেই জন-সভা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইহা শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, রাজকীয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করে, রাজার মন্ত্রীদিগের বিচার করে এবং কে তাঁহার পরামর্শদাতা হইবে বা হইবে না তাহা নির্দ্দেশ করে। জন-সভার এইরূপ ক্ষমতা-বৃদ্ধি জনের সহ্য হইল না। 'শুভ মহাসমিতি'র অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করিলেন, উহা মহাসমিতিই নহে এবং উহার বিধানসমূহ আইনে পরিণত হইতে পারে না। নূতন মন্ত্রীদের কাহাকেও বন্দী, কাহাকেও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি উইক্লিফের সহায়তা পাইলেন। ইনি ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্পত্তির মালিক হওয়ার বিরোধী ছিলেন ও সেই কারণে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায় চুপ করিয়া রহিলেন না, বিচারালয়ের কোন কোন ব্যবস্থা ত রহিত করিলেনই, অধিকন্তু তাঁহাকে লণ্ডনে ডাকিয়া পাঠাইলেন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট বিচারিত হইবার জন্য। কিন্তু কোন বিচার কার্য্য হইল না। উভয় পক্ষে ঘোরতর বিবাদ ঘটিল। লণ্ডনের জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া জনের হাত হইতে বিচারক যাজককে উদ্ধার করিল এবং উইক্লিফ্ কষ্টে সৈন্যদের সাহায্যে প্রাণ বাঁচাইলেন। যাজকেরা ইহার পর এই মর্ম্মে এক পরোয়ানা পোপের নিকট হইতে আনাইলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় উইক্লিফ্‌কে ধৃত করিয়া বন্দী করিবে। কিন্তু উইক্লিফ্ দমিবার পাত্র নন। তিনি আত্মরক্ষা করিয়া এক পুস্তিকা রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিলেন। উহা মহাসমিতির নিকটও উপস্থাপিত করা হইল। তাহাতে তিনি বলেন যে, কোন লোককে পোপ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন না। সাংসারিক সুবিধাসমূহ আদায় বা রক্ষা করা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে অবৈধ এবং রাজা বা ওমরাহ্‌গণ প্রয়োজন বোধ করিলে যাজকদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করিতে পারেন। ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যবধান বাড়িতেছিল তাহার পরিচয় এই সময়ে পাওয়া যায়, কারণ জনসাধারণ ও রাজা উভয়ের সমর্থন উইক্লিফ পাইলেন।

১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে যে মহাসমিতি বসিল, তাহা জনের বাছাই লোকদের দ্বারা পূর্ণ করা হইল। শুভ মহাসমিতির সুফলসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। কোষাগারের শূন্য তহবিল পূরণের নিমিত্ত নূতন নূতন কর স্থাপিত হইতে লাগিল। মাথা পিছু একটি করও ধার্য্য হইল। জন এইরূপে আপন অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও মনে হইল তাঁহার

আর কোন ভয় নাই। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাঁহার এই ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর রিচার্ড রাজা হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। ইনি সর্ব্বদা শুভ মহাসমিতির লোকদের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মহাসমিতির কাজ জোরের সহিত আরম্ভ হইল। আবেদন-পত্রের পর আবেদন-পত্র পাঠাইয়া জন-সভা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারসমূহ দাবী করিতে লাগিল ও বর্ত্তমান কুশাসনের প্রতীকার প্রার্থনা করিল। মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন এক্ষণে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু মহাসমিতি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। এই প্রথাকে আইনে পরিণত করিতে চাহিল। যে সকল বিলে রাজা সম্মতি দিয়াছেন, সেগুলিতে রাজপরিষদ্ আর কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, সেগুলি অবিকল ঐ ভাবে আইনে পরিণত হইবে, ইহাও তাহাদের প্রার্থনার বিষয় ছিল। কুপরামর্শদাতাগণ পদচ্যুত হউক, কোষাধ্যক্ষ পশম হইতে প্রাপ্ত শুল্কের ব্যয়ের বিবরণ ওমরাহ্‌দের নিকট দাখিল করুন, রাজপরিষদে কে কে নিযুক্ত হইলেন তাহা মহাসমিতির সমক্ষে প্রকাশ করা হউক এবং ইহারা ওমরাহ্-সভা ও জন-সভা,---ব্যবস্থাপক সভার এই দুই শাখা—হইতেই মনোনীত হউন, রাজার গার্হস্থ্য কর্ম্মচারিগণকে মহাসমিতি নিযুক্ত করুন—এই সকল বিষয়ও তাহাদের দাবীর অন্তর্গত ছিল। স্থির হইল যে, চ্যান্সেলার, কোষাধ্যক্ষ, কোষাগারের ওমরাহ্‌গণ মহাসমিতিতে ওমরাহ্‌গণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন ও রাজার নাবালক থাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরামর্শে মাত্র পদচ্যুত হইবেন। যুদ্ধ চালাইবার জন্য অর্থ সাহায্য করা হইল বটে, কিন্তু তাহা এই সর্ত্তে যে, যুদ্ধ ভিন্ন কোন বিষয়ে সেই টাকা খরচ হইবে না। দুইজন লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইল খরচ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। পরবর্ত্তী মহাসমিতিতে সম্পূর্ণ সাহায্য কি ভাবে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব চাওয়া হইল। এই সময় হইতে হিসাব দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

একে রাজা এগার বৎসরের বালক মাত্র, তদুপরি ওমরাহ্‌দের ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর মিল নাই এবং ঘরে ও বাহিরে বিশৃঙ্খলা, এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয় যে সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বাহিরে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংরেজদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটিতেছিল, ইংরেজের এক নৌবাহিনী স্পেন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইল ও অন্য একটি বাহিনী পরাজিত হয়। দেশের অভ্যন্তরেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। মজুর ও মালিকের বিবাদ ঘরোয়া-যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। মহাসমিতিতে যাঁহারা আসিয়া বসিতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই জমিদার-শ্রেণীর লোক। সুতরাং মজুরদের উপর প্রাণপণে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁহারা স্বভাবতই করিতেন। অন্য দিকে, রাজার উপর প্রভাব বিস্তারেও মহাসমিতি সচেষ্ট ছিল। বহুবিধ আইন পাশ করা সত্বেও শিল্প-ক্ষেত্রে মজুরদের প্রভাব থাকিয়া গেল। তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িল। কিন্তু অজন্মার সময়ে এই বিপুল মজুর-বাহিনীর পক্ষে কাজ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাহাদের বিশেষ অসন্তোষে ঘটিবার কথা। এই ধূমায়িত অসন্তোষ সামান্য কারণেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ চালাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে অর্থ মহাসমিতির নিকট পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল, আরো অর্থের দরকার হয়। মহাসমিতি অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিল বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হইল না। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি আবার নূতন করিয়া মাথট্ (পোল ট্যাক্স) বসাইল। ইহাতেও কুলাইল না বলিয়া সাহায্য দানের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল (১৩৮০)। আরো অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় কঠিনতর মাথট্ বসিল। এইবার দেশবাসী প্রত্যেকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল কি সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ চলিতেছে। অধিকন্তু, দেশের যে সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কাহারো প্রণোদিত করিল এবং বেকার মজুরদের শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া ধরিতে লাগিল। ফলে মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা একত্র হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। যুদ্ধ-প্রত্যাগত অঙ্গহীন বা কর্ম্মহীন বহু সৈন্যও এই দলে যোগ দিল। ভিক্ষাবৃত্তিধারী সন্ন্যাসিগণ গ্রামে গ্রামে ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নানা প্রকার গুজব রটাইতে লাগিল। জন বলের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিতেছিলেন। এদিকে উইক্লিফ্ এমন একদল গরীব উপদেষ্টার সৃষ্টি করিলেন যাঁহারা সহজেই জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। অপেক্ষাকৃত ধনশালী যাজকদের শক্তি ক্ষুন্ন হইল। ইঁহারা যাজকদের ধনশালিতার বিরুদ্ধেও প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বস্তুত, এই সময়ে সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের এক আবহাওয়া তৈরী হইয়াছিল। আইনকে বিকৃত করিয়া অত্যাচারের সহায়তা করা, ওমরাহ্‌গণের চরিত্রহীনতা, সহজ ও ন্যায় বিচারে বাধা—এই সমুদায়ের প্রতীকারের নিমিত্ত জনগণ ব্যাকুল হইয়াছিল।

কৃষক-বিদ্রোহ।

প্রথম দেখা দিল কৃষক-বিদ্রোহ। সামান্য ঘটনা হইতে ইহার সূত্রপাত। মাথট্ সংগ্রাহককে এক টাইল-নির্ম্মাতা বিশেষ কারণে হত্যা করিল, আর অমনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ জনগণ সশস্ত্রভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিল। কোথাও কোথাও বিদ্রোহের কারণ না থাকিলেও লোকেরা সহানুভূতি জানাইবার জন্য আসিয়া যোগ দিল। বিদ্রোহের মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ—সমাজ বা যাজকদের সম্বন্ধে অভিযোগ নয়। মাথটের প্রত্যাহার, সুশাসন প্রবর্ত্তন, ওমরাহ্ ও ধনী যাজকদের নিহত করিয়া রাজাকে নিজেদের প্রভাবাধীন রাখা, রাজ্যের জন-গণের অভীপ্সিত ভাল আইন পাশ করা—ইহাই তাহারা চাহিয়াছিল। কেণ্টের এই বিদ্রোহ দমিত হইল না, বিদ্রোহীরা লণ্ডনের দিকে ধাবিত হইল। অন্য দিক্ হইতে এসেক্সের জনগণও আসিয়া জুটিল। এই সব স্থানে জনগণের অসন্তোষ আরো বেশী ছিল। রাজ-পরিষদের লোকেরা রাজার সহিত দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন ও সেখান হইতে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বালক রাজা এই সময়ে এক সাহসের কাজ করিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া এসেক্সের লোকদের সম্মুখীন হইলেন। কৃষকেরা চিরকালের জন্য জমি ফিরাইয়া পাইবার ও দাসত্ব না করিবার দাবী জানাইতেই রিচার্ড সম্মত হন। তখন এসেক্সের লোকেরা তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া যায়! ওদিকে রাজা বহির্গত হইবার পর কেণ্টের লোকেরা দুর্গে প্রবেশ

করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। রিচার্ডের অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া অনেকে ফিরিয়া গেল, তথাপি ত্রিশ হাজার লোক দুর্গ ঘিরিয়া রহিল। রিচার্ডের সঙ্গীদিগের সহিত সংঘর্ষ বাধিতেই তিনি আবাব সাহসের সহিত সম্মুখীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার অঙ্গীকার দানে সকলকে ফিরাইয়া দিলেন। বস্তুত, রাজাই কৃষকদের ভরসাস্থল ছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইঁহাকে ইঁহার তদানীন্তন পরামর্শদাতাদের হাত হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই শেষ হয় নাই। খবর পৌছিতে না পৌছিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিল। এই বিদ্রোহের মুখে কয়েকজন ধর্ম্মযাজককেও হত্যা করা হয়। ইঁহাদের বিরুদ্ধে ক্রোধের কারণ এই যে, ইঁহারা বহু ধনসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। অমনি প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। জনসাধারণ যে সকল অধিকার লাভ করিল, ধনী ব্যক্তিমাত্রেই সেগুলির বিরুদ্ধতা করিলেন। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের ওমরাহ্ ও জমিদারদের নিকট যাহারা কাজ করিত তাহারা দাসের সামিল ছিল। কৃষক-বিদ্রোহে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্তি দান করে। কিন্তু ইহাদের মনিবেরা অত সহজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজ-পরিষদ্ নিজেরা এই সমস্যার সমাধান না করিয়া মহাসমিতির নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজকীয় ঘোষণায় বলা হইল যে, মনিবেরা যদি স্বেচ্ছায় দাসদিগকে মুক্তি দিতে চান, রাজা তাহাতে সম্মতি দিবেন। উত্তরে জমিদারেরা নিজেদের অধিকার একটুও ছাড়িতে চাহিলেন না। মহাসমিতি জানাইল যে রাজা যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার কোন মূল্য নাই এবং দাসেরা মনিবদের পণ্যের সামিল বলিয়া মনিবদের অনুমতি ব্যতীত তাহাদিগকে এই পণ্যের অধিকার-চ্যুত করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই; পরন্তু মহাসমিতি এই অনুমতি কখনো কাহাকে দেয় নাই। শুধু তাহাই নহে। মহাসমিতি হইতে এমন আইন পাশ হইল যাহাতে কোন কৃষকের ছেলে শহরে গিয়া ব্যবসা শিখিতে না পাবে; তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও বন্ধ হইযা গেল। ধর্ম্মনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সুরু হইল। কৃষক-বিদ্রোহের ফলে তাহার পূর্ব্বেকার সমুদায় কাজ পণ্ড হইয়া গেল; ওমরাহ্ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজেদের বিবাদ ভুলিয়া সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মসম্প্রায় উইক্লিফের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে, তিনি দাসদিগকে তাহাদের মনিবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। জন বল বিদ্রোহীদের পুরোবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাকে উইক্লিফের শিষ্য বলিয়া প্রচার করা হইল। এইরূপে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কারের পথ বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে উইক্লিফ্ আরো একটি কারণে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। বাইবেলে একটি মত প্রচারিত আছে যে যীশুখৃষ্ট শিষ্যদিগকে যে রুটি ও মদ খাইতে দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শরীর ও রক্ত। উইক্লিফ্ এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। উত্তর কালে, ইংল্যাণ্ড যে ক্যাথলিক সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার গোড়াপত্তন এইখানে। কিন্তু সেকালে উইক্লিফ্কে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বেশী ছিল। এক্ষণে উহা তাঁহাকে নিন্দা করিল। গণ্ট

বিদ্রোহের ফলাফল।

জনপদের জন তাঁহাকে মত প্রচার না করিবার আদেশ দিলেন। কোন কোন স্থানে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার নিন্দা ঘোষিত হইল। কিন্তু উইক্লিফ্‌কে দমন করা সহজ ছিল না। তিনি তাঁহার মতের অসত্যতা প্রমাণের জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সাহসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উইক্লিফের মতের বিরোধী লোকদের পদচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রচারের সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু উইক্লিফ্ বিদ্বান্ বা ধনীদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি সমগ্র দেশের জনসাধারণকে তাঁহার আবেদন জানাইলেন। ইংল্যণ্ডের ইতিহাসে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এই প্রথম গণতান্ত্রিক প্রণালী অনুসৃত হইল। এবং এই প্রথম ইংরেজ জনসাধারণের নিকট তাহাদের মাতৃভাষায় সে কথা নিবেদন করা হইল। উইক্লিফ্ অসাধারণ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত গ্রন্থের পর গ্রন্থ দেশবাসীকে উপহার দিতে লাগিলেন। শুধু বিশ্বাস দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা বাইবেলের সমুদায় তত্ত্ব ও শিক্ষা যাচাই করিয়া লইতে হইবে, ইহাই তিনি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন।

ললার্ড আন্দোলন।

উইক্লিফের প্ররোচনায় এই সময়ে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা ললার্ড আন্দোলন নামে পরিচিত। পূর্ব্বে যে ভ্রমণকারী সাধারণ যাজকদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এই আন্দোলনের পুষ্টির সহায়তা করেন। প্রথমে এই আন্দোলনকে অবজ্ঞার চোখে দেখিলেও পরে ধর্ম্মসম্প্রদায় ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাঁহারা রাজার সহায়তা লাভ করিয়া ললার্ড জাতীয় সমুদায় গ্রন্থ ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও জোর করিয়া ললার্ড শিক্ষাদীক্ষাকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হয়। উইক্লিফ এই সময় বাইবেলের এক শোধিত অনুবাদ আরম্ভ করেন অর্থাৎ বাইবেলের যে সকল অংশ তিনি বিশ্বাস করিতেন না সেগুলি তিনি ছাঁটিয়া দিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আরো বেশী অপ্রীতিভাজন হন ও পোপের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। এই আহ্বানের উত্তরে তিনি ওজস্বী ভাষায় নিজের মতবাদ সমর্থন করিয়া বলেন যে, যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রের ন্যায় বাস করিতেন, আর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বিলাসে দিন কাটাইতেছে, তাহাদের উচিত সমুদায় ধনরত্ন দরিদ্রদের বিলাইয়া দেওয়া। ইহার পর উইক্লিফ্ বেশী দিন বাঁচেন নাই। দলপতিকে হারাইয়া ও তৎপূর্ব্বে বিদ্বৎ জনগণের সম্পর্কচ্যুত ললার্ড আন্দোলন সেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আর চালিত না হইলেও উহা একেবারে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই সময়ে দেশের মধ্যে ললার্ড আন্দোলন সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহের এক সাধারণ নাম হইয়া রহিল। কৃষকদের সাম্যবাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দেশের নবজাগ্রত নৈতিক চেতনা, ধনী যাজকদের প্রতি বিদ্বেষ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর বড় বড় ওমরাহদের ঈর্ষ্যা, সংস্কারকদের উৎকট আগ্রহ—এই সমস্তই ললার্ড আন্দোলনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল। এই আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ না থাকায় একটি সুবিধা এই হইয়াছিল যে, সহজে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই ললার্ড হইতে পারিত। ইহাদের নিজেদের ইস্কুল, এবং পাঠ্যপুস্তক ছিল। জনগণের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য ললার্ডদের

প্রচেষ্টায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তদপেক্ষাও বিপদজনক ছিল ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রচারিত শিক্ষা দীক্ষার বিরুদ্ধে ললার্ডদের আন্দোলন। বস্তুত এই সময়ে প্রচলিত মতবাদের সহিত ইহাদের প্রচারিত মতবাদের লড়াই চলিতেছিল। ধর্ম্মসম্প্রদায় নানা প্রকারে ললার্ডগণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যত্নবান্ হন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। অন্য দিকে তাঁহাদের এই চেষ্টা দ্বারা তাহারা ললার্ডদিগকে অধিকতর উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। ললার্ডগণ প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধী আচরণসমূহ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধনৈশ্বর্য্য ও সাংসারিকতা তাহাদের বিশেষ আক্রমণের বিষয় হইয়া দাড়াইল। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতির এক অধিবেশনে ললার্ডগণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধনবত্তাকে আক্রমণ করিয়া প্রচলিত কতকগুলি বিশ্বাসকে আঘাত করিল, যথা যীশুখৃষ্টের শরীর ও রক্তের খাদ্যে রূপান্তর সম্বন্ধে বিশ্বাস, পৌরোহিত্য, তীর্থযাত্রা, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি। অখৃষ্টান, স্বর্ণকার ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাতাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার দাবী তাহারা করিল। তাহারা আরও বলে যে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হাতে যে বিপুল বিত্ত জমিয়াছে তাহাতে "পনের জন আর্ল, পনের শত নাইট ও ছয় হাজার স্কোয়ারকে রাজা ত পালন করিতে পারেনই, অধিকন্তু দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য এক শত হাসপাতালে সাহায্য দান করিতে পারেন।"

এদিকে জমিদারদের দুর্দ্দশা, দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, দস্যু-তস্করের উপদ্রব, ললার্ডগণের প্রচারে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও সমাজের ত্রাস এবং যুদ্ধে অসাফল্য জাতীয় অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগত বাড়াইতেছিল। ফরাসী ও স্প্যানিশ্ নৌ-বাহিনী একত্র মিলিত হওয়ায় তাহারা সমুদ্রের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে ফ্ল্যাণ্ডাসকে ফরাসীরা যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। ইংরেজরা অভিযান পাঠাইয়া কিছু করিতে পারিল না। অল্প সময়ব্যাপী সন্ধির পর ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করে ও স্কটল্যাণ্ডের বহুলোক ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ইংরেজ সৈন্য এডিনবরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও পশ্চাতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গণ্ট জনপদস্থ জনের হাত এড়াইবার জন্য তাহাকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। বিলাতী সিংহাসনের মায়া তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই ত্যাগ করিতে হয়। রিচার্ড নিজেও এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। এই সময়ে রিচার্ডের বয়স ছিল কুড়ি, এবং এ যাবং রাজ-ক্ষমতার যে হ্রাস ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা কর্ত্তৃক রাজপরিষদের মনোনয়ন অথবা জন-সভা কর্ত্তৃক রাজকীয় আয়-ব্যয় পরীক্ষার প্রচলন শুধু তাঁহার নাবালকত্ব ও যুদ্ধের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল, তিনি এইরূপ মনে করিতেন। রাজার পরামর্শদাতারাও তদ্রূপ ভাবিতেন। সুতরাং এখন হইতেই তিনি সমুদায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার সঙ্কল্প করেন। সেজন্য তাঁহার প্রথম কাজ হইল জনকে অপসারিত করা। ললার্ডদের জন্য তাঁহার কোন প্রকার সহানুভূতি ছিল না, যদিও রাণীর সমর্থন ইহাদের জন্য ছিল। জন-সভা ললার্ডদের প্রতি বিরাগ বা অনুরাগ কিছুই পোষণ করিত না। ভাল করিয়া যুদ্ধ চালান হইতেছিল না, খরচের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল,

দ্বিতীয় রিচার্ড মহাসমিতির বিরুদ্ধে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় বিফল হন।

রাজা নিজে সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই সকল কারণে ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখার সহিত রাজার ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রিচার্ড জন-সভার সহিত অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, তিনি কার্য্যতঃ রাজা। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি প্রতি বৎসর রাজার গার্হস্থ্য ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের কথা উত্থাপন করিলে, রিচার্ড উত্তর দেন তিনি যখন ইচ্ছা হিসাব দিবেন। রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের নাম জানিতে চাহিলে বলেন, তিনি যাহাকে খুসী নিয়োগ করিবেন। কিন্তু মহাসমিতি রাজার এরূপ উদ্ধত আচরণ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে এক রাজকর্ম্মচারীর পদচ্যুতিতে রাজা বিরোধিতা করিলে তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি যদি ওমরাহ্‌দের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত মাত্র ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করাই সমীচীন হইবে। ফলে, সেই কর্ম্মচারী বিতাড়িত ও দণ্ডিত হন। একটি স্থায়ী সমিতি (কনটিনিউয়াল কাউন্সিল) করিয়া দেওয়া হইল, অর্থের প্রয়োজন হইলে রিচার্ডকে এই সমিতির নিকট আবেদন করিতে হইত। কিন্তু মহাসমিতির অধিবেশন শেষ হইতে না হইতে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড উহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যারনদের ও মহাসমিতির বিরুদ্ধে নিজে কিছু না করিতে পারিয়া তিনি পাঁচজন বিচারক দ্বারা স্থায়ী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করিলেন এবং তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, রাজ-ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা জন-সভার নাই। প্রত্যুত্তরে ব্যারনগণ সশস্ত্র রাজদ্রোহ করিবেন ও তাঁহাকে যুদ্ধে সহায়তা করিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তখন রিচার্ডের বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। ব্যারনগণ তাঁহার পরামর্শদাতাদের অনেককে কঠোর শাস্তি দান করিলেন। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দের এই মহাসমিতিকে কেহ কেহ "আশ্চর্য্যজনক" কেহ বা "দয়াহীন" আখ্যা দিয়াছেন। এইরূপ স্থির হইল যে, অতঃপর রাষ্ট্রের সমুদায় কর্ম্মচারীর মনোনয়ন রাজা অথবা স্থায়ী সমিতি কর্ত্তৃক করা হইবে। বৎসর শেষ হইতে না হইতে রিচার্ড এক চাল চালিয়া আপনার প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নিজ হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি সুশাসন দ্বারা প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। যে সকল ওমরাহ্ তাঁহার পরামর্শদাতাদের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার সহজেই মিলন হইল। ফ্রান্সের সহিত সাময়িক সন্ধি প্রতি বৎসর নূতন করিয়া হওয়ায় তিনি জনগণের করের পরিমাণ কমাইতে পারিলেন। রিচার্ড মহাসমিতির পরামর্শ লইয়া রাজ্য চালনা করিবেন ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী আট বৎসরে মহাসমিতি অনেকগুলি আইন পাশ করে। এই সকল বিধান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, রিচার্ড একদিকে যেমন জমিদারশ্রেণীর প্রভাবকে তত ভয় করিতেন না, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরও অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনি ললার্ড-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ও বহু ললার্ড-পুস্তক বিনষ্ট করিতে আদেশ দেন।

তাঁহার স্থায়ী সমিতি।

মহাসমিতির পরামর্শ লইয়া রিচার্ডের রাজ্য-চালনা।

রিচার্ডের বুদ্ধিবলে ও সুশাসন গুণে শান্তি স্থাপিত হয়। এই শান্তির সময়েই প্রথম খাঁটি ইংরেজ কবি চসার তাঁহার কাব্য দ্বারা ইংল্যাণ্ডবাসীর মন মোহিত করেন। জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পূর্ব্ব হইতেই ফরাসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন দেশের

উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা দিয়াছিল। ১৩৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে বিচারালয়সমূহেও ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে মাতৃভাষা ব্যবহারের ফলে জাতীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। ইংলণ্ডে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। বাণিজ্যের প্রসারে, বিবিধ শহরের উদ্ভবে এবং স্বাধীনতা স্পৃহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ইংলণ্ডের এই অগ্রগতি ও আশাশীলতার মুখে চসার আনন্দের গান গাহিয়া স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফরাসী ও ইতালিয়ান প্রভাব তাঁহার উপর পূর্ণমাত্রায় কাজ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে খাঁটি ইংরেজ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চসারের বীণা নীরব হইয়া গেল, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার পরবর্ত্তী গায়কগণ তাঁহার গানের স্বরের খেই হারাইয়া ফেলিলেন। বস্তুত, মনে হইল যেন চসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের আশা ও গৌরব নিবিয়া গেল।

ইংরেজ কবি চসার।

রিচার্ড যে ভাবে মহাসমিতির সহিত বিরোধের অবসান ও নিজের স্বভাব দমন করেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বস্বভাব মন ফিরিয়া আসিতে লাগিল; তিনি সমুদায় বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়ার্লাণ্ড অধিকারের এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবাহের চেষ্টা করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার অর্থ অবিরত মহাসমিতির নিকট মাথা নত করা। সেজন্য তিনি বহুকাল ধরিয়া শান্তির নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘন ঘন সাময়িক সন্ধি দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি এক দীর্ঘকাল ব্যাপী সন্ধির ছুতা খুঁজিলেন। ফ্রান্সের সহিত চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড ফরাসীরাজ ষষ্ঠ চার্লসের কন্যা ইজাবেলাকে বিবাহ করিলেন। ইনি তখন বালিকা-মাত্র ছিলেন, কিন্তু এই বিবাহের ফলে ফ্রান্সের সহিত এক পঁচিশ বৎসরকাল স্থায়ী সন্ধি হইল। যেই বিবাহ হইয়া গেল, অমনি রিচার্ড নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রাজকীয় সভাসদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল এবং রাজা যথেচ্ছ ধার করিয়া দুই হাতে টাকা উড়াইতে লাগিলেন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে জন-সভা রাজসভাসদদের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিল। অমনি রিচার্ড ঘোষণা করিলেন যে, রাজা কাহাকে সঙ্গী করিবেন অথবা করিবেন না এ বিষয়ে জন-সভার হস্তক্ষেপে তিনি দুঃখিত। জন-সভা ভীত হইয়া স্বীকার করিল যে, এ বিষয়ে রাজার ক্ষমতাই চূড়ান্ত। এই বৎসর ও পরবর্ত্তী বৎসরের মহাসমিতি রাজার পক্ষের লোক দ্বারা পূর্ণ হইয়া তাঁহার অত্যাচার ও অবিচারের সহায়তা করিল। এইরূপে বৎসর না ঘুরিতে রিচার্ডের রাজত্বের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল। যাঁহারা একদিন তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর শোধ লইয়া তিনি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চালনা করিলেন। তিনি মহাসমিতির সাহায্যে নিজের এরূপ এক স্থির ব্যবস্থা করিলেন যে, তাঁহাকে আর অর্থের জন্য মহাসমিতির উপর নির্ভর করিতে হইল না। স্থায়ী সমিতিকে তিনি নিজের বিশ্বাসী লোক দ্বারা পূর্ণ করিলেন। প্রত্যেক প্রজাকে শপথ করান হইল যে, সে এই সমিতির কার্য্যাবলীকে ন্যায্য বলিয়া মানিয়া

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চালনা করিতে গিয়া রিচার্ডের পতন।

লইবে। ক্রমে নানাবিধ অত্যাচারে জনগণ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং উহার ফলে একদিন রিচার্ডের রাজ্য ও জীবন বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজত্ব আয়ত্ত করা অবধি রিচার্ডের চোখ আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর পড়িয়াছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্থাপিত প্রতিনিধি নিহত হওয়ায় তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড অভিমুখে অভিযান করিলেন। সমগ্র দেশ তাঁহার পদানত ছিল। সুতরাং তিনি আভ্যন্তরিক গোলযোগের আশঙ্কা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় হেনরী নামক ওমরাহ্‌কে তিনি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ইনি এই সময়ে পারি শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি জনপ্রিয় ছিলেন; বিশেষত লণ্ডনবাসীরা তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। রিচার্ডের অনুপস্থিতির সুযোগে হেনরি সহজেই লণ্ডনে প্রবেশ করিয়া সমুদায় ইংল্যাণ্ডকে করতলগত করিতে সমর্থ হন। রিচার্ড ফিরিবার পথে দেখেন তাঁহার সমুদায় পথ বন্ধ। অতঃপর তাঁহার আত্মসমর্পণ ব্যতীত উপায় রহিল না। বন্দীকৃত রাজা রিচার্ডকে এক শোভাযাত্রায় লণ্ডনের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির যে অধিবেশন বসিল তাহাতে রিচার্ডের রাজসিংহাসন ত্যাগ মঞ্জুর হইল, অবশ্য তৎপূর্ব্বে বন্দী রাজার নিকট হইতে সিংহাসন ত্যাগের পত্র আদায় করা কঠিন হয় নাই। এই সিংহাসনত্যাগকে পদচ্যুতি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হইল। মুকুট ধারণের সময়ের শপথ পড়িয়া শোনাইবার পর রিচার্ড যে সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছিলেন সেগুলির দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়া তাঁহাকে অভ্যভিযুক্ত করা হইল। মহাসমিতির উভয় শাখা পৃথক্‌ভাবে ভোট দিয়া ঘোষণা করিল যে রিচার্ড রাজ্য ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

শুধু যে মহাসমিতির আদেশে রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা নহে। রিচার্ডের বংশধর না থাকায়, এবং এড্‌ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্রের ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যু হওয়ায় এডমণ্ড মর্টিমারের এই সিংহাসন পাইবার কথা ছিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্স জনপদের লায়োনেলের কন্যা ও উত্তরাধিকারিণীকে যে মর্টিমার বিবাহ করেন ও যাঁহার বিপক্ষতার ফলে দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড সিংহাসন-চ্যুত হন, ইনি তাঁহার প্রপৌত্র। কিন্তু মহাসমিতি ইহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় হেনরিকে (১৩৯৯-১৪১৩) সিংহাসনে বসাইল। এই কার্য্য হইতেই বুঝা যাইবে মহাসমিতি রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম এড্‌ওয়ার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রিচার্ড অবধি রাজগণ ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন যেন মহাসমিতির ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায়। রিচার্ড মহাসমিতির কাজের ভার নিজের মনোমত লোকদের দ্বারা গঠিত এক উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের পক্ষে মহাসমিতির বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাবাও সম্ভব ছিল না। তাঁহাদের অস্তিত্ব মহাসমিতির স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিতেছিল। অধিকন্তু হেনরির সিংহাসন আরোহণের পর যুদ্ধ ও বিদ্রোহাদির ফলে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, এই অর্থের জন্য হেনরিকে মহাসমিতির উপর আরো বেশী নির্ভর করিতে হইল। বলিতে গেলে, মহাসমিতির বিপ্লবের ফলেই হেনরি সিংহাসন পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন সময়েই ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার ক্ষমতাসমূহ এরূপ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। হেনরি সর্ব্বদাই প্রায় এই ভাব দেখাইয়াছেন যে, তিনি

মহাসমিতির সর্ব্বময় কর্তৃত্বের প্রমাণ—মর্টিমার বংশকে সিংহাসন না দিয়া ল্যাঙ্কাষ্টার বংশকে দেওয়া হইল।

মহাসমিতির হুকুম তামিল করিতেছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাও মহাসমিতির সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে সাহস করেন নাই। সিংহাসন অধিকারের ফলে হেনরি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুকূলতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রধান ধর্ম্মযাজক আরুণ্ডেল কিন্তু এই সুযোগে ললার্ডদের দমন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে ধর্ম্মে অবিশ্বাস আইন (ষ্ট্যাটিউট্ অব্ হেরিসি) পাশ হইল। অবিশ্বাসী সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায় সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে দিলে তাহারা তাহাকে পুড়াইয়া মারিত। এইরূপে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে পোড়ান হইয়াছিল। ওমরাহ্‌গণ হেনরিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এই সম্ভাবনায় যে ফ্রান্সের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। রিচার্ড শান্তিকামী ছিলেন, অধিকন্তু সে সময়ে ফ্রান্স ফরাসীরাজের খুড়া বার্গাণ্ডির ডিউকের করতলগত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধের কোন কারণ ছিল না। কারণ বার্গাণ্ডির সামন্তরাজ ফ্ল্যাণ্ডার্সেরও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অরলিয়াঁর সামন্তরাজ লিউয়িস্। ইনি ফরাসী যুদ্ধকামী দলেরও নেতা। অরলিয়াঁ ফরাসী রাজসভায় নির্ব্বাসিত হেনরিকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে উৎসাহ দেন, আর বার্গাণ্ডি রিচার্ডের পক্ষে তাঁহার গমনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। বার্গাণ্ডির চেষ্টা সফল হয় নাই। হেনরি রাজা হওয়ার ফলে যুদ্ধকামী দলের নেতা প্রষ্টাবের হাতে আবার ক্ষমতা আসিল। ফ্রান্স হেনরিকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিল না, কিন্তু নানা প্রকার কটূক্তি সহিয়াও বার্গাণ্ডি ফ্ল্যাণ্ডার্সের দিকে চাহিয়া যুদ্ধে সহসা নামিলেন না। হেনরিও নিজের সিংহাসন দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই জাতির পরস্পর বিদ্বেষ চাপা দিয়া রাখা গেল না। ফ্রান্সের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইতে না হইতে স্কটল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় রবার্ট শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

চতুর্থ হেনরি।

বাহিরে আক্রমণ আরম্ভ হইতেই দেশের অভ্যন্তরে শত্রুতা দেখা দিল। হেনরি নিজে শান্তিপ্রিয় ছিলেন। বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি রিচার্ডের প্রাণনাশ করেন নাই, বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রিচার্ডের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ও সহায়কগণকে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মচ্যুত, কোন ক্ষেত্রে বা নিম্নতর পদে বসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ব্যতীত অন্য কাহারও প্রাণ লন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিঘ্ন প্রশমিত হইবার পর হেনরি বহু লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইলেন। ইহারা সকলেই রিচার্ডকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর এক বৃহৎ সভায় অনুরোধ করা হইল যে, যদি রিচার্ড মরিয়া গিয়া থাকেন তাঁহার মৃতদেহ সকলকে দেখান হউক, আর তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে ভাল করিয়া দুর্গে আটক রাখা হউক। ইহার পরই রিচার্ডের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল।

দেশের অভ্যন্তরে প্রতিকূলতার অবসান

ইহার পর হেনরি স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া বিশেষ সুবিধা করা সহজ নহে। কারণ, যেমন ইংরেজরা অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি স্কটরা সে স্থান ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়। অধিকন্তু এই সময়ে ওয়েল্‌সএ গুরুতর বিদ্রোহ হওয়ায় তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ওয়েল্‌স রিচার্ডের বিশেষ অনুরক্ত ছিল।

রিচার্ডের মৃত্যু সংবাদে সেখানকার বিশৃঙ্খলা আরো বাড়িয়া গেল। ওয়েল্সবাসীরা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে, তিনি সত্যই মরিয়াছেন। এই সময়ে ওয়েন গ্রিণ্ডবার এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইনি একটি শহর ভস্মীভূত করিলেন ও অতঃপর প্রিন্স অব্ ওয়েল্স উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইবার ওয়েলসের ব্যক্তিগত কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সমুদায় দেশ তাঁহার সহিত যোগ দিল। সুতরাং ১৪০১ খৃষ্টাব্দে রাজার বালক পুত্র হেনরিকে ওয়েল্সের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইল। কিন্তু তিনি ওয়েল্সের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু উত্তর ওয়েলসের ভারপ্রাপ্ত হেনরি পার্সির উপর বিদ্রোহ দমনের কাজ ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে আবার স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। ওয়েল্স বিদ্রোহ কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা এই কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, ওয়েল্স ছাত্রগণ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। স্কটগণ ওয়েল্সের সাহায্য করিতে লাগিল। ফ্রান্সও সাহায্য পাঠাইবে ভরসা দিল। পার্সি কোন সাহায্য না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিলেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে এক প্রকাণ্ড যুদ্ধে এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ওয়েন কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। রাজা নিজে ইহার প্রতিশোধ লইতে গিয়া জলেঝড়ে নাকালের একশেষ হইলেন। ইতিমধ্যে স্কট সৈন্যবাহিনী এক জাল রিচার্ডকে লইয়া ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। হেনরি পার্সি ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেও ওয়েন এই সুযোগে হেনরিকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র নর্থ ওয়েল্স ও দক্ষিণ ওয়েল্সের অনেকাংশ ওয়েনের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। ফ্রান্সের শত্রুতার ফলেই ওয়েল্স ও স্কটল্যাণ্ডও ইংরেজের বিরুদ্ধতা করিতে সাহস পায়। পার্সির সহিত যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ফরাসী নাইটও ছিলেন। সম্ভবত ইঁহাদেরই মধ্যস্থতায় পার্সির সহিত ফ্রান্সের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের সহিত পার্সি বংশের একটা প্রাচীন বিবাদ ছিল। পার্সি ও হেনরির শত্রু রিচার্ডের বিরুদ্ধে উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে রিচার্ড অপসৃত হওয়ায় হেনরি ও পার্সিদের পূর্ব্বশত্রুতা দেখা দিল। রিচার্ডের মৃত্যুর পর হেনরি সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মর্টিমার ও তাঁহার ভগিনীগণকে বন্দী করিয়া রাখেন। মর্টিমারের এক খুড়া হেনরিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কিন্তু তিনি ওয়েনের হাতে বন্দী হওয়ায় হেনরি তাঁহার মুক্তির জন্য কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এদিকে ইনি পার্সির আত্মীয় ছিলেন। সুতরাং এই সুযোগে পার্সি হেনরির সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। আগেই বলিয়াছি হেনরি যথেষ্ট সাহায্য না পাঠানোতে পার্সি ওয়েল্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ান। স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়দের বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। অথচ রাজা এই অর্থ তাঁহাকে দিতে ক্রমাগত দেরী করিতেছিলেন। এই সকল ও অন্যান্য কারণে তিনি এক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার মূল উদ্দেশ্য মর্টিমারকে সিংহাসনে বসানো। তিনি নিজের আত্মীয়জন ও কোন কোন ওমরাহ্কে দলে পাইলেন। মর্টিমারের খুড়া ওয়েনের সাহায্য পাইবার

স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান।

ওয়েল্সের সহিত যুদ্ধ।

পার্সিদের শত্রুতা, তাহার অবসান।

নিমিত্ত তাঁহার সহিত কথাবর্তা চালাইতে লাগিলেন। হেনরি পার্সি নিজে ফ্রান্সে গিয়া সাহায্য চাহিলেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা ক্যালে আক্রমণের আয়োজনও করিল। কিন্তু যুদ্ধকালে ওয়েনের সাহায্য পাওয়া গেল না। বিদ্রোহী দল সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল এবং পার্সি নিহত হইলেন। মর্টিমার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। ফ্রান্সের ক্যালে আক্রমণও ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু ওয়েল্স দমিত হয় নাই। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ প্রকাশ্যভাবে ওয়েনের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইলেন। তাহাকে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স বলিয়া স্বীকার করিলেন। হেনরির প্রধান অভাব ছিল অর্থের। মহাসমিতি অনিচ্ছার সহিত যে সাহায্য দান করিল, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া গেল। জন-সভা উত্যক্ত হইয়া ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপে উদ্যত হইলে এর‍্যাণ্ডেল মধ্যস্থতা করিয়া থামাইলেন। নূতন সাহায্য দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাও বেশীদিন থাকিল না। দেশে তখনো বিদ্রোহ দমিত হয় নাই, ওয়েন অপরাজিত রহিয়াছিল; ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ চারিদিক্ পরিষ্কার হইয়া গেল। স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট তাঁহার পুত্র জেম্সকে শিক্ষালাভের জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঝড়ে তাঁহার জাহাজ আসিয়া ইংল্যাণ্ডের উপকূলে পড়িল এবং হেনরি তাঁহাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। পুত্রবিচ্ছেদ দুঃখে রবার্টের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভাই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু জেম্স ইংল্যাণ্ডে বন্দী হইয়া থাকে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। স্কটল্যাণ্ডের রাজাকে বন্দী রাখিয়া ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড-ভীতি দূর করিল। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডি ও ওরলিয়াঁর পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ্য যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির সামন্তরাজ নিহত হইলে এই যুদ্ধে আরো তীব্র হইয়া দাঁড়াইল। তখন আর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শত্রুতার অবকাশ রহিল না। বরং উভয় সামন্তই ইংল্যাণ্ডের সাহায্য চাহিয়া বসিল। কিন্তু ওয়েল্স সম্পর্কে ইংরেজ বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিল না। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে হেনরির পুত্র হেনরি ওয়েনের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ইনি বালককাল হইতেই সাহসের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই ওয়েল্সকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অধিকন্তু ওয়েল্সে সফলতার অভাবে দেশের অভ্যন্তরেও নানা বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। জলঝড় ও খাদ্যাভাব বশতঃ প্রতিবারেই ইংরেজ সৈন্য ব্যাহত হইল। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিলে, ইহার মধ্যে ২।১ বার ওয়েল্সগণ ইংল্যাণ্ডের উপর আসিয়াও অত্যাচার করিয়া গেল।

স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হঠাৎ সফলতা।

ওয়েল্সের যুদ্ধে পরাজয়ের এক ফল হইল ললার্ডদের নূতন করিয়া বল সঞ্চয়। ধর্মে অবিশ্বাস আইন দ্বারা ললার্ড আন্দোলনকে বিপন্ন করা সম্ভবপর হয় নাই। এই সময়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছিলেন স্যর জন ওল্ডকাস্‌ল নামক এক ব্যক্তি। ইনি উইক্লিফের শিষ্য ছিলেন। রিচার্ডের রাজত্বকালে ইঁহার বিশেষ প্রভাব বৃদ্ধি হয়। বিবাহের দ্বারা ইনি লর্ড কবহাম হন। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় হেনরিকে তিনি সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার যুদ্ধনিপুণতার জন্য তিনি হেনরি ও তাঁহার পুত্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। অথচ ললার্ডদের দলপতি বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত

ওয়েল্‌স্‌ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ললার্ডদের শক্রতা।

পবিত্র চরিত্র ছিলেন, সেজন্য ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই; ললার্ডগণ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া তদ্দ্বারা অর্থের সংকুলান করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। এ বিষয়ে জন-সভার সহিত তাঁহাদের মতের মিল ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ললার্ডদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। রাজপুত্র হেনরি ধৈর্য্যের সহিত ওয়েনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়া থাকিয়া ক্রমে ক্রমে এক একটি অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া তিনি ওমরাহ্‌দিগকে প্ররোচনা দিলেন, ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পত্তিচ্যুত করা সম্বন্ধে জন-সভার মত অগ্রাহ্য করিতে (১৪১০)। তিনি নিজে একজন তথাকথিত অবিশ্বাসীকে পুড়াইয়া মারিতে সাহায্য করিলেন। এই সময়ে তিনিই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একে চতুর্থ হেনরির রাজত্ব সময়ে নানা বিশৃঙ্খলা ও গুরুতর কর দেখা দিয়াছিল, তার উপর তিনি বিশেষ পীড়িত হন; ১৪১০ খৃষ্টাব্দে একটি স্থায়ী সমিতি (কনটিনিউয়াল কাউন্সিল) মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইল এবং যুবরাজ হেনরি তাহার নেতৃত্বভার পাইলেন। এই সমিতি ফ্রান্সের আত্মবিবাদে বার্গাণ্ডির সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল। ১৪১১ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডি নিজ কন্যাকে হেনরির সহিত বিবাহ দিলেন ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে ইহারা জয়লাভ করিলেন। কিন্তু এদিকে সমিতির শাসন রাজা হেনরির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মহাসমিতি তাহা বুঝিয়া সমিতির কার্য্যাবলী আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও ১৪১১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরি স্থায়ী সমিতি নাকচ করিয়া দিলেন। জয়লাভের পর বার্গাণ্ডি ইংরেজ সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়াতে ইংরেজরা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। অরলিয়া এই সুযোগে ভাণ করিলেন যে তিনি সাহায্য পাইলে তাঁহার কন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিবেন। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে রাজার দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। অমনি সমস্ত ফ্রান্স এই শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইল। এই অসাফল্যের দরুণ রাজকুমার হেনরির প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাইল। পিতাপুত্রে বিবাদ পাকিয়া না উঠিতেই পীড়িত রাজার ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র পঞ্চম হেনরি নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পঞ্চম হেনরীর ললার্ড-দমন।

হেনরির প্রথম কাজ হইল ললার্ডদের দমন। তিনি ললার্ডদের শত্রু এর‍্যাণ্ডেলের স্থলে হেনরি বোফোর্টকে আর্কবিশপের পদ প্রদান করিলেন। ইহাতে ওল্ডকাস্‌ল উৎসাহিত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পত্তিচ্যুত করিবার আর্জি পেশ করেন। হেনরি ভ্রাতাকে ফ্রান্স হইতে ডাকিয়া ফ্রান্সের সহিত এক নূতন সন্ধি স্থাপন করিলেন। এদিকে এক পারি বিদ্রোহের ফলে রাজা চার্লস ও তাঁহার রাজ্যের ভার অরলিয়ার সামন্তরাজের উপর গিয়া পড়ে; ফ্রান্সের রাজপুত্র (পরে সপ্তম চার্লস নামে খ্যাত) তাঁহার সমর্থন করিতেছিলেন। বার্গাণ্ডিকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে সরিয়া আসিতে হয়। উভয় পক্ষই হেনরির সাহায্য চাহিলে, তিনি তখন কোন সাহায্য দিতে পারেন নাই। দেশের মধ্যে এর‍্যাণ্ডেল ও ওল্ডকাস্‌লের সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল। হেনরি অনেক চেষ্টা করিয়াও ওল্ডকাস্‌লকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। এদিকে ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া শাস্তিদানের আদেশ দিল। রাজার সৈন্যেরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। তাঁহার উপর কোন অত্যাচার না করিয়া

তাঁহাকে মাত্র কারাবাসের হুকুম দেওয়া হইযাছিল। কিন্তু দুর্গ হইতে পলাইয়া গিয়া ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ললার্ডদের একত্র হইতে আহ্বান করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। বলা বাহুল্য, হেনরি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু ফল এই হইল যে, আইনের কড়াকড়ি বাড়িয়া গেল। রাজদ্রোহিতার জন্য প্রধান প্রধান ললার্ডদের ফাঁসি দেওয়া হইল। ওল্ডকাস্‌ল পলাইয়া গিয়া চারি বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বিদ্রোহের বহ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করেন, অবশেষে ওয়েল্‌সের কাছে ধৃত হইয়া প্রাণ হারান।

ললার্ডদের হাত হইতে হেনরি নিজেকে যেই নিরাপদ্‌ বোধ করিলেন, অমনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অবলিয়া যুদ্ধ না করিবার জন্য একটার পর একটা প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিল, কিন্তু হেনরি যখন সরাসরি ফ্রান্সের সিংহাসন চাহিয়া বসিলেন তখন যুদ্ধ ভিন্ন উপায় রহিল না। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের রাজসিংহাসনের উপর ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয়ের কোন দাবীই থাকিতে পারে না, যদিও মর্টিমার বংশ হয়ত দাবী করিতে পারিতেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড যুদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাণের দায়ে, কারণ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে পর তাঁহার যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল না, আর ফ্ল্যাণ্ডার্সের সাহায্য পাইবার জন্যই তিনি ফরাসী সিংহাসন দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চম হেনরি ফ্রান্সের সহিত পূর্ব্ব শত্রুতা পুনরায় আরম্ভ করিলেন বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুত তিনি আত্মবিবাদে অসহায় দেখিয়াই ফ্রান্স আক্রমণ করিলেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইহা রাজ্যজয়ের লিপ্সা ব্যতীত কিছুই নয়। ইংল্যাণ্ডের স্বপক্ষে একটি কথা বলিবার ছিল যে, ফ্রান্স বিগত পনের বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ইংল্যাণ্ডের শত্রুদের সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে হেনরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বেই এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। মার্চ জনপদের আর্ল, এডমণ্ড মর্টিমার (যাহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মহাসমিতি চতুর্থ হেনরিকে সিংহাসন দেয়) বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি পুত্রহীন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দাবী তাঁহার ভাগিনেয়ে বর্ত্তিবার কথা। ভাগিনেয়ের নাম রিচার্ড; মর্টিমারের ভগিনীর সহিত ইয়র্কের সামন্ত রাজের পুত্র কেম্ব্রিজের আর্লের বিবাহ হয়; রিচার্ড তাঁহাদের পুত্র। মর্টিমারকে রাজসিংহাসনে বসাইবার জন্য কেম্ব্রিজের আর্ল ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গেল এবং হেনরি রিচার্ডকে বন্দী রাখিয়া সকলের ফাঁসির হুকুম দিয়া ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। দুরন্ত ব্যাধিতে তাঁহার বহু সৈন্যক্ষয় হইলেও তিনি বিপুল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন। ইংরেজরা ফ্রান্সে পদার্পণ করিবামাত্র কিন্তু ফরাসীদের মধ্যে সকল বিবাদের অবসান হইল। এ্যাজিনকোর্টের বিখ্যাত যুদ্ধের কথা আমাদের কাছে অপরিচিত নহে। ষাট হাজার ফরাসী সৈন্যের সহিত মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া হেনরি কিরূপে দুর্গম অপরিচিত দেশে ও শীতের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন সে ইতিবৃত্তে ইংরেজরা আজও গর্ব্ব বোধ করে। ফরাসী সৈন্য ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া যায়। হেনরি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ লাভ হইল না। কারণ তাঁহার সৈন্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে হইল। ইহার পর বিশেষ রণ-

পঞ্চম হেনরির ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান।

এ্যাজিনকোর্টের যুদ্ধ।

নর্ম্যাণ্ডি জয়।

কৌশলে ও ধৈর্য্যে তিনি নর্ম্যাণ্ডি সম্পূর্ণরূপে নিজ করতলগত করেন (১৪১৮)। ঐ স্থলের অধিবাসীদের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি নানা অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিয়া ও করভার কমাইয়া, ফরাসী রাজের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও ফ্রান্সের ঘরোয়া বিবাদের ফলেই হেনরি নর্ম্যাণ্ডি জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি এক্ষণে সমগ্র ফ্রান্স আবার মিলিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিল। এদিকে যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও অর্থ-বাহুল্য দেশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছিল। এমন সময় বার্গাণ্ডি ফরাসী রাজপুত্রের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়া তাহার সম্মুখেই নিহত হইলেন। ইহাতে বার্গাণ্ডির নূতন সামন্তরাজ ফিলিপ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য হেনরির সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ফরাসীরাজ ষষ্ঠ চার্লস ও তাহার সমুদয় পরিবারবর্গ ফিলিপের করতলগত ছিলেন। ফরাসী রাজপুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত, সামন্তরাজের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ ফরাসী রাজকুমারীকে হেনরির সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। এইরূপে হেনরি ফরাসী সিংহাসনের অছি হইলেন ও স্থির হইল চার্লসের মৃত্যুর পর তিনিই ফরাসী সিংহাসন পাইবেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং চার্লস এই সন্ধি মঞ্জুর করিলেন। হেনরি তাহার শ্বশুরের পক্ষ হইতে ফরাসী রাজপুত্রের অধিকৃত দেশসমূহ জয় করিয়া লইলেন ও মহাসমারোহে ফরাসীরাজের সহিত রাজধানী প্যারিতে প্রবেশ করিলেন। সমগ্র ফরাসীদেশের ভাবী প্রভু বলিয়া তিনি আইনত স্বীকৃত হন। ১৪২১ ও ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তিনি এ্যাঞ্জু ও মিয়ো জয় করেন। ইহার পর হঠাৎ পীড়িত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

হেনরির সম্পূর্ণ জয়লাভ ও হেনরি ভাবী ফরাসী-রাজ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

পঞ্চম হেনরির মত বীরপুরুষ ইংলণ্ডের রাজাদের মধ্যে আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি যে যুদ্ধেই লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ে তাহার যশ সর্ব্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত ছিল। আরো বহু দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তাহার মৃত্যু ঘটে। সমগ্র ইয়োরোপে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রভু হইয়াই তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি চেষ্টায় ছিলেন যাহাতে নেপলসের রাণী তাহার ভাই জনকে পোষ্য গ্রহণ করেন। হল্যাণ্ডের রাণী জ্যাকেলিনের সহিত তিনি অন্য এক ভাই হামফ্রিরও বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন। সর্ব্বত্র যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আভ্যন্তরিক গোলযোগ সব শান্ত হইয়া গিয়াছিল। লর্ডদের ক্ষমতা বিনষ্ট, ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুকূল, ওমরাহ্‌গণ যুদ্ধের জন্য প্রীত এবং সমগ্র দেশবাসী যুদ্ধজয়ে গৌরবান্বিত, এমনি সময়ে হেনরির মৃত্যু হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ দেশজয়ের আশাও ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

পঞ্চম হেনরির বীরত্ব ও যুদ্ধক্ষমতা অতুলনীয়।

তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ হেনরি রাজা হওয়ার কালে ৯ মাসের শিশু মাত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে পঞ্চম হেনরি তাঁহার দুই ভাইকে দুই স্থানের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। দ্বিতীয় ভাই বেডফোর্ডের সামন্ত ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের ভার পান। ইহার যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রায় হেনরির সমান ছিল। হেনরির মৃত্যুর অল্প পরেই ফরাসীরাজ চার্লসের মৃত্যু হয়। তখন রাজপুত্র সপ্তম চার্লস নাম গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি

রাজা ষষ্ঠ হেনরি নাবালক থাকায় বেডফোর্ড ও গ্লষ্টারের ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ডে প্রতিনিধিত্ব।

নিজেকে ফ্রান্সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু চার্লস যে ভূভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা হেনরিকেই মানিয়া লইল এবং লম্বার্ড ও স্কট সৈন্যের সাহায্যেও তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে জন তাঁহাকে পুনরায় বিষমভাবে পরাজিত করেন। তৃতীয় ভ্রাতা, গ্লষ্টারের ডিউক হাম্‌ফ্রি রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানের দিক্ হইতে ইহার স্থান উচ্চে। কারণ ইনিই কবি ও বিদ্বান্ লোকদের উৎসাহদাতারূপে ইংল্যাণ্ডে বিদ্যাচর্চ্চার অভ্যাস ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। পুস্তকসংগ্রহ তাঁহার এক বাতিক ছিল। তাঁহারই যত্নে দেশে পুনরায় গ্রীক ও ল্যাটিনের চর্চ্চা আরম্ভ হয়—আরিষ্টটল্ ও প্লেটোর গ্রন্থাবলী ইংল্যাণ্ডে পরিচিত হইতে থাকে। বহু গুণ সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষী ও দুঃশীল ছিলেন। তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, রাজপরিষদ্ তাঁহার প্রতিনিধি-পদ নাকচ্ করিয়া, সমিতির অধিবেশনে মাত্র সভাপতিত্ব করিতে দেয়, এবং বেডফোর্ডের অনুপস্থিতি কালের জন্য তাঁহাকে রক্ষক (প্রটেক্টার) নির্ব্বাচিত করা হয়। রাজ্যের শাসন-ভার উইনচেষ্টারের বিশপ হেনরি বোফোর্ট নামক তাঁহার এক খুড়ার হাতে পড়ে। দুই বৎসর নামমাত্র প্রতিপালকগিরি করিয়া হাম্‌ফ্রি হল্যাণ্ড যাত্রা করেন (১৪২৪)। হল্যাণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারিণী জ্যাকেলিন ব্রাবাঁর সামন্তকে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাবাঁর সহিত বিবাহ-চ্ছেদ করিয়া এক সময়ে পঞ্চম হেনরির সভায় অবস্থান করিতেন। গ্লষ্টার তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসন অধিকারের জন্য তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বার্গাণ্ডির সামন্ত ফিলিপ আশা করিয়াছিলেন যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয় ব্রাবাঁ হল্যাণ্ডের সিংহাসন পাইবেন। বার্গাণ্ডির সহিত সন্ধির প্রয়োজন ইংরেজের বিশেষভাবেই ছিল। সুতরাং না বেডফোর্ড, না স্থায়ী সমিতি হাম্‌ফ্রিকে সমর্থন করিলেন। হাম্‌ফ্রি লুকাইয়া একদল সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন এবং জ্যাকেলিনকে সিংহাসনে বসাইলেন। অমনি ফিলিপ ইংরেজের প্রতি বাম হইলেন। ব্রাবাঁকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বার্গাণ্ডি চেষ্টা করিলে গ্লষ্টার তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হয় না। তিনি জ্যাকেলিনের প্রতি বীতরাগ হইয়া তাঁহার পরিচারিকাদের একজনকে লইয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন (১৪২৫)। এই পরিচারিকা লর্ড কবহামের কন্যা ইলিয়ানর।

কিন্তু গ্লষ্টারের অস্থিরচিত্ততার জন্য তিনি মহাসমিতির বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই;

প্রকৃত ক্ষমতা বোফোর্টের হাতে থাকে।

হেনরি বোফোর্টের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল। হেনরি মৃত্যুকালে তাঁহাকে পুত্রের একপ্রকার শরীর-রক্ষক নিযুক্ত করিয়া যান। তিনিই গ্লষ্টারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক ছিলেন। তিনি সমিতির নেতৃত্ব করিয়া হামফ্রিকে নামমাত্র প্রতিপালক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্লষ্টারের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ক্ষমতা আরো বাড়িয়া যায়। তাঁহাকে চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত পক্ষে সমগ্র রাজ্য-শাসনের ভারই তাঁহার হাতে দেওয়া হয়। এই সংবাদেই হাম্‌ফ্রি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বোফোর্টকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করেন। জনগণও মিলিতভাবে তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করে। ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে এই বিবাদ থামাইবার জন্য বেডফোর্ড ফ্রান্স হইতে আসেন। পরবর্ত্তী বৎসরে কোন রকমে উভয়ের

বোফোর্ট বনাম গ্লষ্টার।

বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া যান। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইতে না যাইতে আবার বিবাদ আরম্ভ হইল এবং গ্লষ্টারকে সাময়িকভাবে স্থান ছাড়িয়া দিয়া বোফোর্টকে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। শাসন সম্বন্ধে বোফোর্টের যে দক্ষতা ছিল, হামফ্রির তাহা ছিল না। ফলে ফ্রান্সে বেডফোর্ডকে ভুগিতে হইল। জ্যাকেলিন বন্দী হন, কিন্তু তারপর কারাগার হইতে পলাইয়া তিন বৎসর হল্যাণ্ড অধিকার করিয়া ব্রাবার সামন্তরাজকে কাছে ঘেঁসিতে দেন নাই। ব্রাবাঁর মৃত্যুর পর বার্গাণ্ডির সামন্ত তাহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। বার্গাণ্ডিকে হাতে রাখা বেডফোর্ডের স্বার্থ ছিল। এই সময়ে ঘরোয়া বিবাদে তাঁহাকে লোকাভাব ও অর্থাভাবে ভুগিতে হইল। উত্তর ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দস্যুদের উপদ্রবে লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। একা পারিতেই লক্ষ লোক নিহত হয়। হল্যাণ্ডের যুদ্ধ-নিবৃত্তি হইলে এবং দেশে সাময়িক শান্তি স্থাপিত হইলে, বহুদিন পরে বেডফোর্ড তাঁহার দক্ষিণ ফ্রান্সে অভিযান সুরু করেন। ইহার জন্য প্রথমেই দরকার ছিল অরলিয়ঁ অবরোধের। ইংল্যাণ্ড হইতে সৈন্য আসিলে পর মাত্র হাজার দশেক লোক লইয়া তিনি ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে উহা বশীভূত করিলেন। ঈর্ষ্যাবশত বার্গাণ্ডি নিজ লোকদের সহ সরিয়া দাঁড়াইলেও মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপুল ফরাসী বাহিনী পরাজিত করিলেন। বস্তুত, এই সময়ে ফরাসীদের মনে ইংরেজ যোদ্ধাদের সম্বন্ধে এরূপ এক ত্রাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এই ভীতি প্রথম দূর করিল জোয়ান অব্ আর্ক নামে এক কৃষক বালিকা। ইহার কাহিনী নানা আকারে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে। এই বালিকা রাজা চার্লসের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত করে এবং নিজে সৈন্যদের পুরোভাগে থাকিয়া একে একে যুদ্ধজয়ের সহায়তা করিল। ইংরেজরা ত্রস্ত হইয়া পড়িল আর ফরাসীরা একে একে বহু স্থান বালিকার সাহায্যে জয় করিয়া লইল। এইরূপে রাইন্ পর্য্যন্ত পৌছিয়া জোয়ান্ বলিল তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না। তখন উত্তর ফ্রান্স জয় মাত্র সুরু হইয়াছিল। ইতিমধ্যে নিঃসহায় বেডফোর্ড পুনরায় নূতন সাহায্য লাভ করিলেন। বোফোর্ট বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া শূন্য রাজকোষ পূরণ করিবার জন্য আপনার ধনভাণ্ডার খুলিয়া ৫ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিলেন। তিনি নিজে যে সৈন্যবাহিনী তৈরী করিতেছিলেন তাহাও বেডফোর্ডের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। ফলে চাকা ঘুরিয়া গেল। পারির নিকটে চার্লস প্রতিহত হইলেন। বার্গাণ্ডি সুবিধামত সর্ত্তে ইংরেজের সহায়তা করিলেন। জোয়ান্ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির সহায়তায় ইংরেজদের হাতে পড়িল। ইংরেজরা তাহাকে ডাইনি বলিয়া পুড়াইয়া মারিল।

বেডফোর্ডের শাসন-পটুতা ও যুদ্ধকুশলতায় ফ্রান্সে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপন।

জোয়ান্ অব্ আর্ক।

আশ্চর্য্য এই, জোয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে ইংরেজের গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্ত গেল। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বালক রাজাকে বাড়িতে আনিয়া অভিষিক্ত করা হইল, কিন্তু বেডফোর্ড বুঝিলেন ফ্রান্স করতলগত রাখিতে পারিবেন না, তখন হইতেই তিনি স্থির করিলেন নর্ম্যাণ্ডি হাতে রাখিবেন। হেনরি এক বৎসর ফ্রান্সে থাকিলেন এবং যথোচিত

বেডফোর্ডের মৃত্যুতে ফ্রান্সে ইংরেজের ক্ষতি।

সুবিচার ও সুশাসনের ব্যবস্থা হইল। দেশে বোফোর্ট সর্ব্বদা বেডফোর্ডের অনুমোদন ও সহায়তা করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি হাম্‌ফ্রির বিরুদ্ধতা নিস্তেজ করিয়া রাজকীয় সদস্যদের নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। বোফোর্ট সুদক্ষ কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বার্গাণ্ডি ও ফরাসীরাজের মধ্যে মিলন ঘটে নাই। কিন্তু বেডফোর্ডের স্ত্রীর (ইনি বার্গাণ্ডি সামন্তের ভগিনী) মৃত্যু হইলে পর বার্গাণ্ডি ইংরেজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে এক বৈঠক ডাকেন। তাহাতে বিফলতার অজুহাতে তিনি ফরাসীরাজ চার্লসের সহিত সন্ধি করেন। এমনি সময় বেডফোর্ড মারা গেলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পারি ইংরেজের হস্তচ্যুত হইল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে পারি চার্লসকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। অবশেষে একমাত্র নর্ম্যাণ্ডি ইংরেজের হাতে রহিল।

মর্টিমার বংশীয় রিচার্ডের ধন ও প্রতিপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৩৬১) ইয়র্কের রিচার্ডের সিংহাসনের উপর দাবী ছিল। তাঁহার পিতা যখন প্রাণ দেন তখন তিনি বালকমাত্র ছিলেন। তিনি বড় হইয়াও এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। ইয়র্কের সামন্তগিরি ও বিস্তীর্ণ জমিদারি লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্সের লায়োনেল তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। পিতা মর্টিমার বংশীয়। এইরূপে তাঁহাতে ক্লারেন্স, মর্টিমার ও ইয়র্ক এই তিন বংশ মিলিত হইয়াছিল। ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকেই নিজেদের নেতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রিচার্ডের অবিশ্বস্ততার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বেডফোর্ডের পর তিনিই ফ্রান্সে রাজপ্রতিনিধি হইয়া যান এবং যে অল্পকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তন্মধ্যেই বহু শহর ও দুর্গ জয় করিয়া পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই জয়লাভে রাজবংশের ঈর্ষ্যা জাগরিত হইল। এক বৎসর পরে তাঁহাকে স্বদেশে ডাকিয়া আনা হয়। দুই বৎসর পরে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে আবার তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠান হইল। কিন্তু তখন অবস্থা এমন সঙ্গীন যে তাঁহার পক্ষে নর্ম্যাণ্ডি রক্ষা করা আর কিছুতেই সম্ভবপর হইল না। এই সময়ে গ্লষ্টার আবার প্রভুত্ব লাভ করায়, তাঁহার অর্থাভাব ও লোকাভাব দুইই ঘটিল। গ্লষ্টার বোফোর্টের বিরুদ্ধে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। কিন্তু ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ইলিনারের সহিত তাঁহার বিবাহের পর তাঁহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়। রাজার প্রাণনাশের জন্য ইলিনার মারণবিদ্যা প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছিলেন ইহা প্রমাণিত করা হয়। ইহার পর হাম্‌ফ্রি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোফোর্টও অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। তখন সমিতির কর্ত্তৃত্ব গিয়া পড়ে সাফোকের আর্ল উইলিয়াম দে লা পোলের হাতে। দে লা পোলের বংশের বহু লোক ইহার পূর্ব্বে প্রাণপণে রাজার সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বোফোর্ট বংশীয়দের প্রতাপের নিকট তাঁহার মাথা তুলিবার সামর্থ্য ছিল না। এই সময়ে ঐ বংশের দুই ভাই জন (সামারসেটের ডিউক) ও এডমণ্ড (ওসেটের আর্ল) বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম হেনরি ইহাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিতা দেখাইতেন। ষষ্ঠ হেনরি দুর্ব্বল রাজা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে ইহারা সহজেই প্রভুত্ব বাড়াইতে সমর্থ হইলেন। ফরাসী যুদ্ধে এড্‌মণ্ড পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার লোভ ও

বোফোর্ট বংশীয় জন ও এডমণ্ডের উত্থান।

বোফোর্ট বনাম গ্লষ্টার।

গ্লষ্টারের পতন।

অহঙ্কারের জন্য তিনি লোকের ঘৃণা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষত ইয়র্কের রিচার্ডের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের দরুণ তাঁহাকে লোকে দেখিতে পারিত না। বোফোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় রিচার্ডের হাতে ফ্রান্সের ভার রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল এবং এডমণ্ড তাঁহার স্থানে গেলেন।

ইংরেজের অধিকার হইতে নর্ম্যাণ্ডি চ্যুতি।

ষষ্ঠ হেনরি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ল্যাঙ্কাষ্টার বংশে তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর রিচার্ডের সিংহাসন পাইবার কথা। এই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে সাফোক এ্যাঞ্জুর সামন্ত রাজকন্যা মার্গারেটের সহিত রাজার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের আর এক উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রান্সের সহিত বৈরিতার অবসান করা। যুদ্ধের অবসানের চেষ্টা করিলে নিহত হন (১৪৪৭)। সাফোকের প্রতি আগেই লোকেরা বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। এখন বলিতে লাগিল তিনিই এই হত্যা সংঘটিত করিয়াছেন। সমিতি অনুসন্ধান পূর্ব্বক দোষমুক্ত বলিয়া তাঁহাকে ঘোষণা করিলেও লোকে বিশ্বাস করিল না; যুদ্ধও স্থগিত রাখা অসম্ভব হইল। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তম চার্লসকে একটি জনপদ দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পর বৎসর একদল ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া ফরাসীদের আক্রমণ করে। এডমণ্ড বোফোর্টের কোন কৈফিয়তে ফরাসীরা সন্তুষ্ট হইল না। ফরাসীরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল ও ক্রমাগত জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নর্ম্যাণ্ডিতে ইংরেজের আর এক ছটাক জমিও রহিল না।

মর্টিমার বংশীয় রিচার্ডের প্রতি জনগণের অনুরাগ ও বিশ্বাস।

নর্ম্যাণ্ডি হারানর জন্য এডমণ্ডকেই দায়ী করা হইতে লাগিল। রিচার্ডকে ফ্রান্স হইতে সরাইয়া আয়ার্লাণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। ইহাতে জনগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তার উপর সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে এডমণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা তাহাদিগকে বোফোর্টদের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্বিষ্ট করিল, তেমনি রিচার্ডের প্রতি অনুকূল করিয়া তুলিল। বস্তুত, এই সময়ে হেনরির দুর্ব্বলতার জন্য সকলেই দৃঢ় শাসনের জন্য রিচার্ডের দিকে তাকাইয়াছিল। নর্ম্যাণ্ডিতে ফরাসীদের জয়ের বার্ত্তা পৌঁছামাত্র দেশে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। এই বহ্নিতে সাফোক প্রথমে নির্ব্বাসিত ও পরে কেণ্টের লোকদের দ্বারা নিহত হইলেন। কেণ্টকে কেন্দ্র করিয়াই এই আন্দোলন দেখা দিল। প্রত্যেক কেণ্ট গৃহে ফরাসী বিজয়ের কিছু না কিছু চিহ্ন ছিল। সুতরাং এই পরাজয় তাহাদের সব চেয়ে বাজিল। তার উপর না ছিল সুবিচার ও সুশাসন, না করভারপ্রপীড়িতের দুর্দ্দশা মোচন। প্রতীকারের ব্যবস্থা মহাসমিতির দ্বারা হইতে পারিত, কারণ এ সময়ে মহাসমিতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু রাজাকে দুর্ব্বল পাইয়া ওমরাহ্‌রা যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিলেন। বিচারালয়সমূহ হইতেও সুবিচার পাইবার কোন আশা ছিল না। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে কেণ্ট প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করিল এবং তথা হইতে সারে ও সাসেক্স পর্য্যন্ত বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। কুড়ি হাজার লোক এইরূপে একত্র হইয়া ব্ল্যাকহিথের দিকে অভিযান করিল। ঐ পরিমাণ সৈন্য লইয়া রাজা তাহাদের সম্মুখীন হইলে কেণ্টের জনগণ তাহাদের অভিযোগের এক দরখাস্ত তাঁহার নিকট পেশ করিল। ইহাতে আর্থিক ও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার প্রার্থনা করা হইল। রিচার্ড ও তাঁহার দলের

অন্যান্য ওমরাহ্‌দের ফিরাইয়া আনিবার, মন্ত্রিত্ব পরিবর্ত্তন করিবার, রাজার অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার ও নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধও ছিল। মজুর-আইন বাতিল করিবার কথাও বলা হয়। এই সময়ে মজুরদের ও কৃষকদের অবস্থা যে ভাল হয় তাহার প্রমাণ মহাসমিতির পাশ করা 'পোষাক আইন' হইতে বুঝা যায়. মজুর ও কৃষকরা ভাল ও অধিকতর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে আরম্ভ করে, ইহাকেই বাধা দিবার জন্য পোষাক আইন। কেণ্টবাসিগণ অভিযোগ পেশ করিল বটে, কিন্তু রাজপরিষদ্ তাহা বিবেচনা করিতে রাজী হইল না। রাজার সৈন্যরা তাহাদিগের উপর পতিত হইল। কিন্তু রাজসৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। হেনরি পলাইয়া কেনিলওয়ার্থে আশ্রয় লইলেন। কেণ্টের লোকেরা ক্রমাগত লণ্ডনে আসিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে অবশেষে লণ্ডনবাসিগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদের বহুলোককে নিহত করিয়া পরাজিত করে। কিন্তু তখনো কেণ্টের বিভিন্ন দল বর্ত্তমান ছিল। রাজা কেণ্টের অভিযোগ শুনিতে বাধ্য হন এবং বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা হয়। অভিযোগ শুনা হইল বটে, কিন্তু প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা হইল না। কেণ্টের বিদ্রোহ প্রশমিত ত হইলই না, বাড়িয়া চলিল। দেশের লোক যেন রিচার্ডের পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। তিনি যাহাতে ফিরিতে না পারেন সেজন্য তাঁহার নামিবার বন্দরগুলি বন্ধ করা হইল। এমন কি, তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া আয়াল্যাণ্ডেই হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। তাহাকে ধরিবার সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া তিনি ওয়েল্‌সের পথে নামিয়া চারি হাজার লোক সহ লণ্ডনের দ্বারে দেখা দিলেন। তিনি বরাবর হেনরির নিকট উপস্থিত হইয়া মহাসমিতি ডাকিবার ও নূতন লোকদের সমিতিতে লইবার দাবী পেশ করিলেন। হেনরি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মহাসমিতি এডমণ্ডকে ধৃত করায় তখনকার মত বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। ষষ্ঠ হেনরির সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন জনসভা হইতে প্রস্তাব হইল যে, রিচার্ডকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হউক। তাহা ত করা হইলই না, অধিকন্তু এডমণ্ডকে মুক্ত করিয়া ক্যালের অধিপতি করিয়া দেওয়া হইল। মহাসমিতি ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে এডমণ্ড ও তাহার দলবলের পদচ্যুতি প্রার্থনা করিল। হেনরি উভয়শাখার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া জাতীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

দেশব্যাপী অসন্তোষ; স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ও তাহার দমন।

মহাসমিতি বনাম রাজশক্তি।

এদিকে মহাসমিতির সহিত রাজার এই নূতন সংঘর্ষের ফলে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ইংরেজের অধিকারে আর কোন স্থান রহিল না। ক্যালে তখনো ইংরেজের হাতে ছিল, কিন্তু ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স উহা আক্রমণের উপক্রম করে। ইহার বিরুদ্ধে পাঠাইবার জন্য রিচার্ডকে ডাকা হইল। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড সৈন্যসামন্ত লইয়া লণ্ডনের পাশ দিয়া কেণ্টে উপস্থিত হইলেন। রাজপক্ষীয় অধিকতর সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল। সেবার প্রকাশ্য বিবাদ কোন রকমে মিটিল, হেনরি এডমণ্ডের বিচার করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই অঙ্গীকারের ফলে যখনই রিচার্ড তাঁহার সৈন্যদের বিদায় দিলেন, অমনি রিচার্ডকে এক রকম নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল ও এডমণ্ডের বিরুদ্ধে কিছুই করা হইল না। ইতিমধ্যে ফরাসী সৈন্যদের ক্যালে হইতে সরিয়া যাইবার হঠাৎ ডাক

ইংরেজ ফ্রান্স হারাইল।

পড়িল। এবং ফ্রান্সের গ্যাস্কনিও ইংরেজের হাতে পুনরায় আসিল। এডমণ্ড যুদ্ধ চালাইবার জন্য মহাসমিতি হইতে বিপুল অর্থ-সাহায্য পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সৈন্য লইয়া ফ্রান্সে পদার্পণ করা মাত্র সমগ্র ফ্রান্স মিলিতভাবে তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে একেবারে দলিত ও পিষ্ট করিয়া নিহত করিল। গ্যাসকনি অবিলম্বে আবার ফ্রান্সের হাতে গেল।

হেনরির পুত্রলাভ ও পাগলামি; রিচার্ড তাঁহার বন্ধুগণ সহ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; তাঁহাদের সাময়িক জয়লাভ।

এই সময়ে এক বিশেষ ঘটনা ঘটিল। হেনরি পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। সুতরাং সিংহাসন উপলক্ষে বোফোর্ট ও রিচার্ডের শত্রুতার আর কোন কারণ রহিল না। কিন্তু হেনরি হঠাৎ পাগল হইয়া যাওয়ায় একজন রাজপ্রতিনিধির প্রয়োজন হইল। দেশের ওমরাহগণ এক বৃহৎ সভায় মিলিত হইয়া রিচার্ডকেই রাজ্যের রক্ষক স্থির করিলেন. এডমণ্ড কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু নবজাত সন্তানের মাতা মার্গারেট রিচার্ডের হাতে রাজ্য দেওয়া নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া আপত্তি করেন। তাঁহার আপত্তি টিঁকে নাই (১৪৫৪)। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দেই হেনরির সহজ বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল ও রিচার্ডের রক্ষকগিরির অবসান হইল। হেনরি রাজত্ব আরম্ভ করিয়াই রাণীর পরামর্শ মতে চলিতে লাগিলেন। এডমণ্ড মুক্ত হইলেন, রিচার্ডের হাত হইতে ক্যালের শাসন-ভার কাড়িয়া লওয়া হইল ও তাঁহাকে দলবলসহ রাজার নিরাপত্তা সম্বন্ধে শপথ করিতে ডাকা হইল। রিচার্ড দেখিলেন বিপদ্। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নেভিলগণ। চতুর্থ হেনরি ইঁহাদেরই সাহায্যে পার্সিদের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া রাজত্ব পাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইঁহাদের অর্থ ও ক্ষমতা বাড়িতেছিল। এক্ষণে সল্‌সবেরির আর্ল রিচার্ড নেভিল, রাজ্যের এক পরাক্রান্ত ব্যারন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রিচার্ড বিবাহ দ্বারা ওয়ারউইকের আলত্ব লাভ করেন। এদিকে ইয়র্কের সামন্ত সিংহাসনকামী রিচার্ড সল্‌সবেরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। তিনি রাজ্যের রক্ষক হইয়া সল্‌সবেরিকে চ্যান্সেলার পদ দেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সল্‌সবেরিরও পদচ্যুতি ঘটে। এক্ষণে এই তিন ওমরাহ্ একত্র যুক্তি করিয়া হেনরির বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। হেনরিও এই সংবাদে সৈন্যসহ সেণ্ট এ্যালবানস্ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হেনরি পরাজিত হন ও বিজয়ীদের হাতে পড়েন। ওমরাহত্রয় রাজার নিকট হাঁটু গাড়িয়া ঘোষণা করিলেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রজা, ও তাঁহাকে লইয়া সগৌরবে লণ্ডনে প্রবেশ করিলেন। মহাসমিতি ডাকিয়া রিচার্ডের কার্য্যাবলী আইন-সম্মত করা হইল এবং রাজার পাগলামি আবার দেখা দিলে রিচার্ড রক্ষক হন। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে হেনরির আরোগ্য লাভের সহিত রিচার্ডের শাসন শেষ হয়। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে নেভিলদিগকে ধরিবার আদেশ দেওয়ায় আবার যুদ্ধ বাধে। কোন ওমরাহের পক্ষে রাজার শিক্ষিত বিপুল সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাস্তবিক স্থায়ী জয়লাভ করা সম্ভব ছিল না। পরিশেষে রিচার্ড আয়র্ল্যাণ্ডে ও নেভিল পিতাপুত্র ক্যালেতে পলাইয়া যান। ইঁহারা এই দুই স্থান হইতে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে সল্‌সবেরি ও ওয়ারউইক, রিচার্ডের পুত্র এড্‌ওয়ার্ডের সহিত কেণ্টে উপস্থিত হন। সে অঞ্চলে

বিদ্রোহের সুযোগে তাঁহারা লণ্ডন অধিকার করেন ও সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা অভিনন্দিত হন। রাজার সৈন্যগণ মহাযুদ্ধের পর পরাজিত হয়। মার্গারেট স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়া যান এবং হেনরি রিচার্ডের হাতে এক প্রকার বন্দী হইয়া থাকেন।

কিন্তু রিচার্ড ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাঁহার কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সিংহাসন পাইবার কথা তাহার নয়। হেনরির পুত্র এই সিংহাসনে বসিবার জন্য ছিলেন। একশত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে মহাসমিতির উভয় শাখা যে বিস্তৃত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, রিচার্ডের দাবী তাহারই বিরুদ্ধতা করিল। মহাসমিতিকে যদি সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতায় কেহই বাধা দিতে পারে না। মর্টিমার বংশের দাবী উপেক্ষা করিয়া ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার ক্ষমতা ইহার ছিল এবং সে কার্য্য মহাসমিতির আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অধিকন্তু এতকাল সিংহাসন অধিকার করার দরুণ ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের সে অধিকার পাকা হইয়া গিয়াছিল। মহাসমিতি যে ভোট দ্বারা ল্যাঙ্কাষ্টার বংশকে সিংহাসন দিয়াছিল, তাহা বিনা প্ররোচনায় স্ব-ইচ্ছায়। এরূপ অবস্থায় রিচার্ডের পক্ষে সিংহাসন দাবী করা বৈধ বলা চলে না। কিন্তু ললার্ডদের উপর অত্যাচার, নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ, যুদ্ধ, দীর্ঘকালব্যাপী সুশাসনের অভাব, রাজার দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে জনগণ ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়েল্‌সে, উত্তর ইংল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম শায়ারগুলিতে ল্যাঙ্কাষ্টার সমর্থন পাইতেছিলেন। বাকী অংশ, বিশেষত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলি রিচার্ডের পক্ষে ছিল। রিচার্ড নিজে মহাসমিতির ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। সেজন্য তিনিও মহাসমিতি দ্বারা তাহার দাবী স্বীকার করাইয়া লইতে চাহিলেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, শপথ বা মহাসমিতির আইন দ্বারা তাঁহার বংশানুক্রমিক দাবীকে বিনষ্ট করা যায় না। মহাসমিতিতে তাহার দাবী উপস্থাপিত হইলে অধিকাংশ ওমরাহ্‌ই অনুপস্থিত থাকিলেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন আসিলেন তাঁহারা এক রফার ব্যবস্থা দিলেন। তাহারা যে রাজা হেনরির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে রাজী হইলেন না, পরন্তু হেনরির মৃত্যুর পরে রিচার্ড রাজা হইবেন মানিয়া লইলেন, কারণ রিচার্ডের পুত্রের নিকট তাঁহারা কোন অঙ্গীকার করেন নাই।

মর্টিমার বংশীয় রিচার্ডের সিংহাসন দাবী।

কিন্তু রিচার্ডের প্রকাশ্য দাবীতে রাজপরিবারের অনুকূল সমুদায় ব্যক্তি একত্র হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দলে ভীষণ ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রিচার্ডের লোকেরা সাদা গোলাপ ও হেনরির লোকেরা লাল গোলাপ চিহ্নরূপে ধারণ করিয়া যুদ্ধ করে, সেইজন্য এই যুদ্ধ ইতিহাসে গোলাপচিহ্নধারীদের যুদ্ধ (ওয়ারস্ অব্ রোজেস্) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লেশমাত্র দয়া দেখায় নাই। সল্‌স্‌বারি যুদ্ধে ধৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করা হয়। স্বয়ং রিচার্ড নিহত হন। এবং তাঁহার মাথায় কাগজের মুকুট পরাইয়া উপহাস করা হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও নিহত হন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এডওয়ার্ড অপূর্ব্ব কুশলী যোদ্ধা ছিলেন। ল্যাঙ্কাষ্টার

গোলাপচিহ্নধারীদের যুদ্ধ; যুদ্ধের ফলে রিচার্ডের দল জয়ী, তিনি নিহত হইলেও তাঁহার পুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

সৈন্যদল ওয়েকফিল্ডের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লণ্ডনের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। এডওয়ার্ড তাঁহার সৈন্য সহ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। ওয়ারউইক কেন্ট সৈন্য সহ ল্যাঙ্কাষ্টার সৈন্যদের গমনে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হন। মার্গারেট মতিভ্রম বশত সৈন্যদিগকে লুটপাট করিতে দিলেন। ইতিমধ্যে এডওয়ার্ড আসিয়া তাঁহাদের বাধিয়া ফেলিলেন ও রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইয়র্কের কয়েকজন ওমরাহ্ তাড়াতাড়ি সম্মিলিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, মহাসমিতির রক্ষা আর বলবৎ রহিল না এবং সেই জন্য হেনরি সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নন। কিন্তু তখন মীমাংসার ভার মহাসমিতির হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। লণ্ডনে নিরাশ হইয়া ল্যাঙ্কাষ্টার সৈন্যগণ উত্তর দিকে রওনা হইল। দেখিতে না দেখিতে এডওয়ার্ডও সেখানে উপস্থিত। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ট্যাডক্যাটারের নিকটবর্ত্তী টাওটন মাঠে দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংল্যাণ্ডে এরূপ বিপুল সেনা বাহিনীর মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ আর কখনো হয় নাই। এই যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। দুই দলই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইয়র্কের দল দুই তিনবার হারিতে হারিতে শেষে জিতিয়া গেল। ল্যাঙ্কাষ্টার সৈন্যদল সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। কত হাজার সৈন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু সম্ভ্রান্ত ওমরাহ্-বংশ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন ইয়র্ক বংশীয় এডওয়ার্ডের লাভ হইল। রাজা হেনরি তাহার রাণীর সহিত স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়া গেলেন।

টাওটন যুদ্ধের ফলে ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের স্থলে ইয়র্ক বংশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ইহার ফল ফলিল শুধু রাজবংশের পরিবর্ত্তনেই নয়। আগেই বলিয়াছি ল্যাঙ্কাষ্টার বংশ মহাসমিতির মতানুযায়ী কাজ করিয়াই শক্তিশালী হইয়াছিল। আইন-বশীভূত রাজতন্ত্র (কনষ্টিটিউশনাল মনার্কি) বলিতে যাহা বুঝায় ইংলণ্ডে এই সময়ে তাহাই দেখা যায়। রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন না। মহাসমিতি অর্থাৎ প্রজাদের সম্মতি ব্যতীত তিনি আইন প্রণয়ন করিতেন না বা কর বসাইতেন না। রাজ্য শাসনে ইহার পূর্ব্বে আর কখনো মহাসমিতি এত প্রবল ও সর্ব্বদা সজাগ হইয়া উঠে নাই। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা কি জিনিষ, জনগণ এই সময়ে তাহার প্রথম পরিচয় পায়। প্রথম এডওয়ার্ডের সময় হইতে রাজশক্তি ও ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহাতে প্রজাগণ তাহাদের নিজশক্তি প্রথম অনুভব করিল—একদিকে যথেচ্ছ আইন, কয়েদ ও করভারের ভয় ত ছিলই না, অন্য দিকে সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণও মহাসমিতির নিকট কাজের জবাবদিহি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের রাজত্বে আইন-বশীভূত রাজতন্ত্রের প্রকৃত আরম্ভ।

কিন্তু ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইংরেজ জনগণের স্বাধীনতা হঠাৎ বাধা পাইল। মনে হইল, রাজশক্তি আবার উহার লুপ্ত ক্ষমতা লাভ করিল। চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজা হওয়ার সময় হইতে মহাসমিতির স্বাভাবিক কার্য্যাবলী হয় থামিয়া গেল, নয়ত রাজা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। আইন-প্রণয়নের কাজ প্রধানত রাজ-পরিষদ্ দ্বারা পরিচালিত

ইয়র্ক বংশের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধি।

হইতে লাগিল। জনগণ করভারে পীড়িত হইল এবং প্রবল গুপ্তচর প্রথা, যথেচ্ছ কয়েদ ও নানাবিধ অবিচার প্রবর্ত্তিত হয়।

রাজশক্তি বৃদ্ধির কারণ: শান্তি.

এই সময়ে রাজশক্তি বৃদ্ধির কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, পদে পদে যুদ্ধ করিতে হইত ও তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল বলিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজাদের মহাসমিতির নিকট নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশ সিংহাসনে বিশেষ নিরাপদ্ ছিল না। পরবর্ত্তী টিউডরদের রাজত্বকালে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের এক প্রকার অবসান হইয়াছিল, বলা যায়। স্কট-যুদ্ধও মৃদুভাবে হইতেছিল। গোলাপ-চিহ্নধারীদের যুদ্ধে সিংহাসনের অধিকার চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। যুদ্ধের দরুণ রাজকোষ শূন্য হইবার ভয় ত ছিলই না, পরন্তু বহুকাল এরূপ পূর্ণ তহবিল লাভ সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা কিরূপে মহাসমিতির মুখাপেক্ষী না হইয়া রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। রাজা নিজে বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। চতুর্থ এডওয়ার্ডের বাণিজ্য-জাহাজসমূহ টিন, পশম ও কাপড়ে বোঝাই হইয়া ইতালি ও গ্রীসের বন্দরে বন্দরে ভিড়িতে লাগিল। পরবর্ত্তী কালে সপ্তম হেনরি নিজে নিজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সমুদায় আয়ব্যয়ের হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অন্য দিকে, ফ্রান্স ক্রমাগত শক্তিশালী হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও টিউডর রাজগণ প্রাণপণে শান্তির প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন।

রাজকোষে অর্থের প্রাচুর্য্য.

শান্তি এবং পূর্ণ তহবিল রাজশক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। মহাসমিতি ধীরে ধীরে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে এই অগ্রগতি ত বাধা পাইলই, অধিকন্তু মহাসমিতির কাজই থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। স্বাধীনতার পরিপোষক অথবা শক্তির অপব্যবহার নিবারক আইন পাশ করা একেবারে থামিয়া গেল। অধিক কি, মহাসমিতির অধিবেশন বিরল হইয়া উঠিল। এই সময়ে মহাসমিতিরও বিশেষ আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। যতকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছিল ততকাল উভয় পক্ষের ওমরাহ্‌গণ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মহাসমিতির উপর লোকের শ্রদ্ধা-হ্রাস স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। উপরন্তু, ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের তিরোধানে মহাসমিতির সম্ভ্রম আরো কমিয়া গেল। কারণ ইয়র্ক বংশের বিরুদ্ধে ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের সমর্থন মহাসমিতি করিয়াছিল। কিন্তু মহাসমিতির সম্পূর্ণ সমর্থনের অভাব সত্ত্বেও ইয়র্ক বংশ যখন শুধু রক্ত-সম্পর্কের জোরে ও যুদ্ধের ফলে সিংহাসনে আরোহণ করিল, তখন লোকের এই কথাই ভাবা স্বাভাবিক হইল যে, মহাসমিতি বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াছে। মহাসমিতির ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সময়ে যখন ফিউডাল প্রথা বর্ত্তমান ছিল তখন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ওমরাহ্‌গণ,—এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতা রাজাকে পদে পদে সহিতে হইত। গোলাপচিহ্নধারীদের যুদ্ধের পর দুই প্রকার বাধাই নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাসমিতির প্রভাব-বৃদ্ধির ফলে ওমরাহ্‌গণের স্বেচ্ছা কার্য্য পূর্ব্বেই অসম্ভব ছিল, কিন্তু এক্ষণে যখন আবার রাজশক্তির বৃদ্ধি হইতে

মহাসমিতির আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা.

লাগিল, তখন ওমরাহ্গণের সেই পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসা আর সম্ভব রহিল না। নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন, যুদ্ধের নবীন প্রণালীর দ্বারা পদাতিকগণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও ওমরাহ্গণের গুরুত্ব হ্রাস, জনসাধারণের মধ্যে গ্রীক ও ল্যাটিনের চর্চ্চা প্রভৃতি বিবিধ কারণে ওমরাহ্ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শক্তি হ্রাস পাইতেছিল। অতীতের মোহ ধীরে ধীরে লোকদের মন হইতে দূর হইয়া যায়। ললার্ড আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদ শ্রেণী-বিভেদের গুরুত্ব কমাইয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মমতে বিপ্লব ও নৈতিক বিদ্রোহের ফলে, ধর্ম্মসম্প্রদায় শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মযাজকগণের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের বিদ্যাবত্তা বা ধর্ম্মে প্রকৃত উৎসাহ আর তেমন ছিল না। উঁহারা কোন প্রকারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন। সমাজে নূতন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব, শান্তিপ্রিয়তা ও অর্থলোভ, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, রাজার দ্বারা লুণ্ঠিত সম্পত্তি বণ্টন ও রাজহস্তে কেন্দ্রীকৃত শাসন-যন্ত্র—এই সমুদয় মিলিয়া ফিউডাল ব্যবস্থাকে বিদূরিত করে। ফলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে একদিকে ব্যারণরা কোন ক্ষমতার প্রয়োগে সমর্থ ছিল না, অন্য দিকে ব্যারণ ও ললার্ড কর্ত্তৃক আক্রান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অস্তিত্বের জন্য রাজার উপর নির্ভর করিতে হওয়ায় তাঁহারা প্রতি পদে রাজাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছিলেন।

এবং ওমরাহ্ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শক্তি-হীনতা।

ওমরাহ্দের বিনাশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতার ফলে শুধু যে ওমরাহ্-সভার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল, তাহা নহে, পরন্তু নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা রুদ্ধ হওয়ায় জন-সভার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি হঠাৎ প্রতিহত হইল। যাহারা 'বরো'তে বাস করিত এবং নির্দ্দিষ্ট কর দিতে সমর্থ ছিল, তাহারাই রাষ্ট্রিকরূপে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত। ষষ্ঠ হেনরি ও চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময়ে এই অধিকার সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ধনশালী হইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করে যে, যাহারা বরোতে জন্মে নাই এবং বহুকাল শিক্ষানবিশীর পর অর্থব্যয় করিয়া রাষ্ট্রিকত্ব লাভ করে নাই, তাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। যেখানে পূর্ব্বে জনগণ উন্মুক্ত আকাশতলে মিলিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিত সেইখানে এক্ষণে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও অপেক্ষাকৃত ধনবান্ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সমিতিসমূহ বরোর কার্য্য চালাইত। এই সমিতিসমূহ অথবা ইহাদেরও মধ্যে কতকগুলি বাছাই লোক হইতে মহাসমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইত। বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাজা, ওমরাহ্ ও জমিদারেরা কেহ কেহ এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। সভ্যদের নিজেদের মধ্যেও নানা কুপ্রথা দেখা দিল। শুধু শহরে নয়, গ্রাম্য নির্ব্বাচনও সঙ্কুচিত হয়, যদিও জনগণের প্রকৃত মতামত গ্রাম্য ভোট-দাতাদের নিকট হইতেই জানা যাইত। গ্রাম্য নির্ব্বাচনের অধিকারে সঙ্কোচ মহাসমিতি ঘটাইয়াছিল। ব্যবসাবাণিজ্যে ধনলাভ করিয়া কেহ কেহ ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করায় ভূস্বামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে তাহারা ভোট-দাতার অধিকার লাভ করে। কাহারা ভোট দিতে পারিবে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং ভোটদাতাদের মধ্যে মতান্তর উগ্র

সহর ও গ্রামে ভোট দিবার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করায় জন-সভার ক্ষমতা হ্রাস।

[illegible]ওয়ায় নির্ব্বাচন-কালে কোন কোন সময়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে এই আইন পাশ করা হয় যে, যাহারা ভূমি হইতে ৪০ শিঃ পায় তাহারাই ভোট দিতে পারিবে। এই নিয়মের ফলে ভোটদাতার সংখ্যা কমিয়া গেল। শহর ও গ্রামে পূর্ব্বোক্ত দুইটি কারণে নির্ব্বাচন-সঙ্কোচের ফলে জন সভায় যাহারা শক্তিশালী ছিল তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইল।

মর্টিমার বংশের সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে দেশের অবস্থা।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, দেশব্যাপী অরাজকতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অভিলাষে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। জাতীয় শৃঙ্খলা ও শক্তির আশায় সকলে রাজশক্তি-বৃদ্ধি কামনা করিতেছিল। বহুকাল অবধি ইংল্যাণ্ড শান্তিভোগ করিতে পারে নাই। দেশের বাহিরে অবিশ্রাম যুদ্ধ চলিতেছিল। আর দেশের মধ্যে পরস্পর বিবাদ, ঈর্ষা ও বিশৃঙ্খলা ছিল। শান্তিপ্রিয়তা ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণ ব্যারণদের যুদ্ধ-লোলুপতা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। ফরাসী যুদ্ধ এই যুদ্ধপ্রীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। এমন কি, অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে ব্যারণদিগকে দৃঢ়তার সহিত দমন করিয়া রাখা প্রয়োজন হইত। দেশের মধ্যেও তাহারা বিশেষ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঘরবাড়ী লুট করা, সম্পত্তি নষ্ট করা, জোর করিয়া স্ত্রীলোক ছিনাইয়া লওয়া, মানুষ খুন করা, বিচারকদের ভয় দেখাইয়া অবিচার করান—এমন কোন অত্যাচারের নামই করা যায় না যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না। ইহারা প্রত্যেকে নিজেদের দলবল লইয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও লোকের ত্রাস উৎপাদন করিতেন। যুদ্ধ-প্রত্যাগত বেকার সৈন্যের দল এই বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়াইয়া দেয়। ইহারা দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অসম্ভব করিয়াছিল। অধিকন্তু, কর্ম্মহীন ও অসন্তুষ্ট মজুর-শ্রেণীর সংখ্যাও কম ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল। অথচ ইহাদের অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা না থাকায় ব্যাপার আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ওমরাহ, যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈন্য ও দস্যুদের অত্যাচারে ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না।

দৃঢ় রাজশক্তির প্রতি অনুকূলতার কারণ: দেশে শৃঙ্খলার প্রয়োজন বোধ;

দেশব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং লোকের মন পূর্ব্ব হইতেই রাজশক্তির প্রতি অনুকূল হয়। আরো একটা কারণে রাজার পদ দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছিল। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। বাণিজ্য করিয়া লোকে ধনবান্ হইবার সুযোগ পায়। দেশের মধ্যে ইতালীয়গণ, হান্‌সের বা ক্যাটালোনিয়ার বা দক্ষিণ-ফ্রান্সের বণিক্‌গণ ইংল্যাণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যে এতাবৎকাল প্রভুত্ব করিতেছিল। ধীরে ধীরে ইংরেজ বণিক্‌গণ ইহাদের হটাইয়া দিয়া নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। ইংলণ্ডের বাহিরেও ইংরেজ বণিক্ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে ইংরেজ বণিক আড্ডা গাড়িলেন। বাল্টিক সমুদ্রে ইংরেজের বাণিজ্য-তরণী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাষবাসেও এই বাণিজ্য-বৃদ্ধির ঢেউ পৌঁছিল। ছোট ছোট জোতসমূহ একত্র করিয়া তাহাতে ভেড়া পালন

আরম্ভ হয়। এরূপ বিশালভাবে এই ব্যবসা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো হয় নাই। নানা প্রকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির ফলে ধনী বণিক্-শ্রেণীর উদ্ভব হইল, ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনে ধনের মর্য্যাদা বাড়িল অর্থাৎ উচ্চ-নীচ, মানী-মানহীন এখন শুধু ধন ও ধনের অভাব দ্বারা সূচিত হইতে লাগিল। জমির খাজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু লোককে জমিহীন হইতে হয় ও সেই সকল জমি ধনী বণিক্‌দের হাতে আসে। এক কথায় বলা যায়, অর্থবান্ ব্যক্তিদের প্রতিপত্তি সমাজে বাড়িল এবং অর্থবান্ ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া টাকা জমাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিতে এবং ধন রক্ষা করিতে হইলে দেশে শান্তির প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের জমিদার ও বণিক্ নিজ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত রাজার হাতে ক্রমাগত অধিকতর ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইল, যাহাতে তিনি নিরঙ্কুশভাবে দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

স্বদেশে ও বিদেশে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে ধনী ও বণিক্‌দের মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং ইঁহাদের দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার সমর্থন।

অচিরে ইংল্যাণ্ডে এমন সময় উপস্থিত হইল যখন দেশভক্তি ও রাজভক্তি প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইল। এই মনোভাব যে ধীরে ধীরে দেখা দেয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তি, সামাজিক উন্নতি, ঘরোয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে ভীতি জনগণকে অধিকতর পরিমাণে রাজার উপর নির্ভরশীল করিল। টাওটন যুদ্ধের অব্যবহিত পর হইতেই রাজা নূতন ক্ষমতা লাভ করিলেন, কিন্তু তখনো বুঝা যায় নাই, রাজশক্তি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিবে। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশকে পদচ্যুত করিয়া ইয়র্ক বংশের সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষে প্রধান সহায় ছিলেন নেভিলগণ; ল্যাঙ্কাষ্টার বংশ যেমন পার্সিদের সহায়তার উপর নির্ভর করিতেন, ইয়র্ক বংশ সেইরূপ নেভিলদের উপর করিতেন। সুতরাং নেভিলদের প্রতিপত্তি যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সল্‌সবেরির পুত্র রিচার্ড নেভিল বিবাহের ফলে ওয়ারউইকের আর্ল হন। যুদ্ধজয়ের পর পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিস্তীর্ণ জায়গীর পান। তিনি ক্যালের কাপ্তান, ইংলিশ চ্যানেলের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ, ইত্যাদি গুরুতর পদসমূহ লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা লর্ড মণ্টেগুর হাতে ইংল্যাণ্ডের সীমান্ত দেশ রক্ষার ভার পড়ে। তৃতীয় এক ভাই চ্যান্সেলার হন। আত্মীয়গণ নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে, নেভিল বংশের সকলেই প্রাধান্যলাভ করেন এবং ওয়ারউইক ওমরাহ্‌দের মুখপাত্ররূপে পরিগণিত হন। ওয়ারউইক যে মনে প্রাণে রাজভক্ত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। বস্তুত নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধি অনেক পরিমাণে তাঁহাকে ইয়র্ক বংশের সাহায্যের জন্য প্ররোচিত করিয়াছিল। এই যুগের কোন কোন পোপ ও রাজা, বিশপ ও ওমরাহ্ প্রভৃতির উৎকট লোভ, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচারের চিত্র পাওয়া যায়। ওয়ারউইক কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এই সকল দোষমুক্ত ছিলেন না।

ইয়র্ক বংশের সহায়ক নেভিলদের নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ।

জ্যেষ্ঠ ওয়ারউইকের পদ ও প্রতিপত্তি।

টাওটন যুদ্ধের পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই চতুর্থ এডওয়ার্ড ও ওয়ারউইকের মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্য একটা নীরব সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এডওয়ার্ড প্রথম তিন বৎসর বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকিলেও আপনার ক্ষমতা-বৃদ্ধির চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। এই তিন বৎসর ওয়ারউইক সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্যের শাসন-কার্য্য চালাইলেন। কিন্তু এডওয়ার্ড মাত্র উনিশ বৎসরের হইলেও ইতিমধ্যে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব

রাজ্যশাসনের প্রভুত্ব লাভের জন্য এডওয়ার্ডের সহিত ওয়ারউইকের সংঘর্ষ।

ও কার্য্য-পরিচালনায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি জন-প্রিয় হইতেও সমর্থ হন। সিংহাসনে বসিয়া অবধি তাঁহার চেষ্টা হয় রাজশক্তিকে নেভিলদের কবল হইতে উদ্ধার করা। এ জন্য ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। জন-সভার প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল বলা যায়। কিন্তু এডওয়ার্ড যতই সাহসী হোন্, তিনি একেবারে ওয়ারউইকের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে সাহস পাইলেন না। ওয়ারউইকের তখন অগাধ সম্পত্তি ও অতুল প্রতিপত্তি। ইয়র্কদল তাঁহার নিতান্ত অনুগত। ক্যালের অধিপতিরূপে তাঁহার অধীনে রাজার একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল এবং নৌবাহিনীর অধ্যক্ষরূপে তিনি প্রভুত্ব দৃঢ় করিবার অবসর পাইয়াছেন। এহেন ওয়ারউইকের সহিত সহসা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া এডওয়ার্ড সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি সুসময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সেও রাজশক্তি ব্যারণদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পকাল পরে একাদশ লিউয়িস্ ফ্রান্সের সিংহাসন পান। তাঁহাকে বিভিন্ন ওমরাহ্ ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের বিপক্ষতা সহিতে হইতেছিল। নিজের রাজত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তিনি তখন ইংরেজের সহিত মৈত্রী রাখা প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। প্রথমে ইংরেজরা সম্মত না হইলেও অবস্থাগতিকে পরে ফরাসীরাজ, ইংলণ্ডরাজ ও বার্গাণ্ডির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল (১৪৬৪)। ফ্রান্সের সহিত সন্ধি বজায় রাখা ওয়ারউইকের রাষ্ট্রনৈতিক চাল বিশেষ। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় হেনরি স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়াছিলেন, সেখানে ফ্রান্সের আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। আঁজুর মার্গারেট সর্ব্বদাই ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থিনী। এরূপ অবস্থায় ফ্রান্স, বার্গাণ্ডি ও ইংলণ্ডের মিলনের অর্থ ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের সকল প্রকার আশার বিনাশ-সাধন। ওয়ারউইক শুধু সন্ধিস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না, ফরাসী রাজের এক আত্মীয়ার সহিত এডওয়ার্ডের বিবাহ দিয়া মিত্রতা আরো পাকা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়ারউইকের এই সময়ে ফ্রান্সে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু যাত্রা স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ডে মার্গারেটের অধীনে এক বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতে হয়। লর্ড মণ্টেগু ল্যাঙ্কাষ্টার পক্ষীয়গণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে হেনরি ধৃত হন। তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের ভবিষ্যতে জয়লাভের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, ঘরোয়া যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কাও বিলুপ্ত হইল। এডওয়ার্ড বিঘ্নহীন হইলেন। কিন্তু মার্গারেট তখনো ফরাসীদের হাতে ছিলেন। সুতরাং ওয়ারউইক ফ্রান্সের সহিত সন্ধি অক্ষুন্ন রাখিলেন।

ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও বার্গাণ্ডির সন্ধি (১৪৬৪)।

ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার-উইকের চেষ্টা।

ওয়ারউইক রাজার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করিবার জন্য ফ্রান্সে যাইবেন, এমন সময় অল্পদিন পূর্ব্বে এডওয়ার্ড তাঁহার সভাসদ্‌দের জানাইলেন যে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধি বেডফোর্ডের স্ত্রী বিধবা হইয়া পুনর্ব্বার রিচার্ড উড্‌ভিল নামক এক কেণ্টস্থ নাইটকে বিবাহ করেন। ইহাদের কন্যা এলিজাবেথ ল্যাঙ্কাষ্টার দলের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির যুদ্ধে মৃত্যু হওয়ায়

ওয়ারউইক ফ্রান্সে রাজার বিবাহ দিবার জন্য যাইবার প্রাক্কালে রাজা বিবাহিত, ইহা প্রকাশ পাইল।

এডওয়ার্ড শ্বশুরকুলের ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদ দিলেন।

ইনি বাপের বাড়ী আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এডওয়ার্ড পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যাত্রাকালে ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের কথা প্রকাশিত হওয়ায় ওয়ারউইক বিশেষ অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু এডওয়ার্ড এখানেই ক্ষান্ত রহিলেন না, তিনি নিজ শ্বশুরকুলের লোকদিগকে বড় বড় কাজে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির মধ্যে রেষারেষির ফলে উভয় শক্তিই ইংল্যাণ্ডের সহায়তা চাহিল। এডওয়ার্ড দেখিলেন এই সুযোগ। বার্গাণ্ডির অধিপতি চার্লস বিভিন্ন জনপদ এক রাজনৈতিক সূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করত ফ্রান্সের ক্ষমতা প্রতিহত করিতেছিলেন। বার্গাণ্ডি তখন এক বিস্তীর্ণ রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ফরাসীরাজ লিউযিসের বিরুদ্ধে এক শক্তিময় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ মোতাযন করিয়া তিনি ইংল্যণ্ডকেও তাহাতে যোগ দিতে ডাকিলেন। ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস ও লিউয়িস্ উভয়েই এডওয়ার্ডকে স্বদলে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। এড্ওয়ার্ড উভয় পক্ষের মধ্যে চতুরতার সহিত স্থির রহিলেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ওয়ারউইকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে ফরাসীরাজের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য পাঠাইলেন, ওয়ারউইক মহা সমাদরে ফ্রান্সে গৃহীত হন এবং এই সমাদরই তাঁহার নাশের কারণ হইল। ওয়ারউইক যখন ফ্রান্সে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময় বার্গাণ্ডি ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া এডওয়ার্ডের সহিত সন্ধির উদ্দেশ্যে দেখা করিলেন। ওয়ারউইক ফ্রান্সে যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অজুহাতে তিনি ফরাসীরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তিরস্কৃত হইলেন। তাঁহার আনীত সন্ধি-পত্রের খসড়া নামঞ্জুর হইল। তাঁহার চ্যান্সেলার ভাই ইয়র্কের আর্কবিশপের পদ হারাইলেন। বার্গাণ্ডি পিতার মৃত্যুর পর বার্গাণ্ডির সামন্তরাজের পদলাভ করার পর হইতে (১৪৬৭) ফ্রান্সের রাজার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা লিউযিসের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, বার্গাণ্ডি ও বৃটানি এক সন্ধি করিল পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য। ফরাসী রাজবংশের এক রাজপুত্রের সহিত এডওয়ার্ডের ভগিনী মার্গারেটের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাঁহার বিবাহ মহা আড়ম্বরে বার্গাণ্ডির সহিত অনুষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সে তাঁহার অকৃতকার্য্যতা ও প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাজার বিরাগভাজন হওয়ায় ওয়ারউইক ইয়র্ক দলস্থ লোকদের উপর আপনার প্রভাব হারাইলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধকামী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা রাজপক্ষ সমর্থন করিলেন। ফলে ওয়ারউইককে অধিকতর পরিমাণে লিউয়িসের উপর নির্ভর করিতে হইল। তখন এড্ওয়ার্ড তাঁহাকে জবাবদিহি করিবার জন্য ডাকিলেন। ওয়ারউইক নিজ কাজের সমর্থন করিয়া যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করায় দোষমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু লোকে আর তাঁহাকে বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিল না। এডওয়ার্ড ওয়ারউইকের শত্রুতা চাহিতেন না বলিয়া, উভয়ের আবার বাহ্যিক মিলন হইল এবং রাজা ফরাসীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে মনস্থ করিলেন। লিউয়িস্ চারিদিকে আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত না হইয়া ক্রমাগত বিরোধীদলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত ছাড়িয়া তথাকার শাসক যাইতে না পারায়

বার্গাণ্ডির বিস্তীর্ণ রাজ্যগঠনের প্রয়াস ও ফ্রান্সের সহিত রেষারেষি। উভয়েরই এডওয়ার্ডকে দলে পাইবার চেষ্টা।

ফ্রান্সে সন্ধির জন্য প্রেরিত ওয়ারউইক বিশেষ সম্মানিত হওয়ায় তাঁহার পতন হয় ও তিনি জনগণের অপ্রিয়ভাজন হন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, বার্গাণ্ডি ও বৃটানির সন্ধি (১৪৬৮)।

রাজার সহিত ওয়ারউইকের বাহ্যিক মিলন।

এডওয়ার্ডের পক্ষ দুর্ব্বল হইল। এদিকে বার্গাণ্ডিকে দলে আনিবার জন্য ফরাসীরাজ এরূপ ব্যগ্র হইলেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আকস্মিকভাবে তাঁহারই হাতে বন্দী হইলেন। তিনি কঠিন সর্ত্তে মুক্তি পান। কিন্তু ইংরেজের ফ্রান্স-জয়ের আশা তিরোহিত হইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ওয়ারউইকের এক ষড়যন্ত্রও ধরা পড়িল। যুদ্ধকামী ইয়র্কদল রাজার সহায়তা করিলেও, তিনি তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি লাভ করেন নাই। বিশেষত ল্যাঙ্কাষ্টার দলের এক বিধবাকে বিবাহ করায় ইয়র্কপক্ষীয়গণের তাঁহার দল ত্যাগ করাও অসম্ভব ছিল না। ইহাই মনে করিয়া ওয়ারউইক এড্ওয়ার্ডের দুরাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা ক্ল্যারেন্সকে সিংহাসনের লোভ দেখাইয়া নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এড্ওয়ার্ড এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারে ক্ল্যারেন্স বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলে তিনি উহা ভ্রাতার লোভবশত হইয়াছে মনে করেন ও ওয়ারউইককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ক্যালে হইতে আহ্বান করেন। ওয়ারউইক ঐ আহ্বানে ইংল্যাণ্ডে আসিয়া ক্ল্যারেন্সের সহিত একযোগে এড্ওয়ার্ডকে একরকম বন্দী করিয়া ফেলেন। কিন্তু ইয়র্কদলের ওমরাহ্রা ও লণ্ডনবাসীরা রাজার মুক্তি দাবী করিয়া বসিল। বার্গাণ্ডি গোপনে এড্ওয়ার্ডের পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। ল্যাঙ্কাষ্টার দল ওয়ারউইককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় হেনরীকে (যিনি পূর্ব্বে কারাগার হইতে পলাইয়া যান) সিংহাসনে বসান হয়। অথচ ওয়ারউইক কথা দিয়াছেন যে, ক্ল্যারেন্সকে সিংহাসনে বসাইবেন। সুতরাং অবশেষে ওয়ারউইককে রাজার সহিত মিলিত হইতে হইল।

এডওয়ার্ডের সহিত ওয়ারউইকের পুনরায় শত্রুতা,

কিন্তু এডওয়ার্ড মুক্ত হইতে না হইতে ওয়ারউইকের অনুচরগণ আবার বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিল (১৪৭০)। ইহাতেও সুবিধা হইল না বলিয়া ওয়ারউইককে ইংল্যাণ্ড ছাড়িয়া ফ্রান্সের আশ্রয় লইতে হইল। ক্যালে জনপদ তাহার হাতে রহিল না। তাহার দুই ভাই রাজপক্ষ সমর্থন করিলেন। ওয়ারউইক বার্গাণ্ডির অধীনস্থ ফ্ল্যাণ্ডার্সের জাহাজে লুটপাট করায় বার্গাণ্ডি লিউয়িসের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিলেন, কারণ লিউয়িসই ওয়ারউইককে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এরূপ সামান্য কারণে লিউয়িস যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন না, সুতরাং ওয়ারউইক লুন্ঠিত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। লিউয়িস্ ওয়ারউইককে অর্থ ও সৈন্য দিয়া ইংল্যাণ্ড আক্রমণে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। অধিকন্তু মার্গারেটকে ডাকিয়া ফরাসীরাজ ওয়ারউইকের এক কন্যার সহিত মার্গারেটের পুত্রের বিবাহ দিলেন ও স্থির হইল ইনি ইংল্যাণ্ডের রাজ্য পাইবেন। ইহাতে ক্ল্যারেন্স ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি ক্রোধ গোপন রাখিয়া ওয়ারউইককে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইংলিশ চ্যানেল ওয়ারউইক যাহাতে পার হইতে না পারেন সেজন্য বার্গাণ্ডি ঘাটি আগলাইয়া ছিলেন। কিন্তু ঝড়ে বার্গাণ্ডির জাহাজ অন্যত্র লইয়া গেল। সেই সুযোগে ওয়ারউইক ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করিলেন। ওয়ারউইকের ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধকালে এডওয়ার্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, এবং রাজপক্ষে ক্ল্যারেন্সও যোগ দেন নাই। ফলে এড্ওয়ার্ড সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ৮০০ মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সহ হল্যাণ্ডের দিকে পলাইয়া গেলেন। ষষ্ঠ হেনরিকে কারাগার হইতে আনিয়া সিংহাসনে বসান হইল। এইরূপে ইংল্যাণ্ডে

এবং যুদ্ধে পরাজিত এডওয়ার্ডের হল্যাণ্ডে পলায়ন (১৪৭০)।

ল্যাঙ্কাষ্টার বংশ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ওয়ারউইক কূটনীতিতে জয়ী হইয়াও অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িলেন। বার্গাণ্ডি এডওয়ার্ডকে আশ্রয় দিতে সাহস ত করিলেনই না, অধিকন্তু ইংল্যাণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; ওয়ারউইক ফরাসীরাজ লিউয়িসের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না; তাঁহার ভ্রাতারা আর অধিক অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইলেন এবং ল্যাঙ্কাষ্টার দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সামন্ত ওয়ারউইকের সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অবশেষে ইংল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্রতা আসন্ন দেখিয়া বার্গাণ্ডি লোকজন ও অর্থ দিয়া এডওয়ার্ডকে সাহায্য করিলেন। ওয়ারউইকের সৈন্যদের সহিত এডওয়ার্ডের সৈন্যদের ইংল্যণ্ডস্থ বার্ণেট নামক স্থানে সংঘর্ষ বাধিল। ক্ল্যারেন্স যুদ্ধকালে এডওয়ার্ডের পক্ষে যোগ দিলেন। এই যুদ্ধে এডওয়ার্ড জয়ী হইয়া আবার সিংহাসন অধিকার করেন এবং হেনরি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন (১৪৭১)। কিন্তু বার্ণেট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই এডওয়ার্ড ক্ষান্ত হইলেন না, মার্গারেট তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করিয়াছিলেন, রাজা তখনি তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে এডওয়ার্ডের জয়লাভের কথা সর্ব্বত্র রটিয়া গিয়াছিল। তাহাতে মার্গারেটের সৈন্যদের মনে ত্রাস হয়। টিউকস্‌বেরিতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে এডওয়ার্ডের জার্ম্মান সৈন্যগণ নবপ্রবর্ত্তিত হাত-বন্দুক ব্যবহার করে। এডওয়ার্ড এই যুদ্ধে জয়ী হন। মার্গারেট বন্দী, তাঁহার পুত্র ধৃত হইয়া নিহত ও এডওযার্ড রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ষষ্ঠ হেনরি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যুদ্ধের ফলে ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের বংশধর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। বোফোর্ট বংশের নির্ব্বাসিত বালক হেনরি টিউডর ব্যতীত ল্যাঙ্কাষ্টারের দাবী উজ্জীবিত করিবার কেহ ছিল না। এডওয়ার্ড পুনরায় নিজ রাজ্যের প্রভু হইলেন।

এডওয়ার্ড বার্গাণ্ডির সাহায্যে জয়লাভ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হন (১৪৭১)।

এই সময় ইয়োরোপীয় ইতিহাসে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটে। বার্গাণ্ডির চার্লস ব্রিটানি ও গিয়েনের সামন্ত রাজাদের সাহায্যে, ফ্রান্সের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ইংল্যাণ্ডের তহবিল শূন্য থাকায় ইংল্যণ্ডরাজের কোন পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু চার্লস উক্ত সামন্তদ্বয়ের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ও অন্যের মৃত্যুতে কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া এক নূতন নীতি অবলম্বন করিলেন। চার্লস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াও নিজের এলাকার বাহিরে কোন ফরাসী অঞ্চল জয় করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু জার্ম্মাণিতে তাঁহার অধিকার ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ রাইনের জনপদসমূহ জয় করিয়া তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অষ্ট্রিয়ান্ সম্রাটের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। অষ্ট্রিয়া আত্মকলহ ও বহিরাক্রমণের ফলে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিকের দুরাকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। তিনি বার্গাণ্ডির উর্দ্ধগতি দেখিয়া স্থির করিলেন চার্লসের উত্তরাধিকারী কন্যা মেরির সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই বিবাহের উদ্দেশ্যেই চার্লস ও ফ্রেডারিক ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে এক বৈঠকে সম্মিলিত হন। কিন্তু চার্লসের মৎলবে ফ্রেডারিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। চার্লস সহজে দমিবার পাত্র নন, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি (পূর্ব্বে জার্ম্মাণির সহিত যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহাই অনুসরণ

ফ্রান্সের সহিত বার্গাণ্ডির বিবাদ।

বার্গাণ্ডির রাইন জনপদে রাজ্য বিস্তার।

অষ্ট্রিয়ার সহিত মিলনের চেষ্টা

ও উহার বিফলতা (১৪৭৩)।

পূর্ব্বক) নয়েস অবরোধ করিলেন। তিনি রাইনের দিকে অভিযান করিবার পূর্ব্বে এডওয়ার্ডের সহিত সন্ধি করেন। স্থির হয় যে, এডওয়ার্ড নর্ম্ম্যাণ্ডি, একুটিইন ও ফরাসী রাজ্য পাইবেন। বার্গাণ্ডির সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত সমগ্র ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া ইংল্যাণ্ড-রাজ রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। দেশে মহা উৎসাহ দেখা দিল. এবং মহাসমিতি বহু অর্থ দান করিল। এ দিকে ফ্রেডারিক চার্লসের মৎলব বুঝিতে পারিয়া জার্ম্মাণির সমগ্র সেনাবাহিনী চার্লসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি চার্লসকে ফিরিয়া আসিতে হইল এবং জার্ম্মান সেনার সহিত যুদ্ধে তাঁহার বাহিনী বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ফরাসীরাজ লিউয়িস্ যাহাতে আক্রমণ করিয়া না বসেন তজ্জন্য চার্লস এডওয়ার্ডকে চ্যানেল পার হইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এডওয়ার্ড এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী লইয়া ক্যালে জনপদে উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে চার্লসের নিকট হইতে তিনি কোন সাহায্য পাইলেন না। অধিকন্তু জলে ঝড়ে বিব্রত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে লিউয়িস্ অতি লাভজনক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বৃটানি ইংরেজের হাতে নিরাপদে থাকিবে, ফ্রান্স বৎসরে ৫০ হাজার ক্রাউন করিয়া নজর ইংরেজকে দিবে এবং এডওয়ার্ডের কন্যাকে ফরাসী রাজপুত্র বিবাহ করিবেন—এই হইল সন্ধির সর্ত্ত। যে কোন রাজার রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করিলে অন্য রাজা সাহায্য করিবেন এবং কোন রাজা রাজ্য হইতে কোন কারণে তাড়িত হইলে অপর রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিবেন, এইরূপ চুক্তিও হইল।

বার্গাণ্ডির সাহায্যার্থে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ ও লাভজনক সন্ধি।

ফ্রান্সের সহিত সন্ধির ফল ইংল্যাণ্ডে শান্তি-রক্ষা। মহাসমিতি এই যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে অর্থ দিয়াছিল তাহার অল্প অংশ মাত্র খরচ হয়। বাকী অংশ রাজার তহবিলে জমা থাকিল। এডওয়ার্ড যে ভাবে রাজ্য চালাইতে চাহিতেছিলেন, তাহাতে শান্তির প্রযোজন ছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বিস্তৃতভাবে গুপ্তচর প্রবর্ত্তন, বিচার-ব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপ, অর্থসংগ্রহের নূতন প্রণালী প্রভৃতির ফলে রাজার যথেচ্ছাচারিতার সহায়তা হইল। দেশের ভিতরে ও বাহিরে নিরাপদ্ হইয়া এবং যথেষ্ট ধনের অধিকারী থাকায় তাহার ব্যবস্থাপক সভার শাখা দুটিকে আহ্বান করিবার প্রয়োজনীয়তা কমই ছিল। পাঁচ বৎসর মহাসমিতির কোন অধিবেশন ডাকা হয় নাই, তারপর যখন অধিবেশন ডাকা হইল তাহা তখন শুল্কবৃদ্ধি করিয়া উহা রাজার জন্য যাবজ্জীবন নির্দ্দিষ্ট করা ছাড়া তাহার আর কোন কাজ ছিল না। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া রাজা অর্থোপায়ের অন্যান্য পথ খুঁজিতে লাগিলেন। যাজকদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করা হইল; একচেটিয়া ব্যবসাসমূহ বেচা হইতে লাগিল; ঘরোয়া যুদ্ধের জের স্বরূপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজকোষে জমা হইল; এবং এডওয়ার্ড নিজে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসমিতির সম্মতিতে ঋণগ্রহণের প্রথা তিনি উঠাইয়া দিয়া নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। লণ্ডনের বণিক্‌দিগকে ডাকাইয়া রাজার অভাব অনুযায়ী দক্ষিণা দিতে অনুরোধ করা হইল। ইহা যে একপ্রকার অত্যাচার, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

যুদ্ধ-শান্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্যের ফলে এডওয়ার্ডের মহাসমিতির উপর নির্ভরতা কমিয়া গেল।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের মৈত্রী হইল, কিন্তু বার্গাণ্ডির চার্লস দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন।

বার বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার কন্যা মেরির হাতে গিয়া পড়িল। লিউয়িস্ কয়েকটি জনপদ অবরোধ করিয়া মেরিকে নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেরি ফ্ল্যাণ্ডার্সের বিদ্রোহ ও ফরাসী রাজের লোভে বিব্রত হইয়া অষ্ট্রিয়ারাজ ম্যাক্সিমিলানকে বিবাহ করিলেন। তখন ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রিয়ার তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যে যুদ্ধ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে চলিতেছিল তাহার গতি পরিবর্তিত হইল। এই যুদ্ধে এডওয়ার্ড কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না। কারণ এইরূপ ইয়োরোপীয় যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইংল্যাণ্ডের কোন লাভ নাই, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার উন্নতির অর্থ ফ্রান্সের একটি প্রবল বিপক্ষকে প্রবল করা। তাহা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অরুচিকর নহে। বিশেষ, লিউয়িস্ যেরূপে একটির পর একটি জনপদ অধিকার করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত বৃটানি ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, তাহা আশা করা যায় নাই। এই সব কারণে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে যোগদান করিল না। লিউয়িস্ নিজের প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধতা অপেক্ষা নিরপেক্ষতাও কাম্য মনে করিলেন ও ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে আরো একটি ঘনিষ্ঠ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বার্গাণ্ডির মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরির সহিত অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ম্যাক্সিমিলানের বিবাহ (১৪৭৭)।

ফ্রান্সের সহিত বার্গাণ্ডি ও অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড নিরপেক্ষ (১৪৭৮)।

এক দিক্ দিয়া চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকাল বিশেষ স্মরণীয়। কারণ এই সময়ে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। রাজা অত্যাচারী হউন বা না হউন, তিনি যে ক্যাক্সটন নামক প্রথম ইংরেজ মুদ্রাকরের উৎসাহদাতা, তাহা সহজে কেহ ভুলিবে না। যে রিনেসান্স অর্থাৎ নবজাগরণ সমগ্র ইয়োরোপে একটা উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহার আরম্ভ এই সময়েই। চারিদিকেই একটা সম্প্রসারণ ঘটিতেছিল। ওমরাহ্‌দের পূর্ব্ব গৌরব লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সাধারণ ভদ্রলোক ও বণিক্ শ্রেণীর গুরুত্ব বাড়ে. জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার ভার শুধু পুরোহিতদের হাতে না থাকিয়া সাধারণের হাতে পড়ে; এবং বিদ্যা অল্প কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজের নানা স্তরের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া যায়। লোকদের পড়িবার আগ্রহ এরূপ বাড়িয়া যায় যে রাশি-রাশি গ্রন্থ মুদ্রিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইরূপ পুস্তক প্রকাশের ফলে নানা বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ভোটদান ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লোকেরা অধিকতর সজাগ হইয়া উঠিল।

এডওয়ার্ডের রাজত্ব-কালে নবজাগরণ (রিনেসান্স)।

প্রথম ইংরেজ মুদ্রাকর ক্যাক্সটন ও মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা-বৃদ্ধি।

ক্যাক্সটনের অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্লষ্টারের ডিউক রিচার্ড। এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার ভ্রাতা ক্ল্যারেন্সের বিদ্রোহিতা ক্ষমা করেন নাই। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অত্যভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। রিচার্ড সাহসী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্কটদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে তাঁহার তের বৎসরের বালক-পুত্র পঞ্চম এডওয়ার্ড উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; অমনি ঘোরতর বিবাদ দেখা দিল। উডভিলগণ বালক-রাজাকে নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন। চতুর্থ

চতুর্থ এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে (১৪৮৩) রাজা হন পঞ্চম এডওয়ার্ড।

এডওয়ার্ডের পরামর্শদাতা লর্ড হেষ্টিংস্ ও তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওমরাহ্ বাকিংহামের সমক্ষ (ইনি তৃতীয় এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশজাত) একত্র হইয়া উডভিল ভ্রাতৃদ্বয়কে ও লর্ড রিভারসকে ফাঁসি দেওয়াইলেন। রাজ্যের বিশপ ও ওমরাহ্‌গণ এক মহতী সভায় সমবেত হইয়া রিচার্ডকে রাজ্যরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রিচার্ড রক্ষক হইবার কিছুদিন পরে হেষ্টিংস নিহত হইলেন। বাকিংহাম রিচার্ডের সহায়তা করিতেছিলেন। ইহার পর মহাসমিতি এডওয়ার্ডের সন্তানগণকে বে-আইনী বিবাহের ফল ও ক্ল্যারেন্সের সন্তানেরা মহাদ্রোহীর পুত্র বলিয়া তাহাদের সিংহাসনে অধিকার নাই ঘোষণা করিল। মহাসমিতির অনুরোধে রিচার্ড সিংহাসনে আরোহন করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজা হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রাজা বালক বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য রিচার্ড রাজ্যরক্ষক নিযুক্ত হন।

রিচার্ডের সিংহাসনে আরোহণ।

রিচার্ডের সহায়তা করার ফলে বাকিংহামকে পুরস্কার স্বরূপ বিস্তীর্ণ জায়গীর ও দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার প্রলোভন ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না। কিরূপে রিচার্ডের পতন হইবে ও নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বাকিংহামের ভ্রাতা হেনরি ষ্ট্যাফোর্ডের সহিত মার্গারেট বোফোর্টের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিবাহের ফলে তাঁহার পুত্র হেনরির জন্য তিনি রাজ্য দাবী করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষষ্ঠ হেনরি ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় চতুর্থ হেনরির কোন বংশধর আর জীবিত ছিল না। কিন্তু গণ্ট-জনপদস্থ জনের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বোফোর্টরা কখনো ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের সিংহাসন দাবী সম্বন্ধে রাজা ন্যায়ত বাধা দিতে পারেন। টিউকসবেরির যুদ্ধে সামারসেট সামন্তের পতনের পরে পুরুষ বংশধর কেহ জীবিত না থাকিলেও, জনের বংশের মার্গারেট বোফোর্টের পুত্র এই সিংহাসন পাইবার অধিকারী, ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। ফরাসী রাজকন্যা ক্যাথারিনের সহিত পঞ্চম হেনরির বিবাহের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পৃঃ ৩৬২), পঞ্চম হেনরির মৃত্যুর পর ওয়েন টিউডর নামক এক সম্ভ্রান্ত ওয়েল্‌সকে ক্যাথারিন্ বিবাহ করেন। এডমণ্ড টিউডর তাঁহাদের পুত্র। টিউডর ও মার্গারেটের বিবাহের ফলে হেনরি টিউডরের জন্ম। হেনরির জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তাঁহার অভিভাবক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ষষ্ঠ হেনরির অল্পকালস্থায়ী কৃতকার্য্যতায় তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তারপর এডওয়ার্ড সিংহাসন অধিকার করিলে তিনি বৃটানিতে পলাইয়া যান ও সেইখানে এককরম বন্দীভাবে কালযাপন করেন। ল্যাঙ্কাষ্টার বংশের কেহ অবশিষ্ট না থাকাতে সিংহাসনের দাবীদাররূপে হেনরির দিকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের চোখ পড়িল। তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে নিজের করতলগত করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে রিচার্ডকে জব্দ করিবার নিমিত্ত ফরাসীরাজ লিউয়িস্ বৃটানির নিকট দাবী করিলেন হেনরিকে দিতে হইবে। বৃটানি ইংরেজের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে বৃটানিতে গণ্ডগোল হওয়ায় হেনরি মুক্তিলাভ করেন।

বাকিংহাম সিংহাসন লাভেচ্ছু হইয়া হেনরি টিউডরের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

হেনরি টিউডরের জন্ম-বৃত্তান্ত।

বাকিংহাম ভাবিলেন হেনরির সাহায্যে কার্য্য উদ্ধার করিবেন। সে জন্য তিনি হেনরিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেয়ে বেশী কূটনীতিজ্ঞ একজন হেনরির দলে জুটিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইঁহার নাম বিশপ মর্টন। ইনিও নির্ব্বাসিতদের একজন ছিলেন। রিচার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পঞ্চম এডওয়ার্ড ও তাঁহার ভাইকে করাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবত তাঁহাদিগকে নিহত করা হয়। ইহাদের মৃত্যুতে ইহাদের ভগিনী এলিজাবেথ চতুর্থ এডওয়ার্ডের বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। অসন্তুষ্ট ইয়র্ক দলকে অবশিষ্ট ল্যাঙ্কাষ্টার দলের সহিত মিলিত করিবার অভিপ্রায়ে মর্টন এলিজাবেথের সহিত হেনরি টিউডরের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহার পর বাকিংহামের নেতৃত্বে এক বিপুল বিদ্রোহ দেখা দিল (১৪৮৩)। উইল্টশায়ার, কেণ্ট, বার্কশায়ার ও ডেভনের অনেকে এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। হেনরি বিদ্রোহের খবর পাইয়া এক প্রকাণ্ড নৌবাহিনী ও বহু সৈন্য সহ বৃটানি হইতে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ সফলতা লাভ করিল না। হেনরির জাহাজ ঝড়ে পথভ্রষ্ট হইল, বন্যায় ওয়েল্সের দিকে বাকিংহামের সামন্তের অভিযান রুদ্ধ হইল এবং ছোটখাট সমুদায় বিদ্রোহ দমিত হইল। বাকিংহাম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন কিন্তু রিচার্ড অন্য অপরাধীদের অল্প শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আপাতত হেনরির কোন আশা রহিল না। কিন্তু রিচার্ড নিজের নিরাপত্তার জন্য শুধু সৈন্যদের উপর নির্ভর না করিয়া সমুদায় জাতির সহানুভূতি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে রাজশক্তির যথেচ্ছাচারিতায় জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি জনগণের আগেকার ক্ষমতা পুনরায় বহাল করিবার উদ্দেশ্যে ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির এক অধিবেশন আহ্বান করিলেন। অর্থসংগ্রহের যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, সে গুলি দূর করিবার জন্য মহাসমিতিতে কতকগুলি আইন পাশ হইল। ব্যবসাবাণিজ্যের বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্যও আইন প্রণয়ন করা হয়। আরো নানা শুভকর আইন মোতায়েন করিয়া রিচার্ড জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কল্পনা করেন। ফরাসীরাজ একাদশ লিউয়িস্ রিচার্ডকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির কন্যা মেরির মৃত্যু হওয়ায় লিউয়িসের সহিত মেরির স্বামী ম্যাক্সিমিলানের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। ফ্লেমিশ সহরগুলি তাঁহার পুত্র ফিলিপের অভিভাবকত্বের ভার ম্যাক্সিমিলানের হাতে দিতে রাজি ছিল না, কারণ তাহা হইলে ফ্লেমিশ সহরে অষ্ট্রিয়ান্ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরন্তু লিউয়িস্ এর সহিত এক সন্ধির ফলে ফরাসীরাজপুত্র চার্লসের নিকট ফিলিপের ভগিনী মার্গারেট বাগ্‌দত্তা হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে এডওয়ার্ডের কন্যা এলিজাবেথের সহিত চার্লসের বিবাহের কথা স্থির ছিল। তাহা ত হইলই না, অধিকন্তু ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিত ভাবে যে নজর দেওয়া হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং এই সকল কারণে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রিচার্ডের যুদ্ধ করার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের প্রায় সম-

পঞ্চম এডওয়ার্ড ও তাঁহার ভ্রাতার কারাগারে মৃত্যু।

কন্যা এলিজাবেথ এডওয়ার্ডের সম্পত্তির অধিকারিণী হন।

হেনরি টিউডরের ইংল্যাণ্ড জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা ও বাকিংহামের প্রাণদণ্ড।

রিচার্ডের জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা।

রিচার্ড ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সময়ে লিউয়িসের মৃত্যু হয়। অষ্টম চার্লস তখন বালক মাত্র। বোজুর এ্যান এই বালকের অভিভাবক নিযুক্ত হন। অমনি অরলিয়াঁর সহিত পুরাতন বিবাদ আরম্ভ হইল। অরলিয়াঁ ম্যাক্সিমিলান ও রিচার্ড উভয়েরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অ্যান হেনরি টিউডরকে আবার ইংল্যাণ্ড আক্রমণের উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রাজভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যার সংবাদ সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে জনগণের মন অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইল। রিচার্ডও আইন বশ্যতার মুখোস্ খুলিয়া ফেলিলেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অন্যায় কর চাপাইয়া প্রজাদিগের বিরাগের কারণ হইলেন। রিচার্ড নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন; তাঁহার সহিত এলিজাবেথের বিবাহের কথা লইয়া অসন্তুষ্ট ইয়র্ক দলের পক্ষ হইতে কোন ভয় ছিল না, হেনরি নির্ব্বাসিত ও সহায়হীন। ঠিক এমনি সময়ে, হেনরি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র রিচার্ডের বিরুদ্ধে এক বিপুল ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল। বাকিংহামের পদে লর্ড ষ্ট্যানলিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনি রাজার বিশেষ সহায় ছিলেন। রিচার্ড ইহার ভ্রাতাকেও বিশ্বাস করিতেন। হেনরি টিউডরের মাতা পুনরায় বিধবা হইয়া লর্ড ষ্ট্যানলিকে বিবাহ করেন। ইহার সহায়তার অঙ্গীকার পাইয়াই হেনরি তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ডে আসিলেন। বসওয়ার্থের মাঠে উভয় পক্ষের সৈন্যদল সম্মুখীন হইল এবং রিচার্ড তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে হারিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ও ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন হেনরি টিউডরের ভাগ্যে আসে।

রাজভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যা ও অন্যায় কর চাপানর জন্য রিচার্ড জনগণের অপ্রিয়ভাজন হইলেন (১৪৮৪)।

হেনরি টিউডর ও রিচার্ডের সৈন্যদলের যুদ্ধে রিচার্ড নিহত এবং হেনরি জয়ী হন।

হেনরি টিউডর সপ্তম হেনরি নাম লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার মধ্যে কেল্টিক রক্তের সংমিশ্রণ ঘটায় তিনি কল্পনা-প্রবণ ছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিদেশ হইতে বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া নিজের সেক্রেটারি ও ইতিহাস লেখকের পদে নিয়োগ করিতেন। তিনি নিজ সন্তানদিগকে তদানীন্তন উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নূতন মুদ্রাযন্ত্রের ও প্রকাশিত পুস্তকরাশির একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। এরূপ রাজার পক্ষে কূটনীতিজ্ঞ না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হেনরির বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনে কবিত্ব করিবার অবকাশ মাত্র ছিল না। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি সিংহাসন পাইয়াছিলেন। আবার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি যে সিংহাসন হারাইবেন না, একথা কেহ বলিতে পারিত না। সুতরাং তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। তাঁহার জয়লাভ আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু তিনি ওমরাহ্দের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময়ে মহাসমিতির যে অধিবেশন ডাকা হয়, তাহাতে ৫২ জন লর্ডের মধ্যে অল্প কয়েকজনকে মাত্র তিনি ডাকিতে সাহস করিয়াছিলেন। মহাসমিতি তাঁহাকে ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে ন্যায়ত বসিবার ক্ষমতা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন পাইয়াছেন, একথা বলা হয় নাই। পরবর্ত্তী এক আইনে এই দোষ শোধরাইবার জন্য ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, রিচার্ড ও তাঁহার পক্ষীয়গণ রাজদ্রোহী হিসাবে সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না, এবং ষষ্ঠ হেনরির

সপ্তম হেনরির কল্পনা-প্রবণতা এবং সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ।

সপ্তম হেনরির সাবধানতা।

মৃত্যুর পর হইতেই সপ্তম হেনরি প্রকৃত রাজা হইয়াছিলেন ইহা কল্পনা করিয়া লওয়া হইল কিন্তু এই আইনের অসঙ্গতি এরূপ স্পষ্ট যে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি আইন করে যে যে রাজা হোন্ তাঁহার কাজ করার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীরা অপরাধী হইতে পারেন না পূর্ব্ববর্তী মহাসমিতির এক আইনে হেনরি রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন বিচারকেরা তাঁহাকে দোষমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেও সে বিপদ্ কাটিয়া যায় নাই এক ফ্রান্স ও পোপ্ ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিল।

হেনরির বিদ্রোহ-দমন।

সপ্তম হেনরি এলিজাবেথকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা এত দেরীতে করেন যে ইয়র্ক দল তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকে অসংখ্য ছোটখাট বিদ্রোহ তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বাহির হইতেও এই সব বিদ্রোহ সহায়তা পাইতেছিল। আয়র্ল্যাণ্ডে রাজপ্রতিনিধি কিল্ডওয়ারের আর্ল এবং বার্গাণ্ডির সামন্ত রাজকন্যা মার্গারেট উভয়েই তাঁহাকে বিব্রত করেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের কথা ধরা পড়িল। সপ্তম হেনরির পরেই ক্ল্যারেন্সের ডিউকের পুত্র ওয়ারউইকের আর্লের সিংহাসনের উপর দাবী ছিল। সপ্তম হেনরি ইহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাম্বার্ট সিমনেল নামক একটি বালককে শিখাইয়া পড়াইয়া আয়র্ল্যাণ্ডে ওয়ারউইক বলিয়া দাঁড় করান হইল সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ড এবং রাজপ্রতিনিধি সিমনেলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এমন কি, বর্গাণ্ডির মার্গারেট ও উডভিলগণ সৈন্য পাঠাইয়া ইহাকে ল্যাঙ্কাশায়ারে অবতরণ করিতে সাহায্য করেন। ষ্টোক নামক স্থানে হেনরি ইয়র্ক পক্ষীয়গণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন এবং সিমনেল তাঁহার রান্নাঘরের বাসন ধোওয়ার কাজে নিযুক্ত হইলেন।

সিমনেল।

হেনরি ষ্টোক-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের নীতি অবলম্বন করিয়া মহাসমিতিকে ক্বচিৎ বিশেষ কারণ ছাড়া ডাকিতে বিরত হইলেন। যত উপায়ে রাজার ধনাগারে অর্থাগম হয় তিনি তাহার সকলগুলিই অবলম্বন করেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অব্যয়িত অর্থ, নানাবিধ জরিমানা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ ও পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত কোন কোন বিরক্তিজনক কর হইতে অর্থ রাজার হাতে জমিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে গুরুতর জরিমানা দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এইরূপে তিনি মৃত্যুকালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন। তাঁহার এই ধনবত্তার জন্য তিনি মহাসমিতির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ওমরাহ্ সম্প্রদায়ের শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখনো কোন কোন ওমরাহের যে শক্তি ছিল তাহা হেনরির ঈর্ষার উদ্রেক করিল। ওমরাহ্রা অনেকে বহু সভাসদ ও সৈন্য রাখিতেন। রাজা তাঁহাদিগকে এই সব ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। অনেক সময় ইহাদিগকে রাখার জন্য জরিমানাও করিলেন। ওমরাহ্দিগকে দমনে রাখিবার জন্য রাজপরিষদ্ ফৌজদারি অভিযোগ শুনিতে লাগিল। অর্থাৎ সাধারণ বিচারালয় যাহাদের দমন করিতে পারে না

হেনরির শান্তি-রক্ষা ও অর্থ-বৃদ্ধির প্রয়াস।

তাহাদিগকে শাসন করিবার ভার সপারিষদ্ রাজা লইলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হেনরি এই উদ্দেশ্যে ষ্টার চেম্বার নামে একটি বিচার-সমিতি মোতায়েন করিলেন। এবং মহাসমিতি আইন করিয়া উহাতে সম্মতি দিল।

পর-রাষ্ট্রনীতিতেও হেনরি এডওয়ার্ডের পথ অনুসরণ করিয়া শান্তি বজায় রাখিলেন। অথচ শান্তি বজায় রাখা সহজ ছিল না। ফ্রান্সের সহিত বিবাদ তখনকার মত অবসান হইয়াছিল। কারণ ফ্রান্সের সাহায্যে হেনরি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন এবং ফলস্বরূপ ফ্রান্সের সহিত বন্ধুতা অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তীব্র ফরাসী বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল এবং ফরাসী রাজতন্ত্রের শক্তি ক্রমাগত বাড়িতে দেখিয়া ইংরেজরা অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। একাদশ লিউয়িস্ ধীরভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং বৃটানি বাদে ইংলাণ্ডের ওপারের ভূভাগে অপ্রতিহত ফরাসী প্রতিপত্তি বর্ত্তমান ছিল। অষ্টম চার্লস রাজা হইয়া বৃটানির উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বার্গাণ্ডির ডিউকের মৃত্যুর পর বৃটানির উত্তরাধিকারিণী অ্যানকে অসহায় পাইয়া চার্লস বৃটানি আক্রমণ করিলেন। অষ্ট্রিয়া এবং স্পেন উভয়েই ফ্রান্সের বৃদ্ধিতে ভীত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত সন্ধি করিয়া সপ্তম হেনরি অ্যানের সাহায্যার্থ বহু সৈন্য লইয়া ফ্রান্সে আসিলেন (১৪৯২)। কিন্তু কার্য্যকালে তাহার মিত্রদের দেখা গেল না, অ্যান চার্লসকে বিবাহ করিলেন। কিছু নজর ফ্রান্সকে দিয়া হেনরি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। হেনরি ও ফরাসীরাজের শান্তিকামী হওয়ার কারণ ঘটিয়াছিল। ফরাসীরাজ ইতালির বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাইবার সুযোগ খুঁজিতে-ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্ত না করিলে, তাহা সম্ভব হয় না। সে জন্য তিনি সন্ধি স্থাপনে উৎসুক ছিলেন। হেনরির প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ আয়াল্যাণ্ডে নূতন একজন সিংহাসনের দাবীদারের প্রাদুর্ভাব। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে হেনরি যখন ফরাসী রাজ্যে অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন হঠাৎ আয়াল্যাণ্ডে এক যুবক নিজেকে রিচার্ড বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি প্রচার করিলেন যে কারাগার হইতে পলাইয়া পর্তুগালে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে অনেকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং ফরাসী রাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে ডাকিয়া উৎসাহ দেওয়ায় হেনরি তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে, অষ্ট্রিয়া ও স্কটল্যাণ্ড রিচার্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। রাজ্যের মধ্যে ইয়র্ক দলের ষড়যন্ত্র নানা স্থানে দেখা দিল। অষ্ট্রিয়া সৈন্য ও নৌবাহিনীর দ্বারা সজ্জিত করিয়া ইহাকে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দৃঢ় শাসনের সুফল ভোগ করিয়া ইংরেজরা আত্ম-কলহ ও অরাজকতা সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা পোষণ করিত। সুতরাং রিচার্ড দলবল লইয়া অবতরণ করা মাত্র লোকেরা সৈন্যদিগকে দস্যুজ্ঞানে হত্যা করিতে লাগিল। আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়াও ইহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে হেনরি আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসন-ভার নিজ হাতে লন। রাজা ও তাঁহার পরিষদের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রকার ব্যবস্থা কায়েম করার ক্ষমতা আয়ার্ল্যাণ্ডে লোপ করা হয়।

সপ্তম হেনরির ফ্রান্সে অভিযান।

হেনরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যর্থতা।

এই নূতন আয়ার্ল্যাণ্ডে রিচার্ডের কোনপ্রকার সহায়তা পাইবার আশা ছিল না। তাঁহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

রাজকুমারী মার্গারেটের সহিত স্কট-রাজ জেমসের বিবাহ দিয়া হেনরি স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন (১৫০২)।

স্কটল্যাণ্ডের ব্যাপারেও সপ্তম হেনরির দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলাণ্ড যখন হইতে স্কটল্যাণ্ড জয়ের আশা ত্যাগ করিয়াছিল, তখন হইতে সে দেশের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। স্কটল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের ভয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হইত। এবং এই ভয়ের জন্য স্কটল্যাণ্ড সর্ব্বদা ফ্রান্সের সহিত সন্ধি-সূত্রে গ্রথিত ছিল। ফ্রান্সের সহিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে, স্কটল্যাণ্ডও ইংরেজের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহায়তা করে। ক্রমে ক্রমে ইংলাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিরোধিতায় আর সেরূপ তীব্রতা ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রুসের বংশের আর কেহ না থাকায়, ষ্টুয়ার্ট বংশ সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু ইহাদের সময়ে রাজ-ক্ষমতা সামান্যই ছিল, এবং বহিরাক্রমণ ও ঘরোয়া বিবাদের ফলে স্কটল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রী প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা ও কুশাসনের প্রভাব দেখা দিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ডের প্রথম জেম্‌সকে ইংল্যাণ্ডে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা শাপে বর হইল। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে দেখা গেল রাজ্যশাসনে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা লাভ হইয়াছে। তিনি স্কটল্যাণ্ডের বড় কবি। স্কট মহাসমিতিকে দৃঢ় করিয়া ও দস্যুদের দমন করিয়া তিনি স্কটল্যাণ্ডে সুশাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি পূর্ব্ব দলের অপ্রিয় হন ও ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে আততায়ীদের হাতে নিহত হন। তাঁহার গাত্রে ৩৬টি স্থানে ছুরিকাঘাত হইয়াছিল। ইহার পর ডাগ্‌লাস্ বংশের সহিত রাজবংশের বিবাদ বাধিল। এই বিবাদে ষ্টুয়ার্টরাই জয়ী হন। ইহার পর স্কটল্যাণ্ডে কতকটা শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু এই দেশ সর্ব্বদাই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধতা করিতে থাকে। সিংহাসন অধিকারেচ্ছু রিচার্ড স্কটল্যাণ্ডের সাহায্য পাইলেন। তাঁহার সহিত নিজের এক পিতৃব্য কন্যার বিবাহ দিয়া, জেমস্ রিচার্ডের সহিত সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডের দিকে অভিযান করেন (১৪৯৭)। কিন্তু স্কট ওমরাহদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় জেম্‌সকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহার পর তাঁহার সহিত হেনরির যে সন্ধি হয় তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে যে, জেম্‌স রিচার্ডকে হেনরির হাতে ছাড়িয়া দিবেন। রিচার্ড স্কটল্যাণ্ডেও নিরাশ হইয়া এখানে সেখানে বিদ্রোহের সাহায্যে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া স্পেনে যাজকত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রাণ রক্ষার অঙ্গীকার লাভ করিয়া রিচার্ড হেনরির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে হেনরির সিংহাসন নিরাপদ হইল। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডকে তিনি স্বপক্ষে টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে স্কট রাজের সহিত তিনি এক বিবাহমূলক সন্ধি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে হেনরির কন্যা এলিজাবেথ টিউডরের সহিত জেমসের বিবাহ হইল ও অতঃপর উভয় দেশের মধ্যে বিবাদ থামিয়া গেল।

হেনরি তাঁহার পুত্রগণেরও রাজনৈতিক বিবাহ দিয়া লাভবান্ হইবার চেষ্টা করিলেন। ব্রিটানিকে ফ্রান্সের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও ইংলিশ চ্যানেলে যাহাতে ফ্রান্সের প্রভু-

না ঘটে সে জন্য হেনরির ফ্রান্সকে চোখে চোখে রাখিতে হইতেছিল। এই ফরাসী-ভীতি স্পেন রাজ্যকেও হেনরির পক্ষে আনয়ন করিল। আরাগন জনপদের ফার্দিনান্দ ও ক্যাষ্টাইল জনপদের ইজাবেল স্পেনের রাজা ও রাণী ছিলেন। ইঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, হেনরির জ্যেষ্ঠ পুত্র ইঁহাদের কন্যা ক্যাথারিনকে বিবাহ করিবেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লস ইতালি অভিযান করায় হেনরি অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বিবাহের জন্য গা করেন নাই। বার্গাণ্ডির মেরি অষ্ট্রিয়ারাজ ম্যাক্সিমিলানকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহাদের পুত্র ফিলিপ বিলাতের ইয়র্ক দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু স্পেনের রাজকন্যা জুয়ানার সহিত ফিলিপের বিবাহ হওয়ায় ফিলিপ স্পেনের পক্ষ লইলেন। নিজ সিংহাসন সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য হেনরি ফিলিপের সহিত সন্ধি স্থাপন করা কাম্য বিবেচনা করেন। সুতরাং ১৫০১ খৃষ্টাব্দে হেনরির জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্থারের সহিত ক্যাথারিনের বিবাহ হইল। স্পেন-রাজ হেনরির ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন না। এই বিবাহের পর স্পেনে অবস্থিত সিংহাসনকামী রিচার্ডকে হত্যা করা হইল। এই বিবাহের তিনমাস পরে আর্থার পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ে দক্ষিণ ইতালি লইয়া ফ্রান্সের সহিত স্পেনের বিবাদ বাধে এবং ইংল্যাণ্ডের সাহায্য অত্যন্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠে। হেনরির দ্বিতীয় পুত্র হেনরির সহিত ক্যাথারিনের বিবাহ দিবার জন্য স্পেন-রাজ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন। পোপ পূর্ব্ব বিবাহ নাকচ্ করিয়া এই বিবাহে অনুমতি দেন। কিন্তু হেনরি তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া ফ্রান্সের সহিত শত্রুতা পাকা করিতে ইচ্ছুক হইলেন না, স্পেনকেও বিমুখ করিলেন না। ক্যাথারিন বাগ্দত্তা হইয়া ইংল্যাণ্ড রাজের গৃহে বিষণ্ণভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং বাপের পরামর্শে রাজকুমার হেনরি এই বাগ্দানের বিরুদ্ধে পোপের নিকট আর্জি পাঠাইলেন।

স্পেনের সহিত ইংল্যাণ্ডের মৈত্রী।

সপ্তম হেনরির রাজত্বকালেই গুরুতর আন্দোলনসমূহ মানুষের মনকে নাড়া দিতে-ছিল। কোপার্নিকাসের আবিষ্কার, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া পর্ত্তুগীজ নাবিকদের ভারতবর্ষে অবতরণ, কলম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার, সেবাষ্টিয়ান ক্যাবটের ল্যাব্রাডর গমন, এই সময়ে ঘটে। নূতন দেশ, নূতন জাতি, নব নব ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সংস্পর্শে ইয়োরোপের নিদ্রিত মন জাগিয়া উঠিল। ইয়োরোপ প্রাচীন সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নূতন পথে যাত্রা করিল। এই সময়েই তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করায় গ্রীক পণ্ডিতগণ ইতালিতে পলাইয়া যান। ফ্লোরেন্স ইঁহাদের আশ্রয় দিয়া বিদ্যার ক্ষেত্র হইয়া উঠিল এবং ফ্লোরেন্স হইতে হোমারের কাব্য, সোফোক্লসের নাটক, অ্যারিষ্টটল ও প্লেটোর দর্শন ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া উহার চিন্তা-রাজ্যে বিপ্লব আনয়ন করিল। উহার জাহাজে বোঝাই নানা প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। দেশবিদেশ হইতে গ্রীক্ শিখিবার জন্য ফ্লোরেন্সে ছাত্রগণ সমবেত হইল। ইংল্যাণ্ডের নিউ কলেজের সভ্য গ্রোসিন গ্রীক নির্ব্বাসিতের নিকট শিখিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক বক্তৃতা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অক্সফোর্ডের ছাত্র লিনেকার ফ্লোরেন্স হইতে ফিরিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গ্যালেনের পুস্তক তর্জ্জমা করিলেন। গ্রীক্ বিদ্যা

ইংল্যাণ্ডে নব আন্দোলনসমূহ।

ইংল্যাণ্ডে নবজাগরণ ও কলেট, ইরাস্‌মাস্‌, টমাস্‌ মোর প্রভৃতির কাজ।

ইংল্যাণ্ডে আমদানি হইল বটে, কিন্তু এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। জন কলেট প্রচলিত সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন। একদিকে যাজকদের ধনৈশ্বর্য্য যেরূপ তাঁহাকে পীড়া দিত, অন্যদিকে শহীদের পোষাক পরিচ্ছদও তিনি ধারণ করেন নাই। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ডে তাঁহার নিজ মত প্রচার করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি একদল ছাত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইরাসমাস ও টমাস মোর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপ ওয়ারহাম ইঁহাদের সহায় ছিলেন।

কলেট, ইরাসমাস্‌, টমাস্‌ মোর, ওয়ারহাম প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী যে নব-বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, তাহা সপ্তম হেনরির পরও চলিতে থাকিল। সপ্তম হেনরির মৃত্যুর পর তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র অষ্টম হেনরি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি সেই অল্প বয়সেই শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য, যুদ্ধ-কুশলতা ও মানসিক ঔদার্য্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই নব আন্দোলনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা-সংস্কারের দিকে মনোযোগী হইয়া কলেট ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি সেণ্টপল গির্জ্জার সম্মুখে একটি 'গ্রামার ইস্কুল' স্থাপনে দান করেন। আগেকার শিক্ষা-প্রণালীর স্থলে ইরাস্‌মাস ও অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রণীত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। হেনরির রাজত্বের শেষভাগে এইরূপ অনেক গ্রামার ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ও ইংল্যাণ্ডে বিদ্যার চর্চ্চা বাড়িতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষাদানের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন বিষয় পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইতে থাকে (১৫১৬-১৫২০)। নবজাগরণ ধর্ম্মের সংস্কারও সাধন করে। যাজকরা যাহাতে শুধু বিলাস ব্যসনে কাল না কাটান ও নিজেরা পবিত্র ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া লোকদের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, সেজন্য কলেট তাঁহাদিগকে উন্নত জীবন যাপন করিতে পরামর্শ দেন।

অষ্টম হেনরি।

সপ্তম ও অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে যে সমুদায় সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সেগুলি নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিবার জন্য দেশে শান্তির প্রয়োজন ছিল। অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এই শান্তিরক্ষা সম্ভবপর রহিল না। অষ্টম হেনরির যত গুণই থাকুক, তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করার পর হইতে বিলাতের ইতিহাসের গতি অষ্টম হেনরির ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও লোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সৎপরামর্শ পদদলিত করিতে অথবা যে কোন কর্ম্মচারী তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছে তাহাকে বিনষ্ট করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিতেন না।

ইয়োরোপে ফ্রান্সের বিশেষ বৃদ্ধি।

ফ্রান্সের শক্তি ও সম্পদ্‌ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইংল্যাণ্ডের সহিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্সের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। গিনে, প্রভেন্স, রুসিলন, বার্গাণ্ডি, বৃটানি ধীরে ধীরে ফ্রান্সের করতলগত হইয়াছে। ফরাসী রাজ্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া বর্ত্তমান ছিল। সুশিক্ষিত সৈন্য ও অতুলনীয় যুদ্ধ-সরঞ্জামের ফলে ফ্রান্স অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী বলিয়া গণ্য হইত। ধনৈশ্বর্য্যে, রাষ্ট্রনৈতিক

খ্যাতিতে, অস্ত্রশস্ত্রে, বিদ্যায়, শিল্পে যে ইতালি ইয়োরোপীয় সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, অষ্টম চার্লস এক আঘাতে তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করায় ফ্রান্সের স্থান সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। চার্লসের মৃত্যুর পর দ্বাদশ লিউয়িস্ ইতালি কর্ত্তৃক প্রতিহত হইলেও, মিলান্ ও উত্তর ইতালি তাঁহার হাতে রহিল। ভেনিস্‌কে ধ্বংস করিবার পর ইতালিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার কেহ থাকিল না।

ফ্রান্সের বৃদ্ধি দেখিয়া সপ্তম হেনরি চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অষ্টম হেনরি পারিলেন না। সিংহাসন আরোহণের দুই মাস পরে তিনি ক্যাথারিন্‌কে বিবাহ করিলেন। বিলাতী সভায় আরাগণের রাজা ফার্দিনান্দ ও তাঁহার দলবলের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। ফার্দিনান্দ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি ইয়োরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করত হেনরিকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিলেন। ধীর স্থির ও বুদ্ধিমান্ আরাগণরাজ ক্রমে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি নিজ কন্যা জুয়ানার বিবাহ অষ্ট্রিয়া-সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলানের পুত্র আর্কডিউক ফিলিপের সহিত দিয়াছিলেন। ম্যাক্সিমিলান ও ফার্দিনান্দ উভয়েই স্থির করিয়াছিলেন, ফিলিপের পুত্র চার্লস অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ হইবেন, নীদারল্যাণ্ডের দেশসমূহ, ক্যাষ্টাইল, আরাগণ, দক্ষিণ ইতালির কতকাংশ, বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরি নানাসূত্রে তাঁহার করতলগত হইল। ফ্রান্সকে মিলান হইতে তাড়াইতে হইলে দরকার ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করা। ফার্দিনান্দ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা গঠিত ধর্ম্মসঙ্ঘ (পোপ ইহাতে ছিলেন বলিয়া এই নাম) স্থাপন করিয়া ফ্রান্সকে শাসনে রাখিবার প্রয়াস পাইলেন (১৫১১)।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গঠন (১৫১১)।

ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পর হেনরি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফ্রান্সকে ইংরেজদের করতলগত করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান সুরু করিলেন। কিন্তু ফার্দিনান্দ চতুরতার সহিত তাঁহাকে নিজ কার্য্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সঙ্ঘ মিলান হইতে ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ফার্দিনান্দ তাঁহার পৌত্রের উত্তরাধিকার স্পেনে নিরাপদ্ রাখিবার নিমিত্ত মাত্র ইংরেজ সৈন্যদিগকে কাজে লাগাইলেন। সৈন্যেরা বিদ্রোহ করিয়া ফিরিয়া আসিল, স্কটল্যাণ্ড পুনরায় ইংল্যণ্ড আক্রমণে উদ্যত হইল, এবং যুদ্ধে ইংরেজদের বীরত্ব সম্বন্ধে সকলে উপহাস করিতে লাগিল। তখন ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে হেনরি স্বয়ং সসৈন্যে উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ করিয়া ফরাসী সৈন্য পরাজিত করিয়া কয়েকটি দুর্গ দখল করিলেন। এদিকে স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধেও তাঁহার সৈন্য-বল জয়লাভ করিল। এই যুদ্ধে স্কট-রাজ চতুর্থ জেম্‌স্ নিহত হন। এইরূপে চারিদিকে জয়লাভ করিয়া হেনরি যখন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স জয়ের কল্পনা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সঙ্ঘ ভঙ্গ হইয়া গেল এবং স্পেনের বিশ্বাসঘাতকতায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াও হেনরিকে সন্ধি করিতে হইল। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স হৃতশক্তি ও পোপ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু হেনরির তহবিলের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিঃশেষ হইয়া গেল।

হেনরি নানারূপ বিপদে পড়িয়াও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন (১৫১৩)। কিন্তু সঙ্ঘ ভঙ্গ হওয়ায় হেনরি সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

নব-বিদ্যা চর্চ্চার যাঁহারা অগ্রদূত তাঁহারা হেনরির এই যুদ্ধ-প্রিয়তার লক্ষণ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির জন্য দরকার ছিল শান্তির। কিন্তু রাজা যদি

নব-বিদ্যা চর্চ্চার ফলাফল।

রাজ্যলোভেচ্ছু হইয়া দাঁড়ান তাহা হইলে নবজাগরণের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কলেট সেণ্টপল গির্জ্জা হইতে রাজার এই যুদ্ধ-প্রিয়তার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইরাসমাস যুদ্ধের জন্য লোককে পাগল দেখিয়া কেম্ব্রিজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মসম্প্রদায় রাজাদের জুবাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার ও যুদ্ধের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ শান্তির সঙ্গে সঙ্গে কলেট, ইরাসমাস ও ওয়ারহ্যাম প্রাণপণে নিজেদের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্টম হেনরি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেও, তাহার বিদ্যাপ্রীতি কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই। তাহার ছেলে ও মেয়েরা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। হেনরির মন্ত্রীদিগের পরস্পরের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, তাঁহারা হেনরির বিদ্যোৎসাহিতার সহায়তা করিতেন। আবহাওয়া অনুকূল ছিল বলিয়াই ইরাসমাসের পক্ষে নূতন ও সংশোধিত বাইবেল রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত বাইবেল প্রকাশিত হইবার পর হইতে উহা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজসভা এবং সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে থাকে। গোড়ারা বিপক্ষতা করিলেও ওয়ারহ্যামের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মযাজকগণ উহার পোষকতা করিলেন। শুধু ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্পর্কিত সংস্কারই আবদ্ধ হয় নাই। টমাস মোরের "কল্প-রাজ্য" (ইউটোপিয়া) নামক গ্রন্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জগতেও যুগান্তর আনয়ন করিতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিবার পরই তিনি নব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা হইয়া দাঁড়ান। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন এবং সপ্তম হেনরি মহাসমিতির নিকট বড় রকম সাহায্য চাহিলে তাহার বিপক্ষে বলেন। ফলে তাঁহাকে রাজসভা ত্যাগ করিয়া ওকালতি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু অষ্টম হেনরি রাজা হইলে তিনি আবার সাদরে রাজসভায় আহূত হন।

টমাস্ মোরের "কল্পরাজ্য" (ইউ-টোপিয়া)।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কল্প-রাজ্য' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অপূর্ব পুস্তকে তিনি যে কল্পিত সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিরাপত্তা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে তৎকালের সমাজ-ব্যবস্থা অন্যায় ও অবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশের ধনীরা যেন দরিদ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। মহাসমিতি শ্রমিকদের সম্পর্কে যতগুলি আইন পাশ করিয়াছে সেগুলি সবই দরিদ্রদের স্বার্থের প্রতিকূল। ধনী ব্যক্তিরা অন্যায়ভাবে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন, তারপর ঐ ধন-রক্ষার নিমিত্ত তাহারা নিজেরাই যেমন খুসী আইন প্রণয়ন করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা নিজেদের অধিকতর লাভের জন্য দরিদ্রদের প্রায় অনাহারে রাখিয়া অর্থাৎ অল্প মজুরি দিয়া খাটাইয়া লন। ইহারই প্রতীকারের জন্য মোর তাঁহার কল্পরাজ্যে এমন আইন প্রণয়নের কথা বলিয়াছেন যাহাতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের, বিশেষত মজুরশ্রেণীর, সামাজিক, মানসিক, ধর্ম্মসম্পর্কিত ও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে। তিনি অপরাধ ও তাহার শাস্তি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নূতন ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সে যুগের পক্ষে বস্তুতই তাহা বিস্ময়কর। রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার কথা তিনি জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। যে সময়ে রাজশক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া

উঠিয়াছিল, সে সময় একথা বলা বিশেষ সাহসের পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই। রাজা কোন অন্যায় কাজ করিতে পারেন না, এবং প্রজাগণের শুধু ভূসম্পত্তি নয়, ব্যক্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে রাজার যথেচ্ছ ব্যবহারের নিমিত্ত—এই নীতি প্রচারের ফলে তৎকালে রাজার উপরে যে দেবত্বের আরোপ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে মোর ভীত হন নাই। পরবর্তীকালে এই নীতি যখন স্বীকৃত হইয়াছিল, তখন রাজার ক্ষমতাসমূহ তাঁহার মন্ত্রীদের উপর অর্পিত হয়।

দেশের অবস্থা।

মোর যে সময়ে কল্পরাজ্য সম্বন্ধে প্রচার করিতেছিলেন, তখন দেশের অবস্থা মোটেই তাঁর উদ্দেশের পক্ষে অনুকূল ছিল না, যদিও পরবর্তী কালে তাহা দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সহায়তা হইয়াছিল। ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিলই, [illegible] মজুরদের শাসনে রাখিবার জন্য কঠিনতর নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছিল। ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরস্পর বিবাদে ব্যতিব্যস্ত ছিল। মোর যতই রাজার যথেচ্ছ শাসন ক্ষমতার নিন্দা করিতেছিলেন, ততই রাজশক্তি প্রবল আকার ধারণ করে।

টমাস উল্সির ধীরে ধীরে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজার মন্ত্রীরূপে ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টা।

এদিকে ধীরে ধীরে এক ব্যক্তি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছিলেন। ইনি ইপ্সউইচের এক ধনীর সন্তান, টমাস উলসি। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টম হেনরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাতে উলসি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন। তিনি রাজার এরূপ বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হন যে তাহার দ্রুত পদোন্নতি হইতে থাকে এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি চ্যান্সেলারের পদ পান। তিনি গোড়া হইতেই ইংল্যাণ্ডের অবস্থা দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্মসঙ্ঘের ফলে ইংল্যাণ্ডের ফ্রান্স ভীতি বিদূরিত হইয়াছিল। নাভার ও মিলান হস্তচ্যুত হওয়ায় ফ্রান্সের পূর্ব শক্তি অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু উল্সি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ফার্দিনান্দের হাত হইতে ইংল্যাণ্ডকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্কটল্যাণ্ডে রাজার মৃত্যু হওয়ায় ও যুবরাজ বালক মাত্র থাকায়, রাজ্যের অভিভাবক হন মার্গারেট টিউডর। পর বৎসর ইনি আর্কিবাল্ড ডাগ্লাস নামক এক আর্লকে বিবাহ করায় স্কটল্যাণ্ডে আবার গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। মার্গারেট হেনরির এবং অন্যপক্ষ আলবানির ডিউকের সাহায্যপ্রার্থী হন। এই অবস্থায় হেনরি ফরাসী রাজের সহিত সন্ধি করিয়া উত্তরদিকে শুধু নিজের প্রভাব বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলেন তাহা নহে, পরন্তু কতকটা ফার্দিনান্দের প্রভাব হইতেও মুক্ত হইলেন। হেনরি নিজের কনিষ্ঠা ভগিনী মেরি টিউডরের সহিত ফরাসী রাজের বিবাহ দিলেন (১৫১৪)। কিন্তু ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে লিউয়িসের মৃত্যু হওয়ায় প্রথম ফ্রান্সিস্ ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং হেনরিকে তাহার সহিত নূতন এক সন্ধি স্থাপন করিতে হইল। ফ্রান্সিস্ রাজা হইয়াই ইটালির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধ ভাল ভাবে চালাইবার জন্য ইংল্যাণ্ড ও নীদারল্যাণ্ড উভয়ের বন্ধুতাই তাহার কাম্য ছিল। অষ্ট্রিয়া রাজ চার্লস নীদারল্যাণ্ডের অধিপতি ছিলেন। ইনি ম্যাক্সিমিলানের ভয়ে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করা নিরাপদ্ মনে করেন ও সে জন্য ফরাসী রাজের ভগিনীকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু হেনরি ও চার্লস মনে মনে এই আশা পোষণ করিতেছিলেন যে, ফ্রান্সিস্ মিলান আক্রমণ

ফ্রান্সের পুনরায় প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি।

করিলে ফার্দিনান্দ ও ম্যাক্সিমিলানের মিলিত শক্তির সম্মুখে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবেন। কিন্তু ফ্রান্সিস্ আল্পস্ অতিক্রম করিয়া সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ম্যারিগনানোর যুদ্ধে জয় করিয়া মিলান ত অধিকার করিলেনই, অধিকন্তু সমগ্র ইতালি তাঁহার বশীভূত হইল। এইরূপে হেনরি ও চার্লসের আকাঙ্ক্ষার কিছু মাত্র পূরণ হইবার সম্ভবনা রহিল না। শুধু ইংল্যাণ্ডের অর্থ সাহায্য পাইয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ড কোনক্রমেই ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিল না এবং পরের বৎসর ম্যাক্সিমিলান সুইস্ ও নিজ সৈন্য সহ আল্পস্ অতিক্রম করিয়া গেলেন।

ফরাসীরাজ ফ্রান্সিসের প্রতিদ্বন্দী অষ্ট্রীয়ার অধিপতি চার্লস্।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ফার্দিনান্দের মৃত্যু হইলে চার্লস স্পেন ও অন্যান্য জনপদের প্রভু হইলেন। বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে নিজ হস্তে ধারণ করিবার নিমিত্ত চার্লস শান্তির আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। ম্যাক্সিমিলানও নিজ সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ম্যাক্সিমিলান ও চার্লস এক সন্ধি স্থাপিত করিলেন। এই সন্ধির ফলে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। ইয়োরোপে ইংল্যাণ্ড সহায়হীন হইয়া রহিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকিল না। স্কটল্যাণ্ডের হেনরি কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। পাছে তাঁহার হস্তক্ষেপে ফরাসীরা হস্তক্ষেপ করে, এই আশঙ্কায় তিনি যে সময় চুপ করিয়া ছিলেন, সেই সময়ে আলবানি ইংরেজের চোখে ধূলি দিয়া স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ করিলেন ও রাজ্যের রক্ষক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মার্গারেট ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, ফ্রান্সিসের সহিত হেনরির সংঘর্ষ বাধিলে স্কটল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহায়তা করিবে কথা থাকিল। কিন্তু হেনরি ও তাঁহার মন্ত্রী উল্‌সি বহু চেষ্টাতে যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই ঘটিল। ইয়োরোপে ফ্রান্সিস্ অপ্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে চার্লস তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় শক্তিই ইংল্যাণ্ডের বন্ধুতা লাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী স্থাপিত হইল, তাহাতে ইংল্যাণ্ড এক জনপদ ফ্রান্সকে বিক্রয় করিল এবং কথা রহিল যে ফরাসী রাজকুমার হেনরির কন্যা মেরিকে (তখন দুই বৎসরের শিশু মাত্র) বিবাহ করিবেন। এইরূপে পররাষ্ট্র বিভাগে উল্‌সির কার্য্যতৎপরতার ফলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ফিরিয়া গেল। ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক গগনে ইংল্যাণ্ড আবার উচ্চস্থান অধিকার করিল। ইংল্যাণ্ডের বন্ধুতা চার্লস ও ফ্রান্সিস্ উভয়ের নিকটই মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়াইল এবং উভয়েই ইংল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হইল। বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশে উলসির মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়িল।

ইংল্যাণ্ডের বন্ধুতা লাভের জন্য উভয়ের আগ্রহে ইংল্যাণ্ডের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

স্বদেশেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। রাজা তাঁহাকে নানারূপে পুরস্কৃত করিতে লাগিলেন। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিচারের সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা উল্‌সির হাতে আসিয়া পড়িল এবং তিনি দেশের জন্য দিবারাত্রি খাটিতে লাগিলেন। হেনরি তাঁহার হাতে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদায় ক্ষমতাও তাঁহারই হাতে ন্যস্ত করিলেন। চ্যান্সেলার হিসাবে উল্‌সি একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় বিচার-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ণ বিচার-ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। ইহা শুধু

...বর উল্সির প্রতি প্রীতির ফল নহে, রাজ্য-শাসনে নির্দ্দিষ্ট এক নীতি অনুসরণের ...। সে নীতি এই যে, সমুদায় শাসন ক্ষমতা রাজার হাতে থাকিবে। উল্সির ক্ষমতা ...তে বৃদ্ধি পাইতেছিল সত্য, কিন্তু তাহা রাজার অভিপ্রেত ছিল বলিয়াই সম্ভব হইয়া-...। উল্সির হাতে সকল প্রকার ক্ষমতা একত্র করার অর্থই ভবিষ্যতে হেনরি ও তাঁহার ...ধরগণের একচ্ছত্র আধিপত্যের পথ পরিষ্কার করা। সমুদায় দেশ উল্সিকে অত্যন্ত ... ও ভক্তি করিত। কিন্তু উল্সি নিজেও স্বীকার করিতেন, তাঁহার শক্তি ও মর্য্যাদা হেনরির ইচ্ছাতে হইয়াছে। বস্তুতঃ হেনরি উল্সির নামে নিজের ক্ষমতাই বাড়াইতে-ছিলেন।

পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের শত্রু ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সের পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সকে ছাড়াইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার অধিপতি চার্লস মাত্র ...শ বৎসরের হইলেও, নীদারল্যাণ্ড, স্পেন, প্রভৃতি বিস্তীর্ণ দেশ তাঁহার শাসনাধীনে ...। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সিমিলানের মৃত্যুর পর তিনিই অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ বলিয়া ...ষিত হন। চার্লস এত বড় রাজ্য পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি পৃথিবীপতি হইবার ...না করিতেছিলেন। ফরাসীরাজ ফ্রান্সিস্ চারিদিকে চার্লস দ্বারা ব্যাহত হইয়া ই...ল্যাণ্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। চার্লসও ইংল্যাণ্ডকে ফরাসী সিংহাসনের লোভ দেখাইয়া সাহায্য চাহিলেন। সমগ্র ফ্রান্স না পাইলেও গিয়েন ও নর্ম্মাণ্ডি ত হাতে আসিবে। আর উল্সির জন্য রোমের পোপের পদ জুটিবে। সুতরাং হেনরি ফ্রান্সিসের সহিত সাক্ষাৎ ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে চার্লসের সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। চার্লস ও হেনরির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, যদিও ফরাসীরাজ ফ্রান্সিস্ যখন দেখা করিতে আসিলেন তখন যেরূপ বিরাট্ আড়ম্বর দেখান হইয়াছিল, সেরূপ কিছু হয় নাই। ফ্রান্সিসের সহিত হেনরি নূতন এক সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর চার্লস ও হেনরির পরস্পর সাক্ষাতে এক গোপন বৈঠকে স্থির হয় যে, হেনরির একমাত্র সন্তান মেরি টিউডরের সহিত চার্লসের বিবাহ হইবে। হেনরির পত্নী ক্যাথারিনের আর সন্তান লাভের সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন মেরির পাইবার কথা। তাঁহার এই অধিকার মহাসমিতির এক আইন দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে, এই সময়ে মহাসমিতি রাজার বিরুদ্ধে কিরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। হেনরির পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহার পরে সিংহাসনের দাবী ছিল তৃতীয় এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠ পুত্র বাকিংহামের ডিউকের। ভবিষ্যতে তিনিই রাজা হইবেন, এইরূপ কথা প্রচারিতও হইয়াছিল। হেনরি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দ্রোহিতার অজুহাতে ধৃত করাইলেন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হেনরি যে চার্লসকে সত্যই সাহায্য করিবেন, ইহা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিলেন। চার্লস ইংল্যাণ্ডে হেনরির সহিত যখন সন্ধি স্থাপনে ব্যগ্র ছিলেন, তখন স্পেনে এক বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সিস্ এক দল সৈন্যকে পিরানিজ্ অতিক্রম করিয়া নাভার আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ও নিজে নীদারল্যাণ্ড আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। তখন পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে

ইয়োরোপে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার প্রতি-যোগিতা।

উভয়ের ইংল্যাণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

হেনরির মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরির সিংহাসন লাভের সম্ভাবনা।

চার্লস ও ফ্রান্সিস্ উভয়েই ইংল্যাণ্ডের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু কিছুকাল বিচার করিবার সময় লইয়া ইংল্যাণ্ড নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পর উল্‌সি ঘোষণা করিলেন, যেহেতু ফ্রান্সিস্ প্রথম আক্রমণকারী, অতএব দোষ তাঁহার। ঠিক তাহার পরই ক্যালেতে গোপনে চার্লস ও হেনরির মধ্যে এক গুপ্ত সন্ধি হইল।

শীঘ্রই ফ্রান্সিসের সহিত চার্লস ও তাঁহার সহায়কগণের যুদ্ধ বাধিল। ফ্রান্স একাকী যুদ্ধ করিলেও উহার ধনৈশ্বর্য্য বেশী ছিল এবং উহার রাজ্য সংহত ও অখণ্ডভাবে সংবদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের বিপক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকায় ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বশতঃ, তাহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। রাজত্বের প্রারম্ভে অষ্টম হেনরি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাহার সে ধন ফুরাইয়া গিয়াছিল। উল্‌সি বিশেষ মিতব্যয়ী হইয়াও রাজকোষে অর্থ বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। অথচ হেনরি চার্লসের নিকট অঙ্গীকার করেন যে ৪০ হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবেন। রাজকোষের তদানীন্তন অবস্থায় তাহা সম্ভবপর ছিল না। এক উপায় ছিল, মহাসমিতির আহ্বান করিয়া টাকা চাওয়া। হেনরি সিংহাসনে বসিয়া ইহার পূর্ব্বে তিন তিনবার মহাসমিতি ডাকিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্‌সির হাতে ক্ষমতা আসা অবধি সাত বৎসরের মধ্যে একবারও মহাসমিতিকে ডাকা হয় নাই। যখনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইয়াছে তখনি টাকার জন্য মহাসমিতির অধিবেশন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এবারও মহাসমিতির অধিবেশন ডাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। উল্‌সি যতদিন পারিলেন এই অধিবেশনে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন। তিনি জোর করিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া অথবা প্রজাদের নিকট হইতে অর্থভিক্ষা লইয়া যুদ্ধের খরচ চালাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইল তাহাতে মোটে সতের হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান গেল। চার্লস যুদ্ধে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেও ইংরেজ সৈন্য অভাব ও পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিল না। তখন উল্‌সি মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হইলেন। উল্‌সি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিতি ও যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা তিনি মহাসমিতির মতামতকে যথেচ্ছ চালনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিয়া সম্পত্তির উপর কর বসাইয়া ৮ লক্ষ পাউণ্ড উঠাইবার প্রস্তাব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া করিলেন। একটি লোকও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। তিনি একের পর অন্য সভাকে ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। মোর তখন মহাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত এই উত্তর দিলেন যে, মহাসমিতি কোন মতামত না দিলে তিনি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম। উল্‌সি বুঝিলেন, মহাসমিতির দ্বারা তিনি জোর করিয়া কোন কাজ করাইতে পারিবেন না। তখন তিনি সরিয়া গেলেন। অমনি ক্রুদ্ধ সভাসদ্‌গণ কর সম্বন্ধে নিজেদের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করিতে লাগিলেন। এই আপত্তিগুলির উত্তর দিবার জন্য উল্‌সি আসিয়া যেই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, অমনি সভাসদেরা চুপ হইয়া গেলেন, কিছুতেই মুখ খুলিলেন না।

ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ।

অর্থাভাবে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে না না পারিয়া অর্থের জন্য উল্‌সি মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হইলেন।

[illegible] জানাইলেন, উল্‌সির সাক্ষাতে কোন প্রকারেই তাঁহারা আলোচনা করিতে প্রস্তুত [illegible]। এক পক্ষ কাল ধরিয়া উল্‌সির সহিত মহাসমিতির এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিল। অবশেষে [illegible]কে পরাভব স্বীকার করিতে হয় ও মহাসমিতির সম্মতি অনুযায়ী ৪ লক্ষ পাউণ্ডে [illegible]কে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট হইতে উল্‌সি একটা বড় রকম টাকা [illegible]বার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। উল্‌সি ঐ সম্প্রদায়ের মাথা হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারা [illegible]আইনি কোন কাজের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এবং এখানেও উল্‌সিকে [illegible] করিয়া যত টাকা চাহিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

মহাসমিতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে রাজশক্তির পরাভব।

মহাসমিতির কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে জাতি নতমস্তকে রাজশক্তিকে মানিয়া [illegible] প্রস্তুত ছিল না। উল্‌সি মহাসমিতির আচরণে মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মন পড়িয়া ছিল দেশজয়ের জন্য। সুতরাং দেশমধ্যে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত [illegible] তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। এই সময়ে ফরাসী রাজ্য জয়ের আশা আবার [illegible] করিয়া তাঁহার মনে জাগিতেছিল। ফ্রান্সে ফরাসী দেশের শান্তিরক্ষক (কনস্টেবল) [illegible] সামন্ত বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন। ইনি নিজ জনপদ ও প্রভেন্সে প্রায় [illegible]ভাবে প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফরাসী ওমরাহ্‌দের [illegible] ইহার স্থান সকলের উপরে ছিল। ইহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দেখিয়া ফরাসী রাজ [illegible]সিস্ এক আইনের ফাঁকিতে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ফরাসী রাজশক্তির তাবে আনিবার [illegible] করিলেন। তখন বিপন্ন বুর্বঁ ইংরেজ ও তাঁহার মিত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন। [illegible] রহিল, ইহারা ফ্রান্সিস্‌কে আক্রমণ করিলে বুর্বঁ সৈন্য লইয়া সাহায্য করিবেন। ফ্রান্সের [illegible] জয়লাভ সম্বন্ধে ইহারা এরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ইহারা মনে মনে বিভিন্ন দেশ [illegible]দের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইয়াছিলেন। চার্লস বার্গাণ্ডি এবং ইংল্যাণ্ডরাজ বাকী [illegible] দেশ ও ফরাসী সিংহাসন পাইবেন, ঠিক ছিল। ফ্রান্সিস্ ইতালি অভিযানে প্রবৃত্ত [illegible] মাত্র উভয় নরপতি বুর্বঁর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ধরা [illegible] গেল। ফ্রান্সিস্ বুর্বঁকে ধরিবার আদেশ দেওয়ায় বুর্বঁ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। [illegible] নিজ রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও হেনরি ফরাসী [illegible] অধিকার করিবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন না। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লম্বার্ডিতে ফরাসী [illegible] পরাজয় ও ফলে ফরাসীদের ইতালি ত্যাগে এবং চার্লস সাহায্যার্থ আসায়, [illegible] ফ্রান্স জয়ের আশা আবার জাগিয়া উঠিল। যদিও হেনরি চার্লসকে সর্ব্বপ্রকারে [illegible] করিতে লাগিলেন, তথাপি চার্লস যে শুধু নিজ স্বার্থ সাধনের কথাই ভাবিতে-[illegible], তাহা অচিরে বুঝা গেল। প্রকৃত পক্ষে চার্লসের সহিত মিত্রতায় হেনরির লাভ [illegible] হয় নাই কিন্তু চার্লস মিলান জয় করিয়া প্রভেন্স অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়া-[illegible]। অর্থাৎ চার্লস স্পেনস্থ নিজ রাজ্যের সহিত বিজিত ইতালীয় রাজ্যগুলির যোগাযোগ [illegible] সচেষ্ট হইয়াছিলেন। হেনরি বুঝিতে পারিলেন, ফরাসী সিংহাসন তাঁহাকে দেওয়া [illegible]সের উদ্দেশ্য নয়, ফ্রান্সিস্‌কে খর্ব্ব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শুধু হেনরি নন, তাঁহার

ফরাসী সামন্ত বুর্বঁর দ্রোহিতা এবং ইংল্যাণ্ড, ও অষ্ট্রিয়ার তাঁহাকে সাহায্য দান।

বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় বুর্বঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

অষ্ট্রিয়াপতি চার্লসকে সাহায্য করিয়া ইংল্যাণ্ডের কোন লাভ হয় নাই। নিজ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত অষ্ট্রিয়া ইংল্যাণ্ডকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে।

মন্ত্রী উল্‌সিও চার্লসের হাতে নাকাল হইলেন। তিনি দশম লিওর মৃত্যুর পর পোপের পদ উল্‌সিকে দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া গোপনে বিপক্ষতা করিলেন ও ফলে ষষ্ঠ আড্রিয়ান এবং তৎপর সপ্তম ক্লিমেণ্ট পোপের পদে বৃত হন। চার্লসের মতলব বুঝিয়া হেনরি বুর্বকে সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন ফ্রান্স বিশেষ সফলতা লাভ করিতেছিল। চার্লসের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া ফ্রান্সিস্ আল্পসের ওপারে ইতালিতে সৈন্য পাঠাইলেন। মিলান রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু চার্লসের সৈন্যগণকে তিনি তিনমাস ঘিরিয়া রাখিলেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এই সৈন্যদল মরিয়া হইয়া ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ বাহির হইয়া ফ্রান্সিস্‌কে আক্রমণ করিল। দক্ষিণ ইতালিতে সৈন্য পাঠাইয়া ফরাসী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অতর্কিত আক্রমণে তাহারা পরাজিত হইল এবং ফ্রান্সিস্ বন্দী হইলেন। অবস্থার এই পরিবর্ত্তনে হেনরি চার্লসের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে তিনি চল্লিশ হাজার লোক লইয়া সাহায্য করিবেন। তাঁহারা ফ্রান্স অভিযানে কৃতকার্য্য হইলেও হেনরি ফরাসী সিংহাসন পাইলে, হেনরি বুর্বকে ফরাসী যুবরাজের পদ ও তাঁহার জনপদ দিতে এবং চার্লসকে বার্গাণ্ডি, প্রভেন্স প্রভৃতি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হেনরি নিজ কন্যা মেরির সহিত চার্লসের বিবাহ দিবার অঙ্গীকারও করিলেন। হেন্‌রির পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং হেনরির মৃত্যুর পর চার্লস ইংল্যাণ্ডের অধিকারী হইবেন। হেনরি চার্লসকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন বটে, কিন্তু সাহায্য দান করা সহজ ছিল না। রাজকোষ শূন্য। টাকার জন্য আবার মহাসমিতির নিকট হাত পাতিতে না হেনরি, না তাঁহার মন্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সাহায্য লওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। রাজার কমিশনারেরা প্রত্যেক কাউণ্টিতে জনগণের নিকট হইতে আয়ের এক-দশমাংশ ও যাজকদের নিকট হইতে এক-চতুর্থাংশ চাহিলেন। বলা বাহুল্য, উভয় সম্প্রদায়ই এই দাবীর বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। জাতির রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান তখন এরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে যে, ইংরেজরা মহাসমিতিতে প্রেরিত নিজ প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থাপিত কর ছাড়া অন্য প্রকার কর দিতে প্রস্তুত ছিল না। যাজকেরা সর্ব্বাগ্রে বিরোধী হইলেন এবং প্রতি গির্জ্জা হইতে এই কথা প্রচারিত হইতে লাগিল যে, বে-আইনি কর বসাইয়া রাজা জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। দেশে বিরুদ্ধ-আন্দোলন এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল যে, উল্‌সি নিজ আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় রাজাকে ঋণ দিবে, এইরূপ তিনি অনুরোধ করেন। ইহাতেও ফল হইল না। লণ্ডন প্রায় ফাঁকি দিল এবং কমিশনাররা কেণ্ট হইতে তাড়িত হইলেন। সাফোকের তাঁতিরা বিদ্রোহ করিল, কেম্ব্রিজের লোকেরা বিরুদ্ধতা করিবার জন্য দল বাঁধিল, নরউইচের কাপড় ব্যবসায়ীরা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিল। বস্তুত, চারি দিকেই উল্‌সির দাবী অমান্য করিবার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। রাজাকে অচিরে তাঁহার দাবী ফিরাইয়া লইয়া আসন্ন বিদ্রোহ নিবারণ করিতে হইল। বলা বাহুল্য, রাজশক্তির এই পরাজয়ে হেনরি ও উল্‌সি উভয়েই ক্ষুব্ধ হইলেন। ফ্রান্স বশীভূত ত হইলই না, উপরন্তু চার্লস বন্দী ফ্রান্সিসের সহিত সন্ধি

ফ্রান্সের অধিপতি ফ্রান্সিস্ যুদ্ধে প্রথমে সফলতা লাভ করিয়াও অবশেষে চার্লসের হাতে বন্দী হন (১৫২৫)।

ফরাসী রাজ্য লোভে হেনরির চার্লসের সহিত নূতন সন্ধি;

কিন্তু অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ মহাসমিতি দিল না।

করিলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উল্‌সি ফ্রান্সে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন এই অজুহাতে তাঁহার কোন অঙ্গীকার পালন করিলেন না। এইরূপে ফ্রান্স-জয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল এবং চার্লসের সহিত মৈত্রীর অবসান ঘটিল। এই দুর্ঘটনায় উল্‌সির শক্তি-হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক; তিনি হেনরিকে নিজের নব-নির্ম্মিত প্রাসাদ হ্যাম্পটন কোর্ট দান করিয়া আবার রাজার উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। হেনরি ও উল্‌সি উভয়েই বুঝিলেন যে অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনার দিন আর নাই, প্রজারা রাজার ব্যবস্থা নির-ঙ্কুশ ভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। এই সময়ে ধর্ম্ম-আন্দোলন জনগণের মনে স্বাধীনতা ও আইনের প্রতি প্রীতি জাগাইয়া তুলিতেছিল এবং ধীরে ধীরে রাজশক্তিকে নিস্তেজ করিতেছিল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের সন্ধিতে ইংল্যাণ্ডের আশা বিনষ্ট হইল

যে সময়ে বুর্বঁর ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় হেনরি ও তাঁহার মিত্রগণের ফ্রান্স-জয়ের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়াছিল, সেই সময়ে স্কটল্যাণ্ডে হেনরি কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করেন। অ্যালব্যানি ফ্রান্সে চলিয়া গেলে মার্গারেট পুনরায় নিজ ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি স্বামী ও হেনরির সহিত বিবাদ করিয়া অ্যালব্যানিকে ডাকিয়া পাঠান। ফ্রান্সিসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে হেনরি জেদ্ করিলেন যে, অ্যালব্যানিকে চলিয়া যাইতে হইবে, অ্যালব্যানি বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া ইংল্যাণ্ডের দিকে ধাবিত হইলেও, ইংরেজ সেনাপতির ভয়ে সমুদ্র পার হইয়া ফ্রান্সে পলাইয়া যান। মার্গারেট তাঁহার ভ্রাতা হেনরির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পুত্র পঞ্চম জেম্‌সকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ফরাসী দলের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য লর্ড সারে অগ্রসর হইবামাত্র, ইংরেজ সৈন্যদিগকে দেখিয়া সমুদায় স্কটল্যাণ্ড বিদ্রোহ করিল। অ্যালব্যানি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং লর্ড সারে হঠিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহার পর সারে যখন আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, অ্যালব্যানি ভয়ে পলাইয়া গেলেন। এইরূপে স্কটল্যাণ্ডে পুনরায় মার্গারেটের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ও হেনরি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

স্কটল্যাণ্ডে হেনরির সফলতা।

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে ধর্ম্মসম্পর্কিত আন্দোলনকে একটি বিশেষ স্থান দিতে হয়। যে সময়ে পৃথিবীর প্রভুত্ব লইয়া চার্লস ও ফ্রান্সিসের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ চলিতেছিল, সেই সময়ে জার্ম্মাণি নব অভ্যুদয়ের (রিফর্ম্মেশন) বাণীতে প্রকম্পিত হইতেছিল। লুথার ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে খৃষ্টান সমাজের ও ধর্ম্মের বিবিধ গলদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে উপহসিত হইলেও ক্রমে তাঁহার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পোপের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। পোপ এবং সম্রাট্ উভয়েই তাঁহাকে সমাজ ও সম্প্রদায়চ্যুত করেন। তাঁহাকে প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিতে হইল এবং সেই লুক্কায়িত অবস্থাতেই তিনি শুধু পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং পোপের বিরুদ্ধেই প্রচার আরম্ভ করিলেন। পোপ বা রাজা তাঁহাকে যতই বিতাড়িত করুন, জার্ম্মাণিতে এবং অন্যত্র জনগণ তাঁহার কথা আগ্রহের সহিত শুনিল। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তখন সহজেই বহু লোক তাঁহার লেখা ও বাণীর সাক্ষাৎ পাইতেছিল। রোমের অত্যাচার, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাংসারিকতা ও গলদ, পোপ-সমর্থিত নানাবিধ কুসংস্কার

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে ধর্ম্মান্দোলনের স্থান।

লুথার এবং প্রচলিত মত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন।

প্রভৃতি কারণে লুথার বহু লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রথমত হেনরি রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মনৈতিক কারণে পোপকে সমর্থন করিতেছিলেন। রোমকে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির অধিপতিদের বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইতেছিল, ইংল্যণ্ডকেও তেমনি ফ্রান্স ও নীদারল্যাণ্ডের অধিপতিদের মধ্যে নিজ পক্ষ বজায় রাখিতে হইতেছিল। হেনরি বরাবর পোপের সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন এবং লুথারের প্রচারিত বাণীরও বিরুদ্ধতা করিলেন। এই জন্য ১৫২১ খৃষ্টাব্দে পোপ লিও তাঁহাকে ধর্ম্মরক্ষক এই নাম দেন। তাঁহার সভায় মোর, ফিশার, কলেট, গ্রোসিন, লিনাকার, এবং নব-বিদ্যা চর্চ্চার সমর্থক অন্যান্য ব্যক্তিগণ লুথারের বিরুদ্ধতা করিলেন। ইরাস্‌মাস লুথারের হইয়া সম্রাটের নিকট ওকালতি করেন বটে, কিন্তু লুথারের অসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততায় অবশেষে তাঁহার সহিত লুথারের বিরোধ উপস্থিত হয়। বিলাতে যে নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, লুথার তাহার বিরোধী হওয়ায় হেনরির রাজ্যের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহার আন্দোলন সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সাধারণ অধিবাসিগণ অন্যান্য দেশের মত ভাবপ্রবণ ছিল, সুতরাং তাহাদের নিকট এই নব আন্দোলন বিশেষ আদর লাভ করিল। ললার্ড আন্দোলন আর বর্ত্তমান ছিল না বটে, কিন্তু উইক্লিফের লেখা তখনো কোন কোন স্থানে লোকের হাতে হাতে ঘুরিত। উইলিয়াম টিনডেল নামক লুথারের এক শিষ্য এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইলেন। ইঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বাইবেল সকলের বোধগম্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা। কিন্তু টিণ্ডেলের পক্ষে এ কাজ সহজ ছিল না। তাঁহাকে প্রাণভয়ে জার্ম্মাণির নানা স্থানে পলাইয়া বেড়াইতে হইতেছিল। অবশেষে বহু দারিদ্র্য, অনশন ও কষ্ট সহ্য করিয়া জার্ম্মাণির হ্বার্টেমবার্গে তিনি বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত করিলেন (১৫২৫)। এই সময়েই ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তি প্রজা সাধারণের সহিত দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুবাদের কয়েক হাজার কাপি ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত হইল। কিন্তু হেনরি ও নব-বিদ্যা চর্চ্চা আন্দোলনের পাণ্ডাগণ সকলেই এই গ্রন্থের বিরোধী ছিলেন। বিরুদ্ধতার কারণ এই ছিল যে, লুথারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইবেলের অনুবাদ হয়। লুথার তখন একের পর অন্য ক্যাথলিক মত ও বিশ্বাসকে চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন, এই আক্রমণে তাহার শিষ্যগণ আবার গুরুকেও ছাড়াইয়া যান। লুথারের আন্দোলনের ফলে জার্ম্মাণিতে কোথাও কোথাও কৃষক বিদ্রোহের প্রকাশ এরূপ তীব্রভাবে হইল যে তাহাতে মোর বা ওয়ারহামের মত ব্যক্তিগণ উহার সমর্থন করিবেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মসম্পর্কিত বিষয়ে উল্‌সি প্রকৃত পক্ষে বিশেষ মাথা ঘামাইতেন না। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তিনি রোমের সহিত নিজের অদৃষ্ট গ্রথিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেণ্টপল গীর্জ্জার এক অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করিয়া টিণ্ডেলের বাইবেল পুড়াইবার আদেশ দিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু এই বাইবেলের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ এমন প্রবল ছিল যে, কোন বাধাই তাহারা গ্রাহ্য করিল না। লোকের হাতে গোপনে বাইবেল পৌছিতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ইহা পঠিত

হেনরির রাজ্যের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ লুথারের বিরোধী হইলেও জনগণ তাঁহার সমর্থন করেন।

টিণ্ডেল কর্ত্তৃক বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ।

হইতে থাকিল। এবং ক্রমে এই বাইবেল পড়িবার নিমিত্ত দল গঠিত হইল। টিণ্ডেলের রচনাবলীর এইরূপ প্রচার দেখিয়া ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে উল্‌সি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দলস্থ কোন কোন ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করা ও তাঁহাদের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইল। কিন্তু হেনরির নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনে বাঁচাইয়া রাখার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষে লুথারের আন্দোলন বাধা দিবার জন্য তেমন কঠোর নীতি অবলম্বন করেন নাই। অপিচ, নব-বিদ্যা চর্চ্চায় ব্রতী হিউ ল্যাটিমারের ন্যায় তাঁর শিষ্যকেও তিনি তাঁহার নিজ বিচারকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের চ্যাপলেন করিয়া দিয়াছিলেন।

নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলন বাঁচাইবার অভিলাষ হেনরিকে লুথারের বিরুদ্ধে কঠোর হইতে দেয় নাই।

উল্‌সি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। এই কারণে নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলন তাঁহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সপ্তম হেনরির রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ড বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে স্থান বজায় রাখিয়াছিল, তাহা এই সময়ে আর ছিল না। বস্তুত, পররাষ্ট্রনীতিতে ইংল্যাণ্ডের লাভ হয় নাই, ক্ষতিই হইয়াছিল। ইয়োরোপে চার্লস অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড কিছু পায় নাই, চার্লসের ইচ্ছা ছিল না ইংল্যাণ্ড কিছু পায়। একত্র অভিযানের প্রস্তাব মাত্রই তিনি উড়াইয়া দিয়াছেন, মেরি টিউডরের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা ছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়া তিনি পর্ত্তুগালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, অধিকন্তু বার্গাণ্ডি লাভের আশায় তিনি ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিতে অগ্রসর হন। সুতরাং হেন্‌রি ও উল্‌সি চার্লসের সহিত আর সেরূপ যোগ না রাখাই সমীচীন বিবেচনা করিলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত গোপনে এক সন্ধি স্থাপন করা হইল। কিন্তু হেনরি প্রকাশ্যভাবে চার্লসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন না। ফ্রান্স, পোপ ও কতকগুলি ইতালীয় রাষ্ট্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছিল। তাহাতে ইংল্যাণ্ড যুক্ত থাকিলেও যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড নামে নাই এবং হেনরি বিপক্ষে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও চার্লসের ক্রুদ্ধ হইবার অবকাশ ছিল না।

পররাষ্ট্রনীতিতে ইংল্যাণ্ডের পরাভব ও ক্ষতি।

অন্য রাজ্য জয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হেনরি শীকার ও খেলায় সময় কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে হেনরি তাঁহার সভার এক বালিকা অ্যান বোলিনের সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ইহার পিতা টমাস বোলিন হেনরির বিশেষ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। এবং অ্যানের ভ্রাতা জর্জ বোলিন সভাকবি ও রাজার বন্ধু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বোলিনদের অন্য আত্মীয়স্বজনরাও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। অ্যানের প্রতি হেনরির আকর্ষণ জন্মে। তাহার পিতা, ভ্রাতা ও অন্য আত্মীয় স্বজনগণও চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে হেনরির অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। হেনরি অ্যানকে বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু তাহাতে বাধা তাঁহার পত্নী ক্যাথেরিন্। ক্যাথেরিনের সকল সন্তানের মধ্যে মাত্র মেরি জীবিত ছিলেন। এদিকে তিনি মধ্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং হেনরি হয় বিবাহচ্ছেদ করিতে নয়ত তাঁহার সহিত ক্যাথারিনের বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন। রাজার উপর অ্যানের প্রভাব যে বাড়িতেছিল, তাহার

অ্যান বোলিনের প্রতি হেনরির অনুরাগ।

এক প্রমাণই এই যে, ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অ্যানের পিতা সার টমাস লর্ড রকফোর্ড উপাধি লাভ করিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পোপের সহিত ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল যেন পোপ হেনরিকে সমর্থন করেন। হেনরি যে ভাবে পোপের সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন তাহাতে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাজ সহজে নিষ্পন্ন হইবে। এই সময়ে উল্‌সি হেনরির সাহায্য করিতেছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদালতে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইল যে ক্যাথারিন তাঁহার ভ্রাতার বিধবা পত্নী ছিলেন, অতএব তাঁহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না। স্থতরাং হেনরির সহিত তাঁহার বিবাহ অসিদ্ধ। এই মোকদ্দমা গোপনে হইলেও ক্যাথারিনের কানে গেল। ক্যাথারিন এ অভিযোগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার আপীল পোপের নিকট প্রেরিত হওয়ার কথা। সে জন্য এই মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস হঠাৎ রোম অবরোধ করেন। পোপ বস্তুত তাঁহার হাতে বন্দী হইয়া গেলেন। চার্লসের অসম্মতিতে কোন কাজ করিবার সামর্থ্য পোপের ছিল না, আর রাণী ক্যাথারিন চার্লসের আত্মীয়া। স্থতরাং তিনি হেনরির পক্ষপাতী হইতে পারেন না। উল্‌সি হেনরির ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কৌশলে পোপের সম্মতিতে ইহা করিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, ব্যাপারটা এমন ভাবে নিষ্পন্ন করা যাহাতে পরে আর কোনদিন ইহা লইয়া তর্ক না উঠে। কিন্তু ফল হইল উল্টা। অ্যান বোলিনের খুড়া নরফোকের প্ররোচনায় হেনরি মনে করিলেন, উল্‌সি একাজে যথোচিত তৎপরতা দেখাইতেছেন না। এবং উল্‌সি যতই ক্যাথারিনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে হেনরিকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, ততই অ্যানের প্রতি হেনরির আসক্তি বাড়িয়া গেল। ফলে উল্‌সি হেনরির অপ্রিয়ভাজন হইলেন। সমগ্র ইতালি চার্লসের করতলগত হইয়া পড়ায় ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের মৈত্রী দৃঢ়তর হইতেছিল। এবং রোমের লুণ্ঠনের পর হেনরি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ইংল্যণ্ড তাহার সাহায্য করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া উল্‌সিকে পাঠান হইল। উল্‌সি এই স্থযোগে পোপকে বিবাহচ্ছেদের পক্ষে মত দেওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোপের তখন স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অধিকন্তু পোপ নিজ ক্ষমতা কোন প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। স্থতরাং উল্‌সির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতায় হেনরির তাঁহার উপর বিশ্বাস আরো কমিয়া গেল। ইহার পর উল্‌সির বহু চেষ্টার ফলে পোপ এক কমিশন প্রেরণ করিলেন বিচারের জন্য। এটুকু সফলতা লাভ করিলেও উল্‌সির পদ আর বেশী দিন থাকিবে না, বুঝা গেল। দেশের মধ্যে তিনি বহু শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন; রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারিত না; ফরাসীর সহিত মৈত্রী, ফ্ল্যাণ্ডার্সের সহিত বাণিজ্যনাশ প্রভৃতি কারণে বণিক্‌কুল তাঁহার বিরোধী ছিল; যুদ্ধ ও ব্যাধি দ্বারা পীড়িত ইংল্যণ্ডবাসী সমুদায় দুঃখের জন্য তাঁহাকে দায়ী জ্ঞান করিত, সর্ব্বোপরি বোলিন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সরাইয়া নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণের

পোপের সহায়তায় ক্যাথারিনের সহিত বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা ও তাহার ব্যর্থতা।

বিবিধ কারণে উল্‌সির পতন—সম্পত্তি ও সম্মানচ্যুত অবস্থায় তিনি কাল কাটান।

নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। কমিশন ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করা মাত্র হেনরি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত ক্যাথারিনের বিবাহচ্ছেদের আর কোন বাধা নাই এবং তিনি অ্যান বোলিনকে রাজপ্রাসাদে লইয়া স্ত্রীর অধিকার দিয়াছিলেন। কমিশন প্রথমত আসিতে দেরী করিল। তারপর আসিয়া তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইল হেনরির সহিত ক্যাথারিনের মিলন সাধন অথবা ক্যাথারিনকে সন্ন্যাসিনী হইতে রাজী করা। এই দুইয়ের কোনটাই সম্ভব হইল না। তারপর বিচার আরম্ভ হইল। কিন্তু বিচারে দীর্ঘ সময় লাগিল। পোপ গোপনে পরামর্শ দিয়াছিলেন দীর্ঘ কাল ধরিয়া বিচার চালাইতে। চার্লসের সৈন্যগণ যত অগ্রসর হইতেছিল, ততই তাহার মনে শুধু ইতালীয় রাজ্য হারাইবার নয় পোপের পদ হারাইবার ভয় প্রবল হইতেছিল। হেনরির সহায়তা না করিলে ইংল্যাণ্ডের উপর তাঁহার কোন ধর্ম্মনৈতিক অধিকার থাকিবে না। পুনঃ পুনঃ সে কথা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস রোমের উপর নূতন করিয়া চাপ দিতে পোপ কমিশনও উঠাইয়া লইবেন স্থির করিলেন। বিচারে যত দেরী হইতে লাগিল হেনরি তত উল্‌সির প্রতি বীতরাগ হইলেন। উল্‌সির প্ররোচনাতেই হেনরি নিজ রাজ্যের বিচারালয়ে বিবাহচ্ছেদের মামলা পূর্ব্বে আনেন নাই। এই পরামর্শের জন্য পোপ উল্‌সিকে দোষ দিলেন। পোপ কমিশনকে ডাকিয়া লইবার পূর্ব্বেই উল্‌সির চেষ্টায় কমিশন দ্বারা বিচার সুরু হইল। ক্যাথারিন সাক্ষাৎভাবে পোপের নিকট বিচারের জন্য আবেদন করিতে চাহিলেন, কিন্তু অনুমতি পাইলেন না। তিনি হেনরির পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার প্রতি এই অবিচার করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। বিচার চলিতে থাকিল এবং যখন হেনরির আশা প্রায় পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন হঠাৎ বিচার-কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে সমুদায় শ্রম পণ্ড হইল। হেনরি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। জনসাধারণও রাজার এই প্রকার অপমানে অসন্তুষ্ট হইল। বোলিন পরিবার ও তাঁহাদের মিত্রগণ বলাবলি করিতে লাগিল, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই যে রাজা ও রাণী সাধারণ লোকের মত সাধারণ বিচারালয়ে বিচারিত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পোপ সে বিচার এক্ষণে ইংল্যাণ্ডে হইতে দিতেও নারাজ, উহা ইংল্যাণ্ডের বাহিরে হইবে। হেনরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাঁহার সমুদায় রাগ গিয়া পড়িল উল্‌সির উপর। বিবাহচ্ছেদের মামলা এইরূপে স্থগিত হইয়া যাইবার পর হইতে হেনরি উল্‌সির মুখ দর্শনেও রাজী হইলেন না। পররাষ্ট্রনীতির জটিল সূত্র পরিষ্কার করিবার জন্য উল্‌সি আরো কিছুকাল মন্ত্রী রহিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতেও তাহার কৌশল ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সিস্ চার্লসের সহিত সন্ধি করিলেন এবং হেনরির পক্ষে চার্লসের সমর্থন করা ভিন্ন উপায় রহিল না। ইহার কিছুকাল পরে উল্‌সি হেনরির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারে পোপের হস্তক্ষেপ ঘটাইয়াছেন এই অজুহাতে তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ও তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। তিনি নিজের বিপুল সম্পত্তি দান করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন ও ইয়র্কের ধর্ম্মমঠে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

অষ্ট্রিয়ার চার্লসের ভয়ে পোপ হেনরির বিবাহচ্ছেদের মামলা পণ্ড করেন।

উল্‌সি অপসৃত হইবার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজশক্তি ধীরে ধীরে প্রবলতর লাভ করিতে থাকে। রাজা অষ্টম হেনরি যে কিরূপ নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, মহাসমিতি প্রতিপদে কিরূপ তাঁহার সমর্থন করিতেছিল, ইংরেজের স্বাধীনতা কিরূপ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কিরূপে রাজার ইচ্ছামত কর গ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও বিরোধিগণকে কারাগারে প্রেরণ করা হইতেছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রাজার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে উল্‌সি সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে সকল বাধামুক্তভাবে যিনি অটুট করিয়া গড়িয়াছিলেন তাঁহার নাম টমাস্ ক্রমওয়েল। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না। মধ্য বয়সে ইনি হেনরির কাজে নিযুক্ত আছেন দেখা যায়। বাল্য কালে ইনি অত্যন্ত দুরন্ত ভবঘুরে গোছের লোক ছিলেন। ইতালীর যুদ্ধে যোগদান করিয়া শুধু ইতালির ভাষা শিখিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, উহার রীতিনীতিও দুরস্ত করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ম্যাকিয়াভেলি তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যাবলীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল লাভজনক ব্যবসাতে নিযুক্ত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করত পরে মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উল্‌সির চাকুরি গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে কাজের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। উল্‌সির বিপদের সময় তাঁহার শত শত শিষ্য ও অনুচরদের মধ্যে কাহারও সাহস হয় নাই উল্‌সির সেবা করিবার। কিন্তু ক্রমওয়েল শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভুর পার্শ্বদেশ ত্যাগ করেন নাই। উল্‌সি যাহাতে ভবিষ্যতে কোন কাজে নিযুক্ত না হন তজ্জন্য নরফোক ও মোর মহাসমিতিতে এক বিল আনয়ন করিলে টমাস্ ক্রমওয়েলের চেষ্টাতে তাহা পাশ হয় নাই। তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে উল্‌সি ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ইয়র্কে নির্জ্জন বাসে যান। উল্‌সির পেন্সনের জন্য ক্রমওয়েলকে রাজার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া ওকালতি করিতে হয়। উল্‌সি রাজার ও রাজ্যের বহু লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এরূপভাবে সমর্থন ও সাহায্য করায় ক্রমওয়েলের সর্ব্বনাশ হইবার কথা। কিন্তু প্রভুর প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা তিনি সকল লোকের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন, এবং উল্‌সির হইয়া ওকালতি করিতে গিয়া রাজসাক্ষাতের তিনি যে সুযোগ পাইলেন তাহার সদ্ব্যবহার করিলেন। তাঁহার সরল কথাবার্ত্তায় হেনরি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ক্রমওয়েল তখন হইতেই পরামর্শ দেন যে রাজা নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বিবাহচ্ছেদ করুন, পোপের সহায়তা লইবার প্রয়োজন নাই। পরামর্শ অবশ্যই গোপনে দেওয়া হইল, কিন্তু উত্তরকালে ইহা রাজার কার্য্যকে কম নিয়ন্ত্রিত করে নাই। রাষ্ট্র ও গির্জ্জার উপর যে কর্ত্তৃত্ব ইহার পর হেনরি দাবী করিয়াছিলেন, তাহার সূত্রপাত এখানেই।

হেনরির সহিত টমাস্ ক্রমওয়েলের প্রথম সাক্ষাৎ।

উল্‌সির পতনে শাসন-ব্যবস্থার নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, এ পর্য্যন্ত টিউডর রাজগণ প্রধান ধর্ম্মযাজকদের সাহায্যে রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন। অষ্টম হেনরির মন্ত্রী উল্‌সিও ধর্ম্মযাজক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপসৃত হইবার পর হইতে শাসনভার অযাজকদের হাতে অর্পণ করা হয়। মোর এই পদ পান। কিন্তু মোর মন্ত্রী হইলেও রাজ্য চালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে সাফোক ও নরফোকের ডিউক ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে।

রাজকার্য্য চালনার নিমিত্ত অযাজক মন্ত্রীর প্রথম নিয়োগ।

এই পরিবার হাওয়ার্ড পরিবার নামে পরিচিত ছিলেন। ইহারা টিউডর রাজগণের উপর নিজেদের বিশেষ প্রভাব বজায় রাখিতে সমর্থ হন। নরফোক অ্যালব্যানির বিরুদ্ধে স্কচ যুদ্ধে ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজ-প্রতিনিধিরূপে পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিশেষত, নরফোক ও সাফোকের ডিউকদ্বয়ের আত্মীয় অ্যান বোলিনের প্রতি হেনরির অনুরাগ জন্মিবার পর হইতে নরফোকের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। যতদিন উল্‌সি মন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন, ততদিন নরফোক কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। উল্‌সির পতনের পর হইতে নরফোক রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার দলের লোকেরা অষ্ট্রিয়ার চার্লসের সহিত মৈত্রী রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং সে দিকে চেষ্টা হইতে থাকিল।

এই সময়ে রাষ্ট্রীয় গগনে একটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশন ডাকা হয়। ইহার হেতু এই যে, রাজকোষ ত শূন্য ছিলই, অধিকন্তু হেনরি বহুল ঋণ করিয়াছিলেন, উহা শোধ করিবার নিমিত্ত মহাসমিতির নিকট অর্থ চাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই মহাসমিতির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মহাসমিতির একটি গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে। চতুর্থ এডওয়ার্ড এবং সপ্তম হেনরি মহাসমিতিকে রাজশক্তির প্রবল বিরুদ্ধ পক্ষ জ্ঞানে সহজে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেন না। এমন কি উল্‌সিও মহাসমিতিকে এড়াইয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু উল্‌সির পতনের পর হইতে, বাতাস ফিরিয়া গেল। হেনরি মহাসমিতিকে নিজের কাজের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে রাজশক্তি এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, মহাসমিতি প্রতি পদে রাজার মতেই মত দিতে বাধ্য হয়। ফলে হেনরি যে ঋণ করিয়াছিলেন, ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতি সেই ঋণের ভার নিজেরা লইয়া তাঁহাকে উহা হইতে মুক্তি দিল। কিন্তু হেনরি মহাসমিতির আনুগত্য পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি মহাসমিতির নিকট হইতে পোপের বিরুদ্ধে তাঁহার আচরণ সম্পর্কেও সমর্থন চাহিলেন। ক্যাথারিনের সহিত বিবাহ-চ্ছেদে বিলাতী জনসাধারণের অমত ছিল। অ্যান বোলিনের প্রতিও অনেকে বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। কিন্তু পোপের বিরুদ্ধে জনমতও সমান উগ্র ছিল। তার পর ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণীকে যখন বিদেশী বিচার কমিশনের নিকট হাজির হইতে হয়, তখন বিলাতী জনসাধারণের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। পোপের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করাই ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। সেই পোপ যখন চার্লসের ইচ্ছানুসারে বিচারব্যবস্থা করিতে লাগিলেন তখন তাহা অত্যন্ত অপমানজনক হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে হেনরি যে মহাসমিতির উভয় শাখার সমর্থন সহজেই পাইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

অষ্টম হেনরি মহাসমিতির সাহায্য লাভ করেন।

পোপের বিরুদ্ধে হেনরিকে মহাসমিতি সমর্থন করে।

নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহারাও হেনরির সমর্থন করিলেন। মোর চ্যান্সেলার হইয়া কলেট ও ইরাসমাস যে সব সংস্কার চাহিয়াছিলেন তাহাতে হাত দেন। প্রটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্রভাব ছাড়া তিনি সাধারণত কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতেন না। তিনি মহাসমিতির দ্বারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ করিতেও সচেষ্ট হইলেন। রাজার বা জনগণের সম্মতি ব্যতীত ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন প্রকার নিয়ম প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইবে না, গির্জ্জার বিচারালয়সমূহের নানা অবিচার

নব-বিদ্যার আন্দোলনকারিগণ হেনরির স্বপক্ষে ছিলেন।

দূরীভূত হইবে এবং অন্যান্য দিকেও উন্নতি সাধিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে জনসভায় এক বিল আনীত হয়। ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন প্রকার সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার না করিলেও, মন্ত্রিগণ এই সকল বিল পাশ করিবার জন্য জেদ্ ধরিলেন। অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই বুঝা গেল যে, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সংস্কার ঐ সম্প্রদায় নিজেরা করিবে না, করিবে জনসাধারণ, অথচ উহা এমন ভাবে নিষ্পন্ন হইবে যে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ধর্ম্মযাজকদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও ওমরাহ্-সভা এই বিল পাশ করিয়া জনগণের সন্তোষ উৎপাদন করে। এইরূপে বিলাতের ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কতকটা রাষ্ট্রের বশে আনা হয়। নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনকারিগণ পোপের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। ক্যান্টারবারির আর্কবিশপ ক্র্যানমার আনে বোলিনের পক্ষ লইয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও তাহাতে এই অনুরোধ করেন যে ইয়োরোপের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্ডিনালগণের নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়া মতামত লওয়া হউক। নরফোক আরো সরাসরি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি করিবেন ভাবিলেন। অষ্ট্রিয়ার চার্লসের সহিত বিবাদের দরুণই পোপের সম্মতি পাওয়া যায় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। সুতরাং ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে চার্লসের নিকট লোক পাঠাইয়া তিনি মৈত্রীর প্রস্তাব তুলিলেন। চার্লস ক্যাথারিনের পক্ষ কিছুতেই ছাড়িলেন না। এদিকে কার্ডিনালগণের নিকট আবেদনেও কোন সুফল ফলিল না। ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস্ ইংল্যাণ্ডের বন্ধুতা লাভের জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার চেষ্টায় প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয় হেনরির পক্ষে মত দেয়, আর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রচুর টাকা দিয়া কিনিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ইয়োরোপের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাথারিনের সপক্ষে মত দেয়। এই অকৃতকার্য্যতায় হেনরির মন তাঁহার নূতন পরামর্শ-দাতাদের বিরুদ্ধে বিরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি উল্‌সিকে পুনরায় ডাকিয়া কার্য্যভার দিবেন এইরূপ কল্পনা করেন। নরফোক দেখিলেন বিপদ্, উল্‌সি আসিলে তাঁহাদের সকল ক্ষমতার অবসান হইবে। সুতরাং তাঁহাকে মহাদ্রোহের অপরাধে ধৃত করিয়া বন্দী করা হইল। ইহার পর তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য আনিবার কালে পথি-মধ্যে ব্যারামে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মোরের মন্ত্রিত্ব এবং ক্যাথারিণের সহিত হেনরির বিবাহ-চ্ছেদ মানিয়া লওয়াইবার চেষ্টা।

উল্‌সির মৃত্যু।

রাজক্ষমতা দৃঢ় ও অপ্রতিহত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উল্‌সির মত আর কেহ চেষ্টা করেন নাই। রাজাকে বাদ দিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রতি প্রীতির কোন অর্থ তাঁহার নিকট ছিল না, উহার স্বাধীনতা, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান—কোন কিছুরই মর্য্যাদা তাঁহার কাছে ছিল না। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রূপে তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজার সেবা করা। উল্‌সির পর টমাস ক্রমওয়েল রাজার প্রতি এই ভক্তি দ্বারা বিলাতী ইতিহাসে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। নরফোক ও সাফোক উল্‌সিকে সরাইবামাত্র সেখানে ক্রমওয়েলের স্থান হইল। হেনরির সহিত ক্রমওয়েলের সাক্ষাতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইনি শীঘ্রই আভ্যন্তর সচিবের পদ পান। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে যখন ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হেনরিকে নিজ রাজ্যে তাঁহার বিবাহচ্ছেদের মোকদ্দমা চালাইবার

টমাস্ ক্রমওয়েলের মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ ও রাজক্ষমতাকে অদ্বিতীয় করিবার চেষ্টা।

অনুমতি দিল না এবং অষ্ট্রিয়ার চার্লসকে নিজ মতে আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন টমাস ক্রমওয়েলের পরামর্শে হেনরি নিজ আদালতে বিবাহ-চ্ছেদের মাম্‌লা নিষ্পত্তি করার কথায় কান দিলেন। টমাস্‌ ক্রমওয়েল স্পষ্টই বলিলেন, রাজার উচিত পোপের এক্তিয়ারি অস্বীকার করা, নিজেকে নিজরাজ্যের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া ঘোষণা করা এবং নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সংক্রান্ত বিচারালয় হইতে বিবাহ-চ্ছেদের অনুমতি লওয়া। টমাস্‌ ক্রমওয়েলের এই পরামর্শ উদ্দেশ্যহীন নহে। রাজমন্ত্রীরূপে সমগ্র জীবন ধরিয়া তাঁহার এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। তাহা এই যে, রাজ্যের অন্য সমুদায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিয়া রাজক্ষমতাকে এক অদ্বিতীয় ক্ষমতারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সপ্তম হেনরির সময় হইতেই ফ্রান্স অথবা শুধু বার্গাণ্ডি ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক্ষণে বাকী ছিল বিলাতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপর পোপের আধিপত্য। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে পোপের আনুগত্য হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এ বিষয়ে যাজকগণ বিরোধিতা করিবেন তিনি জানিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যাজকদের বিরোধিতা এই জন্য কাম্য মনে হইয়াছিল যে, এ পর্য্যন্ত রাজশক্তির হাত হইতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল, তাহা চূর্ণ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। সমুদায় বৃহৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় রাষ্ট্রের একটি বিভাগ মাত্র আর কিছুই নহে, উহার কর্ত্তৃত্ব রাজার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাই আইন এবং তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাই সত্য—টমাস্‌ ক্রমওয়েলের অনুসৃত নীতির মূলকথা এই। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই নীতির বিরোধিতা করিবামাত্র, ক্রমওয়েল তাহাদিগকে জব্দ করিলেন। উলসির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সময়ের এক বৎসর পূর্ব্বে এক আইন ভঙ্গের জন্য দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পোপের নিকট যাওয়ায় সেই আইন পাশ হয়। উলসির কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লওয়ায়, সমগ্র জাতি একই অপরাধে অপরাধী—বিচারকগণ এরূপ ঘোষণা করেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য এক ঘোষণা করিয়া অযাজক শ্রেণীর সকলের এই অপরাধ ক্ষমা করা হয়, কিন্তু যাজকগণ ক্ষমা প্রাপ্ত হন নাই। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে এই কথা বলা হইল যে, তাঁহারা ক্ষমা পাইবেন যদি তাঁহারা দশ লক্ষ মুদ্রা জরিমানা দেন, এবং রাজাকে ইংল্যাণ্ডের গির্জ্জা ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিপতি, প্রধান রক্ষক বলিয়া স্বীকার করেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়, জরিমানা দিতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সর্ত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য রাজা ও টমাস্‌ ক্রমওয়েলের নিকট আবেদন করে। এই আবেদনে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা উহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হন। শুধু সঙ্গে এই একটি কথা যোগ করিয়া দেওয়া হয় যে, "যীশু খৃষ্টের আইনে না বাধিলে।" হেনরি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্ব আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাঁহার বর্ত্তমান চাল পোপকে জব্দ করিবার নিমিত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখনো তিনি রোমের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিলেন, কারণ পোপের বিচারালয়ে তাঁহার মোকদ্দমা নিষ্পত্তির চেষ্টা তখনো তিনি করিতে ছিলেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, পোপের সহিত হেনরির কোন সংঘর্ষ বাধিলে ইংল্যাণ্ডের জনগণ তাহাদের রাজাকে সমর্থন করিবে।

পোপের অধীনতা পাশ-ছিন্ন করিয়া বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ রাজশক্তির বশীভূত করার চেষ্টা।

যাজকদের বিরোধিতা ও তাঁহাদের দমন।

এই সহায়তা পাইবার আশায় হেনরি ইহার কিছু কাল পরে ক্যাথারিন্‌কে অ্যাম্পট হিল নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন। তথাপি এ বিষয়ে পোপের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য পোপের নিকট দূত প্রেরণ করা হইল। বলা বাহুল্য, তাহাতে কোন ফল ফলিল না। তখন টমাস্ ক্রমওয়েল এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে গিয়া তাঁহার সহিত মোরের বিরোধ বাধিল। মোর মহাসমিতির সর্ব্বকর্তৃত্বে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, উহার প্রণীত যে কোন বিধানই তিনি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন, সেজন্য তিনি ক্যাথারিনের সহিত হেনরির বিবাহ-চ্ছেদ তেমন গুরুতর সমস্যা মনে করিতেন না; শাসন-ক্ষমতা কোন এক ব্যক্তির হাতে না থাকিয়া মহাসমিতি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইবে, ইহা তিনি সঙ্গত মনে করিতেন এবং মহাসমিতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সংক্রান্ত যে সকল সংস্কার সাধন করিয়াছিল তাহা তাঁহার মতে মহাসমিতির সঙ্গত কর্ত্তৃত্বের পরিচায়ক। কিন্তু টমাস্ ক্রমওয়েল ছিলেন সমুদায় ক্ষমতা রাজহস্তে নিবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত মোরের বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকন্তু, মোর ধর্ম্মবিষয়ে পোপের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তাহাতে খৃষ্টান-জগৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিহীন হইবে। রাজার প্রতি অত্যধিক বশ্যতার প্রতিবাদ করত মোর চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করিলেন (১৫৩২)। মোর সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে ধর্ম্মবিপ্লব সুরু হইয়াছিল, তাহা থামিল না। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইংরেজকে একই কালে দুই শক্তির নিকট—রাজা ও পোপের নিকট—বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত, ইহা বিলাতের জনসাধারণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে ইংল্যাণ্ডের জাতীয়ত্ব কিছুমাত্র ছিল না, উহা বিশাল খৃষ্টান সমাজের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি জনপদ মাত্র ছিল। কিন্তু মহাসমিতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জাতীয়তা-বোধ প্রবল হইতে লাগিল, অমনি পোপের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষাও জাতির মনে দেখা দিল। সাময়িক রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও অন্যান্য কারণে এই আকাঙ্ক্ষা চাপা পড়িয়াছিল। কিন্তু অষ্টম হেনরির রাজত্বে সমুদায় ক্ষমতা যখন রাজার হাতে সংহত হইল, এবং যখন জাতীয়তা-বোধ বিশেষ ভাবে দেখা দিল, তখন রাজাকে বিদেশী বিচারকদের সম্মুখে বিবাহ-চ্ছেদ উপলক্ষে ডাকা মাত্র সমগ্র দেশের লোক খৃষ্টান সমাজ ও পোপের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইল। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন সময় আসিল যখন ইংল্যাণ্ড ধর্ম্ম ও সংসার সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই চূড়ান্ত ক্ষমতা নিজ হাতে লইবে। অষ্টম হেনরির কালে এই ক্ষমতা রাজার নামেই চাওয়া হইল। জাতির বোধ হইল যেন রাজা এ ক্ষমতা পাইলে দেশই পাইবে। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে যাজকদের সম্মেলনে এই কথাই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, রাজা প্রজাগণের শুধু ঐহিক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহা নহে, তাহাদের আত্মারও কল্যাণ সাধনের ভার তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাসমিতির সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এই সম্মেলনে একথাও প্রচারিত হয় যে, রাজার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত যাজকগণ ধর্ম্ম-সম্পর্কিত কোন আইন পাশ করিতে পারিবেন না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই সময় হইতে

টমাস্ ক্রমওয়েলের সহিত মোরের বিরোধ।

মোর মহাসমিতির সর্ব্বকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া অত্যধিক রাজবশ্যতার প্রতিবাদ করেন।

মোরের পদত্যাগ (১৫৩২)।

ইংলণ্ডের জাতীয়তা-বোধ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে রাজার নামে স্বাধীনতা দাবীর জন্য উদ্বুদ্ধ করিল।

ইংল্যাণ্ড পোপের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উদ্যত। মহাসমিতি হইতে আইন করা হইল যে পোপের আদালতে আর কোন আপীল পাঠান হইবে না, প্রতি বৎসর ইংল্যাণ্ডের গির্জা হইতে যে বিপুল অর্থরাশি নজররূপে পোপকে দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ হইল। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইংল্যাণ্ড ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিল। বিলাতের মহাসমিতি আইন দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে সমগ্র খৃষ্টান-সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল।

পোপের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াও হেনরি পোপ ক্লিমেণ্টের সহিত কিছুকাল বিবাহ-চ্ছেদ সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা চালান। অষ্ট্রিয়ার চাল্‌সের নিকট হইতে আর কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি কায়েম করা হইল। অষ্ট্রিয়ার পক্ষপাতী নরফোক ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড একযোগে পোপের উপর চাপ দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। পরন্তু ক্লিমেণ্ট জানাইলেন, হেনরি যদি ক্যাথারিনকে পুনরায় তাঁহার নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, ও অ্যান বোলিনের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু হেনরি তাঁহার রাজ্যের বাহিরের কোন বিচারালয়ের নিকটই বিচারিত হইতে অস্বীকার করিলেন। এদিকে হেনরির নিজরাজ্যে পুনর্বিচারের ব্যবস্থাও চাল্‌সের ভয়ে পোপ করিতে পারিলেন না। ফলে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে হেনরি অ্যান বোলিনকে গোপনে বিবাহ করিলেন। ক্যাথারিনের সহিত হেনরির বিবাহের বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হইলে, মহাসমিতির উভয় শাখা স্থির করিল ঐ বিবাহ দেওয়া পোপের ক্ষমতার বাহিরে ছিল, সুতরাং উহা অসিদ্ধ। ইহার পর আর্কবিশপের আদালতে বিচারের পর স্থির হইল, প্রথমাবধি ক্যাথারিনের সহিত হেনরির বিবাহ বাতিল এবং অ্যান বোলিনের সহিত বিবাহই বৈধ বিবাহ। ক্লিমেণ্ট এই কাজ বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেও কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। চার্লসের সহানুভূতি ক্যাথারিনের জন্য যতই থাকুক্ না, তিনি সেজন্য নিজে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। হেনরি পোপের বিচারের বিরুদ্ধে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পুনরায় আপীল করিয়া কোন ফল পাইলেন না। তখন পোপকে নজর দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। হেনরি নিজে লুথার ও তাঁহার প্রচারিত মতের বিরোধী থাকা সত্ত্বেও চার্লসকে জব্দ রাখিবার জন্য উত্তর জার্ম্মাণির লুথার-মতাবলম্বী রাজাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

অষ্ট্রিয়ার চার্লস ও পোপ হেনরির বিবাহ-চ্ছেদের বিরোধিতা করিলেন।

মহাসমিতির সাহায্যে বিবাহ-চ্ছেদ এবং অষ্টম হেনরির সহিত অ্যান বোলিনের গোপন বিবাহ।

এদিকে টমাস্ ক্রমওয়েল ক্রমাগত উন্নত হইতে উন্নততর পদে আরোহণ করিতেছিলেন। লর্ড প্রিভি সিল রূপে তিনি রাজার অন্যান্য সভাসদদের তুল্য পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি উল্‌সির ন্যায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া এক বিষয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। উল্‌সি পারৎপক্ষে মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতেন না, কিন্তু টমাস্ ক্রমওয়েল প্রতি বৎসর উহার অধিবেশন বসাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে ভয় উল্‌সির ছিল, ক্রমওয়েলের তাহা ছিল না। মহাসমিতি রাজার হাতে অস্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। পোপের সহিত বিবাদের পর হইতে মহাসমিতি

টমাস ক্রমওয়েলের হাতে চূড়ান্ত যাজক ও অযাজক ক্ষমতা অর্পিত হইল।

বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকারমূলক আইন (১৫৩৪)।

রাজাকে সমর্থন করিতেছিল, সুতরাং হেনরিকে উহার সম্মতিতে এক ব্যবস্থার পর অন্য ব্যবস্থা প্রণয়নে কোন বেগ পাইতে হইল না। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্পর্কে রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকারমূলক আইন (অ্যাক্ট অব্ সুপ্রিমেসি) পাশ হইল। ইহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত বিচার ক্ষমতা রাজার হাতে অর্পণ করা হইল। পৃথিবীতে ইংল্যাণ্ডের গির্জ্জার একমাত্র অধিপতি রাজা, ধর্ম্মসম্পর্কিত সকল প্রকার অধিকার তাঁহার এবং তিনি নানাবিধ উপায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এই হইল আইনের অর্থ। পর বৎসর হেনরি ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা এই উপাধি গ্রহণ করেন, এবং তাহার কিছুকাল পরে টমাস্ ক্রমওয়েল ধর্ম্মসম্পর্কিত সকল বিষয়ে রাজপ্রতিনিধি (ভিকার জেনারেল বা ভাইস্‌জেরেণ্ট) নিযুক্ত হন। সুতরাং ইহার পর হইতে চ্যান্সেলার হিসাবে চূড়ান্ত অযাজক ক্ষমতার সহিত যাজক ক্ষমতার অধিকারী টমাস্ ক্রমওয়েল হন। ক্রমওয়েলের হাতে যে এই দুই প্রকার ক্ষমতাই একত্র হইবে, তাহা বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু দুই ক্ষমতা কোন ধর্ম্মযাজকের হাতে না দিয়া একজন অযাজককে দেওয়া হইল, ইহাই রাজনীতির এক বিশেষ পরিবর্ত্তন। এই নীতির ফলে ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রূপ বদলাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। যাজকদের স্বাধীনভাবে সম্মেলন (কনভোকেশন) ডাকিবার ক্ষমতা আগেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে বিশপদের নিয়োগে নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইল। এই নির্ব্বাচনের অর্থ রাজা যাহাকে মনোনীত করিবেন তাহাকেই নির্ব্বাচন করিতে হইত। অর্থাৎ বিলাতের বিশপদের সম্পূর্ণরূপে রাজার উপর নির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। কিন্তু হেনরি শুধু ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বিশপদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন না। পূর্ব্বোক্ত প্রাধান্য-স্বীকারমূলক আইনের ফলে সকল শ্রেণীর যাজকদিগকে পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা হেনরি লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থলে যাজক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ ধর্ম্ম-চিন্তা অপেক্ষা বিষয়-চিন্তাতেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। এককালে ললার্ড আন্দোলন এই সব যাজককে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে নব-বিদ্যা চর্চ্চার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ও রাজশক্তি উভয়েই ইহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। নব-বিদ্যার আন্দোলন-কারিগণের বিদ্বেষের কারণ এই ছিল যে, এই সকল যাজক বংশ বিশেষভাবে তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছিল। আর রাজশক্তির বিদ্বেষের কারণ ছিল দুইটি—(১) এই সকল যাজকের হাতে প্রভূত অর্থ জমা ছিল, কিন্তু তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেছিলেন না, (২) হেনরি যখন সাহায্য বা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন ইহারা তাহাতে বাধা দিয়াছিল। এক কথায় ইহাদের নির্ভীকতা ও ধনবত্তা ইহাদিগকে রাজার অপ্রিয় করে। সমুদায় যাজককুলের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য দুইটি রাজকীয় কমিশন বসে। ইহারা ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির নিকট যে বিবরণী দাখিল করে তাহাতে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, যাজক-শ্রেণীর কতকাংশ বাদে অন্য সর্ব্বত্র অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বর্ত্তমান। জন-সভার কেহ কেহ সমুদায়

যাজকদিগকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিবার উদ্যম।

যাজক-শ্রেণী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু একটি রফার ফলে এই স্থির হয় যে, যে ধর্ম্মমঠের আয় ২০০ পাউণ্ডের নীচে তাহাই তুলিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপে মহাসমিতির আইন দ্বারা কয়েক শত মঠকে তুলিয়া দিয়া তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি রাজাকে দেওয়া হইল। টমাস ক্রমওয়েল ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে গির্জ্জার বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে। সেজন্য তিনি উহার মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে রাজার কাজে নিয়োজিত করিতে মনস্থ করিলেন। কোন্ বিশপ কি বলিবেন, কাহার নিকট বলিবেন, তাহা রাজার ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। পোপ যে অন্যায়ভাবে বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন এবং রাজাই ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা এই কথা প্রতি বিশপ ও তাঁহার অধস্তন সমুদায় যাজকদিগকে গির্জ্জার বক্তৃতার মধ্য দিয়া বলান হইল।

পোপের সহিত যতক্ষণ হেনরির সংঘর্ষ চলিতেছিল, ততক্ষণ জনগণ সর্ব্বান্তঃকরণে রাজার সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়কে যখন সম্পূর্ণ বশ করিবার উপায়সমূহ অবলম্বিত হইতে থাকিল, তখন সমগ্র দেশ চুপ করিয়া রহিল, রাজাকে সমর্থন করিল না। রাজা ক্রমে যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন, জাতির অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান পদদলিত করিতে ইতস্তত করিলেন না, তখনো কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ হইল না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমগ্র দেশ ক্রোধ ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিল। লোকেরা যে চুপ করিয়া রহিল, তাহার কারণ ভয়। লোকে ভয়ে এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে এরূপ আর কখনো হয় নাই। টমাস ক্রমওয়েল দেশব্যাপী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। কোন লোকই তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা বা চিঠি লেখা নিরাপদ্ মনে করিত না। চুপ করিয়া থাকিয়াও নিস্তার ছিল না। রাজার বিরুদ্ধে চিন্তা করিলে ত রাজদ্রোহ হইতই, অধিকন্তু লোককে নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন মহাসমিতি কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। ক্রমওয়েল দৃঢ়হস্তে সর্ব্বত্র এরূপ ত্রাস উৎপাদন করিলেন যে, পূর্ব্ব স্বাধীনতার কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। মহাসমিতি হইতে তাঁহার কোন ভয় ছিল না, কারণ মহাসমিতি রাজার ইচ্ছানুসারে চলিতেছিল। জুরী ও বিচারকগণ শুধু রাজার ইচ্ছার বাহন ছিল। সমগ্র দেশ ও জাতি ভয়ে টমাস ক্রমওয়েলের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছিল। ক্রমওয়েল ভয় দ্বারা যেমন জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছিলেন, তেমনি রাজার উপরও আপনার প্রভাব বজায় রাখিতে সমর্থ হন। প্রকাশ্য বিপদ্ সম্বন্ধে হেনরির কোন ভয় ছিল না। কিন্তু ক্রমওয়েল সর্ব্বদা গুপ্তশত্রুর চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে একেবারে নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। দেশের আবহাওয়া প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার কাহিনীতে পূর্ণ ছিল এবং ক্রমওয়েল রাজাকে তদনুসারে চালিত করেন।

টমাস্ ক্রমওয়েলের দেশব্যাপী ত্রাস উৎপাদন করত রাজা ও জনসাধারণের উপর নিজ প্রভাব বজায় রাখেন।

টমাস্ ক্রমওয়েলের সহিত মোরের বিরোধের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহচ্ছেদ লইয়া পোপের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইবার পর মোর প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ

না করিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। মোর যদি প্রতিবাদ করিতেন ক্রমওয়েল তাহা সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার এই নীরব উপেক্ষা ক্রমওয়েলের সহ্য হইল না। মহাসমিতির সর্ব্বকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে মোর সর্ব্বদাই ইচ্ছুক ছিলেন। সেজন্য মহাসমিতির সাহায্যে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন পাশ করিয়া যখন স্থির হইল অ্যান বোলিনের সহিত রাজার বিবাহ বৈধ ও অ্যান বোলিনের পুত্র কন্যারাই রাজার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ক্যাথারিনের কন্যা মেরি নহে, তখন তাঁহার আপত্তি করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সেই আইনের বলেই ব্যবস্থা হইল যে, সকল লোককে শপথ গ্রহণ করিয়া এই উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মোরের নিকট ইহার অর্থ এই ছিল যে, ক্যাথারিনের বিবাহ প্রথমাবধি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সুতরাং অসিদ্ধ ছিল। যাজকদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া সহজে এই শপথ গ্রহণ করিলেও মোর এই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে ভাবিবার সময় দেওয়া হইল, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল। নানাপ্রকার উচ্চ উপাধি ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা গেল না। সুতরাং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। কিছুদিন পরে একই কারণে তৎকালীন সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ও সম্মাননীয় যাজক ফিশার কারাগারে প্রেরিত হইলেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মহাদ্রোহ সম্বন্ধে নূতন এক আইন প্রণীত হয়—রাজার অধিকার বা উপাধি অস্বীকার করিলেও তাহা দ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেনরি ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চরম নেতৃত্ব সূচক উপাধি গ্রহণ করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু দ্রোহ সম্পর্কে নূতন আইনের ফলে বহু যাজক রাজকর্ম্মচারীদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই, এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। প্রথমে যদিও মোর ও ফিশারের প্রতি এই চরম দণ্ডের আজ্ঞা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা এক্ষণে রেহাই পাইলেন না, ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন।

মোর ও ফিশার রাজার উত্তরাধিকারীদিগকে স্বীকার করার জন্য শপথ গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৫৩৫)।

এক্ষণে টমাস্ ক্রমওয়েল ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উপস্থিত হইলেন। সমগ্র ইংল্যাণ্ড তাঁহার পদানত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের সমুদায় ক্ষমতা তাঁহার হাতে কেন্দ্রীকৃত, তিনি একাধারে পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তর সচিব, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাজপ্রতিনিধি, নব নৌবাহিনীর স্রষ্টা, সৈন্যদিগের শৃঙ্খলাবিধায়ক, এবং 'ষ্টার চেম্বারে'র সভাপতি। রাজ্যের কাজে তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণে শ্রম করেন, সমগ্র দেশের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের তিনিই চূড়ান্ত মীমাংসা করেন। এক কথায় রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন ক্রমওয়েল, যদিও তিনি তাঁহার সরল নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রাপ্রণালী ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য হইল ওমরাহ্‌গণের পক্ষে। ইঁহারা প্রতিদিন তাঁহার আইন দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিতেছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহারা বিদ্রোহ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ অ্যান্ বোলিন অসচ্চরিত্রের অভিযোগে কারাগারে প্রেরিত হইলেন। বিচারের পর তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। রাণীর এই প্রকার সর্ব্বনাশে ওমরাহ্‌গণ মনে

ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে টমাস্ ক্রমওয়েল।

রাণী অ্যান্ বোলিনের প্রাণদণ্ড।

করিলেন যে, এইবার ক্রমওয়েলের পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে এবং সেজন্য তাঁহার বিরুদ্ধতা করিবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিলেন। ধর্ম্মমঠসমূহ উত্তর ইংল্যাণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এখানকার লোকেরা সহজেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে লিঙ্কনসায়ারে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। উহা প্রশমিত হইতে না হইতেই ইয়র্কশায়ার তাহাতে যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে উত্তর ইংল্যাণ্ডের প্রায় সকল ওমরাহ্ একত্র হইয়া ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ বিদ্রোহী হইলেন। ইঁহারা "ভগবৎ কৃপা প্রার্থীদের অভিযান" (পিলগ্রিমেজ অব্ গ্রেস্) নামে এক অভিযান স্বরু করেন। ইঁহাদের দাবী ছিল, রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন, পোপের সহিত মিলন, ক্যাথারিনের কন্যা মেরিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারসমূহের নিবারণ এবং অনাচারী রাজপরিষদগণের দূরীকরণ। এক কথায় টমাস্ ক্রমওয়েলকে ক্ষমতাচ্যুত করা এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য। নরফোকের সামন্তের সৈন্যেরা ইহাদিগকে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করিতে না দিলেও এই বিদ্রোহ প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমওয়েল তাহাতে একটুও ভীত হইলেন না। নরফোক তাঁহার হইয়া শান্তির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হইল এবং বিদ্রোহীরা মনে করিলেন যে, তাঁহাদের দাবীসমূহ মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তখন বিজয়োল্লাসে ওমরাহ্ ও কৃষকগণ নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অমনি টমাস ক্রমওয়েল অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছোটখাট বিদ্রোহের অজুহাতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েল বিদ্রোহীদের যে সকল দাবী মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা কাড়িয়া লইলেন। তারপর আরম্ভ হইল কঠোর দমন-কার্য্য। বহুস্থান সৈন্যদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া শান্তির ব্যবস্থা হইল। ক্রমওয়েলের ক্রোধ বিশেষ ভাবে যে সকল ওমরাহ্ বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। এই ওমরাহ্দের কাহাকেও তিনি রেহাই দিলেন না। যাঁহার পদমর্য্যাদা যত বড়ই হোক্ না, প্রত্যেককে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এইরূপে কত ওমরাহ্-পরিবার যে শূন্য হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিদ্রোহ দমনের দ্বারা বুঝা যাইবে রাজশক্তি কিরূপ প্রবল হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা কেহই রাজার উচ্ছেদ কামনা করে নাই, রাজার চারিদিকে যে সব পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁহাদিগকে ও বিশেষভাবে ক্রমওয়েলকে অপসারিত করাই ছিল বিদ্রোহের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাজশক্তি অব্যাহত রাখাতে কাহারো আপত্তি ছিল না।

টমাস্ ক্রমওয়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ও কঠোরভাবে তাহা দমন।

অষ্টম হেনরি এই সময়ে আয়ার্লাণ্ড দমনেও সফলতা লাভ করেন। সপ্তম হেনরির সময় হইতেই এই দেশকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে উহা শাসন করিবার নিমিত্ত যে সব ওমরাহ্কে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা আইরিশদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। সমগ্র দেশ করভার, দস্যুদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার দ্বারা প্রপীড়িত হয়। অষ্টম হেনরি নিজের দৃঢ়হস্তে শাসনভার তুলিয়া লইয়া এই সকলের অবসান করিতে চাহিলেন। ইংল্যাণ্ডে তিনি যেরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, আয়ার্লাণ্ডেরও তিনি সেইরূপ একমাত্র প্রভু হইবার জন্য রাজ্যের শেষভাগে

অষ্টম হেনরি কর্ত্তৃক আয়ার্লাণ্ড-জয় ও শাসন (১৫৩৫)।

আইরিশদিগকে ইংরেজ বানাইবার প্রচেষ্টা।

সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিলেন। পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি রাজ্যে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহার নিজ ইচ্ছামত রাজাকে চালাইতেন। কিন্তু অষ্টম হেনরি কিল্ডওয়ারের আর্লকে ইংল্যাণ্ডে ডাকিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাহাতে তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিরা ও আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যান্য বিলাতী ওমরাহ্‌গণ বিদ্রোহ করিলেন (১৫৩৪)। বিদ্রোহিগণ নানাবিধ অত্যাচার করিয়া ইংরেজ সৈন্যদের আসিবার পথে জলাভূমিতে ও জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যতবার ইংরেজগণ আয়র্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে ইহারা এই পথ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অষ্টম হেনরি সহজে নিরস্ত হইবার লোক নহেন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরিত হইল। ইহারা কামান দাগিয়া দুর্ভেদ্য আইরিশ দুর্গসমূহ একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। এই আঘাত এত আকস্মিক যে, বিদ্রোহিগণ বাধা দিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইল না। আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে অষ্টম হেনরির করতলগত হইল। সমগ্র দেশ তাঁহার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া রহিল। তিনি সাময়িক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি ইহার পর সাত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে একের পর অন্য জনপদ অধিকার করিতে থাকেন। হেনরি সাত বৎসর পরে সমগ্র দেশকে অধিকতর বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর তাঁহার লক্ষ্য হইল আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংরেজী সভ্যতার আদর্শে গঠিত করা। একাজ তিনি গায়ের জোরে না করিয়া আইনের দ্বারা করিতে চাহিলেন। বিলাতী রাষ্ট্রবিদ্‌গণ আইরিশ সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, কাব্য, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে হয় অজ্ঞ ছিলেন নয়ত বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সুসভ্য ও ইংরেজ বানাইবার পথ ছিল তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আচার-ব্যবহার, আইন ও ভাষা হইতে বিচ্যুত করিয়া বিলাতী রীতিনীতি ইত্যাদি প্রবর্ত্তন করা —ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল ও তদনুরূপ কাজ আরম্ভ হইল। ইংরেজ ঔপনিবেশিক বসাইলে আয়ার্ল্যাণ্ড জয় আরো সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া কেহ কেহ পরামর্শ দিলেও টমাস ক্রমওয়েল তাহা করেন নাই। উহাতে রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল ও ব্যয়বাহুল্য ঘটিত। অধিকতর নিরাপদ্, ব্যয়হীন, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নীতি হইল আইরিশ অধিস্বামী বা ওমরাহ্‌দিগকে দলে আনিয়া তাহাদেরই সাহায্যে বিলাতী রীতিনীতি দেশের মধ্যে বদ্ধমূল করা। ক্রমওয়েল এই পথ অবলম্বন করিলেন। সুবিচার ও আইনপরতন্ত্রতার উপকার ওমরাহ্‌দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। বলা হইল, তাহাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করা ইংরেজদের উদ্দেশ্য নয়। কঠোর ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বুঝাইয়া কাজ সম্পন্ন করা অধিকতর সমীচীন বিবেচিত হইল। এইরূপে ক্রমাগত একের পর অন্য আইরিশ-সর্দ্দারকে দলে টানিয়া আনা হয়। রাজার প্রতি বশ্যতাসূচক শপথ ও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার না করিবার অঙ্গীকার সর্দ্দারদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রাজভক্তির প্রথম লক্ষণ বিলাতী উপাধি গ্রহণ ও বিলাতের রাজসভায় শিক্ষার্থীরূপে নিজ পুত্র প্রেরণ। কখনো কখনো ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী পোষাক ইত্যাদি সম্বন্ধে বাধ্য-বাধকতা ছিল। সর্দ্দারদিগকে বশ করিবার জন্য প্রচুর উৎকোচের ব্যবস্থাও হইল। পূর্ব্বে আইরিশ প্রথামত জমির অধিকারী ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট বংশের সমুদায় লোক। এক্ষণে সর্দ্দারগণ জমির মালিকত্ব লাভ করিল।

ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ডের উপর কার্য্যত সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার পর, টমাস ক্রমওয়েল ধর্ম্ম-সংস্কারে মন দিলেন। সমগ্র দেশে কোন্ ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবে তাহা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা রাজার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনের প্রতি হেনরির অনুরাগ কোনদিন কমিয়া যায় নাই। ক্রমওয়েলও হেনরির মতের পোষক ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেও তিনি ধর্ম্ম-বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা ক্যাথলিক ধর্ম্ম অক্ষত রাখিয়াই উহার সংস্কার সাধন করিতে প্রয়াসী হইলেন। বস্তুত ইরাসমাস্ ও কলেট যে সকল সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা সেগুলিই প্রবর্ত্তন করিলেন। নরফোক ও মোরের মন্ত্রিত্ব-কালে রাজার পক্ষ হইতে বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের অঙ্গীকার করা হয়। অনুবাদের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। অবশেষে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে কোন ক্রমে টিণ্ডেলের অনুবাদেরই এক সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, রাজশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা ইহার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার আগে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্পর্কিত সত্য মাত্রই গির্জ্জার দান ছিল, কিন্তু এখন হইতে রাজাই তাহার উৎস হইলেন। হেনরি সিংহাসন হইতে যাজক ও অযাজক সকল শ্রেণীর লোককে ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণ করিতেছেন, বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠায় অঙ্কিত এই চিত্রের দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়েও রাজার একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা প্রচার করা হইল। কিন্তু নববিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলন চিরকাল স্বাধীন মত ও বিশ্বাসের অধিকার রক্ষার প্রয়াস করিয়াছে। সুতরাং এই দৃশ্য কোন ক্রমেই নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনের সহিত খাপ খাইতে পারেনা। মোর যে ইহার সমর্থন করিতে পারিবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বস্তুত, এই সময়ে অবস্থার বিপর্য্যয়ে হেনরি ধীরে ধীরে লুথার প্রবর্ত্তিত মতবাদের দিকেই ঝুঁকিতেছিলেন। হেনরি প্রথমত লুথারের বিরুদ্ধতা বিশেষ ভাবেই করিয়াছিলেন; তাহার রাজ্যে যাহাতে লুথারের লিখিত পুস্তক প্রচারিত না হয় তজ্জন্য আইন পর্য্যন্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসীরাজ ফ্রান্সিসের প্ররোচনায় তিনি পোপের সহিত সকল সম্পর্ক শেষকালে ত্যাগ করেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার চার্লসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সিস্ ইংলাণ্ডকে কোন সাহায্য করিলেন না। মেরির উত্তরাধিকারীদের সিংহাসন সম্পর্কে দাবীচ্যুত করায় চার্লস ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণে ফরাসীরাজ সহায়তা করিলে তিনি মেরির সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। আত্মরক্ষার্থে হেনরিকে এই সময়ে বাধ্য হইয়া উত্তর জার্মাণির লুথার মতাবলম্বী রাজাদের সহিত মিলিত হইতে হয়। ইঁহারা চার্লসের ভয়ে শ্মালকাল্ড সঙ্ঘ নামে সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার একটি সর্ত্ত ছিল লুথারের মতবাদকে বাধা না দেওয়া। এ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত তাহার তদানীন্তন মন্ত্রিগণের প্রায় সকলে একমত ছিলেন। সেইজন্য ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে দুই পক্ষের সন্ধিতে লুথার বা তাঁহার শিষ্যগণের প্রচারিত বহু মত ও বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। আশঙ্কা ছিল যে, ইংল্যাণ্ডের যাজকগণ বিরুদ্ধতা করিবেন; কিন্তু রাজা নিজ হাতে সন্ধির বিভিন্ন ধারাসমূহ লিখিয়াছিলেন, ইহাই সকল প্রকার প্রতিবাদকে

ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে রাজার আনুগত্য স্বীকার করিল।

শ্মালকাল্ড সঙ্ঘ ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে হেনরির লুথার মতাবলম্বীদের সহিত যোগদান।

স্তব্ধ করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিলাতের সমুদায় যাজকশ্রেণী অবনতমস্তকে এই পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বশীভূত হইল না।

ইংল্যাণ্ডের যাজকগণ এই পরিবর্ত্তনে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের যাজকদের সম্মতি লাভ করা গেল না। পোপের সহিত বিচ্ছেদ সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে কোন প্রভেদ ছিল না। ধর্ম্মবিষয়েও রাজার আনুগত্য স্বীকারসূচক বিল সম্বন্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। ছোট-খাট ধর্ম্মমঠগুলিকে বিনষ্ট করার কার্য্য বিনা বাধায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডে নব অভ্যুদয়ের (রিফর্ম্মেশন) আন্দোলন কোন দিনই প্রবল হইতে পারে নাই। তথাপি তীর্থযাত্রা নিষেধ, প্রতিমা ভঙ্গ বা পূজার ব্যবস্থার সংস্কার আইরিশগণ বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না। এমন কি, রাজার আনুগত্য স্বীকার করার আইন সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠিল এবং আইরিশ বিশপগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক হইতে পোপের নাম মুছিয়া ফেলিতে রাজী হইলেন না। টমাস্ ক্রমওয়েল সমগ্র দেশকে একই ধর্ম্মমত দ্বারা বাঁধিয়া দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিরোধী যাজকগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগকে বশ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে ফল হইল এই যে, সমুদায় আয়ার্ল্যাণ্ড রাজার বিরুদ্ধে একত্র মিলিত হইল।

প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতির ফলে টমাস্ ক্রমওয়েলের সহিত অষ্টম হেনরির বিরোধ।

লুথার মতাবলম্বী বা প্রটেষ্টাণ্টদের সংখ্যা কম হইলেও তাঁহাদের প্রভাব ক্রমাগত বাড়িতেছিল। ইঁহারা শুধু নিজেদের মত প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, জোরের সহিত করিতেন। বিপক্ষ মত সহ্য করিবার মত সহিষ্ণুতা ইঁহাদের ছিল না, সেজন্য অত্যাচার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুত, এই সময়ে ক্যাথলিক মত ও বিশ্বাস ইঁহাদের দ্বারা এরূপ ভাবে সর্ব্বত্র অপমানিত ও অত্যাচারিত হইতে থাকে যে, তাহা রোধ করিবার সামর্থ্য টমাস্ ক্রমওয়েলের ছিল না। ইংরেজী বাইবেল প্রচারিত হইবার পর হইতে ক্যাথলিকদের উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়া গেল। বহু প্রতিমা বিনষ্ট ও ভগ্ন হইল। প্রটেষ্টাণ্ট জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া কোথাও কোথাও ক্যাথলিক গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া যাজকদের উপর অত্যাচার করে। ক্যাথলিকদের কোন কোন ধর্ম্ম-সাধনকে এই প্রটেষ্টাণ্টগণ বিশেষভাবে উপহাস করিলেন। এই সময় হইতেই টমাস্ ক্রমওয়েলের সহিত অষ্টম হেনরির বিরোধ বাধে। প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি হেনরি অনুকূল ছিলেন না। নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনকারীদের সহায়করূপে হেনরি তাঁহার প্রজাদের রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা-নিষ্ঠা, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাড়াবাড়ি করিবার অনিচ্ছা বর্ত্তমান ছিল, তাহা হেনরির মধ্যেও দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় টমাস্ ক্রমওয়েলের সহিত রাজার মতান্তর হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বহু ধর্ম্ম-মঠের বিনাশ করিয়া সম্পত্তি রাজ-কোষে প্রেরণ।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশনে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। মহাসমিতিতে রাজার ইচ্ছা মাত্রেই কোন বিধান আইনে পরিণত হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত এই বৎসর যেমন পাওয়া যায় এমন আর কখনো পাওয়া যায় নাই। অনাচার ইত্যাদি সংস্কার করিবার জন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ৬০০ মঠ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং তদ্দরুণ রাজকোষে একপ

প্রচুর অর্থাগম হইল যে, অর্থের জন্য আর কখনো মহাসমিতি আহ্বান না করিবার প্রতিশ্রুতি হেনরি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাসমিতি ধর্ম্মে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবার আইনও প্রণয়ন করিল। এমন কি কোন কোন উচ্চপদস্থ প্রটেষ্টাণ্ট যাজককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল ও বহু প্রটেষ্টাণ্টকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু টমাস ক্রমওয়েল এই প্রতিক্রিয়ার গতিরোধ করিলেন। নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলনের প্রতি তাহার যতই সহানুভূতি থাকুক না, তিনি প্রটেষ্টাণ্টদের বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী না হইলেও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাহার প্রভাবে, অল্পদিনের মধ্যে কারারুদ্ধ যাজকগণ মুক্ত হইল। এই সময়ে ক্রমওয়েল একাকী হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপর প্রীতি ছিল না। প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি তাহার পক্ষপাতিতার জন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাহাদের বিদ্বেষ করিতেন। জন সাধারণ তাহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিত। একমাত্র প্রটেষ্টাণ্টগণ তাহার বন্ধু ছিল। কিন্তু তৎকালে এই বন্ধুত্ব মারাত্মক ছিল, কারণ ইহাদের বন্ধুত্বের ফলে তাঁহাকে রাজা ও প্রজা উভয়ের অধিকতর বিরাগভাজন হইতে হইল। টমাস্ ক্রমওয়েলের পতন সুরু হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন হেনরি ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্ তাঁহার সমর্থন করিয়াছেন, ততদিন তিনি দৃঢ়হস্তে নির্ভীকভাবে রাজ-কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। কোন বাধার প্রতিই তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই জন্য রাজার বিবাহ-চ্ছেদ সম্বন্ধে বিরোধিতা করার অপরাধে তিনি কোর্টনি ও পোল নামক সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন পরিবারদ্বয়কে সমূলে বিনষ্ট করিতে ইতস্তত করেন নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে রাজার প্রাধান্য অস্বীকার করায় কয়েকজন ধর্ম্মযাজকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

টমাস্ ক্রমওয়েল রাজা ও প্রজার বিরাগভাজন হন।

জেন সেমুরের পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড।

অ্যান্ বোলিনের মৃত্যুর পর হেনরি জেন সেমুর নামে এক নাইটের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে এই রাণী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেমুরের পুত্রই ভাবী ষষ্ঠ এডওয়ার্ড। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে টমাস ক্রমওয়েল হেনরির সহিত লুথার মতাবলম্বী জার্ম্মাণ বংশীয় ক্লিব্‌স্ জনপদের অ্যানের বিবাহ দেন। অ্যান্ দেখিতে সৌন্দর্য্যহীনা থাকায় এই বিবাহে হেনরির বিশেষ মত ছিল না। ক্রমওয়েল একরূপ জোর করিয়া এই বিবাহ দেন, কারণ তাহার উদ্দেশ্য ছিল উত্তর জার্ম্মাণির রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি অষ্ট্রিয়ার চার্লসের উচ্ছেদসাধনে ফ্রান্সের সহায় হইবেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। না জার্ম্মাণ নরপতিগণ, না ফ্রান্স চার্লসের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন। হেনরি দেখিলেন, তাহাকে একাই অষ্ট্রিয়াপতির সমুদায় আক্রোশ সহ্য করিতে হইতেছে, আর এমন এক নারীকে বিবাহ করিয়াছেন যাহার প্রতি তাহার কোন প্রীতি নাই। তাহার সমুদায় ক্রোধ টমাস ক্রমওয়েলের উপর গিয়া পড়িল। ওমরাহরা আগে হইতেই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন চারিদিক্ হইতে ক্রমওয়েলের উপর বিদ্রূপ ও অপমান বর্ষিত হইতে লাগিল। মহাসমিতির বিচারে মহাদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইল। এ সংবাদ যখন জানান হইল তখন মহাসমিতির সভ্যগণ হাততালি দিয়া নিজেদের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মহাদ্রোহের অপরাধে মহাসমিতির বিচারে টমাস্ ক্রমওয়েলের ফাঁসি।

টমাস্ ক্রমওয়েল রাজশক্তিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্বময় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

টমাস্ ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইল। রাজশক্তির বিরোধিতা করিতে পারে রাজ্যমধ্যে এমন আর কোন দ্বিতীয় শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ওমরাহ্‌গণ রাজভয়ে ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। জন-সভা সম্পূর্ণরূপে রাজমতের সমর্থক লোক দ্বারা পূর্ণ, রাজকীয় ঘোষণা মহাসমিতি প্রণীত আইন এবং রাজার অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা মহাসমিতি স্থাপিত কর হইয়া দাঁড়াইল। সাধারণ বিচারালয়ে সুবিচারের পরিবর্ত্তে রাজার ইচ্ছা অনুসারে কাজ হইত। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চরম নেতৃত্বভার হেনরির হাতে ন্যস্ত ছিল, সুতরাং ছোট বড় সমুদায় যাজক তাঁহারই ইচ্ছামত কাজ করিতেন। রাজার ইচ্ছায় ধর্ম্মমত নিয়ন্ত্রিত হইত। ধর্ম্মযাজকদের অর্দ্ধেক ধনসম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, বাকী অর্দ্ধেক রাজার অনুগ্রহে অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, এই সময়ে বিলাতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে রাজার সম্বন্ধে ধারণা ছিল এই যে, তিনি সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার স্থান মর্ত্ত্যজনের বহু উর্দ্ধে। বলা বাহুল্য, রাজার প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা টমাস্ ক্রমওয়েলই প্রজাদের মনে বিশেষভাবে রোপিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাসমিতির ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করেন।

কিন্তু রাজশক্তির এই চরম প্রতাপের দিনে একটি বিষয় ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। টমাস ক্রমওয়েল মহাসমিতির ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সাধন করিলেন। মহাসমিতি হইতে তাঁহার কোন ভয় ছিল না। ওমরাহ্-সভা ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলই, আর জন-সভা রাজপক্ষের সমর্থক লোকদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। রাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে ক্রমওয়েল মহাসমিতিকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা লাভ নরফোক ও মোর উভয়েই সমর্থন করিয়াছিলেন। মোর ত স্পষ্টভাবে মহাসমিতির সর্ব্বকর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। বস্তুত, টমাস্ ক্রমওয়েল মহাসমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন। রাজা যে কাজই করুন, মহাসমিতির সম্মতিতেই করিতেছেন, এই ভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। হেনরি একাকী যে সকল ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতেন কি না সন্দেহ, সে সকল ক্ষমতা তিনি মহাসমিতির উভয়শাখার সাহায্যে অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করিয়াছেন। পোপের সহিত সম্বন্ধ রহিত করা বা মোরের প্রাণদণ্ড বিধান করা হেনরির পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এরূপ বিপুলভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পত্তিচ্যুত করা তাঁহার একার পক্ষে অসম্ভব হইত। শুধু তাহাই নয়। যে মহাসমিতির অধিবেশন পূর্ব্বে রাজারা সহজে করিতে চাহিতেন না, এখন প্রতি বৎসর তাহার অধিবেশন হইতে থাকিল এবং ছোট বড় অসংখ্য বিষয় তাহার নিকট উপস্থাপিত করা হইল। সিংহাসনে বসিবার উত্তরাধিকারী স্থির করা, রাজার বিচারের বৈধতা বা অবৈধতা, মন্ত্রী বা রাণীদের দ্রোহ, ধর্ম্মব্যবস্থা প্রভৃতি সমুদায় প্রকার বিচারের ভার মহাসমিতির হাতে অর্পিত হইল।

মহাসমিতি রাজার হাতে অস্ত্রস্বরূপ হইলেও রাজা প্রতি কাজে উহার সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

মহাসমিতিকে এইরূপ শক্তিমান্ করিয়া তোলায় বিপদ্ ছিল। টমাস ক্রমওয়েল কিন্তু অকুতোভয়ে মহাসমিতির শক্তির বিকাশে সহায়তা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ মহাসমিতি সম্পূর্ণরূপে রাজার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইবে, ততক্ষণ আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না।

...শে মহাসমিতি রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে টমাস্ ক্রমওয়েল-প্রবর্তিত নীতির আর কোন সার্থকতা থাকিবে না, ইহা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অধিকতর স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পুনরায় সুরু হয়। অর্থাৎ মহাসমিতির কেহ কেহ রাজকার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। অষ্টম হেনরির রাজত্বের পরে ইহা আরো বিকাশ পায়। ...ম সম্প্রদায়ের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হেনরি বহু অর্থলাভ করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্পত্তি রাজকোষে না রাখিয়া হেনরি ও তাঁহার মন্ত্রী টমাস্ ক্রমওয়েল অধিকাংশ উড়াইয়া দেন। কিছু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল, কিছু উপকূলের দুর্গ নির্ম্মাণে যায়, আর অধিকাংশ নূতন সভাসদ্ ও জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক নূতন অভিজাত-শ্রেণী সৃষ্টি হইতেছিল। প্রাচীন ওমরাহ্‌দের অনেক পরিবার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা বণ্টিত অর্থ লাভ করিল, তাহারা অনেকটা স্বাধীন প্রকৃতিসম্পন্ন। ইহারা জন-সভায় প্রবেশ করিয়া শুধু রাজার ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না।

মহাসমিতিতে নূতন ওমরাহ্ ও জন-প্রতিনিধির প্রভাব।

টমাস্ ক্রমওয়েল ভাবিয়াছিলেন যে, পোপের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এবং ধর্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে রাজার পদানত করিয়া রাজশক্তির বিরোধী আর কোন শক্তি থাকিবে না। কিন্তু বিলাতী জনসাধারণের মনে রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করিবার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা এই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ফলে আরো বেশী করিয়া হয়। এতকাল পোপ অভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহার আদেশ পৃথিবীতে ভগবানের আদেশ বলিয়া গণ্য হইত। সেই পোপ ও তাঁহার ধর্ম্মকে যখন নানাস্থান হইতে আক্রমণ করা হইল, তখন পোপের অধীনতার মোহ ইংরেজদের মন হইতে ঘুচিয়া গেল। বাহ্যত, কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সমুদায় খৃষ্টান সমাজের মন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম তখনো ইংল্যাণ্ডে অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু লোকের চোখে ধর্ম্ম-বিপ্লব বা পরিবর্ত্তন সহিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে পোপের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া রাজাকে পোপের স্থানে বসাইয়া পূজা দেওয়ার আদেশ জনগণ গ্রাহ্য করিবে না, ইহা স্বাভাবিক। ক্রমওয়েল চাহিয়াছিলেন, ধর্ম্মবিষয়েও হেনরির প্রজাগণ একান্তভাবে রাজার বশ্যতা স্বীকার করিবে। কিন্তু পোপের প্রাধান্যের মোহ চুরমার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলাতের জনগণের স্বাধীন বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এবং এই শক্তি রাজাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পোপের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার ফল: ইংরেজদের মনে স্বাধীনতা-বোধের বৃদ্ধি।

টমাস ক্রমওয়েলের পতনের পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। নরফোকের সামন্ত তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন এবং তাঁহার প্রভাবে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ক্লাব্‌স জনপদের অ্যানকে ত্যাগ করিয়া হেনরি নরফোকের ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকে বিবাহ করিলেন। নরফোক নূতন ধর্ম্মান্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং ফরাসীরাজ ফ্রান্সিস্ ও উত্তর জার্ম্মাণির রাজন্যবর্গের বন্ধুতার অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার চার্লসের সহিত বন্ধুতাই এক্ষণে হেনরির নিকট বেশী কাম্য মনে হইল। পূর্ব্বে বিবাহচ্ছেদ সম্পর্কে

নরফোকের পুনরায় ক্ষমতা লাভ এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী।

চার্লসের সহিত হেনরির মতান্তর ঘটিলেও, হেনরি চার্লসের প্রতি একেবারে বিরূপ হন নাই। অধিকন্তু এই সময়ে হেনরির স্কটল্যাণ্ড শাসনের পথে ফ্রান্সিস্ নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করিতেছিলেন। হেনরি মনে মনে ক্যাথলিক ছিলেন, এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মকে সংস্কৃত ও অনাচারমুক্ত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সমুদায় খৃষ্টান সমাজের ঐক্য সাধন করিবার ক্ষমতা একমাত্র অষ্ট্রিয়ার চার্লসের ছিল। অথচ চার্লসের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে, হেনরির পক্ষে পুনরায় পোপের অধীনতা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। চার্লস গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন না বলিয়া ক্যাথলিকদের অপ্রিয়ভাজন হন, তদুপরি ইতালিতে ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁহার সহিত পোপের দ্বন্দ্বে লুথার ও তাঁহার মতাবলম্বীদের নিরাপদে থাকিবার সুবিধা হয়। এমন কি, তিনি ইতালিতে লুথার মতাবলম্বী সৈন্যদিগকে পাঠাইয়া দেন। বস্তুত, তাঁহার নিজের লুথার বা তাঁহার প্রচারিত মতের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু পোপকে জব্দ রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসিগণকে আশ্রয় দান করিতে হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। ইহার পর জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহের সহিত যে সন্ধি হয় তাহাতে প্রটেষ্টাণ্টগণের পৃথক্ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহা হইতে এমন মনে করিবার হেতু নাই যে, চার্লস নিজে লুথার-প্রবর্ত্তিত মতের দিকে ঝুঁকিতেছিলেন। তিনি পোপকে বন্দী করেন; পোপ কতকটা বশ্যতা স্বীকার করিয়া লুথার মতে বিশ্বাসীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে কাণ দেন নাই। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক কারণ ছিল। ইতালিকে যেমন করতলগত করিয়াছিলেন তিনি সমগ্র জার্ম্মাণিকেও সেইরূপ সম্পূর্ণ বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পরস্পর বিভেদ মুছিয়া দিয়া ঐক্য সাধনের অভিপ্রায় তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু সেজন্য যে পোপের নিকট সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। একথা তিনি মনে করিতেন না যে, এই দুই দলের মধ্যে মিলন সাধিত হওয়া অসম্ভব। কেহ কেহ সমুদায় খৃষ্টান জগৎকে আবার এক সূত্রে বাঁধিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সুতরাং চার্লস যখন ধর্ম্মের সংস্কার এবং প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদিগের মিলন সাধনের জন্য এক সম্মেলনের আহ্বান করিলেন, তখন ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীদের অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজেদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিল। এই প্রকার সম্মেলন ডাকা পোপ সপ্তম ক্লিমেন্টের মনঃপূত ছিল না, কারণ তিনি মনে করিতেন যে, এই সম্মেলন তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাঁহার পর তৃতীয় পল পোপ হইয়া ইহাতে সম্মতি দেন ও ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে সম্মেলনের বৈঠক বসে। জার্ম্মাণি ও ইংল্যণ্ডের লোকদের মনে এই সময়ে আশা হইল যে, বিচ্ছিন্ন খৃষ্টান সমাজের পুনর্মিলনের দিন আসন্ন। ক্রমওয়েলের পতনের ও নরফোকের পুনরায় ক্ষমতা প্রাপ্তির অন্যতম কারণ এই মনোভাব। কারণ হেনরির ন্যায় নরফোকও ক্যাথলিক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া উহা সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্যাথারিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেনরির সহিত চার্লসের বিবাদের আর কোন কারণ ছিল না। অ্যান বোলিনও যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছেন। অধিকন্তু ফ্রান্সের ফ্রান্সিস্‌কে দমন করিবার নিমিত্ত হেনরির সাহায্য

খৃষ্টান জগৎকে একত্র করিবার বৃথা চেষ্টা।

প্রয়োজন। কিন্তু ফ্রান্সিস্ তাঁহার কাজে যথাশক্তি বাধা দিতে ছাড়িলেন না। এক দিকে পোপকে তিনি বলিলেন, প্রাণ দিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অন্য দিকে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে জানাইলেন যে, তিনিও তাঁহাদের মত অবলম্বন করিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী ত ছিলেনই, তার উপর ফ্রান্সিসের ষড়যন্ত্রে মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ইংল্যাণ্ডের সহিত স্কট-ল্যাণ্ডের বিরোধিতা।

ফ্রান্সিসের ভরসা ছিল তিনি স্কটল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী রাখিয়া ইংল্যণ্ডকে জব্দ করিতে পারিবেন। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালব্যানি অপসৃত হইবার পর হইতে স্কটল্যাণ্ডে মার্গারেট টিউডর ও তাঁহার স্বামী অ্যাঙ্গাসের আর্লের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের উপর আধিপত্য লাভের নিমিত্ত বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। পঞ্চম জেম্‌স প্রাপ্তবয়স্ক হইলে এই বিরোধের অবসান হয়। জেম্‌স দৃঢ় হস্তে স্কটল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী আরো দৃঢ় করা হয়। জেম্‌স অষ্টম হেনরির ভাগিনেয় হইলেও, রাজত্বের প্রথমাবধি ইংল্যাণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন। ইংরেজরা স্কটল্যাণ্ডে যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য তিনি ফরাসীরাজের বন্ধুত্ব কাম্য মনে করিলেন। অষ্টম হেনরি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে, তিনি তাহা না করিয়া ম্যাগডালিন ও মেরি নামে দুই ফরাসী ডিউক কন্যাকে পর পর বিবাহ করেন (১৫৩২)। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে একবার নরফোক স্কচ সীমান্তে প্রেরিত হন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আবার বিরোধী হইলে নরফোক সৈন্য-সামন্ত লইয়া স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু এই সময়ে এক দুর্ঘটনায় নরফোক একেবারে ক্ষমতা-চ্যুত হইয়া গেলেন। অসচ্চরিত্রের অভিযোগে রাণী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকে বন্দী করা হয়। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দ্রোহের অপরাধে মহাসমিতি দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর হেনরি লর্ড ল্যাটিমারের বিধবা পত্নী ক্যাথারিন পারকে বিবাহ করেন। নরফোকের পদে উইন্‌চেষ্টারের বিশপ গার্ডিনারকে নিযুক্ত করা হয়। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের সহিত যুদ্ধে চার্লস এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাভূত হন যে, ফ্রান্সিস্ তাঁহাকে সাহস করিয়া আক্রমণ করিলেন। ইহাতে হেনরি ও চার্লসের বন্ধুত্ব আরো দৃঢ়বদ্ধ হইল এবং ফ্রান্সিস্ বাধ্য হইয়া হেনরিকে যাহাতে স্কটল্যাণ্ডের দমন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে নরফোক স্কটল্যাণ্ডে গিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জেম্‌স তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করাইবার জন্য ওমরাহ্‌দিগকে কিছুতেই রাজী করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজেই প্রজাদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। ইহারা পরাজিত হইল এবং ইহাদের বহু সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। পঞ্চম জেম্‌স আহত হইয়া অল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীজাত কন্যা সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মেরির জন্মলাভের পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে ইংল্যণ্ডের প্রভুত্বের পথের প্রধান বাধা অপসারিত হইয়া গেল। স্কটল্যাণ্ডে একে গৃহ-বিবাদের অন্ত ছিল না, তার উপর রাণী মেরি শিশুমাত্র। সুতরাং হেনরি মনে করিলেন, এই সুযোগে তিনি সহজে স্কটল্যাণ্ডকে করতলগত করিতে পারিবেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডের রাণীর অভিভাবক অ্যারানের আর্লের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মেরি ষ্টুয়ার্টের সহিত তাঁহার

পুত্র এডওয়ার্ডের বিবাহ দেওয়া হউক। তাহা ছাড়া চারিটি দুর্গ ছাড়িয়া দেওয়ার ও হেনরিকে শাসন ভারের কতকাংশ দেওয়ার কথাও তাহাতে ছিল। বিবাহ সম্বন্ধে আ্যারান ও মেরির মাতা উভয়ের সম্মতি সহজে পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন ইংল্যণ্ডকে শাসন-ভারের কতকাংশ দিলে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহারা রাজী হইলেন না। স্কট মহাসমিতিও বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তাবে অসম্মত হইল, অগত্যা হেনরি দেশ আক্রমণ ও রক্ষাবিষয়ক এক সন্ধি করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন। ফ্রান্সকে স্কটল্যাণ্ডের মিত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইল; দশ বৎসর বয়স অবধি মেরি তাঁহার মার কাছে থাকিবেন এবং স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে ইহাও তিনি অঙ্গীকার করিলেন। হেনরি বুঝিতে পারিলেন, এক সময়ে ফ্রান্সের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিতে হইবেই। সেজন্য ফ্রান্সকে জব্দ রাখিতে তিনি ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার চার্লসের সহিত আবার এক সন্ধি করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে, যে পর্য্যন্ত চার্লস বার্গাণ্ডি জনপদ না পান এবং হেনরি নর্ম্মাণ্ডি ও গিয়েন না পান সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে; ইতিমধ্যে হেনরি ও চার্লসের যুক্ত নৌবাহিণী ফ্রান্সের আক্রমণ হইতে ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। আশা ছিল যে, স্কটল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্য না পাইলে মেরির সহিত এডওয়ার্ডের বিবাহের এবং ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিত্রতার কোন বাধা থাকিবে না। বস্তুত, পরবর্ত্তী স্কট মহাসমিতিতে হেনরির সমুদায় প্রস্তাবই গৃহীত হয়। কিন্তু ফ্রান্সিস সৈন্য-সামন্ত পাঠাইতে না পারিলেও স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার প্রভাব শূন্য হইবার নহে। স্কটল্যাণ্ডের যাজকগণ ঐ বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহারা হঠাৎ স্কট মহাসমিতির অপেক্ষা না করিয়া মেরিকে সিংহাসনে অভিষেক করেন ও বিবাহমূলক সন্ধি নাকচ্ করিয়া দেন।

স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর সহিত হেনরির পুত্র এডওয়ার্ডের বিবাহ-প্রস্তাব ও তাহার ব্যর্থতা।

ইহাতে হেনরি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। টমাস ক্রমওয়েলের প্রতিভার ফলে ইংরেজের নৌবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের নৌশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লর্ড হার্টফোর্ড সৈন্য সহ প্রেরিত হন। স্কটগণ যখন তাহাদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তখন তাহাদিগকে জাহাজে চড়াইয়া ফোর্থ প্রণালী আক্রমণে পাঠান হইল। বলা বাহুল্য, এরূপ আক্রমণ স্কটল্যাণ্ডের পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। লিথ, এডিনবরা প্রভৃতি শহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু স্কটেরা বলিল, জোর করিয়া তাহাদের মন পাওয়া যাইবে না। হার্টফোর্ড আসিয়া ক্যালেতে স্বয়ং হেনরি কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যদের সহিত যোগ দেন। চার্লস ও হেনরি উভয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করিবেন, কথা ছিল। কিন্তু হেনরির অতি সাবধানতার জন্য তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ফ্রান্সের চাপে চার্লসকে সন্ধি করিতে হইল। চার্লস ফ্রান্সিসের পরাজয়েই খুসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। পোপ এবং লুথার উভয়ের বিরোধিতায় ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদিগকে একত্র মিলিত করিবার যে সংকল্প চার্লস করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অধিকন্তু, লুথার-প্রবর্ত্তিত মত ও বিশ্বাসসমূহ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। উত্তর জার্ম্মাণির মত দক্ষিণ জার্ম্মাণিতেও প্রটেষ্টাণ্টদের জয়লাভ ঘটিতে থাকে। মনে হইল যেন চার্লস তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রটেষ্টাণ্ট

ইংরেজদের স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ।

ইয়োরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রসার।

ধর্মের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। যে নীতির বলে ধীরে ধীরে এরূপ বৃহৎ রাজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। তখন তাঁহার পক্ষে বিরোধিতা করা ভিন্ন পথ রহিল না। লুথার-মতাবলম্বীরা যে উভয় ধর্মের মিলনার্থ আহূত সম্মেলনের কথানুসারে চলিবে না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ইহাদিগকে জোর করিয়া না শুনাইলে ইহারা কোন কথা শুনিবে না। সেজন্য দরকার সর্ব্বাগ্রে শ্মালকাল্ড সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। এক মাত্র ফ্রান্স তাহাদের সহায় ও রক্ষক হইতে পারে। ফ্রান্সকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, চার্লসের অভিযানে ফ্রান্স কাবু হইবা মাত্র উহার সহিত চার্লস এক সন্ধি কায়েম করিলেন (১৫৪৪)। প্রটেষ্টাণ্টদের বৃদ্ধি দেখিয়া ফ্রান্সেরও শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ফ্রান্স যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘের দলে যোগ দিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে চার্লস আরো এক চাল চালিলেন। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেন, কিন্তু হেনরি ও ফ্রান্সিসের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকিল, তিনি যুদ্ধ থামাইবার কোন চেষ্টা করিলেন না। এই যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না এবং ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে সন্ধি হইল যে, ইংলাণ্ড বোলোন ছাড়িয়া দিবে ও তজ্জন্য এক বিপুল ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে, আর ফ্রান্স ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে যে কর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা দিতে থাকিবে।

ফ্রান্সের সহিত ইংলাণ্ডের সন্ধি (১৫৪৬)।

স্কটরাজ পঞ্চম জেম্‌সের মৃত্যুর পর আর্কবিশপ বীটনের প্ররোচনায় স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের বিরোধের অবসান হইতেছিল না। হেনরির সম্মতিতে তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়। তারপর ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে স্কট ওমরাহ্‌গণের কয়েক জন জোর করিয়া তাঁহার দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। ইহার পর স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করা সহজ হইল। এই সময়ে শান্তির বিশেষ প্রয়োজনও ঘটিয়াছিল। রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বহু ধর্ম্মমঠ বাজেয়াপ্ত করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া যায়। মহাসমিতি যতই রাজার ইচ্ছানুসারে চলুক না, ইহা হেনরিকে আর অর্থসাহায্য করিবে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পুরাতন প্রথায় বণিক্‌দের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হয়। এখানেও দুইজন বণিক্ প্রতিবাদ করেন। ইহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন বটে, কিন্তু রাজার আদেশের বিরোধিতা করিবার সাহস দুইজনেরও হইয়াছে, ইহা প্রণিধানযোগ্য। রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই দাঁড়াইবার ক্ষমতা উত্তরকালে আরো বৃদ্ধি পাইয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিল। এক্ষণে বণিক্‌দের নিকট সাহায্য গ্রহণ ও পরে যুদ্ধ-কর দ্বারা যথোচিত অর্থ পাওয়া গেল না। ইহার পর আইন করিয়া আরো অনেক ধর্ম্মমঠের সম্পত্তি রাজা গ্রহণ করেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে যে সম্পত্তি পাওয়া গেল, তাহা হইতে অর্থ পাইতে দেরী হয়। ইতিমধ্যে প্রচলিত মুদ্রায় সোনারূপার পরিমাণ কমাইয়া দিয়া মন্ত্রিগণ বিপুল অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন।

স্কটল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি।

অর্থসংগ্রহে বণিক্‌দের বাধা দান গণশক্তির বিকাশে সহায়তা করে।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে পোপ ও অষ্ট্রিয়ার চার্লসের মধ্যে সকল বিবাদ থামিয়া যায় এবং উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ট্রেণ্ট নামক স্থানে ধর্ম্ম-সম্মেলন আহ্বান করা

ট্রেণ্ট জনপদে ধর্ম্ম সম্মেলন : লুথার-বিশ্বাসীদের তাহা বর্জ্জন।

হইল। কিন্তু ইহা বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না যে, প্রটেষ্টাণ্টদের কোন দাবীই ইহা গ্রাহ্য করিবে না। ফলে লুথারমতাবলম্বিগণ কোন প্রতিনিধি না পাঠাইয়া এই সম্মেলন বর্জ্জন করিলেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস নিজ অঙ্গীকার মত শ্মালকাল্ডের সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিবার নিমিত্ত যুদ্ধ-অভিযান করেন। কিন্তু শ্মালকাল্ডের নৃপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ বিপুল বাহিনী সংগৃহীত করিলেন যে, চার্লস যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। অষ্টম হেনরি সম্মেলনের কার্য্যকলাপে অত্যন্ত নিরাশ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সমগ্র খৃষ্টান জগৎকে মিলিত করিবার স্বপ্ন পূর্ণ হইবার নয়। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কিছুতেই পোপের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সম্মেলন পোপের অসম্ভব দাবী সকলও মানিয়া লইয়াছিল। হেনরিকে পুনরায় টমাস্ ক্রমওয়েল-প্রবর্ত্তিত নীতি অবলম্বন করিতে হইল। তিনি চার্লসের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্মালকাল্ড সঙ্ঘকে সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু লুথারমতাবলম্বী নৃপতিগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা নিজে চার্লসের সহিত যুঝিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া হেনরির সাহায্য নামঞ্জুর করেন। কিন্তু হেনরি যে নীতি অবলম্বন করিলেন, দেশের মধ্যে তাহার ফল ফলিল। যতক্ষণ ক্যাথলিকদের সহিত মিলনের আশা ছিল, ততক্ষণ হেনরি অবিশ্বাসীদের উপর উৎপীড়ন করিতেছিলেন, যদিও রাজশক্তির প্রাধান্য অস্বীকার করা গুরুতর দ্রোহ বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু ধর্ম্ম সম্মেলনের পর হইতে হেনরির কাজের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার ও তাঁহার প্রজাদের নিকট ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের কোন অর্থ ছিল না। মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন হেনরি তাঁহার প্রজাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, মানুষে মানুষে প্রীতিই হইল ধর্ম্মের মূলকথা; মত ও বিশ্বাস লইয়া পরস্পরের মধ্যে উগ্র বিবাদের কোন হেতু নাই; এবং ভগবানের প্রীতিজনক কাজ করাই সকলের কর্ত্তব্য। এই সময়ে সমগ্র ইংল্যণ্ড এক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। যখন চারিদিকে ধর্ম্মের নামে নানাবিধ আন্দোলন, বিরোধ এমন কি রক্তপাত পর্য্যন্ত হইতেছিল, সেই সময়ে ইংরেজরা অসাধারণ পরমতসহিষ্ণুতা ও রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িবার পরিবর্ত্তে নব-বিদ্যা চর্চ্চার আন্দোলন-প্রবর্ত্তিত মৃদু সংস্কারের ইহারা পক্ষপাতী। ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্টদের মনঃপূত কোন প্রকার চরম পথই ইহারা অবলম্বন করে নাই। হেনরি ও তাঁহার প্রজাগণ তদানীন্তন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মত ছিল এই যে, যাহা করিতে হইবে তাহা ধীরে সুস্থে করাই মঙ্গলজনক। এবং এই উদ্দেশ্যেই প্রথম কাজ হয় ইংরেজের মাতৃভাষায় বাইবেলের প্রচার।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইংল্যণ্ডের উদারতা।

অষ্টম হেনরির জীবনের শেষভাগে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে এক তীব্র বিবাদ পাকিয়া উঠিল। বিলাতে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই, কারণ কোন দলই পোপের আধিপত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। তথাপি ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধেও দুই প্রকার মত প্রচলিত ছিল। নরফোক ও গার্ডিনার ধর্ম্মগত জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা তদানীন্তন অবস্থার কোনরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্য দিকে, হেনরির বিবাহ, তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কার

ইংল্যণ্ডে প্রাচীন ও নবীন ওমরাহ্ দলে বিরোধ।

প্রভৃতির ফলে রাজার ইচ্ছা ও খেয়ালে বহু নূতন ওমরাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাসেল, ক্যাভেণ্ডিস্, লাইল প্রভৃতি এই শ্রেণীর ওমরাহ্। ইঁহাদের মধ্যে রাণী জেন সেমুরের দুই ভাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হার্টফোর্ডের আর্ল পদবী লাভ করিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরেজ সৈন্যের ইনি নায়ক ছিলেন (৪২২ পৃঃ)। হেনরির পুত্র এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইনি নিজ ক্ষমতা পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নূতন ওমরাহ্-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ভার ইনিই গ্রহণ করেন। ইঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ঢালিয়া সাজাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ওমরাহ্দের এই দুই দল রাজ্যমধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যন্ত রেষারেষি করিতে লাগিল।

নূতন দলের প্রাধান্য লাভ।

প্রাচীন দলের মুখপাত্র নরফোকের পুত্র লর্ড সারের নাম ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। ইনি ইতালিতে বহু পর্য্যটন ও ইতালীয় কাব্য-সাহিত্যের, দান্তে প্রভৃতির লেখার, রসাস্বাদন পূর্ব্বক স্বদেশে আসিয়া অনেক কবিতা লেখেন। এক কথায় বলা চলে, তাহার চেষ্টার ফলে বিলাতে ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রভাব অনুভূত হয়। সারের স্বভাবে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও চঞ্চলচিত্ততা বর্ত্তমান ছিল। এজন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার বিপদে পড়িতে হয়। ১৫৪৪ ও ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। নব জাগরণের (রিন্যেসান্স) সময়ে নৈতিক বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাহারই ফলে, হেনরির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য লর্ড সারে নিজ ভগিনীকে হেনরির রক্ষিতারূপে অর্পণ করিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথারিন পারকে স্থানচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজ ভগিনীকে সিংহাসনে বসানো ও তারপর নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা। একে সারের মতির স্থিরতা ছিল না, তারপর এই সময়ে বিবিধ ঘটনার সমবায়ে হেনরিকে প্রটেষ্টাণ্টদের সমর্থনকারী নূতন দলের দিকে ঝুঁকিতে হইল। অবশেষে হেনরি যখন লুথারমতাবলম্বী উত্তর জার্ম্মাণির নরপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন, তখন নূতন দলের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটিল, বলা চলে। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মামা হার্টফোর্ডের আর্ল এই সময়ে এই দলের নেতা ছিলেন। ইনি নিজের পথের বাধা-স্বরূপ সারেকে অপসারিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সারে রাজবংশসম্ভূত বলিয়া সিংহাসনের দাবী আছে এইরূপ আন্দোলন করিয়াছেন এবং ইংল্যণ্ডের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ফরাসী-রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এই অজুহাতে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে নরফোক ও সারে কারাগারে প্রেরিত হন। সারের ফাঁসি হয় এবং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় হঠাৎ অষ্টম হেনরির মৃত্যু হওয়ায় নরফোক মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পান।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি হইতে এই আইন প্রণীত হয় যে, হেনরির পর এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসিবেন, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার ভগিনী মেরি এবং মেরির সন্তান না থাকিলে মেরির পর অ্যান বোলিনের কন্যা এলিজাবেথ ইংল্যণ্ডের রাণী হইবেন। এলিজাবেথের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী স্থির করিবার ভার হেনরির উপর থাকে। তদনুসারে হেনরি উইল করিয়া যান, কনিষ্ঠ ভগিনী মেরির সন্তানেরা সিংহাসন পাইবে, স্কটল্যাণ্ডের মার্গারেটের ছেলেমেয়েরা পাইবে না। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের অভিভাবকত্ব

নূতন দলের নেতা সমারসেটের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ।

এক সুগঠিত সভার হাতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত উইল হার্টফোর্ডের হাতে পড়ে এবং তিনি নিজ দলের লোকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উচ্চপদ দিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজপ্রতিনিধি-সমিতি গঠন করেন। রাজ্যের রক্ষক (প্রটেক্টার) হন স্বয়ং হার্টফোর্ড। তিনি সমারসেটের ডিউক এই উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজের ভাইকে সেমুরের ব্যারন পদ দেন। এইরূপে দলের বিভিন্ন লোককে ব্যারন, নাইট ইত্যাদি করিয়া তোলেন। এ জন্য এরূপ অর্থব্যয় হয় যে, রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। সমারসেট নিজ দলের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। বালক রাজার নামে এক ইস্তাহার বাহির হইল, তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের সম্মতি বা বিনা সম্মতিতে কাজ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। অর্থাৎ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব সমারসেটের হাতে গিয়া পড়িল। যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে রক্তপাত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা এক প্রকার বিপ্লব ব্যতীত কিছুই নহে। বিরোধীদিগকে জব্দ করিবার জন্য প্রতিনিধি-সভা হেনরির উইল ব্যর্থ করিয়া দেয়, আর হার্টফোর্ড প্রতিনিধি-সমিতি ও উইল উভয়কেই ব্যর্থ করেন। শুধু ষড়যন্ত্রের বলে মানুষ কত উচ্চে আরোহণ করিতে পারে, সমারসেট তাহার উদাহরণ। কিন্তু নিজের এই ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য সমারসেটকে এমন সব ব্যবস্থায় রাজি হইতে হইল যাহা অপ্রতিহত রাজক্ষমতার প্রতিবন্ধক। রাজকীয় ঘোষণা আইনের সামিল বলিয়া যে বিধান প্রণীত হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহৃত হয়। টমাস্ ক্রমওয়েলের সময় হইতে দ্রোহবিষয়ক যে সকল কঠিন আইন প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সব কারণে, সমারসেট জনগণের কতকটা প্রিয় হইলেন বটে, কিন্তু তাহা নির্ভরযোগ্য মনে করিলেন না। বস্তুত, একমাত্র প্রটেষ্টাণ্টরা ছাড়া সমর্থন করিবার মত লোক তাঁহার বেশী ছিল না। সেই জন্য, তিনিও তাহাদের দিকেই ঝুঁকিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ললার্ড-আন্দোলনের বিরুদ্ধে আইনসমূহ তুলিয়া লওয়া হয়, গির্জ্জায় ছবি বা মূর্ত্তি রাখা নিষিদ্ধ হয়, যাজকগণ বিবাহ করিবার অনুমতি পান ; ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে গির্জ্জায় কাজ চালানো (১৫৪৮)। এতকাল ল্যাটিন ভাষাতেই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন দ্বারা ইংরেজী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য সমুদায় খৃষ্টান জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

সমারসেট পরোক্ষ-ভাবে ইংল্যণ্ডের গণশক্তির পরিপোষক হইলেন।

যে সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় দুর্ব্বল হইয়া বিনাশ-মুখে পতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহারা ইংল্যাণ্ডের সাহায্য লাভ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লুথারমতাবলম্বী নৃপতিগণ অষ্ট্রিয়ার চার্লসকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া অষ্টম হেনরির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হেনরির মৃত্যুর পর শ্মালকাল্ড সঙ্ঘের সহিত স্যাক্সনির ডিউক মরিস্ সম্বন্ধ ত্যাগ করায় ঐ সঙ্ঘ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং চার্লস্ সহজে ইহার নেতাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হন। সমারসেট রাজ্যের রক্ষক হইয়া ইহাদের সাহায্যার্থ বহু অর্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে চার্লস হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। চার্লস পুনরায় তাঁহার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি

ইংল্যণ্ড ইয়োরোপের প্রটেষ্টাণ্টদের আশ্রয়-ভূমি হইল।

হন। চার্লসের সফলতায় পোপের মনে ঈর্ষা জাগিয়া উঠে ও তিনি চার্লসের ধর্ম্মগত ...বিধানের প্রচেষ্টায় বাধা দেন। অন্যদিকে ডিউক মরিস্‌ও চার্লসের কার্য্যকলাপে বাধা দিতে থাকেন। সুতরাং তখনকার মত চার্লসকে ধর্ম্মবিষয়ক সন্ধি মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। তবে ইহা দেখা গেল, লুথার-মতাবলম্বীদের জোর করিয়া চার্লস ফিরাইয়া ...তেছেন। এই সময়ে প্রটেষ্টাণ্টদের এক বড় আশ্রয়-ভূমি ইংল্যাণ্ডে মিলিয়া গেল। ...দেশ হইতে ভীত সন্ত্রস্ত প্রটেষ্টাণ্টগণ ইংল্যাণ্ডে আসিয়া সমবেত হইল।

কিন্তু সমারসেট এই ধর্ম্মকে ইংল্যাণ্ডে আরো অধিকতর প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। হেনরি নাকি মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, এডওয়ার্ডের সহিত স্কটদেব রাণীর বিবাহ দিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রসার দ্রুতগতিতে হইতেছিল। সুতরাং সেখানে তাড়াতাড়ি কোন কিছু করিতে না যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইত। সমারসেটের বন্ধুগণও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু সমারসেট এই সব কথায় কাণ না দিয়া পূর্ব্বোক্ত বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন। ইহাতে ফ্রান্স ঈর্ষান্বিত হইয়া নৌবাহিনী পাঠাইয়া দেয়। ইহারই জবাবস্বরূপ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সমারসেট স্বয়ং সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ডের দিকে অভিযান করেন। কিন্তু সমারসেট পরাজিত হইয়া সমুদ্রের দিকে বিতাড়িত হন। যে সময়ে স্কটগণ ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, সেই সময়ে সমারসেটের গোলন্দাজরা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। এইরূপে ইংরেজরা যুদ্ধে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু এই জয়লাভে ইংল্যাণ্ডের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হইল। স্কটরা নিরাশ হইয়া ফ্রান্সের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং স্থির হইল যে ফ্রান্সিসের পুত্র দ্বিতীয় হেনরির পুত্রের সহিত স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরির বিবাহ হইবে। তদনুসারে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে মেরি ষ্টুয়ার্ট জাহাজে চড়িয়া ফরাসী নৌবাহিনীর সাহায্যে নিরাপদে ফ্রান্সের উপকূলে আসিয়া নামেন। শুধু যে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা নহে, স্কটল্যাণ্ড একেবারে ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। স্বদেশেও সমারসেটের নীতি সফলতা লাভ করে নাই। তিনি টমাস্ ক্রমওয়েলের ন্যায় দৃঢ়হস্তে ধর্ম্মবিষয়ক পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে গিয়া বাধা পাইলেন। অষ্টম হেনরি-প্রবর্ত্তিত সকল পরিবর্ত্তন আর্ক বিশপ গার্ডিনার মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আদেশও শুনিতে প্রস্তত ছিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ড যত দিন নাবালক থাকিবেন তত দিন সকল পরিবর্ত্তনই তিনি অবৈধ ও বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপ মত প্রকাশ করায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে পাঠান হয়। লোকমত গার্ডিনারের পক্ষে ছিল বলিয়া গির্জায় বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি আইন করা হয় এবং দেশ ব্যাপিয়া প্রটেষ্টাণ্ট সাহিত্য ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া যে প্রভূত অর্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহার কতকাংশ ওমরাহ্ ও জমিদারদের দিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে রাখিয়া লইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সমারসেটের ব্যবস্থাসমূহের প্রতি জনসাধারণের তীব্র বিরাগ এইরূপে চাপিয়া রাখা গেল না। সর্ব্বত্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে

স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দ্রুত-বিকাশের জন্য সমারসেটের আগ্রহ।

স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের সংঘর্ষ (১৫৪৭) এবং রাণী মেরি ও ফরাসী রাজপুত্র হেনরির বিবাহ।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-নীতিতে সমারসেটের অকৃতকার্য্যতা;

প্রতিবাদ হইতে লাগিল এবং লোকেরা অষ্টম হেনরির সময়ের প্রচলিত প্রথা বর্তমান রাখিবার জন্য দাবী জানাইল। প্রথমে কর্ণওয়ালরা স্বীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ডেভনশায়ার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিল।

জনগণের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ।

কৃষকদের মধ্যেও বিষম অসন্তোষ ও তজ্জন্য আন্দোলন দেখা দিল। অনেক মঠের সম্পত্তি ধর্মসম্প্রদায়ের হাত হইতে লইয়া রাজার অনুগৃহীত লোকদের দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা খাজনা বাড়াইয়া ও অন্যপ্রকারে প্রচুর লাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে কৃষকদের দুর্দ্দশা আরো বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রায় সোনারুপার অংশ কমানোর কাজ চলিতে থাকে। সুতরাং জনসাধারণ সর্ব্বপ্রকারে উত্যক্ত হইয়া উঠে। নরউইচের নিকটে ২০ হাজার লোক একত্র হইয়া রাজসৈন্যদিগকে পরাস্ত করে ও তাহাদের দাবী জানায়। দাবীর মর্ম্ম এই যে, রাজার পরামর্শদাতাদিগকে অপসারিত করিয়া দরিদ্রদের দুঃখ দূর করিতে হইবে। লর্ড ওয়ারউইক বহু রক্তপাত করিয়া দৃঢ়হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু ইহার পর সমারসেটের ক্ষমতা বেশী দিন বাহাল রহিল না। তাঁহার ভ্রাতা লর্ড সেমুর অষ্টম হেনরির বিধবা পত্নী ভূতপূর্ব্ব রাণী ক্যাথারিন পারকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর এলিজাবেথকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সহিত সমারসেটের বিরোধ ঘটাইয়া সমারসেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করেন। সমারসেট তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধৃত করেন ও ফাঁসি দেন। ওমরাহ্‌গণ সমারসেটের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি স্কটল্যাণ্ডে অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। উচ্চ হারে সুদ দিয়া তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বিদ্রোহ দমনে ব্যয়িত হইয়া যায়। অথচ ওমরাহ্‌দের মন হইতে এই ভয় দূর হয় নাই যে, তাঁহাদের নব-অর্জিত সম্পত্তি অসন্তুষ্ট জনসাধারণ বিনষ্ট করিতে পারে। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে সমারসেট এই সকল কারণে রক্ষকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সমারসেটের পদত্যাগ (১৫৪৯)।

সমারসেটের পর ওয়ারউইকের আর্ল রাজ্যের রক্ষক হইলেন। কিন্তু তাহাতে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইল না। ফ্রান্সকে বুলান শহর দিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করা হয়। টাকার মূল্য আরো হ্রাস পায় এবং রাজা জিনিসপত্রের দর বাঁধিয়া দিয়া এই ব্যবস্থা প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করেন। নূতন ওমরাহ্‌গণ নিজেদের স্বার্থ সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখায় এবং রাজ্যের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতে থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপ্রতিনিধি সভা অধিকার করিয়া সুবিচার ও সুশাসনের অভাব ঘটাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহায়ক ছিল ভাড়া করা জার্ম্মাণ ও ইতালীয় সৈন্যবাহিনী। এই সময়ে ইংলণ্ডের পক্ষে দেশের বাহিরে বা অভ্যন্তরে শত্রুদের উত্তেজিত করা কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না। কিন্তু এডওয়ার্ড তাহার ভগিনী মেরিকে এই সকল পরিবর্ত্তন মানিয়া লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। মেরি অবশ্যই তাহাতে বাধা দেন। অষ্ট্রিয়ার চার্লসও মেরির সমর্থন করেন। এই সময়ে জার্ম্মাণির অধীশ্বররূপে চার্লসের অবস্থা সমগ্র ইয়োরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি নীদারল্যাণ্ডে পোপের বিরুদ্ধবাদীদের বিচারার্থ বিচারালয় (ইনকুইজিশন) স্থাপন করেন ও অবিশ্বাসীদের দলন বা পীড়নার্থ (পারসিকিউশন

ওয়ারউইকের আর্লের নর্থাম্বারের ডিউক পদবী লাভ ও রাজ্যের রক্ষকের পদ প্রাপ্তি।

...লনা করিতেছিলেন। বিলাতী আর্কবিশপ ক্রানমার ও তাঁহার সহযোগিগণ ...বা বাহিরের বিপদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া উগ্রভাবে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের ...মিক হইয়া পড়িলেন। বহু ক্যাথলিক যাজক তাঁহাদের কাজ হারাইলেন, কাহাকেও ...কেও সামান্য কারণে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। এই সময়ের অবস্থাকে প্রটেষ্টান্ট-...ের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ক্যাথলিক ধর্ম্মসংক্রান্ত আইন-কানুনের পরিবর্ত্তে ...বিশ্বাস, ভগবৎ-নিন্দা প্রভৃতি দোষের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাস অথবা নির্ব্বাসনের ...দণ্ড হয়। ফলে সংস্কারকগণের বাড়াবাড়িতে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। অন্য দিকে ঐ কারণেই আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিবার উপক্রম হয়। ...সকল আইরিশ বিশপ প্রটেষ্টান্ট মত মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহাদিগকে সরাইয়া তাঁহাদের স্থলে প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও আইরিশদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মমত হইতে বিচ্যুত করা গেল না। ...জোর করিয়া প্রটেষ্টান্ট করিতে গিয়া ফলে এই হইল যে, সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ড রাজার ...বিরুদ্ধে একজোট হইল। নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া ইহারা এক জাতীয়তা বোধ ...দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

প্রটেষ্টান্ট-বিপ্লব ও ক্যাথলিকদের প্রতি উৎপীড়ন।

প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অষ্ট্রিয়ার চার্লস মেরিকে সাহায্য করিবেন কথা দিয়াছিলেন। এই ...তিনি মনে মনে পৃথিবী-জয়ের কল্পনা করেন। পোপ তৃতীয় পল তাঁহার ঈর্ষা দ্বারা ...চালিত চার্লসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর যিনি পোপ হইলেন তিনি চার্লসের অনুকূল। সুতরাং ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে চার্লস যাজকদের এক অধিবেশন ডাকিয়া ...র-মতাবলম্বী রাজাদিগকেও উহার সিদ্ধান্ত সকল মানিয়া লইবার জন্য আদেশ দেন। ...মরিস্ শ্মালকাল্ডি সঙ্ঘ হইতে পূর্ব্বেই বিচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ও আরো ...কেহ ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্ত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। চার্লস ...তাঁহাকে অন্যতম সেনাপতি রূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ তিনি তাঁহার ...সৈন্যসামন্ত সহ চার্লসের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হন। চার্লস্ তখন প্রাণভয়ে পলাইয়া যান। ...দিকে ফরাসীরাজ দ্বিতীয় হেনরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লুথার-মতাবলম্বী নৃপতি-...দের সহিত চার্লস বাধ্য হইয়া সন্ধি করেন। এই সন্ধি পাসাওর সন্ধি নামে খ্যাত। অষ্ট্রিয়াপতি ইহা দ্বারা প্রটেষ্টান্টদিগকে স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম্মাচরণ করিবার ক্ষমতা ...ন ও সাম্রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার মধ্যেও তাহাদের স্থান হয়।

অষ্ট্রিয়ার চার্লসের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও পাসাও সন্ধি (১৫৫২)।

অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব হওয়ায় এবং ইহার পর ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, বাহির হইতে ইংল্যাণ্ডের বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গেল। কিন্তু অভ্যন্তরে ...শাসনের অভাব পূরাদমে কাজ করিতে লাগিল। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে সমারসেটকে দ্রোহের ...অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হইল। লর্ড ওয়ারউইক নর্থাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক হইলেন ও তাঁহার ...সহকর্মীরা বিভিন্ন সামন্ত পদ লাভ করিলেন। ইহারা পূর্ব্বের মত শুধু নিজেদের স্বার্থ-...সিদ্ধিতে ব্যাপৃত রহিলেন। নূতন নূতন গির্জার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষ ...ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে লাগিল। ভাড়া করা সৈন্যের সাহায্যে অত্যন্ত কঠোর হস্তে বিদ্রোহ

শাসন-ব্যাপারে প্রটেষ্টান্টদের অযোগ্যতা।

দমিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সর্ব্বত্র একটা প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। অষ্টম হেনরির সময়ে মহাসমিতি সম্পূর্ণরূপে রাজার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিত। কিন্তু এক্ষণে মহাসমিতির সে বাধ্যতার ভাব ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল। ডারহামস্থ বিশপের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য এক বিল নর্থাম্বারল্যাণ্ড আনিলে জন-সভা তাহা নামঞ্জুর করে। দ্রোহ বিষয়ক একটি নূতন বিলও ঐরূপে পরিত্যক্ত হয়। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে নর্থাম্বারল্যাণ্ড বাধ্য হইয়া জনসভা নিজের মনোমত লোক দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। রাজার বিশেষ ক্ষমতার সুযোগ লইয়া এমন সব অজ্ঞাত ও ক্ষুদ্র স্থান হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা হয় যে, পূর্ব্বে সেগুলি কখনো প্রতিনিধি পাঠায় নাই। রক্ষকের বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপে তিনি মনোমত লোক পাইবেন।

মহাসমিতিতে রাজার অনুবর্ত্তন করিবার ভাব হ্রাস পাওয়ায় জন-সভায় ক্ষুদ্র ও অজ্ঞাত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা।

দেশের অভ্যন্তরে এরূপ অরাজকতা বিদ্যমান থাকিলেও জনসাধারণ চুপ করিয়াছিল এই আশায় যে, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড প্রাপ্তবয়স্ক হইলে দেশের স্বার্থের প্রতি একেবারে উদাসীন এই পরামর্শদাতাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু জনগণের এই আশা পূর্ণ হইবার উপায় ছিল না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পনের বৎসর বয়সে বুঝা গেল তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অষ্টম হেনরির উইল অনুসারে মেরির সিংহাসন পাইবার কথা। মেরি তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া লোকেরা তাঁহার সিংহাসন আরোহণকে অনুকূল চোখে দেখিতেছিল। কিন্তু মেরি সিংহাসন পাইলে নর্থাম্বারল্যাণ্ড ও তাঁহার দলের লোকদের সর্ব্বনাশ হইবে ইহা তাঁহারা জানিতেন। এইজন্য তাঁহারা এডওয়ার্ডের সহায়তায় এক বিপ্লব সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এডওয়ার্ড নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনায় বিশ্বাসবান্ ছিলেন। এক্ষণে নর্থাম্বারল্যাণ্ড তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহারও উইল করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করিবার অধিকার আছে। মেরির দাবী অগ্রাহ্য করিলে, অ্যান বোলিনের কন্যা এলিজাবেথের সিংহাসন পাইবার কথা। ইহার প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি সহানুভূতি থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও নর্থাম্বারল্যাণ্ড ইহার দাবী গ্রহণ করিলেন না। হেনরি ভগিনী মার্গারেটের দাবী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনী মেরির (সাফোকের ডিউক চার্লস ব্র্যাণ্ডনের স্ত্রী) কন্যাকে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী স্থির করেন। ইহার কন্যা ফ্রান্সেস্‌কে নর্থাম্বারল্যাণ্ড অগ্রাহ্য করিয়া ফ্রান্সেসের জ্যেষ্ঠা কন্যা লেডি জেন গ্রেকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করাইলেন। নর্থাম্বারল্যাণ্ডের এক পুত্রের সহিত ইঁহার বিবাহের কথা স্থির হইয়া রহিল। অর্থাৎ নর্থাম্বারল্যাণ্ড তাঁহার নিজ বংশে সিংহাসনের দাবী কায়েম করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। লোকের সন্দেহ হইলেও, প্রথমত এই উইল গোপন করিয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে এডওয়ার্ড ইহা তাঁহার রাজকীয় মন্ত্রণা-সভায় সকলের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করেন। নর্থাম্বারল্যাণ্ডের সহযোগিগণ বিরুদ্ধতা করিলে রাজা স্বয়ং জেদ্ করিয়া তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করেন। বিচারক ও ধর্ম্মযাজকগণের সম্মতিও জোর করিয়া আদায় করা হয়।

নর্থাম্বারল্যাণ্ডের প্ররোচনায় এডওয়ার্ড উইল দ্বারা মেরির পরিবর্ত্তে লেডি জেন গ্রেকে উত্তরাধিকারিণী করেন।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যু; লেডি গ্রে ইংল্যাণ্ডের রাণী বলিয়া ঘোষিত; জনগণের বিদ্রোহ।

ঃ ইহার পরেই এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইল। জেন ইংল্যাণ্ডের রাণী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। নর্থাম্বারল্যাণ্ডের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে একে একে নিজ পক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনী, দুর্গসমূহ, বিদেশী সৈন্যগণ তাঁহার পক্ষে ছিল, উগ্র প্রটেষ্টাণ্টগণ সমর্থনকারী; ফ্রান্স তাঁহার সহায়ক, কারণ মেরির প্রতি অষ্ট্রিয়ার পক্ষপাতিতা স্বাভাবিক এবং ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরোধী বলিয়া জেনের পক্ষ সমর্থন উহার পক্ষে স্বাভাবিক। ওমরাহ্-সভা তৎক্ষণাৎ জেনকে রাণী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু জনগণ এই অন্যায় আচরণে দেশ ব্যাপিয়া বিদ্রোহ করিল। পূর্ব্বাঞ্চল মেরির পক্ষে বিদ্রোহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। নর্থাম্বারল্যাণ্ড লণ্ডন হইতে বহু সৈন্য লইয়া বাহির হইবামাত্র লণ্ডনবাসীরা পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিল। তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তাঁহার প্রতি আগেই ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলে মেরির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অবশেষে নর্থাম্বারল্যাণ্ড বাধ্য হইয়া মেরিকে রাণী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি রক্ষা পাইলেন না, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। লেডি জেন কারাগারে বন্দী হইয়া রহিলেন।

নর্থাম্বারল্যাণ্ডের পতন ও প্রাণদণ্ড; লেডী গ্রে বন্দী।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অষ্টম হেনরির রাজত্বের জের চলিতেছিল। হেনরি রাজশক্তিকে দৃঢ় ও অপ্রতিহত করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে যে একটি মাত্র শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিল তাহা প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়। সে সময়ে ইহারা সংখ্যায় অল্প ছিল। পোপের সহিত যখন সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মবিষয়েও রাজার প্রাধান্য স্বীকার করা হয় তখন সমগ্র জাতির তাহাতে সম্মতি থাকে। বস্তুত, টমাস্ ক্রমওয়েলের পতনের পর রাজার রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা জনগণের মনঃপূত হইয়াছিল। হেনরির মৃত্যুর পর রাজ্যের রক্ষক এই জাতীয় একতা ভঙ্গ করিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব শুরু হইল এবং শাসন-ভার গিয়া পড়িল এক ক্ষুদ্র স্বার্থসর্ব্বস্ব দলের হাতে। এই দলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ রাজার বিরুদ্ধে দেশের প্রাচীন ওমরাহ্, অধিকাংশ ভদ্রব্যক্তি, ধনী বণিক্ ও জনগণের অনেকাংশ যে বিদ্বেষ পোষণ করিবে, তাহা বিচিত্র নহে, ভাড়া করা সৈন্যের সাহায্যে ও মহাসমিতির উভয় শাখা নিজেদের লোক দ্বারা পূর্ণ করিয়া শাসন-কার্য্য চলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের লোক বিরক্ত হইয়াছিল। এই বিরক্তি প্রকাশ পাইল যখন নর্থাম্বারল্যাণ্ডের প্ররোচনায় এডওয়ার্ড উইল দ্বারা মেরির সিংহাসন-চ্যুতি ঘটাইলেন। সমগ্র দেশ নর্থাম্বারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মেরিকে সিংহাসনে বসাইল। এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে চলিয়াছিল প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব, আর মেরির রাজত্বকাল হইল ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার যুগ। প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব চলিয়াছিল ৬।৭ বৎসর ধরিয়া; মেরিও রাজত্ব করিয়াছিলেন বৎসর ছয়েক। কিন্তু এই দুইটি রাজত্বে সমগ্র ইংল্যাণ্ড পেণ্ডুলামের মত ভয়ানক দোল খাইয়াছিল।

জনগণের বিদ্রোহের ফলে মেরির রাজ্যলাভ ও ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ।

লোকের মনে ধারণা ছিল যে, মেরি অষ্টম হেনরির ব্যবস্থাসমূহ পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন। তাঁহার গোড়াকার কাজ দেখিয়া ঐরূপ ধারণা হইবার কারণও ঘটিয়াছিল। রাজ্যের রক্ষক পরিবর্ত্তন তিনি অনুমোদন করেন নাই। হেনরির মন্ত্রী গার্ডিনারকে

কারামুক্ত করিয়া চ্যান্সেলারের পদ দেওয়া হয়। উগ্র প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতিনিধিরূপে ল্যাটিমার কারাগারে প্রেরিত হইলেন। যে সকল বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারক ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া যাইবার হুকুম দেওয়া হইল। আর্কবিশপ ক্র্যানমার, লেডি জেন গ্রে, তাঁহার স্বামী ও দুই ভ্রাতা দ্রোহের অপবাদে অভিযুক্ত ও বিচারিত হন, যদিও তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কাজে পরিণত করা হয় নাই। এইরূপে এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। লণ্ডনে প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি অনুকূলতা বর্ত্তমান থাকিলেও, সমগ্র দেশে ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মহাসমিতি এবং জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের পোষণে রাণীকে সাহায্য করিল। এ পর্য্যন্ত মেরি ও তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে মিল ছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই উভয়ের ভিতর একটা গুরুতর পার্থক্য দেখা দিল। অষ্টম হেনরির ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করাই সমগ্র জাতির উদ্দেশ্য ছিল। মেরি কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। সমগ্র দেশকে প্রাচীন ক্যাথলিক মতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি একাকী ছিলেন। এই সহায়তার অভাব কিছুকাল তাঁহার উৎসাহকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মহাসমিতি তাঁহার কোন কোন প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করায় তিনি বুঝিয়াছিলেন লোকমত তাঁহার পক্ষে নহে। বস্তুত, অষ্টম হেনরির সময়ে যে মহাসমিতি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত ছিল, এক্ষণে সে মহাসমিতি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মেরির উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ক্যাথলিক মতকে প্রবর্ত্তিত করা;

মহাসমিতি আইন করিয়া অষ্টম হেনরির সহিত মেরির মাতার বিবাহ বৈধ ছিল ও মেরি আইনসঙ্গত বিবাহের সন্তান বলিয়া স্বীকার করিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্রোহ বিষয়ক বিভিন্ন আইনও বাতিল করিয়া দিল। এককালে রাজশক্তির নিরঙ্কুশ আধিপত্য খর্ব্ব করা সম্বন্ধে টমাস মোর প্রভৃতির মনে যে ধারণা ছিল, তাহা সাধারণ ইংরেজদের মনেও এক্ষণে স্থান পাইয়াছিল। হেনরির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধারণ ইংরেজের পক্ষে আরো বেশী দুঃসহ হইয়া দাড়ায়। পুনরায় পোপের অধীনতা স্বীকার করার ইচ্ছা কোন কোন যাজক পোষণ করিতেন বটে, কিন্তু গির্জ্জাকে পোপের আধিপত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্বন্ধে সমগ্র দেশ একমত ছিল। অধিকন্তু ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বিতরণ করিয়া এক দল প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, পোপের আনুগত্য করা মানে ইহাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করা। ইহারা সে দিকে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতেই নিজেদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু মেরি মনে মনে ইংল্যাণ্ডকে পুনরায় পোপের অধীন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক কারণে তিনি চার্লসের পুত্র ফিলিপকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কোন ইংরেজকে স্বামীরূপে গ্রহণ তিনি করিবেন না, এই কথা বলার হেতু ছিল এই যে, যদিও অষ্টম হেনরি সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে স্কটল্যাণ্ডের মেরি ষ্টুয়ার্টকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। তথাপি মেরি ষ্টুয়ার্ট বর্ত্তমান রাণী মেরি টিউডর ও এলিজাবেথ উভয়কে অবৈধ সন্তান বলিয়া ঘোষণা করেন। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য ইহাই তিনি জানান। অধিকন্তু মেরি ষ্টুয়ার্টের সহিত ফরাসী রাজপুত্রের

জনগণ তাহাতে বাধা দিল।

বিবাহ হওয়ায় স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রকৃত পক্ষে একত্র মিলিত হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় অষ্ট্রিয়ার চার্লসের সাহায্য মেরি টিউডর বিশেষ মূল্যবান্ মনে করিলেন। পাসাও সন্ধির সময় হইতে চার্লসেরও পৃথিবী-জয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নিজ সাম্রাজ্যের উপর তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায় এবং ফ্রান্স পূর্ব্বাপেক্ষাও পরাক্রমশালী হইয়া দাঁড়ায়। মেরি ষ্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিলে তাহার অবস্থা আরো সঙ্গীন হইবার কথা। সুতরাং তিনি সহজেই বিপত্নীক ২৬ বৎসর বয়স্ক ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহে সম্মতি দিলেন, যদিও ফিলিপ এই সময়ে মেরি অপেক্ষা এগারো বৎসরের ছোট ছিলেন। চার্লস ব্যবস্থা করিলেন যে, ফিলিপের প্রথম সন্তান স্পেন, নেপলস প্রভৃতি জনপদ পাইবে। আর ফিলিপ ও মেরির বিবাহের ফলে যে সন্তান হইবে তাহাকে ইংল্যাণ্ড হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দেওয়া হইবে। ইংল্যাণ্ড কোন্ নীতি অবলম্বন করিবে সে সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব চার্লস গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহ দ্বারা ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং সহজেই পোপের অনুগত হইবার সুবিধা পাইবে, চার্লস এইরূপ বুঝাইলেন। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব মাত্রে মহাসমিতি ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। গার্ডিনার নিজেও এই মিলনের বিরোধী ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার চার্লসের উপর এদেশে কাহারও ভরসা ছিল না এবং ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহ হইলে যে পোপের নিকট বশ্যতা স্বীকারে ইংল্যাণ্ডের কোন বাধা থাকিবে না, তাহা সকলেই বুঝিল। মহাসমিতি রাণীকে অনুরোধ করিল তিনি কোন ইংরেজকে বিবাহ করুন। বলা বাহুল্য, রাজা বা রাণীর নিজের ইচ্ছাতে মহাসমিতির প্রত্যক্ষভাবে বাধা প্রদান নূতন। এই বাধা প্রদানে মেরি অবশ্য ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মহাসমিতি বাড়াবাড়ি করিতেছে বলিয়া গালি দিয়া নিজে যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন ঘোষণা করিলেন, কিন্তু মহাসমিতি যে রাজকার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিল ইহা প্রণিধানযোগ্য। পরে মহাসমিতি এই ক্ষমতার পুনঃপ্রয়োগ করিয়াছিল।

অষ্ট্রিয়ার রাজপুত্র ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহ-প্রস্তাবে জনগণের আপত্তি।

সমগ্র জাতি এবং মহাসমিতি মেরির এই বিবাহের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতেছিল। বিশেষ প্রটেষ্টাণ্টগণ দেখিল, এই বিবাহ সংঘটিত হইলে তাহারা চিরদিনের জন্য প্রভাবহীন ও অত্যাচারিত হইবে। ইহা তাহাদের সহ্য হইল না। তাহাদের মধ্যে যাহারা উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন তাহারা বিদ্রোহের জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। ইহাদিগকে ফরাসীরাজও এই বলিয়া উৎসাহ দিলেন যে, তিনি স্কটল্যাণ্ড হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইবেন ও ক্যালে আক্রমণ করিবেন। বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য ছিল, মেরিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারারুদ্ধ জেন গ্রে অথবা প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এলিজাবেথকে সিংহাসনে বসানো। কিন্তু বিদ্রোহকামীরা তাহাদের এই সংকল্প গোপন করিয়া বলে যে, তাহারা মেরির পরামর্শদাতাদিগকে সরাইতে চায়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে এক সময়ে তিন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। তুইটি তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়, কিন্তু সার টমাস্ ওয়াইয়্যাটের অধীনে কেণ্টবাসীদের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিল। এমন কি, মনে হইল যে ইহারা রাজ-পক্ষীয়দিগকে পরাজিত করিয়া লণ্ডন দখল করিবে। কিন্তু এই বিপদের সময়েও মেরি

প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষের বিদ্রোহ (১৫৫৪); উহার বিফলতা।

ওয়াইয়্যাটের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিলে মেরি স্বীকার করেন মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করিবেন না।

অদ্ভুত সাহস দেখাইয়া রক্ষা পাইলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া গিল্ডহলে নিজের প্রজাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি মহাসমিতির ওমরাহ্ ও জনগণ সকলে মনে করেন যে তাঁহার বিবাহ জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে না, তাহা হইলে তিনি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি জীবনে বিবাহ করিবেন না। যে মেরি তাঁহার কার্য্যে মহাসমিতির হস্তক্ষেপে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইল যে, তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা মহাসমিতির আছে। লণ্ডনবাসীরা সহজেই বিশ্বাস করিল যে বিবাহ-প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে। ওয়াইয়্যাট তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ধৃত ও বন্দী হন। এই বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হস্তে দমন-কার্য্য চলিল। জেন গ্রে, তাঁহার পিতা, স্বামী, পিতৃব্য সকলকে নিহত করা হইল। ওয়াইয়্যাট্ ও তাঁহার সহচরগণ রেহাই পাইলেন না। লণ্ডনে কত লোকের যে প্রাণদণ্ড হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। এলিজাবেথকে বন্দী করিয়া কারাগারে পাঠান হয়; রাজকীয় পরিষদের চেষ্টায় তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত হইল। প্রটেষ্টাণ্ট দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহ বিফল হওয়ায় শুধু যে ঐ দল শক্তিহীন হইয়া পড়িল, তাহা নহে; মেরি আগে যে ধীর ও শান্ত ব্যবহার করিতেছিলেন তাহা ত্যক্ত হইল। তিনি ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করিবেন না, তিনি তাঁহার এই অঙ্গীকার রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নূতন নির্ব্বাচনে নিজপক্ষের লোকদের দ্বারা মহাসমিতি পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না এবং তার পরও ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার নিকট হইতে জোর করিয়া বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার চার্লস তাঁহার পুত্র ফিলিপকে নেপ্‌লসের রাজপদ দেওয়ার পর ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার সহিত মেরির বিবাহ হইল।

মেরি মহাসমিতির প্রাধান্য স্বীকার করেন।

কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন।

ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহ (১৫৫৪)।

ফিলিপ ইংল্যাণ্ডে আসিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া। তিনি সুমিষ্ট ব্যবহার এবং প্রচুর উপঢৌকন বিতরণ করিয়া জাতির সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ফিলিপ ইংল্যাণ্ডে আসিবার পূর্ব্বেই পোপ তৃতীয় জুলিয়াস্ অষ্ট্রিয়ার চার্লসের পরামর্শে এই প্রস্তাবে সম্মত হন যে, ইংল্যাণ্ড ক্যাথলিক হইলে তিনি বাজেয়াপ্ত গির্জার ভূমিসমূহ ফিরাইবার জন্য জেদ করিবেন না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিক হওয়া অথবা পুনরায় পোপের আনুগত্য স্বীকার করার পথে বিঘ্ন ছিল অনেক। তাঁহার পরামর্শদাতাগণ সকলেই নূতন ব্যবস্থার অর্থাৎ পোপের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন। উল্‌সির পতনের পর হইতে গার্ডিনার অভ্যন্তর সচিবের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সহিত পোপের বিচ্ছেদের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন। তখনও তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গার্ডিনারের আশা ছিল ইংল্যাণ্ড পোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক জাতীয় ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজ গড়িয়া তুলিবে। কিন্তু এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে তিনি কারাগারে প্রেরিত হইবার পর হইতে দেখিতে পান তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবার কোন উপায় নাই। কারণ

ফিলিপের ইংল্যণ্ডে আগমন ও ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক করার প্রচেষ্টা।

ইংল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এক্ষণে তিনি ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে প্রধান রাখিবার একমাত্র উপায় দেখিলেন, পোপের আনুগত্য স্বীকার করা। গার্ডিনার এবং তাঁহার দলের লোকেরা মধ্যপন্থী ছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন অষ্টম হেনরির নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা রক্ষণশীল মতের পোষক হইয়া দাঁড়াইলেন ও মেরি তাঁহাদের নিকট কতকটা সমর্থন পাইলেন। ফিলিপ মুক্তহস্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া ওমরাহ্‌দের নিজ পক্ষে আনয়ন করেন এবং অবিরত চেষ্টা দ্বারা জনসভাকে রাজপক্ষীয় লোকদের দ্বারা পূর্ণ করা হইল। তখন মহাসমিতি দ্বারা মেরির অভিপ্রেত ব্যবস্থাসমূহ প্রণয়নে কোন বাধা রহিল না। পোপ ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনের বশ্যতা স্বীকারের জন্য যে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মহাসমিতির পূর্ণ অধিবেশনে সাদর আহ্বান করা হইল। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা ভোট দ্বারা পোপের অধীনতা স্বীকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিল; যাঁহারা গির্জার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাহা হইতে চ্যুত করা হইবে না এইরূপ কথা দিয়া পোপের প্রতিনিধি ইংল্যাণ্ডে পোপের অধিকার-চ্যুতির আইন (অ্যাক্ট অব্ সুপ্রিমেসি) রহিত করাইলেন; মহাসমিতির ওমরাহ্ ও জনগণ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পোপকে অস্বীকার করার পূর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্তি পাইলেন।

মেরি সাময়িকভাবে জয়লাভ করিলেন, কিন্তু মহাসমিতি বা জাতির মেজাজ এত সহজে বদলাইবার নহে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা কিছুতেই অষ্টম হেনরির উইল অনুযায়ী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিল না। এলিজ্যাবেথ যাহাতে ভবিষ্যতে সিংহাসন না পান, এরূপ আইন করা অসম্ভব হইল, এমন কি, মেরির মৃত্যু ঘটিলে এলিজ্যাবেথের আগে ফিলিপ রাজত্ব করিবেন ইহাও মহাসমিতি মঞ্জুর করিল না। মেরির রাজত্বকালে মহাসমিতিতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আইন নূতন করিয়া প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফিলিপের প্রভাবে কোন কোন আইন প্রণীত হইলে, লণ্ডনে এরূপ অসন্তোষ দেখা যায় যে, সেগুলির প্রয়োগ হইতে পারে নাই। অষ্ট্রিয়ার চার্লস সেই জন্য ধৈর্য্যসহকারে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিতেছিলেন। ফিলিপও সেইরূপ বলেন। কারণ তিনি জানিতেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁহাকে শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হইতে হইলে ইংল্যাণ্ড তাঁহার দলে থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি মেরিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দেন।

মেরির সহিত মহাসমিতির বিরোধ।

কিন্তু এই সকল পরামর্শ মেরির কোন কাজে লাগে নাই। কারণ তিনি তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিকরূপে গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার সমুদায় সভাসদ্‌দিগকে বশীভূত করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে সমর্থ হইলেন ও নিপীড়ন (পারসিকিউশন) আরম্ভ হইল। প্রটেষ্টাণ্টগণ শাসন-ব্যাপারে দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে যখন নিপীড়ন আরম্ভ হইল তখন যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে বহু প্রটেষ্টাণ্টকে পুড়াইয়া মারা হইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগকে ভীত বা দমিত

হইতে দেখা গেল না। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়ন লণ্ডন, কেণ্ট, সাসেক্স, প্রভৃতি জনবহুল স্থানেই বিশেষ ভাবে হইল। তাহার একটি কারণ এই ছিল যে, এই সকল স্থানে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। অত্যাচারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। যত অত্যাচার বাড়িল তত লোকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে থাকিল। তারপর মেরির পথে কতকগুলি বাধাও উপস্থিত হইল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মেরি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা আছে এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মবিস্তারের জন্য তিনি নিজ সন্তানকে রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম শীঘ্রই দূর হইল। মেরির সন্তান না হওয়ায় ইংল্যণ্ডের সিংহাসন অষ্ট্রিয়ার ফিলিপের হাতে যাইবার আশা রহিল না। তাহা ছাড়া এই সময়ে, তাঁহার পিতা সিংহাসন ত্যাগ করায় ফিলিপের পিতৃব্য অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য এবং ফিলিপ বাকী সমুদায় রাজ্য—নেপল্‌স, মিলান, বার্গাণ্ডি, ক্যাষ্টাইল, অ্যারাগন—লাভ করেন। এই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহার ইংল্যণ্ড ছাড়িয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় রহিল না। তাঁহার শাসিত রাজ্যের মধ্যে শুধু ইংল্যণ্ডের দিকে সমস্ত মনোযোগ দিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গার্ডিনারের মৃত্যুর পর কার্ডিনাল পোল রাণীর পরামর্শ-সভার প্রধান হন। ইহারই হাতে রাজ্য-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ফিলিপ ইংল্যণ্ড ত্যাগ করেন। উল্‌সি ও ক্রমওয়েলের ন্যায় পোল যাজক ও অযাজক উভয় বিষয়ে সুশৃঙ্খলার ভার হাতে লইলেন। কিন্তু সে কাজ সহজ ছিল না।

মেরি কর্তৃক প্রটে-ষ্টাণ্টদের নিপীড়ন ও তাহার ব্যর্থতা।

পোপের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া দূত পাঠান হইল। তখন পোপ ছিলেন চতুর্থ পল। চতুর্থ পল সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্যাথলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ তাড়াতাড়ি ঘটিতেছিল। উত্তর জার্ম্মাণিতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দক্ষিণ-জার্ম্মাণিতেও ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছিল। অষ্ট্রিয়ার ওমরাহ্‌রা পুরাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নূতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসেন। হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ডের ওমরাহ্‌গণ একবারে প্রটেষ্টাণ্ট হন। ফ্রান্সে দিন দিন প্রটেষ্টাণ্ট মতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছিল। এবং মেরি ইংল্যণ্ডকে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। শুধু যেখানে স্পেনের প্রভাব প্রবল ছিল, ক্যাষ্টাইল, অ্যারগন ও ইতালিতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছিল। অথচ এই সময়কার প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে গলদের সীমা ছিল না। ক্যাথলিক ধর্ম্মের এই দুর্দ্দিনে পোপ চতুর্থ পলের উৎসাহে নূতন করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। সমগ্র ক্যাথলিক জগৎ একত্র হইল। পল বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সহিত কোন প্রকার রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংল্যণ্ড বিনাসর্ত্তে পুনরায় ক্যাথলিক হইবে না, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল এবং গির্জার কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতেও তিনি অসম্মত ছিলেন। সুতরাং ইংরেজ দূত যখন পোপের আধিপত্য স্বীকার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পোপ সর্ত্তসমূহে রাজী হইলেন না। তিনি যে সকল জমি পূর্ব্বে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহা ফেরৎ চাহিলেন। মেরি যাহা করিতে চাহিলেন, এরূপে পোপ তাহা ব্যর্থ করিলেন। মেরি মনে মনে সম্পূর্ণরূপে পোপমতের পোষক ছিলেন কিন্তু জন-সভা বা ওমরাহ্-সভা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। এবং

মেরির ইংল্যণ্ডকে ক্যাথলিক বানাইবার প্রচেষ্টা ও পোপের দাবী।

...পের সহিত ইংল্যাণ্ডের মতের পার্থক্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। কিন্তু মেরি স্বদেশে নির্যাতনের কার্য্য থামাইলেন না। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি পোপের নিকট হইতে ক্র্যানমারকে অবিশ্বাসের জন্য পুড়াইয়া মারিবার আদেশ পাইলেন। ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপরূপে ক্র্যানমারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অতুলনীয় ছিল। তিনিই অ্যান বোলিনের সহিত অষ্টম হেনরির বিবাহ সিদ্ধ ও ক্যাথারিনের সহিত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। মেরি যাহাতে সিংহাসনে বসিতে না পারেন, তজ্জন্য যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তিনি তাহাতে যোগ দেন। অষ্টম হেনরির সময়ে বাইবেলে হেনরি ও ক্রমওয়েলের সহিত ক্র্যানমারের ছবিও স্থান পাইয়াছে। নব অভ্যুদয়ের মূলেও তাঁহার কার্যকলাপ ছিল। সুতরাং তাঁহার উপর মেরির বিদ্বেষ স্বাভাবিক। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার ভীরুতা জাগিয়াছিল। তিনি বারে বারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তাঁহার পক্ষে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দেওয়া হইল। মরিবার সময়ে তিনি কোনরূপ চঞ্চলতা দেখান নাই, বরং আগে যে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। ক্র্যানমারের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট জগৎ নিজেদের বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া সচেতন হইয়া উঠিল।

ক্যাণ্টারবারির আর্ক-বিশপ ক্র্যানমারকে আগুনে পোড়ান হয়।

মেরিকে এই সময়ে দোটানায় পড়িতে হয়। একদিকে তিনি পোপকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলেন না, অন্যদিকে পোপকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহাতেই মহাসমিতি বিশেষ বিরোধিতা করিতেছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবি পুনরায় স্থাপন করিয়া ও তাহাতে ক্যাথলিক যাজককে প্রাধান্য দিয়া লোকদের অসন্তোষ উৎপাদন করেন। এই অসন্তোষ আরো বাড়িবার কারণ শীঘ্রই ঘটিল। ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহকালে এই অঙ্গীকার করা হয় যে, স্পেনের যুদ্ধ-বিগ্রহে ইংল্যাণ্ড লিপ্ত হইবে না। কিন্তু ফিলিপ যখন দেখিলেন ইংরেজের নৌবাহিনী ও সৈন্য রাজ্য বিস্তারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করিলেন না। তিনি মেরিকে তাঁহার মতে আনিবার জন্য ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে আবার বিলাতে আসিলেন। তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স। সুতরাং ফ্রান্সকে পরাভূত করিতে পারিলেই তিনি পাশ্চাত্য খৃষ্টানজগতের প্রায় একমাত্র প্রভু হইবেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে রাণীর বিরুদ্ধে ছোটখাট এক বিদ্রোহ হয় ও ফ্রান্স তাহাতে সাহায্য করে। বিদ্রোহ অতি সহজে প্রশমিত হয়। কিন্তু মেরি ফ্রান্সের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথমত ফিলিপ ইংরেজের সাহায্যে জয়লাভ করিলেও ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা পরাজিত হয়। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রথমত ক্যালে তারপর গাইনে ইংরেজদের হাত ছাড়া হইয়া যায়।

মহাসমিতির বিরোধিতা (১৫৫৬)।

অন্তর্বিদ্রোহের প্রশমন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে পরাজয় (১৫৫৭)।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। মেরির প্রতিনিধি লর্ড সাসেক্সকে উহা দমন করিবার জন্য কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইতে হইতেছিল। এই প্রতিনিধি আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজ উপনিবেশ বসাইবার নীতি অবলম্বন করিলে বিবাদ আরো পাকিয়া উঠিল। এই বিবাদে বহু আইরিশ পরিবার একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মালিক-শূন্য পরিত্যক্ত ভূমিসমূহে ইংরেজ পরিবারদের আনিবার চেষ্টা হইল। ফ্রান্সের

আয়াল্যাণ্ডের সহিত মেরির বিবাদ।

সহিত যুদ্ধের ফলে এই চেষ্টা ত্যক্ত হয়, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত বিবাদ চলিতে থাকায় রাজকোষে অর্থাভাব ঘটিতে থাকে।

মেরির অবলম্বিত ধর্মনীতি ইংল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মকে উচ্ছেদ করিতে পারে নাই, স্কটল্যাণ্ডে উহা আরো তেজের সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মেরি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্ব হইতেই স্কটল্যাণ্ডে ধর্মযাজকদের বিত্ত ও সাংসারিকতা ওমরাহ্‌দের চক্ষুশূল হইয়াছিল। নূতন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু ধর্মমঠ লুপ্ত ও গির্জ্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে স্কটল্যাণ্ডের ওমরাহদের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের প্রচার হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ক্যাথলিক স্কটল্যাণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট ইংল্যাণ্ডের বিরোধী থাকিয়া লাভবান্ হয়। কিন্তু এক্ষণে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্মের স্রোত ফিরিবামাত্র স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিল। তারপর ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহের পর স্কটরা বুঝিল যে, ইংরেজরা ইহার পর হইতে স্পেনের সাহায্য পাইবে, সুতরাং তাহারা ফ্রান্সের সহিত আরো ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিল। ধর্মের জন্য যাঁহারা ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া যান তাঁহাদের অনেকে স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। ইঁহাদের মধ্যে জন নক্স প্রধান। ইনি নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের পর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে আসেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্ট ও জেনেভার যাজকত্ব লাভ করিয়া ইনি তথা হইতে নিপীড়িত প্রটেষ্টাণ্টদের জন্য আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে সমুদয় স্কট ওমরাহ একত্র হইয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তির (কোভেনাণ্ট) মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা ও পোষণ করিবেন।

স্কটল্যাণ্ডে মেরির অকৃতকার্য্যতা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অধিকতর প্রসার লাভ।

নিপীড়নের বিরুদ্ধে জন নক্স ও তাঁহার আন্দোলন (১৫৫৭)।

স্কট ওমরাহদের চুক্তি।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে স্কট ওমারহ্‌দের এই চুক্তির বিশেষ একটি মূল্য আছে। পোপের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা দৃঢ়ভাবে প্রচারিত হয় যে, প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ন্যায় ধর্মগত ঐক্য থাকা প্রয়োজন। আর রাজার যে ধর্ম প্রজাদেরও সেই ধর্ম হইবে। ইহার ফল এই হইত যে, ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ একে একে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম অবলম্বন করিলে প্রজাদিগকে জোর করিয়া ঐ ধর্মে আনয়ন করা হইত। ক্যাথলিক ধর্ম এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু ইয়োরোপের প্রায় অর্দ্ধেক প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্যের প্রজাদের সম্মুখে শীঘ্রই এই সমস্যা উপস্থিত হইল, তাহারা নিজ বিবেকানুমোদিত পথে চলিবে, না রাজার অনুমোদিত ধর্ম মানিয়া চলিবে। এই সমস্যার মীমাংসায় স্কটল্যাণ্ড প্রথম পথ দেখায়। পূর্ব্বোক্ত চুক্তি দ্বারা ওমরাহ্‌গণ রাজা বা রাণীর বিরুদ্ধে নিজ ধর্ম রক্ষার অঙ্গীকারে বদ্ধ হন। স্কটল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ধর্মের জন্য রাজার বিরুদ্ধাচারণ দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালে ধর্মমত বিষয়ে প্রজাগণের স্বাধীনতার বীজ এই চুক্তি হইতেই অঙ্কুরিত হয়।

এই চুক্তি দ্বারা স্কটল্যাণ্ড প্রথম রাজা বা রাণীর বিরুদ্ধে স্বধর্ম পালনের দৃষ্টান্ত দেখায়।

মেরির অবলম্বিত নীতির ফলে স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিল। ইংল্যাণ্ডে বহু প্রটেষ্টাণ্টকে পুড়াইয়া মারা হয়, কিন্তু স্কটেরা তদ্রূপ নিপীড়ন সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিজ ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত তাহারা অস্ত্রধারণে কৃতসংকল্প হইল। যদিও ইহারা সীমান্ত ছাড়াইয়া ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করে নাই, তথাপি মেরি বুঝিলেন যে, ফ্রান্সের

সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ডের শত্রুতার কথা মনে রাখিতে হইবে। এদিকে মেরির নিপীড়নের ফলে ইংরেজ ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক্ ও মধ্যবিত্ত যুবকগণ ক্রমাগত ইংল্যাণ্ড ছাড়িয়া ফ্রান্স, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও অন্যান্য দেশে যাইতে থাকে। ইহাদের কেহ কেহ পরে প্রটেষ্টাণ্ট জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার ভয় গার্ডিনার ইহাদিগকে দেখাইলেও লণ্ডনের বণিক্‌গণ ও ধনিগণ সর্ব্বপ্রকারে ইহাদের সাহায্য করিতে থাকেন। এই সকল পলাতক প্রটেষ্টাণ্ট সকলে যে একমত ছিলেন, তাহা নহে। কেহ কেহ অত্যন্ত উগ্রভাবে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও তদন্তর্গত প্রথা-সমূহের বিরোধী ছিলেন। বিলাতে ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অল্পলোকেই অনুভব করিয়াছিল। সেখানে ধর্ম্মান্দোলনের একটি ফল হইয়াছিল, ধর্ম্মগত স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পোপ জাতীয়তা বোধের বিকাশে বাধা দিতেছিলেন, এই ছিল গোড়ার দিকে অভিযোগ। ক্রমে পোপ স্বয়ং বিলাতের লোকের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইলেন; পোপ ও তাঁহার প্রথাকে অখৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করিবার পর ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বাইবেলের দিকে লোকের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইতে থাকিল। গার্ডিনার প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ রাজা বা রাণীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্মমত বদ্‌লাইয়াছেন; তাহাতে তাঁহাদের মনে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই, কারণ রাজার ধর্ম্মই প্রজার ধর্ম্ম তাহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনগণের নিকট ইহা বড়ই বিসদৃশ ছিল। তাহারা ভাবিয়া পাইত না যে, যদি ঈশ্বরের আরাধনা ও ধর্ম্মমত সত্যই আধ্যাত্মিক জিনিষ হয়, তাহা হইলে রাজা ও রাণীর খেয়ালমত তাহার পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। এই কারণেই, প্রটেষ্টাণ্টগণ নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। রাজার খুসীমত ধর্ম্মপ্রচার হইবে, এই মতের ঘোরতর বিরুদ্ধতায় তাহারা প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ধর্ম্মের বেলাতেও মানুষ একা দাঁড়াইতে পারে না। তাহাকে দল বাঁধিতে হয়। পোপের আধিপত্য ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে থাকিল বটে, কিন্তু ক্যাথলিক মতবাদের প্রভাব সহজে মুছিবার নয়। পোপ ও ক্যাথলিক ধর্ম্মকে অখৃষ্টান বলিয়া প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু ক্যালভিন প্রমুখ ধর্ম্মনেতাগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, সত্যের কোন জাতীয় রূপ নাই, উহা বিশ্বজনীন, পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল লোকের পক্ষে একটি মাত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাকিতে পারে, সকল রাজ্য একই খৃষ্টান জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং রাজাপ্রজা সকলের পক্ষে এক খৃষ্টানী আইন প্রযোজ্য। ক্যালভিন এই প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গঠন কিরূপ হইবে, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। ইনি জাতিতে ফরাসী ছিলেন ও তাঁহার মতবাদের জন্য তথা হইতে তাড়িত হন। ইহার মতসমূহ ক্যালভিনবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মনে হইতে পারে যে, তিনি পুরাতন ক্যাথলিক ধর্ম্মই নূতন পোষাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মতের প্রভাব আধুনিক কতকগুলি রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার গোড়ায় রহিয়াছে। তিনি মানুষকে এক বিশেষ মর্য্যাদা দান করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা নন, পুরোহিতও নন, কিন্তু তাঁহার কল্পিত খৃষ্টান-জগতের প্রত্যেক মানুষ নিজ অধিকার বলে সমগ্র

মেরির নিপীড়নের ফলে স্কট-প্রটেষ্টাণ্টগণের শত্রুতা এবং ইংল্যাণ্ড হইতে দলে দলে প্রটেষ্টাণ্টদের দেশত্যাগ।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের উদারতা।

ক্যালভিন ও জেনেভায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-অনুযায়ী সম্প্রদায় গঠন।

ধর্ম্মসমাজের ব্যবস্থা স্থির করিতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ বা তাঁহার তথাকথিত প্রতিনিধি পোপ ধর্ম্মসমাজের ব্যবস্থাদাতা নহেন, ব্যবস্থা বাইবেলের মধ্যেই রহিয়াছে। এবং বাইবেলে প্রদত্ত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতে হইলে লোকদের সভাই করিবে। অন্যদিকে বাইবেলের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন প্রজাকে চালাইবার ক্ষমতা রাজারও নাই। বলা বাহুল্য, ক্যালভিনের নিকট রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র তুল্যমূল্য। এই মতবাদের প্রভাব জনগণের মধ্যে কম হইল না। ক্যালভিনের এক বিশেষ সুবিধা এই হইয়াছিল যে, তিনি জেনেভাতে নিজের মতবাদ কাজে খাটাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। ফ্রান্স, নীদারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে নিপীড়িত হইয়া যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৫৬৪) ২৩ বৎসর কাল প্রটেষ্টাণ্ট মতকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা করেন। এই প্রটেষ্টাণ্টদের কাজের কেন্দ্র ছিল জেনেভা। কিন্তু ইহাদের প্রভাব ইংল্যণ্ডে খুব বেশী হইয়াছিল। এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থিত বিলাতী নির্ব্বাসিতগণ উপাসনা ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ শোধিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ৎস্যুরিখ, ষ্ট্রাসবুর্গ প্রভৃতি স্থানের নির্ব্বাসিত ইংরেজগণ তাঁহাদের বিরোধিতা করেন। নক্স (৪৩৮ পৃঃ) ফ্রাঙ্কফোর্টের নেতারূপে এই বিরোধিতায় না দমিয়া জেনেভার আদর্শে এক নূতন খৃষ্টান সমাজ স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্টে নূতন নির্ব্বাসিতদের আগমন হওয়ায় সংস্কারকরা ভোটে হারিয়া যান, নক্স বিতাড়িত হন এবং ইহাদের কেহ কেহ জেনেভায় আশ্রয় লইয়া পদ্যে বাইবেলের অনুবাদ করিতে থাকেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের এই ধর্ম্ম-বিবাদ সামান্য হইলেও, ইহাই কালে গুরুতর আকার ধরিয়া ইংল্যণ্ডের ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করে। এই সময় হইতে বিলাতী পবিত্রতাবাদ (পিউরিটানিজ্ম্) এর উদ্ভব হয়।

ইংল্যণ্ড জেনেভার মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

এই প্রটেষ্টাণ্টদের নিজেদের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক, ইহারা স্বদেশে অসন্তোষ-বহ্নিতে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। রাশি রাশি গ্রন্থ, পুস্তিকা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়া ইংল্যণ্ডে বিতরিত হইবার জন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। এই সকলের ভাষা অত্যন্ত তীব্র ছিল। এগুলি লিখিত হইবার পূর্ব্বে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে পুড়াইয়া মারা আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু এরূপ তীব্র ভাষায় মেরি ধৈর্য্য রাখিতে পারিবেন না, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফিলিপের সহিত মেরির বিবাহ হইবার পর নির্ব্বাসিতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নূতন সুযোগ লাভ করিল। ওয়াইয়্যাটের দমনে ইহাদের বিদ্বেষ আরো তীব্র হইয়া উঠিল। তারপর নিপীড়ন আরম্ভ হইলে ও ক্র্যানমার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এই বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। নক্স ও গুড্ম্যান রাণী মেরির বিরুদ্ধে রীতিমত লেখনী ধারণ করিলেন। নক্স এক পুস্তকে মেরিকে শয়তানী, বিশ্বাসঘাতক ও জারজ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন স্ত্রীলোকে রাজ্যশাসন করিবে ইহা ভগবান্ ও প্রকৃতি উভয়ের অনভিপ্রেত। সুতরাং তাঁহার প্রজাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল এই রাণীকে অপসারিত করা এবং দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইল যাঁহারা

নির্ব্বাসিত প্রটেষ্টাণ্টগণের মেরির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও নানা গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ (১৫৫৮)। নক্স ও গুড ম্যান।

সে কাজে বাধা দিবে তাহাদিগকে হত্যা করা। নক্সের মতে রাণীর প্রতি বশ্যতার শপথ আর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ একই কথা। নক্স এই কথা সজোরে প্রচার করিলেন যে, মেরির অত্যাচার আর বেশী দিন চলিবে না, কারণ স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার বিরোধী। গুড্ম্যান তাঁহার পুস্তকে প্রজাদিগকে সোজাসুজি বিদ্রোহী হইবার উপদেশ দিলেন। গুড্ম্যান লিখিলেন, পৌত্তলিক স্ত্রীলোকের হাতে রাজ্যভার দিয়া ইংরেজরা যীশুখৃষ্ট ও বাইবেলকে অমান্য করিয়াছে; তাঁহার কথা মান্য করিয়া তাহারা ভগবান্কে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। সুতরাং তাহারা বিরোধী হইলে ভগবান্কে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। মেরিকে তিনি শুধু ধর্ম্মহীনা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না, সর্পের সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন, ইংল্যণ্ডের সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য একমাত্র মেরি দায়ী।

নির্ব্বাসিত প্রটেষ্টাণ্টদের মেরির বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তক বা প্রচারিত উপদেশে যতই অত্যুক্তি থাকুক্ না, ইহার মধ্যে একটা নূতন সুর লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমতাহীন করিয়া টমাস্ ক্রমওয়েল রাজশক্তিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিলেন। রাজ্য মধ্যে রাজা বা রাণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ওমরাহ্, যাজক বা কোন শ্রেণীরই ছিল না। কিন্তু এই বিধ্বস্ত-ক্ষমতা যাজকসম্প্রদায় হইতেই ক্রমে এমন এক দল লোকের আবির্ভাব হইল যাহারা যাহা ন্যায় বলিয়া বুঝিত তাহা প্রচার করিতে ভীত হইত না। ওমরাহ্ ও রাজনীতিবিদ্গণ সর্ব্বদা রাজশক্তির নিকট নতজানু হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা অকুতোভয়ে রাজা বা রাণীর অন্যায় দেখিলে শাসন করিতেন। ল্যাটিমার, নক্স, গ্রিণ্ট্যাল, লেভার প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। নির্ব্বাসিত প্রটেষ্টাণ্টগণ এ বিষয়ে আরো অগ্রসর ছিলেন। ইহারাই পরবর্ত্তী বিলাতী পবিত্রতাবাদীদের অগ্রদূত এবং বিলাতী রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ভঙ্গ করিতে ইহাদের কার্য্যাবলী বিলাতের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রতিবাদে স্বদেশে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গুড্ম্যানের বহি ইংল্যণ্ডে পৌঁছিবামাত্র মেরি আইন করিলেন যে, যাহার হাতে ঐ পুস্তক পাওয়া যাইবে তাহাকেও বিদ্রোহী বলিয়া গণনা করা হইবে ও পুড়াইয়া মারা হইবে। এই দুঃসময়ে বিলাতী জনগণ কিন্তু আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল। একদিকে উৎপীড়নের জন্য প্রজ্বলিত বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বিতেছিল না, অন্য দিকে সমুদ্রের ওপারে ক্রমাগত যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতেছিল, প্রটেষ্টাণ্ট উৎসাহিগণ প্রজাদিগকে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিল; ইহারই মধ্যে বিলাতী জনসাধারণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল কবে মেরির মৃত্যু হইবে এবং অ্যান বোলিনের কন্যা এলিজ্যাবেথ রাণী হইবেন। মেরি যে আর বেশীদিন বাঁচিবেন না তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এলিজ্যাবেথ পঁচিশ বৎসর বয়সেই বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি প্রটেষ্টাণ্টদের অনুকূল। সকলেই অপেক্ষা করিতেছিল, মেরির মৃত্যু হইলে তিনি রাণী হইবেন। এলিজ্যাবেথকে অবশ্য নানা বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হইয়াছিল। লেডি জেন গ্রেকে যখন সিংহাসনে বসান হয়, তখন তাঁহার দাবীও অস্বীকার করা হয়। তিনি মেরির সহায়তা করিলেও, তাঁহার প্রতি মেরির বিশেষ ঘৃণা

ফলে নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়।

এলিজাবেথকে রাণী-রূপে পাইবার জন্য জনগণের প্রতীক্ষা।

ছিল। এলিজ্যাবেথকে রাণী করিবার জন্যই ওয়াইয়্যাট বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। উহা দমনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রিয়াপতি তাঁহাতে হত্যা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এলিজ্যাবেথ কারাগারে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ওয়াইয়্যাট মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত বার বার ঘোষণা করেন যে, এলিজ্যাবেথের কোন দোষ নাই। সুতরাং ওমরাহ্ সভা মেরিকে বাধ্য করেন এলিজ্যাবেথকে মুক্ত করিয়া দিতে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মেরির যখন সন্তান হইবে বলিয়া আশা হইল, তখন এলিজ্যাবেথকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ফিলিপ তাহা অনুমোদন করেন এই জন্য যে, যদি সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মেরির মৃত্যু হয় ত তিনি এলিজ্যাবেথকে বিবাহ করিয়া ইংল্যণ্ডের সিংহাসনের অধিকার পাইবেন। মেরির যখন সন্তান হইল না ও হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না, তখন তাঁহার মৃত্যুর পর এলিজ্যাবেথের সিংহাসন-প্রাপ্তির আর কোন বাধা অবশিষ্ট ছিল না। ফিলিপও তখন হইতে এলিজ্যাবেথের নিরাপত্তার দিকে খরদৃষ্টি রাখিলেন; ইংল্যণ্ড ছাড়িবার সময় তিনি রাণী ও মন্ত্রি-সভাকে এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়া যান। এইরূপে ওমরাহ্ ও ফিলিপ এলিজ্যাবেথের প্রাণরক্ষায় যত্নবান হইলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুকূল ছিল প্রজাগণ। বস্তুত, বিলাতী জনসাধারণ চোখ রাখিয়াছিল যেন তাঁহার কোন বিপদ্ না ঘটে এবং তিনি সিংহাসনে বসিতে পারেন।

রাজনীতিপরায়ণগণ ও তাঁহাদের মত। এলিজ্যাবেথের পরামর্শ দাতা সিসিল এই দলভুক্ত।

এই সময়ে বিলাতে একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহারা কোন ধর্ম্মমতকে প্রাধান্য দানে প্রস্তুত ছিলেন না; ইঁহারা ইংল্যণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইঁহাদিগকে পোলিটিক্যালস্ বা রাজনীতি-পরায়ণ নামে অভিহিত করা হইত। ইঁহাদের দলের একজন, উইলিয়াম সিসিল, এলিজ্যাবেথের পরামর্শদাতা হইয়া দাঁড়ান। ইনি এলিজ্যাবেথ রাণী হইবার পর হইতে তাঁহার রাজত্বের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই পদে বাহাল ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র দেখা যায়। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর এলিজ্যাবেথের সময়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ লাভ করেন। সিসিল ও তাঁহার দলের লোকদের নিকট ক্যাথলিক উৎপীড়ন শুধু নিরর্থক নহে, ক্ষতিকর ছিল। সমগ্র জাতির মধ্যে যে পূজা-অর্চ্চনার বিধি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মান্য করিয়া চলা তাঁহার মতে সমীচীন। কিন্তু বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রত্যেক লোকের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কোন শাস্তির ভয় দ্বারাই যে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসে পরিবর্ত্তন ঘটানো সহজ নয়, তাহার প্রমাণ ইংল্যণ্ডেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এলিজ্যাবেথ ও সিসিল উভয়েই প্রতি ব্যক্তিকে বিবেকানুমোদিত বিশ্বাস মানিয়া চলিবার স্বাধীনতা দিতে পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে অধিকাংশ ইংরেজের চিন্তাধারাও অনুরূপ ছিল। প্রটেষ্টাণ্টদের মত ক্যাথলিকরাও মেরির নিপীড়ন বাড়াবাড়ি মনে করিতেন। আর প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি অত্যাচারের ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে, শুধু যে তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল তাহা নহে, রাজ্যের মুষ্টিমেয় লোক হইয়াও তাহাদের প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। এই সময় সমগ্র জাতি এই ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একান্ত মনে শান্তি কামনা করিতেছিল। এলিজ্যাবেথ

ও সিসিল শীঘ্রই এমন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন যে, তাহাতে ইংল্যাণ্ডে শান্তি ফিরিয়া আসে।

মেরির মৃত্যু।

মেরি ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কঠিন ব্যাধিতে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসীদের পুড়াইয়া মারিবার কাজ খুব চলিতে থাকে। মেরি যতই কঠিনভাবে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহারাও তত নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকিয়া মরিতে লাগিল। সমগ্র জাতি রাণীর নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হইল। কিন্তু এত করিয়াও পোপ চতুর্থ পোলের অনুমোদন মেরি পাইলেন না। পোপ জিদ ধরিলেন যে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমুদায় বাজেয়াপ্ত ভূমি ফিরাইয়া দিতে হইবে। তিনি ফিলিপের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ত ছিলেনই, রোম হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি ধর্ম্মযাজক পোলের প্রতিও বিশেষ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, এমন কি, তাহাকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হন। রাণী ক্যাম্ব্রেতে সন্ধির উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন ডাকিয়া রক্ষা পান। কিন্তু এই সম্মেলনে ফ্রান্স ক্যালে ফিরাইয়া দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এইরূপে রাণী সর্ব্বত্র ভগ্নমনোরথ হইয়া দুর্ব্বলশরীরে ব্যাধি-পীড়িত হন ও মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এলিজ্যাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিবার কালে দেশের অবস্থা।

এলিজ্যাবেথ যখন রাণী হইলেন, তখন ইংল্যাণ্ডের অত্যন্ত দুঃসময়। ফিলিপের ইচ্ছামত বৃথা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায়, এক স্পেন ব্যতীত উহার আর কোন বন্ধু ছিল না। ক্যালে ফরাসীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায়, ফ্রান্স ইংলিশ চ্যানেলে নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। ঘরোয়া যুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আর স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরি ষ্টুয়ার্টের সহিত ফরাসী রাজপুত্রের বিবাহের পর হইতে উহা এক প্রবল বিপক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের কোন উপায় ছিল না, উহার না ছিল স্থলসৈন্য, না জলসৈন্য। তদুপরি রাজকোষ শূন্য। এডওয়ার্ডের রাজত্বে বহু অর্থ বৃথা অপব্যয় হয়। তার পরে রাজার অধিকৃত গির্জ্জার সম্পত্তি কতক ফিরাইয়া দেওয়ায় ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে হওয়ায় তহবিল যে শূন্য হইয়া পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বাহিরের চেয়েও গুরুতর বিপদ্ দেশের অভ্যন্তরে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয়ে দেশবাসী লজ্জা বোধ করে। মেরির রাজত্বে রক্তপাত ও অপশাসনের ফলে উহা প্রায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। তখনকার মত সামাজিক অসন্তোষ চাপিয়া রাখিলেও, তাহা ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল। ধর্ম্মগত বিবাদ তাহাতে আরো ইন্ধন যোগাইতে থাকে। মেরির উৎপীড়ন অনুমোদন না করিলেও গোঁড়া ক্যাথলিকদিগকে পোপের প্রতি বশ্যতা রক্ষা করিতে হইতেছিল, অন্যদিকে প্রটেষ্টাণ্টগণ ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠে।

এলিজ্যাবেথ নিপীড়ন বন্ধ করিয়া দেন।

এলিজ্যাবেথের নিকট ধর্ম্ম লইয়া দ্বন্দ্বের কোন অর্থ ছিল না। তাঁহার চারিদিকে যখন ধর্ম্মবিদ্বেষ লইয়া তর্ক ও বিবাদ চলিতেছিল, তখন তিনি সেই সবে একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি ক্যাথলিক ওমরাহদের কাছে আসিতে দিতেন বলিয়া প্রটেষ্টাণ্টগণ আপত্তি করিত; আবার প্রটেষ্টাণ্ট পরামর্শদাতাদিগকে তিনি ডাকিলে

ক্যাথলিকগণ অসন্তুষ্ট হইত। অথচ এলিজ্যাবেথের নিকট এই আচরণই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁহার মনে রাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা বড় আসন পাইত না। সুতরাং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র ধর্ম্মের নামে নিপীড়ন (পারসিকিউসন) তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। আজীবন তিনি এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন যে, কোন অবিশ্বাসীকে পুড়াইয়া মারা হইবে না। শুধু তাহাই নহে। তিনি এই কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রজাদের বিবেকানুমোদিত বিশ্বাসে তিনি কোন প্রকার বাধা দিবেন না। অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রত্যেক ইংরেজকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। কিন্তু এই ধর্ম্ম বিশ্বাসে স্বাধীনতা দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্মানুমোদিত পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে স্বাধীনতা বুঝাইত না। জাতীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া দাঁড়াইবার কল্পনা অগ্রসরতম সংস্কারকদের মাথাতেও আসে নাই। যাঁহারা চরম সংস্কারবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সংস্কারসমূহ জাতীর ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

প্রজারা ব্যক্তিগত বিশ্বাসে স্বাধীনতা লাভ করিলেও জাতীয় ধর্ম্মবিচ্যুত হইবার স্বাধীনতা পায় নাই।

এলিজ্যাবেথের সিংহাসন আরোহণে প্রটেষ্টাণ্টগণ এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল যে, শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিপীড়ন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেই আশা আরো বাড়িয়া যায়। কিন্তু বহু দিন ধরিয়া এলিজ্যাবেথ ধর্ম্ম বা শাসন-ব্যবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন না। অধিকন্তু ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্টনির্ব্বিশেষে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া এবং প্রটেষ্টাণ্টদের বাড়াবাড়ি কোথাও কোথাও দমন করিয়া তিনি সেই আশা নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। এলিজ্যাবেথ স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি অষ্টম হেনরির পথই অনুসরণ করিয়া চলিবেন। কোন কোন দিকে তিনি অষ্টম হেনরি অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি নিজেকে ইংল্যণ্ডের রাণী বলিয়া স্বীকার করাইবার জন্য পোপের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তদানীন্তন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এলিজ্যাবেথকে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরি ষ্টুয়ার্ট ফরাসীরাজপুত্র ফ্রান্সিসের স্ত্রী। এলিজ্যাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র ফরাসীরাজের আদেশে মেরি ও ফ্রান্সিস্ ইংল্যণ্ডের রাণী ও রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে এলিজ্যাবেথের একমাত্র বন্ধু ছিলেন ফিলিপ। ফিলিপ পিতার সাম্রাজ্য লাভ করেন নাই, তাহা ছাড়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পক্ষে এলিজ্যাবেথকে সমর্থন করা বেশী সমীচীন বোধ হইয়াছিল। এমন কি, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিলেন। এলিজ্যাবেথ এই প্রস্তাব সৌজন্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দ্বারা তিনি কিছুতেই ফিলিপকে বিরূপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে রক্ষণশীল পথ বাছিয়া লইতে হইল। কিন্তু পোপ চতুর্থ পল এলিজ্যাবেথের প্রস্তাব শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার দুঃসাহসের জন্য তিনি এলিজ্যাবেথকে তিরস্কার করিয়া জানান যে, অ্যান বোলিনের সহিত অষ্টম হেনরির বিবাহ অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, সুতরাং এলিজ্যাবেথ বৈধ সন্তানরূপে কিছুতেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন না। তাঁহাকে পুনরায় পোপ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারালয়ে এ বিষয়টি বিচারের জন্য পাঠাইতে হইবে।

এলিজ্যাবেথের রক্ষণশীল হইবার কারণ; ফিলিপের বন্ধুতা কাম্য ছিল।

পোপের সহিত রফা করিবার চেষ্টা করিয়া এলিজ্যাবেথ অকৃতকার্য্য হন। মহাসমিতি অপ্রতিহত রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে (১৫৫৯)।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড পোপের এই তর্জ্জন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। অষ্টম হেনরির মত এলিজ্যাবেথও জাতীয় সমস্যা জাতির দ্বারাই মীমাংসিত হইবার স্বাধীনতা দাবী করিলেন এবং ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহাসমিতি আইন দ্বারা ঘোষণা করিল যে, এলিজ্যাবেথ বৈধ সন্তান এবং তিনি সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। অর্থাৎ পোপের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া রাজশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে তখনো রক্ষণশীল দলের লোক এত বেশী ছিল যে, জন-সভা রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার আইনের ঘোরতর বিরোধিতা করে, সিসিল তাঁহার বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা উহা পাশ করাইয়া লইতে সমর্থ হন।

ফ্রান্সের সহিত সন্ধি (১৫৫৯)।

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের এক সন্ধি হয়। তদনুসারে এই সর্ত্তে ক্যালে ফরাসীদের হাতে থাকে যে, উহা আট বৎসর পরে ইংরেজরা ফিরাইয়া পাইবে। এইরূপে বাহিরের বিপদ্ হইতে কতকটা মুক্তি পাইয়া এলিজ্যাবেথ প্রটেষ্টাণ্টদের সন্তোষজনক কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাইবেল পঠিত হইবে। ক্যাথলিকগণও বিলাতে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের বিরোধী ছিলেন না। এলিজ্যাবেথ যখন বাইবেল হইতে তাঁহাদের পক্ষে আপত্তিজনক বিষয় তুলিয়া দিলেন তখন সকলেই তাঁহার ব্যবস্থার সমর্থন করিল। এই সংবাদ রোমে পৌছিবামাত্র চতুর্থ পল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এলিজ্যাবেথকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিবার ভয় দেখাইলেন। ফিলিপ বিরক্ত হইলেও এলিজ্যাবেথের পক্ষ সমর্থন করিয়া পোপকে নিরস্ত করেন। ফ্রান্সের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে মেরী ষ্টুয়ার্টের দাবীর কথা ত্যক্ত হয় নাই। সেজন্য ফিলিপের পক্ষে এলিজ্যাবেথকে সাহায্য দান ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পোপ হয়ত তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অপেক্ষাকৃত মৃদুপ্রকৃতিবিশিষ্ট চতুর্থ পায়াস্ পোপ হন। ইনি একটা রফানিষ্পত্তির দিকে ঝোঁক দিলেন।

এলিজ্যাবেথের ধর্ম্ম-বিষয়ে উদারতা।

রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার পর যাজকদিগের বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণের কথা। কিন্তু এলিজ্যাবেথ এ বিষয়ে দু' একটি স্থানে ব্যতীত কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। এমন কি, কোথাও কোথাও যাজকগণ শপথ গ্রহণ করিতে না চাহিলে তিনি জোর করিয়া কিছু করিতে বিরত রহিলেন। কোন কোন স্থলে সংস্কারকগণ বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণত এই কথা বলা চলে যে, প্রচলিত ধর্ম্ম-ব্যবস্থার উপর এলিজ্যাবেথ আপাতত কোন হাত দেন নাই। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুই শাখায় সর্ব্বদা বিরোধ অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অব্যবস্থা থাকিবে ইহাও তিনি ভাল মনে করিতেন। এই সময়ে পোপের মৃত্যুর পর যিনি ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপ হইলেন তিনি এলিজ্যাবেথের ন্যায় সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক। তিনি ধীরে ধীরে রাণীর সহায়তায় সমগ্র ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মগত শান্তি আনয়ন করিলেন। কিন্তু রাণী এলিজ্যাবেথ তাঁহার নিজের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রতি টানের কথা যতই লুকাইয়া রাখুন তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্ম ধীরে ধীরে কিরূপে বদলাইয়া দিতেছেন। ইংল্যাণ্ড যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। তিনি ধীরে ধীরে নির্ব্বাসিত প্রটেষ্টাণ্টদের ডাকিয়া আনিয়া রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দিকে ইংল্যাণ্ডের ঝোঁক।

স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রভাব।

ইংল্যণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট ভাবাপন্ন হওয়ায় তাহার প্রভাব স্কটল্যাণ্ডেও দেখা গেল। স্কটল্যাণ্ড লইয়া এলিজ্যাবেথকে শীঘ্রই সঙ্কটে পড়িতে হইল। মেরি টিউডরের শত্রু বলিয়া বহু প্রটেষ্টাণ্ট স্কটল্যাণ্ডে আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু যেই স্কট ওমরাহ্‌গণ পরস্পর চুক্তি করিয়া (পৃঃ ৪৩৮) ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নিজেদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিলেন, অমনি স্কট্ রাজশক্তির ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্কট-রাজ্যের অভিভাবিকা মনে করিলেন যে, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে এবং তিনি তাহাতে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে এলিজ্যাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্কট সংস্কারকগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এই ভাবিয়া যে, শীঘ্রই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা কোন কোন স্থলে বলপ্রকাশ পর্য্যন্ত করিয়া নিজেদের মত চালাইতে চাহিলেন। প্রটেষ্টাণ্টগণ এডিনবরা অধিকার করিয়া বসিলেন। স্কট ওমরাহ্‌গণ ইংল্যণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কারণ এক্ষণে স্কটল্যাণ্ডের সমক্ষে এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজপুত্রের সহিত বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে মেরি ষ্টুয়ার্ট উইল করিয়া স্কটল্যাণ্ড ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।

স্কট ওমরাহ্‌গণের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

ওমরাহ্‌গণ ইহাতে সশস্ত্র বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্রান্স হইতে রাজ্যের অভিভাবিকার নিকট অর্থ পাঠান হইল, একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার কাজ করিতে লাগিল এবং ফ্রান্স অঙ্গীকার করিল আরো বহু সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য করিবে। এই সময়ে স্কট ওমরাহ্‌গণ এলিজ্যাবেথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্কটল্যাণ্ড হইতে ফরাসীদের দূর করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহায্য প্রার্থনা করায় এলিজ্যাবেথ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্কট ওমরাহ্‌দের সাহায্য করা প্রীতিপ্রদ ছিল না। তদুপরি স্কটল্যাণ্ডে ক্যালভিনের মতবাদ দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল। এই মতবাদের পরিপোষকদিগকে সাহায্য করা এই জন্য অপ্রীতিকর ছিল যে, তাঁহারা রাজশক্তির প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকার করিতেন না, অথচ ইংল্যণ্ডবাসীর মনে তখন এই কথাই দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, জাতীয় শৃঙ্খলা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন রাজশক্তির বশ্যতা। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই সময় স্কটল্যাণ্ডকে সাহায্য করা ভিন্ন এলিজ্যাবেথের উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার সভাসদেরা স্কটল্যাণ্ডকে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দুই হাজার ফরাসী সৈন্য ইংল্যণ্ডে অবতরণ করিলে ওমরাহ্‌গণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা রাজ্যের অভিভাবিকাকে আর মানিবেন না। তাঁহাদিগকে তখনি নিবৃত্ত হইবার আদেশ দেওয়া হইল ও ফরাসী সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল।

এলিজ্যাবেথের এক বৎসরের সুশাসনের ফলে ইংল্যণ্ডের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল; ধর্ম্মসম্প্রদায় পুনর্গঠিত হয়, রাজ্যের বিপুল ঋণভারের কতকাংশ শোধিত হইয়া যায়, নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রেরিত হইবার জন্য একদল সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্কট ওমরাহ্‌দের ক্যালভিন

মতবাদ এলিজ্যাবেথের মনঃপূত ছিল না, তথাপি তিনি তাঁহাদের সমর্থন ও ফ্রান্সের বিপক্ষতা করা সমীচীন মনে করিলেন। তাঁহার এই দুঃসাহস হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ফিলিপও চেষ্টা করেন। তাঁহার সভার ব্যক্তিদিগের মধ্যে সিসিল বাদে সকলেই বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসভাজন সিসিলও তাঁহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কিন্তু এলিজ্যাবেথ কোনরূপ ইতস্তত না করিয়া নির্ভয়ে নিজ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে যখন ফরাসী সেনাপতি স্কট ওমরাহ্দিগকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করেন, তখন হঠাৎ বিলাতী রণতরীর আবির্ভাব হয় এবং স্কট রাজ্যের অভিভাবিকার সৈন্যবাহিনী পশ্চাতে হটিয়া যায়। ইহার পর এলিজ্যাবেথ স্কট ওমরাহ্দের সহিত প্রকাশ্যভাবে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এই মর্ম্মে যে, তাঁহারা ফরাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। এলিজ্যাবেথের এইরূপ সাহস প্রদর্শনের এক কারণও ছিল। ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও ধর্ম্মের সংস্কার উপলক্ষে দুই দলের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ বাধিয়াছিল। ফ্রান্সে উগ্র প্রটেষ্টান্টগণ হিউগেনট নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ফরাসীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু হিউগেনটগণও ফ্রান্সিসের নিপীড়ন চুপ করিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এলিজ্যাবেথ ফরাসী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার কিছুকাল পরে হিউগেনট বিদ্রোহ হয়। সম্ভবত এলিজ্যাবেথ বা সিসিল এই বিদ্রোহের আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন ও সে নিমিত্ত ফ্রান্সের বিরোধিতা করিতে প্ররোচিত হন। ফ্রান্সের হিউগেনট বিদ্রোহ অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা না দমিয়া আরো জোরের সহিত নিজেদের আন্দোলন চালাইতে থাকে। এলিজ্যাবেথের আক্রমণে যেমন বিশেষ ফল হয় নাই, স্কট অভিভাবিকাও সেইরূপ অর্থ বা লোক কিছুই পাঠাইতে পারেন নাই। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্কট অভিভাবিকার মৃত্যু হইলে স্কটল্যাণ্ড মেরি ষ্টুয়ার্ট ও ফ্রান্সিসের হাতে পড়ে। ইঁহারা যুদ্ধে ক্রমাগত অর্থ ও লোকক্ষয় হইতে দেখিয়া দুইটি সন্ধি করিলেন। প্রথমটি দ্বারা স্থির হইল যে, ফরাসীরা স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইবে, আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না এবং স্কটল্যাণ্ডের শাসন ভার একটি ওমরাহ্-সভার হাতে অর্পিত থাকিবে। দ্বিতীয়টি দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সহিত এই রফা হইল যে, এলিজ্যাবেথ যে ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাহা ফ্রান্স স্বীকার করিতেছে। এই সন্ধি এডিনবরার সন্ধি নামে খ্যাত।

পূর্ব্বোক্ত সন্ধি সম্বন্ধে ফ্রান্স প্রতিকূলতা করিয়াও যখন শেষ পর্য্যন্ত সম্মত হইল, তখন সমগ্র ইয়োরোপ এলিজ্যাবেথের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। এ পর্য্যন্ত কেহই মনে করিতে পারে নাই যে, তিনি একাকী এতখানি কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন। এডিনবরার সন্ধিতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই জয়লাভ ঘটে। একদিকে তিনি ফিলিপের পরামর্শের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া তাঁহার শাসন হইতে মুক্তি পাইলেন, অন্য দিকে দুই শত বৎসর ধরিয়া যে বিপদ্ ইংল্যাণ্ডের সম্মুখে সর্ব্বদা ছিল তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিলেন— ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধির চেষ্টা টিউডর রাজারা সকলেই করিয়াছিলেন,

সাহায্য দানে এলিজ্যাবেথের প্রতিশ্রুতি।

ফ্রান্সের হিউগেনট বিদ্রোহ ও তাহার দমন।

এডিনবরার সন্ধি (১৫৬০)।

এলিজ্যাবেথের সফলতা।

কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সৌভাগ্য এলিজ্যাবেথের হয়। সন্ধির পরে স্কটল্যাণ্ডের মহাসমিতিতে স্থির হয় যে, জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত ক্যালভিন মতবাদ স্বদেশের ধর্ম্ম হইবে। এই আইন ও পূর্ব্বোক্ত সন্ধি ফ্রান্সিস্ ও মেরির নিকট মঞ্জুরের জন্য প্রেরিত হয়। মেরি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, আর ফ্রান্সিস্ ক্যালভিন মতবাদ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা উভয়েই আইন ও সন্ধি নামঞ্জুর করিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাঁহারা ইহার বেশী কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সিস্ স্কট ওমরাহ্‌দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া স্থির করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে মেরির কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়। নবম চার্লস সিংহাসন লাভ করিলেও তিনি শিশু থাকায় রাজ্যের অভিভাবিকা হন ক্যাথারিন। তিনি বাহিরের রাষ্ট্রসমূহের সহিত শান্তি রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মেরি ষ্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন দাবী করিয়া তাঁহার সমর্থন পাইলেন না।

ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ফ্রান্সে মেরির কর্ত্তৃত্বের অবসান (১৫৬০)।

এইরূপে অল্পকালের মধ্যে এলিজ্যাবেথ স্কটল্যাণ্ডকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বাহিরের বিপদ্ হইতে নিজের সিংহাসন নিরাপদ্ করিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরিক গোলযোগের হাত তিনি এড়াইতে পারিলেন না। এলিজ্যাবেথ যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিতেছেন তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহাকে স্কট ক্যালভিন মত ও ফরাসী হিউগেনটদের পরিপোষকরূপে দাঁড়াইতে দেখিয়া বিলাতী ক্যাথলিকগণ শঙ্কিত হইল। সুতরাং তিনি রাজ্য মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের যে মিলন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইল। ফিলিপ তখনো এলিজ্যাবেথের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের থামাইয়া রাখিলেন। ফিলিপের আশা ছিল এলিজ্যাবেথ যাহাই করুন শেষ পর্য্যন্ত তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন না। রাণী যে স্কট ক্যালভিনপন্থী ও ফরাসী হিউগেনটদের দলে যোগ দিয়াছিলেন তাহা ফিলিপের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। ফ্রান্সে প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহ সফল হইলে তাঁহার সমূহ বিপদ্। স্কট দৃষ্টান্তে ফরাসী প্রটেষ্টাণ্টগণ বিদ্রোহে উৎসাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তারপর ফরাসী বিদ্রোহের সার্থকতায় তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রটেষ্টাণ্টগণ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবে, এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, পোপ চতুর্থ পলের বাড়াবাড়ির জন্যই ইংল্যাণ্ড ক্যাথলিক-পক্ষ-চ্যুত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য দরকার পোপের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন; চতুর্থ পায়াস চতুর্থ পলের ন্যায় উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, তিনি আশা করিতেছিলেন ইঁহার দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে আবার ফিরাইয়া আনা যাইবে। চতুর্থ পায়াসও ইংল্যাণ্ডের দল-চ্যুতির জন্য পলকে দায়ী করিলেন। ইংল্যাণ্ড রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলেও পোপের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিত না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস এবং তিনি এলিজ্যাবেথের সহিত রফা নিষ্পত্তি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি শিষ্য পার্পাগ্লিয়াকে রাণীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য পাঠাইলেন। সিসিলের অনুপস্থিতির অজুহাতে এলিজ্যাবেথ কিছুকাল

এলিজ্যাবেথকে ক্যাথলিক মতে ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টা।

ইহার সহিত কোন পাকাপাকি কথা কহিলেন না। ইতিমধ্যে, ফিলিপ পার্পাগ্নিয়াকে ফ্রান্সে আটকাইয়া পোপকে দিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটাইলেন। বস্তুত, ফিলিপের ইচ্ছা ছিল না যে এলিজ্যাবেথ বিপদাপন্ন হন বা স্কটল্যাণ্ডে আবার ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পায়াস্ অত সহজে নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার চেষ্টায় দশ বৎসর পরে আবার ট্রেণ্ট সমিতির অধিবেশন বসিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট জগৎকে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করা। জার্ম্মাণির লুথার মতাবলম্বী রাজন্যবর্গকে ও এলিজ্যাবেথকে নিমন্ত্রণ করা হইল; তাঁহাদের প্রতিনিধি ধর্ম্মযাজকদিগকে এই সমিতিতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধও গেল। ফিলিপ এলিজ্যাবেথকে ইহাতে যোগ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এলিজ্যাবেথ পোপের প্রতিনিধিকে তাঁহার রাজ্যে অবতরণ করিতে দিলেন না। উত্তর জার্ম্মাণির লুথার মতাবলম্বী রাষ্ট্রসমূহ এই সমিতিতে আসিতে অসম্মত হইল; তাহারা ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিল। যে নীতির ফলে এলিজ্যাবেথের জয়লাভ ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে ছিল স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ক্যালভিন মতবাদিগণ। ঠিক সেই সময়ে তাহার নিকট হইতে পোপের বশ্যতা স্বীকার করার দাবী যে অসঙ্গত তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং ফিলিপের অনুরোধ তিনি রাখিতে পারিলেন না। পোপের বশ্যতা স্বীকার করিবার আশা চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল এবং ইংল্যাণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত নিজ ভাগ্য গ্রথিত করিল।

ইংল্যাণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত।

বিলাতী ক্যাথলিকগণ এতকাল আশা করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ক পরিবর্ত্তন সাময়িক ব্যাপার মাত্র, ইংল্যাণ্ড ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত থাকিবে; ট্রেণ্ট অধিবেশনের ফলে ইংল্যাণ্ড উত্তর জার্ম্মাণির রাজন্যবর্গের সহিত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে অঙ্গীকার করিয়া লইবার পর ক্যাথলিকদের সকল আশা নির্ম্মূল হইল। এলিজ্যাবেথের প্রজাগণ বুঝিল যে, ইংল্যাণ্ড আর কোন কালেই ক্যাথলিক হইবে না। বলা বাহুল্য, ইহাতে ক্যাথলিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। ঠিক এমনি সময়ে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মেরি ষ্টুয়ার্ট ফ্রান্স হইতে স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখন উনিশ বৎসরের বালিকা হইলেও তাঁহাতে রাজোচিত কতকগুলি গুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জন্যই এলিজ্যাবেথকে অভ্যুদয়ের (রিফর্ম্মেশন) সমর্থক হইয়া দাঁড়াইতে হয়। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার, প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি অনুকূলতা, ফিলিপের সাহায্য গ্রহণ, স্কট ওমরাহ্‌দের সাহায্য দান, স্কটল্যাণ্ডের সহিত মিলন প্রভৃতি এক হিসাবে মেরি ভীতির ফল বলা যাইতে পারে। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর হইতে অবশ্য মেরির অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একদিকে ফরাসী রাজ্যের অভিভাবিকা ক্যাথারিন তাঁহার বিশেষ বিরোধী ছিলেন, অন্য দিকে স্কট ওমরাহ্‌গণ উগ্র প্রটেষ্টাণ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত মেরির মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য, ইহারা যখন মেরিকে স্কট মহাসমিতির নামে দেশে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করিলেন, তখন এই আশা করিলেন যে মেরি দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করিবেন না। মেরি ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়া নিজের গভীরতর মনোভাব বুঝিতে দেন নাই। বরং তিনি প্রটেষ্টাণ্ট ওমরাহ্‌দের নেতা লর্ড জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্টকে বিশেষ

বিলাতের ক্যাথলিকগণের অসন্তোষ।

মেরি ষ্টুয়ার্টের স্কটল্যাণ্ডে আগমন (১৫৬১)।

সম্মান দেখাইয়া স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন মানিয়া লইলেন এবং এলিজ্যাবেথ তাঁহাকে যাহাতে রাণী বলিয়া স্বীকার করেন তাহার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু স্কট মহাসমিতির প্রণীত যে সকল আইন দ্বারা স্কটল্যাণ্ডে নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি সেগুলি কিছুতেই মঞ্জুর করিলেন না, এডিনবরার সন্ধিতেও তিনি সম্মতি দিলেন না। তিনি নিজের ক্যাথলিক ধর্ম্ম বরাবর বজায় রাখিলেন। এলিজ্যাবেথ ও স্কট প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে যে মিলন হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া সমগ্র রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় করা এবং তৎপরে বিলাতী ক্যাথলিকদের দলে আনা মেরির উদ্দেশ্য ছিল। স্কটল্যাণ্ডে মেরির উপস্থিতিতে আশ্চর্য্য ফল ফলিল। একমাত্র নক্স ব্যতীত সকলে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। মেরি নিজে ক্যাথলিক হইলেও এই সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ অপক্ষপাত ও উদারতা দেখাইলেন যে, নক্স পর্য্যন্ত তাঁহার সমর্থন করিলেন।

মেরির আগমনে এলিজ্যাবেথের সঙ্কট।

মেরি ফিরিয়া আশামাত্র এলিজ্যাবেথ সঙ্কটে পড়িলেন। স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের যে মিলন সাধন করিয়াছিলেন তাহা পণ্ড হইয়া গেল। এমন কি, পূর্ব্বের ন্যায় স্কটল্যাণ্ড আবার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। মেরি যে স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই তাহার এক কারণ এই ছিল যে, তিনি চাহিয়াছিলেন এলিজ্যাবেথের পর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনি হইবেন। ইহারই জন্য তিনি যত্ন করিতে ছিলেন। এলিজ্যাবেথের পক্ষে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ সহজ কাজ ছিল না। কারণ তিনি প্রটেষ্টাণ্ট বা ক্যাথলিক যে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বিবাহ করিতেন, তাহাতে অন্য সম্প্রদায় তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইত। মেরিকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করার অর্থ উগ্রপন্থী ক্যাথলিকদের উত্তেজিত করা, আর কোন উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন না করিলে উভয় সম্প্রদায়ের অসন্তোষ হইবার কথা। এরূপ অবস্থায় এলিজ্যাবেথের পক্ষে অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তিনি মেরির বন্ধুতা প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। এলিজ্যাবেথ অঙ্গীকার করেন যে, তিনি মেরির অধিকার খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কোন কিছু করিবেন না, কিন্তু সে অধিকার স্বীকার করিতে কখনো প্রস্তুত নহেন। মেরি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও কূটনীতিতে অতিশয় সিদ্ধ ছিলেন। কোন মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যা আচরণেই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। একদিকে তিনি নিজ রাজ্যের প্রটেষ্টাণ্টদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ভাব দেখাইতেছিলেন যেন প্রটেষ্টাণ্ট রাণীরূপেই বিলাতের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, অন্যদিকে তিনি পোপের নিকটও ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন। এলিজ্যাবেথ সম্ভবত মেরির প্রতারণা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিজের অবস্থা দৃঢ় করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্কট প্রটেষ্টাণ্ট ও ফরাসী হিউগেনটগণ তাঁহার শক্তি-বৃদ্ধিতে কতকটা সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু মেরি ধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করায় প্রটেষ্টাণ্টগণ একে একে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। ক্যাথারিন ফ্রান্সে রাজ্যের অভিভাবিকা হইবার পর হইতে কালভিনবাদের বিস্তৃতি ঘটিতেছিল। বণিক্ ও ধনী সম্প্রদায় হিউগেনটদের বিশেষ সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় বলা চলে, ফ্রান্স পুরা প্রটেষ্টাণ্ট হইবার পথে আসিয়া

ঘটে। যে সময়ে ফ্রান্সে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের এরূপ প্রসার হইতেছিল, সে সময়ে স্কটল্যাণ্ডের ক্যালভিনবাদকে বাধা দেওয়া মেরি সমীচীন মনে করেন নাই। বরং মেরি প্রটেষ্টান্টদিগের নিকট প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হইয়া দাড়াইলেন। ক্যাথারিনের অবলম্বিত নীতির বিরোধিতা করিতে ফিলিপ প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ফরাসী ক্যাথলিকদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত ফিলিপের বিরোধিতার প্রয়োজন ছিল না। হিউগেনটদের সহিত ক্যাথলিকদের যে সংঘর্ষ বাধিবে তাহা বুঝা যাইতেছিল। উভয় পক্ষ এক সম্মেলন ডাকিয়াও মিলনের পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ক্যাথারিন নানাবিধ হুকুম জারি করিয়া শান্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেও ফ্রান্সে শীঘ্রই ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমগ্র পশ্চিম ফ্রান্স, দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্দ্ধেক ও অন্যান্য জনপদ হিউগেনটদের পক্ষ অবলম্বন করিল, শুধু প্যারিস্ ও উত্তর ফ্রান্স দৃঢ়ভাবে ক্যাথলিক পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। কিন্তু হিউগেনটদের এমন ভাবে ঘিরিয়া ফেলা হয় যে, তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ঘটে। তখন হিউগেনটগণ এলিজ্যাবেথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। এলিজ্যাবেথ বুঝিলেন ইহাদিগকে সাহায্য না করিলে চলিবে না। কারণ, যাঁহারা ফ্রান্সে ক্যাথলিক পক্ষকে চালনা করিতেছিলেন তাঁহারা মেরির আত্মীয়। একদিন না একদিন তাহাদের সহিত তাহাকে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং সে-যুদ্ধ বিলাতের মাটির বাহিরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এক কারণে এলিজ্যাবেথ ইহাদের সাহায্য করা সমীচীন মনে করিলেন। যদি ক্যাথলিকগণ জয়লাভ করে তাহা হইলে স্কটল্যাণ্ডে আবার গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তিনি আশঙ্কা করিলেন। সুতরাং ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি হিউগেনটদের সহিত এক সন্ধি করিয়া অর্থ ও লোক দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য এক প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিলাত হইতে সাহায্য পৌছিতে দেরী হইয়া গেল এবং উহা আসিবার পূর্ব্বেই ক্যাথলিকগণ নর্ম্মাণ্ডি দখল করিল। জার্ম্মাণির রাজন্যবর্গ বহু সৈন্য পাঠাইয়া হিউগেনটদের সাহায্য করেন। ফ্রান্সের দ্রিউ নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক বিরোধে পরিণত হয়। একদিকে জার্ম্মাণ লুথার মতাবলম্বী ও ফরাসী ক্যালভিনবাদী, অন্যদিকে ফরাসী ক্যাথলিক এবং সুইস্ ক্যাথলিক ক্যাণ্টন, জার্ম্মাণ ক্যাথলিক রাষ্ট্র, ইতালি ও স্পেন হইতে আগত সৈন্যগণ। ভয়ানক যুদ্ধের পর ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ক্যাথলিকগণ জয়লাভ করে।

ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ :

এবং হিউগেনটদের সহিত এলিজ্যাবেথের সন্ধি (১৫৬২)।

ক্যাথলিকদের জয়লাভ (১৫৬৩)।

ক্যাথলিকগণের এই জয়লাভে মেরির এক নূতন মূর্ত্তি দেখা গেল। মেরি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতই উদারতা দেখান না কেন এবং প্রটেষ্টাণ্টদের নির্ব্বিবাদে থাকিতে দেন কেন, তিনি যে শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। ফ্রান্সে যতদিন ক্যাথারিন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন ততদিন হিউগেনটদের কোনরূপ বিরুদ্ধতা করা হয় নাই, মেরিও স্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্টান্টদের প্রতি উদারতা না দেখাইয়া পারেন নাই। কিন্তু ফ্রান্সে

মেরির ক্যাথলিক পক্ষ প্রকাশ্যভাবে অবলম্বন।

পোপ পায়াসের প্রচেষ্টা।

ক্যাথলিকদের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে ক্যাথলিক আন্দোলনের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি পোপ পায়াসকে লিখিলেন যে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন করিবেন এবং ফিলিপের নিকট অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার পুত্র ডন কার্লোসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এদিকে দ্রিউ যুদ্ধের ফলাফল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। জার্ম্মাণিতে হিউগেনটদের সাহায্য করিবার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্যাথলিকদের জন্যই দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ ঘটিল। এতদিন যে ধর্ম্মগত ঐক্য সমগ্র দেশে রক্ষা করা হইতেছিল তাহা বজায় রাখা সম্ভবপর হইল না। পায়াস এই সময়ে এক ফতোয়া বাহির করিয়া ক্যাথলিকদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট ও গোঁড়া ক্যাথলিকের বিবাদ পাকিয়া উঠিল। বহু ক্যাথলিক বিলাতের গির্জ্জা ত্যাগ করিল। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতী মহাসমিতি ভীত হইয়া ক্যাথলিকদের বিপক্ষে কঠোর আইনসমূহ প্রণয়ন করিয়া অবস্থা আরো সঙ্গীন করিয়া তুলিল। রাজ্যের সম্প্রদায় যাজক ও অযাজক কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে রাণীর প্রতি বশ্যতাসূচক ও পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করার শপথ লওয়া হইল। এইরূপে, ক্ষমতা গিয়া তাঁহাদের হাতে পড়িল যাঁহারা এলিজ্যাবেথের বৈধতা ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেন। জন-সভার প্রত্যেক সভ্য, স্থল ও জলসৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী, প্রত্যেক ইস্কুল-মাষ্টার ও গৃহশিক্ষক, শান্তিরক্ষক, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, শপথ গ্রহণ করিল। এখন হইতে পোপের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এলিজ্যাবেথ যদিও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি নূতন নিয়ম কড়াভাবে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু এলিজ্যাবেথের সৌভাগ্যক্রমে, এই সকল নিয়ম পাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথলিক দলপতি নিহত হওয়ায় ফ্রান্সে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের বিবাদের অবসান হয়। ক্যাথারিন পুনরায় কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করায় এলিজ্যাবেথের আর ফরাসী ক্যাথলিকদের ভয় রহিল না। কিন্তু এক্ষণে ফরাসী ক্যাথলিক ও হিউগেনটগণ একত্র হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে মেরি ষ্টুয়ার্ট আবার আশান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এইবার বিলাতের ক্যাথলিকগণেরও সহায়তা পাওয়া যাইবে, কারণ ফ্রান্সের সাহায্য পাইলে তাহারা যোগ দিবে এইরূপ কথা ছিল। স্কট ক্যালভিনবাদীগণ কিন্তু ফরাসী প্রটেষ্টাণ্টদের বিপদ্ দেখিয়া মেরির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিলেন, এবং ইহারই কিছুকাল পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের এক সন্ধি হইল।

রাজ্যের সকল রকম কর্ম্মচারীর রাণীর প্রতি বশ্যতাসূচক অঙ্গীকার গ্রহণ সম্বন্ধে মহাসমিতি কর্ত্তৃক আইন-প্রণয়ন (১৫৬৩)।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের সন্ধি (১৫৬৪)।

ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপনের ফলে এলিজ্যাবেথ ক্যাথলিক-ভীতি হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু মেরি ষ্টুয়ার্টের সকল আশা চূর্ণ হইয়া গেল। মেরির ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা, ধৈর্য্য, মিষ্ট কথা বা অন্য কোন উপায়ই এলিজ্যাবেথকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই,—তিনি মেরিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন না। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণ মেরি অপেক্ষা হেনরি ষ্টুয়ার্টের উপর অধিকতর ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি

লর্ড ডার্ণলি নামে পরিচিত। মেরির অব্যবহিত নীচেই ছিল ইঁহার সিংহাসন দাবী করিবার অধিকার। পূর্ব্বে ফিলিপের পুত্র ডন কার্লোস্ বা ফরাসী রাজপুত্র নবম চার্লসের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মেরি আবদ্ধ হইবেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে মেরির পরামর্শদাতা হন ডেভিড্ রিজিও নামক এক ইতালীয় যুবক। ইঁহারই প্রভাবে স্থির হয় যে মেরি ডার্ণলিকে বিবাহ করিবেন। ফিলিপের রাজ্যের নানাস্থানে ক্যালভিনবাদের কৃতকার্য্যতায় ফিলিপ মেরিকে সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আর পোপও ইঁহাদের উভয়কে এই সর্ত্তে সহায়তা দিবার অঙ্গীকার করিলেন যে, ইঁহারা ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই বিবাহের কথা প্রথমে গোপন রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা রটিত হইবামাত্র স্কট প্রটেষ্টাণ্টগণ নিজেদের বিপদ বুঝিতে পারিলেন। মেরি ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণের নেত্রীরূপে স্কট প্রটেষ্টাণ্টদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। স্কটল্যাণ্ডের ওমরাহ্দের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছিল। কিন্তু মেরির কূটনীতিতে এক একজন করিয়া ওমরাহ্ এই দল ছাড়িয়া মেরির কার্য্যে যোগ দিলেন। ডার্ণলি ইংরেজরূপে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ডার্ণলির সহিত বিবাহের ফলে মেরি ইংরেজ স্ত্রীরূপে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এলিজ্যাবেথের পক্ষে ইহা বড় বিপজ্জনক। এলিজ্যাবেথের কোন ভয় প্রদর্শন বা ষড়যন্ত্রই মেরিকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না! তিনি ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ডার্ণলিকে বিবাহ করিলেন। যে ওমরাহ্গণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন তাঁহাদের দমন করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

ডার্ণলির সহিত মেরির বিবাহ (১৫৬৫)।

এইরূপে অল্পকালের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডে এলিজ্যাবেথের কার্য্যকলাপ পণ্ড হইয়া গেল। ওমরাহ্গণ ছিন্নভিন্ন ও ইংরেজদের দল বিধ্বস্ত হওয়ায় মেরির কৃতকার্য্যতা লাভ ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান সূচনা করিল। ফ্রান্সে ক্যাথারিন ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার নীতি অবলম্বন করিলেও প্রটেষ্টাণ্টদের মনে শীঘ্রই এই বিশ্বাস জন্মিল যে, ফ্রান্স ও স্পেন একত্রে প্রটেষ্টাণ্ট জগতের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে। এই সময়ে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যে মৈত্রী হয় তাহা ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে, মেরি ষ্টুয়ার্টও এই দলে যোগ দিয়াছেন এবং উভয়ের সাহায্য পাইয়া মেরির বল বাড়িবে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোন সন্ধি কায়েম না হইলেও, মেরি ইহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁহার যে দাবী আছে তাহা স্বীকার করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চম পায়াস তখন রোমের পোপ। তিনি মেরিকে প্রটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং অর্থ ও লোকবল দিবার অঙ্গীকার দেন। ইংল্যাণ্ডে মেরির বিবাহ ও নূতন ধর্ম্মনীতি অবলম্বনের ফলে ক্যাথলিকগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহার পর তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহার বল আরো বাড়িল। রিজিওর পরামর্শে তিনি স্কটল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আগেই বলিয়াছি স্কট মহাসমিতি ক্যালভিনবাদ অবলম্বনের জন্য যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল তাহা মেরি তখন

মেরি কর্ত্তৃক ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা।

পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেন নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, মহাসমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবেন ও তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট ওমরাহ্ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপে রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মগত পূর্ণকর্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি এলিজ্যাবেথের উপর চাপ দিতে পারিবেন, মনে করিলেন।

মেরির প্রিয়পাত্র রিজিও হত্যা (১৫৬৬)।

মেরি পূর্ণ সফলতার কাছাকাছি আসিয়াছিলেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি মহাসমিতির অধিবেশন ডাকার সঙ্কল্প করেন। চারিদিক্ যখন অনুকূল তখনই এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিল। ডার্ণলির সহিত মেরির বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। মেরি তাঁহার স্বামীকে সহ্য করিতে পারিতেন না। ডার্ণলি যখন মেরির সহিত সমানভাবে রাজ্যশাসনের অংশ দাবী করিলেন মেরি তখন তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ডার্ণলির ধারণা হইল যে মেরি তাঁহার মন্ত্রী রিজিওর পরামর্শে এইরূপ করিতেছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পিতা ও দলীয় অন্যান্য ওমরাহ্দের লইয়া এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিলেন। ঠিক যে সময়ে মেরি আসন্ন মহাসমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে মন স্থির করিয়া ইংরেজ দূতকে বিদায় দিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সম্মুখ হইতে রিজিওকে টানিয়া লইয়া গিয়া বাহিরের একটি ঘরে হত্যা করা হইল। রাণী নিজে তাঁহার স্বামী ও তাঁহার সঙ্গীদের হাতে এক রকম বন্দী হইয়া রহিলেন। ডার্ণলি ঘোষণা করিলেন, মহাসমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকুক। কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন রহিল না। রিজিও হত্যার প্রতিশোধ লইবার দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি মনে মনে করিলেও সে ভাব তখনকার মত চাপিয়া রাখিলেন। ডার্ণলি যে সকল ওমরাহের সহিত একযোগে রিজিওর হত্যার অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন শীঘ্রই তাঁহাদের প্রভুত্বে অধীর হইয়া পড়িলেন। মেরি এই সুযোগে নানারূপ ভালবাসার ভাণ দ্বারা ডার্ণলিকে ওমরাহ্দের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারই সাহায্যে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইলেন। ইহার পর তাঁহার পক্ষে নিজ রাজত্ব ফিরিয়া পাওয়া কঠিন হইল না। সাক্ষাৎভাবে যাঁহারা রিজিওর হত্যাকাণ্ডের সহিত লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের ব্যতীত অন্য সকলকে তিনি ক্ষমা করিলেন এবং ভাব দেখাইলেন যেন আবার পুরাতন রীতিতে রাজ্যশাসন করিবেন। মর্টন প্রভৃতি ওমরাহ্গণ ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। রিজিওর মৃত্যুতে মেরির অবস্থা আরো নিরাপদ্ হইল, কারণ লোকে মনে করিত মেরি যে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনরায় প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিলেন রিজিও। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল মেরি আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তখন লোকে বুঝিতে পারে নাই যে এ সব ছলনা, তাঁহার মনে অন্য মৎলব ছিল। এলিজ্যাবেথ অনেক কঠিন কথা প্রয়োগ করিয়াও মেরিকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। এই বৎসর জুন মাসে মেরির একটি পুত্র সন্তান জন্মে। তিনিই স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা ষষ্ঠ জেম্স্ ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম জেম্স্। সিংহাসনের অধিকার লইয়া এতকাল যে বিবাদ চলিতেছিল, এইবার তাহার নিষ্পত্তি হইল। মেরি জয়লাভ করিলেন। ক্যাথলিকগণ আনন্দে আত্মহারা ও প্রটেষ্টাণ্টগণ নৈরাশ্যে পূর্ণ হইলেন।

মেরি কৌশলে ডার্ণলির সহায়তায় মুক্তি ও রাজ্যলাভ করেন।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্ম।

এলিজ্যাবেথের এই বিপদের দিনে মহাসমিতির অধিবেশন আবার আহ্বান করা হইল। দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যতই কলহ-বিবাদ বর্ত্তমান থাকুক, বিলাতী জনসাধারণ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিষয়ে উন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল। একদিকে জ্ঞানের বিকাশ অন্যদিকে ধনবৃদ্ধিতে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার স্পৃহা বাড়িয়া যায়। এলিজাবেথ জাতির এই মর্ম্মকথা ঠিকমত বুঝিতে না পারিলেও তিনি প্রথম হইতেই নিজের অজ্ঞাতসারে ইহার শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি রাণীর মতই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু প্রয়োগের কালে তিনি এরূপ সাবধানতা ও সংযম অবলম্বন করিতেন যে, তাহাতেই বুঝা যাইত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আর ছিল না। বিচারালয়ের কাজ অব্যাহত ভাবে চলিত, রাণীর ঘোষণাবলী সময়বিশেষে বাহির হইত, করগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্ব প্রথা ত্যক্ত হইয়াছিল। এলিজ্যাবেথ বিশেষ মিতব্যয়ী ছিলেন। সুতরাং সংগৃহীত নিয়মিত রাজস্ব হইতে তাঁহার সকল ব্যয়ের সংকুলান হইত। কিন্তু এলিজ্যাবেথের এই প্রকার মিতব্যয়িতার আসল কারণ ছিল অর্থের জন্য মহাসমিতির নিকট সাহায্য গ্রহণ না করা। টমাস্ ক্রমওয়েলের প্রতিভার ফলে মহাসমিতি নিজেদের লোক দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় রাজা মহাসমিতিকে বার বার আহ্বান করিতেও ভীত হইতেন না। এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে বাইশটি ও মেরি টিউডরের রাজত্বকালে ১৪টি নূতন বরোর সৃষ্টি করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এই সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে রাজার বাধ্য লোকদিগকে মহাসমিতিতে প্রতিনিধিরূপে পাঠানো। এলিজ্যাবেথও নূতন বরোর সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা শীঘ্রই ব্যর্থ হইয়া গেল। বরো হইতে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণ মহাসমিতিতে প্রতিনিধি হইয়া আসিতেন। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে এলিজ্যাবেথের পক্ষে অতিজন ভোট পাওয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। দেশে সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে মহাসমিতিতে স্থান পাইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। বরো হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। অধিকাংশ বরো হইতে এমন সব প্রতিনিধি মহাসমিতিতে যাইতে আরম্ভ করেন যাঁহাদের বরোর সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না। এরূপ অবস্থায় এলিজ্যাবেথ যে মহাসমিতির অধিবেশন বার বার ডাকিতে চাহিবেন না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের মেরি ও স্পেনের ফিলিপ বিলাতী স্বাধীনতাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিলেন। ক্যাথলিকদের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া অর্থের জন্য এলিজ্যাবেথকে মহাসমিতির নিকট হাত পাতিতে হইল (১৫৬৬)।

ক্যাথলিকদের সহিত বিবাদের ফলে মহাসমিতির শক্তিবৃদ্ধি (১৫৬৬)।

এই সময়ে মহাসমিতি ধীরে ধীরে যে ক্ষমতা লাভ করিতেছিল, তাহা প্রণিধান যোগ্য। টিউডর রাজগণ মনে করিতেন যে বাণিজ্য, ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র রাজার হাতে ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মহাসমিতি এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে কোন দিন ক্ষান্ত থাকে নাই। দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায় মহাসমিতির আইনকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং স্বয়ং এলিজ্যাবেথের সিংহাসনের দাবী মহাসমিতিই পাশ করিয়াছিল। এলিজ্যাবেথ রাণী হইবার পর ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এই আবেদন

করে যে, রাণীকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিতে হইবে ও বিবাহ করিতে হইবে। এলিজ্যাবেথ এজন্য মহাসমিতিকে তিরস্কার করেন বটে, কিন্তু উহা উত্তরাধিকারের প্রশ্ন এত সহজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। মহাসমিতিকে ছয় বার ভাঙ্গিয়া দিবার পর মেরি ষ্টুয়ার্টের চাপে যখন এলিজ্যাবেথকে অর্থের জন্য মহাসমিতির নিকট উপস্থিত হইতে হইল, তখন উহা বলিয়া বসিল যে অর্থের যোগান ও উত্তরাধিকার প্রশ্ন এক সঙ্গে বিচারিত হইবে। সুতরাং অবিলম্বে রাণীর সহিত মহাসমিতির এক বিষম শক্তি-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। জন-সভা রাজা বা রাণীর প্রবর্ত্তিত নীতির বিরোধিতা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। রাজনীতি কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার অধিকার প্রয়োগ করিল। এলিজ্যাবেথ জন-সভার এই স্পর্দ্ধায় বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওমরাহ্-সভাও যখন তুল্যরূপ দাবী করিল, তখন তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াও বিবাহের অঙ্গীকার করিলেন। তিনি জানিতেন এ বিষয়ে তিনি ছলনা দ্বারা ভুলাইতে পারিবেন। কিন্তু উত্তরাধিকার-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ছলনার কোন অবকাশ ছিল না। জন-সভা লেডি ক্যাথারিন গ্রে ও ওমরাহ্-সভা মেরি ষ্টুয়ার্টের পক্ষপাতী ছিল। এলিজ্যাবেথ যাহাকেই মনোনীত করিতেন, তাহাকে লইয়াই ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভ হইত। সুতরাং তিনি আদেশ দিলেন, মহাসমিতি এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবে না। জন-সভা তাঁহার এই আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। মহাসমিতিতে অমনি প্রশ্ন হইল, এইরূপ আদেশ দ্বারা মহাসমিতির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হইতেছে কি না। এই লইয়া অনেক তর্কাতর্কি হইল। তখন এলিজ্যাবেথ ঘোষণা করিলেন এ বিষয়ে আর কোন তর্কাতর্কি হইতে পারিবে না। তাহাতে ফল হইল এই যে, অর্থ-সাহায্যের বিল পড়িয়া রহিল, আর রাণীকে অনুরোধ করা হইল তিনি যেন আলোচনা বন্ধ করিয়া না দেন। এলিজ্যাবেথ ডালটন নামক এক ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই নরম হইতে হইল এবং তিনি ঘোষণা করিলেন জন-সভার কর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি কোন দিনই ইচ্ছুক নহেন। আলোচনা না করিবার হুকুম তিনি মহাসমিতির সদস্যদিগকে করেন নাই, অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি মহাসমিতিতে অর্থ সাহায্যের জন্য বিলটি পাশ করাইয়া লইতে সমর্থ হন।

বিবাহ ও উত্তরাধিকার নির্দ্দেশ লইয়া মহাসমিতির সহিত এলিজ্যাবেথের বিরোধ।

মহাসমিতির সহিত শক্তি-পরীক্ষায় এলিজ্যাবেথের পরাজয় (১৫৬৬)।

মহাসমিতির সহিত বিবাদে এলিজ্যাবেথের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। তিনি এই পরাজয় দেশের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত শত্রুদের জন্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার আদেশে মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ফলে সমগ্র দেশে এক গুরুতর অসন্তোষ দেখা দিল। এই সময়ে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড বিদ্রোহ করে। এলিজ্যাবেথ রাণী হওয়ার পর হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডে জমি বাজেয়াপ্ত করা বা উপনিবেশ করার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডবাসীদের মনে যে বিদ্বেষ জমিয়াছিল তাহা দূর হইল না। ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত আইন অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তি লাভ করে। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডে পুত্রদের মধ্যে যাহাকে যোগ্যতম বিবেচনা করা হয় তাহার হাতে সম্পত্তি ন্যস্ত হইতে পারে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে শীঘ্রই এই

আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ও এলিজ্যাবেথ কর্ত্তৃক তাহা দমন (১৫৬৭)।

ব্যাপার লইয়া ইংরেজদের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইল এবং শেন ও'নীল নামক এক আইরিশ্ ওমরাহ্ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া ধরিলেন। ইনি কিছুকাল এলিজ্যাবেথকে ব্যতিব্যস্ত করিবার পর আয়ার্ল্যাণ্ডে সার হেনরি সিডনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলে তাঁহার বুদ্ধিতে পরাজিত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ঘাতকের হাতে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ঠিক এই সময়ে এমন এক ঘটনা হইল যাহাতে এলিজ্যাবেথ একেবারে বিপন্মুক্ত হইয়া গেলেন। মেরি ষ্টুয়ার্ট ডার্ণলিকে তাঁহার সঙ্গী ওমরাহ্‌দের নিকট হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল ওমরাহ্ তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রু হইয়া দাঁড়ান। রিজিও হত্যার পর হইতে মেরির নিকট ডার্ণলির উপস্থিতি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুযোগে ওমরাহ্‌গণ এক ষড়যন্ত্র করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বথওয়েলের আর্ল জেম্‌স হেপবার্ণ সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও হৃদয়হীন ছিলেন। ইনি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বরাবর মেরিকে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। মেরির মনে সম্ভবত ইঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মে। ইনি মনে মনে এই আশা পোষণ করিতেছিলেন যে, মেরিকে বিবাহ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিবেন। নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে ও ডার্ণলিকে সরাইতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তিনি ডার্ণলির বিপক্ষীয়দের সহিত একযোগে ডার্ণলির সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে ডার্ণলি নানারূপ অত্যাচার ও ব্যভিচারের ফলে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। রাণীর আদেশে তাঁহাকে প্রাসাদের বাহিরে এক নির্জ্জন কুটীরে রাখা হইল। এই সময়ে হঠাৎ মেরির স্নেহ-ভালবাসা যেন ডার্ণলির প্রতি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একদিন গভীর রাত্রে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই কুটীর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডার্ণলিও পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন। এই ভয়ানক কাণ্ডের জন্য মেরি অথবা বথওয়েল দায়ী, তাহা আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে বথওয়েল বিশেষ-ভাবে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ইহার পরই জানা যায় যে, তাঁহার চাকর সেই কুটীরে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। কিন্তু চারিদিকের সন্দেহ সত্ত্বেও তাঁহার বিচার বা শাস্তির কোন ব্যবস্থা হইল না। অধিকন্তু, মেরি শীঘ্রই বথওয়েলকে বিবাহ করিবেন, এই সংবাদে মেরির সমর্থকগণ নিতান্ত হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। বস্তুত, মেরি এই সময়ে বথওয়েলের হাতে এরূপভাবে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার আর ফিরিবার উপায় ছিল না। মহাসমিতিকে দিয়া ঘোষণা করান হইল যে, ডার্ণলি-হত্যায় বথওয়েলের কোন দোষ নাই। ইহার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আনিয়া বথওয়েলের সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিবাহ ভঙ্গ করা হইল। তারপর একদিন মেরি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিলেন, বথওয়েল আসিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। সম্ভবত ইহাতে মেরির মত ছিল। ইহার কিছুদিন বাদে তাঁহাদের বিবাহ হয়। কিন্তু ইহাতে দেশে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। জুন মাসের মাঝামাঝি মেরি ও তাঁহার স্বামী বিদ্রোহী দলের সম্মুখীন হইলে তাঁহাদের দলের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। বথওয়েল

বথওয়েলের সহায়তায় ডার্ণলি-হত্যা।

বথওয়েলের সহিত মেরির বিবাহ ও দেশে বিদ্রোহ; মেরি বন্দীকৃত।

চিরজীবনের জন্য পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন এবং মেরিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসা হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রসার ; তাহা রোধ করিবার জন্য পোপ পঞ্চম পায়াসের চেষ্টা।

মেরির পতনে এলিজ্যাবেথের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাহিরের বিপদ্ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আভ্যন্তরিক বিপদের মাত্রা বাড়িল বই কমিল না। এলিজ্যাবেথ স্পষ্টভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দিকে ঝোঁকার পর হইতে ক্যাথলিকগণ মেরি ষ্টুয়ার্টের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার সাহায্যে যে ক্যাথলিকগণ নিজেদের অবস্থা পুনরায় উন্নত করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। এই সময়ে রোমে যিনি পোপ হন তাহার নাম পঞ্চম পায়াস্। ইঁহার সময়ে স্পেন, ইতালি ও কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। স্ক্যাণ্ডানেভিয়া ও উত্তর জার্ম্মাণির ত কথাই নাই, লিভোনিয়া, প্রাচীন প্রাসিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, মধ্য ও দক্ষিণ জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল অথবা হইবার উপক্রম করিল। কোথাও কোথাও ক্যালভিনবাদও দেখা দিল। পঞ্চম পায়াস এই সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি আবার খৃষ্টান জগৎকে ক্যাথলিক মতে ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন উপায়কেই হেয় জ্ঞান করিলেন না, তাহা বিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানই হউক বা রক্তপাতই হোক্। বস্তুত, ইঁহার সময হইতে ক্যাথলিক জগৎ যেন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। প্রত্যেক ক্যাথলিক রাষ্ট্রের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন পোপ। ক্যালভিন-বাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। উহার ফল দাঁড়াইয়া-ছিল শুধু ধর্ম্মগত নয পরন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব। সুতরাং পোপের সমর্থন করা রাজন্যবর্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল—বিশেষত ক্যাথলিক রাজন্যবৃন্দের পক্ষে।

পোপের ছত্রতলে ঐক্যবদ্ধ ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহ।

ক্যাথলিক রাজাদের মধ্যে সকল প্রকার বিবাদ ও মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা সকলে পোপের ছত্রতলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। পোপের মর্য্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইল। ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও নূতন প্রাণসঞ্চার হইল। এইরূপে রোম শীঘ্রই রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মগত ব্যাপারে ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

পোপের মনে ইংল্যাণ্ডকে দলে পাইবার বাসনা ও তাহার কারণ।

কিন্তু পোপের নজর ছিল ইংল্যাণ্ডের উপর। কারণ, নব-সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ইংল্যাণ্ড, ইহাই তাঁহার ধারণা। ইংল্যাণ্ডকে যদি ক্যাথলিক মতে ফিরাইয়া আনা যায় তাহা হইলে জগতে আবার ক্যাথলিক ধর্ম্মের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিবে। এইজন্যই মেরি ষ্টুয়ার্টের কার্য্যাবলী পোপের নিকট বিশেষ অর্থপূর্ণ ছিল। মেরি জয়লাভ করিলে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ক্যাথলিক হইবার বাধা দূর হইয়া যায়।

নীদারল্যাণ্ডে পোপের প্রভাব বিস্তারের কারণ।

ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক মতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পোপের আগ্রহের আরো একটি কারণ ছিল এই যে, তাহা হইলে নীদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে সহজে দলে পাওয়া যাইবে। পায়াসের সহিত মেরি, ফিলিপ ও ক্যাথারিন যে কোন যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। অষ্ট্রিয়াপতি চার্লসের পুত্র ফিলিপ তাঁহার পিতার নিকট হইতে যে ১৭টি প্রদেশ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীদারল্যাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদ্শালী ছিল। তাঁহার রাজ্যের স্পেন, নীদারল্যাণ্ড, পেরু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রাজ্যকে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখিতে হইলে

তাঁহার পক্ষে ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রসারে সহায়তা করা স্বাভাবিক। কারণ ক্যালভিনবাদ দ্বারা রাজশাসনের বিরুদ্ধে জনমত প্রতিকূল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ফিলিপ তাঁহার রাজ্যের অসন্তোষ বেশী দিন চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার নিপীড়নের ফলে অনেক সুদক্ষ কারিগর তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া ইংল্যাণ্ডে চলিয়া গেল। শীঘ্রই নানা স্থানে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল। ফিলিপ এই সুযোগে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পঞ্চম পায়াসও তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। ঠিক যে সময়ে মেরি বন্দী হইয়া আনীত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আলভার সামন্ত দশ হাজার সৈন্য লইয়া নীদারল্যাণ্ডে অবতরণ করত সমুদায় বিদ্রোহ-চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া অবিশ্বাসীদের পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দিলেন। ফিলিপ গায়ের জোরে নীদারল্যাণ্ডের প্রভু হইলেন এবং আলভার সামন্ত যেখানে অগ্রসর হইলেন সেখানেই ত্রাস উৎপন্ন হইল।

ফিলিপ কর্তৃক নীদারল্যাণ্ড জয়।

নীদারল্যাণ্ডে ফিলিপ এরূপভাবে জয়লাভ করায় এলিজ্যাবেথ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে আল্‌ভার অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের জন্য বিলাতের প্রটেষ্টাণ্টদের মনে প্রতিহিংসার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে এলিজ্যাবেথের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকগণ বিদ্রোহিতা করিয়া জয়লাভ করিবার কল্পনা করিতেছিল। এলিজ্যাবেথের পক্ষে আল্‌ভার বিপক্ষতা করা সহজ ছিল না, কারণ ফিলিপের রাজ্যের অন্তর্গত ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর সহিত ইংরেজদের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেলে লণ্ডনের অর্দ্ধেক বণিক্‌কে অনাহারে থাকিতে হইত। পোপ ফিলিপকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যতই প্ররোচিত করুন না কেন, ফিলিপের নিজের মনে এলিজ্যাবেথের প্রতি সেরূপ বিরূপতা ছিল না। তাহার এক কারণ এই যে, এলিজ্যাবেথ ক্যালভিনবাদের সমর্থক নহেন, তিনি লুথার মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বস্তুত, ক্যালভিনবাদের প্রতি উভয়ের বিদ্বেষ তুল্য ছিল বলা যায়। নীদারল্যাণ্ডস্থ ক্যালভিনবাদীরা ফরাসী ক্যালভিনবাদীদের আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ধর্ম্ম লইয়া এক ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্যাথারিন তখনকার মত তাহা থামাইয়া দিলেও, অন্যান্য স্থানে উগ্র প্রটেষ্টাণ্টগণ জয়লাভের কল্পনা করিতেছিলেন। ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডে ক্যালভিনবাদের অসামান্য সাফল্য এবং নীদারল্যাণ্ডে আলভার জয়লাভে এলিজ্যাবেথ শঙ্কিত হইয়া মেরি ও তাঁহার প্রজাদের মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নক্স ও স্কট প্রটেষ্টাণ্টগণ মেরির মৃত্যুদণ্ড উচিত শাস্তি বলিয়া ঘোষণা করেন। ওমরাহ্‌গণ তাহাতে সম্মত না হইলেও তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিতে সাহস করিলেন না। মেরি সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিয়া নিজ জীবন রক্ষা করেন। তাঁহার শিশু পুত্র ষষ্ঠ জেম্‌স এই নাম গ্রহণ করার পর ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্কটল্যাণ্ডের রাজা রূপে অভিষিক্ত হন। মারে তাঁহার অভিভাবকের পদ পান।

এলিজ্যাবেথের সঙ্কট।

(১) আলভা;
(২) মেরি।

মেরির সিংহাসন-ত্যাগ এবং শিশু ষষ্ঠ জেম্‌সের স্কট রাজ্য লাভ (১৫৬৭)।

এলিজ্যাবেথ কিন্তু এই ব্যবস্থায় সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, রাণীর বিরুদ্ধে এই প্রকার বিদ্রোহাচরণ ক্ষমার্হ নহে। সিসিল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি

মারেকে অস্বীকার করিলেন ও মেরিকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। মেরি আগে থেকেই পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বন্দীশালা হইতে পলায়ন করেন। অমনি স্কটল্যাণ্ডে ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেরি ও মারে ল্যাঙ্গসাইড্ নামক স্থানে যুদ্ধার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এলিজ্যাবেথ মেরি ও তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে রফা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সিসিল মারেকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মেরি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন ও ইংল্যাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ভরসা ছিল, তিনি এলিজ্যাবেথের সাহায্য পাইবেন, কারণ রাজশক্তির বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের তিনি সাহায্য না করিবার কথা। ইংল্যাণ্ডে মেরির উপস্থিতিতে এলিজ্যাবেথ মুস্কিলে পড়িলেন। সৈন্যসামন্তের সাহায্য দিয়া মেরিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা এলিজ্যাবেথের ছিল না, আর মেরিকে ইংল্যাণ্ডে রাখার অর্থ বিদ্রোহের বিষ পুষিয়া রাখা। মেরি বলিলেন, এলিজ্যাবেথ যদি তাঁহাকে সিংহাসন ফিরিয়া পাইবার জন্য সাহায্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যেন বিনা ভাড়ায় ফ্রান্সে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। এলিজ্যাবেথ ইহাতে রাজী ছিলেন না, কারণ ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ড মিলিত হওয়া তাহার স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং এলিজ্যাবেথ মারের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, মেরিকে তাঁহারা রাণীরূপে গ্রহণ করুন। মারে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু খুন ও ব্যভিচারের জন্য রাণীর বিচার করিবার পর ব্যবস্থা হইবে বলিলেন। মেরি এই বিচার মানিতে বা তাঁহার শিশুপুত্রের জন্য সিংহাসন-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এদিকে মেরি যত বেশী দিন ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন তত বিলাতী ক্যাথলিকগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত নরফোক অথবা হ্যামিল্টন বংশীয় কোন ওমরাহের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নরফোক বিলাতের ওমরাহ্‌দের অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করার অর্থ বিলাতের সিংহাসন লাভ করা; এবং হ্যামিলটনের বংশের কাহাকেও বিবাহ করিলে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন পাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে শীঘ্রই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুই শাখার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। রাণী এলিজ্যাবেথের সভা-গৃহে ও দেশের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের বিরোধিতা ঘনাইয়া উঠিল। প্রটেষ্টাণ্টদের মুখপাত্ররূপে সিসিল দাবী করিলেন যে, মেরিকে বিনা সর্ত্তে তাঁহার স্কট প্রজাগণের হাতে অর্পণ করা হউক, আলভার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত এবং ইয়োরোপের সমুদায় প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নরফোকের সামন্তের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের অধিকাংশ ও ধনী বণিক্‌দের দ্বারা সমর্থিত হইয়া ক্যাথলিকগণ এই দাবী জানাইলেন যে, সিসিল ও প্রটেষ্টাণ্টদিগকে পরামর্শ-সভা হইতে দূর করিয়া দিয়া স্পেনের সহিত সন্ধি করিতে হইবে ও মেরিকে উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এলিজ্যাবেথ সিসিল বা ক্যাথলিকগণ কাহারও পরামর্শই শুনিলেন না। একদিকে আলভাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য অর্থ ও গোলাবারুদ পাঠাইলেন, অন্যদিকে জেম্‌সের উত্তরাধিকার মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন।

ল্যাঙ্গসাইডের যুদ্ধ (১৫৬৮): মেরি বনাম মারে।

মেরির পলাইয়া ইংল্যাণ্ডে আগমন:

ইংল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট-ক্যাথলিক বিবাদ।

এলিজ্যাবেথের জেম্‌সের দাবী অস্বীকার।

এলিজ্যাবেথ চারিদিকে বিপদাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আল্‌ভা ও মেরি ত ছিলেনই

তদুপরি পোপ তাঁহার উপর চাপ দিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে পোপ বিলাতী ক্যাথলিক-গণকে অবিশ্বাসী রাণীর কথা না শুনিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এলিজ্যাবেথকে অবিশ্বাসী বলিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন-চ্যুত হইবার আদেশ দেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি ডক্টর মর্টন নামে এক ব্যক্তিকে নিজ প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে রিডল্‌ফি নামে লণ্ডনের অধিবাসী এক ইতালীয় বণিক্ উত্তর ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেন। তিনি নরফোক ও মেরির যোগাযোগ ঘটাইয়া দেন। নরফোক প্রটেষ্টাণ্ট ও মেরি ক্যাথলিক হইলেও নরফোকের রক্ষণশীল অনুবর্ত্তী ওমরাহ্‌গণ উভয়ের বিবাহ এই জন্য সমর্থন করিতেছিলেন যে, তাহাতে মেরির পক্ষে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন ফিরিয়া পাওয়া সহজ হইবে। নরফোকের মনে মনে অভিসন্ধি ছিল অন্যরূপ: সিসিলকে পদচ্যুত করিবার জন্য ও স্পেনের সহিত মৈত্রী রক্ষার নিমিত্ত তিনি ক্যাথলিক ওমরাহ্‌দের সহিত সহযোগ করিতেছিলেন, আবার রাজ্যের সর্ব্বত্র ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বিবাহে পোপ ও ফিলিপের সাহায্য চাহিতেছিলেন। নরফোক মনে মনে যতই ফন্দী আঁটুন, তাহা খাটাইবার মত বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। সিসিল সহজেই তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গী ওমরাহ্‌দের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, মেরিকে স্কটল্যাণ্ড রাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় নরফোকের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং এলিজ্যাবেথের সম্মতি ব্যতীত তিনি মেরির সহিত কোন পত্র-ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সিংহাসনের আশা এত সহজে নরফোকের মন হইতে বিদূরিত হইবার নহে। সুতরাং তিনি আবার এক নূতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। পোপ তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নরফোকের উপর ততটা নির্ভর করেন নাই যতটা করিয়াছিলেন উত্তর ইংল্যাণ্ডে কয়েকটি প্রাচীন ওমরাহ্ পরিবারের উপর। ইহারা মনে প্রাণে ক্যাথলিক ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে মেরির প্রবেশ অবধি এক বিদ্রোহ করিবার জন্য প্রস্তুত হন। বাহিরের সাহায্যের দরকার ছিল। ফ্রান্সে হিউগেনটগণ এলিজ্যাবেথের গোপন সাহায্য পাইয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয় (১৫৬৯)। এই জয়ের বার্ত্তায় ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণ যে প্রকার উল্লাস প্রকাশ করে তাহাতেই বুঝা যায় প্রটেষ্টাণ্টগণ কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মেরির পিতৃব্য ফ্রান্স ও স্পেনকে একযোগে এলিজ্যাবেথকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিতে-ছিলেন। উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে ইংল্যাণ্ডের কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এলিজ্যাবেথ বিচলিত হইলেন না। ধীরে ধীরে সকল বিপদ্ কাটিয়া গেল। ফরাসী ও স্পেনিশ সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করিলে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু এইরূপে ফ্রান্সের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে ফিলিপ অসম্মত ছিলেন, আর মেরিকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানোর অর্থ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মিলন সাধন, তিনি তাহাও চাহিতেন না। কিন্তু ফিলিপের সাহায্য না পাইলেও বিদ্রোহের কাজ চলিল। নরফোক ক্রমাগত দেরী করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এলিজ্যাবেথ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন, তাঁহার প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্গীরা রক্ষণশীল দলের লোক ছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও বন্দী করা হইল। ফলত বিদ্রোহ যতটা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারিত, ততটা

এলিজ্যাবেথের তৃতীয় সঙ্কট: পোপ।

ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রের আয়োজন (১৫৬৯) ও তাহার ব্যর্থতা।

নরফোক;

ক্যাথলিক ওমরাহ্‌গণ।

ধারণ করিল না। ক্যাথলিক বিদ্রোহ অবশ্য দেখা দিল। বিদ্রোহীরা রাণী এলিজ্যাবেথের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অসম্মত হইয়া বলিয়া পাঠাইল যে, তাঁহাকে তাঁহাদের দাবী মানিতে হইবে। তাঁহাদের দাবী ছিল এই যে, মেরির উত্তরাধিকার মানিতে হইবে, ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং মন্ত্রীদিগকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। ক্যাথলিক বিদ্রোহ হইলেও, স্পেন সাহায্য না করিলে বহু বিলাতী ক্যাথলিক উহাতে যোগ দিতে অসম্মত হইল। ক্যাথলিক সম্প্রদায় ইহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইল না। এলিজ্যাবেথ অত্যন্ত কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যাহারা ধরা পড়িল তাহাদের শাস্তি দিলেন। এ যাবৎ এলিজ্যাবেথ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উদারতা দেখাইয়া আসিতেছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। কিন্তু পোপ পায়াস্ ইহাতে দমিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, ক্যাথলিকগণ কার্য্যত বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই বলিয়া উহা বিফল হইয়াছে। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ফতোয়া বাহির করিয়া এলিজ্যাবেথকে সমাজ-বহিষ্কৃত ও সিংহাসন-চ্যুত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়ে রাণীকে মান্য করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোন বিলাতী ক্যাথলিকের মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না; কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়েও রাণীর কথা অপেক্ষা পোপের কথার দাম অধিক হইবে কি না তাহাতে ক্যাথলিকের মনে ঘোরতর সংশয় ছিল। ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের ক্যাথলিকগণ ধর্ম্মবিষয়ে পোপের আদেশকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন। বিলাতী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ মনে করিলেন, এইরূপ ধর্ম্মবিষয়ক আজ্ঞা মানা হইল রাষ্ট্রবিষয়ে পোপকে কর্ত্তা জ্ঞান করার পূর্ব্বলক্ষণ। পোপ নিজে ত এলিজ্যাবেথের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেনই, অধিকন্তু তাঁহার প্রজাগণকে প্রবোচিত করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জেম্‌স্ হ্যামিল্টন নামে এক ক্যাথলিক এলিজ্যাবেথের স্কটল্যাণ্ডস্থ প্রতিনিধি মারেকে গুলি করিয়া মারেন। অমনি স্কটল্যাণ্ডে মেরি ও তাঁহার পুত্রের পক্ষীয়দের মধ্যে পরস্পর ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্কটল্যাণ্ডে এলিজ্যাবেথের প্রভাব রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। নরফোক কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আবার মেরির সহিত বিবাহ প্রস্তাব আনিলেন। তিনি নিজেকে প্রটেষ্টাণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাহা হইলে ফরাসী ও ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত সম্পর্ক রহিত বলিয়া মেরি প্রটেষ্টাণ্টদের সহায়তা লাভ করিবেন। ওদিকে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি পোপের সম্মতি ও ফিলিপের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। রিডলফি রোমে উপস্থিত হইয়া পোপের নিকট নরফোকের সহিত মেরির বিবাহ, এলিজ্যাবেথ ও তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে তাঁহাদের আবাস হইতে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে তিনি খুব উৎসাহের সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ষড়যন্ত্র বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অনেকটা ধরা পড়িয়া গেল। মহাসমিতি উত্তর ইংল্যাণ্ডের ওমরাহ্‌দের বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল এবং পোপের ঘোষণাবলী ইংল্যাণ্ডে প্রচার হইতে পারিবে

পোপ এলিজ্যাবেথকে সমাজ-বহিষ্কৃত ও সিংহাসনচ্যুত হইবার আদেশ দেন।

রিডল্‌ফি ষড়যন্ত্র (১৫৭০)।

ষড়যন্ত্র প্রকাশ এবং মহাসমিতির বিধান।

না হইলে তাহা দ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া স্থির করিল। রাণী এলিজ্যাবেথকে অবিশ্বাসী বলা বা তাঁহার সিংহাসনের অধিকার অস্বীকার করা তুল্যরূপ দ্রোহজনক। মহাসমিতি ইহাও ঘোষণা করিল যে, রাণীর জীবিতাবস্থায় যে কেহ সিংহাসন দাবী করিবে তাহার পক্ষে আর কোনদিন সে সিংহাসনে বসা সম্ভবপর হইবে না। সরকারী চার্চ সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা করা হইল যে, কোন প্রটেষ্টাণ্ট ক্যাথলিক হইতে পারিবে না এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি মতে সকলকেই সম্মতি দিতে হইবে। এদিকে রিডল্‌ফি স্পেনে ফিলিপকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতেছিলেন যেন তিনি এলিজ্যাবেথকে আক্রমণ করেন। এলিজ্যাবেথকে কেহ হত্যা করিলে তাহাতে ফিলিপের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে নামিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নরফোকও ফিলিপের সাহায্য না পাইলে বিদ্রোহ করিতে অসম্মত হইলেন। সুতরাং রিডল্‌ফির চেষ্টায় কোন ফল ফলিল না। এই সকল প্রচেষ্টা সিসিলের নিকট ধরা পড়িয়া গেল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে দ্রোহের অপরাধে নরফোক ধৃত হন ও কিছুদিন বাদে তাঁহার ফাঁসি হয়।

নরফোকের মৃত্যু (১৫৭১)।

নরফোকের মৃত্যুতে রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিদ্রোহের চেষ্টা দুইবারই ব্যর্থ হওয়ায় এই কথা প্রমাণিত হইল যে, অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া জাতির সাহায্য ও সহানুভূতি পায় নাই। বস্তুত, চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এলিজ্যাবেথের সুশাসন ও সুবিচার ভোগ করার ফলে প্রজাগণ যে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফিলিপ, পোপ, ফ্রান্সের অন্তর্বিপ্লব, মেরি ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি বাহিরের বিপদের প্রতি এলিজ্যাবেথ উদাসীন ছিলেন না বটে, কিন্তু বিলাতের রাণীরূপে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আভ্যন্তরিক সুশৃঙ্খলায় আত্মনিয়োগ করিতে ভুলেন নাই। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুদ্রার মূল্য-হ্রাস প্রথা বন্ধ করেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক কমিশন নিয়োগ করেন। দরিদ্র ও মজুরদের সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডে বহুবার কঠোর আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এলিজ্যাবেথই প্রথম দরিদ্রদের দুঃখ দূর করিবার মানসে ব্যবস্থা করেন। দরিদ্রদের কাজ জোটানো বা সাহায্য দান করা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। গির্জ্জায় এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করা হইত। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি এক আইন পাশ করে যে, যাহারা দান করিতে সমর্থ মেয়র তাহাদের নামের তালিকা করিয়া তাহাদের নিকট অর্থ চাহিবেন, তাহারা অর্থ না দিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি প্রণীত আইনে গরিব ও ভবঘুরের মধ্যে এক ভেদ-রেখা টানিয়া অসহায় দরিদ্রদের তালিকা রাখা ও তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই গরিবদের কাজ দেখিবার জন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা থাকে। জেদী ভবঘুরে বা কাজ করিতে অনিচ্ছুক গরিবদের জন্য শোধনাগার সকল স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী এক আইনে গরিবদের জন্য অধিবাসীদের নিকট কর আদায়ের ভার পরিদর্শকদের উপর দেওয়া হয়। গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষানবিশী করিতে বাধ্য করাইতে,

এলিজ্যাবেথের আমলে আভ্যন্তরিক সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা।

গরিবি আইন।

আশ্রয়হীন গরিবদের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে এবং এইরূপ গরিবদের পিতামাতা ও সন্তানদের তাদের ভার লইতে বাধ্য করাইতে পরিদর্শকগণ পারিত। এই আইন আরো শোধিত ও বিস্তৃত হইয়া পরে গরিবদের বিশেষ কাজে লাগে। এগুলি পরে গরিবি আইন (পু্ওর লজ) নামে পরিচিত হয় ও বহুকাল পর্য্যন্ত পরোপকারের আদর্শস্থানীয় থাকে।

ইংল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি: কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি।

মজুরদের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও দেশে তাহাদের উৎপাত নিবারণের অন্য এক কারণ ছিল। তাহা সমগ্র দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্পদ্ বৃদ্ধি। জমিদার ও বণিক্ শ্রেণী অধিকতর ধনী হইয়া এক বর্দ্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ধরণের ঐশ্বর্য্য রাজশক্তির প্রতিকূল নহে বরং সহায়ক। সুতরাং এলিজ্যাবেথ ও সিসিল এই বৃদ্ধিতে একটুও উদ্বিগ্ন হন নাই। গ্রাম-দেশে জমি ভাগ হইতে হইতে কমিয়া যাইতেছিল, সম্পদ্-বৃদ্ধিতে সেই ক্ষতির কতকটা প্রতীকার হইল। একদিকে জমির উপর অধিকতর অর্থ ব্যয়িত হইতে থাকে, অন্যদিকে কৃষিতে নূতন ও উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, ঘোড়া ও গরুর বংশোন্নতি এবং সারের অধিকতর ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। এই সব ব্যবস্থার ফলে চাষবাসে অধিকতর লোকের নিয়োগ প্রয়োজন হওয়ায় বেকার মজুরের সংখ্যা কমিয়া যায়। নূতন নূতন শিল্প-ব্যবসায়েও বহু লোক কাজ পাইয়া বাঁচিয়া গেল। লিনেন ও রেশমের ব্যবসা তখনো তেমন জাঁকিয়া উঠে নাই, কিন্তু পশমের ব্যবসার দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। কেণ্ট ও সাসেক্সে লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। কর্ণওয়াল হইতে টিন রপ্তানি তখন শুরু হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার, ইয়র্ক, শেফিল্ড ও হালিফাক্স বিভিন্ন শিল্পের কেন্দ্ররূপে মাথা তুলিতেছিল। কিন্তু শিল্প-ব্যবসার অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল বিলাতের বাণিজ্য। এই সময়ে বিলাতের লোক-সংখ্যা ৫০ অথবা ৬০ লক্ষ ছিল। বর্ত্তমান কালের তুলনায় সেকালে লোক-প্রতি বাণিজ্যের পরিমাণ বা জাহাজের টন বেশী ছিল না। কিন্তু ইংরেজ যে পৃথিবীর সকল দেশের বাণিজ্য-সম্ভার নিজ জাহাজে বহিবার সামর্থ্য আজ লাভ করিয়াছে, তাহার গোড়া-পত্তন হয় এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে। তাঁহারই সময়ে লণ্ডন ধীরে ধীরে ইয়োরোপের নানাদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। এখানে আমেরিকা হইতে সোনা ও চিনি, ভারতবর্ষ হইতে তুলা, চীন হইতে রেশম এবং ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান হইতে পশমী দ্রব্য আসিয়া জমা হইত। পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল ফ্ল্যাণ্ডার্সের সহিত, তাহা আগেই বলিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ড হইতে ফ্ল্যাণ্ডার্সে রপ্তানির গড়ে মূল্য ছিল ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ফ্ল্যাণ্ডার্সে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও অন্যান্য কারণে এই বাণিজ্য-স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। ফ্ল্যাণ্ডার্সের স্থলে লণ্ডন সেই সকল জিনিষের বাজার হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়কার বাণিজ্যোন্নতির দরুণ ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সার টমাস্ গ্রেশাম লণ্ডনে রয়াল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করেন। বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নব নব দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার উৎসাহ ইংরেজের বাড়িতে থাকে। এই সময়ে নানা নূতন দেশের সহিত ইংল্যাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আফ্রিকা হইতে নিগ্রো আনিয়া দাস-ব্যবসার সুরুও এই সময়ে।

নব নব সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথ আবিষ্কার।

দেশের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে এলিজ্যাবেথের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, তিনি উহার প্রসার ও সংরক্ষণে সর্ব্বদা যত্ন লইতেন এবং যে সকল বণিক্-কোম্পানী রচিত হইতেছিল সেগুলি

গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশের ভিতর যে সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতেছিল তাহা তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। লোকেরা আগের চেয়ে বেশী ব্যয় করিত ও বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিত ইহা রাণী ও মন্ত্রীদের মনঃপূত না হইবার কথা। শুধু ধনীদের নয়, বিলাতের আপামর সাধারণ জনগণের মধ্যে রুচির ও ঐশ্বর্য্যের উন্নতি হইতেছিল। বাড়ী নির্ম্মাণের ধারাই বদলাইয়া যায়। বাসনপত্র, বিছানা, পোষাক সব কিছুতেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

বিলাতী স্বাচ্ছন্দ্যের ধারায় পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তার মূলে ছিল শান্তি ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা। যখন সমগ্র ইয়োরোপে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ ক্রমাগত গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন একমাত্র ইংলণ্ডই স্থির ছিল। অধিবাসীদের পোড়াইয়া মারিবার কথা লোকের মন হইতে মুছিয়া যায়। ধর্ম্মগত শৃঙ্খলা যত না বিদ্যমান ছিল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা তার চেয়েও বেশী পরিমাণে দেখা যাইত। এক কথায় বলা চলে, এলিজ্যাবেথ তাঁহার প্রজাগণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে শান্তি ও সুশাসন, দৃঢ়তা অথচ সর্ব্বদা বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টা এবং ভাল ব্যবহার তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল। ইংল্যণ্ডের বর্দ্ধমান ঐশ্বর্য্য, লণ্ডনের পৃথিবীর বাজারে পরিণতি প্রভৃতি বিবিধ কারণ লোককে তাঁহার শাসনানুরাগী করিয়া তোলে। বিলাতের জনসাধারণের মত ও মর্জ্জি বুঝিয়া চলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সেজন্য কখন তাহাদিগকে বাধা দেওয়া সমীচীন হইবে, কখন হইবে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। অন্য কাহারও সাহায্য না পাইয়া তিনি বিবাদকামী দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টদের বাড়াবাড়ি তিনি দমন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইংল্যণ্ডের লোক তখনো নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, এলিজ্যাবেথ যে মনে মনে ক্যাথলিক এ ধারণা অনেকেরই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে নূতন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের আগমনে ক্যাথলিক ধর্ম্মের মোহ বিদূরিত ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সংস্কার আন্দোলনকারিগণ যে এলিজ্যাবেথের রফা-প্রবৃত্তি মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহার এক কারণ এই ছিল যে, তাঁহারা এই ভাবিয়া ভীত হন যে বাড়াবাড়ি করিলে রাণীর সহানুভূতি হারাইতে হইবে। কিন্তু পোপ বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলে ক্যালভিনবাদীরা সজাগ হইয়া উঠিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে ক্যালভিনবাদিগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন। বিশেষভাবে জন-সভা নানাপ্রকারে ক্যালভিন মতানুযায়ী রাষ্ট্রগঠন করিবার প্রয়াস করিল। রোমের বিপক্ষে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত এলিজ্যাবেথ ইঁহাদের সহায় হইবেন, এইরূপ সকলের ধারণা ছিল। এমন কি, সিসিল প্রভৃতি মন্ত্রিগণও ক্যালভিনবাদীদের সমর্থন করিতেছিলেন। কিন্তু এলিজ্যাবেথ বিচলিত না হইয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধতা করিলেন। ক্যাথলিকগণের বাড়াবাড়ির ফলে মহাসমিতি ও এলিজ্যাবেথের পরামর্শ-সভা উভয়ই প্রটেষ্টাণ্টদের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। কিন্তু তিনি একথা বুঝিতেন যে, কোনটিই বিলাতী জনমতের দ্যোতক হইতে পারে না। প্রটেষ্টাণ্টদের সংখ্যা বাড়িতেছিল বটে, কিন্তু তখনো সমগ্র জাতির অল্পাংশ মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অন্যদিকে যে সকল অত্যন্ত

এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা।

মহাসমিতিতে ক্যালভিনবাদীদের প্রাধান্য সত্ত্বেও এলিজ্যাবেথের তাহাদের বাড়াবাড়িতে বাধা দান (১৫৭২)।

উৎসাহী ক্যাথলিক পোপের আদেশে গির্জায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাও বেশী নহে। দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের ধর্ম্মগত পুরাতন সংস্কার ও রাণীর প্রতি বশ্যতা রক্ষা করিতে চাহিতেছিল। সুতরাং এলিজ্যাবেথ এমন কোন কাজ করিতে চাহিলেন না যাহাতে তাঁহার এই সকল প্রজা পোপের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার পক্ষে এই নীতি অবলম্বন করা সহজ হইয়া দাঁড়াইল একটি কারণে। এই সময়ে টমাস্ কার্টরাইট ক্যাম্ব্রিজের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধ্যাপকের পদে আসীন থাকিয়া প্রেস্‌বিটারিয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত দলকে পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমিতিকে গুরুতররূপে অভিযুক্ত করিলেন, এবং দাবী করেন যে একমাত্র প্রেস্‌বিটারিয়ান্‌গণ দ্বারা দেশ শাসিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় গোঁড়ামির জন্য বিলাতী জনসাধারণের অপ্রিয় হন।

স্পেনের ফিলিপের বিরুদ্ধে নীদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ (১৫৭২)।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজা তাঁহার ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমুদায় নীদারল্যাণ্ড তাঁহার পদানত হয়, তুরস্ককে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং ক্যালভিনবাদীদের বিশেষত ফ্রান্সের ক্যালভিনবাদীদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। ফ্রান্স এই বিপদে ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইবার চেষ্টা করিল। ক্যাথারিন প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার পুত্র আঁজুর সামন্ত হেনরিকে এলিজ্যাবেথ বিবাহ করিবেন। এদিকে আলভার লোভ ও পীড়ন দ্বারা উত্যক্ত হইয়া নীদারল্যাণ্ড বিদ্রোহ করত যুক্তপ্রদেশ স্বরাজ্য (রিপাবলিক অব্ দি ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্) স্থাপন করে। কতিপয় প্রটেষ্টাণ্ট ইংলিশ চ্যানেলে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত ও সুযোগ পাইলেই স্পেনের জাহাজ আক্রমণ করিত। আলভা এলিজ্যাবেথের নিকট দাবী করিলেন যে, ইহাদিগকে উপকূল হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। এলিজ্যাবেথ এই দাবী অমান্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু ফলে এই সকল জল-দস্যু স্পেনের রাজ্যভুক্ত কোন কোন স্থান অধিকার করিল ও বহু স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। আলভা অন্য দিক্ হইতেও বিপন্ন হইলেন। ক্যাথারিন ফ্রান্সে বরাবর শান্তি রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। হিউগেনট নেতাগণ নবম চার্লসকে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করে। ইনি ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক ছিলেন, কিন্তু ক্যাথারিনের নিকট হিউগেনট বা ক্যাথলিক কাহারও প্রাধান্যই মনঃপুত ছিল না। তিনি চার্লসকে ভুলাইয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন ও প্যারিসের গোঁড়া ক্যাথলিকদের উত্তেজিত করিলেন। ফলে এক বিখ্যাত পর্ব্ব দিনে—সেট বার্থেলোমিউএর দিনে—এক লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট নিহত হইলেন। এইরূপে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ফিলিপ রক্ষা পাইলেন। নীদারল্যাণ্ড জয় করা দূরে থাকুক, ফ্রান্স আবার আত্ম-বিরোধে রত হইল এবং নীদারল্যাণ্ড একাকী স্পেনের সৈন্যের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এলিজ্যাবেথ কোন প্রকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা ছিল যাহাতে নীদারল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত মিলিত না হয়। নীদারল্যাণ্ড যে শেষ পর্য্যন্ত ফিলিপের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বা ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করিবে এ বিষয়ে এলিজ্যাবেথ বা তাঁহার মন্ত্রিগণের কোন সন্দেহ ছিল

সেণ্ট বার্থেলোমিউর দিনে হত্যাকাণ্ড।

ন। সুতরাং এলিজাবেথ চেষ্টা করিলেন যাহাতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার ক... নীদারল্যাণ্ড নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে। আলভার পরে রিকুইসেন ...র প্রয়াসী ছিলেন। নীদারল্যাণ্ড ফিলিপের বিরুদ্ধতা করিতেছিল; ফ্রান্স ঘরোয়া ...লিপ্ত হওয়ায় ফিলিপ নিশ্চিন্ত হইলেন যে নীদারল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্য পাইবে না। ই...মধ্যে নবম চার্লসের মৃত্যু হয় ও তৃতীয় হেনরি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক...বিন এই সময়ে ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেও তাঁহার পক্ষে নীদারল্যাণ্ডের সাহায্য ক... সম্ভবপর ছিল না। নীদারল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপ ফিলিপের মনঃপূত ছিল না। পোপ ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য যতই অধীর হইতেছিলেন তিনি ততই দেরী করিতেছিলেন। আর দেরী করার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডকে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে ফিরাইয়া আনার আশা সুদূরপরাহত হইতেছিল। এলিজাবেথ যখন রাণী হন তখন বিলাতের তিন-চতুর্থাংশ লোক রোমান ক্যাথলিক ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ-ভাগে ইংল্যাণ্ড যেন সকলের অজ্ঞাতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যায়। ইহার এক প্রধান কারণ ছিল এই যে, ক্যাথলিক পুরোহিতের স্থানে সর্ব্বত্র প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিত নিযুক্ত হইতে থাকেন। নূতন পুরোহিত যাঁহারা হইলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎসাহী প্রটেষ্টাণ্ট। মহাসমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে ধর্ম্মমতের ঐক্য বিষয়ক যে আইন পাশ হইয়াছিল তাহারই বলে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাণী ইঁহাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করেন নাই। ইঁহাদের প্রচার-কার্য্যে ফল ত ফলিলই, অধিকন্তু ইঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র দ্বারাও জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইল। পূর্ব্বেকার সেই লোভী ও অযোগ্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থলে নির্লোভ, চরিত্রবান্ এবং ধর্ম্মোৎসাহী লোকদের আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রটেষ্টাণ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। পোপ ইংল্যাণ্ডের বিষম শত্রুতা করিতেছিলেন। একই কালে ক্যাথলিক থাকা ও রাণীর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অথচ রাণীর প্রতি বশ্যতার অর্থ দেশ-প্রেম। যথেচ্ছাচার, স্পেনের প্রতাপ এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টগণ প্রতিবাদ করিতেছিল। অক্সফোর্ডে পবিত্রতাবাদিগণ জোরের সহিত নিজ মত প্রচার করিতে থাকেন। গ্রামার ইস্কুলসমূহ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ করে। অন্যদিকে আলভা কর্ত্তৃক এবং সেণ্ট বার্থেলোমিউর দিনে বহু প্রটেষ্টাণ্টের নিধন প্রটেষ্টাণ্টদিগকে ইংল্যাণ্ডে আরো সজাগ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

ইংল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন।

পঞ্চম পায়াসের মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ গ্রেগরি খৃষ্টান জগৎকে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। রোম এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইল। পোপের সৈন্যসামন্ত না থাকিলেও অর্থ দ্বারা তিনি এই কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে নৌ-বাহিনী পাঠানো, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপক্ষে অভিযান করা এবং ফিলিপের আর্ম্মাদা, সুইডেন ও পোল্যাণ্ডে ষড়যন্ত্র, ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে অন্তর্বিপ্লবের প্রচেষ্টা—এ সকলেরই মূলে ছিল পোপের অর্থ সাহায্য। ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক করিবার আগ্রহ পোপদের মধ্যে বরাবরই বজায় ছিল। সুতরাং শীঘ্রই একটা শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ডক্টর অ্যালেন নামক এক ব্যক্তি অক্সফোর্ড হইতে বিতাড়িত

ইংল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পোপের চেষ্টা।

হইয়া ইংল্যাণ্ডের বাহিরে এক ইস্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে গ্রামার ইস্কুল ও অক্সফোর্ড হইতে বিতাড়িত ছাত্রগণ আসিয়া জুটিলেন এবং ক্যাথলিক ওমরাহগণ এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করিতেন। পোপ স্থির করিলেন এই ইস্কুলে শিক্ষিত পুরোহিতগণের সাহায্যে তিনি কার্য্যোদ্ধার করিবেন। তাঁহার আদেশে ইহারা বিলাতে আসিতে লাগিলেন। ইহারা সংখ্যায় কম হইলেও ইহাদের প্রভাব শীঘ্রই অনুভূত হইতে লাগিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা আসিবার পর হইতে ক্যাথলিক জনসাধারণের সহিত রাণীর মিলনের কাজে বাধা পড়িল। এলিজ্যাবেথ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভকালে ক্যাথলিকগণকে যে নিপীড়ন করা হয় নাই তাহার এক কারণ ছিল ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদাসীনতা, অন্য কারণ, যাঁহারা শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা ক্যাথলিক হওয়ায় ক্যাথলিকদের উপর অত্যাচার হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু মহাসমিতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐক্য বিষয়ক আইন পাশ করিবার পর হইতে দেশের সর্ব্বপ্রকার শাসন-ভার প্রটেষ্টাণ্টদের হাতে গিয়া পড়ে। ক্যাথলিকদের কার্য্যকলাপে এলিজ্যাবেথের মনে ভয় ও সন্দেহের উদ্রেক হয়, সুতরাং তিনি প্রটেষ্টাণ্ট শাসকদের বাড়াবাড়িতে বাধা দিতে অসমর্থ হন। শুধু রাণী নন, সমগ্র জাতির মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং মহাসমিতি এই আইন পাশ করে যে ক্যাথলিক পুরোহিতদের বিলাতে অবতরণ এবং বিলাতের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহাদের কাহাকেও আশ্রয় দান দ্রোহের সামিল। মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোককে এইরূপ ভয় করা হাস্যকর মনে হইতে পারে। কিন্তু তখন রাণী ও তাঁহার প্রজাগণ ইহার গুরুত্ব অন্যরূপ বুঝিয়াছিলেন। একজন ক্যাথলিক পুরোহিত কর্ণওয়ালে ধৃত হন। তাঁহাকে ফাঁসি দিবার সময় দেখা যায় যে তাঁহার কাপড়ের মধ্যে পোপ কর্ত্তৃক রাণীর সিংহাসনচ্যুতির পরোয়ানা লুকান ছিল। এই সময়েই আরো একটি ঘটনা ঘটে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রিকুইসেনের মৃত্যুর পর অষ্ট্রিয়ার ডন জন নীদারল্যাণ্ডের শাসক নিযুক্ত হন। ইনি ফিলিপের অবৈধ ভ্রাতা ছিলেন। লেপাণ্টোতে তুরস্কের সহিত যুদ্ধে ইহারই সাহায্যে জয়লাভ হয়। তৎকালে তাঁহার তুল্য সেনাপতি কেহ ছিল না। ডন জন মনে মনে কোন একটি রাজ্যের রাজা হইবার দুরাশা পোষণ করিতেন। পোপ এবং মেরি ষ্টুয়ার্ট উভয়েই তাঁহাকে উৎসাহ দেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তাড়াতাড়ি নীদারল্যাণ্ডের সহিত রফা করিয়া স্পেনিশ সৈন্য সহ ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হইবেন এবং ক্যাথলিকগণের বিদ্রোহের সহায়তা গ্রহণ করিয়া মেরি ষ্টুয়ার্টকে মুক্ত করত বিবাহ করিবেন। ইহার পর ইংরেজদের রাজারূপে দেশ শাসন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু বিধি তাঁহার প্রতি বাম। স্পেনিশ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল; এবং নীদারল্যাণ্ডের অন্তর্গত দেশসমূহ ধর্ম্ম-বিবাদ ভুলিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য এক সঙ্ঘ স্থাপিত করিল। তখন তিনি এই সঙ্ঘকে নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সঙ্ঘ স্বীকার করিলেন এবং কথা দিলেন যে তিনি সৈন্য-সামন্ত সরাইয়া লইবেন, কিন্তু সমুদ্র-পথে ও তিন মাস পরে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার ইংল্যাণ্ডে অবতরণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু তাঁহার উভয় দাবীই নামঞ্জুর হইল এবং তিনি স্থলপথে তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে পোপের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

পোপের প্রেরিত লোকদের আগমনে ইংরেজদের ত্রাস।

নীদারল্যাণ্ডের শাসক অষ্ট্রিয়ার ডন জনের ইংল্যাণ্ড আক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টা (১৫৭৭)।

ডন জনের অভিসন্ধি গুপ্ত হইলেও এলিজ্যাবেথ নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারিলেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নীদারল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সাহায্যের জন্য অর্থ ও লোক পাঠাইলেন। তখন ফিলিপের সহিত তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফিলিপ এই বিপদে জয়ী হইলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নীদারল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ডন জনের পীড়া ও মৃত্যুতে কিছুকালের জন্য তাঁহার কাজ স্থগিত থাকিলেও ইহার পর তাঁহার ভাগিনেয় পার্মার সামন্ত রাজা আলেক্জাণ্ডার ফার্নিস্ তাহা সম্পূর্ণ করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে নীদারল্যাণ্ডের অন্তর্গত দশটি প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র পোপের করতলগত হইয়া যায়। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে স্পেনের অবলম্বিত নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নানাপ্রকারে বিরক্ত হইয়াও ফিলিপ এ পর্য্যন্ত এলিজ্যাবেথের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যতই ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন ততই যেন এলিজ্যাবেথের কার্য্যাবলী তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। এলিজ্যাবেথ ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, যে কোন সময়ে তিনি আঁজুর সামন্তকে বিবাহ করিবেন, সকলে এইরূপ প্রত্যাশা করিতে-ছিল। নীদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিতে তিনি সাহায্য পাঠান। তাঁহার রাজ্যের জলদস্যুগণ ফিলিপের রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায় ফিলিপ যে অবশেষে এলিজ্যাবেথের শত্রুতা করিতে বাধ্য হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। সেইজন্য ডন জনকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক তিনি উৎসাহ দিয়াছিলেন। পোপ দেখিলেন এই সুযোগ। ত্রয়োদশ গ্রেগরী ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না, যতক্ষণ এলিজ্যাবেথকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করা না হয়, ততক্ষণ তাঁহার কাজ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। ফিলিপকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত দেখিয়া গ্রেগরি স্থির করিলেন ফিলিপ যে সময়ে ইংল্যাণ্ডে সৈন্যসামন্ত সহ অবতরণ করিবেন, তখন তিনি এলি-জ্যাবেথের বিরুদ্ধে তিনটি বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিবেন—(১) নূতন উৎসাহী প্রচারকগণ দেশের ক্যাথলিকগণকে উৎসাহিত করিতে থাকিবে, ২) ও (৩) স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে।

ফিলিপের সেনাপতি পার্ম্মার সামন্তের দ্বারা নীদারল্যাণ্ড জয়।

পোপ কর্ত্তৃক ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহ-সৃষ্টির প্রয়াস।

সিডনির জয়লাভের পর হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। শেন ও নীল যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে ধর্ম্মগত নালিশ কিছু ছিল না। কিন্তু পোপ, ফিলিপ, ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং নির্ব্বাসিত আয়ার্ল্যাণ্ডবাসিগণ সকলের ধারণা ছিল যে, আইরিশগণ অত্যন্ত নিপীড়িত এবং মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া আছে। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে পোপের প্ররোচনায় ডেসমণ্ডের আর্লের ভ্রাতা জেম্স ফিট্জমৌরিস্ সৈন্য লইয়া আয়র্ল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আইরিশগণ তাঁহার সহিত যোগ দিল না এবং ফিট্জমৌরিস্ এক খণ্ডযুদ্ধে নিহত হইলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পোপ দুই হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন ডেসমণ্ডকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত। এই সৈন্যবাহিনীর নায়ক ছিলেন সন্ জিসেপে নামক এক ইতালিয়ান্। যাঁহারা এই দলে যোগ দিবেন, তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করা হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইল। পোপের সৈন্যরা পৌঁছিয়াছে এই সংবাদ ইংল্যাণ্ডে প্রচারিত হইবামাত্র প্রটেষ্টাণ্টগণ ভীত হইলেন। আঁজুর ক্যাথলিক সামন্তের

আয়ার্ল্যাণ্ডে পোপের বিফলতা।

সহিত এলিজ্যাবেথের বিবাহ-প্রস্তাব তখনি রদ্ হইয়া যায় এবং এলিজ্যাবেথ ফরাসীরা...কে নীদারল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া ফিলিপের হাত হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পোপের এই চেষ্টাও সম্পূর্ণ বিফল হইল। ডেসমণ্ড পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদিগকে নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত করা হয়। এই নিষ্ঠুরতার ফল ফলিল। আয়ার্লাণ্ড ইহাতে এরূপ সচেতন হইল যে, ইংল্যাণ্ড যখন ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত তখনো আয়ার্ল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু আইরিশ বিদ্রোহে ইংল্যাণ্ডের ভয়ের কারণ বাড়িয়া গেল। ইহার পর যখন সংবাদ আসিল যে জেস্যুইট ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করিয়াছেন তখন ইংরেজদের মনে আরো বেশী ত্রাসের সঞ্চার হইল। পোপ আয়ার্ল্যাণ্ডের মত ইংল্যাণ্ডেও প্রচার কার্য্যের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণের সহযোগিতা পাইবামাত্র ফিলিপ ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিবেন, এইরূপ কথা দেন। ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহ পুষ্ট করিবার নিমিত্ত উইলিয়াম গিলবার্ট নামক এক নব-দীক্ষিত ক্যাথলিক যুবক প্রেরিত হন। তাঁহার দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এলিজ্যাবেথের প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, ইহা পরে প্রমাণিত হয়। পঞ্চাশ জন পুরোহিতকে গুপ্তভাবে ইংল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে কাম্পিয়ান ও পার্সনস নামক দুই শক্তিশালী ব্যক্তিকে জেস্যুইট প্রচারকদের নেতৃত্ব দিয়া পাঠান হয়। ইঁহারা ওমরাহ্ ও জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু লোককে পুনরায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে ফিরাইয়া আনিলেন। সিসিলের জামাতা লর্ড অক্সফোর্ড ওমরাহ্দের নেতাকে বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। ক্যাথলিকদের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে দেখা গেল। এলিজ্যাবেথ এই সকল প্রচারককে ধরাইয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেও ইঁহারা সর্ব্বত্র অবাধে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বস্তুত, যত ব্যক্তি এইরূপে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী না হইলেও, এলিজ্যাবেথ ভাবিলেন বহুলোক বোধ হয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ত্রাস হওয়া স্বাভাবিক। দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্কিবাদের ভয় আর বাহিরে ফিলিপ কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা। এরূপ অবস্থায় এলিজ্যাবেথ ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রটেষ্টাণ্টগণ ও মহাসমিতি দৃঢ়হস্তে ক্যাথলিকদের দমনে প্রবৃত্ত হইল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি এই বিষয়ে এক কঠোর আইন প্রণয়ন করিল যে, যে কেহ প্রজাদিগকে রাজশক্তির আনুগত্য হইতে বিচ্যুত করিতে ও ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিবে সেই দ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে। আইন করিয়া এলিজ্যাবেথের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং ইহার পর শত বৎসর ধরিয়া রাজশক্তি এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়াস পায়। কিন্তু রক্তপাতের কাজটা পুরোহিতদের হাতে গিয়া পড়ে। এলিজ্যাবেথের সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিতগণ নিষ্ঠুরভাবে ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়া দমন করেন। অসংখ্য গুপ্তচর ও অনুচরের সাহায্যে তাঁহারা জেস্যুইট পুরোহিতগণকে গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া হত্যা করেন। পার্সনস্ পলাইয়া প্রাণ বাঁচান, কিন্তু ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কাম্পিয়ান ধৃত হইয়া রাজদ্রোহ অপরাধে বিচারিত হন। তাঁহাকে লণ্ডনের রাস্তা দিয়া

ইংল্যাণ্ডে জেস্যুইটগণের অবতরণ ও তাহাতে ইংরেজদের ত্রাস : ক্যাথলিক দমন ;

ক্যাথলিক হওয়ার বিরুদ্ধে মহাসমিতির আইন (১৫৮১)।

যখন বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন নগরবাসিগণ চীৎকার করিয়া উপহাস করে। অনেক ইতস্ততের পর তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। কাম্পিয়ানের মৃত্যুর পর আরম্ভ হইল তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদের সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করার কাজ। ইহা পরবর্ত্তী ২০ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

এইরূপে পোপ ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ইংল্যণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ক্যাথলিক ধর্ম্ম ইংল্যণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ও দেশ-প্রেম সমার্থক হইয়া দাঁড়াইল। পোপ ধর্ম্ম-জগতের বাহিরেও ইংল্যণ্ডবাসীর আনুগত্য দাবী করিতে গিয়া জাতীয় অহঙ্কারে আঘাত করিলেন। অমনি ক্যাথলিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নির্ম্মম আন্দোলন সুরু হইল। কিন্তু জরিমানা, কারাবাস ও অন্যান্য প্রকার শাস্তি দ্বারাও ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করা গেল না। পূর্ব্বে রাজা বা রাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণ সকলে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করিত। কিন্তু এক্ষণে বালক এবং স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া নিজধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিল। "রাজা দেবতার অংশ" এই তত্ত্ব জেসুইট্ প্রচারকগণ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাণীর নিন্দাবাদ করিতেও ভীত হইলেন না। সুতরাং বিলাতের ইতিহাসে সেই সময় উপস্থিত হইল যখন প্রত্যেক লোকের বিবেকানুমোদিত পথে চলিবার অধিকার স্বীকার করাই যথেষ্ট হইল না, পূজা-অর্চ্চনা সম্বন্ধেও তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার কথা মানিয়া লওয়া প্রয়োজন হইল। মেরির সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানা প্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের পথ ত্যাগ করে নাই। এক্ষণে ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিগণও এলিজ্যাবেথের সময়ে সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। তাহারই ফলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ধর্ম্মবিষয়ক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার প্রজাদিগকে দিতে হইবে।

নিপীড়িত ক্যাথলিকগণের ধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ়তা ও প্রজাদের ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবী।

এলিজ্যাবেথ যত পরাক্রমশালিনী হউন, এই সময়ে দেখা গেল যে, জনসাধারণের শক্তির নিকট রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। প্রটেষ্টাণ্টদের অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তারপর, এই সময়ে এলিজ্যাবেথ শান্তিরক্ষার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেও সমগ্র দেশ যুদ্ধের জন্য সমুৎসুক হইয়াছিল। ইংল্যণ্ড যে কিরূপ শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা ইয়োরোপের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন নাই। সেজন্য ফিলিপকে বার বার অবজ্ঞা করিয়া ইংল্যণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছিল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। বস্তুত, এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে ইংরেজগণ নূতন পরাক্রমে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। এলিজ্যাবেথ ও সিসিলের মনে দেশের শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। স্বাধীনতা-প্রীতি ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে ইংল্যণ্ডকে অচিরে স্পেনের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই সময়ে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্পেনের স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা স্পেনের হস্তগত হয়; মেক্সিকো ও পেরু হইতে ধনরত্ন, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে সোনা, মণিমাণিক্য, রূপা স্পেনে আসিতে থাকে। ইয়োরোপে ইতালির সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ও উর্ব্বর দুই জিলা, নেপ্‌লস ও মিলান, স্পেনরাজের রাজ্যভুক্ত ছিল। নীদারল্যাণ্ডের কয়েকটি জনপদ তাঁহার

ইংল্যণ্ডে রাজশক্তি অপেক্ষাও বলশালী জনসাধারণ।

ইয়োরোপের শীর্ষস্থানে স্পেন; বিস্তীর্ণ রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য;

হস্তচ্যুত হইলেও অন্যান্য স্থান এবং সেকালের প্রধান শিল্পকেন্দ্র ফ্ল্যাণ্ডার্স ও পৃথিবীর বাণিজ্যের প্রধান বাজার অ্যান্টওয়ার্পে তাঁহার পূর্ণ প্রভুত্ব দেখা যায়। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া স্পেনের সৈন্য ও সেনাপতিদের খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। স্পেনের এই অতুল শক্তি একটি মাত্র লোকের হাতে সঞ্চিত হইয়াছিল। ফিলিপ নিজেই নিজের মন্ত্রী, পরামর্শদাতা প্রভৃতি ছিলেন। স্বয়ং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদায় কাজ করিতেন, দেখাশোনা করিতেন। তাঁহার অনুমতি ও পরিদর্শন ব্যতীত কোন কাজ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার পিতা চার্লসের সময়ে কোন স্থান রাজধানী বলিয়া গণিত হইত না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গেলে সেই স্থানেই রাজধানী বসিত। কিন্তু ফিলিপ মাদ্রিদে রাজধানী স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহার রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক একজন রাজপ্রতিনিধির (ভাইসরয়ের) শাসনাধীনে রাখা হয় এবং অন্য সমুদায় স্থানের স্বার্থ স্পেনের স্বার্থের নিকট বলি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করা হইত না। তারপর রাজ্যের সর্ব্বত্র এক নিয়ম ও এক প্রকার শাসন প্রচলিত করা হয়। ফিলিপ এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি আরাগনের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন এবং নীদারল্যাণ্ডকে পদানত করিবার জন্য আলভাকে পাঠান। ফিলিপ যেরূপ প্রভুত্বপরায়ণ ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়েও সেইরূপ গোঁড়া ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্পেনরাজ ফিলিপ।

ফিলিপ যেন সমগ্র ইয়োরোপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অগ্রসর প্রটেষ্টাণ্টগণ তাঁহাকেই তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু বিবেচনা করিতেন। ফ্রান্সের হিউগেনটগণ, নীদারল্যাণ্ডের অরেঞ্জ জনপদস্থ উইলিয়ামের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত রাষ্ট্রসমূহ, এ সকলের আসল শত্রু স্পেন। ইহার পর জার্ম্মাণিকে যে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় তাহারও মূলে ছিল স্পেন। ইতালির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রসমূহকে জোর করিয়া বশে রাখা, ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব করা, আফ্রিকার উপকূলভাগে কর্ত্তৃত্ব করা, জার্ম্মাণিতে নিজের প্রভাব বজায় রাখা, ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্ম্মকে রক্ষা করা, ফ্ল্যাণ্ডার্সে অবিশ্বাসীদের বিনষ্ট করা, তুরস্ক ও পরে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত নৌবাহিনী (আর্ম্মাদা) প্রেরণ করা ইত্যাদি কাজে স্পেন নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সকলের নিমিত্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং ফিলিপের কোষাগারে অর্থের অভাব ঘটিলে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ফিলিপের প্রধান প্রতিবন্ধক অর্থাভাব নয়, তাঁহার অতি-সাবধানতা ও তজ্জন্য যথাসময়ে কার্য্যের অনুষ্ঠানের বিলম্ব। কোন একটি কাজ করিবার পূর্ব্বে তিনি অনেক ভাবিতেন; বহু ইতস্ততের পর তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ বিষয়ে এলিজ্যাবেথের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত ছিল। তিনি মিথ্যা বলিতে ও শত্রুকে প্রতারিত করিতে যেরূপ পটু ছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুসারে কাজ করিতেও সেইরূপ পারিতেন। কিন্তু ফিলিপের স্বভাবের মধ্যে যতই মন্থরতা থাকুক, তাঁহার সহিত এলিজ্যাবেথের সম্পর্ক বরাবর স্পষ্ট ও সহজ ছিল। প্রথমে তিনি এলিজ্যাবেথের সহিত কোন প্রকার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে রাজী ছিলেন না। মেরি ষ্টুয়ার্ট যদি এলিজ্যাবেথকে নিহত করিয়া রাণী হইয়া বসিতেন অথবা কোন গুপ্ত

ইয়োরোপে ফিলিপের অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি।

এলিজ্যাবেথ ও ফিলিপ।

ঘাতকের হাতে এলিজ্যাবেথ প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু বিলাতী ক্যাথলিকগণ এবং পোপ তাঁহাকে এলিজ্যাবেথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে তখন লিপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভয় ছিল তাহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিলিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন এরূপ গভীর হইয়াছে যে, ফ্রান্স বা ফ্রান্স ও ও ইংল্যাণ্ডের মৈত্রীতে ফিলিপ ভীত নহেন। ফিলিপের পূর্ব্বে পঞ্চম চার্লস ইয়োরোপে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ না হইলেও আমেরিকাতে রাজ্যজয় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মেক্সিকো, পেরু, চিলি অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র পশ্চিম অংশ স্পেনরাজের হাতে গিয়া পড়ে। আটলান্টিকের তীরে তীরে ফ্লোরিডা হইতে প্লেট নদী পর্য্যন্ত স্পেনের পতাকা উড্ডীন হয়। পোপ এক ফতোয়া জারি করিয়া সমগ্র আমেরিকা স্পেনরাজকে দান করেন। বস্তুত, এই ভূভাগে পর্ত্তুগাল ব্যতীত কোন ইয়োরোপীয় শক্তিই স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পর্ত্তুগাল তখন আফ্রিকা এবং ভারত আবিষ্কার লইয়া ব্যস্ত; এক ব্রাজিল ব্যতীত অন্য স্থানের উপর তাহার চোখ পড়ে নাই। ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিস্ আমেরিকার উপকূল-ভাগ আবিষ্কারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাহিরের রাজ্য জয় করিবার সঙ্কল্প করেন নাই। ফ্লোরিডাতে হিউগেনটগণ এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, স্পেন-বাসীরা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করে। সুদূর উত্তরে সেণ্ট লরেন্স হ্রদের ধারে অল্প কয়েকজন ফরাসী ঔপনিবেশিক গিয়া বাস করিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের নাবিক স্পেনের আগে আমেরিকার ভূভাগে পৌঁছিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজদের কোন উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং মেক্সিকো ও পেরুর সোনা একা স্পেনই ভোগ করিতেছিল ও তাহাতে স্পেনরাজের ধনাগার পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

আমেরিকায় স্পেনের রাজ্যজয়।

এলিজ্যাবেথের সময়ে ইংরেজদের দৃষ্টি আবার আমেরিকার দিকে পড়ে। কিন্তু স্পেন যেখানে পরাক্রান্ত সেদিকে না গিয়া ইংরেজরা উত্তরে অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর দেশের দিকে গেল। ল্যাব্রাডোরে সোনা পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রথমত সোনার লোভেই সেদিকে যায় এবং এলিজ্যাবেথের উৎসাহ পায়। কিন্তু সোনার লোভ আর রহিল না, কারণ দেখা গেল নাবিকদের আনীত ধাতু অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তবু এই অভিযান থামিয়া গেল না এবং তার একটা ফল এই হইল যে, আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ইংরেজ জল-দস্যুগণ উৎপাত করিতে লাগিল। এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে ইহারা সামুদ্রিক প্রহরী (সিডগ্‌স) নামে অভিহিত হইত এবং ইহারা ফরাসীরাজ বা এলিজ্যাবেথ কাহারো কথায় নিরস্ত হয় নাই। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলবাসিগণ, এমন কি, রাণীর কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইহাদের সঙ্গে যোগ দিত। ইহারা স্পেনের সহিত এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দেশের অধিবাসীদের মনেই স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিবার এই আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। সমুদ্রগামী ইংরেজ জলদস্যুদের উৎপাতে শেষে ফিলিপের ধৈর্য্য ভঙ্গ হইল। পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, স্পেনের অধিকৃত আমেরিকা রাজ্যে কোন প্রটেষ্টাণ্ট যাইতে পারিবে না। ফিলিপের সঙ্কল্প ছিল যে, স্পেন ভিন্ন অন্য কোন দেশের সহিত যাহাতে এই ভূভাগের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত না হয় তজ্জন্য

ইংরেজ জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক স্পেনের নবলব্ধরাজ্যে উৎপাত।

যত্নবান থাকিবেন। কিন্তু এই জলদস্যুগণ পোপ বা ফিলিপ কাহারো আদেশ গ্রাহ্য করিল না। ইহাদের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের জন্য গোঁড়ামি যেমন প্রবল ছিল, বাণিজ্য করিয়া ... করিবার পটুতাও তদ্রূপ ছিল। সুতরাং ইহাদের জাহাজ ধরিয়া ও কোন কোন জলদস্যুকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিয়াও ফিলিপ ইহাদের নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু এই সময়ে ফ্রান্সিস্ ড্রেক নামক একব্যক্তি এরূপ প্রবল হইয়া উঠেন যে, তিনি সমগ্র স্পেনিশ ইণ্ডিজে ত্রাসের সঞ্চার করেন। ইনি চিলি ও পেরুর অরক্ষিত তীরে নামিয়া বহু ধনরত্ন লইয়া যান। তারপর নানা বিপৎপাত, জলঝড়ের মধ্য দিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাকে অতুল সম্পত্তি সহ আসিতে দেখিয়া ইংরেজদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। এলিজ্যাবেথ স্বয়ং তাঁহাকে অভিনন্দন করায় ফিলিপ অসন্তুষ্ট হইলেন। ধীরস্বভাব ফিলিপও ধৈর্য্য হারাইলেন। তিনি এলিজ্যাবেথকে বলিলেন যে, ড্রেককে ধরিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। উত্তরে এলিজ্যাবেথ তাঁহাকে নাইট করিয়া দিলেন। ফিলিপকে এইভাবে ক্রুদ্ধ করিয়াও এলিজ্যাবেথের ভীত না হইবার একটি কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, নীদারল্যাণ্ডে তখনো বিদ্রোহ চলিতেছিল এবং ফ্রান্স ইংল্যণ্ডের মিত্রতা লাভের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছিল। পার্ম্মার কৃতকার্য্যতায় ফিলিপ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন। নীদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহী রাষ্ট্রসমূহ এলিজ্যাবেথের সাহায্য পাওয়ায় তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তিনি স্থির করিলেন মেরি ষ্টুয়ার্টকে সিংহাসনে বসাইবেন। সুতরাং তিনি পোপের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আইরিশ ও বিলাতী ক্যাথলিকদের বিদ্রোহের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফিলিপ কোনপ্রকার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আইরিশ বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। এদিকে জেসুইটগণ ইংল্যণ্ডে অবতরণ করিয়া বিদ্রোহ করিবার পূর্ব্বেই স্পেনরাজের এক নূতন রাজ্যলাভের যোগ উপস্থিত হয়। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের রাজার মৃত্যু হইলে ফিলিপ উহা দাবী করিলেন এবং আলভা দুই মাসের মধ্যে ঐ রাজ্য তাঁহাকে জয় করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যে এলিজ্যাবেথ বিদ্রোহী ক্যাথলিকদিগকে বন্দী করিতে ও কাম্পিয়ানের মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হন। কিন্তু পর্ত্তুগাল জয় দ্বারা ফিলিপের ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। স্পেন যখন আমেরিকা মহাদেশে নিজ ক্ষমতা বিস্তারে ব্যস্ত তখন পর্ত্তুগাল আফ্রিকা ও ভারতের উপকূলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে নিজ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এ সমুদায় স্পেন রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। এই সকল দেশের আয়তন স্পেনের উপনিবেশ অপেক্ষা কম হইলেও এগুলি অধিকতর মূল্যবান্ ছিল। গিনির সোণা, গোয়ার রেশম, ফিলিপাইনের মসলায় লিস্‌বনের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পর্ত্তুগাল জয় দ্বারা ফিলিপ জগতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠাংশের অধিকারী হইলেন; একটি সুগঠিত নৌবাহিনী পাইলেন এবং ভারত, প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরে তাঁহার পতাকা উড়িতে লাগিল।

ফিলিপের সহিত এলিজ্যাবেথের বিরোধের সম্ভাবনা।

স্পেন কর্ত্তৃক পর্ত্তুগাল জয় (১৫৮০)।

পর্ত্তুগাল-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল যেন ফিলিপের সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইল। নীদারল্যাণ্ডের যে সকল প্রদেশ স্পেনের অধীনতা স্বীকার করে নাই সেগুলি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু ফিলিপের সহিত একা তাহারা

ক্ষ করিবে তাহাদের এমন সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং তাহারা ফরাসীদের সাহায্য চাহিল। হেনরি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তাঁহার ভ্রাতা আলেনকনের সামন্ত আঁজুর সামন্ত হন। নীদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহী প্রদেশসমূহ তাঁহাকে নিজেদের রাজা করে। স্পেন পর্তুগালকে জয় করিলে, ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ডের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয় এবং ক্যাথারিন উহা ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য এলিজাবেথের সহিত আঁজুর সামন্ত ফ্রান্সিসের বিবাহের প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই সময়ে এলিজাবেথের বয়স ছিল আটচল্লিশ, এবং ফ্রান্সিসের এমন কোন গুণ ছিল না যাহাতে তিনি তাঁহার উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারেন। বিলাতী মন্ত্রীদের পীড়াপীড়িতে রাণী অবশেষে বিবাহ করিতে সম্মত হন। আঁজু নীদারল্যাণ্ডে গিয়া পার্মাকে কাম্ব্রে হইতে তাড়িত করিয়া ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক চাল বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ক্যাথারিন এবং এলিজাবেথের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিপকে নিবারণ করা, কিন্তু উগ্র প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ মনে করিলেন ইহা ক্যাথলিক ধর্ম্মের জয়লাভের পূর্ব্ব লক্ষণ। সুতরাং তাঁহারা এই বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জেসুইটদের সফলতায় ইহাদের আপত্তি বলবৎ হইল। ষ্টাব্‌স্ নামে একজন পবিত্রতাবাদী আইনজীবী এলিজাবেথের এই বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়া এক পুস্তক লেখেন, তজ্জন্য শাস্তিস্বরূপ তাঁহার একটি হাত কাটিয়া ফেলা হয়। তিনি তাহা সত্ত্বেও রাণী এলিজাবেথের যশোগান করেন। অর্থাৎ গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্টদের মনে রাজভক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা শুধু ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। একদিকে দেশের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের সম্ভাবনা, অন্যদিকে আঁজুর অযোগ্যতা। রাণী স্থির করিলেন, বিবাহ করিবেন না। কিন্তু প্রকাশ্যত তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ডের মিলন রক্ষার নিমিত্ত আঁজুকে নিবৃত্ত করেন নাই। তাহার ভাবী স্বামীরূপে তিনি নীদারল্যাণ্ডে উপস্থিত হন এবং হল্যাণ্ড ও জীল্যাণ্ড বাদে নীদারল্যাণ্ডের বাকী বিদ্রোহী রাষ্ট্রসমূহের বশ্যতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি নামমাত্র শাসক না হইয়া ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইবার জন্য অ্যাণ্টওয়ার্প আক্রমণ করিলেন। তাহার ফল এই হইল যে তিনি এলিজাবেথ ও রাজ্য দুইই হারাইলেন, নীদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক প্রদেশসমূহ পার্মার হাতে চলিয়া গেল এবং দুর্ব্বল নীদারল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মিলনের আর কোন আশা রহিল না। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, অচিরে ফিলিপের সহিত এলিজাবেথকে শক্তি-পরীক্ষা করিতে হইবে।

জনসাধারণের আপত্তিতে এলিজাবেথের বিবাহ-প্রস্তাব ত্যাগ।

দেশের বাহিরে এই বিপদ, অভ্যন্তরেও ঘরোয়া বিবাদের সম্ভাবনা ছিল। ক্যাথলিক গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়ারূপে প্রটেষ্টাণ্ট গোঁড়ামি দেখা দেয়। পোপের প্রতি ইংরেজদের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই পোপকে মান্য করার অর্থ ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বলিয়া বুঝিল ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম, বিশেষত উহার উগ্রপক্ষকে বরণীয় মনে করিল। ফলে পবিত্রতাবাদ প্রসার লাভ করে। পবিত্রতাবাদিগণের দাবী ছিল এই যে, ক্যালভিনবাদকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এলিজাবেথ এইরূপ বাড়াবাড়ি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন

পবিত্রতাবাদীদের সহিত রাজশক্তির বিরোধ।

না। প্রটেষ্টান্টরা সংখ্যায় যতই বৃদ্ধি পাক্, তিনি জানিতেন যে তাহারা দেশের উন্নত ছিল। উগ্র ক্যাথলিকদের সংখ্যা কমিয়া গেলেও তাহারা সংখ্যায় অনেক এবং ক্ষমতাশালী; বস্তুত বিলাতী জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে না প্রটেষ্টান্ট না ক্যাথলিক বলা চলে। ক্যাথলিক প্রটেষ্টান্ট নির্বিশেষে পোপের প্রতি ভক্তি কাহারও ছিল না। কিন্তু অতীতকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া উগ্র কোন মত অবলম্বন করিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং পবিত্রতাবাদীদের কথায় এলিজ্যাবেথ টলিলেন না। শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বে লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানের প্রটেষ্টান্টগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহা লুপ্ত হইয়া গেল। বাড়ীতে উপদেশ বা বাইবেল পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং মহাসমিতি প্রচারকদের সম্বন্ধে কড়া আইন প্রণয়ন করিল। পবিত্রতাবাদীদিগকে শাসনে রাখিবার নিমিত্ত ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এক গির্জ্জাসম্পর্কিত কমিশন বসান হয়। প্রথমত ইহা অস্থায়ী ছিল এবং ধর্ম্মবিষয়ে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে স্থায়ী হইয়া রাণীর পক্ষ হইতে অসীম ক্ষমতা লাভ করে। ইহার সভ্য-সংখ্যা ৪৪ হইলেও যিনি যখন ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ হইতেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কাজ হইত। এই কমিশন অচিরে এরূপ প্রভাবশালী হইল যে, বিলাতী জনগণের পক্ষে ইহাকে বরদাস্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে রাজশক্তি ও জনগণের মধ্যে এক ঘোর বিরোধ দেখা দিল। জনমত ক্রমশ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইতেছিল, এবং পবিত্রতাবাদিগণ রাশি রাশি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া রাণীর পরিবর্ত্তে জনগণের সমর্থন চাহিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে রাজশক্তি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মুদ্রণ সম্বন্ধে কড়া আইন জারি করা হইল। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার চেম্বার মুদ্রাযন্ত্র দলনের জন্য কড়া আইন তৈরী করিল এবং ইহার পর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা হইতে লাগিল। মাত্র অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লণ্ডনে ছাপার কাজ করিতে দেওয়া হইল, মুদ্রাকরের সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং মুদ্রাকরদের লাইসেন্স দেওয়া সম্বন্ধে কঠিন আইন পাশ হইল। প্রতি মুদ্রণকার্য্যে আর্কবিশপ বা লণ্ডনের বিশপের অনুমতি লওয়া দরকার ছিল। ফল হইল এই যে, কিছুকাল পরে এক গুপ্ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে অজ্ঞাত লোকদের দ্বারা পুস্তিকাসমূহ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকিল। মুদ্রাযন্ত্র এবং লেখকগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া অবশ্য কারাগারে প্রেরণ করা বা ফাঁসি দেওয়া হইল, কিন্তু এলিজ্যাবেথ বুঝিলেন যে, এইরূপে দেশের মধ্যে স্বাধীন আলোচনার স্রোত বন্ধ করিতে পারিবেন না। তথাপি তিনি দেশের অধিকাংশ লোককে সমর্থন করিয়া চলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।

প্রটেষ্টান্টদের আতিশয্য দমনের নিমিত্ত কমিশন (১৫৮৩);

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাস।

এদিকে স্পেনরাজ ফিলিপ দেখিলেন যে, ইংল্যণ্ড শুধু ক্যাথলিক ধর্ম্মের শত্রু নয়, তাঁহার রাজ্য বিস্তারেও পরম শত্রু। ইংরেজরা আমেরিকায় স্পেনের সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; ড্রেকের সাফল্যে বহু ইংরেজ স্পেনিশ অধিকারে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে; উত্তর আমেরিকায় ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে এবং স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে এক নূতন দেশ অধিকার করিয়া উহার নাম রাণীর কুমারীত্ব হেতু ভার্জ্জিনিয়া রাখিলেন। ফিলিপ মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, ইংরেজের বৃদ্ধিকে আর

ইংরেজদের সহিত ফিলিপের বিরোধের আয়োজন।

উপেক্ষা করা চলিবে না। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আর্মাদা বা নৌবাহিনীর প্রথম অংশ নির্মিত হইয়া ট্যাগাস্ নদীতে ভাসান হইল। ইংল্যাণ্ডে ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহ সফলতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু নীদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডের তখনকার অবস্থা তাহার অনুকূল। নীদারল্যাণ্ডে পার্মা ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া বিদ্রোহী রাষ্ট্রসমূহকে একে একে স্পেনের পদানত করিতেছিলেন। ফিলিপের চেষ্টায় ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে অরেঞ্জ জনপদস্থ উইলিয়াম নিহত হওয়ায় তাঁহার কাজ সহজ হইল। ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের বাধা দিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে তৃতীয় হেনরি নিঃসন্তান, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে আঁজুব ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর বুর্বঁ বংশীয় নাভারের হেনরির সিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে। ইনি হিউগেনট দলের নেতা। সুতরাং ফরাসী ক্যাথলিকগণ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতৃব্যকে সিংহাসনে বসাইবেন স্থির করিলেন। স্পেন এই সঙ্ঘের সহায়ক হইলে তৃতীয় হেনরি বাধ্য হইয়া নিজেকে এই দলভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। ফ্রান্সের সাহায্য না পাওয়ায় অ্যান্টওয়ার্প বহুদিন আত্মরক্ষা করিয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আত্মসমর্পণ করিল। ফলে এলিজ্যাবেথ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সৈন্য পাঠাইলেন। আর ড্রেক ২৫টি জাহাজ লইয়া আমেরিকাস্থ স্পেন-রাজ্যের তীর লুণ্ঠন করিতে চলিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইটি সহর ভস্মীভূত করিয়া অনেক ধনরত্ন সহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু এলিজ্যাবেথের প্রেরিত সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া ফিলিপকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিল না। তখন এলিজ্যাবেথের চেষ্টা হইল স্কটল্যাণ্ডকে হাতে রাখা। ষষ্ঠ জেমস ফিলিপের প্ররোচনায় পোপ এলিজ্যাবেথের বিরুদ্ধে যে সঙ্ঘ করিতেছিলেন তাহাতে যোগ দেন। কিন্তু এলিজ্যাবেথ তাঁহাকে তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইবার লোভ দেখাইয়া নিজ দলে টানিয়া লইলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁহার সহিত এলিজ্যাবেথের সন্ধি স্থাপিত হইল, জেম্‌স অঙ্গীকার করিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ হইলে বিদ্রোহীদের তিনি সাহায্য করিবেন না এবং স্কটল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের দমন করিবেন। এই সময়ে ক্যাথলিকদের গোঁড়ামি এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, প্রটেষ্টাণ্টগণ এক সঙ্ঘ গঠন করিয়া স্থির করেন যে, যে কেহ রাণীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে, তাঁহাকে নিঃশেষ না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত থাকিবে না। ক্রমে এই সঙ্ঘ জাতীয় হইয়া দাঁড়াইল এবং মহাসমিতি এক অধিবেশনে ইহাকে আইনসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইল। জেস্যুইট ও তদ্বিধ প্রচারকগণকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হয় যে, যে কেহ বিদ্রোহ করিবে বা রাণীকে কোন প্রকারে আঘাত করিবে তাহার সিংহাসন-প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার লক্ষ্য ছিলেন মেরি ষ্টুয়ার্ট। যে গোঁড়া ক্যাথলিকগণ এলিজ্যাবেথের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কাজ মেরি ষ্টুয়ার্ট সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল চিঠিপত্র ধরা পড়ে। পূর্ব্বোক্ত মহাসমিতি প্রণীত আইন অনুসারে ওমরাহ্‌দের এক কমিশন দ্বারা তাঁহার বিচার হয়। বিচারের ফলে তিনি চিরকালের জন্য সিংহাসনের দাবী হারান। মহাসমিতি তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেয়, কিন্তু এলিজ্যাবেথ তাহাতে সম্মত হন নাই। দেশের লোক তখন একযোগে তাহা

ফিলিপের সুবিধা:

নীদারল্যাণ্ডে পার্মার জয়লাভ;

ফরাসী ক্যাথলিকদের সঙ্ঘগঠন (১৫৮৫)।

স্কটল্যাণ্ড প্রথমে ফিলিপের সহায় হইলেও ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিল (১৫৮৬)।

মেরি ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু (১৫৮৭)।

দাবী করিল। এলিজ্যাবেথ তিন মাস ইতস্তত করিয়া ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বধের আদেশ সহি করেন (১৫৮৭)। মেরি নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁহার আক্রমণে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক বিদ্রোহ হইবে এই ভরসা পাইয়া ফিলিপ ইংল্যাণ্ডে নৌসৈন্য-বাহিনী পরিচালনা করেন (১৫৮৮)।

মেরির মৃত্যুতে ফিলিপের সকল বাধা দূর হইয়া গেল, ক্যাথলিক জগৎ একত্র হইল এবং ফিলিপ নিজেকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনে করিলেন। পোপ পঞ্চম সিক্সটাস্ ফিলিপকে ইংল্যাণ্ড আক্রমণে উৎসাহ দিলেন। ফিলিপকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি নিজেই বুঝিয়াছিলেন যে জলপথে প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইলে এবং নীদারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসমূহকে সম্পূর্ণ বিজিত করিতে হইলে ইংল্যাণ্ডকে পরাস্ত করিতে হইবে। জেস্যুইট প্রচারকগণের কথায় তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক ওমরাহ্‌গণ তিনি বিলাতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন; তাঁহারা স্বদেশের অবিশ্বাসীদের প্রতি এরূপ বিরক্ত যে বিদেশী ক্যাথলিক শক্তির সমর্থনেও দ্বিধা করিবেন না। বিলাতে ক্যাথলিক বিদ্রোহের কথা ফিলিপ এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই ইংল্যাণ্ড আক্রমণে সাহসী হন। পার্মাকে নীদারল্যাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিয়া ট্যাগাস নদীতে নৌবাহিনী একত্র করার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইল। স্পেনের সমুদায় স্থান হইতে জাহাজ আসিয়া জমা হইতে লাগিল। কিন্তু যতক্ষণ ফ্রান্স হইতে আক্রমণের আশঙ্কা দূর না হয়, ততক্ষণ তিনি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন না। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হিউগেনট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল এবং ফরাসীরাজ তৃতীয় হেনরি কোন পক্ষকেই সাহায্য না করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়া অবধি ফিলিপ ইংল্যাণ্ড আক্রমণ অসঙ্গত বোধ করিলেন। ইতিমধ্যে ড্রেক ৩০টি ছোট নৌকা লইয়া কাডিজ বন্দরে কতকগুলি জাহাজ পুড়াইয়া দিলেন ও ফারো বন্দরে উৎপাত আরম্ভ করেন। এই অবসরে এলিজ্যাবেথ শান্তির কথাবার্তা চালাইতে চেষ্টিত হয়েন। কিন্তু ফিলিপ অত সহজে ভুলিবার পাত্র নন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অবস্থা তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইলে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পার্মা ১৭ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বহু জাহাজ সহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কখন নৌবাহিনী (আর্মাদা) তাঁহার পারাপারের সহায়তা করিবে। মে মাসে আর্মাদা লিস্‌বন হইতে যাত্রা করিল, এবং জলঝড়ে ইতস্তত পরিচালিত হইয়া জুলাই মাসে লিজার্ডে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি ইংল্যাণ্ডের বিপদের বার্তা সর্বত্র রটিয়া গেল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকিল। পার্মা প্রায় ৪০ হাজার লোক লইয়া ইংল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যত হইলেন।

ক্যাথলিকগণের রাজভক্তির ফলে ও অন্য কারণে জলযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয়।

স্পেনের সহিত ইংল্যাণ্ডের এই জলযুদ্ধ ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফিলিপের প্রধান ভরসা ছিল বিলাতের ক্যাথলিকগণ। কিন্তু কার্যকালে ক্যাথলিকদের স্বদেশপ্রেম ধর্মোন্মত্ততার উপরে জয়লাভ করিল। সমুদায় প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক ওমরাহ্ একযোগে রাণীর সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। ফিলিপ বিলাতের মাটিতে পদার্পণ করিলে যাঁহাদের তাঁহাকে সাহায্য করিবার কথা তাঁহাদের একজনও অগ্রসর হইয়া আসিলেন না। ক্যাথলিকগণের এই দেশভক্তি ও রাজভক্তির ফলেই ফিলিপের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হইয়াছিল। যদিও আর্মাদায় নৌসৈন্য, নাবিক ও কামানের সংখ্যা ইংরেজদের

চেয়ে ঢের বেশী ছিল, তথাপি বিলাতী নৌবাহিনী অধিকতর ক্ষিপ্র ও কুশলী ছিল বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে এবং আর্মাদা পলাইয়া যায়। তবে ফিলিপের পরাজয়ের কারণ শুধু বিলাতী নৌসৈন্যের বীরত্ব নয়, ওলন্দাজ সৈনিকদের সাহায্য এবং তদুপরি ঝড়বাতাসের আনুকূল্য।

যুদ্ধজয়ের ফল :

স্পেনের উপর জয়লাভের ফলে ইংল্যাণ্ড মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। স্পেনের দম্ভ চিরদিনের জন্য ধূলায় লুটাইয়া গেল, এবং ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে ক্যাথলিক প্রভুত্বের আশঙ্কা বিলাতী জনগণের মনে গুরুভার পাষাণের মত চাপিয়া ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা সমগ্র জাতির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধের সময়ে ও পরে দেখা গেল যে, এলিজাবেথের অবলম্বিত শাসন-নীতি জয়লাভ করিয়াছে, তিনি পবিত্রতাবাদী বা পোপপন্থী উভয়কেই সমভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের কামনা ছিল ইংল্যাণ্ডের রাণী হওয়া—প্রটেষ্টাণ্ট বা ক্যাথলিক রাণী নহে কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট-ক্যাথলিক নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশের রাণী। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা ও ধৈর্য্যের ফল ফলিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে, দেশরক্ষার নিমিত্ত বিলাতী জনসাধারণ ধর্ম্ম-বিভেদের কথা ভুলিয়া গিয়া একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে।

রাণীর প্রতি প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকগণের তুল্য ভক্তি.

স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আর একটি গুরুতর ফল এই হইল যে, এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণকালে যে ইংল্যাণ্ডকে ইয়োরোপীয় প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে গণ্য করা হইত না, সেই ইংল্যাণ্ড এক্ষণে সগৌরবে জাতিসঙ্ঘের মধ্যে আপন আসন গ্রহণ করিল। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ভাবিয়াছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডকে একদিন হয় ফ্রান্স নয় স্পেনের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতাস্পৃহা ক্রমাগত প্রবলতা লাভ করে। ফ্রান্স হইতে ভয়ের আর কোন কারণ বর্ত্তমান ছিল না, স্কটল্যাণ্ড শত্রু নহে, এবং স্পেন ইংল্যাণ্ড অধিকার করিবার পূর্ব্বেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং ইংল্যাণ্ড যে প্রধান রাষ্ট্রসমূহের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

ইয়োরোপীয় জাতিসঙ্ঘের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের স্থান গ্রহণ;

স্পেনের সহিত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের একটি পরম লাভ হইল জলপথে শক্তি-বৃদ্ধি। পর্ত্তুগালের জয় দ্বারা পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী স্পেনের করতলগত হয়। তথাপি স্পেন পরাজিত হইল। এই সময় হইতেই নৌ-শক্তিরূপে ইংল্যাণ্ডের উদ্ভব ও বৃদ্ধি। আর এই সময় হইতেই জলপথে স্পেনের ক্রমাগত ক্ষমতা-হ্রাস আরম্ভ হয়। জলপথে ক্ষমতা হ্রাসের ফলেই ধীরে ধীরে স্পেনের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাহার হাত হইতে খসিয়া যায়।

নৌশক্তিরূপে ইংল্যাণ্ডের উদ্ভব ও বৃদ্ধি এবং স্পেনের ক্ষমতা হ্রাস।

ফিলিপের পরাজয়ে তৃতীয় হেনরি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিলিপের হাত হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি নাভারের সামন্ত হেনরি এবং তাঁহার হিউগেনট সৈন্যদের সাহায্যে ক্যাথলিক সঙ্ঘকে প্রতিরুদ্ধ করিলেন। ক্যাথলিক সঙ্ঘ ফিলিপের সাহায্য চাহিল বটে, কিন্তু তখন ফিলিপ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। এলিজাবেথ তখন তাঁহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পর্ত্তুগীজরা স্পেনের অধীনে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ডন অ্যাণ্টোনিও পর্ত্তুগালের সিংহাসনের প্রার্থী, তিনি ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লইলে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য ও নৌবাহিনী প্রেরিত হইল। ঝড় ও অন্যান্য কারণে এই বাহিনীর

ফ্রান্সে চতুর্থ হেনরি রাজা হন ও তাঁহার সহিত ফিলিপের বিরোধিতা।

লিস্‌বন পৌঁছিতে দেরী হইয়া যায়। ফলে স্পেনের অধিকৃত কোন কোন উপকূলে অত্যাচার করিয়া ইহারা ফিরিয়া আসে। ইংরেজরা কিছু করিতে না পারিলেও তাহারা যে একেবারে শত্রুর নিজভূমি চড়াও করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাতে ফিলিপের শত্রুদের সাহস ও আশা বাড়িয়া গেল। তৃতীয় হেনরি প্যারিস্ অবরোধ করিয়াছিলেন; তিনি এক পুরোহিত ঘাতকের ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে নাভারের হেনরি চতুর্থ হেনরি নাম লইয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। অর্থাৎ ফ্রান্সে প্রটেষ্টান্ট রাজা হইলেন। ফিলিপের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা মুস্কিল হইল। চতুর্থ হেনরিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করাই তিনি প্রথম কাজ মনে করিলেন। ইংল্যণ্ড দূরে, কিন্তু ফ্রান্স একেবারে গায়ের কাছে। সুতরাং ফ্রান্সে প্রটেষ্টান্টধর্ম্মের জয় স্পেনের পক্ষে অনিষ্টকর। ফ্রান্সে এই সময়ে ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভ হয়; ফিলিপ সেই সুযোগে ফ্রান্স-জয়ের কল্পনা করিলেন। শীঘ্রই ফ্রান্সের সহিত স্পেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্যাথলিক সঙ্ঘ বুর্বঁর কার্ডিনালকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেও ফিলিপের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিবার ভরসা দিয়া নরমপন্থী ক্যাথলিকদের দলে টানিলেন ও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্যারিস্ অবরোধ করিলেন। তখন নীদারল্যাণ্ডের যুদ্ধস্থল হইতে পার্ম্মার ডাক পড়িল। তিনি প্যারিস মুক্ত করিয়া আবার নীদারল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। ফ্রান্স ও স্পেনের যুদ্ধে ইংরেজদের ফরাসী সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। প্রথমত কোষাগারে অর্থাভাব হেতু এলিজ্যাবেথ সৈন্য বা অর্থ পাঠান নাই, যদিও বহু ইংরেজ বণিক্, ওমরাহ্ প্রভৃতি নিজেরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী যুদ্ধের পরিণতি বিষম হইবে আশঙ্কা করিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে এলিজ্যাবেথ অর্থ ও সৈন্য পাঠাইলেন। ক্যাথলিকরা আগেই নর্ম্যাণ্ডি দখল করিয়াছিল, এক্ষণে ফিলিপ পশ্চিম প্রান্ত অধিকারের চেষ্টা করিতে-ছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে ইংল্যণ্ডের সহিত যুদ্ধে সুবিধা হয়। চতুর্থ হেনরি ফরাসী নগর অবরোধ করিলে ফিলিপ আবার নীদারল্যাণ্ড হইতে পার্ম্মাকে সাহায্যার্থ আনিতে বাধ্য হন এবং এই অসাধারণ সেনাপতি আবার সেই সহরটি মুক্ত করিয়া নীদারল্যাণ্ডে চলিয়া যান। ইতিমধ্যে ক্যাথলিকদের মনোনীত রাজা দশম চার্লস মারা যান। ফিলিপ ফ্রান্সের এলিজ্যাবেথকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ইজাবেলা নাম্নী কন্যা জন্মে; এক্ষণে তিনি স্থির করিলেন যে ফ্রান্সের সিংহাসন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহাতে ফ্রান্সে আবার বিবাদ আরম্ভ হইল: গোঁড়া ক্যাথলিক পর্য্যন্ত ফ্রান্সকে এরূপভাবে স্পেনের পদানত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সকল গোল মিটিয়া যায় যদি চতুর্থ হেনরি ক্যাথলিক হন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাদের শেষ হইল ও সমগ্র ফ্রান্স তাঁহার সহায় হইল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পোপ অষ্টম ক্লিমেন্টের আশীর্ব্বাদ তিনি লাভ করিলেন। এইরূপে ফ্রান্স আবার প্রবল শক্তিরূপে জাগিয়া উঠিল ও তাহা ইংল্যণ্ডের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইল। পার্ম্মার মৃত্যু হওয়াতে, নীদারল্যাণ্ডে ফিলিপ অনেকটা শক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন।

ফ্রান্সে চতুর্থ হেনরি ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় সমগ্র ফ্রান্স তাঁহার সহায় হইল (১৫৯৩)।

স্পেনকে পরাজিত করার পর হইতে ইংল্যণ্ডের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। প্রটেষ্টান্ট

সামুদ্রশক্তিরূপে ইংল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠালাভ করিল এবং জলপথে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়ে অন্যান্য দিকেও ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তন হইতেছিল। এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে, ধন, রুচি ও অবকাশ বৃদ্ধিতে লোকেরা বিদ্যা-চর্চার যথোচিত চর্চ্চা করিবার সুযোগ পাইল। এ যাবৎ সাহিত্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের স্থান ইটালি, জার্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নীচে ছিল। ওয়াইয়্যাট্, মারে, মোর প্রভৃতির কথা এবং গ্রীস ও রোমের সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি। গ্রামার-ইস্কুলের উল্লেখ করা হইয়াছে। এলিজ্যাবেথের সময়ে ইংরেজদের চরিত্রের এক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল দেশভ্রমণ। এক্ষণে নানাপ্রকার অনুবাদ গ্রন্থও দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু বহুদিন পরে ইংল্যাণ্ডে যে সাহিত্য দেখা দিল তাহা ইতিহাস সম্বন্ধীয়। এলিজ্যাবেথের সময়েই ইতিহাস অতীতকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুনর্গঠিত করিবার শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে জন লাইলি নামে এক বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার ইতালীয় ভাষা হইতে ইউফিউস্ নামক কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই সময়ে ইংরেজদের মধ্যে ইতালীয় ভাষার ভাবভঙ্গীর অনুকরণই শুধু প্রবলতা লাভ করে নাই, ইতালীয় পোষাক, কথাবার্ত্তা, আচরণও নকল করা হইত। ইংরেজীতে প্রবর্ত্তিত নূতন লিখন ভঙ্গীর নাম ইউফিউইজ্‌ম্ বা পদাড়ম্বরবহুল ভাষা। এলিজ্যাবেথ ইহা পছন্দ করিতেন না এবং অল্পকাল পরে ইহা তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রভাবে ইংরেজী গদ্য যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করে তাহা পরবর্ত্তী লেখক সার ফিলিপ সিড্‌নির 'আর্কেডিয়া'য় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু লেখক হিসাবে নয়, যোদ্ধা এবং পরামর্শদাতারূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এলিজ্যাবেথের রাজত্বের শেষভাগে ইতালীয় অনুকরণকারীদের হাতে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং ইংরেজী উপন্যাস প্রথম দেখা দেয়। এই সময়ে লেখক ও মুদ্রাকরের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। মানুষের মনে নব নব দেশ এবং বিষয় আবিষ্কারের জন্য যে অদম্য আগ্রহ জন্মিয়াছিল তাহার ফল সাহিত্যেও দেখা দিল, নানাবিধ লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজ চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটিল। নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের দৃষ্টি বহুদিকে খুলিয়া গেল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে স্পেন্সার তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ফেয়ারি কুইন' (পরীরাণী) প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থ ইংরেজী কবিতাকে একটি চিরস্থায়ী রূপ দেয় এবং ইহার পর হইতে নাটকে ও কবিতায় ইংরেজদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। বিলাতী চরিত্রের ভাল দিকটা কাব্যে প্রতিফলিত হইল আর সমগ্র ইংরেজ চরিত্র, উহার সু ও কু, প্রতিফলিত হইল নাটকে। ইংরেজী নাটকে ইতালীয় প্রভাব ত ছিলই, সম্ভবত স্পেনিশ প্রভাবও ছিল। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টি ইংল্যাণ্ডেই। সমগ্র জাতির মেজাজটা নাটকোচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমে দেখা দেয় রূপক নাটকসমূহ (মিষ্টরি প্লেজ্)। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সর্ব্বসাধারণের জন্য থিয়েটার-গৃহ নির্ম্মিত হয়। এলিজ্যাবেথের রাজত্বের শেষভাগে শুধু লণ্ডনেই থিয়েটারের সংখ্যা হয় ১৮। ইংরেজ নাট্যকারগণ কোন অতীত সংস্কারের ধার না ধারিয়া একেবারে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ন্যাশ, পিল, কিড্, গ্রীন, মার্লো প্রভৃতি প্রথম নাট্যকারগণ দরিদ্র ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অভ্যুদয়:

ঐতিহাসিক সাহিত্য;

কবি ও নাট্যকার জন লাইলি এবং ইউফিউইজ্‌ম;

সিড্‌নির আর্কেডিয়া;

ইংরেজী উপন্যাস সৃষ্টি;

স্পেন্সার ও তাঁহার পরীরাণী (১৫৯০);

বিলাতী নাটক ও থিয়েটার;

নাট্যকারগণ;

ইহারা সকলেই বেপরোয়া অসংযত জীবন যাপন করিতেন। মার্লো ত্রিশ বৎসর বয়সে এক কুখ্যাত স্থানে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু ঐ অল্প বয়সেই তিনি নাট্যরচনায় অসাধারণ উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। তারপর ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্‌সপীয়ার। ইনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজেই থিয়েটারের নট ছিলেন এবং অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত কাব্য ও নাটকে সেক্‌সপীয়ারের স্থান অতি উচ্চে এবং তিনি ইংরেজী সাহিত্যকে অতুল সম্পদে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। বেকন সেক্‌সপীয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান চর্চ্চায় আরোহ প্রণালী অবলম্বনের পথপ্রদর্শক। তাঁহার "রচনাবলী", "শিক্ষার প্রসার" এবং "নোভাম্ অরগেনাম" নামক গ্রন্থগুলি ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার সেক্‌সপিয়ার;

বেকনের রচনাসমূহ।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে সভ্যতায় বিলাতের জনসাধারণ ধীরে ধীরে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ এক নূতন ও প্রবল স্বাধীনতার স্বাদ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসম্পর্কিত যে সকল শক্তিকে এলিজ্যাবেথ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া বাধা দিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাহারা প্রবল আকার ধারণ করিল। ধীরে ধীরে মহাসমিতি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সিংহাসনে বসিবার সময় এলিজ্যাবেথ কল্পনাও করিতে পারেন নাই, মহাসমিতির ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে। জন-সভা অনুমোদন না করিলে, উহার কোন সভ্যকে ধৃত করা যাইবে না, জন-সভা-গৃহের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা উক্ত জন-সভার আছে, এবং নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সকল ব্যাপার জন-সভা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে—এই সব ক্ষমতা জন-সভা অবশেষে লাভ করিয়াছিল। জন-সভার সভ্যদের বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতার দাবী এলিজ্যাবেথ একদিনে স্বীকার করেন নাই। বহু বিরোধের পর উহা স্বীকৃত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসম্বন্ধে গুরুতর বিষয়সমূহ আলোচনা করিবার অধিকার জন-সভার আছে, এ দাবী তাহারা কখনো ছাড়িয়া দেয় নাই। বিলাতী রাজশক্তি উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ক্ষমতা আর কাহারও সহিত উপভোগ করিতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু উত্তরাধিকার-নির্ব্বাচন ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে মহাসমিতি কখনো পরাঙ্মুখ হয় নাই। এলিজ্যাবেথের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারসমূহ মহাসমিতি বিনষ্ট করে। এলিজ্যাবেথ ঘোরতর বিরোধী হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত মত দেন এবং এইরূপে এ বিষয়েও মহাসমিতির দাবী স্বীকৃত হয়। এলিজ্যাবেথের এই পরাজয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রাজশক্তি অপেক্ষাও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জোর বেশী। ধর্ম্মসম্বন্ধে এলিজ্যাবেথকে আরো গুরুতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু সেখানেও তিনি পরাজিত হন। তিনি কার্টরাইট ও তাঁহার প্রচার-কার্য্যকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কার্টরাইটের ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রেস্‌বিটারিয়ান নামে পরিচিত। ইহারা কোন কালেই ইংল্যাণ্ডে নিজেদের প্রভাব বাড়াইতে না পারিলেও, এই সময়ে পবিত্রতাবাদিগণের সহায়তা লাভ করিল।

মহাসমিতির ক্ষমতার প্রসার ও উহার নিকট রাজশক্তির পরাভব।

স্বদেশে এলিজ্যাবেথের কাজ যতই কঠিন হইয়া দাঁড়াক্ না, তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে

বিশেষ গৌরবময় হইয়াছিল। ফিলিপ ফ্রান্সে ত ভরসা হারাইলেনই, পরন্তু সমুদ্রেও তাঁহাকে নাকালের চূড়ান্ত হইতে হইল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার নূতন আর্ম্মাদা পাঠাইবার ভয় দেখাইলে ইংরেজ সৈন্য কাডিজে অবতরণ করিয়া লুটপাট করিয়া আসিল। পরের বৎসর এক স্পেনিশ নৌবাহিনী বিলাতের দিকে রওনা হইল। এবারেও বিলাতী কামানে স্পেনের যত না ক্ষতি হইল, ঝড়ে তদপেক্ষা বেশী সর্ব্বনাশ করিল। নাভারের হেনরি জয়লাভ করায়, নীদারল্যাণ্ডে জয়ের আশা ফিলিপের আর রহিল না। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও নীদারল্যাণ্ডে এক মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় এলিজ্যাবেথের সিংহাসন নিরাপদ্ হইয়া গেল। ফিলিপের প্ররোচনায় আয়ার্ল্যাণ্ডে বড় রকমের একটা বিদ্রোহ হইল বটে এবং হিউ ও'নীল সেন ও'নীল অপেক্ষাও কৌশল এবং দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন সত্য, কিন্তু ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা দমিত হইল। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এলিজ্যাবেথের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাতীয় ঐশ্বর্য্য এবং জাতীয়তা-বোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শুধু ধর্ম্ম ব্যাপারে নয়, সাহিত্যেও বাইবেলের অনুবাদাবলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ধর্ম্মে ইহার প্রভাবের একটা ফল এই হইয়াছিল যে, লোককে না মানিয়া বাইবেলকে মানা হইতেছিল এবং ইংল্যাণ্ডে ক্যালভিনবাদ ও পবিত্রতাবাদের প্রসার হইতে থাকে; ক্যালভিনবাদ চরম গণতান্ত্রিক মতসমূহ ও মানুষের বিশেষ মর্য্যাদার কথা প্রচার করে। সুতরাং উহার সহিত এলিজ্যাবেথের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, পবিত্রতাবাদী রাজার উচ্ছেদ কামনা করিত না, কিন্তু যতক্ষণ রাজা ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিবে ততক্ষণই পবিত্রতাবাদী তাঁহাকে মান্য করিবে; তাহার মনে মহাসমিতি ও আইনের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু রাজা মহাসমিতির দুই শাখার পরামর্শ লইয়া আইনসঙ্গত কার্য্য করিবেন, ইহাই ছিল তাহার আকাঙ্ক্ষা। পবিত্রতাবাদী রাজাকে দেবাংশসম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিত, কিন্তু তাহার নিকট সমগ্র জাতিও তুল্যরূপ ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার। মহাসমিতিতে সমবেত ইংরেজ প্রতিনিধিদের কার্য্যকলাপ, জাতির ইতিহাস ও আইন সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইতেছে—ইহাই তাহার বিশ্বাস। সুতরাং রাজশক্তি এই ভগবৎ শক্তির বিরোধী হইলে জনগণের যে শুধু তাহার সমালোচনা বা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে রাজশক্তির ঘোরতর বিরোধিতা করিবারও অধিকার আছে। বলা বাহুল্য, এতকাল টিউডর রাজগণ যে অবিমিশ্র বশ্যতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, এই মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার ফল সমাজমধ্যেও দেখা দিল। সমাজে শ্রেণীভেদ, ধনিদরিদ্রের পার্থক্য উঠিয়া গেল না বটে, কিন্তু দরিদ্রতম এবং সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন-স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিও অনুভব করিল যে, সে ঈশ্বরের সন্তান এবং সেই দিক্ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমান। চরম গণতান্ত্রিকতার বীজ এইরূপে এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালেই উপ্ত হয়। তাঁহার রাজত্ব শেষ হইবার পর মানুষের স্বভাবেও একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন আসে। মানুষের সহানুভূতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পরিবারের প্রতি নিবদ্ধ হয়। পরিবারের উৎকর্ষ সাধনের দিকে এই যুগে যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল,

এলিজ্যাবেথের মৃত্যুকালে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা:

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব;

জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি;

জাতীয়তা-বোধের বিকাশ;

ইংরেজী ভাষায় বাইবেল প্রচার এবং তাহার ফলে সাহিত্যিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক পরিবর্ত্তন;

ক্যালভিন বাদ ও পবিত্রতাবাদের প্রসার।

ইংরেজদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পবিত্রতাবাদের প্রভাব ও তাহার ফল।

এরূপ আর কোন যুগে হয় নাই। কেবল নৈতিক শক্তির উপর জোর দেওয়ায়, মানুষের জীবন ও তাহার সভ্যতা কোন কোন দিকে খর্ব্ব হইলেও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টি বেশী সজাগ হইয়া উঠে। বিলাতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই পবিত্রতাবাদ সবিশেষ প্রসার লাভ করে। মিল্‌টন এই যুগের প্রতিনিধি ছিলেন বলা যায়। তাঁহার কাব্য ইংরেজী সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তোলে। কিন্তু মিল্টনের মধ্যে জীবনকে আনন্দের সহিত উপভোগ করিবার যে আভাস্ পাওয়া যায় পরবর্ত্তী পবিত্রতাবাদীদের মধ্যে তাহা নাই। পবিত্রতাবাদীরা ক্রমাগত জীবনকে নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ হইতেও বঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ জীবন নীরস কর্ত্তব্যসর্ব্বস্ব মাত্র হইয়া উঠে। এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ফল দেখা দেয়; অলৌকিকত্বে এবং ডাইনীতে মানুষের বিশ্বাস অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। এলিজ্যাবেথের রাজত্বের প্রারম্ভে প্রটেষ্টাণ্টদের মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জগতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম জয়লাভ করিবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে দেখা গেল সে আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মের ক্ষেত্র ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং পবিত্রতাবাদীর পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ও তদনুরূপ আচরণ রক্ষার প্রয়াসী হওয়া বিচিত্র নহে।

কবি মিল্টন।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজা জেম্‌স মহাসমারোহে লণ্ডনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাহ্যিক আকৃতি মোটেই রাজোচিত ছিল না, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি এবং নির্ভীকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার বহু প্রাণসংশয়কর অবস্থার মধ্য দিয়া সময় কাটিয়াছে। ইংল্যণ্ডের সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বেই ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মেরির মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্কটল্যাণ্ডে রাজত্ব করিয়াছেন। রবার্ট ব্রুসের পরবর্ত্তী স্কটরাজাদের আমলে স্কটল্যাণ্ড আত্মকলহে ও বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট রাজগণ পরস্পর যুদ্ধমান ওমরাহ্‌দের হাত হইতে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ধার সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। ষষ্ঠ জেম্‌সের সময় হইতে রাজশক্তি পুনর্গঠিত করিবার কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু ওমরাহ্‌দের হাত হইতে স্কটল্যাণ্ডকে উদ্ধার করা বড় সহজ কাজ নয়, তজ্জন্য জীবন-মরণ পণ করিয়া যুঝিতে হইয়াছিল। তখনো স্কট জনশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই এবং রাজার সহায় ছিল একমাত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়। মেরি ওমরাহ্‌দিগকে অনেক পরিমাণে শাসনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ডার্ণলির হত্যা প্রভৃতি কারণে তাঁহার কাজ পণ্ড হইয়া যায়। দৃঢ় শাসনের অভাবে বিশৃঙ্খলায় ভুগিয়া ভুগিয়া স্কটল্যাণ্ডের এই জ্ঞান হইয়াছিল যে, রাজ্যে দৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তাহার বশ্যতা স্বীকার প্রয়োজন। ষষ্ঠ জেম্‌স যখন স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিয়া প্রধান ওমরাহ্‌দিগকে বশীভূত করিলেন, তখনো তিনি স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। এই প্রভুত্ব লাভ প্রধানত এলিজ্যাবেথের সহিত সন্ধির ফলে ঘটিয়াছিল, আর্ম্মাদার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য যখন ইংল্যণ্ডের পক্ষে স্কটল্যাণ্ডের বশ্যতা বিশেষ কাম্য হইয়া উঠে। কিন্তু নব অভ্যুদয়ের (রিফর্ম্মেশন) ফলে এক নূতন শক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহা স্কট জনগণের শক্তি। এযাবৎ স্কট

ষ্টুয়ার্ট রাজগণের সময়ে স্কটল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা।

জেম্‌স ও ওমরাহ্‌গণ।

নানা দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া স্কট জনশক্তির উত্থান।

জনসাধারণের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। চাষীরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের মনিব ওমরাহ্‌দের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। তাহাদিগের সহিত ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করা হইত, নীরবে তাহারা বহু অত্যাচার সহ্য করিত। কিন্তু দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বিপদের মধ্যে তাহাদের চরিত্র দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ধীরে ধীরে স্কটগণ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। জন নক্সের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃঃ ৪৩৮)। এই সময় তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারের উৎসাহ তাঁহার কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই। তিনি অকুতোভয়ে মানুষের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার মতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা ধর্ম্ম-ব্যবস্থা বড় এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুশাসন পালন দ্বারাই মানুষ বড় বা ছোট হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। তাহার প্রচারের ফলে দীনতম ব্যক্তিও এমন একটি সাহস লাভ করিল যাহা আর কখনো তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মে। পরবর্ত্তী সময়ে মানবের সাম্য সম্বন্ধে যে বাণী ঘোষিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর নক্সের উপদেশাবলীতে পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডের গির্জ্জা বা কার্কেও এই নৈতিক আদর্শের বিকাশ লক্ষিত হইল। স্কট গির্জ্জা সংগঠনে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, স্কট মহাসমিতিতে কৃষকের প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু সে কার্কে স্বচ্ছন্দে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারিত। কার্কের প্রতিনিধি সভা (জেনারেল এসেম্‌ব্লি) ক্রমে ক্রমে স্কট জনগণকে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল। ইহার কার্য্যাবলী প্রধানতঃ ধর্ম্মবিষয়ক হইলেও ক্যালভিনবাদীর নিকট ধর্ম্ম ও সংসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যে পরাক্রান্ত যথেচ্ছাচারী রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইতে যাইতেছিল, তাহা দমন করিবার জন্য কার্ককে বিরোধিতা করিতে হইল। জেম্‌সের রাজত্বকাল এই বিরোধিতার দৃষ্টান্ত ছিল। নক্সের পর অ্যাণ্ড্রু মেলভিল তাহার স্থান অধিকার করেন। তিনি এবং তাহার সহকর্ম্মিগণ রাজাকে পর্য্যন্ত তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জেম্‌স যে সময়ে বালক হইলেও গির্জ্জা হইতে প্রচলিত বিষয়সমূহ দ্রোহজনক বলিয়া যাজকদিগকে ভয় দেখান। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহাতে ভীত হইল না, তাহারা ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইল। বস্তুত চিন্তা ও মত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা লইয়া এই বিবাদ। ইয়োরোপীয় ইতিহাসে এইরূপ সংগ্রাম এই প্রথম। জেম্‌স ওমরাহ্‌দের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্র এই নূতন শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক্ হইতে মেলভিল ও জেম্‌সের ক্যালভিনবাদে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, কিন্তু তিনি এই জন্য শঙ্কিত হইলেন যে, ইহার গণতান্ত্রিক ধর্ম্মব্যবস্থা তাঁহার রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবে। ওমরাহ্‌রাও ইহার ক্ষমতায় ভীত হইয়া রাজপক্ষ অবলম্বন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাসভা এক আইন পাশ করিল যে, কার্কের প্রতিনিধি-সভার বিচার এবং আইনমূলক কোন প্রকার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। তদুপরি জেম্‌স প্রটেষ্টাণ্টদিগের দমনে রাখিবার নিমিত্ত ক্যাথলিক-দের প্রতি কতকটা উদার ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে স্পেনের সহিত যুদ্ধ

জন নক্সের প্রচারের ফল।

স্কট গির্জ্জা বা কার্কে জনগণের ক্ষমতার বিকাশ।

রাজার সহিত কার্কের বিরোধ।

আসন্ন হওয়ায় এলিজ্যাবেথ জেম্‌সের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ফলে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত আইন রহিত করিতে হয় এবং কার্কের যাজকসম্প্রদায় বেদী হইতে তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করেন। জেম্‌স পরবর্ত্তী কালে এই অপমানের কথা সহজে ভুলিয়া যান নাই। ১৫৯৭ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শুধু ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শাসন করা নয়, তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব করা। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজশক্তি বৃদ্ধি ও মহিমান্বিত করিয়া দেওয়া। সুতরাং জেম্‌স সুযোগ পাইয়া যে ধীরে ধীরে ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বশীভূত করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স (১৬০৩)।

স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেম্‌স প্রথম জেম্‌স উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ১৬০৩ হইতে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এলিজ্যাবেথের রাজত্ব যেরূপ ইংরেজ জাতির পক্ষে গৌরবময় নানারূপ ঘটনায় পরিপূর্ণ, জেম্‌সের রাজত্ব সেইরূপ নানা অকৃতকার্য্যতার উদাহরণস্থল। জেম্‌সের সময়েই বিলাতী জনশক্তির সহিত রাজশক্তির বিরোধ উগ্র ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি বিদ্বান্ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য তাঁহার আচরণ লোকের নিকট বিসদৃশ বোধ হইত। স্কটল্যাণ্ডের বাহিরে অবস্থার সহিত পররাষ্ট্রের অবস্থাও তিনি যত্নের সহিত অনুধাবন করিয়াছিলেন; বস্তুত তিনি কূট রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন একথা বলা যায়। কিন্তু ইংল্যণ্ডের পক্ষে তিনি বিদেশী; ইংল্যণ্ডকে তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বেও বিদেশী রাজা ইংল্যণ্ডে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু সে শাসন বিদেশী শাসন ছিল না। জেম্‌সের রাজত্বে ধর্ম্ম, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজা প্রজার সম্বন্ধ সকল বিষয়েই বিদেশী ধারণার আমদানি হইল। ষ্টুয়ার্ট রাজগণ সকলেই মনে প্রাণে বিদেশী ছিলেন ও ইংল্যণ্ডে বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন। রাজায় প্রজায় ইহার পর যে বিরোধ আরম্ভ হয়, তাহার এক কারণ এই। দ্বিতীয় কারণ, জেম্‌স ইংল্যণ্ডে

রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধের সূচনা ও তাহার কারণ।

পদার্পণ করিবামাত্র এক নূতন রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করিলেন, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এলিজ্যাবেথের কার্য্যপ্রণালী পরিত্যক্ত হইল। জেম্‌স একদিকে স্পেন ও পোপের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বিলাতের লোকদের কাছে ক্রমেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, জেম্‌স নিজের সিংহাসন নিরাপদ্ করিবার জন্য ক্যাথলিকদের সহিত সকল প্রকার বিরোধের অবসান করিয়া দিবেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পর বাধা ছিল ক্যাথলিকগণ। এলিজ্যাবেথের রাজত্বের শেষভাগে পোপ এবং বিলাতী ক্যাথলিকগণের সহিত মিলিত হইয়া জেম্‌স ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ইহাদিগকে খুসী না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। কিন্তু ক্যাথলিকগণের প্রধান ভরসাস্থল স্পেন। সুতরাং স্পেনকে আগে বশ বরিবার চেষ্টা করা উচিত। জেম্‌স তাঁহার রাজত্ব কালের প্রায় সমুদায় অংশ এই কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন

ক্যাথলিকদের প্রতি অল্পমাত্র পক্ষপাত দর্শনেও যে প্রটেষ্টাটদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই অসন্তোষ নিবারণের জন্য জেম্‌স চেষ্টিত হইলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাসন-ব্যবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না এবং

ধর্ম্ম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পবিত্রতাবাদিগণের দাবী ও তাঁহাদের সহিত জেম্‌সের বৈঠক (১৬০৪)।

নানা প্রকার কুসংস্কার দূরীভূত করিতে হইবে, এই মর্ম্মে এক আবেদন-পত্র রাজার নিকট দেওয়া হয়। ইহাতে ৮০০ জন বিলাতী যাজকের স্বাক্ষর থাকিলেও ইহা হাজার লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র বলিয়া খ্যাত। এই আবেদন-পত্র গ্রহণ করিয়াও জেম্‌স দশমাস অতীত হইবার পূর্ব্বে কিছু করিলেন না। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি আবেদনকারী পবিত্রতাবাদীদের এক বৈঠক আহ্বান করিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিলেন যে, যে কেহ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাজের সমালোচনা করিবে ইহা তিনি সহ্য করিবেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজ্যের ধর্ম্মতাত্ত্বিকগণ বা রাষ্ট্রনীতি-বিদ্‌গণ কেহই রাজার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু পবিত্রতাবাদিগণ তাঁহার অভ্রান্তত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করায় তিনি বৈঠক ভাঙ্গিয়া দিলেন।

জেম্‌সের রাজত্বকালে প্রথম মহাসমিতি (১৬০৪) ও উহার দাবী।

এই বৈঠকের কিছুকাল পরে মহাসমিতির বৈঠক বসিল। জেম্‌সের রাজত্বকালের এটাই প্রথম মহাসমিতি। এলিজাবেথের সময় পর্য্যন্ত মহাসমিতির সহিত রাজার যতই বিরোধ ঘটুক মূলত উভয়ের স্বার্থ এক ছিল, কিন্তু জেম্‌সের সময়ে রাজার ও মহাসমিতির স্বার্থ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝা গেল। জেম্‌স মহাসমিতিতে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, প্রথম—বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রী, দ্বিতীয় স্কটল্যাণ্ডের সহিত একীকরণ, কি ভাবে দুই রাজ্য একত্র হইয়া গ্রেট বৃটেন এই নামে অভিহিত হইবে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ একত্রীকরণের সুবিধা অনেক হইলেও মহাসমিতি এ বিষয় বিচার করিবার জন্য এক কমিশন বসাইল। মহাসমিতি ধর্ম্মসংস্কারমূলক আইন-সমূহ পাশ করিবার জন্যই বেশী ব্যগ্র হইয়াছিল। জন-সভা এই উদ্দেশ্যে বিল প্রণয়নের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিল। কিন্তু রাজার প্রভাবে ওমরাহ্ সভা এই সকল বিল নামঞ্জুর করিয়া দেয়। ইহাতে জন-সভার সভ্যদের মধ্যে অতিশয় ক্রোধ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয়। তাঁহারা রাজাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দেন যে, ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থা প্রণয়নে রাজা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন এরূপ ধারণা তাঁহার থাকিলে তিনি ভুল করিয়াছেন, মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না।

মহাসমিতির অসম্মতি সত্ত্বেও জেম্‌স কর্ত্তৃক 'গ্রেটবৃটেনের রাজা' উপাধি গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, উত্তরে জেম্‌স মহাসমিতিকে বিশেষ তিরস্কার করিলেন এবং মহাসমিতির শাখাদ্বয় সাহায্য দানে অনিচ্ছুক থাকায় জেম্‌স মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। মহাসমিতির সম্মতি না লইয়াই জেম্‌স 'গ্রেট বৃটেনের রাজা' এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। এত কাল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বিশপদের এক অধিবেশনে (কনভোকেশনে) কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিয়া তাহা নষ্ট করা হইল। ফলে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তিনশত পবিত্রতাবাদী যাজক পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পবিত্রতাবাদিগণের সহিত বিরোধিতা করিয়াও জেম্‌স ক্যাথলিকগণের সহানুভূতি পাইলেন না।

রাজার বিরোধিতা করিবার দরুণ, পবিত্রতাবাদীদের প্রতি জেম্‌স নিজের অসন্তোষ জ্ঞাপনার্থ ব্যানক্রফ্‌টকে ক্যাণ্টারবারির ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি মনে মনে ক্যাথলিকদের সহানুভূতি পাইবার যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা কোন কালেই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমত, ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনরায় প্রচারের অনুমতি তিনি দেন নাই। দ্বিতীয়ত, জেসুইট পুরোহিতদিগকে দেশ ছাড়িয়া যাইবার আজ্ঞা করেন।

কিন্তু ক্যাথলিকদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ফলে তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং মহাসমিতি ভীত হইয়া তাহা নিবারণের জন্য আইন করিলে তিনি তাহাতে সম্মতি দেন। ইতিমধ্যে রাজা নিজে ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন এবং সেইজন্য পোপের সহিত মৈত্রীস্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছেন, এই গুজব রটিত হইলে, জেম্‌স ক্রুদ্ধ হইয়া ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আজ্ঞা দিলেন। ক্যাথলিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিল ও তাহারা এক ষড়যন্ত্র করিল। এই ষড়যন্ত্র বারুদ দিয়া ঘর উড়াইবার ষড়যন্ত্র (গান পাউডার প্লট) নামে পরিচিত। কথা ছিল যে, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহাসমিতির বৈঠক বসিলে বৈঠক-গৃহ বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং এইরূপে রাজা ও তাঁহার মহাসমিতির হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইবে। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল এবং ইহাতে যাহারা লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা হইল। ষড়যন্ত্র বিফল হওয়ায় মহাসমিতির শক্তি বাড়িয়া গেল এবং একপ্রকার বিপদে বিপন্ন হওয়ায় রাজার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া মহাসমিতি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সাহায্য দান করিল। এলিজ্যাবেথ জেম্‌সের উপর চারি লক্ষ পাউণ্ডের ঋণ-ভার চাপাইয়া গিয়াছিলেন। মহাসমিতি ইহা শোধ করিবার ব্যবস্থা দিল এবং নির্দ্দেশ করিল যে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব হইতেই ব্যয়ের সঙ্কুলান করিতে হইবে। জেম্‌স অতিশয় অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি এই নির্দ্দেশ মানিতে সম্মত হইলেন না।

রাজা ও মহাসমিতির বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র (১৬০৫)।

আমদানি-রপ্তানির উপর কর বসাইবার দাবী রাজারা অনেক কাল যাবৎ করিয়া আসিতেছিলেন, জেম্‌স তাহার পূরাপূরি সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন, মহাসমিতির ঘোরতর আপত্তিতে তিনি একটুও কাণ দিলেন না, তাঁহার অর্থের দরকার, জন-সভার বিরোধিতা অপেক্ষাও অর্থের অনটন তাঁহার পক্ষে অধিকতর ভয়াবহ মনে হইল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বেট্‌স নামে এক বণিক্ এইরূপ কর দিতে অস্বীকৃত হইলে তাহার বিচার হয়। বিচারকগণ রাজা যে সকল অধিকার দাবী করিতেন তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে সকল কর প্রচলিত ছিল তাহা আদায় করিবার অধিকার ত রাজার আছেই, অধিকন্তু তিনি নিজের ইচ্ছামত কর বসাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই বিচারের ফলে রাজার অর্থের কোন অভাব রহিল না। তখন ইংরেজ বণিকেরা নূতন নূতন দেশে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন ও বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের উপর কর বসানোর অর্থ প্রচুর অর্থাগম। মহাসমিতি রাজার এইরূপ ক্ষমতা নাই বলিয়া মত প্রকাশ করে।

জেম্‌স আমদানি-রপ্তানির উপর কর বসাইলেন (১৬০৬); তাহাতে মহাসমিতির আপত্তি।

পর বৎসর একটি গুরুতর সমস্যা লইয়া মহাসমিতির সহিত জেম্‌সের বিরোধ উপস্থিত হয়। জেম্‌স একই কালে স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ডের রাজা হওয়ায় এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, স্কটল্যাণ্ডবাসীদের পরিচয় কি হইবে। রাজনিযুক্ত কমিশন মত প্রকাশ করে যে, প্রতিকূল নিয়ম-সমূহ রহিত করা, দুই রাজ্যের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং বিলাতের সিংহাসন অধিকার করিবার পূর্ব্বে জাত সমুদয় জীবিত স্কটকে ইংরেজে পরিগণিত করা কর্ত্তব্য। যাহারা রাজার সিংহাসন আরোহণের পরে জন্মিয়াছে তাহারা ইংল্যণ্ডরাজের প্রজা হওয়ার দরুণ ইংরেজ হইয়া গিয়াছে, এই মত কমিশন আগেই প্রকাশ করিয়াছিল।

জেম্‌স স্কটদিগকে ইংরেজ রূপে পরিগণিত করায় মহাসমিতির বিরোধিতা।

অর্থাৎ প্রজার জাতীয়তা তাহার দেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে না, হইবে তাহার সহিত রাজার সম্বন্ধ দ্বারা। মহাসমিতি এই প্রকার তত্ত্ব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং উহা অনুরোধ করিল যে, যাহাদিগকে ইংরেজ করিতে হইবে তাহাদিগকে আইন করিয়া করা হউক। জেম্‌স এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তাঁহার নিকট রাজক্ষমতার প্রকাশ অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ হইল। এই বিষয়ে একটি মোকদ্দমা উঠিল। মোকদ্দমায় বিচারকগণ রাজক্ষমতার পূর্ণ সমর্থন করিল। এইরূপে জেম্‌স জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সহানুভূতি হারাইলেন। মহাসমিতির সহিত বিরোধিতার ফলে ইংল্যণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইল না। অথচ এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা স্কটল্যাণ্ডের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং কালে দুই রাজ্যের সম্মিলন সহজে হইত। আগেই বলিয়াছি জেম্‌স কার্কের বিরুদ্ধতা ভুলিয়া যান নাই। বাৎসরিক প্রতিনিধি-সভাকে আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও জেম্‌স ইংল্যণ্ডের রাজা হইবার পর ক্রমাগত পাঁচ বৎসর উহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া রাখেন। যাজকদের আপত্তি উড়াইয়া দেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৯ জন যাজক রাজাজ্ঞা না মানিয়া সভা করিলেন। মেলভিল প্রমুখ প্রধান প্রধান যাজকগণকে এজন্য কারাগার ও পরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন ভোগ করিতে হইল। এই কঠোর ব্যবস্থায় ফল ফলিল। স্কট যাজকগণ নেতৃহীন, নির্ব্বাসন ও অন্যপ্রকার শাস্তির ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত, ওমরাহ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং জনসাধারণের নিকট অল্পমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। প্রতিনিধি-সভা ধীরে ধীরে রাজার মনোনীত লোকদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল এবং তখন উহার অধিবেশনে জেম্‌সের আর কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৮ ও ১৬১০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে বুঝা গেল রাজা কিরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। পুনরভ্যুদয়ের (রিফর্ম্মেশন) ফলে দেশের উপর রাজার প্রভুত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইতেছিল, এইরূপে তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া জেম্‌স মনে করিলেন। পবিত্রতাবাদীদের পরিবর্ত্তে তিনি বিশপদিগকে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন।

ফলে স্কটল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক দুরবস্থা।

স্কট কার্ক সম্পূর্ণরূপে জেম্‌সের করায়ত্ত হইল (১৬০৮)।

কিন্তু জেম্‌স তাঁহার কাজের দ্বারা স্কটল্যাণ্ডে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ পাকাইয়া তুলিলেন। রাজা বিশপদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় ও তাঁহাদিগকে জোর করিয়া আধিপত্য দেওয়ায় স্কটগণ তাঁহাদের উপর বিশ্বাস হারাইল। ইঁহাদের বিরোধী প্রেস্‌বিটারিয়ান্ ধর্ম্মকে অবলম্বন করা লোকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিল। বিলাতে বিশপদের প্রতি বিদ্বেষ বা প্রেস্‌বিটারদের প্রতি অনুরাগ ছিল না। কিন্তু রাজশক্তি যে একেবারে অপ্রতিহত হইয়া উঠিবে ইহা ইংল্যণ্ডের মনঃপূত নহে। এলিজ্যাবেথ ঘোষণাবলীর ব্যবহার ক্বচিৎ করিতেন এবং যাহা আইনরূপে পরিগণিত ছিল তাহাই ঘোষণা করা হইত। জেম্‌স শুধু ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু ঘোষণার মধ্য দিয়া নানাবিধ নূতন ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করিতেন। কাওয়েল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, রাজার স্থান আইনেরও উপরে এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই যে কোন নিয়মকে অনিষ্টজনক মনে করেন তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে

জেম্‌সের সহিত স্কট প্রজাশক্তির বিরোধ,

বিলাতে জেম্‌স কর্ত্তৃক রাজক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টা;

পারেন। জন-সভার আপত্তিতে কাওয়েলের পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রাজার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনকারীর দল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজা হইবার পূর্ব্বে জেম্‌স 'স্বাধীন রাজতন্ত্রের সত্য নিয়ম' নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া লেখেন যে রাজা আইন অনুসারে রাজ্যশাসন করিবেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা করিতে বাধ্য নহেন, নিজ ইচ্ছানুসারে তিনি শাসন-কার্য্য চালাইতে পারেন। টিউডর রাজাদের সময়ে স্বাধীন রাজার অর্থ ছিল যে, রাজা কোন বিদেশী রাজা বা পোপের হস্তক্ষেপ সহ্য করেন না। কিন্তু জেম্‌স স্বাধীন রাজার অর্থ করিলেন আইনের শাসন-শূন্য রাজা, যাঁহার দায়িত্ব আর কাহারো নিকট নহে। ইংল্যণ্ডে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে এই নূতন তত্ত্ব বিশপদের দ্বারা প্রচারিত হইতে লাগিল এবং পরবর্ত্তী কালে বহু লোক ইহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। ক্ষমতার উৎস জনগণ বা প্রজাসাধারণ নহে, রাজা স্বয়ং; সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলাই হইল প্রজার ধর্ম্ম—এই ধরণের বাণী প্রচারিত হইতে থাকে। রাজার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই ঘোষণা করে যে, প্রজারা কোন অবস্থাতেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা বলপ্রয়োগ করিবে না। স্কুলসমূহে রাজভক্তি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। জেম্‌স নিজেও রাজার দেবত্ব প্রচারে ব্রতী ছিলেন। মহাসমিতি তাঁহার গর্ব্বপূর্ণ বাক্যে ক্রোধ বোধ করিত, কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া লোকের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছিল যে, রাজা দেবতার অংশ। রাজার আচরণের ফল এই হইল যে, যেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ছিল সেখানে অবিশ্বাস দেখা দিল। ওমরাহ্‌ এবং সাধারণ প্রজা উভয়ের প্রতিই জেম্‌সের অবিশ্বাস ছিল, তাহারাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না।

রাজার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জেম্‌স ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের দাবী।

রাজা প্রজার বিরোধ।

সিসিলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রবার্ট সিসিল এলিজ্যাবেথের মন্ত্রী হইয়াছিল। জেমসের সময়ে রাজার অমিতব্যয়িতা নিবারণ করিবার জন্য রবার্ট সিসিল নিজে কোষাগারের ভার লন। আমদানি-রপ্তানির উপর কর বসাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াও জেম্‌স দুই বৎসর কাল ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার অভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, তখন আর তিনি অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এক ঘোষণার দ্বারা তিনি বহুবিধ আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের উপর কর বসাইলেন। অর্থের জোগাড় দ্রুতবেগে হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজার ঋণের পরিমাণ অনেক বাড়িল। জেম্‌স নানাবিধ অপব্যয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সিসিল রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন যে, মহাসমিতির নিকট অর্থের জন্য সাহায্য ভিক্ষা না করিলে আর চলিবে না। সিসিল দেখিতেছিলেন যে রাজা-প্রজা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারানোর ফলে মহাসমিতির সহিত রাজার বিরোধ ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছিল। রাজা যে সর্ব্বময় কর্ত্তা সে বিষয়ে জেম্‌সের সহিত তাঁহার মতের কোন অনৈক্য ছিল না। কিন্তু তিনি চাহিলেন টিউডর রাজাদের মত জেম্‌স সমগ্র দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে, তিনি মহাসমিতি ও রাজার মিলন সাধনের চেষ্টা করিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, জেম্‌স অর্থের জন্য মহাসমিতির নিকট হাত পাতিবেন।

মন্ত্রী রবার্ট সিসিলের রাজাকে জনপ্রিয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর ফিলিপ স্পেন, ইতালি, নীদারল্যাণ্ড ও ইণ্ডীজ লাভ করেন। চার্লস তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ভ্রাতা ফার্দ্দিনান্দ পান জার্ম্মাণ রাজ্যসমূহ, অষ্ট্রিয়া, সোয়াবিয়ান্ ভূভাগ, টাইরোল, স্টিরিয়া, কারিন্থিয়া, কার্ণিওলা। বিবাহের ফলে তিনি হাঙ্গারি, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেশিয়া লাভ করেন। ফার্দ্দিনান্দের সুশাসন ও বুদ্ধিমত্তার দরুণ জার্ম্মাণি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক উভয়ের পক্ষে নির্ব্বিবাদে বাস করা সহজ হয়। পাসাউর সন্ধি অনুসারে যে সকল রাষ্ট্র প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের উহা ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু অন্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের প্রটেষ্টাণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিবে কি না সন্ধিতে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকিলেও নবধর্ম্ম লুথারমত অষ্ট্রিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেশিয়া ও হাঙ্গারিতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালেই প্রায় সমগ্র জার্ম্মাণি প্রটেষ্টাণ্ট হইয়া পড়ে। ইহার পর ক্যাথলিকদের, বিশেষ জেসুইট ধর্ম্মপ্রচারকদের, চেষ্টায় জার্ম্মাণির ক্যাথলিক ধর্ম্ম রক্ষা পায়। জার্ম্মাণিতে লুথার ও ক্যালভিনমতবাদীদের মধ্যে পরস্পর বিবাদও ক্যাথলিক ধর্ম্ম রক্ষা পাওয়ার একটি কারণ। কিন্তু ক্যাথলিকগণ প্রটেষ্টাণ্টগণের অগ্রগতিতে বাধা দিয়াই সন্তুষ্ট হইল না, তাহারা চাহিল যে প্রটেষ্টাণ্টদের সমুদায় কাজ পণ্ড করিয়া দিবে। লুথার মতাবলম্বী রাষ্ট্রসমূহ ক্যাথলিকদের আন্দোলনে ভীত হইল না, কিন্তু ক্যালভিনবাদী রাষ্ট্রসমূহের চারিদিকে উগ্র ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহ ছিল এবং তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার শাসকগণ ক্যাথলিক প্রচারকদের পক্ষে যোগদান করিলে ক্যালভিনমতবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এরূপ ত্রাসের সঞ্চার হইল যে, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা এক সঙ্ঘ গঠন করিল। অমনি ক্যাথলিকগণও এক সঙ্ঘ খাড়া করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। এইরূপ আসন্ন ধর্ম্ম-বিরোধে ইয়োরোপের শান্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। স্পেন ও ফ্রান্স উভয়েই এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরির ঘাতকের হাতে মৃত্যু হওয়ায় ফ্রান্সের সুবিধা হইল না। ধর্ম্মের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে বাধা দিবার ক্ষমতা একমাত্র ইংলাণ্ডের ছিল। কিন্তু তাহা করিতে হইলে রাজার সহিত মহাসমিতির মিলন প্রয়োজন। দেশের সমর্থন ব্যতীত জেমসের পক্ষে বাহিরে সৈন্য বা অর্থ পাঠানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং ১৬১০ খৃষ্টাব্দে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই যে, অভ্যন্তর বা বাহিঃশাসনের সুব্যবস্থার জন্য জেমসের সহিত মহাসমিতির একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। সেইজন্য সিসিল জেমসকে দিয়া মহাসমিতির দুই শাখার অধিবেশন আহ্বান করিলেন। সিসিল প্রস্তাব করিলেন যে, জেমস তাঁহার কোন কোন অধিকার ত্যাগ করিবেন, তিনি যে সকল কর চাপাইয়াছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে মহাসমিতির সমর্থন লইবেন, মহাসমিতি সেগুলি মানিবে, রাজার ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিবে এবং রাজার আয় বৎসরে দুই লক্ষ পাউণ্ড বাড়াইয়া দিবে। মহাসমিতির সভ্যগণ জেমসের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে জেমসের উপর প্রবল অবিশ্বাস থাকায় তাঁহারা

জার্ম্মাণিতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রসার।

ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়া।

ইয়োরোপে প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘ বনাম ক্যাথলিক সঙ্ঘ।

ইংলাণ্ডের ধর্ম্ম বিবাদে বাধা দিবার ক্ষমতা: জেমসের সহিত মহা-সমিতির বোঝাপড়ার প্রয়োজন।

দেখিলেন যে, এই সকল প্রস্তাবে রাজী হইলে অন্য যে সব গুরুতর অভিযোগ আছে, যথা রাজকীয় ঘোষণার বাড়াবাড়ি, যথেচ্ছ বিচারালয় স্থাপন, যাজকীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি, সেগুলির কোন প্রতীকার হইবে না। তারপর যেই রাজকোষ অর্থে পূর্ণ হইয়া যাইবে, অমনি রাজাকে তাহাদের অভিযোগ শুনাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। পূর্ব্ব বৎসরে জেম্‌স যে সকল বে-আইনী কাজ করিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকাও তাঁহারা অসঙ্গত মনে করিলেন। স্থতরাং মহাসমিতি দৃঢ়ভাবে জেম্‌সের আইন-বহির্ভূত কাজের প্রতিবাদ করিল। জেম্‌স হয়ত মহাসমিতির কোন কোন দাবী মঞ্জুর করিতেন। তিনি নিজের ঘোষণাবলী সম্বন্ধে বিচারকদের মতামত লইয়া জানিয়াছিলেন যে, সেগুলি বে-আইনী। তাই বলিয়া সবগুলিকে অপসৃত করিবার পাত্র জেম্‌স নন। তিনি বিচারকদের মতামত প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু স্বীকার করিলেন যে মহাসমিতির অর্থ সাহায্য পাইলে তিনি উহার প্রস্তাবে রাজী হইবেন। তিনি জানাইলেন যে অন্য কোন কোন অভিযোগও দূর করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায় বা উহার সংস্কার সম্বন্ধে তিনি কিছুতেই নিজের কর্ত্তৃত্ব মহাসমিতির সহিত ভাগ করিয়া উপভোগ করিতে সম্মত হইলেন না। স্কট কার্ককে বশীভূত করিয়া তিনি স্কটদের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার পক্ষে ইংল্যাণ্ডে বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে। এক্ষণে জন-সভার দাবী এই ছিল যে, দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া যখন মহাসমিতি গঠিত, তখন ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায় বস্তুত রাজা ও মহাসমিতির কার্য্যের ফলে বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছিল। স্থতরাং মহাসমিতির এই দাবী অসঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু জেম্‌সের নিকট এই দাবী অগ্রাহ্য হইল। এলিজ্যাবেথও মহাসমিতির কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু তখন ইংল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক লোক ক্যাথলিক ছিল এবং মহাসমিতিতে কেবল পবিত্রতাবাদিগণ ছিলেন। এলিজ্যাবেথ দেশের মনোভাব বেশ করিয়া বুঝিতেন বলিয়া মহাসমিতির দাবী গ্রাহ্য করেন নাই। জেম্‌সের সময়ে জন-সভা সমগ্র দেশের ধর্ম্মমতের প্রকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। স্থতরাং তাঁহাদের দাবী সঙ্গত দাবী। জেম্‌স পূর্ব্বনীতি পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিলেন না, জন-সভাও দৃঢ়ভাবে নিজেদের দাবী জানাইল। ফলে কোন প্রকার বোঝাপড়া হইল না; এবং ১৬১১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জেম্‌স মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মহাসমিতির সহিত রাজার বিরোধ;

এবং জেম্‌স কর্ত্তৃক মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ (১৬১১)।

ষ্টুয়ার্ট রাজত্বে মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন এইরূপে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেশের সমগ্র লোক বুঝিতে পারিল যে, রাজা ও প্রজার মধ্যে এক ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এতকাল লোকের ধারণা ছিল, এই দুই শক্তি মূলত একে অন্যের পোষক। এক্ষণে দেখা গেল শাসক ও শাসিত উভয়ের দাবী পরস্পর বিরোধী। ইংল্যাণ্ডের দাবী এই ছিল যে, রাজা, বিচারালয়, কর, রাজক্ষমতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে আইনের ক্ষমতা চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জেম্‌স যে সময়ে মহাসমিতি ভঙ্গ করিলেন সে সময়ে লোকের নিকট উহার মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। এ যাবৎ শাসন ব্যাপারে জনগণের যতটা হাত ছিল এক্ষণে

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য রাজাপ্রজায় বিবাদ।

তদপেক্ষা ঢের বেশী দাবী তাহারা করিল। অন্য দিকে জেম্‌সের প্রচেষ্টা ছিল নিজ ইচ্ছা অনুসারে রাজ্য চালাইবেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীকৃত করিতে চাহিলেন। রাজার সহিত প্রজা বা মহাসমিতির এই বিরোধ কোন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা বা কাল্পনিক অভিযোগ দূর করিবার জন্য নহে, উহার ভিত্তি প্রকৃত কার্য্যব্যবস্থায়। ধর্ম্মের ব্যাপারে প্রত্যেক লোকের বিবেকের উপর হস্তক্ষেপ হইয়াছিল, আর করের কথায় প্রত্যেকের সঞ্চয়ে হাত পড়িবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপ্রাণতা ও স্বার্থবুদ্ধি ইংরেজ সাধারণকে রাজশক্তির বিপক্ষে দাঁড় করাইয়া দিল। রাজার প্রতি দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধা গভীর ছিল, কিন্তু মহাসমিতির মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধেও তাহারা সজাগ। এই সময়ে মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় রাজা-প্রজার বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সিসিলের মৃত্যুর পর জেম্‌সের একাকী রাজ্য পরিচালনার চেষ্টা (১৬১২)।

জেম্‌সের নিজ ইচ্ছানুসারে রাজ্য চালাইবার এক বাধা ছিলেন সিসিল। দেশের অভ্যন্তরে প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখা এবং বাহিরে প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে থাকা ছিল তাঁহার মূল রাষ্ট্রনীতি। তিনি শক্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার জীবিত কালে জেম্‌স যাহা খুসী করিতে পারেন নাই। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে পর জেম্‌স নিজেই নিজের মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিজেকে নিজের স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশী দিন চলিল না, তাঁহাকে বিভিন্ন পদের জন্য নির্ভরযোগ্য লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে হইল। কিন্তু সিসিলের মৃত্যুর পর হইতে যিনি মন্ত্রী হউন না কেন, রাজ্য পরিচালনার ভার প্রকৃত পক্ষে রাজার হাতেই থাকিল। জেম্‌সের অপর বাধা রাজকীয় পরিষদ্। ইহা রাজার মন্ত্রী ও বড় বড় ওমরাহ্‌দের দ্বারা গঠিত হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তা করিত। জেম্‌সের পূর্ব্বে সাত বৎসর ধরিয়া ইহার গুরুত্ব ও কাজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু জেম্‌সের নিকট কোন প্রকার পরামর্শ বা শাসনই সহনীয় ছিল না। তাঁহার ক্রমাগত চেষ্টা ছিল এই পরিষদের প্রভাব হ্রাস করা। যতদিন সিসিল জীবিত ছিলেন ততদিন তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে তিনি পরিষদ্‌কে বাদ দিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। জেম্‌স নিজ হাতে সমুদায় ক্ষমতা কেন্দ্রীকৃত করিলেন বটে, কিন্তু একা রাজ্যশাসন চালাইবার যোগ্যতা জেম্‌সের ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে তাঁহার ষ্টুয়ার্ট পূর্ব্বপুরুষদের মত প্রিয়পাত্রদের উপর নির্ভর করিতে হইল। নিজে নিজের কোষাধ্যক্ষ বা রাষ্ট্র-সচিব হইয়া কার্য্য চালাইবেন এরূপ পরিশ্রম করিবার শক্তি বা বুদ্ধি-বিবেচনা তাঁহার ছিল না। সিসিলের মৃত্যুর পর হইতে একের পর অন্য প্রিয়পাত্রের উপর রাজকার্য্য চালাইবার ভার ন্যস্ত হইল।

রাজকীয় পরিষদের প্রতি জেম্‌সের উপেক্ষা।

প্রিয়পাত্রদের দ্বারা রাজ্য চালাইবার ব্যবস্থা।

প্রথম প্রিয়পাত্র কার।

প্রথম প্রিয়পাত্র হইলেন কার নামক রাজার এক স্কট ভৃত্য। জেম্‌স নিজে দেখিতে কুৎসিত হইলেও সুন্দর চেহারার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক টান ছিল। তিনি কারের দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্যই তাঁহাকে এক বৎসরের মধ্যে ভাইকাউণ্ট রচেষ্টাররূপে উন্নীত করিয়া দিলেন। তিনিই রাজার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। অথচ যে পরিমাণে তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য ছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল তাঁহার রাজকার্য্যে অযোগ্যতা।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। তাহা লর্ড এসেক্স ও ফ্রান্সেস্ হাওয়ার্ডের বিবাহ ভঙ্গ করা। অল্প বয়সে ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে রচেষ্টারের সহিত যুক্ত হইয়া ফ্রান্সেস্ স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিলেন। নানারূপ ছলনা ও শেষে জেম্‌সের সহায়তার তাঁহাদের বিবাহচ্ছেদ হইল এবং রচেষ্টারকে ফ্রান্সেস্ বিবাহ করিলেন। রচেষ্টারকে সামারসেটের আর্ল করিয়া দেওয়া হইল। রচেষ্টার ও ফ্রান্সেসের এই অন্যায় মিলনে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন সার টমাস্ ওভারবারি। রচেষ্টার যে সকল চিঠি লিখিয়া ফ্রান্সেসের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন সেগুলি বস্তুত ওভারবারির লেখা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ওভারবারি এইরূপ প্রেমনিবেদনের বিপক্ষে না থাকিলেও উভয়ের বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। রচেষ্টারের উপর তাঁহার প্রভাব এত বেশী ছিল যে, ফ্রান্সেসের আত্মীয়গণ তাঁহাকে অপসৃত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহারা জেম্‌সের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রিয়পাত্রের উপর ওভারবারির প্রভাব তাঁহার অপেক্ষা অধিক। জেম্‌স তখন তাঁহাকে রাজদূত করিয়া বিদেশে পাঠাইতে চাহিলেন। ওভারবারি অস্বীকার করায় রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। ফ্রান্সেসের সকল গোপন পাপাচরণের কথা ওভারবারি জানিতেন। এই কণ্টক সরাইবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করেন, উহারা তাঁহাকে কারাগারে বিষ-প্রয়োগ করিয়া হত্যা করে। জেম্‌সের রাজসভায় কিরূপ ব্যভিচার ও পাপের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা এই কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, ফ্রান্সেস্ হাওয়ার্ডের মত দুশ্চরিত্রা ও হত্যাকারিণী রমণীর বিবাহে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। জেম্‌স্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ নানাপ্রকার নীতি-বিগর্হিত কাজে লিপ্ত হন।

ওভারবারির নৃশংস হত্যাকাণ্ড (১৬১৩) ; রাজ-সভায় নীতি-বিগর্হিত আচরণ।

ইহার ফল এই হইল যে, টিউডরদের সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজা যে অবিমিশ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আর রহিল না। সেই স্থলে দেখা দিল ঘৃণা ও বিদ্বেষ। থিয়েটার গৃহে নটগণ প্রকাশ্য ভাবে রাজাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং পবিত্রতাবাদিগণ স্বতেজে তীব্র ভাষায় রাজার সমালোচনা করিল। এদিকে অমিতব্যয়িতার ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। আমদানি-রপ্তানির উপর কর বসানো সত্ত্বেও ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ লক্ষ পাউণ্ড আর বাৎসরিক ঘাট্‌তির পরিমাণ ২ লক্ষ পাউণ্ড। এরূপ অবস্থায় সামারসেটকে বাধ্য হইয়া মহাসমিতির সম্মুখীন হইতে হইল। জেম্‌স মহাসমিতির সম্মুখীন হইতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রাজার প্রিয়পাত্র কয়েকজন এই অঙ্গীকার করিলেন যে মহাসমিতি শুধু রাজপক্ষীয় লোকদের দ্বারাই পূর্ণ করা হইবে এবং জেম্‌সের পক্ষে অর্থ সাহায্য পাওয়া সহজ হইবে। কিন্তু মহাসমিতির নূতন নির্ব্বাচনের বিষয় প্রচারিত হইবামাত্র রাজপক্ষীয়দের কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে জনগণের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন দেখা গেল। রাজার বিরোধী পক্ষের লোকেরা নির্ব্বাচিত হইল এবং অধিকাংশ রাজপক্ষীয় লোক মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিন শত নূতন লোক মহাসমিতিতে প্রবেশ করিলেন এবং এই সময়েই জন পিম, টমাস্ ওয়েন্টওয়ার্থ ও জন এলিয়টের সাক্ষাৎ আমরা প্রথম পাই। মহাসমিতির

অমিতব্যয়িতার ফলে রাজার অর্থাভাব ; মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান (১৬১৪)। রাজার সহিত মহাসমিতির বিরোধ।

অধিবেশনে মহা উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা গেল। তিন বৎসর পূর্ব্বে মহাসমিতি যে দাবী করিয়াছিল, এক্ষণেও তাহাই করিল। কিন্তু জেম্‌স কোন প্রকার দাবী স্বীকার করিয়া লইতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ওমরাহ্-সভার সহিত জন-সভার সামান্য কারণে একটু বিবাদ বাধে। তাহার সুযোগ লইয়া জেম্‌স মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

জেম্‌সের মহাসমিতির সাহায্য ব্যতীত রাজ্য-চালনার সঙ্কল্প।

জন-সভার কথার সুরে জেম্‌স ভীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কারে আঘাত লাগায় তিনি মহাসমিতির সাহায্য ব্যতিরেকে রাজ্য পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জন-সভার বিরোধিতা জেম্‌স রাজার প্রতি অভক্তি ও অশ্রদ্ধার নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সেইজন্য তাঁহার মনেও মহাসমিতিকে অবজ্ঞা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। যে সকল অনাচার দূর করিবার জন্য একের পর অন্য মহাসমিতি চেষ্টিত হইয়াছিল, শুধু যে সেগুলি পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা নহে, আরো বেশী পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল। রাজকীয় ঘোষণা ও কর গ্রহণ বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও উহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইল। কিন্তু মহাসমিতিকে অবজ্ঞা করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করা গেল না। ওলন্দাজদিগের নিকট কতকগুলি সহর বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু এই অর্থও শীঘ্র নিঃশেষ হইল এবং জেম্‌স প্রকাশ্যভাবে আইন-বহির্ভূত কাজ করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশনের পর ভিন্ন ভিন্ন জনপদে অর্থ সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া চিঠি গেল। নানারূপ চাপও দেওয়া হইল। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শেরিফ্‌গণ বহু চেষ্টা করিয়া তিন বৎসরে মাত্র ৬০ হাজার পাউণ্ড পাইলেন। আর মহাসমিতি একেকবারে ইহার চেয়ে ঢের বেশী অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া থাকে; তাহা ছাড়া পদে পদে বিরোধিতা সহ্য করিতে হইল। কিন্তু আরো অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া জেম্‌স যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহাতে তাঁহার সহিত প্রজাদের বিরোধ আরো বাড়িয়া গেল। নাবালক ওমরাহ্‌দের অভিভাবকত্ব এবং ওমরাহ-কন্যাদের বিবাহের ভার তিনি নিজের হাতে লইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিলেন। বণিক্‌দের নিকট হইতে নানারূপে অর্থ গৃহীত হইতে লাগিল। লণ্ডনের শ্রীবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করা হয় আর বাড়ী তৈরী হইবে না। সে নিয়ম কড়াকড়িভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। এক্ষণে সেজন্য জরিমানা আদায় হইতে লাগিল।

নানারূপ কর-গ্রহণ।

ইতিপূর্ব্বে লোকে সহজে ওমরাহ্ (পিয়ার) হইতে পারিত না। এলিজাবেথের সময়ে প্রাচীন ওমরাহ্‌দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫। যাবজ্জীবন ওমরাহের সংখ্যাও কম ছিল। প্রাচীন ওমরাহ্‌গণ স্বাধীন-চেতা। ইঁহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য এবং রাজকোষের অর্থবৃদ্ধির জন্য জেম্‌স সম্পূর্ণরূপে রাজার অনুগ্রহের উপর নিভরশীল একদল ওমরাহের সৃষ্টি করিলেন। হাজার পাউণ্ড দরে ব্যারণগিরি বিক্রয় হইতে লাগিল। এইরূপ নানা উপায়ে জেম্‌স অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপায় অবলম্বনের ফলে মহাসমিতির নিকট অর্থের জন্য সম্মুখীন হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। কিন্তু রাজকার্য্যে বাধা দিবার মত লোক রাজ্যমধ্যে তখনো ছিল। ব্যবহারজীবিগণ সর্ব্বাপেক্ষা বশীভূত হইলেও তাঁহারা

ওমরাহ্-পদ বিক্রয়; এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ।

ব্যবহারজীবিগণের অতিমাত্রায় রাজা-মুগত্যের ফলে লোকের মনে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস।

নজীরের বিরুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিচারালয়ে রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত রাজার বিরোধিতা ঘটিল। জেম্‌সের দাবী এই ছিল যে, তিনি ধর্ম্মগত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। বিচারকগণ ভীত হইয়াও দৃঢ়তার সহিত জানান যে রাজার সেরূপ ক্ষমতা নাই। ইহাতে জেম্‌স বিচারকদিগকে ডাকিয়া খুব শাসন করিয়া দেন। তখন একজন ব্যতীত অন্য সমুদায় বিচারক রাজাকে সমর্থন করিতে রাজী হন। প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড কোক কিছুতেই আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ফলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন (১৬১৬ খৃষ্টাব্দ)। জেম্‌সের এই কাজে সমগ্র জাতির চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। বিচার বিষয়ে রাজার পরামর্শ লওয়ার অর্থ রাজা যে সিদ্ধান্ত করিবেন বিচারকগণ তাহাই পালন করিবেন। ইহাতে বিলাতী জনগণের মনে আইনের প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছিল তাহা উৎপাটিত হইয়া গেল। সাহসের সহিত স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা বিচারকদের তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মন হইতে আইনের মোহ দূর হইয়া গেল।

স্বাধীন-চেতা প্রধান বিচারক কোকের পদচ্যুতি (১৬১৬)।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সামারসেট সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে ওভারবারির হত্যাপরাধের সহিত লিপ্ত বলিয়া বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল। সামারসেটের স্থলে নূতন এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে রাজার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। সামারসেটের শত্রুর অন্ত নাই। ইহাদের সর্ব্বদা চেষ্টা, সামারসেটের সর্ব্বনাশ কিসে হয়। অবশেষে গোপনে রাজার নিকট ওভারবারির হত্যায় সামারসেটের ও তাঁহার স্ত্রীর অংশ সম্বন্ধে অভিযোগ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া বিচারের ব্যবস্থা করিলেন। বিচারে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়, জেম্‌স তাহা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন।

সামারসেটের পতন (১৬১৬)।

সামারসেটের পর কিছুকাল পরামর্শ সভার সাহায্যে রাজকার্য্য চলিল। কিন্তু তারপর আর একজন প্রিয়পাত্রের আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম ভিলিয়ার্স। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রাজার নিকট ইনি প্রথম আনীত হন। তখন তিনি সহায়হীন ও দরিদ্র। কিন্তু নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্যের বলে ইনি ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি করিতে থাকেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভাইকাউন্ট উপাধি প্রদান করা হয়। পরের বৎসর বাকিংহামের আর্ল হন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের পর সামন্ত পদবী পাইয়া তিনি বিলাতী ওমরাহ্‌-সভার নেতৃত্ব লাভ করেন। সামারসেট বন্দী হইবার পর হইতে রাষ্ট্র-সচিবের পদ প্রকৃতপক্ষে তিনিই পান। রাজার উপর ইঁহার প্রভাব সামারসেট অপেক্ষাও অনেক বেশী হইয়াছিল। ভিলিয়ার্সের লোভ, উদ্ধত স্বভাব প্রভৃতি অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি রাজার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও কার্য্যতৎপর ছিলেন। ফলে মহাসমিতির সহিত রাজার বিরোধে ভিলিয়ার্স অকুতোভয়ে মহাসমিতিকে আঘাত রিবার পরামর্শ দিলেন।

জেম্‌সের নূতন প্রিয়পাত্র ভিলিয়ার্সের ক্রমোন্নতি : তাঁহার চরিত্র।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট সিসিল প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের (পৃঃ ৪৯১) নেতার পুত্রের সহিত জেম্‌সের কন্যা এলিজ্যাবেথের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ড কোনকালে জার্ম্মাণ প্রটেষ্টাণ্টদিগকে পরিত্যাগ করিবে না এই কথা বুঝানোই ছিল সিসিলের মনোগত অভিপ্রায়। জেম্‌সের মতও অনুরূপ ছিল, কিন্তু জার্ম্মাণীতে ইংল্যাণ্ডের সাহায্য প্রয়োজন হইবে এরূপ তিনি মনে করিতেন না। পরন্তু তিনি স্পেনের সহিত মৈত্রী এইজন্য কাম্য মনে করিয়াছিলেন যে, তাহাতে বাহিরে তাঁহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে আরো বেশী স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবেন। এই মৈত্রীকে আরো পাকা করিবার জন্য জেম্‌স্ স্পেন রাজকন্যা ইনফাণ্টার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভরসা ছিল যে, এই বিবাহে কন্যা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড যৌতুক আনিবেন। তাহার ফলে অর্থসাহায্যের জন্য মহাসমিতির নিকট রাজাকে আবেদন করিতে হইবে না। জার্ম্মাণির প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ডকে ক্যাথলিক স্পেন অর্থ যোগাইবে, তাহা সম্ভব নহে। অথচ ইংল্যাণ্ডকে ঠাণ্ডা রাখাও দরকার। স্পেনরাজের অধিকৃত দেশসমূহে ইংরেজরা যাহাতে ফরাসী বা ওলন্দাজদের সাহায্য করিতে না পারে সেজন্য ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ও মাদ্রিদে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকিল।

স্পেন রাজকুমারীর সহিত ইংল্যাণ্ডরাজের পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা (১৬১৭)।

সার ওয়াণ্টার র‍্যালে আমেরিকায় ভার্জিনিয়া প্রদেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জেম্‌সের রাজত্বের প্রাক্কালে তিনি দ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন। এক্ষণে তিনি রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, ভার্জিনিয়ায় স্বর্ণখনি থাকিবার সম্ভাবনা, যদি অনুমতি পান তাহা হইলে তিনি তাহার সন্ধানে লোকজন ও জাহাজ লইয়া যাইতে পারেন। সোনার কথায় জেম্‌স প্রলুব্ধ হইলেন। কিন্তু র‍্যালেকে তিনি এই অঙ্গীকার করাইলেন যে, তিনি কোন স্পেনিশ রাজ্য আক্রমণ করিবেন না এবং কোন স্পেনবাসীকে হত্যা করিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত হইবার পাত্র র‍্যালে নন। বিলাতের সিংহাসনে ক্যাথলিক রাণী বসিবেন এই চিন্তা বিলাতে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিসিলের দলের লোকেরা ক্ষমতাহীন হইলেও তাঁহারা মনে করিতেন যে যদি কোন ক্রমে স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদ বাধান যায় তাহা হইলে স্পেনরাজকন্যার সহিত ইংরেজ রাজকুমারের বিবাহ বন্ধ হইতে পারে। র‍্যালে এই দলের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি দলবল সহ ভার্জিনিয়ায় উপস্থিত হইয়া একটি সহর লুণ্ঠন করিলেন ও যুদ্ধবিগ্রহের পর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি সোনা আনিতে পারিলেন না। স্পেনকে অপমান করার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। ঠিক এই সময়ে (১৬১৭ খৃঃ) ফার্দিনান্দ (পৃঃ৪৯১) রাজ্য লাভ করেন। তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই প্রটেষ্টাণ্টদের উচ্ছেদসাধনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু বোহেমিয়ান্ ওমরাহ্‌গণ এত সহজে বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহ করিলেন। বিদ্রোহী প্রটেষ্টাণ্টগণকে ফার্দিনান্দ সহজে পরাজিত করিতে পারেন নাই, বরং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ভিয়েনা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। এই বৎসরেই ফার্দিনান্দ জার্ম্মাণিতে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য লাভ করেন। লুথার মতাবলম্বী ও ক্যালভিন মতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে আত্মকলহ বর্ত্তমান থাকায়

স্বর্ণখনির সন্ধানে র‍্যালে, আমেরিকার স্পেনিশ রাজ্যে যুদ্ধ করায় তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড।

বোহেমিয়ায় ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টগণের বিদ্রোহ : প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র-সংঘের নেতার পুত্র ফ্রেডারিক বোহেমিয়ার রাজপদ লাভ করেন (১৬১৯)।

ফার্দিনান্দ সহজে সম্রাট্‌ হন। এই শত্রুর বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করা সহজ নয় বিবেচনা করিয়া বোহিমিয়া ফ্রেডারিককে রাজা নির্বাচন করিল। ইহার সহিত জেম্‌সের কন্যা এলিজ্যাবেথের বিবাহ হইয়াছিল।

ইয়োরোপে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ (১৬২০)।

ফ্রেডারিককে রাজা করিয়া বোহেমিয়ান্‌দের আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না, জেম্‌স জামাতার কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নিকট বার বার দূত পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যান। জেম্‌স সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফ্রান্সের সুবিধা হইল। ফ্রেডারিকের অধীনে একটি শক্তিশালী ক্যালভিনবাদী রাষ্ট্র গঠিত হইয়া উঠিলে ফ্রান্সের হিউগেনটদের বলবৃদ্ধি ঘটিবে। ফ্রান্স তাহার সমর্থন করিতে পারে না। কিন্তু ফেডারিক বোহেমিয়ার দাবী ছাড়িতে অসম্মত হইলেন। তখন ১৬২০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে স্পেন ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহের রক্ষকরূপে বিবোধিতা করিবার উপক্রম করিল। এই সংবাদ বিলাতে পৌছিলে জেম্‌স ফ্রেডারিকের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তখন বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিত বোহেমিয়ার যুদ্ধ ইয়োরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইল। এই যুদ্ধ ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ক্যালভিনবাদী রাষ্ট্রসংঘ ক্যাথলিক মতাবলম্বী রাষ্ট্রসংঘের সহিত নিরপেক্ষতামূলক এক সন্ধি করিল। ইহার ফলে ক্যাথলিক রাষ্ট্রসংঘ ব্যাভেরিয়ার অধিপতির অধীনে অভিযান কবিতে সমর্থ হইল। অষ্ট্রিয়াকে বিনা সর্ত্তে ফার্দ্দিনান্দের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় এবং ফার্দ্দিনান্দ ও ক্যাথলিকসংঘের যুক্ত সৈন্যবাহিনী বোহেমিয়ায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দেব শেষভাগে ফ্রেডারিক পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন।

সাত বৎসর পরে মহাসমিতির অধিবেশন (১৬২১)।

জেম্‌স এই সংবাদ পাইয়া বাক্যহারা হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। ক্রুদ্ধ জনগণ বার বার মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিবার জন্য দাবী জানাইতে লাগিল। অবশেষে রাজা মহাসমিতির দুই শাখা আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। জানুয়ারী, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে যখন মহাসমিতির অধিবেশন বসিয়াছে, তখন খবর আসিল ফ্রেডারিককে বন্দী করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ইংরেজের মনে হইল যে অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কূটনীতির আর অবসর নাই, যুদ্ধ করিতেই হইবে। জার্ম্মাণির রাজন্যবর্গ জেম্‌সকে সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইংল্যণ্ড সাহায্য করিলে ডেন্মার্কের রাজা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। কারণ, তখনো তিনি রাষ্ট্রনীতির চাল দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভের কথা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সৈন্যের। সুতরাং তিনি মহাসমিতির নিকট অর্থ ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু জেম্‌সের কার্য্যকলাপে মহাসমিতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। কোথায় প্রটেষ্টাণ্ট জার্ম্মাণিকে রক্ষা করিবার জন্য স্পেনের সহিত যুদ্ধ হইবে, না শান্তির চেষ্টা হইতে লাগিল। ফ্রেডারিক যাহাতে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহার রাজ্য লাভ করেন, তাহার চেষ্টা হইতেছিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাক্, ইংল্যণ্ড হইতে গোলা-বারুদ রপ্তানি করিয়া স্পেনকে খুসী করিবার চেষ্টা হইল। জন-সভা তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অল্প পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিল এবং জানাইল যে ভবিষ্যতে

জন-সভার রোষ বেকনের উপর পতিত হইল।

কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মহাসমিতির সভ্যগণ ওমরাহ্ ও উচ্চ কর্ম্মচারীর পদসমূহের বিক্রয়ে, সর্ব্বোপরি একচেটিয়া ব্যবসার পুনর্ব্বার প্রচলনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা এই সকল দোষের জন্য রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী বেকনের বিরুদ্ধে অভ্যভিযোগ আনয়ন করিলেন। জেম্‌সের সিংহাসন আরোহণের পর হইতে বেকন ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করিতে করিতে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড চ্যান্সেলার হন। তাঁহাকে সেট আলবান্‌সের ভাইকাউন্টের পদ দেওয়া হয়। বাকিংহামের অনুগ্রহভাজন হইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। এখন মহাসমিতির বিরক্তি নিজে এড়াইবার জন্য বাকিংহাম বেকনকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। অন্যায় উপহার নেওয়ার অপবাদে তাঁহার চাকরী গেল। ইহা অবশ্য তাঁহার পক্ষে শাপে বর হইল, কারণ ইহার পর তিনি একান্ত ভাবে তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। বেকনকে অভ্যভিযোগে অভিযুক্ত করার অর্থ বুঝিতে জেম্‌সের দেরী হইল না। প্রটেষ্টাণ্টদের হইয়া যুদ্ধ করিলে মহাসমিতি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত জেম্‌সকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। অল্পকালের জন্য তিনি রাষ্ট্রনৈতিক চাল ছাড়িয়া ফ্রেডারিকের রাজ্যের প্রতি আক্রমণ বন্ধ করিলেন যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া। কিন্তু ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকগণ আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, জেম্‌স আরো বেশী করিয়া স্পেনের উপর শান্তির জন্য নির্ভর করিলেন। ইন্‌ফান্টার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা আবার চলিতে লাগিল। স্পেনের রাষ্ট্রদূতকে বলা হইল, ফ্রেডারিকের নিকট সাহায্য প্রেরণ করা হইবে না। স্পেনের উপকূল হইতে ইংরেজ নৌবাহিনীকে ফিরাইয়া আনা হইল। এমন কি, যে সব মন্ত্রী এই স্পেন-নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। একটি মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিতেছিল। স্পেনের বিরোধিতা করিলে উহার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া জেম্‌স ঘোষণা করেন। কিন্তু জেম্‌সের তখনো মহা-সমিতির সম্মুখীন হইতে বাকী ছিল। মহাসমিতির দুই শাখা জোরের সহিত স্পষ্টভাবে দাবী জানাইল যে, স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে। তাহারা ইহাও জানাইল যে, তাহাদের ভাবী রাজার সহিত কোনক্রমেই ক্যাথলিক রাণীর বিবাহ হইতে পারে না। মহাসমিতিকে রাষ্ট্রের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়া জেম্‌স অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা নিষেধ করিয়া দিলেন এবং যাহারা এই বিষয়ে আলোচনা করিবে তাহাদিগকে কারাগারে পাঠানো হইবে। ইহার উত্তরে জন-সভা নিম্নলিখিতরূপ প্রতিবাদ প্রস্তাব পাশ করিল: মহা-সমিতির স্বাধীনতা, ভোটদান ক্ষমতা, সুবিধা এবং এলাকা সম্বন্ধে বিলাতী প্রজাগণের প্রাচীন ও জন্মগত অধিকার আছে; রাজা, রাষ্ট্র, রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মসম্প্রদায় রক্ষা, আইন প্রণয়ন, অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতীকার যাহা প্রতিদিন ঘটিতেছে,—এই সকল বিষয়ে মহাসমিতির আলোচনা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে; আর মহাসমিতির প্রত্যেক সদস্য অবাধ স্বাধীনতার সহিত বক্তৃতা বা আলোচনা করিতে সমর্থ। জেম্‌স এই প্রতিবাদ পাইয়া জনসভার কার্য্যবিবরণী চাহিয়া পাঠাইলেন এবং যে পৃষ্ঠাগুলিতে উহা লিপিবদ্ধ ছিল তাহা নিজ হাতে

বেকন অভ্যভিযুক্ত ও পদচ্যুত (১৬২১)।

স্পেনের উপর জেম্‌সের নির্ভরতা।

মহাসমিতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের দাবী;

এবং জেম্‌স কর্ত্তৃক মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ।

ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জেম্‌স বলিলেন, যাহাতে প্রজাসাধারণের মঙ্গল হয়, তিনি সেইরূপ ভাবে রাজ্যশাসন করিবেন, প্রজাসাধারণ যেরূপভাবে চায় সেরূপভাবে করিবেন না। ইহার কিছুকাল পরে ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি তিনি মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

জেম্‌স একাকী স্প্যানিশ নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। শুধু ওমরাহ্ সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ নহেন, তাঁহার নিজের মন্ত্রীদিগের মধ্যে বাকিংহাম ও অর্থসচিব ক্র্যানফিল্ড ব্যতীত সকলেই জনসভার ন্যায় স্পেনকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন। ফ্রেডারিকের পক্ষে রাজ্য ফিরিয়া পাওয়া অসম্ভব হইল, তথাপি তিনি ঐ নীতি ত্যাগ করিলেন না। বস্তুত, এমন ভাবে এই নীতি আঁকড়াইয়া থাকার একটা কারণ এই ছিল যে, মহাসমিতির সহিত আপোষে রাজ্য চালনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ মহাসমিতির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া। আর মহাসমিতির কথামত না চলিলে উহার সাহায্য পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সব দিক্ হইতেই স্পেনের সহিত সহযোগিতা করা তিনি সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। এই সহযোগিতার জন্যই স্পেনরাজকন্যার সহিত তাঁহার নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা। কিন্তু এ বিষয়ে জেম্‌স যতই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, স্পেন ততই পশ্চাৎপদ হইল। যতক্ষণ সহযোগিতা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় ততক্ষণ স্পেন তাহাতে রাজী ছিল। জার্ম্মাণির সহিত যুদ্ধ করিতে স্পেন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের ফলে যে সব সুবিধা ক্যাথলিকগণ লাভ করিয়াছিল তাহা ত্যাগ করিতে তাহারা চাহিবে না, ইহা স্বাভাবিক। জেম্‌সের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইয়া স্পেনের বিশেষ লাভ হইয়াছিল। ফ্রেডারিকের পক্ষে জেম্‌স অস্ত্রধারণ করেন নাই, তারপর জন সভার সহিত বিবাদের পর তাঁহার যুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা আরো কমিয়া গিয়াছিল। স্প্যানিশ বিবাহের পর ইংল্যাণ্ড যদি ক্যাথলিক ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিত অথবা ক্যাথলিকদের সম্পূর্ণভাবে বরদাস্ত করা হইত, তাহা হইলে বিবাহের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সুতরাং বিবাহ দিয়া ফ্রেডারিককে রাজ্য ফিরাইয়া দিবার এবং জেম্‌সের নিকট ৫০ লক্ষ পাউণ্ড যৌতুক প্রেরণের ক্ষতি স্বীকার করিতে স্পেন রাজসভা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু স্পেন যত পশ্চাৎপদ হইল, জেম্‌স ও বাকিংহামের অধীরতা তত বাড়িয়া গেল। অতঃপর ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার চার্লস ও বাকিংহাম স্বয়ং মাদ্রিদে উপস্থিত হইয়া ইনফাণ্টাকে দাবী করিলেন। স্প্যানিশ রাজসভা ক্রমাগত নূতন প্রার্থনা জানাইয়া ইঁহাদিগকে ফিরাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে যখন সকল প্রার্থনা মানা হইল, তখন স্প্যানিশ মন্ত্রিগণ মুস্কিলে পড়িলেন। তখন স্পেনের যাজকগণ এই নির্দ্দেশ দিলেন যে, বিবাহের পর ইনফাণ্টা এক বৎসর স্পেনে বাস করিবেন; চার্লস এ সম্বন্ধে আপত্তি করাতেও কোন ফল ফলিল না। এ দিকে ফ্রেডারিকের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল এবং তিনি হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি স্পেনের পক্ষ হইতে হস্তক্ষেপের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বলা বাহুল্য, চার্লস শীঘ্রই স্পেনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

জেম্‌সের অবলম্বিত স্প্যানিশ নীতির কারণ মহাসমিতির সাহায্য ব্যতীত তিনি রাজ্য-চালনার চেষ্টা করেন।

ইংল্যাণ্ডের সহিত সহযোগিতায় স্পেন পশ্চাৎপদ।

রাজপুত্র চার্লস ও বাকিংহাম মাদ্রিদে উপস্থিত হইয়া ইনফাণ্টাকে দাবী করেন (১৬২৩)।

স্প্যানিশ বিবাহ ভঙ্গ।

চার্লসের প্রত্যাবর্ত্তনে দেশব্যাপী আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। চার্লস স্বদেশে বিপুল সমারোহের সহিত অভ্যথিত হইলেন। বিলাতী জনসাধারণ এই ভাবিয়া খুসী হইল যে, এতদিনে ইংল্যাণ্ড স্পেনের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং এইবার জেম্‌স তাঁহার জামাতা ফ্রেডারিকের পুত্রকন্যাদিগের জন্য অন্তত স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই সময় হইতে রাজ্য চালনার ভার প্রকৃতপক্ষে চার্লস ও বাকিংহামের হাতে গিয়া পড়ে। চার্লসকে যাঁহারা কাছে থাকিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার তাঁহারা স্বভাবের কথা সম্যক্‌ভাবে জানিতেন; তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা, কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতের জনগণ এ সকল কিছুই জানিত না। তাঁহারা তাঁহার জেদকে দৃঢ়তা এবং স্পেনের সহিত বিবাদকে দেশ-প্রেম মনে করিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিল।

বিবাহ-ভঙ্গ করিয়া রাজকুমার চার্লস বিলাতী জনগণের প্রিয়পাত্র হইলেন।

চার্লসের সহায় ছিলেন বাকিংহাম। জেম্‌স যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই শেষকালে তাঁহার বন্ধন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যেমন খুসী রাজ্য পরিচালনা করিবেন। সেজন্য তিনি মহাসমিতি, পরামর্শ-সভা এবং বিচারকগণকে একেবারে ক্ষমতাহীন করিয়া রাখেন। কিন্তু রাজক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করিতে গিয়া তিনি উহার যে প্রকার হীনাবস্থা আনয়ন করিলেন, এমন আর কেহ করে নাই। ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ওমরাহ্‌গণ বা জন-সভা বহুবার রাজাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিলাতের ইতিহাসে বিরল নহে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনো কোন মন্ত্রী রাজাকে নিজ ইচ্ছানুসারে চালনা করিতে পারেন নাই। বাকিংহাম তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জেম্‌স তাঁহার হাতের পুতুল হইয়া দাড়ান। জেম্‌স শান্তির পোষকতা করিতেছিলেন এবং মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে চাহেন নাই। বাকিংহাম এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জেম্‌স মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিয়া তাহাতে স্পেনের সহিত সমুদায় বোঝাপড়ার কাজ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইলেন। স্পেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব স্বয়ং চার্লস ও বাকিংহাম সমর্থন করিলেন। মহাসমিতি সহজেই উৎসাহের সহিত অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিল। ক্যাথলিকদিগের নিপীড়ন বন্ধ ছিল, আবার তাহা আরম্ভ হইল। রাজকোষাধ্যক্ষ ক্র্যানফিল্ড বহু পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে রাজকীয় রাজস্বের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্পেনের সহিত শান্তিরক্ষার অনুকূল ছিলেন বলিয়া তাহার নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনা হইল এবং তিনি পদচ্যুত হইলেন। মহাসমিতি অর্থদান করিল বটে, কিন্তু উহার মত এই ছিল যে, ঐ অর্থ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং যুদ্ধ একমাত্র সমুদ্রপথে হইবে। হাতে অর্থ পাইয়া চার্লস ও বাকিংহাম যেরূপে ইচ্ছা তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, জার্ম্মাণ প্রটেষ্টান্টদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিবেন। জলপথে যুদ্ধ স্পেনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌জনক ছিল, কারণ তাহাতে স্পেনের রাজ্য হারাইবার সম্ভাবনা। বাকিংহাম কিন্তু ইয়োরোপের ভাগ্য বিধাতা হইবার কল্পনা করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া ফ্রান্স ও উত্তর জার্ম্মাণির সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের

রাজ্য-চালনার ভার চার্লস ও বাকিংহাম গ্রহণ করেন।

মহাসমিতির অধিবেশন এবং স্পেনের সহিত যুদ্ধ (১৬২৪)।

সহিত মৈত্রী পাকা করিবার নিমিত্ত ফরাসী রাজকুমারীর সহিত চার্লসের বিবাহের প্রস্তাব তিনি আনিলেন। কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাব জন-সভার সভ্যদের কানে যাইবামাত্র তাঁহারা ঘোরতর বিরোধিতা করিলেন। রাণী হইবেন রোমান্ ক্যাথলিক, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। আর এই বিবাহের ফলে জেম্‌সকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, তিনি ক্যাথলিকদের ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে অর্থ-সাহায্য করিবেন না। মহাসমিতির পক্ষে তাহা অনুমোদন করা সম্ভব নহে। মহাসমিতি রাজাকে অর্থ সাহায্য করিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করাইল যে, তিনি কোন অঙ্গীকার করিবেন না। অর্থের জন্য জেম্‌স তাহা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বাকিংহাম ও চার্লসের চালে তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিবাহ-সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে হইল। এরূপ অবস্থায় মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করা ও সাহায্য চাওয়া ঘটিল না। বার হাজার ইংরেজ সৈন্য রাইন নদী পর্যন্ত অভিযান করিতে হল্যাণ্ডে উপস্থিত হইল। সেখানে সাহায্য ও খাদ্যাভাবে তাহাদের কেহই অবশিষ্ট রহিল না।

মহাসমিতির বিরোধিতা সত্ত্বেও চার্লসের সহিত ক্যাথলিক ফরাসী রাজকন্যার বিবাহ।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে জেম্‌সের মৃত্যু হয়। জেম্‌সের মৃত্যুকালে রাজশক্তি যতদূর অবমানিত হইতে হয় তাহা হইয়াছিল। বিলাতী স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। টিউডর রাজগণের প্রতি প্রজাদের যে অকৃত্রিম ভক্তি ও বশ্যতার ভাব ছিল, তাহা বিনষ্ট হইবার জন্য তিনিই দায়ী। ওমরাহ্, সাধারণ ভদ্রশ্রেণী ও বণিক্ সকলেই তাঁহার আচরণে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিল। তিনি যে ভাবে মহাসমিতির সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বিলাতী রাজা সে ভাবে করেন নাই। পরামর্শ-সভা, বিচারালয়, মন্ত্রিগণ, কাহারো মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করেন নাই, যখন যাহাকে খুসী পদচ্যুত করায় জনসাধারণের মনে তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদার মোহ আর রহিল না। সর্ব্বোপরি তিনি স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য মহাসমিতি ও পরামর্শ-সভা ত্যাগ করিয়া প্রিয়পাত্রের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, ফলে এক্ষণে সেই প্রিয়পাত্র তাঁহার ইচ্ছাকে পদদলিত করিতেছিল। পবিত্রতাবাদিগণের তিনি সহায় হন নাই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে প্রতিদিন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছিল। জেম্‌সের মৃত্যুকালে ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল, মহাসমিতি ও রাজশক্তির বিরোধে মহাসমিতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে। রাজার ক্রোধ প্রকাশ সত্ত্বেও করবসানোর ক্ষমতা যে একমাত্র ইহারই আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ, বিচারালয়ের দোষ-সংস্কার, রাজার সর্ব্বোচ্চ মন্ত্রিগণকে অত্যাভিযুক্ত করিয়া পদত্যাগ করানো, রাজ্যের মঙ্গলার্থ সকল প্রকার প্রশ্নের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে মহাসমিতির ক্ষমতা অবিসংবাদিত হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়েও মহাসমিতি নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক কথায় বলা চলে, জেম্‌সের বিরোধিতার ফলে মহাসমিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইল।

জেম্‌সের মৃত্যু (১৬২৫)। জেম্‌স সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে একাকী রাজ্য চালাইতে গিয়া প্রিয়পাত্রের হাতের পুতুল হন।

জেম্‌সের বিরোধিতার ফলে মহাসমিতির ক্ষমতা বৃদ্ধি।

জেম্‌সের মৃত্যুর পর প্রথম চার্লস রাজা হইলেন। তিনি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রজাদের মনে তাঁহার সম্বন্ধে যে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়। চার্লসের প্রকৃত চরিত্র ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিবাহ

প্রথম চার্লস কর্ত্তৃক অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি।

ব্যাপারে তিনি মহাসমিতির নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। তার পর মহাসমিতি স্পেনের সহিত জলযুদ্ধ করিবার জন্য যে অর্থ দিয়াছিল, তাহা অন্যরূপে ব্যয়িত হওয়ায় জনগণ তাহার প্রতি আরো বিশ্বাস হারাইল। এই সময় জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল যে বাকিংহাম পদচ্যুত হন। কিন্তু চার্লস বাকিংহামকে কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাকিংহাম যে ভাবে চার্লসকে চালাইলেন তিনি সেই ভাবেই চলিতে লাগিলেন। ইংরেজদের কাছে স্পেনের সহিত যুদ্ধের অর্থ দেশের ভিতরে ও বাহিরে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সুতরাং বিলাতী প্রটেষ্টান্টের নিকট বিলাতী ক্যাথলিক শত্রুবিশেষ, আর ক্যাথলিকের প্রতি যে প্রটেষ্টান্ট সহানুভূতি সম্পন্ন তাহার ত কথাই নাই। কিন্তু চার্লস এই প্রকার লোকদের প্রতিই নিজ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলে বিশপ লড ও তাঁহার আর্মিনিয়ান্ দল ক্রমাগত রাজার গুণগান করিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করিল। ইহাদের সাহস এরূপ বাড়িয়া গেল যে মন্টেগু নামে এক যাজক ইয়োরোপের সংস্কার-প্রাপ্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অপমান করিয়া বসিল। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশন বসিলে উহার প্রথম কাজই হইল মন্টেগুকে ডাকিয়া কারাগারে প্রেরণ করা। রাজাকে অর্থসাহায্য করিতে গিয়া তাহারা কোন প্রকার শাসন করিল না বটে, কিন্তু খুব সাবধানতা অবলম্বন করিল। পূর্ব্বে চার্লস জাতির ইচ্ছা মানিয়া চলেন নাই। এবারে যে চলিবেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। জন-সভা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করিল। রাজার প্রয়োজন ছিল দশ লক্ষ পাউণ্ডের। ইহাতে চার্লস ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আরো ক্রোধের কারণ এই যে, রাজার স্থায়ী রাজস্ব বলিয়া যাহা পরিচিত মহাসমিতি তাহা মঞ্জুর করিতে দেরী করিতেছিল, তারপর যদি বা শুল্ক আদায়ের অনুমতি দিল তাহা মাত্র এক বৎসরের জন্য। চার্লস এই প্রকারে নিজ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি মহাসমিতির কাজ মুলতবী রাখিলেন। মহাসমিতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া চার্লস মন্টেগুকে নিজের যাজকের পদ দান করেন এবং কর বসান। ফলে অক্সফোর্ডে যখন ইহার পর মহাসমিতির অধিবেশন বসিল, তখন উহা দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক অভাবঅভিযোগের কথা আগে বিবেচনা করিতে চাহিল; আর চার্লস তখনি মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

বাকিংহাম ও ক্যাথলিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যাজকদের সাহায্যে রাজ্য চালনা।

মহাসমিতির অধিবেশন (১৬২৫)

চার্লস বনাম মহাসমিতি।

বাকিংহাম ভাবিয়াছিলেন যে, ইয়োরোপে যুদ্ধ বিজয় দ্বারা মহাসমিতির দাবী শান্ত করা যাইবে। সেজন্য প্লিমাউথ হইতে স্পেনের বিরুদ্ধে বহু স্থল ও জলসৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু এই স্প্যানিশ অভিযান কাডিজে অবতরণ করিবার পর বিদ্রোহ ও পীড়া দ্বারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাজার ঋণের পরিমাণ এরূপ বাড়িয়া গেল যে, মহাসমিতির উভয় শাখার অধিবেশন ডাকা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। রাজকীয় পরিষদে ও জন-সভায় বাকিংহামকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা তিনি জানিতেন। সেজন্য ইহাদিগকে হীনবল করিবার নিমিত্ত লর্ড আরুণ্ডেলকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল; ফেলিপ্স, কোক ও অন্য চারিজন দেশ-প্রেমিককে শেরিফের পদ দেওয়া হয় যাহাতে তাঁহারা আর ভোট দিতে না পারেন। ইহাদিগকে সরান

স্প্যানিশ অভিযানের ফলে ঋণ মিটাইবার জন্য মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান (১৬২৬)।

হইল বটে, কিন্তু মহাসমিতির হইয়া লড়িবার জন্য এমন একজন রহিলেন যাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। ইঁহার নাম সার জন এলিয়ট। এলিয়ট মহাসমিতিতে দৃঢ় আস্থাবান্ ছিলেন; রাজ্যের সম্মিলিত বুদ্ধি যেখানে দেখা যায় তাহা রাজার রাষ্ট্রনীতির চেয়ে বেশী বিশ্বাস-যোগ্য, ইহা তিনি মনে করিতেন। মহাসমিতির অধিকারসমূহ স্বীকার না করিলে রাজার সহিত তিনি মহাসমিতির মিলন হইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজার মন্ত্রিগণ যে মহাসমিতির নিকট তাঁহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন, এই কথা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। অযথা উৎকোচ গ্রহণে ক্র্যানফিল্ডের পদচ্যুতিতে তাঁহার হাত ছিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশন ডাকামাত্র এলিয়ট প্রস্তাব করিলেন যে, কাডিজে বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করা হউক। চার্লস দেখিলেন বিপদ্, এলিয়টের লক্ষ্যস্থল বাকিংহাম। তিনি জন-সভার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বাকিংহামকে অপদস্থ করা; কিন্তু তাঁহার কোন ভৃত্য, বিশেষত যাহারা কাছে আছে ও উচ্চপদে অবস্থিত, তাহারা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। যে অধিকারের বলে মহাসমিতি বেকন ও ক্র্যানফিল্ডকে অভ্যভিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাই কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা হইল। কিন্তু এলিয়ট দমিবার পাত্র নহেন। আইন অনুসারে রাজা দায়িত্বহীন, তিনি কোন অন্যায় করিতে পারেন না; সুতরাং যথেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাকে যে সকল মন্ত্রী পরামর্শ দেন ও তাঁহার হইয়া কাজ করেন তাহাদিগের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এলিয়ট বাকিংহামের অকর্মণ্যতা ও অন্যায় আচরণের তীব্র নিন্দা করিলেন। আর মহাসমিতি নির্দেশ করিল যে, উহার আনীত অভিযোগ-সমূহ বিচার হইবার পর তাহারা সাহায্য দান করিবে। চার্লস মহাসমিতির সভাগণকে হোয়াইটহলে ডাকিয়া বিনা সর্ত্তে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিতে বলিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবার স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু শাসনের স্বাধীনতা দিতে নহে। তিনি মহাসমিতিকে এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন যে, মহাসমিতির অধিবেশন ডাকা, বসানো ও ভাঙ্গা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহার ফলাফল ভাল বা মন্দ হওয়া অনুসারে উহার স্থায়িত্ব হইবে। কিন্তু মহাসমিতি তাহাদের সংকল্প হইতে বিচলিত হইল না। বাকিংহামের অভ্যভিযোগের কথা ভোট দ্বারা গৃহীত হইবার পর ওমরাহ্-সভার নিকট সেই প্রস্তাব গেল। ওমরাহ্-সভায় তাঁহার অভ্যভিযোগের কালে বাকিংহামও উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যাবলীর প্রতি তাঁহাকে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া ও তাঁহার ঔদ্ধত্যের জন্য সার ডাড্লি ডিগেস্ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এলিয়ট অত্যন্ত কটু ভাষায় দ্রুতবেগে যে আক্রমণ করেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে মহাসমিতিতে বক্তৃতা দিবার আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। দেশের সমুদায় অমঙ্গলের জন্য এবং কোষাগারে অর্থাভাব ও ঋণের জন্য তিনি বাকিংহামকে দায়ী করেন। সুতরাং দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহারা বাকিংহামের সমুচিত দণ্ড প্রার্থনা করিবার অধিকারী। বাকিংহামকে অপসৃত করিবার প্রার্থনায় নূতন কিছুই ছিল না। রাজার পরামর্শদাতারূপে মহাসমিতি প্রথমাবধি এই

মহাসমিতির জয় ঘোষণায় এলিয়ট। মন্ত্রিগণের দায়িত্ব তিনিই প্রচার করেন।

চার্লসের ভয় প্রদর্শন সত্বেও বাকিংহামের বিরুদ্ধে মহাসমিতির অভ্যভিযোগ-প্রস্তাব গ্রহণ।

ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। রাজার মন্ত্রীদিগকে নাম ধরিয়া নির্দ্দেশ করা বা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কথা তখনো উঠে নাই। কিন্তু যখনি মহাসমিতি মনে করিয়াছে পরামর্শদাতাদের জন্য রাজা বিপথে চলিতেছেন তখনি তাঁহাদের পদচ্যুত করিবার দাবী জানাইয়াছে। চার্লস কিন্তু মনে করিলেন যে, মহাসমিতি তাঁহার সর্ব্বকর্তৃত্ব কাড়িয়া লইতে চাহিতেছে। তিনি স্বয়ং ওমরাহ্-সভায় উপস্থিত হইয়া বাকিংহামের কার্য্যাবলী নিজের বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং এলিয়ট ও ডিগেস্‌কে কারাগারে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু মহাসমিতি তাঁহাদের মুক্তি ব্যতীত কোন আলোচনা করিতে অস্বীকার করায় দশদিন পর তাঁহারা মুক্তি পাইলেন। ইহার পর মহাসমিতিতে বাকিংহামকে তাঁহার চাকুরী হইতে একেবারে বরখাস্ত করার প্রস্তাব পাশ হইলে চার্লস মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি আগুনে পুড়াইয়া ফেলা হইল। এবং মহাসমিতি জোর করিয়া ঋণগ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু রাজাকে স্বেচ্ছায় অর্থ সাহায্য করিতে কোন বাধা নাই, এই অজুহাতে চার্লস যথেচ্ছভাবে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জনগণের বিরোধিতা ক্রমেই বাড়িতেছিল। বিভিন্ন জনপদ মহাসমিতির অনুমতি ব্যতীত অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করিল। কোন কোন স্থানে লোকেরা স্পষ্টভাবে মহাসমিতির অধিবেশন দাবী করিতে লাগিল। চার্লস অকৃতকার্য্য হইয়া প্রকাশ্যভাবে আইন লঙ্ঘন পূর্ব্বক ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জোর করিয়া ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রধান বিচারপতি ক্রু এই সকল ঋণকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করায় তিনি পদচ্যুত হন। কোন্ জমিদার কি পরিমাণ ধার দিবেন তাহা স্থির করিবার জন্য ও যাঁহারা কিছু দিবেন না তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন বসিল। পূর্ব্বোল্লিখিত লডের শিষ্য-সম্প্রদায় বেদী হইতে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, কর বসাইবার জন্য মহাসমিতির নিকট হইতে রাজার কোন অনুজ্ঞা লওয়ার প্রয়োজন নাই এবং যাহারা তাঁহাকে অমান্য করিবে তাহাদের মুক্তি নাই। যে সকল স্থানের লোকেরা অর্থ দিতে অস্বীকার করিল সেখানে সৈন্য রাখা হইল। গরীবেরা অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে স্থল অথবা জলসৈন্য করিয়া দেওয়া হয়। বিরোধী বণিক্‌গণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ওমরাহ্-দিগকে ও সাধারণ ভদ্রলোকশ্রেণীকে বশীভূত করিবার ভার বাকিংহাম স্বয়ং লইলেন। কিন্তু দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে লোকে বাধা দিতে লাগিল। দুইশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ক্রমাগত এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে প্রেরণ করিয়াও যখন অভিভূত করা গেল না, তখন তাঁহাদিগকে রাজকীয় সভায় ডাকা হইল। এই সময়েই সে সভার নিকট জন হ্যাম্পডেন প্রথম বিলাতী স্বাধীনতার জয়ঘোষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

মহাসমিতির বিরোধিতায় চার্লস উহার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন (১৬২৯)।

স্পেন ফ্রেডারিকের রাজ্য গ্রাস করিবার পর আত্মরক্ষার জন্য স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে যুদ্ধ করিতে হইবে ইহা ফরাসীরা বুঝিতে পারিল। ইতিমধ্যে একটি ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট সহর বিদ্রোহ করায় ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লিউয়িস্ স্বদেশে ধর্ম্ম বিবাদ থাকা সত্ত্বেও বাহিরে স্পেনকে আক্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জেম্‌সের নিকট জাহাজ চাহিয়া পাঠাইলেন যাহাতে ঐ সহর অবরুদ্ধ করা যায়। জেম্‌স্ রাজী হইয়াছিলেন,

ফ্রান্স ও চার্লস।

কিন্তু চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র প্রটেষ্টান্ট সহরের বিরুদ্ধে সাহায্য পাঠাইতে দ্বিধা করিলেন। সাহায্য গেল বটে, কিন্তু গোপনে নাবিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইল যেন তাহারা নায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া কাজ পণ্ড করিয়া দেয়। কিন্তু এই পরামর্শ পৌঁছিবার পূর্ব্বে সহরের অবরোধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ফলে স্বদেশে ইংরেজ প্রজাগণ ও বাহিরে ফরাসীরা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইল। বিলাতী সাহায্যের জন্য প্রটেষ্টান্টগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই প্রজাদের রাগের কারণ। আর ফরাসীদের রাগের কারণ, প্রথমত চার্লসের ছলনাপূর্ণ ব্যবহার, দ্বিতীয়ত রাজ্যমধ্যে ক্যাথলিকদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ। চার্লসের ফরাসী রাণীর ক্যাথলিক পরিচারকগণ ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও ষড়যন্ত্র করিলে তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হন, ইহাও ফ্রান্সের ক্রোধের অন্য একটি কারণ। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী, রিশেলু, সহসা ইংল্যাণ্ডের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফরাসীরাজের সহিত হিউগেনটদের বিবাদে যে ক্যাথলিকগণ ইন্ধন যোগাইতেছিলেন, রিশেলু তাহারই দলপতি। আসন্ন ইয়োরোপীয় বিপ্লবে ইংল্যাণ্ডের বন্ধুতা, অন্তত নিরপেক্ষতা, যে বিশেষ কাম্য তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ইংলিশ চ্যানেলে যুদ্ধ জাহাজ রাখিলেও যাহাতে যুদ্ধ না হয় তজ্জন্য ইংরেজদের বহু ইচ্ছা পূরণ করিলেন। কিন্তু বাকিংহাম যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। রিশেলু দেখিলেন, লিউয়িস্ যদি বাহিরে রাজ্যলাভ করিতে চান, তাহা হইলে স্বদেশে তাঁহাকে সর্ব্বময় প্রভু হইতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রটেষ্টান্ট সহরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। এদিকে প্রটেষ্টান্টদের উপর

ফরাসী প্রটেষ্টান্ট সহর অবরোধ;

উহার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন এবং বাকিংহামের সৈন্য সহ যাত্রা ও পরাজয় (১৬২৯)।

আক্রমণে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিল। ঐ উৎসাহের সুযোগ লইয়া বাকিংহাম ঋণ আদায়ে তাড়া দিলেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বয়ং বাকিংহাম সৈন্যপূর্ণ একশত জাহাজ লইয়া ঐ সহর রক্ষার নিমিত্ত গেলেন। সৈন্যেরা রে নামক দ্বীপে অবতরণ করিল, কিন্তু তারপর হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এই পলায়নে বহু ইংরেজ সৈন্য মারা যায় অথচ শত্রুপক্ষ অক্ষত থাকে।

ঋণজালে জড়িত ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া চার্লস ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হইলেন। সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনে রাজার বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা জয়লাভ করিতে লাগিল। যে কেহ যথেচ্ছ করের বিরুদ্ধতাচরণ করিয়া শাস্তি ভোগ করিয়াছেন তিনিই সহজে নির্ব্বাচিত হইলেন। লোকের মনে ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, বাকিংহামকে পদত্যাগ করানো অপ্রধান বিষয় হইয়া পড়ে। জন-সভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ চার্লসের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাকিংহামের পদত্যাগের কথা তুলিবেন না, যদিও এলিয়ট ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে জন-সভা আর এলিয়ট সমান তেজের সহিত নিজ বক্তব্য বলেন। সার টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ বলেন যে, প্রাচীন অধিকারসমূহ, পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন সেগুলি, রক্ষা করিতেই হইবে, কোন যথেচ্ছাচারী শক্তিই সেগুলির উপর হাত দিতে পারিবে না। এই সকল স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে রাজা কথা দিতেছেন, চার্লস বার বার এরূপ বলা সত্ত্বেও জন-সভা স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধীয়

১৬২৮ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতি ও উহার বিশেষত্ব।

এক আবেদন-পত্র (পিটিশন অব্ রাইট্) দাখিল করিল। এই দাবী ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে যথেচ্ছ কর ও ঋণগ্রহণ, শাস্তি, সমতুল্য লোকদের দ্বারা আইনত বিচার ব্যতীত আইনের আশ্রয়চ্যুতকরণ অথবা দোষোল্লেখ না করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ, লোকদের মধ্যে সরকারী পরোয়ানা দ্বারা সৈন্য স্থাপন বা শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। শেষ দুই রাজার রাজত্বকালে, বিশেষত শেষ মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার পর হইতে, যে সকল বিধান অমান্য করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত তালিকাও ছিল। ঐ আবেদন-পত্রের শেষভাগে নিম্নলিখিত কতকগুলি দাবী ছিল : মহাসমিতির সম্মতি অনুসারে প্রণীত কোন আইন না থাকিলে, কোন লোককে কোন প্রকার দান, ঋণ বা কর দিতে বাধ্য করা হইবে না এবং কেহ দিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে তজ্জন্য জবাবদিহি করিতে ও শপথ লইতে হইবে না বা তাহাকে কোন প্রকারে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত করা বা কারাগারে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইবে। সকল স্থল ও জল সৈন্যদিগকে ও সামরিক আইন অনুসারে চালাইবার জন্য নিযুক্ত কমিশনকে অপসৃত করিবার প্রার্থনা এবং রাজার মন্ত্রিগণ ও কর্ম্মচারিগণ যাহাতে আইন মানিয়া চলে তাহার অনুরোধও ঐ আবেদন-পত্রে ছিল।

প্রজার অধিকার ও দাবীমূলক আবেদন-পত্রের মর্ম্ম।

ওমরাহ্-সভা চার্লসের 'রাজকীয় ক্ষমতা' সংরক্ষিত করিয়া তাঁহার সহিত একটা রফার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। জন-সভায় পিম ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা যাহা দাবী করিয়াছেন তাহা বিলাতের আইনের অন্তর্গত, কিন্তু এই আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা ও অন্য আইনের ক্ষমতা এক নহে। ওমরাহ্-সভা শেষ পর্য্যন্ত জন-সভার মতে মত দেয়। কিন্তু রাজা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত না করার জন্য চেষ্টিত হওয়ায়, এলিয়ট জন-সভার বক্তৃতায় রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতিবাদ প্রস্তাব (রেমনষ্ট্রেন্স্) আনয়ন করেন। রাজ্যের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাকিংহামকে অপসৃত করা প্রয়োজন। এলিয়ট এ বিষয় উত্থাপন করা মাত্র জন-সভার সভাপতি (স্পীকার) তাঁহাকে এই বলিয়া থামাইয়া দেন যে, রাজার কোন ভৃত্যের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে না। অবাধ বক্তৃতার অধিকার বন্ধ করিয়া দিলে, তখন জন-সভায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল। সভামধ্যে সভ্যদের ক্রন্দন, অভিযোগ, প্রার্থনা, তিরস্কার প্রভৃতি আরম্ভ হইল। তখন সার এডওয়ার্ড কোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, এই সকল দুঃখ ও দুর্দ্দশার মূল হইলেন বাকিংহাম। মহাসমিতি এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। কিন্তু এই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্য্যয় ঘটায় নৌসৈন্যের জন্য অর্থ সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে বাকিংহাম স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত আবেদন-পত্রে রাজাকে সম্মতি দিতে বলেন। তদনুসারে চার্লস রাজী হন। কিন্তু এই সম্মতিতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কারণ একটিমাত্র বিষয়ে তিনি নিজ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে না পারায় উহাতে মত দেন নাই : তাহা বিচারালয়ে না আনিয়া অথবা কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া লোককে বন্দী করিবার ক্ষমতা। এ বিষয়ে তিনি বিচারকদিগের মত লইলে তাঁহারা বলেন যে, তিনি আবেদন-পত্রের দাবীসমূহে সম্মতি দিলেও তাঁহার সেই ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে ; অন্যান্য আইনের ন্যায় এই নূতন আইনের

আবেদন-পত্র লইয়া রাজার সহিত মহাসমিতির বিরোধ ;

জন-সভায় বাকিং-হামকে বিদূরিত করিবার প্রস্তাব ;

চার্লস কর্ত্তৃক আবেদন-পত্রের সর্ত্তসমূহ স্বীকার।

ব্যাখ্যাও তাঁহাদের করিতে হইবে এবং ফলে রাজক্ষমতার ন্যূনতা ঘটিবে না। মহাসমিতির অনুমতি না লইয়া তিনি কর চাপাইবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও, কতকগুলি শুল্ক সম্বন্ধে তিনি নিজের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিলেন। রাজার সম্মতি পাওয়া মাত্র, মহাসমিতি তাঁহার অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিল এবং সমগ্র দেশে বিপুল আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু জন সভা বাকিংহামের কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ত্যাগ করিল না। চার্লস তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। বাকিংহাম পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। তিনি যখন পোর্টস্‌মাউথ হইতে যাত্রা করিবেন, তখন ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত দেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সকলে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহার পর যখন বাকিংহামেরই হাতে তৈরী ওয়েষ্টনের হাতে কোষাগারের ভার দেওয়া হইল, তখন সকলে বুঝিল যে, পূর্ব্ব-নীতির পরিবর্ত্তন হইবে না।

আততায়ীর হাতে বাকিংহামের মৃত্যু।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লইয়া রাজাপ্রজায় যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা গভীরতর হইবার কারণ এই সময়ে ঘটিল। মহাসমিতিতে স্বাধীনভাবে বক্তৃতার ক্ষমতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা, এমন কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষাও ধর্ম্মপুস্তক বা বাইবেল বিলাতী জনগণের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। ইয়োরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিকট অবনত হইয়া পড়ে। জার্ম্মাণিতে লুথার ও ক্যালভিন মতাবলম্বীদিগকে ক্যাথলিক অষ্ট্রিয়ারাজ এবং ফ্রান্সে হিউগেনটগণকে ক্যাথলিক মন্ত্রী দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেছিলেন। বাহিরে এই অবস্থা, ইংলাণ্ডের অভ্যন্তরেও লড ও তাঁহার দল বিলাতী ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে প্রটেষ্টাণ্ট বিশ্বাস হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। বিলাতী প্রটেষ্টাণ্টগণ ইহাদিগকে পোপ অপেক্ষাও বেশী বিদ্বেষ করিত। কারণ তাহাদের মতে ইহারা ধর্ম্ম ও দেশ উভয়ের শত্রু। ইহারা রোমের অনুকরণ করিতেন বটে, কিন্তু পোপ ও তাঁহার অনুচরগণের মত স্বাধীনতা ইহাদের ছিল না। অন্য দিকে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে রাজ-অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইতেছিল। রাজা ভগবানের অংশ এবং তাঁহার প্রতি অবিমিশ্র ভক্তি ও বশ্যতা দেখানো সকল নরনারীর কর্ত্তব্য, অধিকন্তু প্রত্যেক প্রজার সম্পত্তি ও দেহের উপর রাজার পূর্ণ অধিকার আছে,—এই সব কথা বেদী হইতে ইহাদের দ্বারা প্রচারিত হইতে লাগিল। এলিয়ট ধর্ম্মবিকাশ সম্বন্ধে গোঁড়া ছিলেন না, কিন্তু এই ধর্ম্মসঙ্কটে তাঁহার মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া গেল। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জন-সভার অধিবেশনে ধর্ম্মবিষয়ক অভাব-অভিযোগসমূহ সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে, স্থির হইল। সভ্যগণ জানাইলেন, এ বিষয় মীমাংসিত না হইলে অর্থমঞ্জুর করিবার কথা বিবেচিত হইতে পারে না। জন-সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নেতার নিকট এই অঙ্গীকার করিলেন যে, মহাসমিতি বাইবেল ও ধর্ম্মমতের যে ব্যাখ্যা ইত্যাদি মানিয়া লইয়াছে তাহা অতিক্রম করা হইবে না। এই শপথকে পবিত্রতাবাদিগণের গোঁড়ামির এবং চার্লসের পক্ষ হইতে উহার বিরোধিতাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, মহাসমিতির দাবীর অর্থ ছিল এই

লড ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ রাজার সহিত প্রজার বিরোধ বাড়াইয়া তুলিল।

মহাসমিতির ঘোষণা দেশের ধর্ম্মমত জাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে (১৬২৯)।

যে, রাজ্যের সকল ব্যাপারে—তাহা সাংসারিক হউক বা আধ্যাত্মিক হউক—মহাসমিতির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে চরম মীমাংসক হইতেছেন—রাজা ও যাজকগণ, ইহাই ছিল চার্লসের অভিমত। মহাসমিতি জানাইল যে, দেশের ধর্ম্মমত জাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। স্থতরাং মহাসমিতির অধিবেশনে রাজার প্রতিবাদ করিতে সভ্যগণ বাধ্য হইল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় বাধা পড়িল? স্বত্ব ও অধিকারমূলক আবেদন চার্লস গ্রাহ্য করিলেও, কার্য্যত যথেচ্ছ কারাগারে প্রেরণের ক্ষমতা বা শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতেছিল। চার্লস মহাসমিতির নিকট অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্ম্মচারীরা যাহা করিয়াছিল তজ্জন্য তাঁহার অর্থ-সাহায্য বন্ধ করা সমীচীন হইবে না। মহাসমিতি উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা জানান যে, তাঁহারা রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছেন। জন-সভা একটি প্রতিবাদ পেশ করিতে যাইবে, এমন সময় সভাপতি বলেন যে, রাজা অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সভাপতিকে চাপিয়া ধরিয়া সভার কার্য্য চালাইতে লাগিল। এলিয়ট রাজকার্য্যে মন্ত্রীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া কোষাধ্যক্ষের তীব্র নিন্দা করিলেন। সমুদায় দরজা বন্ধ করিয়া এবং শান্তিরক্ষকদিগকে ভিতরে ঢুকিতে না দিয়া জন-সভার সভ্যগণ একে একে এলিয়টের সমুদায় প্রস্তাব পাশ করিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, যে কেহ ধর্ম্মে নূতনত্ব আনয়ন করিবে বা মহাসমিতির সম্মতি না লইয়া শুল্ক বসাইবে সেই দেশের শত্রু। এইরূপে বিলাতী স্বাধীনতার জয় হইল।

চার্লস মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সভ্যগণ জোর করিয়া উহা চালান ও সকল প্রস্তাব পাস করেন।

চার্লস মহাসমিতির উভয় শাখার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর এগার বৎসর ধরিয়া মহাসমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। কাঠামো আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া একেবারে যথেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রথমত রাজার ছিল না। মহাসমিতির নাম লইতে তাঁহার যতই ঘৃণা বোধ হোক্ না, তিনি ভাবেন নাই যে, মহাসমিতিকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মহাসমিতি ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবে এবং তখন রাজকার্য্যের কোন অস্থবিধা না করিয়া মিলিত হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তিনি একাকী মহাসমিতির সাহায্য ব্যতীত রাজ্যশাসন করিবেন, মনস্থ করিলেন। মহাসমিতিতে যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নেতাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। বিলাতী স্বাধীনতার জন্য প্রথম প্রাণ দিলেন এলিয়ট। মহাসমিতির অধিবেশনের কথা উত্থাপন করাও নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু চার্লস ইহার বেশী কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করিলেন না। সৈন্যের সাহায্যে নহে, আইন ও বিচারকদের সহায়তা লইয়া তিনি নিজের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজের রাজাধিকারসমূহকে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রজারাও তাহা মানিয়া লইবে।

চার্লস পরবর্ত্তী এগারো বৎসরের জন্য মহাসমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন।

চার্লসের অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি :

চার্লস পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। মহাসমিতির কবল হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি শান্তি ও মিতব্যয়িতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত প্রটেষ্টাণ্ট শহরের পতনের পর ও রিশেলু পরাজিত হিউগেনটগণকে স্থবিধাজনক সর্ত্ত দেওয়ায় ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী স্থাপন সহজ হইয়াছিল। ফ্রান্সকে সহায়

(১) পররাষ্ট্রের সহিত শান্তি-স্থাপন।

পাইয়া জার্ম্মাণির দুর্দ্দশায় সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া চার্লসের পক্ষে সম্ভবপর হইল। ক্যালভিনবাদী রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসের পর উত্তরের লুথারমতাবলম্বী জার্ম্মাণ রাজন্যবর্গের দুরবস্থার শেষ ছিল না। অষ্ট্রিয়া সম্রাটের সেনাপতি হ্বালেনষ্টাইন এমনভাবে বিজয়গর্ব্বে অগ্রসর হইতেছিলেন যে, জার্ম্মাণ প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। এই সময়ে ডেন্মার্ক ও সুইডেন একত্র জার্ম্মাণির সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইল। চার্লস একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া হল্যাণ্ডের সাহায্য চাহিলেন। রিশেলু নৌবাহিনী দ্বারা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ডেন্মার্ক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সরিয়া পড়িলেও, প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং সুইডেনের গুষ্টেভাস্ জার্ম্মাণিতে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য চাহিলেন। এই সময়ে মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া চার্লস কপর্দ্দকহীন হইয়া পড়েন। সুতরাং তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরেই গুষ্টেভাস জার্ম্মাণিতে অবতরণ করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য জয়যাত্রা আরম্ভ করিলেন। অমনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে চার্লস এই জয়ের ভাগ লইবার জন্য গুষ্টেভাসের নিকট সৈন্যসামন্ত পাঠাইলেন। কিন্তু ফ্রেডারিককে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিবার মূল্যস্বরূপ গুষ্টেভাস্ চাহিলেন যে, চার্লস্ পুনরায় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। জার্ম্মাণিতে বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছিল; জলপথে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড প্রাধান্যলাভ করিতেছিল; তদুপরি স্পেনের সহিত যুদ্ধের অর্থ পুনরায় মহাসমিতির নিকট উপস্থিত হওয়া। চার্লস রাজী হইলেন না।

(২) মিতব্যয়ী ও অর্থসংগ্রহের প্রতীক্ষা।

দেশের অভ্যন্তরে চার্লস অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়েন। ঋণের পরিমাণ এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, মহাসমিতির মঞ্জুরি বরাদ্দ ব্যতীত রাজার সাধারণ আয় দ্বারা রাজকার্য্য চালানো দুরূহ হইয়া পড়ে। চার্লস নিজে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। বাকিংহামের স্থলে নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ ওয়েষ্টন খুব হিসাবী ছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাব কিছুতেই মিটিতেছিল না। সাক্ষাৎভাবে আইন না ভাঙ্গিয়া, শুধু রাজক্ষমতার বলে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় কোষাধ্যক্ষকে অনবরত মাথা ঘামাইতে হইতেছিল। জমিদারগণ নাইট উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় জরিমানা দিলেন; জমির স্বত্বের দলিলে ভুল থাকায় জরিমানা করা হইল; জমিদারগণ রাজার বনে অনধিকার প্রবেশের জন্য অর্থদণ্ড দিলেন; জেম্স্ জীবিত থাকাকালে লণ্ডনে ঘরবাড়ীর প্রসার ও বৃদ্ধি নিষেধ করিয়াছিলেন, এখন সেই অজুহাতে বহু অর্থ আদায় হইল; ক্যাথলিকগণও জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাইল না। অর্থ সংগ্রহের আর এক উপায় হইল, ষ্টার চেম্বারে বিচারার্থ আনীত আসামীদিগকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা। অন্য যথেচ্ছাচারী রাজার হাতে ষ্টার চেম্বার স্বাধীনতাকামীদের পেষণের যন্ত্র হইয়া উঠিত, কিন্তু চার্লস উহার সাহায্যে নানা কারণে লোকদের দোষ প্রমাণ করিয়া জরিমানা আদায় করিতে লাগিলেন। একচেটিয়া অধিকার দান এলিজ্যাবেথ রহিত করেন, জেম্স মহাসমিতির আইন অনুসারে উহা বন্ধ রাখেন, আর চার্লস তাহাতে সম্মতি দেন। এক্ষণে বিভিন্ন কোম্পানি তাহাদের লাভের একটা মোটা অংশ কর রূপে দিতে স্বীকৃত হইয়া মদ, সাবান, লবণ এবং প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য জিনিষসমূহ সম্বন্ধে একচেটিয়া অধিকার

লাভ করিতে লাগিল। ইহার উপর, শুল্ক ও প্রজাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য দান বাবদ্ জোর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইল।

উপরি উক্ত বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা কিছু পরিমাণে কমিয়া গেল। পাঁচ বৎসরে ওয়েষ্টন ১৬ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের পরিমাণকে ৮ লক্ষ করিলেন এবং রাজকীয় রাজস্ব ৫ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ পাউণ্ড হইল। রাজার কোন কোন কাজ বে-আইনী হইলেও মোটের উপর লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং তাহাদের মনে এই ধারণা ছিল রাজা যতই জেদ করুন না শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রজাশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া মহাসমিতির নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধি হেতু সেদিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা জনগণের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের ধনবৃদ্ধি ঘটে। স্পেন ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের পরস্পর বাণিজ্য এবং পর্ত্তুগালের সহিত আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, প্রশান্তসাগরস্থিত পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহের বাণিজ্য বিলাতী জাহাজে বাহিত হইত। দীর্ঘকালব্যাপী শান্তির ফলে ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র যখন বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ-বিবাদ দেখা যায়, তখন একমাত্র ইংল্যাণ্ডই শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চার্লসের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার ব্যবহার সমর্থন করিতেন ও তাঁহাদের আশা ছিল যে, ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনের নিমিত্ত মহাসমিতির সাহায্য আর প্রয়োজন হইবে না।

চার্লসের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে প্রজাদের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে লড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সার টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বেকনের ন্যায় ইঁহারও সরকারী চাকুরী করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ ছিল। জেম্‌সের রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। কিন্তু বাকিংহামের ঈর্ষাপ্রসূত বিরোধিতার জন্য তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই, প্রতি কাজে বারে বারে অপমানিত হইয়াছেন। স্বদেশে ও বিদেশে বাকিংহামের সুশাসন-ক্ষমতার অভাব, অকৃতকার্য্যতা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। টিউডরগণ যে প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেন ওয়েণ্টওয়ার্থ তাহাই ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা হইবেন দেশের প্রকৃত নেতা এবং মহাসমিতি রাজকার্য্যের পরামর্শদাতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ব্বে বাকিংহামকে সরানো দরকার। সেই জন্যই তিনি ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে প্রজাদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে এরূপ যুঝিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহার সহিত এলিয়টের কোন সাদৃশ্য ছিল না। মহাসমিতির বুদ্ধি-বিবেচনা বা সুশাসন-ক্ষমতায় তিনি আস্থাহীন ছিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধির তলে তলে অসন্তোষ রহিয়াছে। রাজক্ষমতা দৃঢ় না করিলে একদিন উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি নিজে শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহার আচরণ ছিল গর্ব্বিত। সুতরাং তিনি রাজক্ষমতাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পর তিনি সরকারী কার্য্য পাইলেন, উত্তর ইংল্যাণ্ডের সভার সভাপতি হইলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বাকিংহামের মৃত্যুর পর ওয়েণ্টওয়ার্থ রাজকীয় সভায়

বাকিংহামের তিরোধানের পর ওয়েণ্ট-ওয়ার্থের মন্ত্রিত্ব (১৬২৯)।

মহাসমিতিতে ওয়েণ্ট-ওয়ার্থের আস্থাহীনতা, এবং রাজ-ক্ষমতাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা।

প্রবেশ করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে রাজ্যের ওমরাহ্ করিয়া দেওয়া হইল। তিনি এবং লড রাজার পরামর্শদাতা মন্ত্রীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিলেন। ওয়েণ্টওয়ার্থ যেন মূর্ত্তিমান যথেচ্ছাচারী রাজশক্তি বিশেষ ছিলেন। চার্লস যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছিলেন, তিনি যথার্থই ভাবিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বাবধি রাজক্ষমতার অন্তর্গত এবং সময়ে প্রজাগণ তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। ওয়েণ্টওয়ার্থের মনে এরূপ কোন মোহ ছিল না। তিনি জানিতেন যে, যথেচ্ছ শাসন-ব্যবস্থা ইংল্যণ্ডের পক্ষে নূতন এবং উহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যুক্তি বা প্রথা দ্বারা করিলে চলিবে না, ভয় দেখাইয়া করিতে হইবে। তিনি তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সকলের বিরাগ ও বিদ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। রাণী চপল-প্রকৃতি ছিলেন ও অনেক কাজেই হস্তক্ষেপ করিতেন; তিনি ওয়েণ্টওয়ার্থকে দেখিতে পারিতেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেন। রাজা নিজে সর্ব্বদা তাঁহাকে সমর্থন করিলেও তাঁহার কাজের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। তবে তিনি যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে শুধু রাজশক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার শাসন-ক্ষমতাকে মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ওয়েণ্টওয়ার্থ প্রজাশক্তির সহিত ভাবী বিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি স্থান খুঁজিতেছিলেন যেখানে তিনি কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত না হইয়া স্থির রাজস্ব, অস্ত্রাগার, দুর্গ এবং সৈন্যবাহিনীর সংস্থান রাখিতে পারিবেন। আয়ার্ল্যণ্ডের উপরে তাঁহার চোখ পড়িল। আয়ার্ল্যণ্ডবাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ বানাইবার প্রচেষ্টার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু আইরিশগণ ধীরে ধীরে নূতন ব্যবস্থা-সমূহ মানিয়া চলিতেছিল, এমন সময় ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জেম্স আলষ্টারে ইংরেজ ও স্কটদের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। উত্তর আয়ার্ল্যণ্ডের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া স্কট ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদিগকে পাঠাইতে থাকেন। আলষ্টার উপনিবেশ চমৎকার সফলতা লাভ করিল। জনশূন্য পরিত্যক্ত প্রান্তরে ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ী, কলকারখানা, গির্জ্জা প্রভৃতি দেখা দিল। যে আর্থিক উন্নতির ফলে আলষ্টার বুদ্ধিবলে ও ধনবলে আয়ার্ল্যণ্ডে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার পত্তন এই সময়েই হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যত কোন বিরোধিতা দেখা যায় নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমগ্র জাতির মনে ক্রোধ ও অসন্তোষ সঞ্চিত হইতেছিল। ঠিক এই সময়ে ওয়েণ্টওয়ার্থ মনে করিলেন যে, আয়ার্ল্যণ্ডই তাঁহার পরীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। তিনি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আয়ার্ল্যণ্ডে রাজপ্রতিনিধি হইয়া যাত্রা করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার কার্য্য সফলতা লাভ করিল বলিয়া মনে হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিতে হইবে। বস্তুত, সমগ্র দেশকে তিনি শাসনের কঠোরতা দ্বারা এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিলেন যে, বড় বড় ওমরাহ্‌রা পর্য্যন্ত তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিতেন। চার্লস আয়ার্ল্যণ্ডের সর্ব্বময় প্রভু হইলেন। একদিকে ওয়েণ্টওয়ার্থ যতই অত্যাচারী হউন, অন্যদিকে তাঁহার দৃঢ়শাসনের ফলে আয়ার্ল্যণ্ডের জনসাধারণ

আয়ার্ল্যণ্ডে রাজপ্রতিনিধিরূপে ওয়েণ্ট-ওয়ার্থের দৃঢ় শাসনের ফলাফল (১৬৩৩)।

জমিদারের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল। আইরিশ জমিদারগণ আইনের অধীনে আসিলেন, সুবিচার হইতে লাগিল, অত্যাচার নিবারিত হইল, যাজকদিগের অবস্থার উন্নতি ঘটিল এবং সামুদ্রিক দস্যুগণের উপদ্রব বন্ধ হইল। লিনেন শিল্পের গোড়াপত্তন এই সময়েই হয় এবং ওয়েণ্টওয়ার্থের কালে আইরিশ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। আয়াল্যাণ্ড-বাসী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা হারাইল বটে, কিন্তু সুশাসন লাভ করিল। ক্যাথলিকদিগকে নির্ব্বিবাদে পূজার্চ্চনা করিতে দেওয়ায় এবং নিপীড়ন বন্ধ হওয়ায় প্রটেষ্টাণ্টগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, আর ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রটেষ্টাণ্ট উপনিবেশ বসানোতে ক্যাথলিকগণ বিরক্ত হইয়াছিল। ওয়েণ্টওয়ার্থের উদ্দেশ্য ছিল দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধিতাব সৃষ্টি করা এবং উভয়কে সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির মুখাপেক্ষী করা। আপাতত তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজস্ব দ্বিগুণিত করিলেন, সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল। চার্লসের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আইরিশ মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিলেন এবং দেখাইলেন যে, মহাসমিতি কিরূপে রাজার ইচ্ছার পোষক হইতে পারে।

ওয়েণ্টওয়ার্থ আয়ার্ল্যাণ্ডে যাহা করিতেছিলেন, লড (পৃঃ ৫০৮) ইংল্যাণ্ডে থাকিয়া তাহা করিতেছিলেন। নিস্পৃহ, পুস্তক-সর্ব্বস্ব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন উইলিয়াম লড পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা ও শাসন-দক্ষতার বলে ক্রমে ক্রমে উচ্চে আরোহণ করিতেছিলেন। তিনি সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলী একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করেন। বাকিংহাম কর্ত্তৃক প্রথমে তিনি সেণ্ট ডেভিডের যাজক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সঙ্কল্প হইল, সমগ্র জগতে যে বিপুল ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই এক সংস্কৃত শাখারূপে বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উন্নীত করা। সুতরাং পোপ এবং ক্যালভিনবাদী উভয়ের নব ব্যবস্থাসমূহ তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী ফরাসী হিউগেনটগণ ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের ওয়ালুনগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল, উহারা দলে দলে ইংল্যাণ্ড ছাড়িয়া হল্যাণ্ডে চলিয়া গেল। ইংরেজ সৈন্যগণের পক্ষে ক্যালভিনবাদীদের গির্জ্জায় যাওয়া এবং প্যারিসে ইংরেজ রাজদূতের হিউগেনটের পূজাস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। ইয়োরোপীয় প্রটেষ্টাণ্টদের মতবাদ হইতে লড ক্রমাগত দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। বস্তুত, তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পোপের কার্য্যই করিতেছিলেন, যদিও পোপ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কার্ডিনালের পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া যাওয়াই লডের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার বাধা এই যে বিলাতের জনগণের নয়-দশমাংশ পবিত্রতাবাদী। সেজন্য তিনি পবিত্রতাবাদের বিরুদ্ধে একেবারে নিষ্করুণভাবে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। কারণ, ঐ বৎসর ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপের পদ শূন্য হওয়ায় তাহা তিনি পাইলেন। তখন হইতে পবিত্রতাবাদী যাজক, উপদেষ্টা ও সাধারণ লোকদের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল। জেনেভা হইতে প্রকাশিত বাইবেলসমূহের পার্শ্ব-লিপিতে ক্যালভিনবাদের গন্ধ বেশীমাত্রায় পাওয়া যায় এই অজুহাতে তাহাদের আমদানি বন্ধ হইল। পর্ব্ব দিনে

ইংল্যাণ্ডে লডের কার্য্য, বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ক্যাথলিক ধর্ম্মের শাখায় পরিণত করিবার চেষ্টা।

লড বনাম পবিত্রতাবাদিগণ।

খেলা হইবে কি না এ বিষয় লইয়াও গণ্ডগোল বাধিল। পবিত্রতাবাদিগণ রবিবার দিনকে বিশেষ পর্ব্বের দিন বলিয়া মনে করিত, লডের অনুবর্ত্তিগণ উহাকে অন্যতম পর্ব্বরূপে গণনা করিয়া ঐ দিন নানাপ্রকার ক্রীড়া করা দোষের নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ইহাতে পবিত্রতাবাদিগণের মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। বিচারকগণ এই কাজ নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। লড প্রধান বিচাপতি রিচার্ডসনকে এরূপ শাসিত করিয়া দেন যে, বেদী হইতে যাজকদিগকে ক্রীড়ার সপক্ষে যুক্তিসমূহ পাঠ করিতে বলিতে তিনি বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, পবিত্রতাবাদী যাজকগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না, ফলে তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও লড ক্যাথলিক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। বিবাহিত যাজক অপেক্ষা অবিবাহিত যাজক অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তিনি একথা প্রচার করিতেন। যে সকল যাজককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ মৃত্যুকালে পোপের বশ্যতাস্বীকারসূচক কথা বলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, তিনি কতটা ক্যাথলিক মতাবলম্বী ছিলেন। যাহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ক্ষেত্রে যাজকদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য তাঁহার অবিরত চেষ্টা ছিল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবোচনায় জাক্সন নামে লণ্ডনের বিশপকে রাজা কোষাধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। সপ্তম হেনরির পর এরূপ উচ্চ পদ আর কোন ধর্ম্মযাজককে দেওয়া হয় নাই।

যাজকদের উন্নতির দিকে লডের দৃষ্টি।

বলা বাহুল্য, ইংল্যণ্ডকে এইরূপে সম্পূর্ণরূপে উহার প্রটেষ্টাণ্ট বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিবার প্রচেষ্টা ইংল্যণ্ডের জনসাধারণের নিকট বিসদৃশ লাগিবার কথা। পবিত্রতাবাদিগণকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টাও তাহারা চুপ করিয়া সহ্য করিবার পাত্র ছিল না। ক্যাথলিকগণ দিন দিন অধিকতর সুবিধা ভোগ করিতেছিল এবং বিলাতী ধর্ম্ম ও পূজা-অর্চ্চনার বিধিতে ক্রমাগত ক্যাথলিক অনুষ্ঠানসমূহ স্থান লাভ করিতেছিল। ইহার ফল হইল এই যে, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনেকে,—বিদ্বান্, বণিক্, আইনজীবী, কৃষক-শ্রেণী—আটলাণ্টিক পার হইয়া আমেরিকার অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে স্বাধীনতা ও মুক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটিতেছিল। আর দেশের মধ্যে যে পবিত্রতাবাদিগণ থাকিল, তাহারা কোন প্রকারে লডের সর্ত্তসমূহ মানিয়া চলা অপেক্ষা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিল। যাজক হইতে বহু ইংরেজ সম্মত হইল না।

লডের অত্যাচারে বহু ইংরেজের দেশত্যাগ করিয়া নব আবিষ্কৃত আমেরিকায় গমন।

এইরূপে ইংরেজদের দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার পশ্চাতে ছিল পবিত্রতাবাদীদের মনে এক গভীর নৈরাশ্য। কবি জন মিল্টন কেম্ব্রিজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু সেখানে যথেচ্ছাচারিতা ও প্রভুত্বের চূড়ান্ত দেখিয়া তিনি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী হর্টন নামক এক গ্রামে নিজ বাসস্থান ঠিক করিয়া পাঠ ও কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট-রাজত্বকালে ইংরেজদের কাব্য-প্রতিভা ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। মিল্টন নিজে স্পেনসার দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্পেন্সার ও তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে যে সকল দুর্ব্বলতা দেখা যায়, মিল্টনে সে সব কিছুই ছিল না। কাব্য-প্রতিভায় তিনি সেক্‌সপিয়ার বা স্পেন্সার হইতে খাটো হইতে পারেন, কিন্তু ভাবের উচ্চতায়, রুচির

পবিত্রতাবাদের আদর্শ বজায় রাখিয়া মিল্টনের কাব্য-রচনা (১৬৩৩)।

বিশুদ্ধতায় এবং কাব্যরচনার নৈপুণ্যে তাঁহার তুল্য কেহ আছে কি না সন্দেহ। এই সময়ে দেশে একদল গোঁড়া পবিত্রতাবাদীর উদ্ভব হইয়াছিল। নিপীড়নে ও মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে ইহারা ধৈর্য্যহারা হইয়া যায়। ইহারা যখন দেখিল যে, প্রতীকারের কোন আইনসঙ্গত উপায়ই নাই, তখন অন্য পথ অবলম্বন করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী মার্টিন মার্টপ্রেটের ন্যায় দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি গালাগালিপূর্ণ পুস্তিকা বিতরিত হইতে লাগিল। কে যে ইহাদের লেখক এবং কাহারা সওদা করিত, জানা যাইত না। কিন্তু ওমরাহের প্রাসাদ হইতে গরীবের কুটীর পর্য্যন্ত এগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন পুস্তিকার রচয়িতার নাম অবশ্য প্রচার করা হইত। প্রিন নামে এক ব্যবহারজীবী নাট্যশালা, নটনটী প্রভৃতিকে আক্রমণ করিয়া এক পুস্তক লেখেন। ইহার পূর্ব্বে কখনো এ ধরণের বই লেখার জন্য কেহ দণ্ডভোগ করে নাই। কিন্তু লড ইহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। কোন একটি নাটকের ভূমিকায় রাণীর নামিবার কথা ছিল। প্রিন তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন এই অজুহাতে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আদালত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি হইতে চ্যুত হইলেন। লড তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করাইলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় পবিত্রতাবাদিগণের নিরাশ হওয়া স্বাভাবিক। মিল্টন গোঁড়া পবিত্রতাবাদিগণের দলভুক্ত ছিলেন না, তাহা তাঁহার "কোমাস" নাটক হইতে বুঝা যায়। কিন্তু এই নিরাশার সময়েই পবিত্রতাবাদিগণ এক অপূর্ব্ব জয়লাভ করিলেন। চার্লসের রাজত্বকালের তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর হইতেই পবিত্রতাবাদিগণের আমেরিকা গমন আরম্ভ হয় ও পরে তাঁহারা ঐ দেশে নিউ ইংল্যাণ্ড নামক রাষ্ট্র স্থাপন করেন।

লডের বিরুদ্ধে গোঁড়া পবিত্রতাবাদিগণের আন্দোলন।

মধ্যপন্থী পবিত্রতাবাদিগণের দ্বারা উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন।

ভার্জিনিয়ায় র‍্যালে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, উত্তর আমেরিকায় নিজেদের দাবী জানাইবার উহাই ইংরেজদের প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু উহা বিফল হয়। ইয়োরোপে তামাক ও আলুর প্রবর্ত্তন তাঁহার সমুদ্রযাত্রার ফলেই ঘটে। কিন্তু র‍্যালে ও তাঁহার সঙ্গীদিগের স্বর্ণতৃষ্ণা ও বাসিন্দাদিগের বিরোধিতার ফলে তাঁহারা ঐ প্রদেশের উপকূল হইতে তাড়িত হন, যদিও পরবর্ত্তী কালে উত্তর ক্যারোলিনার রাজধানীর নাম র‍্যালে রাখা হয়। প্রথম জেম্‌সের সময়ে চেসাপিকে প্রথম স্থায়ী উপনিবেশের পত্তন হয়, আর উহার মূলে ছিল শুধু পরিশ্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা। ১০৫ জন ঔপনিবেশিক প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করে; তন্মধ্যে ছয় জন মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও ১২ জন কৃষক। ইহাদের নেতা জন স্মিথ চেসাপিক্ উপসাগরের নিকটের স্থানসমূহ আবিষ্কার করেন এবং তিনিই দুর্ভিক্ষ ও আশঙ্কার সময়ে এই ক্ষুদ্র দলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া চালান। সোনার লোভ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে, এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেক ঔপনিবেশিককে প্রণালীবদ্ধভাবে জমি ভাগ করিয়া দিয়া পাঁচ বৎসরের সংগ্রামের পর ভার্জিনিয়ার ঐশ্বর্য্য করতলগত করেন। লোকেরা বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে ও শস্য রোপন করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজার নামে রাজধানীর নাম হয় জেম্‌স্‌টাউন; উহার রাস্তাতে পর্য্যন্ত তামাক চাষ করা হইল। পনের বৎসর পরে এই উপনিবেশে

ভার্জিনিয়ায় র‍্যালের উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা (১৬১০)

ভার্জিনিয়ায় জন স্মিথ ও তাঁহার দলের আগমন।

লোকসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার। ভার্জিনিয়ায় স্মিথের দল উপনিবেশ স্থাপন করিবার অল্প কয়েক বৎসর পরে যে সব নির্ব্বাসিত ব্যক্তি এলিজ্যাবেথের রাজত্ব-সময়ে হল্যাণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। নূতন দেশে দুঃখকষ্টের কথায় একটু ভয়ও ইঁহাদের মনে হইয়াছিল। হল্যাণ্ড হইতে সাউদহাম্পটনে ফিরিয়া আসিয়া ইঁহারা দুইটি ছোট জাহাজে চড়িয়া নূতন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। একটি জাহাজ প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু অন্যটি ৪১ জন ঔপনিবেশিক ও তাহাদের পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা ভঙ্গ করিল না। ইহাই প্রসিদ্ধ মেফ্লাওয়ার জাহাজ। উহার ওজন ছিল মাত্র ১৮০ টন। এই দল নিজেদিগকে পূর্ব্ব তীর্থযাত্রী (পিলগ্রিম ফাদার্স) নামে অভিহিত করিতে থাকে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে এই দল ম্যাসাচুসেট্সের অনুর্ব্বর উপকূলে অবতরণ করে। যে স্থলে তাহারা নামে তাহার নাম দেয় প্লিমাথ। বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া, তাহারা ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। দশ বৎসর পরে তাহাদের সংখ্যা হয় ৩০০। ছোট হইলেও উপনিবেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং জীবিকার্জ্জনের চিন্তা আর ছিল না। এই উপনিবেশ স্থাপিত হওয়া অবধি বিলাতী পবিত্রতাবাদিগণের দৃষ্টি এইদিকে পড়ে। চার্লসের রাজত্বের প্রথমভাবে প্লিমাথ ছাড়া আরো নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত বোষ্টনের বণিকগণ এবিষয়ে বিশেষ অর্থসাহায্য করে, সেজন্য উত্তরকালে ম্যাসাচুসেট্সের রাজধানীর নাম হয় বোষ্টন। চার্লস যখন তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিতে উদ্যত হন, তখন তিনি ম্যাসাচুসেট্সে উপনিবেশ স্থাপনের সনন্দ দান করেন। ইহা পবিত্রতাবাদিগণের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। স্বদেশে আইনসঙ্গত আন্দোলনে ব্যর্থকাম হইয়া তাহারা অবশেষে আমেরিকায় এক স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের ভূমি স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মহাসমিতির অধিবেশনের পরেই পবিত্রতাবাদীদের ঘরে ঘরে আটলাণ্টিকের অপর পারে বসতি স্থাপনের কথা আলোচিত হইল। তারপর এরূপভাবে পবিত্রতাবাদীদিগের স্রোত বাহিরে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, ইংল্যণ্ডে পূর্ব্বে আর সেরূপ কখনো দেখা যায় নাই। প্রথমে আমেরিকার স্যালেমের দিকে ২০০ জন যাত্রা করে। জন উইনথ্রপের নেতৃত্বে অতঃপর ৮০০ জন যায়। মহাসমিতির শেষ অধিবেশনের পর একবৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই আরো ৭০০ জন যাত্রা করিল। প্রথম দিক্‌কার ঔপনিবেশিকগণ ছিল ভাগ্যান্বেষী, দেউলিয়া বা অপরাধপ্রবণ লোক। কিন্তু মেফ্লাওয়ার জাহাজে পূর্ব্ব তীর্থযাত্রীগণের স্বভাব সেরূপ ছিল না। তাঁহারা গৃহস্থ ও শিল্পী ছিলেন। ইহার পর মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্পন্ন ও কৃতবিদ্য লোকেরা আমেরিকায় যাইতে আরম্ভ করিল। ব্যবহারজীবী, অক্সফোর্ডের পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক ইহাদের মধ্যে ছিল। লিঙ্কনশায়ার ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ধর্ম্মভীরু কৃষকগণও যাইতে লাগিল। নিপীড়নের প্রথম ভয়টা কাটিয়া গেলে উপনিবেশে যাত্রা মন্দা পড়িয়াছিল, কিন্তু যেই আবার লডের অত্যাচার দেখা দিল, দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাবাদিগণের গোঁড়ামি ও সংস্কারেরও উদ্ভব আমেরিকাতে হইল। ঔপনিবেশিকগণ অনেকটা যাজকতন্ত্রের (থিওক্রেসি) অনুরূপ

পূর্ব্ব তীর্থযাত্রিগণের আমেরিকায় পদার্পণ (১৬২০)।

পবিত্রতাবাদীদিগের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপন।

শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিল। নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। রোজার উইলিয়্যাম্‌স্ নামে এক যাজক তাঁহার মতের জন্য ঐ দেশ হইতে তাড়িত হইলেন। স্বদেশে যত ধর্ম্ম-নিপীড়ন বাড়িতে লাগিল, ঔপনিবেশিকদের গোঁড়ামিও তত বৃদ্ধি পাইল। এদিকে এক বৎসবে তিন হাজার নূতন ঔপনিবেশিক আসিয়া উপস্থিত হয়। উইনথ্রপ আসার পর দশ-এগারো বৎসরেব মধ্যে ২০০ জাহাজ ও ১০ হাজার ইংরেজ আটলাণ্টিক পার হইয়া আসে।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চার্লসের অর্থসচিব ওয়েষ্টনের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে মহাসমিতির কোন অধিবেশন না ডাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। রাজশক্তি ক্ষমতার উচ্চ-শিখরে অবস্থিত ছিল, আর্থিক বাধাসমূহ বিদূরিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি ও মিতব্যয়িতার ফলে এবং নানারূপ একচেটিয়া অধিকার দানে রাজকীয় ঋণ অর্দ্ধেক হইয়া যায় এবং আয়-ব্যয় সমতাপ্রাপ্ত হয়। চার্লসের আর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন ছিল না এবং অর্থসাহায্য ব্যতীত মহাসমিতির অধিবেশন ডাকার আবশ্যকতাও তিনি অনুভব করেন নাই। ধর্ম্মগত বিরোধিতার জন্য চিন্তা দূর হইয়াছিল; লড ধীরে ধীরে প্রটেষ্টাণ্ট-বিরোধিতা চাপিয়া ফেলিতেছিলেন অথবা উগ্র প্রটেষ্টাণ্টগণ নিজেরাই দেশ ছাড়িয়া যাইতেছিল। স্কটল্যাণ্ডে জেম্‌স-প্রবর্ত্তিত নীতি অনুসরণ করিয়া চার্লস ধর্ম্মগত ঐক্যবিধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। আয়ার্ল্যাণ্ডে ওয়েণ্টওয়ার্থ বশ্যতাপন্ন মহাসমিতি ও সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একমাত্র পররাষ্ট্রনীতি লইয়া চার্লস বিব্রত হন। জার্ম্মাণ প্রটেষ্টাণ্টদিগকে ইংলাণ্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মিলিত হইয়া সে কাজ করে। কিন্তু উভয়ের মিলন ইংলাণ্ডের পক্ষে চিন্তার বিষয়, কারণ ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন শত্রু। আর ওলন্দাজদের বাণিজ্যে সফলতা বিলাতী-বাণিজ্যের গতিরোধ করিতেছিল। উভয়ের নৌবাহিনী একত্র হইয়া ইংলিস চ্যানেল অবরোধ করিতে সমর্থ হইবে। এই সময়ে ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যে রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারার নানাবিধ সমঝোতার গুজব কানে আসিতে লাগিল। নীদারল্যাণ্ডের তীরে ফ্রান্সের আধিপত্য বাড়িবে, ইহা ইংরেজ রাষ্ট্র-নৈতিকগণের পক্ষে অসহ্য ছিল। ওয়েষ্টনের মত শান্তিকামী ব্যক্তিও এক শক্তিসম্পন্ন নৌবাহিনী সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্পেন ইহার জন্য কতকটা খরচ বহন করিতে প্রস্তুত ছিল, কারণ ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলাণ্ডের যুদ্ধ করায় স্পেনের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নৌবাহিনীর জন্য অর্থের প্রয়োজন, আর চার্লস যখন কিছুতেই মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে সম্মত নহেন, তখন অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নয় নামে এক ব্যবহারজীবী পুরাতন নথিপত্র ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, রাজ্যের বন্দরসমূহ পূর্ব্বে রাজার ব্যবহারের জন্য জাহাজ যোগাইত এবং উপকূলের নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ সেগুলি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিত। ইংল্যাণ্ডের যখন কোন স্থায়ী নৌবাহিনী ছিল না, এবং যখন বিভিন্ন বন্দর এইরূপে জাহাজ ধার দিলে মাত্র যুদ্ধ করা সম্ভব হইত, তখনকার এই প্রথাকে এখন অবলম্বন করিয়া বিনা খরচায় স্থায়ী নৌবাহিনী সৃষ্টির চেষ্টা হইল। জাহাজ না চাহিয়া এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে অর্থ চাওয়া হইতে লাগিল। ইহারই

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা (১৬৩৫)।

পররাষ্ট্রনীতিতে চার্লসের বিব্রত হইবার কারণ।

ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার চেষ্টায় চার্লস।

প্রাচীন ও নূতন জাহাজী-কর।

নাম জাহাজী-কর (শিপ-মানি)। লণ্ডন ও অন্যান্য সমুদ্রোপকূলস্থ সহর যেখানেই এই অর্থ দিতে অস্বীকার করিল, জরিমানা বা কারাদণ্ড দ্বারা তাহা আদায়ের চেষ্টা হইল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে সৃষ্ট এক নৌবাহিনী সমুদ্রে ভাসান হয়। কিন্তু স্পেন তাহার অঙ্গীকার পালন করিল না এবং চার্লস একাকী ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সাহস করিলেন না। ওয়েষ্টনের মৃত্যুর পর লড রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে তিনি চার্লসকে একাকী তাঁহার কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিলেন। নৌবাহিনী আরো বৃহৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত কর বহুলভাবে আদায় করিতে লাগিলেন। লড স্থির করিলেন এই করকে একটি স্থায়ী কর করিবেন এবং রাজার ইচ্ছানুসারে উহা সমগ্র দেশের উপর চাপান হইবে। এইরূপে ২½ লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা গেল। বিচারকগণ এই কর বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা মাত্র ওয়েণ্টওয়ার্থ আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে লডকে লিখিলেন যে "নৌবাহিনীর জন্য কর স্থাপন করা যদি রাজার পক্ষে অবৈধ না হয়, তাহা হইলে সৈন্যের জন্য কর বসানোও তাঁহার পক্ষে অবৈধ হইবে না। বিদ্রোহ-দমনের জন্য রাজার সৈন্য-সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তেমনি আক্রমণ-প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সেই সৈন্য দেশের বাহিরে পাঠাইবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। আর ইংল্যাণ্ডে যাহা আইন, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডেও তাহা আইন।" ওয়েণ্টওয়ার্থের ধারণা ছিল রাজা যদি কিছুকাল কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হন তাহা হইলে ততদিনে কর দেওয়া প্রজাদের অভ্যাস হইয়া যাইবে এবং তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

জাহাজী-কর বসানো সম্বন্ধে ওয়েণ্টওয়ার্থের মত।

নিউ ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকগণ।

জাহাজী-কর দ্বারা যে বিলাতী স্বায়ত্তশাসনের খর্ব্বতা সাধন করা হইতেছিল, ইহা বুঝিবার মত লোকের অভাব বিলাতে ছিল না। ফলে আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডে আবার ঔপনিবেশিকগণ দলে দলে যাইতে লাগিল। উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তিরা নূতন দেশে ভাগ্যান্বেষণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। লর্ড ওয়ারউইক কনেকটিকাট উপত্যকার অধিস্বামিত্ব লাভ করিলেন। কোন কোন ওমরাহ্ সপরিবারে আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা বাধা না দিলে অলিভার ক্রমওয়েল সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেন বলিয়া জনরব আছে। জন হ্যাম্পডেন নারাগানসেটে জমি ক্রয় করিয়াছিলেন।

বিলাতী স্বায়ত্তশাসন-সংগ্রামে জন হ্যাম্পডেন।

হ্যাম্পডেন প্রবীণ রাজভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দেশত্যাগ সামান্য কারণে ঘটিতেছিল বলা যায় না। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া পড়াশুনা ও ধর্ম্মচিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে রাজসভায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহারা বিলাতী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তিনি প্রথম হইতেই তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ২৬ বৎসর বয়সে ১৬২১ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে তিনি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার যোগ্যতার জন্য তিনি একেবারে নেতৃস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। ওমরাহ্-সভার সহিত বোঝাপড়ার দরকার হইলে বা অন্য গুরুতর বিষয়ে তাঁহাকেই ভার দেওয়া হইত। তিনি অচিরে এলিয়ট ও পিমের বন্ধুত্ব লাভ করিলেন। চার্লসের রাজত্বকালের প্রথম

দুই মহাসমিতিতে তিনি নির্ব্বাচিত হন, এবং দ্বিতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের শেষের দিকে তিনি ধীরতার সহিত অথচ সতেজে জোর করিয়া ঋণ আদায়ের প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া এরূপ কষ্ট দেওয়া হয় যে, তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এরূপ লোককে কারাগারের ভয় দ্বারা দমন করা যায় না। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যার বিতর্কে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পর তিনি নীরবে নিজ জমিদারিতে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন। বাহিরে শান্ত থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এলিয়টের মৃত্যুর পর পিম তাঁহার সহায় হইলেন। অলিভার ক্রমওয়েল ও অলিভার সেণ্ট জনের সহিত তাঁহার রক্তের সম্পর্ক ছিল। তাঁহার কন্যাদের বিবাহের ফলেও তিনি নূতন নূতন ওমরাহের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিযাছিলেন। অবশেষে একদিন এই সংবাদ আসিল যে হাই শেরিফ সার পিটার টেম্পলের উপর হুকুম হইয়াছে, তিনি বাকিংহাম জেলা হইতে ৪,৫০০ পাউণ্ড তুলিয়া দিবেন। এই বাকিংহামেই গ্রেট কিম্বল গ্রামে হ্যাম্পডেনের অধিকাংশ সম্পত্তি অবস্থিত ছিল। অল্পকাল পরে সকলে দেখিল যাহারা জাহাজী-কর দিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম রহিয়াছে হ্যাম্পডেনের (১৬৩৬)। হ্যাম্পডেনের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা। চার্লসও তাহাই চাহিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি গোপনে বিচারকদের মত লইলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মত দেন যে, রাজার দাবী আইনসঙ্গত। তখন চার্লস ইহা জনসাধারণের নিকট এই ভরসায় প্রকাশ করেন যে, সকল বাধা অপসারিত হইবে। কিন্তু সেদিন আর নাই। বিচারকগণ রাজভয়ে কতদূর ভীত এবং কোক ও ক্রুর ন্যায় স্বাধীনচেতা বিচারকগণের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা লোকেদের মনে ছিল। হ্যাম্পডেনের নিকট বিচারকদের বিচারের কোন মূল্য ছিল না, কিন্তু মহাসমিতির অধিবেশন বন্ধ, সেজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে সমগ্র দেশ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তর্কাতর্কিটা শুনিতে পায়। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল এবং তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল কেন তিনি কর দিবেন না তাঁহার কারণ প্রদর্শন করুন। হ্যাম্পডেনের এই বাধা দেওয়ার সংবাদে সমগ্র দেশে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

জাহাজী-কর দিতে অস্বীকৃত হ্যাম্পডেন বিচারকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইলে সমগ্র দেশে ঘোর উত্তেজনার সৃষ্টি (১৬৩৯)।

ঠিক এমনি সময়ে স্কটল্যাণ্ডের বিরোধিতার খবর আসিল। জেম্‌স্ সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি একের পর অন্য অত্যাচারে স্কটল্যাণ্ড জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। বেদী হইতে কিঃ প্রচার করা হইবে তাহা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্বাধীনচেতা যাজকগণকে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছিল। স্কট জেনারেল এসেম্‌ব্লি রাজার নিকট আনুগত্য স্বীকার করে। বিশপদিগকে মানিয়া লইতে ধর্ম্মসম্প্রদায় বাধ্য হয়। ধর্ম্মগত ব্যাপারে হাই কমিশনারগণকে লইয়া গঠিত এক বিচারালয় রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। জেম্‌স্ এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। প্রথম প্রথম চার্লসও এই পথ অবলম্বন করেন। লড জেম্‌সের নিকট স্কট কার্কেকে ইংল্যাণ্ডের গির্জ্জার অনুরূপ করিবার

স্কটল্যাণ্ডের বিরোধিতা।

অনুরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। কিন্তু জেম্‌সের মৃত্যুর পর লডের প্রভাবে চার্লস ক্রমে স্কট ধর্ম্মসম্প্রদায়ে গুরুতর পরিবর্ত্তনসমূহ সম্পাদন করিতে থাকেন। তাহার মধ্যে জেনেভার আদর্শে নক্স কর্ত্তৃক অনূদিত বাইবেলের স্থলে রাজ-অনুমোদিত এক নূতন প্রার্থনা পুস্তকের প্রবর্ত্তন প্রধান। নক্সের পুস্তকই সমগ্র স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল। আর জেনারেল এসেম্‌ব্লির সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়াই নূতন অনুবাদ লড রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রবর্ত্তনের অর্থ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন। রাজা স্বয়ং সমর্থন করিলেও এই নূতন করিয়া স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ স্কটল্যাণ্ডের সহ্য হইল না। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যণ্ডবাসী যখন হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তখন চার্লস এডিনবরার যাজকগণকে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গির্জ্জার কাজ চালাইতে বাধ্য করিলেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে সেণ্ট জাইল্‌স্ নামক এক গির্জ্জায় যেই নূতন পুস্তক খোলা হইল, অমনি সমবেত জনগণের মধ্যে প্রথমে আপত্তিধ্বনি উত্থিত হইল, পরে সেখানে রীতিমত এক দাঙ্গা হইয়া গেল। গির্জ্জাগৃহ হইতে দাঙ্গাকারিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া উপাসনার কাজ শেষ হইল বটে, কিন্তু জনগণের অসন্তোষে ভীত বিচারকগণ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নূতন পুস্তক কিনিবার জন্য, ব্যবহারের জন্য নহে, রাজা হুকুম দিয়াছেন। অমনি উহার ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেল। চার্লস ক্রুদ্ধ হইয়া উহার পুনঃ প্রচলনের আদেশ দিলে স্কটল্যাণ্ডের সকল স্থান হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হইল। নূতন প্রার্থনা পুস্তক জেনারেল এসেম্‌ব্লির অনুমোদিত নহে বলিয়া একটি গির্জ্জায় যাজকেরা উহা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের দেশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় স্বাধীন, উহার স্বাধীনতা কেহ খর্ব্ব করিতে পারিবে না। এই সকল আন্দোলনের ফল ইংল্যণ্ডেও দেখা গেল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এক পুস্তিকা প্রচারের জন্য লড কর্ত্তৃক প্রিন্ কারাগারে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি অত সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। কারাগারে বসিয়া তিনি বিশপ ও ওমরাহ্‌দিগকে গালি দিয়া এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অন্য একজন কারাবাসী ও তাঁহার পুস্তকে নূতন যাজক ও ধর্ম্মব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটূক্তি সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই দুইজনকেই কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। প্রিনকে যখন কারাগারে লইয়া যাওয়া হয় তখন এক লক্ষ লোক লণ্ডনের রাস্তায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বাছিয়া নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে লড বিচারার্থ ষ্টার চেম্বারে প্রেরণ করেন এবং পবিত্রতাবাদীদের মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনসমূহ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধ মনোভাব এবং হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমাই এই সময়ে সর্ব্বাধিক জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। একজন সামান্য প্রজা যে রাজার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে লড়িবার সাহস পাইবে, ইহা ওয়েণ্টওয়ার্থের সহ্য হইতেছিল না; কিন্তু সমগ্র ইংল্যণ্ড হ্যাম্পডেনকে অন্য চোখে দেখিতেছিল। তাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার উপরেই সকল ভরসা স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বারো দিন ধরিয়া বিচারকগণের সম্মুখে নানা যুক্তি উদ্ঘাটিত হইতেছিল। হ্যাম্পডেনের

স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজানুমোদিত পদ্ধতি চালাইতে অস্বীকার (১৬৩৭)।

ইংল্যণ্ডে স্কট-আন্দোলনের প্রভাব।

জাহাজী-করবিষয়ক হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব;

উকীলেরা প্রমাণ করিলেন যে, জাহাজী-কর অবৈধ। মোকদ্দমার রায় মূলতুবী থাকে। কিন্তু উহার আলোচনার ফল শুধু ইংল্যণ্ডে নয়, স্কটল্যাণ্ডেও দেখা গেল। নূতন প্রার্থনা-পুস্তক রদ্ করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড হইতে বহু আবেদন-পত্র আসিয়াছিল, তাহার উত্তরে চার্লস হুকুম জারি করিলেন যে, এডিনবরা হইতে সকল বিদেশীকে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এডিনবরার রাজসভা এই হুকুম অনুসারে কাজ করিতে সমর্থ হইল না। একদল প্রতিনিধি সমবেত হইয়া অনবরত রাজার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চার্লস তাঁহাদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে ও প্রার্থনা-পুস্তক স্বীকার করিয়া লইতে আদেশ দিলেন, আর জুন মাসে হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমার রায় বাহির হইল। দুইজন বিচারক মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে মত দিলেন, তিনজন আইনঘটিত ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত সম্মতি দেন, কিন্তু অধিকাংশ অর্থাৎ সাতজন এই নীতি প্রচার করিলেন যে, করসম্বন্ধে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহাসমিতি প্রণীত কোন আইনের দোহাই খাটিবে না। বিচারক বার্কলির মতে আইন রাজা হইতে পারে না, রাজাই আইন। প্রধান বিচারপতি ফিঞ্চ সকলের মত সংক্ষেপে এইরূপে ব্যক্ত করেন। রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত রাজার যে ক্ষমতা আছে তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবার জন্য মহাসমিতি আইন প্রণয়ন করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। রাজা তাঁহার প্রজাদের উপর হুকুমজারি করিবেন না, তাহাদের শরীর, সম্পত্তি এমন কি অর্থের উপর তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না, মহাসমিতি-প্রণীত এরূপ আইন বাতিল আইন, কারণ মহাসমিতির কোন আইনেই তাঁহার ক্ষমতার ইতর-বিশেষ ঘটাইতে পারা যায় না।

এবং বিচারকগণের রায় (১৬৩৮)।

এইরূপে চার্লস জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ওয়েণ্টওয়ার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই মোকদ্দমার দ্বারা সমগ্র ইংল্যণ্ডের মন বিচলিত হইয়াছে। সেইজন্য তিনি আয়ার্ল্যণ্ড হইতে ক্রুদ্ধ হইয়া লিখেন যে, হ্যাম্পডেন ও তাঁহার সঙ্গীদিগের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে ভয়ের কোন কারণ থাকিত না। পবিত্রতাবাদিগণ যে ধীরে ধীরে আসন্ন ঝটিকার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা এই সময়ে মিল্টনের লিখিত 'লিসিডিয়াস' প্রভৃতি হইতেও বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহারা হঠাৎ কোন কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, রাজার চারিদিকে এরূপ বিপদ্‌রাশি ঘনাইয়া আসিতেছে যে, একদিন তাঁহাকে জনগণের সাহায্য চাহিতে হইবে। ইংল্যণ্ডবাসী যখন হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমার বিচার-ফল শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তখন স্কটল্যাণ্ডের নিকট এই দাবী করা হয় যে, তৎক্ষণাৎ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে সমুদায় প্রতিবাদকারী একত্র হইয়া ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এক শপথ করেন। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মেরি যখন ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং স্পেন তাহার আর্ম্মাদা প্রস্তুত করিতেছিল, তখন স্কট প্রটেষ্টাণ্টগণ যে শপথ করে ইহাও তদ্রূপ। তাহারা সমুদায় বিরুদ্ধ শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ধর্ম্মরক্ষার অঙ্গীকার করে। এই শপথ গ্রহণ মাত্র সমগ্র দেশে যেন এক নব বলের সঞ্চার হয়। ধর্ম্মের নামে লোকে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উন্মত্ত হইল। শপথগ্রহণকারিগণ এই সর্ত্তে রফা করিবার জন্য সম্মত হইল যে, হাই কমিশন বিচারালয় রহিত, নূতন প্রার্থনা পুস্তক অপসৃত,

চার্লস্ মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেও ইংল্যণ্ডবাসীর চিত্তবিক্ষোভ।

ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত স্কট প্রতিবাদকারিগণের একত্রে শপথ গ্রহণ।

বিরোধীদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে চার্লসের যুদ্ধ-ভয় প্রদর্শন।

স্বাধীন মহাসমিতি ও স্বাধীন জেনারেল এসেম্ব্লি স্বীকৃত হইবে। চার্লস তাহাতে যুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। চার্লসের অর্থবল ও লোকবল এরূপ ছিল না যে, তিনি সহসা নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন এই অঙ্গীকার দিয়া তিনি স্পেনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। এডিনবরা অধিকার করিবার নিমিত্ত দুই হাজার সৈন্য ফ্ল্যাণ্ডার্সে সংগ্রহ করিবার চেষ্টাতেও সফল হইতে পারিলেন না।

যুদ্ধের জন্য স্কটদের উদ্যোগ।

ক্যাথলিকদের সংগৃহীত সামান্য অর্থসাহায্য লইয়া চার্লস স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-তরণী সাজাইবার পূর্ব্বেই স্কটগণ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। যে সকল সৈন্য 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে' গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া যোগ দিল। স্কটেরা নিজে হইতে কর চাপাইয়া যুদ্ধের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিল। অগত্যা তখনকার মত স্কটেরা যাহা দাবী করিয়াছিল রাজা তাহা দিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জেনারেল এসেম্ব্লির বৈঠক বসিল গ্লাসগোতে। শপথ-গ্রহণকারিগণ উহাতে বিশপদিগকে অপসৃত করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিবামাত্র চার্লস উহা ভঙ্গ করিবার আদেশ দেন, কিন্তু ভোট লইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহারা সভার কার্য্য চালাইতে থাকে। স্কটল্যাণ্ডে প্রেস্‌বিটারিয়ান্ ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা নিরস্ত হয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতী মহাসভা ঘোষণা করে যে, জাতীয় ধর্ম্ম স্থির করিবার অধিকার জনগণের আছে। এক্ষণে স্কটগণও সেই অধিকার দাবী করিয়া বসিল। কিন্তু চার্লস তাহা অগ্রাহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ওয়েণ্টওয়ার্থ এবং লডও তাঁহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে থাকেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রামে স্কটল্যাণ্ড জয়লাভ করিলে ইংল্যাণ্ডের কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে; এবং তাহার পর আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা অটুট রাখা সম্ভবপর হইবে না। বস্তুত, ইংরেজরা স্কটল্যাণ্ডের সংগ্রামের ফলাফল দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, পবিত্রতাবাদীদিগের সহিত স্কট বিরোধিগণের যোগাযোগ ঘটে। এই সন্দেহবশতই লড ও ওয়েণ্টওয়ার্থ স্কটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য চার্লসকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু চার্লস নিজে স্কট, তাঁহার পক্ষে সহসা স্কটদিগকে আক্রমণ করার প্রবৃত্তি না হওয়া স্বাভাবিক। তিনি আশা করিয়াছিলেন, স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন স্থলে তিনি সহায়তা লাভ করিবেন; আর ফোর্থ উপসাগরে যুদ্ধতরণীর সমাবেশ করিয়া বিনাযুদ্ধে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবেন। ইয়র্কে তাঁহার ২০,০০০ সৈন্য সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সত্য সত্য আক্রমণ ছিল না, ছিল শক্তিপ্রদর্শন। স্কটরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে।

রাজার আদেশ অমান্য করিয়া স্কটগণ নিজ দেশে প্রেস্‌বিটারিয়ান্ ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে।

সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্কটগণ কয়েকটি স্থান অধিকার করিবামাত্র চার্লস কর্ত্তৃক স্কটগণের দাবীপূরণ (১৬৩৯)।

চার্লসের যুদ্ধসজ্জার সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহারা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এডিনবরা, ডামবারটন ও ষ্টার্লিং অধিকার করে এবং এবার্ডিনে প্রবেশ করিয়া রাজপক্ষীয় হাণ্টলিকে বন্দী করিল। এইরূপে চার্লস ভাল করিয়া প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই স্কটগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সংখ্যায় চার্লসের সৈন্য স্কট সৈন্যের অপেক্ষা বেশী হইলেও, তাহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। রাজা বাধ্য হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং স্বাধীন মহাসমিতি এবং স্বাধীন এসেম্ব্লি স্থাপনের অনুমতি দিলেন। বিদ্রোহী প্রজাগণ এইরূপে জোর

করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া লইলেও তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না। ওয়েন্টওয়ার্থকে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্কটেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, চার্লসের সন্ধির চেষ্টা আন্তরিক নহে, ওয়েন্টওয়ার্থকে আহ্বান করায় তাহা আরো স্পষ্ট হইল। স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের যখনই বিবাদ বাধিয়াছে তখনই স্কটরা ফরাসীদের সাহায্য চাহিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য চার্লস তখন পর্য্যন্ত স্পেনরাজের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। এই সময়ে ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এক স্পেনিশ নৌবাহিনী বৃটিশ বন্দর ডোভারে আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্পেন বন্ধুতার দোহাই দিয়া ইংল্যাণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করে। চার্লস সুযোগ বুঝিয়া রিশেলুকে এই প্রস্তাব ও অঙ্গীকার প্রেরণ করেন যে, ফ্রান্স যদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য-প্রাপ্তিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে স্পেনিশ নৌবাহিনীসমূহ ফ্রান্স ধ্বংস করিলে তিনি তাহাতে বাধা দিবেন না। রিশেলু বলিলেন যে, যদি চার্লস আগে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করিবেন। ইতিমধ্যে চার্লসের নিষেধ সত্ত্বেও ওলন্দাজগণ স্পেনিশ নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। বলা বাহুল্য, ইহাতে ফ্রান্স ও তাহার মিত্র হল্যাণ্ডের প্রতি চার্লসের বিরক্তি ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। তাহা বুঝিয়া রিশেলু স্কটদিগের সহিত সাহায্যের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন।

স্কটদের রাজাকে অবিশ্বাস এবং ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

ফ্রান্সের সহিত স্কটল্যাণ্ডের চিঠিপত্র ধরা পড়ায় চার্লস এই ভাবিয়া খুসী হইলেন যে, স্কটল্যাণ্ডের এই বিদ্রোহিতার কথা জানিতে পারিলে ইংরেজগণ তাঁহার সহায় হইবে। তিনি এক্ষণে ওয়েন্টওয়ার্থকে ষ্ট্র্যাফোর্ডের আর্ল করিয়া দিয়া স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিয়া স্কট চিঠিপত্র প্রকাশ করা হইলে মহাসমিতি যে স্কটদের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। ষ্ট্র্যাফোর্ড আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়া প্রভূত অর্থ ও ৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহাসমিতির উভয় শাখার অধিবেশন বসিল। কিন্তু স্কট চিঠিপত্র প্রকাশ করিয়াও কোন ফল হইল না। হ্যাম্পডেন বা পিমের মত লোককে ভুলানো সহজ নহে। মহাসমিতির প্রত্যেক সভ্য জানিতেন যে, স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড বিরোধী হইতে পারে না। ইহারা স্কট চিঠিপত্র বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইলেন যে, কোন প্রকার অর্থসাহায্য করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগসমূহ দূর করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধর্ম্ম, সম্পত্তি ও মহাসমিতি স্বাধীন ও নিরাপদ্ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা অর্থসাহায্যের কথা কানে তুলিবেন না। চার্লস জাহাজী-কর প্রত্যাহার করিবেন এই প্রতিশ্রুতিও তাঁহাদের টলাইতে অসমর্থ হইল। মহাসমিতি তিন সপ্তাহ বসিবার পর চার্লস উহার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই মহা-সমিতি হ্রস্ব মহাসমিতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মহাসমিতিকে আহ্বান করায় জনগণের মনে এই আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, এগারো বৎসর পরে যথেচ্ছাচার শাসন-ব্যবস্থার অবসান হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে আশা বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং ইংল্যাণ্ডবাসীর মনে

স্কট চিঠিপত্র প্রকাশ করিয়া ইংল্যাণ্ডবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য চার্লসের ব্যর্থ চেষ্টা।

হ্রস্ব মহাসমিতি (১৬৪০)।

ঘোর নৈরাশ্য দেখা দিল। কিন্তু চার্লস শীঘ্রই স্কটল্যাণ্ডের হাতে সাজা পাইলেন। ষ্ট্র্যাফোর্ড সৈন্য লইয়া স্কটল্যাণ্ডে অভিযান করিবার পূর্ব্বেই স্কট সৈন্যগণ বিলাতী মাটিতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ করিল। চার্লস স্কটদের সহিত সন্ধির কথা চালাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইংল্যণ্ডেও তখন বিদ্রোহ আসন্ন। রাজকোষ শূন্য, লণ্ডন বা ভারতগামী বণিক্ রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে। ষ্ট্র্যাফোর্ড তীব্র ব্যবস্থা অবলম্বনের উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু চার্লস জানিতেন তাহাতে কোন ফল হইবে না। অবশেষে ওমরাহ্‌দেরও সহানুভূতি না পাইয়া তিনি লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে মহাসমিতির শাখাদ্বয়কে আবার আহ্বান করিলেন।

চার্লস বাধ্য হইয়া স্কটের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন।

এই সময়ে স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা লড়িতেছিলেন, পিম তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি চার্লসের রাজত্বকালে প্রথম মহাসমিতিতেই নেতৃত্ব করেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিয়া তিনি দেশ-হিতৈষিতার জন্য বন্দী হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমিতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ও জনগণের দূতরূপে জেমস্ কর্ত্তৃক সম্মানের সহিত অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কোক ও এলিয়টের মৃত্যুর পর এবং ওয়েণ্টওয়ার্থ রাজপক্ষে যোগদান করাতে মহাসমিতিতে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে হয়। তিনি ধীরভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যেদিন স্বাধীনতার জয় হইবে। তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে সেদিন আসিবে। পিম বক্তৃতাশক্তিতে এলিয়ট বা ওয়েণ্টওয়ার্থের সমকক্ষ ছিলেন না সত্য, কিন্তু কোন দলকে পরিচালনা করিবার পক্ষে সুযুক্তিপূর্ণ ও ধীর বক্তৃতা দিতে তাঁহার মত কেহই পারিত না। এক কথায় বলা চলে, মহাসমিতির কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার যোগ্যতা খুব বেশী ছিল। মহাসমিতিতে সমবেত পাঁচশত লোকের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই দূরদৃষ্টি ছিল সমুদায় সমস্যার কথা পূর্ব্ব হইতে ভাবিবার। তিনি আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন কি ভাবে তাহাদের সমাধান হইবে। মহাসমিতি যে রাজার সহিত শক্তি-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আর ইহাও তিনি জানিতেন যে, এই শক্তি-পরীক্ষায় ওমরাহ্-সভা জন-সভার প্রতিবন্ধকতা করিবে। দুই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন সভার মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইলে তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কোন আইনে নির্দ্দেশ করা ছিল না। সেজন্য এই সম্ভাবনায় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিন্তু এবিষয়ে পিমের জ্ঞান ও বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য ছিল। ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম বুঝিতে পারেন যে, জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে মহাসমিতির মূল্য রাজার অপেক্ষা বেশী এবং মহাসমিতির দুই শাখার মধ্যে বস্তুত জন-সভাকেই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহার পর যে বিরোধ আরম্ভ হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র এই দুই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। চার্লস মহাসমিতির সম্মতি অনুসারে কাজ করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি এই অস্বীকারকে রাজপদত্যাগের সামিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত শাসন-ক্ষমতা মহাসমিতির উভয় শাখা পরিচালনা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ওমরাহ্‌গণ কাজে বাধা দিতে গেলে তাঁহাদের এই সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন

জন পিম কর্ত্তৃক জন-সভার নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ।

পিমের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রনৈতিক দূরদৃষ্টি।

রাজা, মহাসমিতি ও জন-সভার স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক পিমের মতামত।

যে, জন-সভার সভ্যগণ একাকী রাজ্যরক্ষা করিবে। আজিকার দিনে এই সব কথায় নূতনত্ব কিছুই নাই, এই সকল নীতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পিমের সময়ে এইরূপ চিন্তা করাও দ্রোহের তুল্য ছিল। অথচ পিম নিজে উগ্রপন্থী বা বিদ্রোহী ছিলেন না। পরিশ্রমে, সঙ্ঘগঠনে, বুদ্ধিমত্তায় ও ধীর প্রকৃতিতে তাহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহ। শত্রুরা তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিত 'রাজা পিম।' নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তিনি হ্যাম্পডেনের সহিত ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ইংল্যাণ্ডবাসীকে তাহাদের বিষম রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র ইংল্যাণ্ড নির্ব্বাচনের নামে জাগরিত হইয়া উঠিল। নিউ ইংল্যাণ্ডে পবিত্রতাবাদী ঔপনিবেশিকগণের গমন একেবারে থামিয়া গেল। সকলের মনে এক নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। প্রত্যেক গির্জ্জার বেদী হইতে পবিত্রতাবাদিগণ দেশব্যাপী অসন্তোষের কথা প্রচার করিতে লাগিল এবং সহসা রাশি রাশি রাজনৈতিক পুস্তিকা বিতরিত হইল।

দীর্ঘ মহাসমিতির অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টারে মহাসমিতির অধিবেশন বসিল। প্রত্যেকের নিকট তাহার বরো বা জেলার অভাব-অভিযোগসম্পর্কিত এক আবেদনপত্র ছিল। নাগরিক ও চাষিগণ দলে দলে এইরূপ আবেদন-পত্র আনিতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহ ধরিয়া শুধু এই সকল আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইল এবং এগুলিকে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত চল্লিশটি সমিতি নিযুক্ত হয়। ইহাদের বিবরণী ভিত্তি করিয়া মহাসমিতি ব্যবস্থা করিবে, স্থির হয়। ইহার পরে যাহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিল জন সভা তাহাদের বিচার আরম্ভ করে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, রাজাকে রেহাই দেওয়া হইবে। যে সকল কর্ম্মচারী বিভিন্ন জিলায় নিযুক্ত ছিল তাহাদের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জন-সভার নিকট উপস্থাপিত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু জন-সভা শুধু এই সব নিম্নতন কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছুক ছিল না, যে সকল ব্যক্তি উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং যাঁহাদের পরামর্শে যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্র চলিয়াছে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য জন-সভা কৃতসংকল্প হয়। তাহাদের প্রথম আঘাত গিয়া পড়িল রাজার মন্ত্রীদের উপর। ইঁহাদের মধ্যে আবার জনসাধারণের বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল ষ্ট্র্যাফোর্ডের বিরুদ্ধে। ইঁহাকে তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল না। ষ্ট্র্যাফোর্ড নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারেন নাই, এমন নয়, কিন্তু রাজাদেশে তাঁহাকে মহাসমিতিতে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি নিজে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই, স্কটল্যাণ্ডের সহিত চিঠি চালাচালি করায় দ্রোহের অপরাধে মহাসমিতির নেতৃবর্গকে অভিযুক্ত করিবেন, স্থির করিলেন। মহাসমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবার সাতদিন পরে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন। পরদিন নিজে তিনি চার্লসের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, মহাদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া পিম ওমরাহ্‌দিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ১১ই নবেম্বর প্রাতঃকালে জন-সভা-গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া পিম ৩০০ সভ্যের ভোটের সাহায্যে ষ্ট্র্যাফোর্ডের নামে অত্যভিযোগ পাশ করাইয়া ওমরাহ-সভার

মহাসমিতিতে প্রতিনিধিগণের দ্বারা আনীত আবেদন-পত্র-সমূহ বিচার করিবার জন্য চল্লিশটি সমিতির নিয়োগ (১৬৪০)।

ষ্ট্র্যাফোর্ডের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ এবং মন্ত্রীদিগের পতন।

অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ষ্ট্র্যাফোর্ড মহাসমিতিতে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহার তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে শান্তি-রক্ষকদের হেফাজতে দেওয়া হইল। ইহার পর রাষ্ট্রসচিব উইণ্ডব্যাঙ্কের নামে অত্যাচারের অভিযোগ আনামাত্র তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। প্রধান বিচারপতি ফিঞ্চও রেহাই পাইলেন না। অত্যভিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হইল। ডিসেম্বর মাসে স্বয়ং লড শান্তিরক্ষকের হাতে অর্পিত হন। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সার রবার্ট বার্কলিকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। ইনি জাহাজী কর আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহাসমিতির অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রিন ও তাঁহার সহযোগীদিগকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। সমগ্র লণ্ডন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে।

মহাসমিতির কার্য্য: শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন (১৬৪১);

এইরূপে দেখা যাইবে যে, চার্লস-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থা মহাসমিতি একেবারে বাতিল করিয়া দিল। রাজার ব্যবহারেও সহসা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। জন-সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও তিনি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারই চোখের সাম্‌নে একে একে তাঁহার বে-আইনী কাজসমূহ নিষ্ফল করা হইল। জাহাজী-কর আইনসঙ্গত নহে বলিয়া ঘোষিত হয়। হ্যাম্পডেনের মোকদ্দমার রায় বাতিল হইয়া গেল। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে এক বিল পাশ করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, "মহাসমিতির অধিকাংশের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রজার আমদানি বা রপ্তানি দ্রব্যের উপর কোন প্রকার শুল্ক বসান যাইবে না, এই প্রাচীন অধিকার বহাল থাকিবে। এক ত্রৈবার্ষিক বিল পাশ করিয়া ব্যবস্থা হইল যে, অন্তত তিন বৎসর পর মহাসমিতির অধিবেশন হইবেই এবং রাজা যদি নির্ব্বাচনের জন্য কোন আদেশ জারি না করেন, তাহা হইলে তিন বৎসর অন্তে নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে।"

ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারে মহাসমিতি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাসমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রক্ষণশীল ছিলেন। এলিজ্যাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাই তাঁহারা অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং লড ও তাঁহার সহকারিগণ যে সকল নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন সেগুলি হইতে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মকে মুক্ত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রত্যেক জিলায় এক কমিশন পাঠান হয়। ইহাদের কাজ হইল যাহা কিছু পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারমূলক তাহাই বিদূরিত করা। জন-সভাও ওমরাহ্-সভার অধিকাংশ ব্যক্তি ঘোরতর কোন পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কাহারো মনে কোনপ্রকার সন্দেহ ছিল না। আর মহাসমিতি ধর্ম্মবিষয়ক সমস্যা আলোচনার জন্য একটি সমিতিও নিযুক্ত করিয়াছিল। জন-সভার সভ্য এবং বাহিরের জনসাধারণ সকলের মনেই এই ধারণা জন্মে যে, যাজকদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য কমাইতে এবং তাঁহাদের বিচারালয়ের এলাকা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। যাজকেরা নিজেরাই এবিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। লিঙ্কনের বিশপ উইলিয়্যাম্‌স একটি সংস্কারের খস্‌ড়াও প্রস্তুত করেন। কিন্তু মহাসমিতির সদস্যগণের

নিকট উহা সন্তোষজনক হয় নাই। এই সকল সংস্কার ছাড়া পিম দাবী করিলেন যে, সাংসারিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে যাজকগণ পৃথক্ থাকিবেন এবং বিশপগণ ওমরাহ্-সভা হইতে অপসৃত হইবেন। এইরূপ দাবীর কারণ এই যে, ওমরাহ্-সভায় বিশপের সংখ্যা অনেক ছিল এবং তাঁহারা রাজশক্তির এরূপ বাধ্য ও সমর্থক ছিলেন যে, ওমরাহ্-সভার পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করা সম্ভবপর হইত না। জন-সভার অধিকাংশ এই প্রকার সংস্কার চাহিতেছিলেন, কিন্তু লডের অত্যাচারের ফলে দেশের মধ্যে কার্টরাইটের মতামত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোক প্রেস্‌বিটেরিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ইহার প্রভাব লণ্ডনে ও পূর্ব্বাঞ্চলসমূহে বেশী ছিল। মহাসমিতিতে ইহার প্রতিনিধিগণ অধিকতর সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাসমিতিতে আরো একটি দলের প্রতিনিধি প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ ও লডের অনুবর্ত্তিগণের প্রতি সমভাবে বিদ্বিষ্ট থাকিয়াও আপাতত প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌দের পক্ষই সমর্থন করিলেন। যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে প্রেসবিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের পোষকতা হইতেছিল। উভয় দেশের মিলনের পক্ষে ইহা সেতুস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে নানা-ভাবে প্রেসবিটেরিয়ান্‌গণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও মহাসমিতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাঠামো-আইনে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অনিচ্ছুক ছিল। মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধর্ম্মবিষয়ক সমিতি উহার বিবরণীতে পিমের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ অনুমোদন করিল এবং ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে ওমরাহ্-সভা হইতে বিশপদিগকে অপসৃত করা বিষয়ক বিল জন-সভা পাশ করিল।

বিলাতে প্রেস্‌বিটেরিয়ান মতের প্রাধান্য।

ওমরাহ্-সভা হইতে বিশপদিগকে অপসৃত করিবার বিল জন-সভায় পাশ (১৬৪১)।

এ পর্য্যন্ত এইসকল পরিবর্ত্তন চার্লসের মনঃপূত না হইলেও তিনি কোনপ্রকার আপত্তির লক্ষণ দেখান নাই। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ষ্ট্র্যাফোর্ডের জীবন রক্ষা করা। কিন্তু তিনি তাঁহার অত্যাভিযোগে কোন বাধা দিলেন না। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। জন-সভার সকল সভ্য অত্যভিযোগ সমর্থনের জন্য আগমন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মহা উত্তেজনা দেখা যায়। পনের দিন ধরিয়া ষ্ট্র্যাফোর্ড সাহস ও বুদ্ধিচাতুর্য্যের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় সভার অনেকে অশ্রুবর্ষণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা বিচার-কার্য্যে বাধা জন্মিল। ষ্ট্র্যাফোর্ডের অত্যাচার ও সুশাসনের অভাব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না, কিন্তু ঠিক মহাদ্রোহ প্রমাণ করা কঠিন হইল। ইংল্যণ্ডের আইনে মহাদ্রোহ বলিতে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা তাঁহাকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প বুঝায়, কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কেহ শত্রুতা করিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা আইনে নাই। প্রমাণের অভাব ছিল না বলিয়া পিম নিঃসন্দেহ থাকিলেও কোন ফল হইল না। তখন জন-সভা দ্রোহ-অপরাধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার এক বিল (বিল অব্ এটেইণ্ডার) আনয়ন করিল। ২১শে এপ্রেল জনসভা উহা ২০৪ : ৫৯ ভোটে পাশ করে। আর ২৯শে তারিখে ওমরাহ্-সভা তাহাতে সম্মতি দেয়। এইরূপে ইংল্যণ্ডের স্বাধীনতার শত্রুকে জন সাধারণের প্রতিনিধিগণ শাস্তি দান করিতে সমর্থ হইল।

ষ্ট্র্যাফোর্ডের বিচার ও শাস্তি।

পূর্ব্বপরামর্শদাতা-দিগকে অপসৃত করিয়া রাজার সহিত রফা করিবার জন্য মহাসমিতির নেতা-দিগের বৃথা চেষ্টা।

পিম ও হ্যাম্পডেন রাজার সহিত একটা রফা-নিষ্পত্তির জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন চার্লসের পরামর্শদাতাদিগকে অপসৃত করিতে পারিলে আর কোন গণ্ডগোল থাকিবে না। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে চার্লস সম্মত হইলেন যে, মহাসমিতির নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদিগের হাতে রাজ্য-পরিচালনার ভার অর্পণ করিবেন। তন্মধ্যে পিম অর্থসচিব হইবেন এবং হ্যাম্পডেন রাজপুত্রের ভার গ্রহণ করিবেন, স্থির হইল। পররাষ্ট্র-নীতিতে রিশেলু ও হল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী রক্ষা ও চার্লসের কন্যার সহিত হল্যাণ্ডের রাজপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। চার্লস এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি এই সমুদায়ে সম্মতি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ত্ত ছিল এই যে, ষ্ট্র্যাফোর্ডকে প্রাণদান করা হইবে ও গুরুতর ধর্ম্মবিপ্লব আনয়ন করা হইবে না। যাঁহাদের হাতে রাজ্যচালনার ভার দেওয়ার কথা হয়, তাঁহাদের একজনের মৃত্যু হইলেও মহাসমিতির নেতাদের ভরসা ছিল যে, তাঁহারা রাজার পরামর্শ-সভায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এদিকে চার্লস অন্যপ্রকার মৎলব করিতেছিলেন। প্রাথমিক ভয় দূর হইয়া গেলে রাজসভাসদ্‌গণ আসিয়া আবার সমবেত হইলেন। রাণী নিজে ফরাসী। স্বামীর অপমানে এবং ক্যাথলিকদের নিপীড়নে তিনি রাজাকে দৃঢ়তার সহিত রাজ্যশাসন করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে ষ্ট্র্যাফোর্ডের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইতে স্বীকৃত হইল না। স্কটল্যাণ্ডে ওমরাহ্‌দের মধ্যে যে সাময়িক মিলন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার স্থলে শীঘ্রই আবার পরস্পর বিদ্বেষ দেখা দিল এবং কেহ কেহ গোপনে চার্লসকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। স্কটজাতীয় সৈন্যদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইতেছে, এই অজুহাতে ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। উহাদের কোন কোন কর্ম্মচারী এই অসন্তোষে ইন্ধন দিয়া চার্লসকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি এই সৈন্যের সাহায্যে ষ্ট্র্যাফোর্ডকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের ভরসা ছিল যে, ষ্ট্র্যাফোর্ডের নেতৃত্বে সৈন্যগণ চার্লসকে মহাসমিতির নাগপাশ হইতে রক্ষা করিবে। চার্লস নিজে এই সব ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন না। কিন্তু ইহা গোপন রাখিলেন এবং মহাসমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা পিমের জানিতে বাকী রহিল না। পিম দেখিলেন বিপদ্। মহাসমিতির ঐক্য বুঝি রক্ষা করা দুষ্কর হয়। বিশপদিগকে ওমরাহ্-সভা হইতে অপসৃত করিতে জন-সভা যে বিল ওমরাহ্-সভার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত তাহা পাশ হয় নাই এবং ওমরাহ্-সভা ক্রমে আবার রাজার পোষক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ঠিক এই সময়ে সৈন্যদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পাইল। ওমরাহ্-সভা ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না যে, রাজা ও তাঁহার সৈন্যগণ উহাকে ফাঁকি দিয়া কোন কাজ করিবে। ষ্ট্র্যাফোর্ডের মুক্তির জন্য এই চেষ্টার পরিণাম হইল এই যে, ষ্ট্র্যাফোর্ড দেশের বিষম শত্রুরূপে চিহ্নিত হইয়া গেলেন এবং ওমরাহ্-সভা জন-সভার সমর্থন করিল। মে মাসের ১লা চার্লস সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও প্রাণনাশ করিবার বিলে অসম্মতি দেন, কিন্তু রাণী পূর্ব্ব হইতেই ষ্ট্র্যাফোর্ডের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার পীড়াপীড়িতে তিনি এক কমিশন দ্বারা ১০ই মে তারিখে

রাজাকে মহাসমিতির হাত হইতে এবং ষ্ট্র্যাফোর্ডকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য সৈন্যদিগের গোপন ষড়যন্ত্র ও উহার বিফলতা।

ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যু।

তাঁহার সম্মতি দান করেন। ১২ই মে তারিখে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মৃত্যুর সময়ে তিনি উন্নতশিরে নির্ভীকভাবে মৃত্যু-বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল।

মহাসমিতির সহিত রাজার মিলনের আশা অন্তর্হিত হইল।

ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত লোকের মনে আশা ছিল যে, রাজশক্তির সহিত মহাসমিতির মিলন ঘটা অসম্ভব নহে এবং জনগণ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু এক্ষণে সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। মহাসমিতি রাজার উপর সকল বিশ্বাস হারাইল। সৈনিকদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যাওয়ার পর হইতে মহাসমিতির সভ্যগণ সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে সভায় যোগদান করিতেন। তাঁহাদের মনে বারুদ দিয়া মহাসমিতি উড়াইয়া দিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ষড়যন্ত্রের কথা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। একটু শব্দ হইলেই তাঁহারা ছুটিয়া মহাসমিতি-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। অন্যদিকে মহাসমিতির সহিত সদ্ভাব স্থাপনের কথা চার্লস মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যু-সূচক সম্মতি তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করা হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন এবং সুযোগ পাইবা মাত্র তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভ্যগণ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়া সমুদায় সরকারী কর্ম্মচারীকে ঐরূপ শপথ করাইলেন। জন-সভায় একটি প্রস্তাব পাশ করা হইল যে, মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত বর্ত্তমান মহাসমিতি ভঙ্গ করা হইবে না; চার্লস যে কমিশন দ্বারা ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যুতে সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই মহাসমিতিকে চিরস্থায়ী করিবার সম্মতি দিলেন।

মহাসমিতির সভ্যদের মনে ত্রাসের সঞ্চার।

জনসভা কর্ত্তৃক মহাসমিতিকে স্থায়ী করিবার বিল পাশ।

উপরোক্ত বিল পাশ করিয়া মহাসমিতি রাজশক্তির সমতুল্য করিয়া নিজেকে দাঁড় করাইল। কিন্তু চার্লস কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ইহাতে সম্মতি দিলেন। বস্তুত, তিনি নিজের কোন কাজই স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া ধরিয়া লইতেছিলেন না। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, যেমন করিয়া হউক মহাসমিতিকে ধ্বংস করিবেন। ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যুর পর স্কট সৈন্যদিগকে বেতন দিয়া ছত্রভঙ্গ করা হইল। কিন্তু স্কট সৈন্য নিজ দেশের মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র রাজা তাহাদিগকে নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ব্যাকুল হইলেন। মহাসমিতির প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি এডিনবরায় উপস্থিত হইয়া স্কট ওমরাহ্ ও প্রজাদিগকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। এমন কি, স্কট প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা পর্য্যন্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আয়ার্লাণ্ড হইতে এক ভীষণ বিদ্রোহ ও অত্যাচারের সংবাদ আসিল। ষ্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যুর পর আয়ার্ল্যাণ্ডে যে অসন্তোষবহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, আয়ার্লাণ্ডবাসীর উচ্ছেদ করিয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্থাপন প্রভৃতি কারণে, ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। ডাবলিন অতি কষ্টে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে উহা চলিতে থাকে। এই বিদ্রোহীদের নৃশংসতা ও বর্ব্বরতা সে সময়ে সমগ্র ইংরেজ সমাজকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

মহাসমিতির আপত্তি উপেক্ষা করিয়া চার্লসের স্কটল্যাণ্ড গমন।

আইরিশ বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদিগের রাজসৈন্যে পরিণতি।

যে, বিদ্রোহিগণ ঘোষণা করিল যে, তাহারা চার্লসের পোষকতায় বিদ্রোহ করিয়াছে। তাহারা অঙ্গীকার করিল যে, তাহারা সর্ব্বদা চার্লসের সহায়তা করিবে, এবং যে কেহ তাঁহার বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বিরুদ্ধতা করিবে তাহাকেই ক্ষমা করিবে না। এডিনবরা হইতে চার্লস কর্ত্তৃক প্রদত্ত কমিশন বা সনন্দ দেখাইয়া, তাহারা নিজেদিগকে "রাজার সৈন্যবাহিনী" বলিয়া অভিহিত করিল। এই কমিশন জাল হইলেও চার্লস মনে করিলেন এই সুযোগে তিনি মহাসমিতির উপর আপন প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইবেন। কারণ বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যের প্রয়োজন হইবে, এবং সৈন্যের নায়কতা দ্বারা তিনি মহাসমিতিকে বশ করিবেন। মহাসমিতি কিন্তু আইরিশ বিদ্রোহ, স্কট সৈন্যের অপসারণ, এডিনবরার ষড়যন্ত্র সমস্তই এক বিপুল প্রতিক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিল। তাহাদের ত্রাস বৃদ্ধি পাইবার কারণ এই যে, এই সময়ে চার্লস লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর মহাসমিতির সভ্যদের মধ্যেই রাজসমর্থনকারী এক দল দেখা দিল। এই নূতন দল হাইড্ কর্ত্তৃক সংগঠিত হইতেছিল। ইনিই পরে লর্ড ক্ল্যারেনডন নামে পরিচিত হন। এই দল আইনের সমর্থক ছিল। ইহারা মনে করিত যে আইন, জয়লাভ করিয়াছে, আর বাড়াবাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। ষ্ট্র্যাফোর্ড ও লডের অপ্রীতিকর শাসন-প্রণালী শেষ হইয়াছে; বিলাতী স্বাধীনতার মূলে রহিয়াছে মহাসমিতি ও রাজার মধ্যে সহযোগিতা, ত্রৈবার্ষিক বিল দ্বারা তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদিত হইবার পর রাজা মহাসমিতির সম্মতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; ইহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাঁহাদের মতে রাজার ক্ষমতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয় যে রাজার সহিত সমভাবে শাসন কার্য্য চালাইবে, এই চিন্তাও তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য ছিল। ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনে অথবা ইংল্যণ্ডে প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এ যাবৎ স্বাধীনতার সংগ্রামে লর্ড ফকল্যাণ্ড পিমের সহায় ছিলেন। তাঁহার উদারতা, বাগ্মিতা এবং বিচার-শক্তি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। মহাসমিতির গোঁড়া পবিত্রতাবাদ তিনি স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার নিজের শান্তিপ্রিয়তা, পরন্তু রাজার জন্য সহানুভূতি-বোধ তাঁহাকে রাজার প্রতি করুণাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, যদিও তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না। দেখিতে দেখিতে ফকল্যাণ্ড ও হাইডের চারিদিকে একটি দল গঠিত হইল। যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ রাজার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে প্রস্তুত ছিল না বলিয়া মনে করিত এবং যাহারা দ্রুত পরিবর্ত্তনে ভীত হইয়াছিল--এই দুই প্রকারের লোকই এই দলে যোগদান করে। ইহাদের সহিত ছিল রাজসভার পোষকগণ এবং স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিরা। কিন্তু পিম মহাসমিতির প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক মহাপ্রতিবাদ (গ্র্যাণ্ড রেমনষ্ট্র্যান্স) রচনা করিয়া নবেম্বর মাসে জন-সভার নিকট দাখিল করেন। বস্তুত ইহা সমগ্র জাতির প্রতি নিবেদন-স্বরূপ। মহাসমিতি কোন্ কোন্ কার্য্য সমাধা করিয়াছে এবং কি কি বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভবিষ্যতে কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে, উহাতে

মহাসমিতিতে হাইড্ ও ফকল্যাণ্ডের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রবাদী দলের উদ্ভব।

মহাসমিতির প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর পিম্ কর্ত্তৃক মহাপ্রতিবাদ পেশ।

সমস্তই বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত ছিল। উহাতে আরো বলা হয় যে, মহাসমিতির উদ্দেশ্য বিপ্লব নহে, কিন্তু বিশপগণ ওমরাহ্‌-সভায় স্থান পাইবেন না, বর্ত্তমান আইন-কানুনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং মহাসমিতির বিশ্বাসভাজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করা হইবে। মহাসমিতি যাহাতে পিমের প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তজ্জন্য রাজপক্ষীয়গণ প্রাণপণে সংগ্রাম করে। বহু বিতর্কের পর উহা গৃহীত হয়। ইহার পর এই ভোটের ফল প্রকাশের বিরুদ্ধে উনজন এক প্রস্তাব পাশের চেষ্টা করিলে সভামধ্যে দুই দলে প্রচণ্ড বিরোধের সৃষ্টি হইল। উহা হয়ত হাতাহাতি ও রক্তপাতে পরিণত হইত, হ্যাম্পডেনের ধীরবুদ্ধি ও আচরণ দ্বারা তাহা হইতে পারে নাই। জন-সভাগৃহ ত্যাগকালে ক্রমওয়েল বলিয়াছিলেন—"যদি এই প্রস্তাব পাশ না হইত, তাহা হইলে আমি আমার সর্ব্বস্ব বেচিয়া ফেলিয়া ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইতাম।" চার্লস ক্রুদ্ধচিত্তে উহাতে সম্মতি দিলেন (ডিসেম্বর, ১৬৪১)। সমগ্র লণ্ডন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, প্রাণ দিয়া মহাসমিতিকে রক্ষা করিবে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার অধিকারসমূহ রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক জিলায় সমিতিসমূহ মোতায়েন হইল।

মহাসমিতি কর্তৃক পিমের সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ।

দেখিতে দেখিতে দুই দলের মধ্যে সত্যকার বিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধের মূলে ছিল ধর্ম্মবিষয়ে অনৈক্য। ধর্ম্মবিষয়ক সমিতির প্রস্তাবানুসারে পিম এক মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ওমরাহ্‌-সভা হইতে বিশপদিগকে অপসৃত করিবার বিল ওমরাহ্‌-সভা মঞ্জুর করে নাই। ঐ বিল পুনরায় ওমরাহ্‌-সভায় আনীত হয়। ওমরাহ্‌-সভা এই বিল পাশ করিতে দেরী করায় দেশে এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে, দুই পক্ষে ঢিল ছোড়াছুড়ি ও হাতাহাতি হইতে থাকে। পবিত্রতাবাদী দলের লোক হউন বা বাহিরের লোক হউন তখনকার দিনে ভদ্রলোকদিগের রেওয়াজ ছিল লম্বা চুল রাখা। আর চাকর-বাকরশ্রেণীর লোক ও কারিকর-শিল্পিগণ চুল খাটো করিয়া কাটিত। আসলে বিরোধ দাঁড়াইল এই দুই পক্ষের মধ্যে। রাজপক্ষীয় লোকেরা বিরোধীদের খাটো চুলের দল (রাউণ্ডহেড্‌স্) বলিয়া উপহাস করিত, আর উহারা উল্টিয়া রাজপক্ষীয়দিগকে বিলাসী বীরের দল (ক্যাভেলিয়ার) বলিয়া অভিহিত করিত। এই দুই দলের মধ্যে যোদ্ধা কেহ ছিল না, কিন্তু ক্রমে রাজপক্ষীয় ও তাঁহাদের বিরোধীরা এই দুই নামে পরিচিত হইয়া গেল। মহাসমিতি-গৃহের সম্মুখে উভয় দলের মধ্যে হাতাহাতি হইল, তথাপি চার্লস কোনপ্রকার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহার এটর্ণি ওমরাহ্‌-সভায় উপস্থিত হইয়া হ্যাম্পডেন, পিম, হলেস্, ষ্ট্রোড্, এবং হ্যাসেলরিগ্‌কে মহাদ্রোহের অপরাধে অভ্যভিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা স্কটল্যাণ্ডের সহিত পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই অভিযোগের হেতু। জন-সভাগৃহে রাজার অভিক্রোশক (হেরাল্ড অ্যাট আর্ম্মস্) আসিয়া দাবী করিল যে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন সভ্যকে তাহার হাতে অর্পণ করা হউক। অভিযোগকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা, এবং ইহাদের বিচার সহযোগীদের দ্বারা গঠিত বিচারালয়ে না হইয়া হইবে এমন এক বিচারালয় কর্ত্তৃক, যাহার এ বিষয়ে কোন অধিকার ছিল না। জন-সভার সভ্যগণ শুধু রাজার দাবী বিবেচনা করিবেন বলিয়া কথা দিলেন এবং রক্ষক

রাজ-পক্ষীয় ও মহাসমিতি-পক্ষীয় লোকদের পরস্পর সংঘর্ষ।

চার্লস কর্তৃক পিম-প্রমুখ মহাসমিতির নেতৃস্থানীয় পাঁচজনকে বন্দী করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

চাহিয়া পাঠাইলেন। পরদিন জবাব দিবেন, রাজা এইরূপ বলিলেন। পরদিন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারীতে বহু রাজপক্ষীয় ব্যক্তির সহিত রাজা মহাসমিতিগৃহে আগমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি জন-সভার পাঁচজন সভ্যকে নিজে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু এইরূপ একটা বিপদের আশঙ্কা করিয়া জন-সভার সভ্যগণ পিম প্রমুখ পাঁচজন সভ্যকে অন্যত্র সরাইয়া রাখিয়াছিল। জন-সভাগৃহে চার্লস যদি ইঁহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে পাঁচশত সভ্য চুপ করিয়া থাকিতেন না। একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া যাইত। চার্লস ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া গেলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ইঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবেন। ইহার পরদিন রাজা নিজে গিল্ডহলের অল্ডারম্যানদের নিকট হইতে ইঁহাদিগকে দাবী করিলেন। ইঁহাদিগকে ধৃত করিবার আদেশ শেরিফেরা অমান্য করে। চারিদিন পরে রাজার এক ঘোষণা বাহির হইল যে, উঁহারা দেশদ্রোহী। তথাপি কোন ফল হইল না। রাজপক্ষীয়গণ এই ব্যাপারে ভয় পাইয়া সরিয়া পড়িলেন; রাজার এই বে-আইনী কাজে ফকল্যাণ্ড, কোল পেপার প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন। চার্লস যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি সভ্য লণ্ডনে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে ফিরিয়া আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া তিনি হ্যাম্পটন হইতে উইণ্ডসর চলিয়া গেলেন। অতঃপর বহু স্থল ও জলরক্ষী দ্বারা পরিবৃত হইয়া পিম ও চারিজন সভ্য লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন; এই রক্ষীগণ মহাসমিতি, রাজ্য ও রাজ্যরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। রাজপক্ষীয়গণও রাজার সহিত গিয়া জুটিল। এখন হইতে উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পিমের নেতৃত্বে জন-সভা এই সাহসপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করিল যে, রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত ওমরাহ্-সভার সহায়তা লাভ করিলে জন-সভা খুসী হইবে; কিন্তু এই সাহায্য না পাইলেও তাহারা নিজ কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইবে না। "এই সংগ্রামে রাজ্যরক্ষা বা বিনাশ যাহাই ঘটুক, বর্ত্তমান মহাসমিতির ইতিহাসে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে বলিবে যে, রাজ্যরক্ষায় জন-সভা একমাত্র যুঝিয়াছিল।" এই ঘোষণায় ফল ফলিল। ওমরাহ্-সভা পূর্ব্ব-কথিত বিল পাশ করিলেন এবং তাহাতে রাজার সম্মতি পাওয়া গেল। অতঃপর দুইপক্ষই সৈন্য-সংগ্রহে সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে চার্লস বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। এপ্রেল মাসের শেষদিকে তিনি একদিন হঠাৎ অবিলম্বে গোলাঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু আগের শাসনকর্ত্তা অনুমতি দিলেন না ও মহাসমিতি পরে তাঁহার কথা অনুমোদন করেন। ইহার পর ফকল্যাণ্ড, কোল-পেপার ও হাইড ত্রিশজন ওমরাহ্ ও ষাটজন ওমরাহ্-সভার সভ্য সহ রাজার সহিত যোগ দেন। ইঁহারা চলিয়া যাওয়াতে ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের ঐক্য ও বল বৃদ্ধি পাইল। মহাসমিতির সহিত মিলন করিবার সকল উপদেশ চার্লস অগ্রাহ্য করিলেন। মহাসমিতির দাবী ছিল এই যে, মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার, রাজার সন্তানদের অভিভাবক নিয়োগ করিবার এবং সামরিক, অসামরিক ও ধর্ম্মগত বিষয়সমূহ

ঘরোয়া যুদ্ধের আয়োজন।

নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার মহাসমিতির থাকিবে। চার্লস তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

রফার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মহাসমিতি প্রজাসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত এক সমিতি করিয়া তাহার প্রধান কার্যভার হ্যাম্পডেন, পিম ও হল্‌সের হাতে দিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এই আদেশ দেয় যে, রাজা ও মহাসমিতিকে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করা হউক। এসেক্সের আর্ল উহার নেতৃত্ব করিবেন এবং বেড্‌-ফোর্ডের আর্ল উহার অশ্বারোহীদের চালনা করিবার ভার লন। এইরূপে ২০ হাজার পদাতিক ও চারি হাজার অশ্বারোহী সংগৃহীত হয়। মহাসমিতির পক্ষীয়দের ধারণা ছিল যে, চার্লস বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার না ছিল অর্থবল, না লোকবল; তদুপরি চার্লসের অনুগত লোকেরাও যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহাকে বারবার সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তথাপি এই যুদ্ধ সাত বৎসরের পূর্ব্বে শেষ হয় নাই। এক ঘোর ঝড়বৃষ্টির দিনে (১৬৪২, ২২ আগষ্ট) চার্লস নটিংহামে যুদ্ধের নিশান উড়াইলেন। প্রথমত মহাসমিতি লর্ড এসেক্সকে সৈন্য সহ যাত্রা করিবার আদেশ দিয়া এই পরামর্শ দেয় যে, যুদ্ধ করিয়া হোক্ বা অন্য প্রকারে হোক্ তাঁহাকে তাঁহার পরামর্শদাতাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। বস্তুত, তিনি অনেক দিন চার্লসকে তেমনভাবে আক্রমণ করেন নাই, সৈন্যসমাবেশ করিয়া এই আশায় বসিয়াছিলেন যে, বিরোধীপক্ষের বল দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু ক্রমে রাজতন্ত্রবাদী ও ক্যাথলিকগণ রাজার চারিপাশে একত্র হইল এবং তখন এসেক্স আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ব্যানবারির নিকটবর্ত্তী এজ্‌হিলের মাঠে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাসমিতির পক্ষীয় এক সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুদ্ধে কোন পক্ষই জয়লাভ করিল না, কিন্তু চার্লসেরই বেশী সুবিধা হইল। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে এসেক্স নূতন সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লাভ করিলেও ইহাদিগকে লইয়া রাজপক্ষীয়দের আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। ইহাতে চার্লস অক্সফোর্ড হইতে কর্ণওয়ালের দিকে সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন। কর্ণওয়াল বরাবর রাজপক্ষে ছিল। এখানকার রাজভক্ত কয়েকজন ওমরাহ্ সংগ্রামে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া রাজপক্ষের জয় ঘটাইলেন। কর্ণওয়ালের প্রাণপণ যুদ্ধের ফলে ভাগ্যলক্ষ্মী চার্লসের করতলগত হইল। উত্তর হইতে রাণী সৈন্য লইয়া সাহায্য করিতে আসিতেছিলেন, এই ভরসায় চার্লস লণ্ডন আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রুপার্ট অক্সফোর্ড হইতে বহির্গত হইয়া এসেক্সের সৈন্যবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। হ্যাম্পডেন শুধু যে মহাসমিতির কার্য্যাবলী পরিচালনার পক্ষেই বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নহে। যুদ্ধের সময়েও তাঁহাকে বিশেষ প্রয়োজন হইত। তিনি নিজ জমিদারি হইতে যে সৈন্যদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা সবুজ পোষাক পরিত বলিয়া 'সবুজকোর্ট' নামে অভিহিত হইত। ইহাদের সাহায্যে হ্যাম্পডেন বহুবার এসেক্সের সৈন্য-

রাজ-পক্ষের সহিত মহাসমিতির পক্ষীয়দের যুদ্ধ (১৬৪২)।

দিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এমন একটি সঙ্ঘ গঠিত হয় যাহা মহাসমিতির প্রধান ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়ায়। লণ্ডনের চারিদিকের জেলাগুলিতে, যেমন বাকিংহামশায়ার, হার্টফোর্ডশায়ার ও বেডফোর্ডশায়ারে এবং হান্টিংডন্, কেম্ব্রিজ ও নর্দাম্পটন জেলায় পবিত্রতাবাদীদিগের আধিপত্য ছিল। হ্যাম্পডেন এই সকল স্থান হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া লর্ড ম্যান্চেষ্টারের অধীনে এক সৈন্যদল গঠন করিয়া এসেক্সের সৈন্যবাহিনীর বল বাড়াইলেন। কিন্তু তথাপি এসেক্স শত্রুকে আক্রমণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলেন। ওমরাহ্রূপে রাজার সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মনে দ্বিধা ছিল। এবং মহাসমিতি বা রাজা কাহারও জয়ই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না। তাঁহার ভরসা ছিল, কোন না কোন সময়ে রাজা তাঁহাদের সহিত রফা করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তা হ্যাম্পডেনের ভাল লাগিত না। তিনি চেষ্টা করিয়াও এসেক্সকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হন নাই। এদিকে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে রাত্রিকালে রুপার্ট এসেক্সের নিদ্রিত সৈন্যবাহিনীর নানা দলের উপর পড়িয়া ও গ্রাম জ্বালাইয়া একাকার করিলেন। রুপার্ট যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন এসেক্সের সাহায্য পাইতে দেরী থাকা সত্ত্বেও হ্যাম্পডেন মুষ্টিমেয় অনুচরদিগকে লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে এক গুলির আঘাতে ছিন্ন বাহু হইয়া, পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। হ্যাম্পডেনের মৃত্যুর পর মহাসমিতির পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে নানাবিধ দুর্বিপাক দেখা দিল। এসেক্স অতিরিক্ত মাত্রায় শান্তির প্রয়াসী হইয়া ক্রমাগত হটিয়া যাইতে লাগিলেন এবং রাজকুমার রুপার্টের নিকট ব্রিষ্টল আত্মসমর্পণ করিল। এই আত্মসমর্পণের ফলে চারিদিকে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয় ও অনেকে মহাসমিতির সফলতা বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাসমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই সময়ে যে দৃঢ়তা দেখান তাহারই ফলে শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করেন। পিম দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। জন-সভা অর্থ ও লোকবল দানে কার্পণ্য করে নাই। রুপার্টের ভ্রাতা মরিস্ রাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া নূতন নূতন জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। তাহাতেও মহাসমিতির পক্ষীয়গণ হতোদ্যম হন নাই। ব্রিষ্টল ও রাজপক্ষীয়গণের সৈন্যগণের মধ্যে যাহাতে মিলন না ঘটে তজ্জন্য গ্লষ্টার যুঝিতেছিলেন। চার্লস সৈন্যসামন্ত সহ যোগ দিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে লর্ড ফক্ল্যাণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহাসমিতির পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে হ্যামডেনের প্রাণত্যাগ (১৬৪৩)।

গ্লষ্টার রাজপক্ষীয়দের গতিরোধ করিবার পর হইতে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। চার্লস যদি এই সময়ে বিপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নিরাপদে ইংল্যণ্ডে রাজত্ব করা সম্ভব হইত। কিন্তু এসেক্স অক্ষতভাবে সৈন্যসামন্ত সহ ফিরিয়া আসায় তাহা ঘটিতে পারিল না। পিম দৃঢ়সংকল্প করেন যে, স্কটল্যাণ্ডের সহায়তা লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সার হ্যারি ভেন্ স্কটল্যাণ্ডে প্রেরিত হন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সহিত সমঝৌতার প্রথম সর্ত্তই এই ছিল যে, ধর্ম্মবিষয়ে উভয় দেশে ঐক্য সাধিত হইবে অর্থাৎ ইংল্যণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়কে প্রেস্বিটেরিয়ান্ ভাবাপন্ন হইতে হইবে। পিম বরাবর এই প্রকার গুরুতর পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিশপ ও যাজকগণের প্রত্যেকে মহাসমিতির

পক্ষীয়দিগের বিরোধিতা করিতেছেন এবং স্কটদের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধজয় অসম্ভব দেখিয়া পিম অবশেষে সম্মত হন। এই সময়ে নিজের নিরাপত্তার জন্য স্কটল্যাণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল যে, মহাসমিতি জয় লাভ করে। চার্লস আইরিস বিদ্রোহীদিগের সহায়তায় নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কল্পনা করেন, কিন্তু এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়া তিনি স্কটদিগকে এবং মহাসমিতির অনেক রাজতন্ত্রবাদী সভ্যকে বিমুখ করিয়া দিলেন। ফলে কথাবার্ত্তার পর স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের সমঝৌতা খাড়া করা সহজ হইল। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর জন-সভার সভ্যগণ সেট মার্গারেট গির্জ্জায় হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক শপথ করিলেন যে, তিনটি রাজ্যের ধর্ম্মমত যতদূর সম্ভব একপ্রকার হইবে। এই সন্ধির কিছু পরেই পিমের মৃত্যু হয় এবং রাজ্য ও যুদ্ধের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত "উভয় রাজ্যের সমিতি"র উপর ভার অর্পিত হইল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার ইংরেজ সৈন্য স্কট সৈন্যদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল; স্কট সেনানীর অধ্যক্ষ লর্ড লেভেনের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টার ও ফেয়ারফক্স আসিয়া ইয়র্কে যোগ দিলেন; এবং ওয়ালার রাজকুমার মরিস্‌কে ডরসেটশায়ারে গতিরোধ করিয়া এসেক্সের সহিত যুক্ত হইলেন—উভয়ের সৈন্য অক্সফোর্ড অবরোধ করিল। তখন সহসা চার্লসকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। তাহার আইরিস সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি চার্লস নিরুৎসাহ হন নাই। মহাসমিতির পক্ষীয় সৈন্যদের চোখে ধূলা দিয়া রাজকুমার রুপার্ট অক্সফোর্ড হইতে বহির্গত হইয়া ইয়র্কে পৌছেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মাষ্ট´টন মুর নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রুপার্টের অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্য স্কট অশ্বারোহীদিগকে পরাজিত করিয়া চারিদিকে বিতাড়িত করে। অন্যদিকে ক্রমওয়েলের পদাতিকগণ রাজ-পদাতিকগণকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিল। ক্রমওয়েলের সৈন্য জয় লাভ করিয়া অশ্বারোহীদিগের সাহায্যার্থ ধাবিত হয়। রাত্রির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপক্ষীয়দিগের জয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। নিউকাস্‌ল সমুদ্রপারে পলাইলেন, ইয়র্ক আত্মসমর্পণ করিল এবং রুপার্ট সঙ্গিহীন হইয়া অক্সফোর্ডে প্রবেশ করিলেন। এই পরাভবের সময়ে দক্ষিণ দিকে চার্লস বিশেষভাবে জয়ী হইতেছিলেন। মাষ্টটন মুরের যুদ্ধের দুই দিন পূর্ব্বে চার্লস অক্সফোর্ড হইতে লুকাইয়া বাহির হইয়া ওয়ালারের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং ওয়ালার লণ্ডনে পলাইয়া যান। তিনি মরিসের সৈন্যদের সহিত যোগস্থাপন করিয়া এসেক্সকে এমনভাবে ঘিরিয়া ফেলেন যে, তাঁহার পদাতিকগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অশ্বারোহী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং এসেক্স নিজে জলপথে লণ্ডনে উপস্থিত হন। যে দিন এসেক্সের সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করে সেইদিন আইরিস ক্যাথলিকদের সাহায্যে চার্লস স্কটল্যাণ্ডে জয়লাভ করেন। এই জয়ের সংবাদ পাইবামাত্র স্কট-সৈন্যগণ স্কট সীমান্ত ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিল। সুতরাং রাজার পক্ষে লণ্ডন যাইবার পথ অনেকটা নিরাপদ্ ছিল, যদিও মাষ্টটন মুরে যাহারা জয়লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে পথে নিউবেরিতে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত এবং যে সকল রাজপক্ষীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদিগকে মহাসমিতির পক্ষে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। চার্লস

ধর্ম্মবিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ঐক্যস্থাপন (১৬৪৩)।

পিমের মৃত্যু।

মাষ্ট´টন মুরের যুদ্ধ ও তাহার ফলাফল (১৬৪৪)।

২৭শে অক্টোবর লর্ড ম্যাঞ্চেষ্টারের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের সম্মুখে পতিত হইয়া ব্যূহভেদ করিতে পারিলেন না। এসেক্সের সৈন্যগণ মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বগ্লানি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু ক্রমওয়েল বারবার বলা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেষ্টার অগ্রসর হইয়া চার্লসকে আক্রমণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহা লইয়া শীঘ্রই ক্রমওয়েলের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টারের বিবাদ বাধিল। এই ঝগড়ার পর ক্রমওয়েল মহাসমিতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, যদি এইরূপ দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধচালনা না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ-জয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না এবং মহাসমিতির নাম ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা আশা করা বৃথা। তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে ভীত ছিলেন। চার্লস পরাভূত হন, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক বাসনা নহে। তাঁহারা চান তিনি বাধ্য হইয়া পুনরায় নিয়মতান্ত্রিক রাজপদ লাভ করেন। ইঁহাদের মনে যে রাজভক্তির বীজ রহিয়াছে তজ্জন্য দ্রোহের ভয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। নিউবেরিতে ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়াছিলেন যে, রাজা হারিয়া গেলেও রাজাই থাকিবেন এবং জয়লাভ করিলে সকলকে রাজদ্রোহী বলিয়া ফাঁসি দিবেন। এই মনোভাব ক্রমওয়েলের নিকট অসহ্য ছিল। তিনি বলিতেন, তিনি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার দেখা পান তাহা হইলে তাঁহার দিকে গুলি ছুড়িতে একটুও দ্বিধা করিবেন না। বস্তুত, ক্রমওয়েল ভাব বা আদর্শ দ্বারা বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা করিৎকর্ম্মা লোক। তিনি পূর্ব্বাহ্লেই বুঝিয়া ছিলেন যে, রাজপক্ষীয় লোকদের হঠাইবার জন্য এমন এক সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করা দরকার যাহারা সততায় ও ঈশ্বরবিশ্বাসে সকলের উপরে। এইরূপ বাহিনী গঠন করিতে গিয়া তিনি ধন বা পদমর্য্যাদার দিকে চোখ না রাখিয়া যোগ্যতা অনুসারে নেতৃত্বের আসন দান করেন। শুধু তাহাই নহে। প্রচলিত বিশ্বাস বা ধর্ম্মমত হইতে বিচ্যুত ব্যক্তিগণের পক্ষেও ক্রমওয়েলের বাহিনীতে প্রবেশ করা অসম্ভব হইল না। তাঁহার প্রয়োজন ছিল ভাল সৈন্যের, সাধু লোকের ; সে লোক স্বাধীন (ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট), ব্যাপটিষ্ট বা লেভেলার যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তিনি নিজে যে বাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা লোহার মত দৃঢ় হইয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত ঝগড়া করিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন সমুদায় সৈন্যবাহিনীকে নূতনভাবে সাজাইতে হইবে। এতাবৎকাল মহাসমিতির উভয় শাখার সভ্য হইতেই লোক বাছিয়া সৈন্য পরিচালনার ভার বা কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইত। ক্রমওয়েল ও ভেন্ এক আইন প্রস্তুত করাইলেন যে, সামরিক বা অসামরিক কোন কর্ম্মচারীই ব্যবস্থাপক সভার কোন শাখায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এই প্রকার আইন প্রণয়নে ঘোরতর বিরোধিতা করিল। তাহাদের এই বিরোধিতা জনমতের নিকট হীনবল হইয়া গেল। কারণ, সৈন্য-পরিচালনার বিশৃঙ্খলা দেখিতে দেখিতে সমগ্র দেশ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সকলেই স্বাধীন সৈন্য গঠনের কামনা করিতেছিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত আইন পাশ হইবার পর এসেক্স, ম্যাঞ্চেষ্টার ও ওয়ালারকে অপসৃত করা হইল এবং সার টমাস ফেয়ারফক্স মহাসমিতির সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করিলেন। আর তাঁহার পিছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলেন

ক্রমওয়েলের পরামর্শে মহাসমিতি কর্ত্তৃক সৈন্য সংগঠন ও পরিচালনার জন্য নূতন আইন-প্রণয়ন (১৬৪৫)।

ক্রমওয়েল। এতদিনে ক্রমওয়েল তাঁহার আদর্শ সৈন্য গড়িতে সমর্থ হন। এইরূপে তিনি ১০ হাজার লোক সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল সৎ, ধর্ম্মভীরু ও সাহসী লোকদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া। তাঁহার বাহিনীর মধ্যে অধিকাংশ দলপতিই ওমরাহ্ বা বড় ঘরের ছিলেন, কিন্তু আবার সামান্য অবস্থার লোককেও তিনি উচ্চপদ দিতেন। সাধারণতঃ ইঁহারা সকলেই যুবক ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়েও ক্রমওয়েল উদারতা দেখান। তাহার মত এই ছিল যে, কাহার ধর্ম্মমত কি তাঁহার খোঁজ লইবার প্রয়োজন নাই, রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিশ্বাসী লোকের। বলা বাহুল্য, পবিত্রতাবাদিগণ ক্রমওয়েলের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই উদারতা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহাসমিতিও রক্ষণশীলতার পোষকতা করিতেছিল।

মহাসমিতিতে এক দল রাজার সহিত সন্ধি করিতে ও অন্য দল যুদ্ধ চালাইতে উৎসুক ছিল। যখন যুদ্ধকামী দল ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতার সমর্থন করিতে লাগিল তখন স্কট কমিশনারগণ ও জন-সভার অধিকাংশ এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন যে, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিপ্লব ঘটিবে। তাঁহাদের চেষ্টায় আক্সব্রিজে চার্লসের সহিত রফার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা যে সকল দাবী মঞ্জুর করিবেন মনে হইয়াছিল, সহসা তাহা স্বীকার করিলেন না। রাজা ভাবিলেন যে, প্রাচীন সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়ার অর্থ উহা ধ্বংস করা। ঠিক এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার সৈন্যেরা জয়লাভ করিল। তিনিও তাহাদের পরামর্শে যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন নর্থাম্পটনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ন্যাসবি নামক স্থলে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সুসজ্জিত রাজপক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অন্যদিকে, ক্রমওয়েল ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া এই নূতন সৈন্যদের লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবেন। চার্লসের ভ্রাতুষ্পুত্র রুপার্ট আক্রমণ করিয়া আয়ারটনের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিলেন। রাজপক্ষীয়দের পদাতিকগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ফেয়ারফক্সের পদাতিকগণ হারিয়া যায় ও পলাইতে থাকে। কিন্তু ক্রমওয়েল তাঁহার সৈন্যদিগকে লইয়া রাজপক্ষ ভেদ করেন এবং অতঃপর জয়ী পদাতিকগণের উপর বিষম বেগে পতিত হন। ক্রমওয়েলের এই সাহসিক কার্য্যের ফলে রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পর যেখানে যেখানে রাজপক্ষীয় সৈন্যেরা অবস্থান করিতেছিল, সেখানেই মহাসমিতির পক্ষের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিধ্বস্ত অথবা বিতাড়িত করিল। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের মধ্যে চার্লসের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল এবং মহাসমিতির পক্ষীয়গণ সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ন্যাসবির যুদ্ধ ও মহাসমিতির জয়লাভ (১৬৪৬)।

এদিকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিরোধ হইতেই ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব হইতেছিল। ক্রমওয়েল দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে অনৈক্য হেতু কোন লোক কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিবে না। প্রেসবিটেরিয়ান্ যাজকগণ এবং স্কট প্রজারা সমগ্র দেশে ধর্ম্মগত ঐক্যের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল। মহাসমিতিতে সার হ্যারি ভেনের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্পর্কে স্বাধীনতার সমর্থন করেন, কিন্তু জন-সভা ও ওমরাহ্-সভার

অধিকাংশ সভ্য ধর্ম্মে ঐক্য চাহেন। ক্রমওয়েল ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের জিদেই ধর্ম্মের নামে নিপীড়ন আরম্ভ হইতে পারে নাই। এই সময়ে চার্লসের বিরোধীদিগের নিজেদের মধ্যে যেরূপ মতানৈক্য বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে তিনি যদি স্পষ্টত মহাসমিতির পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রায় সমস্ত পূর্ব্বক্ষমতা ফিরিয়া পাওয়া সহজ হইত। কিন্তু চার্লস তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না, তিনি দাবী করিলেন যে, তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বক্ষমতা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তিনি মনে করিলেন একটু শক্ত হইলেই নিজের পূর্ব্বপদ ফিরিয়া পাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রক্ষণশীল ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতাকামী এই উভয় দলের সহিতই কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। তিনি পলাইয়া হয়ত আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু নিজের রাষ্ট্রনৈতিক দলের সফলতা সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, কিছুকাল উদ্দেশ্যহীনভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটদের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হন। ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে স্কটগণ বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল; সেই জন্য চার্লস ভাবিয়াছিলেন যে, স্কট-রক্ত তাঁহার মধ্যে প্রবাহিত আছে, তিনি সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহাদের বশ্যতা লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই আত্মসমর্পণের ফল ফলিল অন্যরূপ স্কটগণ, ওমরাহেরা, লণ্ডন শহর ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতাকামীদের পরম বিরোধী। রাজা তাহাদের সহিত যোগ দেওয়ায় মহাসমিতিতে ঐ দলের শক্তি বাড়িল। সুতরাং তাহারা রাজার সম্মতি নিশ্চয় পাইবে এই ধারণায় নিম্নলিখিত দাবী জানাইল: কুড়ি বৎসরের জন্য মহাসমিতি স্থল ও জলসৈন্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবে; যে সকল রাজতন্ত্রবাদী মহাসমিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল, তাহারা কোনপ্রকার সামরিক বা অসামরিক সরকারী চাকুরী পাইবে না; বিশপ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ও প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। স্কটগণ, রাজার বন্ধু ও পরামর্শদাতারা এমন কি স্বয়ং রাণী এই সকল সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইবার জন্য চার্লসকে অনুরোধ করিলেন। চার্লস স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মহাসমিতির হলেস্ প্রমুখ রাজতন্ত্রবাদী নেতারা এই পরাজয়ে নিরুৎসাহ না হইয়া এক উল্টা চাল চালিলেন। তাঁহারা জানিতেন ধর্ম্মসম্পর্কে বিরোধিতা মহাসমিতি ও ক্রমওয়েল-সৃষ্ট নূতন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। সুতরাং এই বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে স্কট সৈন্যদিগকে ইংল্যাণ্ড হইতে অপসৃত করিয়া রাজার ভার সম্পূর্ণরূপে মহাসমিতির দুই শাখার উপর অর্পণ করা তাঁহারা সমীচীন বোধ করিলেন। স্কট সৈন্যদিগকে সহজেই বিদায় করা গেল। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহারা ৪ লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়া চার্লসকে মহাসমিতির দুই শাখা কর্ত্তৃক নিয়োজিত এক সমিতির হাতে অর্পণ করে এবং স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া যায়। তখন নূতন সৈন্যবাহিনীর কর্ত্তৃত্বলাভের জন্য মহাসমিতি সচেষ্ট হইয়া উঠে। সেখানেই মুস্কিল বাধিল। কারণ, এই আদর্শ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইতে স্বীকৃত হইল না। আগেই বলিয়াছি ইহারা ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। যতক্ষণ ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ ইহাদিগকে সরানো অসম্ভব। চিন্তা ও আলোচনার ফলে এই বাহিনী দ্বিতীয় এক মহাসমিতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং এই মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ওয়েষ্টমিনষ্টারস্থ

স্কটদের নিকট চার্লসের আত্মসমর্পণ (১৬৪৬)।

ধর্ম্মবিষয়ে উদারতার বিপক্ষে স্কটগণ ও ওমরাহ্গণ ও লণ্ডন সহর।

স্কটসৈন্যের বিদায়।

আদর্শবাহিনীকে বিদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা।

মহাসমিতির সভ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আদর্শবাহিনীর প্রাণস্বরূপ আয়ারটনের তুল্য রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ তৎকালে সমগ্র দেশে ছিল কি না সন্দেহ। এই বাহিনীর লোকদের প্রস্তাবসমূহ তাহাদের উদারতা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক এবং আজ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার কথা আবিষ্কৃত হয় নাই। আদর্শ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ ত হইলই না, পরন্তু রাজাকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া তাঁহার নামে এক নূতন সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইতেছে এই জনরব রটিত হওয়া মাত্র পাঁচশত সৈন্য রাজা যে স্থানে আবদ্ধ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের অধিকারে রাখিল। মহাসমিতির ভয় দূর হইলে, উহা কঠোরভাবে ক্রমওয়েলকে আক্রমণ করিল। ক্রমওয়েল পূর্ব্বাবধি দুই দলের মধ্যে শান্তিরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিলেন; এক্ষণে বিদ্রোহ করিবার অভিযোগ তিনি সতেজে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার সৈন্যদলের সঙ্গী হইয়া লণ্ডনের দিকে যাত্রা করিতে হইল। ইহারা মহাসমিতির উভয় শাখার নিকট এই মর্ম্মে এক বিনীত নিবেদন পেশ করিল যে, ইহারা রাজ্যের শান্তি ও প্রজাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়াসী এবং তাহা মহাসমিতির ভোট ও ঘোষণা অনুযায়ী হইবে। অসামরিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে অথবা শাসন প্রণালী প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ শাসনে পরিণত করার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন ইচ্ছা ছিল না। তাহারা শুধু ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের জন্য দাবী করিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা হোল্‌স প্রমুখ এগার জন সভ্যের মহাসমিতি হইতে অপসারণ প্রার্থনা করে। বলা বাহুল্য, তাহাদের এই দাবী মঞ্জুর না করিয়া মহাসমিতির উপায় ছিল না।

চার্ল্‌স আদর্শবাহিনীর করতলগত হইলেন।

ঘটনা-সমাবেশে ফেয়ারফক্স ও ক্রমওয়েল আদর্শবাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেও উহার প্রকৃত নেতৃত্বের ভার এই সময়ে ক্রমওয়েলের জামাতা হেনরি আয়ারটনের হাতে ন্যস্ত ছিল। আয়ারটন বর্ত্তমান বিবাদের জন্য মহাসমিতির দিকে না চাহিয়া রাজার দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চার্ল্‌সের নিকট যে সকল দাবী পেশ করিলেন সেগুলি মহাসমিতির দাবী অপেক্ষা অনেক কম। বিরোধীদিগের প্রধান সাত জনের নির্ব্বাসন, অন্যদের জন্য বিস্মরণ আইন (অ্যাক্ট অব্ অব্‌লিভিয়ান্) পাশ, যাজকদের সকল প্রকার ক্ষমতার অপসারণ, বিশ বৎসরের নিমিত্ত মহাসমিতি কর্ত্তৃক জল ও স্থল-সৈন্যের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ—এই কয়টি দাবীর পূরণ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে আদর্শবাহিনী যে বিনীত নিবেদন পেশ করিয়াছিল, তাহার অন্তর্গত রাজনৈতিক সংস্কারসমূহও ইহারা চাহিল। প্রজারা ধর্ম্মবিশ্বাস বা পূজার্চ্চনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন; মহাসমিতি ত্রৈবার্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার সভ্যদিগকে দেশের যথার্থ প্রতিনিধি করা প্রয়োজন; কর-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, বিচারালয়ের কর্ম্মপ্রণালীর সরলীকরণ, বহু রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও বিচার-সম্পর্কিত বিশেষ সুবিধাসমূহের উচ্ছেদ-সাধন করা দরকার—এই সকল কথা ঘোষিত হইল। কিন্তু চার্ল্‌স এই আপোষমূলক আইনে (সেট্‌লমেণ্ট অ্যাক্ট) সম্মতি দিলেন না। চার্ল্‌সের সম্মতি না দেওয়ার কারণও শীঘ্রই বোঝা গেল। তিনি আশা করিতেছিলেন যে, আদর্শবাহিনী ও মহাসমিতির মধ্যে বিরোধ

আদর্শবাহিনীর নেতা আয়ারটন: চার্ল্‌সের নিকট তাঁহার দাবী।

আপোষমূলক আইনে চার্ল্‌সের অসম্মতি ও তাহার কারণ।

আবার শীঘ্রই বাধিবে। বস্তুত তাহাই ঘটিল। মহাসমিতির অপমান ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় উত্যক্ত হইয়া একদিন লণ্ডনের এক জনতা জোর করিয়া জন-সভা-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক হোল্‌স প্রমুখ এগার জন সভ্যকে ফিরাইয়া আনে। ভেইনের দলের অধিকাংশ (১১ জন ওমরাহ্‌ ও ১০০ জন জন-সভার সভ্য) পলাইয়া সৈন্যবাহিনীর নিকট গেলেন। যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা আদর্শবাহিনীর সহিত বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই বাহিনী আগষ্ট মাসে পুনরায় বিজয়ীরূপে লণ্ডনে প্রবেশ করিয়া পলাতক সভ্যদিগকে পুনঃস্থাপিত ও পূর্ব্বোক্ত এগার জনকে নির্ব্বাসিত করিল। একদিকে আয়ারটনের প্রস্তাবসমূহ মহাসমিতি অনুমোদন করে নাই, অন্য দিকে আদর্শবাহিনী চঞ্চল ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, কারণ রাজা ক্রমাগত সেগুলি এড়াইয়া চলিতেছিলেন ; তথাপি ক্রমওয়েল একাকী আপোষমীমাংসার চেষ্টা করিতে থাকেন। বস্তুত ক্রমওয়েল ও আয়ারটন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও যখন রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন, তখন চার্লস রাজতন্ত্র-বাদীদের লইয়া বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার জন্য স্কটল্যাণ্ডে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। চার্লসের আশা, শীঘ্রই আবার স্কটল্যাণ্ডে ও ইংল্যণ্ডে যুদ্ধ হইবে এবং তিনি তাহার ফলে পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া পাইবেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আদর্শবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সবিস্ময়ে শুনিলেন, চার্লস কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু দিক্‌ভুল হওয়ায় তিনি আবার শীঘ্র ধরা পড়িয়া কারাগারে নীত হন। ক্রমওয়েল বুঝিলেন, রাজাকে বিশ্বাস করার অর্থ বিপদে পড়া। চার্লস কিন্তু কারাগার হইতেই গোপনে ঘরোয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুখে দেখাইলেন, তিনি মহাসমিতির উভয় শাখার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্কট মহাসমিতির নেতা হ্যামিল্টনের সহিত এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন যে, স্কট বিরোধিতার ফলে জয়লাভ করিলে তিনি ইংল্যণ্ডে প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন (১৬৪৮)। স্কটগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্যের খরচ মঞ্জুর করিল। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিষয়ক বিপ্লবে ভীত হইয়া রক্ষণশীল দলের সকলে এবং দীর্ঘ মহাসমিতির বহু সভ্য ইংল্যণ্ডে রাজপক্ষে যোগ দিতেছিলেন। স্কট কর্ত্তৃক ইংল্যণ্ড আক্রমণের নানা পথ উন্মুক্ত হইল। লণ্ডনকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখা হইল বটে, কিন্তু সাউথ ওয়েল্‌স্‌, পেম্‌ব্রোক, বেরউইক, কার্লাইল, কেণ্ট, এসেক্স, হার্টফোর্ড প্রভৃতি স্থান হয় রাজপক্ষে যোগ দিল, নয়ত ক্রমওয়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল।

মহাসমিতির অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক রাজার সহিত আপোষের বৃথা চেষ্টা।

কারাগার হইতে চার্লসের পলায়ন ও পুনরায় ধৃত হওন (১৬৪৭)।

স্কটদের সহিত চার্লসের গোপন-সন্ধি (১৬৪৮)।

দ্বিতীয় ঘরোয়া যুদ্ধ (১৬৪৮)।

ক্রমওয়েল ঘোষণা করিলেন, সময় আসিয়াছে যখন মহাসমিতি সমগ্র রাজ্য রক্ষা করিতে ও একাকী রাজ্য শাসন করিতে পারে। কিন্তু মহাসমিতির সেরূপ মৎলব দেখা গেল না। বস্তুত, এতকাল আদর্শবাহিনীর কঠিন শাসনের নাগপাশে উহার সভ্যগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এই সুযোগে রাজার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজার সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। পুনরায় প্রেস্‌বিটেরিয়ান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ও আইন দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হয়। ঘরোয়া যুদ্ধ সুরু হইলে ফেয়ারফক্স ও ক্রমওয়েলের মন হইতে রাজার সহিত আপোষ

করিবার কথা একেবারে মুছিয়া গেল। সৈন্য লইয়া অভিযান করিবার পূর্ব্বে সেনাপতিগণ সৈন্যদের সহিত একযোগে এই অঙ্গীকার করিলেন যে, চার্লস ষ্টুয়ার্ট নামক যে ব্যক্তি সহস্র লোকের মৃত্যুর ও দেশের অনিষ্টের কারণ হইয়াছেন, তাঁহার বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই ইহা সম্ভব। ক্রমওয়েল ও ফেয়ারফক্স তাহাদের অদ্ভুত বীরত্বের বলে যুদ্ধে জয়ী হন। স্কটগণ বহু সৈন্য সমাবেশ ও সাহায্য করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে স্কটল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রবাদীদিগকে অপসারিত করিয়া মহাসমিতির পক্ষীয় লোকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধে জিতিলে কি হইবে? ওদিকে মহাসমিতি ক্রমওয়েলের কাজ পণ্ড করিবার যোগাড় করিল। রাজতন্ত্রবাদী ও প্রেস্‌বিটেরিয়ানগণ সহজ সর্ত্তসমূহ দিয়া চার্লসকে সেগুলিতে সম্মতি দিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু চার্লস তখনো আশা ছাড়েন নাই। স্কট সৈন্য পরাজিত হইলেও আইরিশ বিদ্রোহীরা ছিল। তিনি তাহাদের সাহায্যে জয়লাভ করিবেন বলিয়া কল্পনা করিলেন। ঘরোয়া যুদ্ধ হইতে অবসর পাওয়া মাত্র ক্রমওয়েল কঠিন হস্তে ইহার নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত হইলেন। আদর্শবাহিনীর মধ্য হইতে ক্রমাগত রাজাকে বিচার করিবার প্রার্থনা আসিতে লাগিল। নূতন মহাসমিতি নির্ব্বাচন, ভোটের প্রণালীর সংস্কার, সকল ব্যাপারে মহাসমিতির উভয় শাখার প্রাধান্য, মহাসমিতি কর্ত্তৃক রাজ-নির্ব্বাচন প্রভৃতি নানাপ্রকার দাবীও এই সকল আবেদন-পত্রের কোন কোনটায় ছিল। কিন্তু চার্লসকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে এ বিষয়ে সকলেই একমত ছিল। এই সব দাবীতে জন-সভা ও ওমরাহ্‌-সভার সভ্যদের নৈরাশ্যের আর সীমা রহিল না। রাজাকে আইন-পরতন্ত্রভাবে চলিতে বাধ্য করা বিষয়ে কাহারো দ্বিমত ছিল না, কিন্তু রাজার প্রতি বশ্যতা ও ভক্তি লোকের মনের এরূপ বদ্ধমূল সংস্কার যে, চার্লসের ঘোর বিরোধী ব্যক্তিগণও ইহা সহ্য করিতে পারিল না যে, তাঁহার বিচার হইবে, প্রাণদণ্ড ত দূরের কথা। তদপেক্ষা চার্লসের জয়লাভও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাজা বা মহাসমিতিকে রক্ষা করার আর কোন উপায় রহিল না। আদর্শবাহিনীর এক অশ্বারোহী সৈন্যদল চার্লসকে হার্ষ্ট দুর্গে লইয়া বন্দী করিল এবং ফেয়ারফক্স সৈন্য সহ লণ্ডনের দিকে অভিযান করিয়াছেন, খবর পাওয়া গেল। মহাসমিতির উভয় গৃহের চারিদিকে সৈন্য বসানো হইলে পর ভেইন বলিলেন যে, শীঘ্রই জানা যাইবে কে রাজপক্ষে, আর কে জনগণের পক্ষে। কিন্তু এরূপ ভয় দেখানো সত্ত্বেও সভ্যগণ চার্লসের প্রতি বশ্যতা দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না এবং চার্লস সম্প্রতি যে সকল সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা অতিজন ভোট দ্বারা পাশ করিলেন। পরদিন জোর করিয়া চল্লিশজনকে অপসৃত করা হয়। তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া আবার চল্লিশজন অপসৃত হইলেন। মহাসমিতির অবশিষ্ট সভ্যগণ আর নিজেদের দৃঢ়তা রাখিতে পারিলেন না। পশুশক্তির সাহায্যে মহাসমিতি ও রাজশক্তি উভয়ের অবসান হইয়া গেল। জন-সভা হইতে অতিজন অর্থাৎ ১৪০ জন নির্ব্বাসিত হওয়ায় উহা নামে মাত্র জন-সভা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের অভিমতকে সমগ্র দেশের অভিমত বলিয়া কিছুতেই বিবেচনা করা চলে না। ওমরাহ্‌-সভা তো প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইহার পর ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের

স্কটদের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ও পরাজয়।

আদর্শবাহিনী কর্ত্তৃক রাজার বিচার-প্রার্থনা।

মহাসমিতির উভয় শাখার সহিত সৈন্য-বাহিনীর বিরোধ।

মহাসমিতিকে বলহীন করিয়া উহার সর্ব্বনাশ সাধন।

রাজার অপরাধের বিচার ;

১লা জানুয়ারী তারিখে চার্লসের বিচারমূলক প্রস্তাব পাশ করা কঠিন হইল না। জন ব্র্যাড্‌শ নামে এক বিখ্যাত ব্যবহারজীবীর নেতৃত্বে একশত পঞ্চাশজন কমিশনার রাজার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ওমরাহ্ উহা নামঞ্জুর করায় জন-সভা হইতে এই কথা ঘোষিত হইল যে, যেহেতু রাজ্যের জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং জনগণের প্রতিনিধি জন-সভার হাতে দেশের চরম ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে সেই হেতু যাহা কিছু জন-সভা আইন বলিয়া ঘোষিত করিবে, তাহা ওমরাহ্-সভার আপত্তি সত্ত্বেও আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এবং তাঁহার মৃত্যুদণ্ড (১৬৪৯)।

একই আঘাতে রাজা ও মহাসমিতি বিনষ্ট হইলেন। ২০শে জানুয়ারী হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিচার চলিল। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী চার্লসকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হইল। তিনি মৃত্যুকালে ধীরতা ও বীর্য্যের সহিত মৃত্যুকে বরণ করেন। রাজার এই প্রকারে মৃত্যু ঘটাতে জন-সভার সভ্যগণ এরূপ হতভম্ব হইয়া যান যে, শীঘ্র কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইল না। চার্লসের স্থলে কোন নূতন রাজাকে সিংহাসনে বসানো অসম্ভব ছিল। দেশের অধিকাংশ লোক চার্লসের পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিত, কিন্তু যাহারা এক্ষণে ইংল্যণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্তে রাখিয়াছিল ও যাহারা তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে, তাহারা এবং তাঁহার পুত্র—এই উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার রফা হইতে পারিত না। ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিল (১৭ মার্চ্চ) এবং এক আইন পাশ করা হইল যে (১৯ মে), ইংল্যণ্ড ও উহার অন্তঃপাতী উপনিবেশসমূহ, রাজ্য ইত্যাদির জনগণ একত্রে সাধারণতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র (কমনওয়েল্‌থ ও ফ্রী ষ্টেট) স্থাপিত করিতেছে, সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব জনগণের প্রতিনিধি মহাসমিতির সভ্যগণের উপর অর্পিত থাকিবে এবং তাঁহারা জনগণের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীদিগকে নিয়োগ করিবেন ; এই রাষ্ট্রে কোন রাজা বা ওমরাহ্-সভা থাকিবে না।

ইংল্যণ্ডে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৬৪৯)।

সাধারণতন্ত্রের বাহ্য ও আভ্যন্তর বিপদসমূহ।

চার্লসের মৃত্যুর প্রথম ফল এই হইল যে, ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা দেখা দিল। রুশিয়া প্রভৃতি কোন কোন রাষ্ট্র সম্পর্ক ছিন্ন করিল। প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহ অধিকতর প্রতিকূলতা করিতে লাগিল। হল্যাণ্ডে তখন চার্লসের পুত্র অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় চার্লস এই উপাধি গ্রহণ করেন। হল্যাণ্ড বিলাতী সাধারণতন্ত্র অস্বীকার করিয়া ইঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। স্কটল্যাণ্ডে প্রেস্‌বিটেরিয়ানগণ দ্বিতীয় চার্লসকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। আয়ার্ল্যণ্ড হইতেও অনুরূপ আহ্বান গেল। কিন্তু এই সকল বিপদ্ অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ্ দেশের মধ্যে দেখা যায়। ফ্রান্স ও স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক স্কট সর্ত্তসমূহের কোন কোনটি অস্বীকার প্রভৃতি কারণে বাহ্য বিপদের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে রাজপক্ষীয় লোকেরা ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। রাজতন্ত্রবাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক বিদ্রোহ সহজে দমিত হইল বটে, কিন্তু দেশব্যাপী অসন্তোষ-বহ্নিকে এইরূপে নির্ব্বাপিত করা গেল না। ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, যে বিপ্লব মহাসমিতি ও রাজশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে তাহা

জনগণের অনুমোদিত নহে। জন-সভায় যে সকল সভ্য অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ৪১ জনকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের হাতে বহিঃস্থ ও আভ্যন্তর শাসন-কার্য্য পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই দল সেনাবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে পরাঙ্মুখ হইল না বটে, কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিল না। এই সভার অধিকাংশ সভ্য সাধারণতন্ত্রের প্রতি বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। দেশ মধ্যে এই অস্বীকৃতি আরো বিস্তৃতভাবে দেখা দিল। অনেক বিচারক কাজ ছাড়িয়া দিলেন। দেশের এই প্রকার অবস্থায়, উপরি-উক্ত সভ্যগণ মে মাসের পূর্ব্বে লণ্ডনে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিবার সাহস পান নাই।

আদর্শবাহিনী প্রথম হইতেই মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে সংকল্পবদ্ধ থাকিলেও পূর্ব্ব মহাসমিতির অবশিষ্ট সভ্যগণের তাহাতে বাধা প্রদান।

জন-সভায় এক্ষণে মাত্র একশতজন সভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন উপস্থিত থাকিতেন। সৈন্যগণ এই জন-সভাকে কোনকালেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করে নাই। পরন্তু ইহারা এই দাবী করিয়াছিল যে, মহাসমিতির নূতন অধিবেশন ডাকিবার জন্য এক বিল তৈরী করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করা হইবে: প্রতি দুই বৎসর অন্তর নূতন মহাসমিতির অধিবেশন হইবে, এই মহা-সমিতির সভ্য সংখ্যা ৪০০, উহারা রাজ্যের সমুদায় গৃহস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত; প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রণালী এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে যেন প্রত্যেক গুরুত্ববিশিষ্ট স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়; বেতনভোগী সামরিক ও অসামরিক সরকারী কর্ম্মচারীরা কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। বাহ্যত এই বিল মহাসমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেও, শীঘ্রই এই গুজব রটিল যে, মহাসমিতি নিজ অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিতে প্রস্তুত নহে। সৈন্যগণ যাহাই ভাবুক না, মহাসমিতির রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না যে, সমগ্র দেশ তাঁহাদের বিপক্ষে এবং একবার অধিবেশন ভঙ্গ করিলে নূতন-মহাসমিতির সভ্যগণ বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং তাঁহারা ক্রমাগত দেরী করিতেছিলেন এই আশায় যে, সময়ে সমগ্র জাতি নূতন শাসন-ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইবে। তাঁহারা তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য গোপন করিয়া রাখিলেও ইহা কোনক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং জন লিলবার্ণ নামক এক সাহসী সৈন্যের নেতৃত্বাধীনে এক বিদ্রোহ ঘটে। ক্রমওয়েল উহা দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন। নূতন মহাসমিতির অধিবেশন যে শীঘ্রই হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ইতিমধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রবাদীদিগের সফলতায় তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। ক্রমওয়েল ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আয়ার্ল্যাণ্ডে অবতরণ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল গুজব রটিত হয়, তাহার অধিকাংশই ইংরেজরা বিশ্বাস করিত। ক্রমওয়েল এইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ডকে তজ্জন্য যথোচিত শিক্ষা দিতে হইবে। বস্তুত তিনি আইরিশ বিদ্রোহ এরূপ নিষ্ঠুরভাবে দমন করিলেন যে, তাহাতে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ পদানত করিয়া তিনি স্কট অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় চার্লস প্রেসবিটেরিয়ানদের সর্ত্তসমূহ স্বীকার করিয়া লওয়ায়

আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ হওয়ায় ক্রমওয়েলের তথায় গমন ও বিদ্রোহ দমন (১৬৪৯)।

স্কটগণ দ্বিতীয় চার্লসের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমওয়েল কর্তৃক স্কটল্যাণ্ডে অভিযান ও স্কটদের পরাজয় (১৬৫০)।

তাঁহার ও স্কটদের সৈন্যেরা একযোগে ইংল্যণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমওয়েল প্রথম প্রথম স্কটল্যাণ্ডে কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্কটরা যখন প্রায় জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তখনি তিনি তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কৌশলে অল্প সময়ের মধ্যে ডানবারের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। প্রভূত গোলাগুলি সহ দশ হাজার লোক বন্দী ও তিন হাজার নিহত হইল। এই যুদ্ধ জয়ের ফল এই হইল যে, স্পেন ও হল্যাণ্ড উভয়েই বিলাতী সাধারণতন্ত্রকে বন্ধুরূপে পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমওয়েল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দূর হইতে দেশবাসীর অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, নূতন মহা-সমিতি পত্তন করিয়া তাহার অধিবেশন ডাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বার বার চিঠি লিখিতেছিলেন। এদিকে জনমতকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত মহাসমিতি এক নূতন চাল চালিল। উহা গোপনে ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে এক সমঝোতা খাড়া করিবার চেষ্টা করিল। স্কটল্যাণ্ডের তদানীন্তন অবস্থার জন্য এই সমঝোতা ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় চার্লস আয়ার্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবার উপায় নাই দেখিয়া স্কটদের সকল প্রকার সর্ত্তই মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল, তিনি স্কট সৈন্যের সাহায্যে ক্রমওয়েলকে পরাভূত করিতে পারিবেন। ডানবারের যুদ্ধ-জয়ের পর ক্রমওয়েল বহুকাল সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। স্কটদের মধ্যে আত্ম-বিরোধ দেখা দিল। উর্ষ্টারে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে তিনি রণ-কৌশল দেখাইয়া জয়লাভ করিলেন (১৬৫১)। স্কটদের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল। কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় চার্লস ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন।

নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত মহাসমিতির চেষ্টা।

প্রথম চার্লস মৃত এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চার্লস যুদ্ধে পরাজিত। ক্রমওয়েল এক্ষণে বর্ত্তমান মহাসমিতির স্থলে নূতন মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু এ কাজ সহজ ছিল না। মহাসমিতি ভঙ্গ করিবার বিল ক্রমওয়েল স্বয়ং প্রস্তাব করিলেও, তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ হইল এবং অতিকষ্টে ক্রমওয়েল মাত্র দুই ভোটে জয়লাভ করিলেন এই সর্ত্তে যে, বর্ত্তমান মহাসমিতির অধিবেশন আরো তিন বৎসর চলিবে। যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক কাজে মহাসমিতিকে এরূপ ব্যাপৃত হইতে হয় যে, আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ইহার উপর আবার মহাসমিতির কোন কোন সভ্যের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য অভিযোগ শোনা যায়। সৈন্যবাহিনী দেখিল যে, পুরাতন মহাসমিতির স্থলে নূতন মহাসমিতির প্রবর্ত্তন না হইলে এই সব বিষয়ের প্রতিকার হইবে না, আর মহাসমিতি চাহিতেছিল যেন তাহা না ঘটে। মহাসমিতির নেতা সার হ্যারি ভেন তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে আইনের সংস্কার প্রয়োজন কি না তাহা বিবেচনা করিবার জন্য এক বিশেষ সমিতি মোতায়েন হয়। স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যণ্ডের যোগ সমর্থন করিয়া মহাসমিতি এক বিল পাশ করিল এবং স্থির হইল যে, পরবর্ত্তী মহাসমিতিতে স্কটল্যাণ্ড প্রতিনিধি পাঠাইবে।

আয়ার্ল্যণ্ডের সহিত অনুরূপ মিলনের চেষ্টাও চলিতে লাগিল। ভেন দেখিলেন মহাসমিতিকে সৈন্যবাহিনীর শাসন হইতে মুক্ত করিতে হইলে এমন কিছু করা দরকার যাহাতে উহাদের যুদ্ধ-জয়ের গৌরব ম্লান হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাসমিতির প্রতি বশ্যতাপন্ন এক নৌবাহিনী সৃষ্টির প্রয়াস পাইলেন ও হল্যাণ্ডের সহিত বিবাদের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এক 'নাবিক আইন' দ্বারা বিদেশ হইতে জাহাজ রপ্তানি বন্ধ হয়; উহাতে ওলন্দাজ-ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত সমুদয় জাহাজ তোপ দাগিয়া ইংল্যণ্ডকে সম্মান জানাইবে এই দাবী হইতে উভয় জাতির মধ্যে নানারূপ বচসা আরম্ভ হয়। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সামান্য কারণে ব্লেকের অধীনে ইংরেজ নৌবাহিনীর সহিত ওলন্দাজ নৌবাহিনীর যুদ্ধ বাধিল। মহাসমিতি সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য এক বিল আনয়ন করিবামাত্র উহারা যুদ্ধের প্রাক্কালে আবেদন করিল যে, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের সংস্কার, এবং মহাসমিতির অধিবেশন শেষ হওয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা তাহারা চায়। এই আবেদন-পত্র পাইয়া মহাসমিতি উহার বিবেচনা করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু সঙ্কল্প করে যে, উপস্থিত সভ্যগণ পুনর্নির্ব্বাচন ব্যতীত নূতন মহাসমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন। সৈন্যবাহিনীর কর্ম্মচারিগণ বার বার অনুরোধ পাঠাইয়াও মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তখন ক্রমওয়েল সৈন্যদের দাবী সমর্থন করিয়া জানাইলেন, মহাসমিতির বর্ত্তমান সভ্যদের মত লোকদের সহিত কোনপ্রকার রফার আশা করাই বৃথা। এদিকে ইংরেজ ও ওলন্দাজে ঘোর যুদ্ধ হওয়ায় তখনকার মত এই প্রসঙ্গ চাপা পড়ে। ব্লেকের নিকট পরাস্ত হইয়া চ্যানেলস্থ ওলন্দাজবাহিনী পলায়ন করে। কিন্তু ওলন্দাজরা এত সহজে হটিয়া যাইবার পাত্র নহে। স্পেনের পতনের পর হইতে ওলন্দাজরাই সমুদ্রে আধিপত্য করিতেছিল। সুতরাং এই প্রথম পরাজয়ের বার্ত্তা দেশে পৌঁছিবামাত্র ওলন্দাজগণ এক দৃঢ় ও বিশাল নৌবাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। এই যুদ্ধে ইংরেজ নৌবাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। এই পরাজয়ে মহাসমিতি নরম হইয়া নূতন মহাসমিতি বিষয়ে এক বিল আনয়ন করিল এবং আগামী নবেম্বরে অধিবেশন শেষ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু এই মত শীঘ্রই বদলাইয়া গেল। ব্লেক আবার লোক ও জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিলেন। অমনি মহাসমিতি দাবী করিয়া বসিল যে, নূতন মহাসমিতিতে প্রাচীন মহাসমিতির সভ্যগণ স্থান পাইবেন, একমাত্র তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সংস্কার-সমিতি গঠিত হইবে এবং এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেক নির্ব্বাচনের বৈধতা ও অবৈধতা এবং সভ্যগণের যোগ্যতা বিচার করিবেন। ইহার পর মহাসমিতির সভ্যগণ ও সৈন্যবাহিনীর কর্ম্মচারীদিগের এক বৈঠকে কর্ম্মচারিগণ এক বাক্যে মহাসমিতির উপরি উক্ত দাবীসমূহ অস্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাসমিতির নূতন নির্ব্বাচন চাহিলেন। বৈঠক পর দিনের জন্য মুলতুবী থাকে। কিন্তু পরদিন মহাসমিতির প্রধান প্রধান সভ্যগণ অনুপস্থিত থাকিয়া মহাসমিতিতে প্রতিনিধি আনয়ন বিষয়ক নূতন বিল পাশ করিতে প্রবৃত্ত

মহাসমিতির প্ররোচনায় হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ (১৬৫২)

ব্লেকের কৌশলে ওলন্দাজদের পরাজয় (১৬৫৩)।

ক্রমওয়েল জোর করিয়া মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিলেন (১৬৫৩)।

হন। ক্রমওয়েল ইহাদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া মহাসমিতি-গৃহে গমন করিলেন এবং কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর জোর করিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। মহাসমিতির গৃহে চাবি পড়িল। কয়েক ঘণ্টা পরে মহাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক রাষ্ট্র-সভার অনুরূপ অবস্থা ঘটিল। ক্রমওয়েল উহার সভ্যদিগকে আহ্বান করিয়া অপসৃত হইবার আদেশ দিলেন। উহার সভাপতি জন ব্র্যাডশ এই বলিয়া আপত্তি জানাইলেন যে, যদি ক্রমওয়েল মনে করিয়া থাকেন তিনি মহাসমিতিকে ভঙ্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভুল হইয়াছে: উহা শুধু নিজেই নিজের অধিবেশন শেষ করিতে পারে, তাহা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা উহাকে ভঙ্গ করিতে পারে।

ক্রমওয়েল বলপ্রকাশ করা সত্ত্বেও তাঁহার কার্য্যে দেশবাসীর সমর্থন।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মহাসমিতি এই নাম গ্রহণ করিয়া দেশ শাসন করিবে, ইহা সমীচীন নহে। সমগ্র দেশ উহার অবসান চাহিতেছিল। সুতরাং ক্রমওয়েল ও তাঁহার সৈন্যদের কার্য্য দেশবাসীর দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু এই প্রকারে বলপ্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করার মধ্যে একটা অন্যায়ও ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে দেশ অরাজক ও অশাসক হইয়া গেল। যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন, তাঁহারা মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। মহাসমিতির অস্তিত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শাসন-কাল আপনা আপনি শেষ হইয়া গেল। সমগ্র দেশের শাসন ও পরিচালনার ভার ক্রমওয়েল ও তাঁহার লোকেদের হাতে গিয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ক্ষমতার লোভ তাঁহাদের নাই এবং দেশে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে না; সুতরাং তাঁহারা বিশ্বস্ত ও সৎলোকদের হাতে শাসন-কার্য্যের ভার দিতে উৎসুক হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ৮ জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও ৪ জন নাগরিককে লইয়া একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র-সভা (কাউন্সেল অব্ ষ্টেট্) গঠিত হয়। ভেনকেও ইহার সভ্য হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। এই সভার প্রথম কাজ হইল নূতন এক মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিয়া তাহার হাতে সকল কার্য্যভার অর্পণ করা। কিন্তু মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচন-প্রথার ও অন্যান্য বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-সভা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত লোকের তালিকা হইতে ১৫৬ জন লোক মনোনয়ন করে। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মভীরু ও সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ব্যক্তি। ক্রমওয়েল ও রাষ্ট্র-সভা সমুদয় ক্ষমতা ইহাদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করায় ইহা সর্ব্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতা-বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু একটি সর্ত্ত এই ছিল যে, পনের মাসের মধ্যে এই ক্ষমতা ইহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী নির্ব্বাচন-ফলে গঠিত মহাসমিতির হাতে অর্পণ করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠান প্রথম হইতেই সাহসের সহিত কাঠামো-আইনের সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়। ইহার মূলমন্ত্র ছিল ব্যয়-সঙ্কোচ ও সততা। সরকারী চাকুরীতে যথেচ্ছ অর্থব্যয় ও কর-আদায়ে বৈষম্য নিবারণ, চ্যান্সারি বিচারালয়ের উচ্ছেদ, বিধিবদ্ধ আইন-প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ আরম্ভ

ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে অস্থায়ী রাষ্ট্রসভা কর্ত্তৃক ১৫৬ জন ব্যক্তি লইয়া এক সমিতি গঠন ও উহার কাজ।

করে। এদিকে ইহার সাহসিক কার্য্যাবলীতে ব্যবহারজীবী ও যাজকগণ শঙ্কিত হইয়া উঠেন ;- দেশমধ্যে ইহার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, সম্পত্তি, গির্জ্জা, আইনের বিনাশ এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের শত্রুতা-সাধন ইহার উদ্দেশ্য। ক্রমওয়েল ব্যবহারজীবী ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কিন্তু তিনি নূতন সমিতির কাজেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও রাষ্ট্রের সংস্কার প্রয়োজন, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন ; কিন্তু বিপ্লব-বাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশূন্য ছিলেন। প্রাচীন অবস্থা যতদূর বজায় রাখা সম্ভব তাহা তিনি রাখিতে চাহিতেন। যুদ্ধের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছিল, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত তিনি আইন-সভা ব্যতীত রাজশক্তির তুল্য ক্ষমতাপন্ন শাসন-পরিষদ্ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ইতরভদ্র, ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে যে সকল সামাজিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহা দূর করিবার কল্পনা তাঁহার মনে ছিল না। সুতরাং ক্রমওয়েল নূতন সমিতির প্রতি বিরূপ হইবেন, তাহা স্বাভাবিক। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি আপনা আপনি নিজেদের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া ক্রমওয়েলের মুস্কিলের অবসান করিল। উহার অধিবেশন দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে না, এই কারণ দেখাইয়া উহার সভ্যগণ পদত্যাগ করিলেন। অধিকাংশ সভ্য তাহা অনুমোদন করায়, এই সব পদত্যাগপত্র, ক্রমওয়েলের হাতে অর্পিত হইল।

সমিতির অধিবেশন ভঙ্গ।

পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ পদত্যাগের পূর্ব্বে এক নূতন রাষ্ট্র-সভার সভ্যদিগের নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। এই সভা এক বিশেষ কাঠামো-আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়। ইহা এক্ষণে নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া এক মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিল। উহার সভ্যসংখ্যার মধ্যে ৪০০ ইংল্যাণ্ড হইতে, ৩০ স্কটল্যাণ্ড হইতে ও ৩০ আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে আসিবে, এইরূপ স্থির হয়। যে জিলা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে তাহা নির্দ্দেশ, নির্ব্বাচনে ভোট দিবার বিশেষ অধিকার, ক্যাথলিক ও রাজপক্ষীয়দিগকে ভোটদান ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করণ প্রভৃতি কাজ ইহার তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাসন-বিষয়ে সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার অধিকার এই সভার থাকিলেও ইহা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার ভয়ে ভীত হইয়া ক্রমওয়েলকে রক্ষক (প্রটেক্টার) নিযুক্ত করে। রক্ষকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তিনি সভার সভ্যদের নাম নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও সমুদায় সভ্যের সম্মতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রের বড় বড় চাকুরী এবং সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারীগণের নিয়োগ বা অপসারণ—এই সকল বিষয়ে সমুদায় সভ্যের সম্মতি প্রয়োজন হইত। ভবিষ্যতে রক্ষকদিগকে নিয়োগ করাও সভার কাজ। এক মহাসমিতির পর অন্য মহাসমিতির অধিবেশনের নিমিত্ত তিন বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইতে পারিবে না এবং মহাসমিতির কাজ আরম্ভ হইবার পর পাঁচ মাস বন্ধ থাকিবে না। উহার সম্মতি ব্যতীত আইন-প্রণয়ন বা করস্থাপন সম্ভবপর নহে এবং উহা যে বিধি পাশ করিবে তাহা রক্ষকের অনুমোদন না থাকিলেও ২০ দিন পরে আইনে পরিণত হইবে। নূতন কাঠামো-

ইংল্যাণ্ডের শাসন-কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত অস্থায়ী ব্যবস্থা (১৬৫৩)।

আইন জনগণের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। সকলের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শীঘ্রই যথার্থ মহাসমিতির অধিবেশন বসিবে; সেজন্য বর্ত্তমান অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে কাহারো আপত্তি ছিল না।

মহাসমিতির নূতন অধিবেশন ও তাহার বিশেষ মর্য্যাদা (১৬৫৪)।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির যে অধিবেশন বসিল তাহা নানা দিক্ দিয়া ইংল্যণ্ডের ইতিহাসে আপন প্রভাব বিস্তার করে। এই মহাসমিতিতেই প্রথম স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ ইংরেজ প্রতিনিধিদিগের সহিত আসিয়া একত্রে বসেন। নির্ব্বাচন-কেন্দ্রসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। ভোটদাতাগণ স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। এক কথায় বলা চলে যে, এই মহাসমিতি প্রথম জাতির প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হয়। এই মহাসমিতির প্রথম কাজ হইল শাসন-ব্যবস্থা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করা। হ্যাসেল-রিগ্ প্রমুখ উগ্র স্বারাজ্যপন্থীরা বলিয়া বসিলেন যে, যেহেতু দীর্ঘ মহাসমিতি কখনো শেষ হয় নাই, সেই জন্য রক্ষক বা তাহার পরামর্শ সভা কাহাকেও আইনত স্বীকার করা যায় না। মহাসমিতির অধিকাংশ সভ্য এরূপ উগ্রপন্থী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ও রক্ষক অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং তৎস্থলে প্রতিনিধিমূলক স্থায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ক্রমওয়েল রক্ষকরূপে শাসনকার্য্য চালাইতে থাকিবেন, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত ছিল না; তাঁহার নাকচ্ ক্ষমতা বা মহাসমিতির তুল্য আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা থাকিবে কি না তাহা লইয়া ঘোরতর মতভেদ হয়। কিন্তু মহাসমিতি যে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, ইহা সহ্য করিতে ক্রমওয়েল প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার শাসন-ক্ষমতা লণ্ডন, সৈন্যগণ, বিচারকগণ, এমন কি ইংল্যণ্ডের প্রত্যেক জনপদ মানিয়া লইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন যে, জাতির অনুমোদন, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবানের আহ্বানের তুল্য। সুতরাং তিনি তাঁহার কার্য্যে কোন বাধা সহ্য করিতে পারেন না। মহাসমিতির কার্য্য-কলাপে উদ্বিগ্ন হইবার অন্য কারণও ক্রমওয়েলের ছিল। তিনি ইতিমধ্যে অনেকগুলি কাজে হাত দিয়াছিলেন। মহাসমিতির অধিবেশন বসিবার পূর্ব্বে একটি বিধি প্রচারিত হয়। হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কার, আইন বিধিবদ্ধ করণ, স্কটল্যাণ্ডের সহিত মিলন শেষ হইয়াছিল। পর্ত্তুগাল ও স্পেনের সহিত সন্ধি, আয়ার্ল্যাণ্ডে বসতি স্থাপন প্রভৃতি অনেক কাজ তখনও বাকী ছিল। মহাসমিতি যে এই সকল গুরুতর বিষয়ের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল কাঠামো-আইনের আলোচনায় ব্যাপৃত হইবে ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। দীর্ঘ মহাসমিতির হাতে আইন ও শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা একত্রে অর্পণ করায় কি কুফল ফলিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। মহাসমিতি যাহাতে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, তাঁহার মতে তাহার একমাত্র পথ হইল একটিমাত্র ব্যক্তি ও মহাসমিতির উপর শাসনভার অর্পণ করা। কিন্তু তিনি এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা স্বাধীনতা ও পবিত্রতাবাদ উভয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, মহাসমিতিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তিনি একটি মাত্র ব্যক্তি ও মহাসমিতির উপর অর্পিত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা বে-আইনী।

তাঁহার কাজে মহাসমিতি বাধা দেওয়ায় ক্রমওয়েলের উদ্বেগ।

ক্রমওয়েলের শাসন-ব্যবস্থা।

একশত ব্যক্তি এরূপ অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু যাঁহারা অঙ্গীকার করিয়া মহাসমিতিতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত আইন-সঙ্গত কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ফলে ক্রমওয়েলকে পুনরায় তাঁহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। মহাসমিতিকে তাঁহার কাজে বাধা দিতে দেখিয়া রাজতন্ত্রবাদিগণ আবার উৎসাহী হইয়া উঠেন; মহাসমিতি অর্থের বরাদ্দ না করায় সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হয়। তখন ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্রমওয়েল ক্রুদ্ধচিত্তে মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন। এতকাল ইংল্যাণ্ডে বাহ্যত আইনসঙ্গত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সকল প্রকার আইনানুগত্যের অবসান হইয়া গেল। রক্ষকের পদ যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার সামিল হইল। মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত ক্রমওয়েল কোন কর আদায় করিতে পারিবেন না এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিলেও প্রয়োজনের অজুহাতে সে নিয়ম রহিত হয়। বস্তুত এই সময়ে ক্রমওয়েল যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহার ফলে দেশের বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ স্বদেশপ্রেমিকেরা রাজতন্ত্রবাদী হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে দেশে অসন্তোষ দেখা দিল, কিন্তু সৈন্যদিগের ভয়ে অসন্তুষ্ট জনগণ বিদ্রোহ করিতে পারিল না। কোন কোন স্থলে বিদ্রোহ হইবামাত্র তাহা কঠোরহস্তে দমন করা হইল। কিন্তু ক্রমওয়েল তাহাতেই মনে মনে একটু ত্রস্ত হইয়া দেশের শৃঙ্খলা-বিধানে প্রবৃত্ত হন। সমগ্র দেশ দশটি সামরিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভার একজন মেজর-জেনারেলের হাতে অর্পণ করিলেন। যে কোন পোপানুবর্ত্তী ও রাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তিকে নিরস্ত্র করিবার ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধৃত করিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল। রাষ্ট্রসভা বিধান জারি করিয়া শাসন-কার্য্য চালাইবার অর্থ সংগ্রহ করিল। যে কেহ পূর্ব্বে রাজপক্ষে যোগ দিয়াছে তাহাকেই প্রতি বৎসর তাহার আয়ের দশমাংশ করস্বরূপ দিতে হইত। মেজর-জেনারেলগণ অত্যাচারী ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ পায়। কর-গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ মোকদ্দমা আনয়ন করিলে তাহার উকীলকে জেলে পাঠান হইত।

ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক মাহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গকরণ (১৬৫৫);

এবং মেজর-জেনারেলদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ।

কিন্তু ক্রমওয়েলের শাসন-কালকে কেবল অত্যাচারপূর্ণ বলিয়া ভাবিলে ভুল করা হইবে। দীর্ঘ মহাসমিতি স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মিলন ঘটাইয়াছিল। ক্রমওয়েল তাহা কার্য্যত সফল করিয়া তুলিলেন। তাঁহার দৃঢ়তার গুণে স্কটল্যাণ্ডে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইল, ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা রক্ষিত হয় এবং দেশের শান্তি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। চার্লসের স্বপক্ষতা করা হেতু ক্রমওয়েল আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষে অথবা তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা আত্মসমর্পণ করিল তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে জ্যামেইকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিক্রয় করা হইল। চল্লিশ হাজার ক্যাথলিক ফ্রান্স ও স্পেনে আশ্রয় লয়। ক্রমওয়েলের এক পুত্র হেনরি ক্রমওয়েল আলষ্টারের ন্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কল্পিত দোষ অনুসারে অধিবাসীদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা

ক্রমওয়েলের দেশ শাসন: স্কটল্যাণ্ড; আয়র্ল্যাণ্ড;

হইয়াছিল। এক এক শ্রেণীর জন্য এক এক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা হইল। কাহাকেও সম্পত্তিচ্যুত, কাহাকেও নির্ব্বাসিত, আবার কাহাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্রমওয়েলের ব্যবস্থা নিতান্ত নিষ্ঠুর হইলেও উহা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিল। আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। ইংল্যণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া দেশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহায়তা করিলেন। সর্ব্বোপরি স্কটল্যাণ্ডের ন্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যণ্ডের মিলন সংঘটিত করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে বিলাতী মহাসমিতিতে ৩০ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার আদেশ করা হইল। ক্রমওয়েল ইংল্যণ্ডে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। একমাত্র রাজতন্ত্রবাদীদের সহিত ঘোরতর শত্রুতা করিতে তিনি কখনো বিরত হন নাই। কিন্তু দেশের সুশাসনের নিমিত্ত তিনি অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। পুলিশ, রাস্তা, ধনসংগ্রহ, কয়েদীদের অবস্থা, ঋণগ্রহীতার কয়েদ, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেন। বিচারালয় ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কারেও তিনি হাত দেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ আগ্রহ ছিল যে, কোয়েকার ও ইহুদিগণ পর্য্যন্ত ইংল্যণ্ডে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে সমর্থ হয়।

এবং ইংল্যণ্ড।

ইংল্যণ্ড যখন দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, তখন সমগ্র পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইতেছিল। ফ্রান্সে রিশেলুর রাষ্ট্রনীতি গুষ্টেভাস্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী সুইডিস্ সেনাপতিগণকে সমর্থন করিতে থাকে। জার্ম্মাণিতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অষ্ট্রিয়ার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করে, কারণ তখন অষ্ট্রিয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে ও হাঙ্গারি অধিকার করিতে তুরস্কের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। স্পেনের ক্রমাগত অবনতি ঘটিতেছিল এবং উহা ক্রমে ফ্রান্সের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। খৃষ্টান জগতে ফ্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে স্পেনের অধিকৃত রাজ্যসমূহ ফ্রান্সের করতলগত হইতেছিল। কিন্তু ক্রমওয়েলের রক্ষণশীল মন সমসাময়িক ঘটনাবলী যথাযথভাবে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার নিকট স্পেন ও পোপানুগত খৃষ্টান জগৎ একার্থক ছিল। স্পেনের প্রতি ইংরেজের সেই পুরাতন ঘৃণা ও ক্রোধ তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ফলে, তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি স্পেন-বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল। তিনি প্রথমেই সমুদয় প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ও হল্যাণ্ডের সহিত বিরোধের অবসানে প্রবৃত্ত হন। ক্রমওয়েল হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিলেন (১৬৫৪) বটে, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, বৃটিশ সমুদ্রে বিলাতী পতাকার প্রাধান্য এবং বিলাতী নাবিক-আইন ওলন্দাজদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এবং এরূপ ব্যবস্থা হইল যে, ভবিষ্যতে ওলন্দাজ সৈন্যদের সাহায্যে যেন ষ্টুয়ার্ট বংশীয় কেহ সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে। ইহার পর ক্রমওয়েল সুইডেন ও ডেন্মার্কের সহিত সন্ধি করেন। যদিও তাঁহার প্রটেষ্টাণ্ট-সঙ্ঘ গড়িবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তিনি একাকী তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে দুইটি বিলাতী নৌবাহিনী সমুদ্রে অভিযান করে। তখন পর্য্যন্ত স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই, তথাপি উহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্পেনকে আক্রমণ করা। কিন্তু আক্রমণে কোন ফল হইল না।

ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতি স্পেন-বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবান্বিত।

ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা।

একমাত্র জ্যামেইকা দ্বীপ হস্তগত হয়। সে সময়ে উহা এরূপ অনুন্নত অবস্থায় ছিল যে সমুদায় রক্তপাত ও অর্থব্যয় বৃথা মনে হইল। অভিযানকারীদ্বয়, ব্লেক ও ভেনেব্‌ল্‌স্‌, প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে ক্রমওয়েল স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন।

স্পেনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ-ঘোষণা (১৬৫৫)।

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্রমওয়েল ফ্রান্সের সহিত এক সমঝোতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে অত্যধিক খরচ হওয়ায় তাঁহাকে শীঘ্রই মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে হইল। এই মহাসমিতির নির্ব্বাচন তিনি স্বাধীনভাবে হইতে দিলেন না। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে যে ৬০ জন প্রতিনিধি আসিলেন, তাঁহারা ক্রমওয়েলের মনোনীত ব্যক্তি বলিলেও হয়। পূর্ব্ব রাষ্ট্র-সভার প্রধান প্রধান সমুদায় সভ্য যাহাতে নির্ব্বাচিত হন তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল। এইরূপে দেখা গেল যে, নির্ব্বাচিত সভ্যদের প্রায় অর্দ্ধেক কোন না কোন প্রকার লাভ বা চাকুরীর জন্য শাসকদের অনুগত। ক্রমওয়েল ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন মহাসমিতির অধিবেশন বসিল, তখন তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভা-গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে একটি সুপারিশ-পত্র যোগাড় করিতে হইবে। এইরূপে তিনি এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ হ্যাসেলরিগ্‌ প্রমুখ একশত জন সভ্যকে বশ্যতার অভাব বা ধর্ম্মহীনতার অজুহাতে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ জন-সভার নিকট প্রতি পদে সমর্থন পাইবার কথা। মহাসমিতি ঘোষণা করিল যে, ক্রমওয়েলের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করিবার ইচ্ছা ইহার নাই। অধিকন্তু ক্রমওয়েলকে নিরাপদ্‌ রাখিবার জন্য ইহা বিশেষ ব্যবস্থা করিল। তাঁহার সমর-নীতি অনুমোদন করিয়া যুদ্ধ চালাইবার জন্য অভূতপূর্ব্ব অর্থ মঞ্জুর করিয়া দিল। মহাসমিতি এই প্রকার বশ্যতা দেখাইল বলিয়াই উহার পক্ষে ক্রমওয়েলের প্রবর্ত্তিত বে-আইনী ও যথেচ্ছাচার শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভবপর হইল। ক্রমওয়েল প্রাণপণে মেজর-জেনারেলদের সমর্থন করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেই তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থনসূচক একটি বিল মহাসমিতিতে আনীত হইল, অমনি ঘোর বিতর্ক দেখা দিল। শেষ পর্য্যন্ত, এই বিল নামঞ্জুর হয়। তখন ক্রমওয়েল মেজর-জেনারেলদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া মহাসমিতির মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এই বিরুদ্ধতা করিতে মহাসমিতি প্রবৃত্ত হয় নাই। বংশপরম্পরায় সমগ্র জাতির স্বাধীনতা সূচক প্রতিষ্ঠানগুলি যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল। কাঠামো-আইন অনুযায়ী নজীরের প্রভাবে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, বিচারালয়ে রাজার ক্ষমতার বিচার চলে, কিন্তু বিলাতী ইতিহাসে রক্ষকের পদ এক নূতন জিনিষ এবং তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার কোন দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং মহাসমিতির একদল লোক চাহিলেন যে, পুনরায় রাজপদের সৃষ্টি করা হউক। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অতিজন এই প্রস্তাব পাশ করিলেন এবং তখন হইতে রক্ষক ও মহাসমিতির মধ্যে ক্রমাগত আলোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমওয়েলের পক্ষে এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সৈন্য-

মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান (১৬৫৬)।

মহাসমিতি ক্রমওয়েলের ইচ্ছানুসারে গঠিত হইলেও মেজর-জেনারেলদের কাজের সমর্থন করিল না।

মহাসমিতি কর্ত্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (১৬৫৭)।

বাহিনী যে উহা সমর্থন করিবে না তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে, দেশ তাঁহার অনুকূল ছিল না এবং সৈন্যদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা বেশী দিন থাকিবে না। তাঁহার সৈন্যেরাও শীঘ্রই নিজেদের মনোভাব জানাইয়া দিল। উহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যেন ত্যক্ত হয়। ক্রমওয়েল সৈন্যদের ও জন-সভার মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া, ৮ই মে তারিখে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাজপদ গ্রহণ করিবেন না। মহাসমিতি এইরূপে আইনসঙ্গত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিল। রাজপদ গ্রহণের সঙ্গে ক্রমওয়েলকে এই একটি সর্ত্ত দেওয়া হয় যে, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত কাঠামো-আইন তাঁহার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ক্রমওয়েল এক্ষণে উহা মানিয়া লইতে রাজী হইলেন। উহা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকৃষ্টরূপে রক্ষিত হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং রাজপদবীকে রক্ষকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই আইন পাশ করা হইল। ২৬শে জুন তারিখে তাঁহাকে এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উৎসবের মধ্যে রক্ষকের পদে অভিষিক্ত করা হয়। জন-সভার সভাপতি তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় পোষাক পরিধান করাইয়া হাতে রাজদণ্ড ও পার্শ্বে সুবিচারের চিহ্নস্বরূপ তরবারি ঝুলাইয়া দেন। তাঁহার পরে কে রক্ষক হইবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিল। কিন্তু তৎপরে এই পদ নির্ব্বাচন দ্বারা পূরণ করা হইবে, স্থির হয়। মহাসমিতি দুই শাখায় বিভক্ত হইবে ও ওমরাহ্-সভার ৭০ জন রক্ষক কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, জন-সভা পূর্ব্বের মত সভ্যদের গুণাবলী নির্দ্দেশ করিবে, রাষ্ট্র-সভা, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী ও সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে মহাসমিতির হাত থাকিবে, রক্ষক নির্দ্দিষ্ট হারে ভাতা পাইবেন, মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত কোন প্রকার কর স্থাপিত হইবে না এবং দু'একটি স্থলে ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা বজায় থাকিবে—ইহাই হইল নূতন আইনের মর্ম্ম।

রাজপদগ্রহণে ক্রমওয়েলের অস্বীকৃতি।

রক্ষকের পদে অভিষিক্ত ক্রমওয়েল (১৬৫৭)।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জন-সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ক্রমওয়েল সমগ্র ইয়োরোপে ধর্ম্ম-যুদ্ধের উপক্রম করিয়াছিলেন। স্যাভয়ের ডিউক ও পিডমণ্টস্থিত তাঁহার প্রটেষ্টাণ্ট প্রজাদের মধ্যে বিবাদ হইতে উহার সূত্রপাত। ডিউক তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা প্রজাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিলেন যে, তাহাতে সমগ্র ইংল্যণ্ডে ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। মিল্টনের কোন কোন সনেটে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। ক্রমওয়েল চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার দূত ডিউকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতীকার দাবী করিলেন। তাহা অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বাধিত। কারণ সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ক্যাণ্টনসমূহ স্যাভয় আক্রমণ করিবার নিমিত্ত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ফরাসী মন্ত্রী ম্যাজারিনের কূট কৌশলে যুদ্ধ বাধিল না এবং ক্রমওয়েলের দাবীসমূহ পূরণ করিতে ডিউক বাধ্য হইলেন। ইহাতে ঘরে ও বাহিরে তাঁহার খ্যাতি আরো বাড়িয়া গেল। ইহার পর কারামুক্ত ব্লেক সাণ্টা ক্রুজে প্রবেশ করিয়া বন্দরস্থিত প্রত্যেকটি স্পেনিশ জাহাজ ভস্মীভূত

ইংল্যণ্ডের যুদ্ধ-জয় ও ইয়োরোপে ক্রমওয়েলের খ্যাতিবৃদ্ধি।

করেন। ইংরেজ সৈন্য জলপথের ন্যায় স্থলপথেও জয়লাভ করিল এবং ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ফ্ল্যাণ্ডার্সে জয়লাভ করার ফলে ক্রমওয়েলকে ডানকার্ক অর্পণ করা হইল।

ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ক্রমওয়েল ও তাঁহার আদর্শ বাহিনী।

ইহার পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের কোন শাসকই ক্রমওয়েলের ন্যায় এরূপ প্রভূত যশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি এই পরম গৌরবের মুহূর্ত্তেও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডে গুরুতর পরিবর্ত্তন সকল ঘটিতেছিল। পিম বা হ্যাম্পডেনের ইংল্যাণ্ড আর আদর্শবাহিনীর ইংল্যাণ্ড, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রাজা, জন-সভা, ওমরাহ্-সভা অর্থাৎ রাজ্যের সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছিল। জাতি তাহার বশ্যতা ও ভক্তি দিয়াও কিছুই রক্ষা করিতে পারে নাই। সমগ্র দেশে একমাত্র সৈন্যবাহিনী শক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছিল। আর এই আদর্শবাহিনীর স্বপ্ন ছিল ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ক্রমওয়েলের সংকল্পও তাহাই। তাঁহার সৈন্যদের মত তিনিও ভাবিতেন যে, তিনি যুদ্ধে যে সকল জয়লাভ করিয়াছেন তাহা ভগবানের বিধানে ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক জীবন পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার কল্পিত সমাজেও উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে, কিন্তু সমুদায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এক নূতন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। তুচ্ছতম হইতে উচ্চতম সরকারী কাজে কেবল সাধু লোকেরা নিযুক্ত থাকিবেন। মানুষ সর্ব্বত্র ভগবানের ইচ্ছা মানিয়া চলিবে। মেজর-জেনারেলদের শাসকরূপে বাহাল করিয়া ক্রমওয়েল এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

ক্রমওয়েলের প্রতিভা ও বাহুবল ব্যর্থ হইয়া গেল।

ক্রমওয়েল শাসন-ভার গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে খৃষ্টান নামে পরিচিত হওয়াও লোকের পক্ষে ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা গর্ব্বের বিষয় হইয়াছে। বড় কুসংস্কারের আর চিহ্ন নাই। রঙ্গালয় সমূহ বন্ধ, রবিবারে খেলা নিষিদ্ধ, ঘোড়দৌড়, ষাঁড় বা মুরগীর যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বড়দিনের উৎসব গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পাদিত হয়। এক কথায়, পবিত্রতাবাদিগণ নিজ হাতে দেশের শাসনভার পাওয়ায় এক্ষণে সাধু-লোকেরা রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু ক্রমওয়েলের দৃষ্টি এরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইংল্যাণ্ডকে ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টায় তিনি জাতির কোন সহায়তা বা সহানুভূতি লাভ করেন নাই। ক্রমওয়েল তাঁহার প্রতিভা ও শক্তি দ্বারাও ইংল্যাণ্ডকে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইলেন। শুধু তাহাই নহে। দেশের মধ্যে তাঁহার আদর্শের প্রতি বিরুদ্ধতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোকে রাজতন্ত্রের অত্যাচারের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার রাজা ও মহাসমিতির প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিল। আশ্চর্য্য এই, রাজাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনার অর্থ দাঁড়াইল আইনসঙ্গত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও বাহুবলে শাসন-প্রথার উচ্ছেদ। এই বিষয়ে সমগ্র জাতির মধ্যে একটা ঐক্য দেখা দিল। ক্রমওয়েল জানিতেন তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিরুদ্ধতা শুধু বাহুবলে দমন করা যায় না। তাঁহার আশা এই ছিল যে, তিনি ক্রমে ক্রমে ইংল্যাণ্ডবাসীকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহা হইবার নয়। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মবিশ্বাসের

লোকেরাও একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল ও বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনে চেষ্টিত হইল।

অন্য দিকে ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও রাষ্ট্রনীতির অত্যধিক চর্চ্চায় বিরক্ত হইয়া একদল লোক জগৎ ও জাগতিক ব্যাপারের পঠন-পাঠনে নিজেদের নিয়োজিত করিতেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেকনের স্থানের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পর এলিজ্যাবেথের রাজত্বকালে গিলবার্টের চুম্বক আবিষ্কার এবং জেম্‌সের রাজত্বকালে হার্ভে কর্ত্তৃক মনুষ্যদেহে রক্ত-সঞ্চালন আবিষ্কার ব্যতীত ইংল্যণ্ডে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয় নাই। ইংল্যণ্ড যখন ঘরোয়া যুদ্ধের পর ধর্ম্মতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি লইয়া ব্যস্ত ছিল, তখন ইতালি, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ দ্রুতবেগে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। প্রথম ঘরোয়া যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে একদল ছাত্র পদার্থবিজ্ঞান ও অন্যান্য নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় মানানিবেশ করিলেন। ইঁহারাই ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বাহিরে প্রথম অন্য বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন বিখ্যাত গবেষক অক্সফোর্ডে গিয়া সেখানেও এই প্রকার আলোচনা করিতে থাকেন। এইরূপে দুই স্থানে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাতেও ফক্‌ল্যাণ্ড, টেলর প্রমুখ ব্যক্তিগণ পবিত্রতাবাদীদের গোঁড়ামির উল্টা পথে যাত্রা করিলেন। ইঁহারাই উদার-মতাবলম্বী (ল্যাটিচিউডিনারিয়ান্)দের পূর্ব্ববর্ত্তী। দীর্ঘ মহাসমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে ফক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার নিজগৃহে শিষ্য ও অনুবর্ত্তীদের নিকট এই কথা প্রচার করিতেন যে, সত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হইল জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধি, বিশ্বাস নয়; প্রত্যেক ধর্ম্মমতকে তিনি এই কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। টেলর বলিলেন যে, বাইবেলের ব্যাখ্যার একমাত্র উপায় জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধি বটে, কিন্তু জ্ঞানের পার্থক্য অনুসারে এই ব্যাখ্যা নানারূপ হইতে পারে। সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাসে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন :

উদারমতাবলম্বিগণ।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার ধারা কিরূপভাবে বদ্‌লাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু এ যুগে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি টমাস্ হব্‌স্। তাঁহার লিখিত 'লেভিয়াথান' সকল দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি প্রথমত, বেকনের সেক্রেটারি ছিলেন; ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে গিয়া প্রথম গ্রন্থরচনা করেন। তিনি প্যারিসের রাজসভায় দ্বিতীয় চার্লসের অঙ্কের শিক্ষক হন। কিন্তু ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লেভিয়াথান প্রকাশিত হইবার পর রাজসভায় তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলে তিনি ইংল্যণ্ডে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি পেন্সন ভোগ করিলেও মহাসমিতি তাঁহার উভয় পুস্তককে নিন্দিত করিয়া রাখে এবং তাঁহার জীবিতকালে হব্‌স্‌বাদ ধর্ম্মহীনতা ও অসচ্চরিত্রতার সহিত একার্থক হইয়া দাঁড়ায়। হব্‌সের দীর্ঘ জীবন (১৫৮৭-১৬৭৯) ব্যাপিয়া ইংল্যণ্ডে নানাপ্রকার গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। হবসের মত এই যে, প্রকৃতি সকল মানুষকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা বা যুদ্ধের ভাবই হইল তাহাদের স্বাভাবিক

টমাস হব্‌স্ (১৫৮৭-১৬৭৯) ও তাঁহার প্রভাব।

ভাব, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, এমন কি ঈশ্বরের বাণীর প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই যুক্তির আলোকে মানুষের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র বলিয়া প্রমাণিত হয়; মানুষ নিজের উপকারের জন্য সমাজ গঠন করিয়াছে এবং শাসিতেরা একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় হাতে রাখিয়া অন্য সমস্ত ক্ষমতা একজন শাসকের হাতে তুলিয়া দিয়াছে; ইনিই রাজা এবং সকলের একমাত্র প্রতিনিধি; প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পর চুক্তি এবং সমষ্টিভাবে রাষ্ট্রের শুভ—ইহাই হইল হব্‌সের মতে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি।

ক্রমওয়েল বুঝিতে পারিলেন, আইনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

এই সব আন্দোলন হইতে ক্রমওয়েল ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, পবিত্রতাবাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। জোর করিয়া আইনের সাহায্যে পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভবপর নহে। ক্রমওয়েল তাহা করিতে গিয়া এমন বহু লোকের বিরুদ্ধতা লাভ করিলেন যাহারা আইন অমান্যকারী নহে, কিন্তু যাহারা রক্ষণশীল ও পূর্ব্বধারা বজায় রাখিতে সমুৎসুক। তাহা ছাড়া পবিত্রতাবাদীদের নিজেদের মধ্যেই নানা প্রকার দোষ দেখা দিল। যেই ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য লোককে কাজ দেওয়া হইল, অমনি লোকে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া চাকুরীর প্রার্থী হইতে লাগিল, সাধু ও অসৎ লোকের মধ্যে পার্থক্য করা মুস্কিল হইয়া পড়িল। গোঁড়া পবিত্রতাবাদীর সন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে পবিত্রতাবাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এদিকে ক্রমওয়েলেরও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহাসমিতির যে অধিবেশন বসিল তাহার ভাব দেখিয়া তিনি আরো নিরাশ হইলেন। মহাসমিতি ভোট দ্বারা মঞ্জুর না করায় সৈন্যদের অনেক দিনের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। অন্য দিকে নূতন কাঠামো-আইন ও রাজতন্ত্রবাদীদের উত্থান দর্শনে মহাসমিতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। নূতন কাঠামো-আইনের বলে পূর্ব্বে যে সকল সভ্যকে অপসৃত করা হয়, তাঁহারা আবার আসিয়া জন-সভা-গৃহে প্রবেশ করেন। মহাসমিতি তখনো সৈন্যদের বেতন অনুমোদন করিতে চাহিল না। ক্রমওয়েল এই সময় একটি কাজ দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি করেন। ওমরাহ্‌-সভায় তাঁহার মনোনীত সভ্যদিগকে তিনি 'লর্ড' এই উপাধি দেন। তাহাতে হ্যাসেলরিগ্‌ ও ক্রমওয়েলের অন্যান্য বিরোধিগণ দুই শাখার মধ্যে বিরোধ প্রজ্বলিত করিতে প্রবৃত্ত হন। জন-সভা জানাইল যে, ওমরাহ্‌-সভার আইন-প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নাই, কাঠামো-আইন অনুসারে উহার শুধু বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। মহাসমিতির এই মনোভাবে ক্রমওয়েল নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ক্রোধের আরো কারণ ছিল। এই সময়ে রাজতন্ত্রবাদীরা বিদ্রোহের চেষ্টা করে; ওমরাহ্‌-সভার প্রতি জন-সভার বিরোধিতা এবং রক্ষক-পদ সম্বন্ধে জন-সভার সভ্যগণের অপ্রীতিতে উৎসাহিত হইয়া দ্বিতীয় চার্লস বৃহৎ স্পেনিশ সৈন্যবাহিনী সহ ফ্ল্যাণ্ডার্সের তীরে সমবেত হন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র ক্রমওয়েল তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা ডাকিয়া ঘোষণা করিলেন যে, মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইল। তাঁহার এই কাজ সমর্থনযোগ্য মনে না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে আশ্চর্য্য ফল ফলিল। সৈন্যেরা দেখিল তাহাদের শত্রু মহাসমিতিকে ধরাশায়ী করা হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সন্তুষ্ট হইল ও আজীবন

ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ (১৬৫৮)।

ক্রমওয়েলের সহায় থাকিবার অঙ্গীকার করিল। রাজতন্ত্রবাদীদের বিদ্রোহের আশা বিনষ্ট হইল। ফ্ল্যাণ্ডার্সে জয়লাভ ও অতঃপর ডানকার্ক লাভ ক্রমওয়েলের গৌরব বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই পরম জয়ের মুহূর্ত্তেও ক্রমওয়েলের হৃদয় এই চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। স্বেচ্ছাচারী শাসকরূপে রাজ্য চালান তাঁহার কল্পনা-বহির্ভূত ছিল। মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিতে না করিতে তিনি পুনরায় উহার অধিবেশন ডাকিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং তাঁহার পরামর্শ-সভা তাহাতে বাধা দেওয়ায় তিনি বিরক্ত হন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিল না। বহু কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া ইংল্যণ্ডকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলিয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলেও ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্রমওয়েলের মৃত্যু (১৬৫৮)।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল রক্ষকের পদ পান। ইনি দুর্ব্বলচিত্ত ও অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রক্ষণশীল, এমন কি, অন্তরে অন্তরে রাজতন্ত্রবাদী বলিয়াও তাঁহাকে সন্দেহ করা হইত। তাঁহার সময়ে প্রথম কাজ হইল ক্রমওয়েলের এক প্রধান সংস্কার বাতিল করিয়া দিয়া মহাসমিতির সভ্য নির্ব্বাচনে পূর্ব্ব প্রণালী অনুসরণ করা। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যে জন-সভার অধিবেশন বসিল তাহার সুর অন্য রকম। ভেনের নেতৃত্বে স্বারাজ্যবাদিগণ ক্রমওয়েল-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর ঘোর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল সভ্য রাজতন্ত্রবাদী ছিলেন তাঁহারা নিজেদের অভিসন্ধি গোপন রাখিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্যর অ্যাস্‌লি কুপার মহাসমিতিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, ক্রমওয়েল প্রতারণা ও বাহুবল দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী এই সব চুপ করিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। রিচার্ড ক্রমওয়েল রক্ষকরূপে উক্ত বাহিনীর সেনাপতি হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা দাবী করিল যে কোন সৈনিক পুরুষকে এই পদ দেওয়া হউক। সৈনিক কর্ম্মচারীদের ভাব দেখিয়া মহাসমিতি ঘোষণা করিল যে, যাহারা মহাসমিতির অধিবেশনে বাধা দিবে তাহাদিগকে অপসৃত করা হইবে। রিচার্ড সৈনিক কর্ম্মচারীদের ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দিলেন। উত্তরে তাহারা মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিবার দাবী জানাইল এবং রিচার্ড ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষের দিকে তাঁহাদের কথামত কাজ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা। এজন্য তাহারা স্থির করিল যে, স্বারাজ্যবাদীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে (পৃঃ ৫৪৬) যাঁহাদিগকে মহাসমিতি হইতে অপসৃত করা হয় তাঁহাদিগকে আবার ডাকিয়া আনিবে। তদনুসারে কাজও হইল। সৈন্যেরা ভাবিয়াছিল, তাহারা স্বারাজ্যবাদ ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতার বিপক্ষে ইহাদের সহায়তা লাভ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। শীঘ্রই জন-সভার সভ্য ও সৈন্যদের মধ্যে আবার বিবাদ বাধিল এবং ভেনের প্রতিবাদসত্ত্বেও সভ্যগণ সৈন্যসংগঠনের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে চেশায়ারে রাজতন্ত্রবাদীদের এক বিদ্রোহ হয়। উহা নিবারিত হইলেও লোকেদের মনে আশা হইল যে, একদিন হয়ত দেশে সামরিক শাসনের অবসান হইবে। ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনীর

রক্ষকের পদে রিচার্ড ক্রমওয়েল।

ক্রমওয়েলের সৈন্যদের মধ্যে ভেদ (১৬৫৯)।

মধ্যেও ভেদ দেখা দিয়াছিল। আয়ার্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যগণ ইংল্যণ্ডের সৈন্যদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিল। স্কট সৈন্যের নায়ক মঙ্ক ভয় দেখাইলেন যে, লণ্ডন অভিযান করিয়া তিনি মহাসমিতিকে মুক্ত করিয়া দিবেন। এই বিরোধের কথা জানিতে পারিয়া হ্যাসেলরিগ্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ দাবী করিলেন যে, ফ্লিটউড্ ও ল্যাম্বার্টকে সৈন্যদের নায়কের পদ হইতে অপসৃত করা হউক। ইহার ফলে অক্টোবর মাসে মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইল এবং ল্যাম্বার্টের অধীনে সৈন্যগণ মঙ্কের সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু ল্যাম্বার্ট মঙ্কের চালে ভুলিয়া রফার কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। এদিকে পোর্টসমাউথ দ্বার বন্ধ করিয়া সৈন্যদের প্রতিনিধিদিগকে প্রবেশ করিতে দিল না, নৌবাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং দেশের সর্ব্বত্র বিরোধিতা দেখা দিল। মঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্কটল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিলেন। এইরূপে তিনি বিনা বাধায় ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে পৌছিলেন। সৈন্যবাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ততার যে অঙ্গীকার মঙ্ক করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা প্রতারিত হইল, তিনি তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দিলেন। মহাসমিতিতে পূর্ব্ব নির্ব্বাসিত অন্য সভ্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই প্রস্তাব পাশ করিলেন যে, জন-সভার অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া আবার নূতন নির্ব্বাচন হইবে। মার্চ্চ মাসে মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইবামাত্র সৈন্যগণ তাহাদের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। এপ্রিলের শেষের দিকে নূতন মহাসমিতির অধিবেশন বসিল। তখন দেখা গেল যে, মঙ্ক নির্ব্বাসিত রাজার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। মহাসমিতির সহিত সৈন্যদের যে বিরোধ চলিতেছিল, এতদিনে তাহাতে মহাসমিতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। দ্বিতীয় চার্লস ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, সৈন্যদের সন্তোষ সাধন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অঙ্গীকার দিয়া ইংল্যণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সমগ্র দেশ উৎসাহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। ভোট দ্বারা পূর্ব্ব কাঠামো-আইন প্রতিষ্ঠিত হইল। ঘোষণা করা হইল যে, রাজ্যের প্রাচীন নিয়মানুসারে দেশ শাসনের ভার রাজা, ওমরাহ্ ও জনগণের উপর অর্পিত থাকিবে।

রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ও উহার সফলতা।

সৈন্যদের সহিত বিরোধে মহাসমিতির জয়লাভ এবং দ্বিতীয় চার্লসের ইংল্যণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন (১৬৬০)।

আদর্শবাহিনীর সৈন্যগণ ব্ল্যাকহিথে সমবেত হইয়াছিল। সেনাপতিদের দ্বারা প্রতারিত, নেতাদের দ্বারা ত্যক্ত, এবং চারিদিকে সশস্ত্র বিরোধী জনগণ দ্বারা পরিবৃত ইহাদের নীরব সমাবেশ দ্বিতীয় চার্লসের মনেও ত্রাসের সঞ্চার করিল। কিন্তু এক্ষণে এই বাহিনী এক অপূর্ব্ব সংযম ও বীরত্ব দেখাইল। যে কৃষক ও বণিক্‌গণ বিভিন্ন সমর ক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, যাহাদের ভয়ে ক্রমওয়েল পর্য্যন্ত রাজপদ গ্রহণে সাহস করেন নাই, তাহারা তরবারি ছাড়িয়া নিজ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে ফিরিয়া গেল। তখন হইতে জোর করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বন্ধ হইল। কিন্তু পবিত্রতাবাদের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ও উত্তম তাহা ইংরেজের সমাজে, সাহিত্যে ও চরিত্রে ছড়াইয়া পড়িল।

পবিত্রতাবাদের শক্তির অবসান।

দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করার পর হইতে বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইল বলা যায়। তাঁহার সময়কার ইংল্যণ্ডের সহিত আজিকার ইংল্যণ্ডের পার্থক্য গভীর নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইংল্যণ্ডের এই নূতন ইংল্যণ্ডে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়। পবিত্রতাবাদে যাহা কিছু মহৎ ও উত্তম ছিল তাহা যেন একদিনে বিদূরিত হইয়া গেল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল ধর্ম্ম। এক্ষণে তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ধার্ম্মিকতা যেন অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। লোকে প্রকাশ্য-ভাবে এরূপ পাপাচরণে ও ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। সাহিত্যেও ইহার প্রতিচ্ছবি দেখা দিল। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার মূল্য বেশী মনে করিলে ভুল হইবে। জাতির মন যে রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসংক্রান্ত শাসনে স্থিরভাবে জ্ঞানোজ্জ্বলিত পথের অনুসরণ করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইবার ইচ্ছা এবং অতীতের আদর্শ ও ইতিহাসের প্রতি ঔদাসীন্য লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বিজ্ঞানচর্চ্চাকারিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ লণ্ডনে ও অন্যভাগ অক্সফোর্ডে অবস্থান করিতেছিলেন; রিচার্ড ক্রমওয়েলের সময়ে লণ্ডনস্থ শাখা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এক্ষণে অক্সফোর্ড শাখার প্রধান প্রধান কয়েকজন ব্যক্তি লণ্ডনে আসিয়া লণ্ডন শাখাকে জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র চারিদিকে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য উৎসাহ লক্ষিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় চার্লস নিজে রসায়ন ও নৌবিদ্যায় আগ্রহ দেখান। তখনকার দিনে কবি, সাহিত্যিক, সভাসদ্—সকলেরই মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি স্থাপিত হইবার পর ইংল্যণ্ডে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জোরের সহিত চলিতে থাকে। দ্বিতীয় চার্লস নিজের সহানুভূতি জানাইবার জন্য সমিতির নাম রয়্যাল সোসাইটি (রাজকীয় পরিষৎ) দেন। এই সময়কার কতকগুলি কাজের উল্লেখ করা যাইতেছে: গ্রীণউইচে মানমন্দির, ফ্লেমষ্টীড্ কর্ত্তৃক জ্যোতিবিদ্যার পত্তন, হ্যালির জোয়ারভাটা, ধূমকেতু ও চুম্বক লইয়া গবেষণা, হুকের সাহায্যে দূরবীক্ষণের উন্নতি, বয়েলের চেষ্টায় কার্য্যকরী রসায়নের জন্ম, উইলকিন্স্ কর্ত্তৃক শব্দতত্ত্ব বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সিডেনহামের, শরীরবিদ্যায় উইলিস্এর, প্রাণিবিজ্ঞানে ও উদ্ভিদ্-বিদ্যায় জন রে'র কৃতিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক-যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা আইজাক নিউটনের জন্ম ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ। নিউটন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের বড়দিনে লিঙ্কনশায়ারের অন্তঃপাতী উল্স্থরপ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি গ্রহনক্ষত্রের গতি নির্দ্ধারণের নিয়ম বাহির করেন। কেম্ব্রিজে গণিতের অধ্যাপক রূপে আলো ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিলেও ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, কারণ তাহাতে পৃথিবীর ব্যাস সম্বন্ধে তখনকার প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করেন।

ইংল্যণ্ডে পবিত্রতা-বাদের বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি স্থাপন (১৬৬২)।

আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)।

শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে নয়, ধর্ম্মতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও সকল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। ধর্ম্মবিষয়ে উদারমতাবলম্বীদের (ল্যাটিচিউডিনারিয়ান) কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় চার্লস ফিরিয়া আসার পর ইঁহাদের প্রাধান্য ঘটিল। ইঁহারা

বিলাতে উদার মতা-বলম্বিগণের প্রাধান্য।

বাইবেল বা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ স্থান না দিয়া যুক্তি ও ধর্ম্মবিষয়ে উদারতার উপর জোর দিলেন। রাজসভার সভাসদ্ ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ হব্‌সের সংশয়বাদ অবলম্বন করেন। স্বয়ং চার্লস্ নানা অন্ধসংস্কারে জর্জ্জরিত থাকিয়াও হব্‌সবাদ সমর্থন করিতেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এই স্বাধীন চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। সার জোশিয়া চাইল্ড ও সার উইলিয়্যাম পেটি বিলাতী বাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা ধনবিজ্ঞানের পত্তন করেন। এই সময়ে রাষ্ট্রদর্শন লইয়া চর্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। হব্‌স তাঁহার রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়িয়াছিলেন শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির উপর। সাধারণ লোকে এই চুক্তির কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইংল্যণ্ডে রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেকালের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় চিন্তাবীর জন্ লক প্রচার করেন যে, রাজার হাতে অর্পিত ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী জনগণ; সুতরাং সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য বিফল হইলে ঐ ক্ষমতা নিজ হাতে ফিরাইয়া লইবার শক্তি তাহাদের আছে।

রাষ্ট্রীয় দর্শন এবং জন্ লকের মতামত।

সর্ব্ববিষয়ে জনগণের কর্ত্তৃত্বের কথা প্রচার করা এক কথা, আর জনগণের পক্ষে তাহা অনুভব করা অন্য কথা। 'রাজা দেবতার অংশ' এই ধারণা লোকদের মনে তখনো বদ্ধমূল ছিল। রাজতন্ত্র বিনা সর্ত্তে ও বিনা বাধায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উহার যথেচ্ছাচারে বাধা দিবার ক্ষমতা পবিত্রতাবাদ ও আইনানুগত্যের ছিল, কিন্তু এক্ষণে উভয়েই নিস্তেজ। তথাপি এতকাল লোকে স্বায়ত্তশাসনের যে সকল সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, রাজা তাহা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না।

দ্বিতীয় চার্লস বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন, তিনি বিপদে সাহস ও স্থিরবুদ্ধি দেখাইয়াছেন, তাঁহার আচরণের সৌজন্যে সকলে মুগ্ধ হইত, লেখাপড়ার চর্চ্চা তেমনভাবে করিবার সুযোগ না পাইলেও যে তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহা তাঁহার 'রয়্যাল সোসাইটি' স্থাপনে বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার সাহস, সামর্থ্য এবং রসজ্ঞান কোন কাজে লাগে নাই। তিনি অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। বহু উপপত্নীর পুত্রদিগকে তিনি জায়গীর ও ওমরাহ্‌পদ দান করেন। প্রকাশ্য উপপত্নী ছাড়াও তাঁহার রক্ষিতা ছিল। জুয়াখেলা, মদ্যপানে আসক্তিও তাঁহার অবর্ণনীয়। অথচ কৃতকর্ম্মের জন্য কোনদিন তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি স্বভাবত অলসপ্রকৃতি ছিলেন। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা বিলাতী স্বায়ত্তশাসনের ক্ষতি হইবে, ইহা কেহ ভাবিতে পারিত না। বস্তুত, দ্বিতীয় চার্লসের মনে স্বেচ্ছাচারী রাজা হইবার বাসনা না হইবার কথা। কিন্তু তিনি যতই অলস বা ইন্দ্রিয়াসক্ত হউন না, তাঁহারও আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজার পূর্ব্ব ক্ষমতাসমূহ পুনরায় ফিরিয়া পান। মহাসমিতির ক্ষমতায় তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের হস্তক্ষেপ অথবা রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট মন্ত্রীদের দায়িত্ব কিংবা রাজ্য পরিচালনায় মহাসমিতির নিয়ন্ত্রণ তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজ্যলাভের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি রাজক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু ইহা তিনি এমনভাবে করিতেন যে, লোকের চোখে ধরা পড়িত

দ্বিতীয় চার্লসের স্বভাব।

দ্বিতীয় চার্লসের অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি।

না। দেশের মধ্যে তীব্র বিরুদ্ধতা দেখা দিলে তখনি তিনি নিজ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল যে, তিনি এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় রাজ্যহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। উৎকোচ, তোষামোদ ও নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারা তিনি বিপক্ষীয় লোককে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতেন, তাহাতে সফল না হইলে তিনি আর নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার চেষ্টা না করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। কিন্তু কোন সময়েই তিনি নিজের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতেন না। সুযোগ পাইলেই রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইতেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন যে, রাজার ক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়া পাইবার উপায় হইতেছে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলন অস্বীকার করা। চার্লস ইংল্যাণ্ডে কিছু করিতে না পারিয়া স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে মিলনের অঙ্গীভূতরূপে অস্বীকার করা বিষয়ে বিলাতী জনমত তাঁহার অনুকূল ছিল। দীর্ঘ মহাসমিতি ও রক্ষক যে সকল গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন তৎপ্রতি তাহাদের বিদ্বেষ এবং স্কট ও আইরিশ সভ্যগণ একত্র হইয়া মহাসমিতির অন্য সভ্যদের বিরুদ্ধতা ও রাজার পোষকতা করিবে এই ভয় হইতে তিনি জনমতের সমর্থন লাভ করেন। অন্যদিকে, তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা কতকটা ফিরিয়া পাইবে ভাবিয়া ঐ রাজ্যদ্বয়েও তাঁহার ব্যবস্থা মনঃপূত হইল। ইহার ফলে প্রথমত স্কটল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রীর অবসান হয়। স্কট মহাসমিতি এডিনবরায় সমবেত হইয়া উহার বিগত ২৮ বৎসরের সমুদায় কার্য্য এক আইন দ্বারা নাকচ্ করিয়া দেয়। স্কটল্যাণ্ডে অনুসৃত নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—প্রথমত, প্রেস্‌বিটেরিয়ান ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে হীনবল ও হতমান করা, কারণ একমাত্র ঐ ধর্ম্মই স্কটল্যাণ্ডে স্বাধীনতার পোষক হইয়া বিলাতী স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষতা করিতে পারিত, দ্বিতীয়ত, এমন রাজসৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি করা যাহা প্রয়োজনের সময়ে রাজার সাহায্যের নিমিত্ত সীমান্ত অবধি অভিযান করিতে পারে। চার্লস স্কটল্যাণ্ডে যেরূপ সাফল্য লাভ করিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে সেরূপ পারিলেন না। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ঔপনিবেশিকগণের দৃঢ়তার ফলে চার্লস তাঁহাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করিতে অক্ষম হইলেন। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করায় চার্লসের একটা লাভ এই হইল যে, তিনি ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে এক রাজসৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। আদর্শবাহিনীর কথা লোকে ভুলিয়া যায় নাই। সুতরাং সৈন্যবাহিনী রাখা জাতি বা রাজতন্ত্রবাদী কাহারও মনঃপূত ছিল না। কিন্তু চার্লস ও তাঁহার ভ্রাতা নিঃসংশয় ছিলেন যে, প্রথম চার্লসের নিজের দৃঢ়সংবদ্ধ সৈন্যবাহিনী থাকিলে তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা হওয়া অসম্ভব হইত। সেইজন্য আদর্শবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইবার পর লণ্ডনে এক সামান্য বিদ্রোহের অজুহাতে তিনি রক্ষী হিসাবে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক আত্মরক্ষার জন্য রাখিলেন এবং অন্যের অলক্ষিতে ধীরে ধীরে ইহাদের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। ২০ বৎসর পরে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় স্বদেশে সাত হাজার পদাতিক ও এক হাজার সাতশ অশ্বারোহী এবং বিদেশে যুদ্ধরত ছয়টি রেজিমেণ্ট।

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলনের অবসান।

রাজসৈন্যবাহিনীর পত্তন।

রাজার অভাবে দেশমধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে রাজার প্রতি ভক্তি নূতন করিয়া উদ্দীপিত হয়। রাজতন্ত্রের পতনের কালে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস হয়, আবার দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং লোকের মনে রাজতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন কার্য্যকারণরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। রাজশক্তির মর্য্যাদা-বৃদ্ধির কারণ এই ছিল যে, উহা দেশে স্বাধীনতার পোষক। রাজার চরম সমর্থকগণও একথা ভাবিতে পারিতেন না যে, মহাসমিতির ক্ষমতা কোন প্রকারে খর্ব্ব করা হইবে। জাতির কাছে রাজার দায়িত্ব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মন্ত্রিগণেরও অনুষ্ঠিত কাজের জন্য দায়িত্ব থাকিবে না, ইহা তাঁহার নিকটতম বন্ধু বা সমর্থকগণও বলিতেন না। দ্বিতীয় চার্লসের মনের বাসনা ছিল দীর্ঘ মহাসমিতির পূর্ব্বে রাজাদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা তিনি লাভ করিবেন, কিন্তু দেখা যায় যে, এই প্রকার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী কেহই নহেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে তাঁহাকে বাহিরের সাহায্য লইতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়েও অবস্থা অনুরূপ দাঁড়াইল। তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ছিল ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি এবং তাহাও রাজনৈতিক কারণে। সে সময়ে ক্যাথলিকগণ সংখ্যায়, ধনবত্তায় এবং প্রভাবে সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত ছিলেন। মহাসমিতির সহিত প্রথম চার্লসের বিরোধে ইহারা তাঁহাকে প্রভূত অর্থ দিয়া সাহায্য করেন, আবার দ্বিতীয় চার্লস যখন নির্ব্বাসনে ছিলেন তখন ইহাদের উপর নির্ভর করিতেন। ইহাদের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জন্মানো স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া তিনি ইহাও জানিতেন, যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সত্যানুসন্ধানে স্বাধীনতার সমর্থক তাহা তাঁহার যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধতা করিবে, সেজন্য ক্যাথলিক ধর্ম্মের পোষকতা করা তাঁহার পক্ষে সমীচীন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি তিনি যতই উদারতা দেখান না, তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, যাহারা তাঁহার বন্ধু ও সহায়ক তাঁহারা সকলে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী। সুতরাং এদিকেও তাহাকে বাহিরের সাহায্যের কথা ভাবিতে হইল।

রাজতন্ত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজগণ নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার সমর্থনে প্রস্তুত ছিল না।

ক্যাথলিকগণ রাজার সহায় হইলেও তাঁহার সমর্থকদিগের ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি বিরোধিতা হেতু রাজা ক্যাথলিকগণের সহিত যোগ দিলেন না।

বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হল্যাণ্ড সর্ব্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রী করিতে প্রস্তুত থাকিলেও বিলাতের নাবিক আইনের জন্য সরিয়া দাড়ায়। জ্যামেইকা ও ডানকার্ক ফেরৎ দিলে স্পেনের সহিত সমঝোতার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহাতে ইংল্যাণ্ড রাজী হইল না। এই সময়ে ধর্ম্মের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধের ফলে অন্য প্রায় সব ইয়োরোপীয় জাতিই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, একমাত্র ফ্রান্স পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ফরাসী রাজ চতুর্থ হেনরি প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি উদারতা দেখাইয়া দেশে শান্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। হিউগেনটগণ তাহাদের দুর্গাদি হারাইয়া শিল্প-বাণিজ্যে মন দেয়। রিশেলু কঠোর হস্তে সর্ব্বপ্রকার ফিউদাল বিবাদ নির্ব্বাপিত করিয়া রাজার হাতে সকল ক্ষমতা একত্র করেন। প্রাকৃতিক কারণে, সুশাসনে ও ফরাসী জনগণের পরিশ্রমে ফ্রান্স এই সময়ে ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী দেশ হইয়া দাঁড়ায়। ফরাসীরাজ্যের আয় ইংল্যাণ্ডের আয়ের দ্বিগুণ। ফ্রান্সের এই ধনবত্তার দরুণ ফ্রান্স এরূপ বিপুল সৈন্যের সমাবেশ করিতে সমর্থ হয় যে, রোমান্ সাম্রাজ্যের পতনের

দ্বিতীয় চার্লস স্বদেশে সহায় না পাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পররাষ্ট্রের দিকে মনোযোগী হইলেন।

হল্যাণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতি চার্লসের পক্ষপাতীত হইবার কারণ।

পর তাহা আর দেখা যায় নাই। চতুর্দ্দশ লিউয়িসের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। এই সৈন্য পরবর্ত্তী কালে পাঁচ লক্ষে দাঁড়ায়। স্পেনিশ নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইবার পর হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড সমুদ্রে প্রভুত্ব করিতেছিল। লিউয়িসের রাজত্বকালে দেখিতে দেখিতে ইংরেজ ও ওলন্দাজ নৌবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফরাসী নৌবাহিনী গড়িয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে। এই সময়ে যাঁহারা ফ্রান্সের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের তুল্য রাজনীতি-বিশারদ্ ব্যক্তি ইয়োরোপে ছিলেন কি না সন্দেহ। নানা কারণে স্পেন এই সময়ে একেবারে হতবীর্য্য হইয়া পড়ে। সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি ফরাসীরাজ লিউয়িসের উদ্দেশ্য হইল স্পেনের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন। স্পেন যাহাতে অন্য ইয়োরোপীয় শক্তির সহিত মিলিত হইয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে না পারে তজ্জন্য ফ্রান্স বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সমঝোতায় আবদ্ধ হয়। বাকী ছিল একমাত্র ইংল্যাণ্ড। চার্লসের অনুসৃত রাষ্ট্রনীতি ফ্রান্সকে ইংল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দিল। ফ্রান্সের মত সৈন্যবল কাহারো নাই, স্নুতরাং চার্লস মনে করিলেন যে, তিনি ফ্রান্সের সাহায্যে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। কোন সন্ধি হইল না বটে, কিন্তু চার্লসের ভগিনী হেনরিয়েটার সহিত লিউয়িসের ভ্রাতা অরলিনের সামন্তের এবং পর্ত্তুগালরাজের কন্যা ক্যাথারিনের সহিত চার্লসের বিবাহ দ্বারা উভয়ের সখ্যতা সূচিত হয়। ক্যাথারিন্ যৌতুক আনিলেন পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা, ভূমধ্য সাগরের ট্যাঞ্জিয়ারস্থ দুর্গ, ভারতীয় বন্দর বোম্বাই এবং পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ-সমূহে ইংরেজ বণিক্‌দের ধর্ম্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রতিজ্ঞা। স্পেনবাসীমাত্রেই কামনা করিতেছিল পর্ত্তুগাল জয়ের, আর উহার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা ছিল ফ্রান্সের উদ্দেশ্য। স্নুতরাং ইংল্যাণ্ড প্রকাশ্যভাবে ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিল বলা চলে।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব স্থাপন।

দ্বিতীয় চার্লসের পররাষ্ট্রনীতির দিকে বিশেষ নজর দিবার অবসর ইংরেজদের ছিল না, কারণ তখনো বিলাতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। বাহ্যত, দেশ-শাসনের ভার প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌দের হাতে ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার যে মন্ত্রীদের প্রথম নিয়োগ করিলেন তাঁহাদের কয়েকজন প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ এবং অন্য কয়েকজন তাঁহাদের বিরোধী পক্ষীয়। সার এডওয়ার্ড হাইড্ চার্লসের নির্ব্বাসন কালে তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন: এক্ষণে ক্ল্যারেনডনের আর্ল পদে উন্নীত হইয়া লর্ড চ্যান্সেলার হন; রাজতন্ত্রবাদী ওমরাহ্ সাউদাম্পটন প্রধান কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন; আয়ার্ল্যাণ্ড-দমনে সাহায্যকারী ওরমণ্ডকে সামন্ত পদ দিয়া রাজকীয়-গার্হস্থ্যের অধ্যক্ষ করা হয়। অন্য দিকে, প্রেস্‌ব্রিটেরিয়ান্ পক্ষের মঙ্ক সামন্তগিরি লাভ করিয়া সৈন্যবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব পান; রাজভ্রাতা ইয়র্কের সামন্ত জেম্‌স্ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ-পদ পাইলেও উহার শাসন-ভার প্রকৃতপক্ষে ক্রমওয়েলের শিষ্য মণ্টেগুর হাতে ন্যস্ত ছিল। লর্ড প্রিভি সিল হন পবিত্রতাবাদী এক সামন্ত, রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদ দেওয়া হয় ঐ দলের সার অ্যাশলি কুপারকে। দুইজন রাষ্ট্রসচিবের মধ্যে একজন রাজতন্ত্রবাদী, অন্যজন প্রেস্‌বিটেরিয়ান্। প্রিভি কাউন্সিলের ৩০ জন সভ্যের মধ্যে ১২ জন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে যে, মন্ত্রি-সভা

দ্বিতীয় চার্লসের প্রথম মন্ত্রি-সভা।

এমন ভাবে গঠিত হইল যাহাতে প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা রহিল না। এই সময়ে মন্ত্রি-দিগের কার্য্যবিভাগ কতদূর সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও জানা যায়। এদিকে অস্থায়ী সমিতি নিজেকে মহাসমিতি বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইল। এই সমিতিতে চরম রাজতন্ত্রবাদীদিগকে ভোট দিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হয়। উহার অধিকাংশ সভ্য প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ ভাবাপন্ন ও রাজতন্ত্রবাদী হইলেও স্বেচ্ছাচার শাসনতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জন-সভা প্রথমে যে আইন পাশ করিল তাহা বিগত 'বিশৃঙ্খলার সময়ে' অনুষ্ঠিত অপরাধে অপরাধীদিগের শাসনসূচক। প্রথম চার্লসের হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত দ্বিতীয় চার্লস ও ওমরাহ্-সভার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং জন-সভা আইন পাশ করিয়া এক বিচারালয় স্থাপন করে, সাব্যস্ত দোষীদিগের কয়েকজনের প্রাণদণ্ড ও অপর কয়েকজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ঘরোয়া যুদ্ধের সময় যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। রাষ্ট্র খাস-জমি গ্রহণ করিলে কোন আপত্তি হইল না। যাহারা গির্জ্জার সম্পত্তি বা দীর্ঘ মহাসমিতি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল বা ভোগ করিতেছিল তাহাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কয়েকটি বিল মহাসমিতিতে আনীত হয়। হাইডের পরামর্শে এগুলির বিবেচনা মুলতুবী থাকে এবং বিশপ ও সম্পত্তিচ্যুত রাজতন্ত্রবাদিগণ নির্ব্বিবাদে ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা চাহিতেছিলেন যে, বিক্রীত সম্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ তাঁহারা পাইবেন। মহাসমিতি আইন করিয়া তাহা অসম্ভব করিয়া দিল। রাজার সহিত দেশের সম্বন্ধও মহাসমিতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দীর্ঘ মহাসমিতির প্রবর্ত্তিত আইনসঙ্গত ব্যবস্থাসমূহকে ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইল। ষ্টার চেম্বার, জাহাজী কর, জমিদারদের উপর প্রভুত্ব প্রভৃতি আর রহিল না। রাজাকে কি পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইবে তাহা বরাদ্দ করিয়া দিবার ক্ষমতা রহিল একমাত্র মহাসমিতির হাতে। স্থির হয় যে, চার্লস যাবজ্জীবন বৎসরে ১২ লক্ষ পাউণ্ড ভাতা পাইবেন; প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদাই এতদপেক্ষা কম অর্থ তাঁহাকে দেওয়া হইত এবং তাঁহার খরচ এই সীমা ছাড়াইয়া যাইত। সুতরাং বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না। অধিকন্তু বরাদ্দের সর্ত্ত ছিল এই যে, লক্ষ পাউণ্ড তিনি পাইবেন জমিদারদের ছেলেমেয়ের সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্বের দাবী তিনি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া। এই অর্থ সমুদায় প্রজার উপর কর চাপাইয়া সংগ্রহ করা হইত। সৈন্যদের উপর চরম কর্ত্তৃত্বের ভার রাজার হাতে ন্যস্ত থাকিলেও তাঁহার রক্ষী কয়েকটি বাহিনী ব্যতীত সমুদয় সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

অস্থায়ী সমিতি মহাসমিতিরূপে পরিগণিত।

অস্থায়ী সমিতির ব্যবস্থাবলী।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা তেমন সহজ হইল না। দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যাণ্ডে আসিয়া শাসন-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অঙ্গীকার করেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মহাসমিতির প্রণীত আইনসমূহ তিনি রক্ষা করিয়া চলিবেন। অস্থায়ী সমিতির অধিকাংশ সভ্য প্রেস্‌বিটেরিয়ান্। ইহারা সকলেই উগ্রপন্থী না হইলেও শীঘ্রই বুঝা

বিলাতী ব্যবস্থায় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্থান।

গেল যে, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌ প্রণালীর অস্তিত্ব বেশী দিন বজায় থাকিবে না। দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে একটা রফা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তদনুসারে তিনি পবিত্রতাবাদীদিগের দাবীসমূহ মঞ্জুর করিতে রাজী হন। তিনি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে রাজার ঘোষণাকে যেই বিলরূপে জন-সভায় উপস্থাপিত করা হইল, অমনি রাজপক্ষীয়গণ তাহার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সহায়তা পাইয়া বিশপ ও অন্য যাজকগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা লোকের অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ সম্পত্তি গ্রহণ করেন। দেশে রাজভক্তির বন্যা প্রবল বেগে বহিতে থাকে। ক্রমওয়েল, ব্র্যাডশ ও আয়ারটনের দেহ কবর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া ফাঁসি দেওয়া হয়; পিম ও ব্লেকের দেহ ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জ্জা হইতে সেণ্ট মার্গারেট গির্জ্জায় প্রেরিত হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অস্থায়ী মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পর দেশের মনোভাব আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বহুলোক রাজপক্ষীয় অথবা রাজার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল বলিয়া ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে, ইহারা তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইল। দেখিতে দেখিতে লোকের মনের মধ্যে রাজা ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। এই উৎসাহের একটা ফল এই হইল যে, পূর্ব্বেকার প্রতিনিধিগণ অধিকাংশই মহাসমিতির নির্ব্বাচনে জয়ী হইতে পারিলেন না। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতি ক্যাভেলিয়ার মহাসমিতি বলিয়া কথিত হয় এবং উহাতে মাত্র পঞ্চাশ জন প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌ প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। নূতন জন-সভা এমন সব লোকদের লইয়া গঠিত হইল যাঁহাদের অধিকাংশ বয়সে নবীন এবং যাঁহারা বাল্যকালে ক্রমওয়েল প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসংক্রান্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আগমনে প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। ইঁহারা মনে করিলেন যে এক্ষণে সময় আসিয়াছে, পবিত্রতাবাদী, প্রেসবিটে-রিয়ান্‌ ও সাধারণতন্ত্র পদানত হইবে। ইঁহারা ক্রমওয়েল প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিলেন। পূর্ব্বে রাজপক্ষের লোক হওয়া যেরূপ দোষাবহ ছিল, এক্ষণে সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী হওয়াও সেইরূপ দোষাবহ হইয়া দাঁড়াইল। সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী রক্ষাবিষয়ে ঘোরতর বিরোধিতা হইল। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখা গেল যে, জন-সভার সভ্যগণ একই কালে রাজা ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনপ্রণালীতে উভয়েই সমভাবে পীড়িত হয়, সেজন্য উভয়ের ভাগ্য যেন সমসূত্রে গ্রথিত বলিয়া দেখা দিল এবং ইংরেজ জনগণ শুধু রাজার জন্য নয়, রাজা ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য উৎসাহ বোধ করিল। ফলে চার্ল্‌স ও তাঁহার মন্ত্রিগণ অপেক্ষাও মহাসমিতি অধিকতর উগ্রপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। জন-সভার সভ্যগণ দাবী করিলেন যে, ভেনের বিচার ও শাস্তি হউক, যদিও পূর্ব্বে রাজা অস্থায়ী সমিতির নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। দ্বিতীয় চার্লস তাঁহাদের দাবী মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন। ধর্ম্ম বিষয়ে জন-সভার

অস্থায়ী মহাসমিতির অধিবেশনের অবসান (১৬৬০) এবং প্রেস্‌-বিটেরিয়ানদের দুরবস্থা।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের মহা-সমিতিতে উগ্র রাজতন্ত্র-বাদীদিগের প্রাধান্য ও তাহার ফলাফল।

সভ্যগণ বহুবিধ পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। যে বিল দ্বারা বিশপগণ ওমরাহ্-সভা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় চার্লসের মন্ত্রি-সমিতিতে ক্ল্যারেণ্ডনের আর্লের প্রাধান্য।

কিন্তু কেবল প্রতিহিংসা গ্রহণ করা নূতন মহাসমিতির উদ্দেশ্য ছিল, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। বিলাতে ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে প্রকার আইনানুগত শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, পুনরায় তাহার প্রচলন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ফক্‌ল্যাণ্ডের দলের সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ও কার্য্যপটু সভ্য ছিলেন এডওয়ার্ড হাইড (পৃঃ ৫৩০)। হাইড যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রথম চার্লসের পক্ষে যোগ দিয়া তাঁহার কোষাধ্যক্ষ হন। দ্বিতীয় চার্লসের নির্ব্বাসন কালে তিনি তাঁহার সহিত বরাবর থাকিয়া তাহার পরামর্শদাতার কাজ করেন। দ্বিতীয় চার্লস যখন রাজা হইলেন তখন ক্ল্যারেনড্‌নের আর্ল পদবী পাইয়া তিনি রাজার লর্ড চ্যান্সেলাররূপে রাজকীয় পরিষদে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিলেন। ক্ল্যারেণ্ডন পাকা আইনজীবী ছিলেন এবং তিনি সব বিষয় একমাত্র ব্যবহারজীবীর চোখে দেখিতেন। তাঁহার নিকট বিলাতী কাঠামো-আইনের এক বিশেষ মর্য্যাদা এই ছিল যে, উহা এমন কতকগুলি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যেগুলির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া আছে। রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম্মসম্প্রদায়, প্রত্যেকের ক্ষমতা ও অধিকারসমূহ সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এই তিনের পরস্পর সহযোগিতা ব্যতীত শাসন-প্রণালী ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ক্ল্যারেণ্ডন মহাসমিতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বিলাতী শাসন-ব্যবস্থার আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, প্রতিবন্ধক বলিয়া ভাবিতেন না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ হইতে মহাসমিতি এবং ধর্ম্মের দিক্ হইতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইবে।

সমগ্র জাতিকে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে ক্ল্যারেণ্ডনের প্রচেষ্টা।

ক্ল্যারেণ্ডনের চেষ্টা হইল রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে সমগ্র জাতিকে এক করিয়া তোলা। মহাসমিতি বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য সফল করিতেছিল। তিনি মহাসমিতির সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মগত ঐক্যসাধনে তৎপর হইলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার পক্ষের প্রধান বাধা ছিল প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌গণ। উহারা দেশের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকার করিয়া প্রভুত্ব করিতেছিল। উহাদিগকে ঐ সব স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলে জন-সভা হইতে উহাদের দল একেবারে বিতাড়িত না হইলেও বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে মহাসমিতি এক কঠিন কর্পোরেশন আইন পাশ করে যে, মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌দের ধর্ম্মমতের বিরোধী) কতকগুলি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে এবং ঘোষণা করিতে হইবে যে, কোন অবস্থাতেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ আইনসঙ্গত নহে। কিন্তু ক্ল্যারেণ্ডনের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে মাত্র সিদ্ধ হইল, কারণ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় মতকে অপমান করা হইতেছে জানিয়াও কেহ কেহ শপথ গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ হইতে ক্ল্যারেণ্ডন বিফল হইলেন। কিন্তু ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি নূতন করিয়া ঐক্যকরণ আইন (অ্যাক্‌ট অব ইউনিফর্ম্মিটি) পাশ করিল, তাহাতে পবিত্রতাবাদিগণকে জব্দ

কর্পোরেশন আইন;

ঐক্যকরণ আইন (১৬৬২)।

করিবার চেষ্টা হয়। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মত যাজকদিগকেও প্রতিজ্ঞা করিতে বলা হইল যে, তাঁহারা কোন কারণেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু, নূতন বিধান মতে যাজকমাত্রেই প্রার্থনা-পুস্তকের সমস্ত বিধি মানিয়া লইতে, বিশপদিগের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে ও রাষ্ট্র বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনে চেষ্টিত না থাকিতে বাধ্য হইলেন। ওমরাহ্-সভায় অ্যাশলি এই বিলের ঘোরতর বিরোধিতা করেন, ওমরাহ্গণ স্থানচ্যুত যাজকদিগকে পেন্সন দিতে ও শিক্ষকদিগকে রেহাই দিতে বলেন, এমন কি স্বয়ং ক্ল্যারেণ্ডন রাজার হাতে কিছু ক্ষমতা রাখিতে চাহেন, কিন্তু জন-সভার সভ্যগণ রফানিষ্পত্তির সকলপ্রকার প্রস্তাব উড়াইয়া দেন। বিল পাশ হয় ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, কিন্তু আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌গণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকেন যেন বিল প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। এই আইনের ফলে প্রায় দু'হাজার রেক্টর ও ভিকার অর্থাৎ বিলাতী যাজকদিগের এক পঞ্চমাংশ অবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব স্থান হইতে দূরীভূত হইলেন। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে লণ্ডনবাসী যাজকগণ শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তন্মধ্যে আবার যাঁহাদিগকে দূরীভূত করা হইল, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্ম্মচারী, অন্য কেহ যাজকতা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দূরীকৃত যাজকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ও পরিশ্রমী ছিলেন। ইঁহাদিগকে দূর করিবার প্রধান কারণ ইঁহাদিগকে রাজবিদ্বেষী বলিয়া সন্দেহ করা। কিন্তু একটি প্রতিপত্তিশালী দলকে এরূপ ভাবে নির্ব্বাসিত করার গুরুতর ফল ফলিল। এক সময়ে বিলাতী সর্ব্বসম্প্রদায়কে পোপের বশ্যতা হইতে মুক্ত করা হয়। তারপর ঐক্যকরণ আইন দ্বারা উহা লুথারমতাবলম্বী বা সংস্কৃত প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত পার্থক্য লাভ করে। এক্ষণে সমগ্র খৃষ্টান জগৎ হইতে বিলাতী ধর্ম্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মের দিক্ হইতে ইহাতে যত ক্ষতিই হউক না কেন, রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ হইতে দেশের একটা মস্ত লাভ হইল। পবিত্রতা-বাদিগণ ও তাঁহাদের মুখপাত্র প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌রা সর্ব্বত্র ধর্ম্মমতের ঐক্যসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আবার বিকাশ-লাভের সুযোগ পাইল। প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌গণ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বাধ্য হইয়া সকল প্রকার অবিশ্বাসীর সহিত হাত মিলাইল ও দেখিতে দেখিতে এক শক্তিশালী দল হইয়া দাঁড়াইল।

ক্ল্যারেণ্ডনের প্রচেষ্টার ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক ফলাফল।

ঠিক এই সময়ে দুই বিভিন্ন কারণে চার্লস ও তাঁহার মন্ত্রী ক্ল্যারেণ্ডন ফরাসীদের সহিত মৈত্রীকরণে উৎসুক হইয়া উঠেন। ক্ল্যারেণ্ডনের ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিবার কারণ এই যে, তাঁহার মনে এই ভয় জন্মিয়াছিল, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌রা প্রবল হইয়া বিদ্রোহ করিতে পারে। আর চার্লস ভাবিলেন, ভবিষ্যতে মহাসমিতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তিনি ফ্রান্সের সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। ফরাসীর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়ার প্রথম ফল হইল চার্লসের সহিত ব্র্যাগাঞ্জার ক্যাথারিনের বিবাহ, আর দ্বিতীয় ফল ফরাসীদের

ফরাসীদের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য দ্বিতীয় চার্লস ও ক্ল্যারেণ্ডনের ঔৎসুক্য: তাহার বিভিন্ন কারণ।

হাতে ডানকার্ক ফিরাইয়া দেওয়া। ডানকার্কের পরিবর্ত্তে ইংরেজরা আশানুরূপ অর্থ না পাইলেও ফ্রান্সের সহিত বন্ধুতা বিশেষ কাম্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই চার্লস ও ক্ল্যারেণ্ডনের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। যাহাতে ঘরোয়া যুদ্ধ না বাধে তজ্জন্য দ্বিতীয় চার্লস বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভুত্ব স্থাপনের নিমিত্ত তিনি নিজের রাজত্ব বিপন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ক্যাথলিকদের সুবিধার জন্য ও ইচ্ছামত নিজ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দুই শাখার মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বর্ত্তমান থাকে ইহা তিনি চাহিতেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি সহসা ক্ল্যারেণ্ডনের নীতি লঙ্ঘন করিয়া প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দলের নিকট নিজ প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করিলেন। এই দলে তখন অ্যাশলি কুপার অর্থাৎ লর্ড অ্যাশলি নামে না হইলেও কাজে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বাল্যকাল হইতেই নানাদিকে নিজের যোগ্যতা দেখাইতে সমর্থ হন। আঠার বৎসর বয়সে হুস্ব মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন। ঘরোয়া যুদ্ধের সময় রাজপক্ষে যোগ দেন; কিন্তু রাজপক্ষীয়গণ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের পরাজয় নিশ্চয় জানিয়া ক্রমওয়েলের পক্ষাবলম্বী হন। রম্পকের শাসনকালের শেষভাগে নানাভাবে অপমান ভোগ করায় তিনি উহার এরূপ বিরোধী হইয়া দাঁড়ান যে, ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পরে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে থাকেন। রাজপক্ষে যোগদান করিয়া তিনি ক্রমে ওমরাহ্‌গিরি লাভ করেন ও রাজসভার প্রধান ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। অ্যাশলি ক্ষীণদেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও তাঁহার পরিশ্রম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মে তিনি একেশ্বরবাদী এবং স্বভাবত চরিত্রহীন হইলেও তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সমগ্র জাতিকে একত্র গ্রথিত রাখা। এ বিষয়ে ক্ল্যারেণ্ডনের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। ক্ল্যারেণ্ডন ধর্ম্মের নামে সমগ্র দেশের ঐক্য নষ্ট করিতেছিলেন, ইহাই তাঁহার ধারণা। অ্যাশলির প্রাণপণ চেষ্টা হইল দ্বিতীয় চার্লসকে স্বদলে টানিয়া ক্ল্যারেণ্ডনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা। কিন্তু অ্যাশলির চেষ্টায় কোন ফল হইল না। মাত্র চার্লসের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা অবলম্বন করা সম্ভব হইল। সুতরাং চার্লস পরামর্শ-সভার প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দলের সম্মতি লইয়া এক ঘোষণা জারি করিলেন যে, যাহারা অন্য সংস্কারে চালিত হইয়া শান্তভাবে নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করে, তাহাদিগকে কর্পোরেশন আইন ও ঐক্যকরণ আইন ভঙ্গ জনিত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হইবে না। এই ঘোষণা ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি তুল্যরূপে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা আইন অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা রাজাকে দেওয়া হইল। প্রেস-বিটেরিয়ান্‌গণ এই ক্ষমতাকে একটা আইনসঙ্গত ব্যাপারে পরিণত করিতে চেষ্টিত হন ও তদুদ্দেশ্যে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মহাসমিতিতে এক বিল আনয়ন করেন। কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিদিগের নিকট ইহা মনঃপূত হইল না। রাজা যে আবার তাঁহার লুপ্ত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবেন ইহাতে তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদ জানাইলেন। মহাসমিতির উভয় শাখা চার্লসকে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা অবলম্বনের অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিল ও তিনি ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন যে, ক্যাথলিক

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ক্ল্যারেণ্ডনের সহিত দ্বিতীয় চার্লসের বিরোধ (১৬৬২)।

প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দলের নেতা লর্ড অ্যাশলির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন।

অ্যাশলির অবলম্বিত নীতি ও দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক তাহার সমর্থন।

দ্বিতীয় চার্লসের সহিত মহাসমিতির বিরোধিতা (১৬৬৩)।

যাজকদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে এবং পাঁচজনের অধিক ব্যক্তি তিনবার ক্যাথলিক মতে ভজনার্থ সমবেত হইলে যাবজ্জীবন অন্তরিত হইবেন।

কূটনীতিতে ক্ল্যারেণ্ডনের জয় এবং তাঁহার প্রতি চার্লসের বিদ্বেষ।

মহাসমিতিতে ক্ল্যারেণ্ডন দ্বিতীয় চার্লসের বিরোধিতা করায় রাজা মনে মনে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন ও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাকে জব্দ করা সহজ ছিল না। ক্যাথলিক ও অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে যতই বিদ্বেষ করুক, আর সভা-গৃহে অ্যাশলি ও প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দলপতিগণ যতই বিরোধিতা করুন, তথাপি ক্ল্যারেণ্ডন তাঁহার কন্যাকে ইয়র্কের সামন্তের সহিত বিবাহ দিয়া এবং জনতন্ত্রবাদী ও রক্ষণশীলদের এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। আইনানুগ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যেন তিনি নিপীড়ন-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অ্যাশলি ও তাঁহার অন্য বিরোধিগণ যেন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে পোপের আনুগত্য স্বীকার করাইতে চাহিতেছিলেন, ইহাই ছিল তাঁহার ভাব। সুতরাং মহাসমিতির সম্মতিক্রমে তাঁহার পক্ষে নিপীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইল। ক্ল্যারেণ্ডন জানিতেন, তাঁহার এই নীতি বজায় রাখিতে হইলে তাঁহাকে অন্য সমুদায় রাষ্ট্রের সহিত শান্তি বজায় রাখিতে হইবে। এই সময়ে ওলন্দাজদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ঘটায় তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। এই দুই বণিক্ জাতির মধ্যে রেষারেষি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। বোম্বাই পাওয়ায় ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে, লণ্ডনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি আফ্রিকা হইতে প্রথম গিনি আমদানি করিতে আরম্ভ করে। ফলে দুই দেশই একে অন্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতী মহাসমিতি রাজার নিকট এই প্রার্থনা জানায় যে, বিলাতী বণিক্‌দিগের প্রতি ওলন্দাজগণ যে অন্যায় করিয়াছে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। রাজার পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ মহাসমিতির দয়ার উপর নির্ভর করা; সুতরাং চার্লস সহসা যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। কিন্তু অ্যাশলি, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দল এবং ক্যাথলিকগণ দেখিলেন ক্ল্যারেণ্ডনকে অপদস্থ করিবার এই সুযোগ। যুদ্ধের ফলে ক্ল্যারেণ্ডন জনগণের বিরাগভাজন হইলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। তখন ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা আবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জনমত অনুকূল থাকায় ইঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ ঘটানো সহজ হইল। দ্বিতীয় চার্লসের নির্ব্বাসন-কালে হল্যাণ্ড শত্রুতা করিয়াছিল, আর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অরেঞ্জের উইলিয়্যামকে হল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসাইতে পারিলে ইংরেজদের এই ভয় দূর হইবে যে, উহারা ইংল্যাণ্ডের অবিশ্বাসীদিগকে সাহায্য করিবে—এই দুই কারণে রাজা যুদ্ধের পক্ষপাতী হন। রাজা, জনগণ এবং তাঁহার শত্রুপক্ষীয় মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে ক্ল্যারেণ্ডন দাঁড়াইতে পারিলেন না। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে মহাসমিতি মহা উৎসাহে যুদ্ধের জন্য ২৫ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করিল।

ক্ল্যারেণ্ডন বিরোধী হইলেও হল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের আয়োজন (১৬৬৪); উদ্দেশ্য; ক্ল্যারেণ্ডনের পতন।

হল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ (১৬৬৫)।

জলপথে ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। সমুদ্রের উপর কে আধিপত্য করিবে তাহা লইয়াই বিবাদ। সুতরাং কেহ সহজে দমিবার পাত্র নয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দুই দেশের নৌবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলে শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। লোয়েস্টফ্‌টে

প্রথম যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে ইংরেজরা তাহাদের বন্দুকের উৎকর্ষের জন্য জয়লাভ করে। কিন্তু এই যুদ্ধ জয়ের অব্যবহিত পরে লণ্ডনে এক ভীষণ প্লেগ দেখা দিয়া যুদ্ধজয়ের আনন্দ মাটি করিল। ছয় মাসের মধ্যে একলক্ষ লণ্ডনবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একে প্লেগের প্রকোপ, তার উপর হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধহেতু বিপদ্। লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভয় পাইবার আরো কারণ এই ছিল যে, হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা পড়িয়াছিল। হল্যাণ্ড এবং ইংল্যণ্ড উভয়েই ফ্রান্সের সাহায্য চায়। অথচ ফ্রান্স কাহাকেও সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। ফরাসীরাজ লিউয়িসের ইচ্ছা, ইয়োরোপে শান্তি বিরাজিত থাকুক। তাহা হইলেই তিনি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্পেনকে জব্দ রাখিতে ও ফ্ল্যাণ্ডার্স অধিকার করিতে পারেন। সে জন্য তিনি দুই দেশের মধ্যে রফা নিস্পত্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লোয়েষ্টফ্‌টে ওলন্দাজদের পরাজয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি তাহাদের সাহায্যদানে বাধ্য হইলেন, যদিও তাঁহার প্রধান কাজ হইল যুদ্ধটাকে বাড়িতে না দেওয়া। ফ্রান্স বিপক্ষতা করাতে সুইডেন ব্রাণ্ডেনবুর্গ ও অন্যান্য সাহায্য হইতে ইংল্যণ্ড বঞ্চিত হইল। লিউয়িস্ স্পেনে ক্যাথলিকদের উত্তেজিত করিয়া রাখায় ইংরেজরা স্পেন হইতেও সাহায্য পাইল না। ফলে লিউয়িস্ বুদ্ধি চাতুর্য্য দ্বারা ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডের শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্র জলপথে সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে এই দুই জাতি পরস্পর নিজেদের ক্ষতি করিবে ও তাঁহার নিজের নৌবাহিনীর শক্তি বাড়িবে। ফ্রান্সের এই হস্তক্ষেপে ইংল্যণ্ডের শান্তি প্রয়াসী হওয়া দূরে থাকুক্, ইংরেজদের মনে ফরাসী-বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। ক্যাথারিনের সহিত বিবাহ, ডানকার্ক অর্পণ প্রভৃতি দ্বারা লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, ইংরেজদের উপর ফরাসী প্রভাব বাড়িতেছে। চার্লস যেই লিউয়িসের বিরোধিতার কথা ঘোষণা করিলেন, অমনি মহাসমিতির উভয় শাখা ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে বিপদ্‌ও কম ছিল না। ক্ল্যারেণ্ডনের অনুসৃত নীতির ফলে ইংল্যণ্ড যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। অ্যাশলির মনোভাব যাহাই হউক যাঁহারা অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের বিরোধী। ওলন্দাজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ নির্ব্বাসিত বিলাতী রাজশত্রুগণকে ডাকিয়া ইংল্যণ্ডে চার্লসের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব ঘটাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। অন্যদিকে ফরাসীরাজ লিউয়িস্ বিলাতী স্বারাজ্যবাদীদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া বিদ্রোহ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রেস্‌বিটেরিয়ানগণ ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিকগণকে উত্তেজিত করা হয়।

জলপথে দুই জাতির শক্তি-পরীক্ষা।

ওলন্দাজ-ইংরেজ যুদ্ধে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করাতে ইংল্যণ্ডে ফরাসী-বিদ্বেষ।

এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধীদিগের আচরণ হইতে অন্তর্বিদ্রোহের ভয় বাড়িয়া যায়। প্লেগের আক্রমণে যাজকগণ লণ্ডন হইতে পলাইয়া গেলে নির্ব্বাসিত অবিশ্বাসীরা জোর করিয়া আসিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের নিপীড়নের জন্য পাঁচ মাইলের আইন (ফাইভ্ মাইল অ্যাক্ট) পাশ করা হয়। ইহাতে এই ব্যবস্থা থাকে যে, প্রত্যেক যাজক শপথ করিবেন তিনি কোন অবস্থাতেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

প্রেসবিটেরিয়ানদের নিপীড়ন।

করিবেন না এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বিরত থাকিবেন। এই শপথ-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তিনি তাঁহার রাজ্যের পাঁচ মাইলের বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইবেন। বিরোধীদিগের অধিকাংশই ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, কাজেই এই আইনের ফলে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের প্রতি এইরূপ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেশমধ্যে শীঘ্রই দেখা দিল। এমন কি, জন-সভা ছয় ভোটে পাঁচ মাইলের আইন নাকচ্ করিয়া দিল। প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌দের এই সময়ে দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। সেইজন্য দেশের লোকের মনে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিতে থাকে।

মিল্টন ও তাঁহার কাব্য প্রতিভা।

মিল্টনের কাব্য-প্রতিভার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঘরোয়া যুদ্ধের কালে তিনি প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ ও রাজতন্ত্রবাদীদিগের সহিত সাংসারিক ও ধর্ম্মগত স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার পর অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্রমওয়েলের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাঁহার "ইংরেজ জনসাধারণের স্বপক্ষে বলিবার কথা" নামক রচনায় সমগ্র ইয়োরোপের নিকট রাজহত্যার যুক্তিপরম্পরা প্রচার করেন বলিয়া রাজতন্ত্রবাদীদিগের বিদ্বেষভাজন হন। মহাসমিতি জল্লাদ দ্বারা তাঁহার পুস্তক পোড়াইয়া দেয়। তাঁহাকে কিছুকাল কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মুক্তি পাইয়াও তাঁহাকে হত্যাকারীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। আর্থিক দিকে ব্যাঙ্ক ফেল, লণ্ডনের অগ্নি প্রভৃতিতে তাঁহার প্রভূত ক্ষতি হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। তথাপি তাঁহার বাসস্থান কানহিল্ ফিল্ডস্ ইংরেজদের পক্ষে তীর্থস্থান স্বরূপ ছিল। নানাপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনে এক মহাকাব্য লিখিবার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার লোক-বিখ্যাত কাব্য "স্বর্গভ্রষ্ট" (প্যারাডাইস্ লষ্ট) ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, উহার চারি বৎসর পরে তিনি "স্বর্গলাভ" (প্যারাডাইস্ রিগেইন্‌ড্) ও "স্যামসন অ্যাগোনিষ্টেস্" লেখেন। "স্বর্গভ্রষ্ট" কাব্যকে কেহ কেহ পবিত্রতাবাদের মহাকাব্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধ (১৬৬৬-৬৭)।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মিল্টন যখন তাঁহার কাব্য রচনায় ব্যস্ত তখন ওলন্দাজ নৌবাহিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সজ্জিত হইয়া নর্থ ফোরল্যাণ্ডে শক্তি পরীক্ষার জন্য ইংরেজদের আহ্বান করিল। উভয় বাহিনীই তুল্য বলশালী ছিল, কিন্তু ইংরেজদের কতকাংশ ফরাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রেরিত হওয়ায় তাহারা হীনবল হইয়া পড়ে। দুই দিন অবিরত যুদ্ধের পর ইংরেজদের যখন মাত্র ১৬টি যুদ্ধ জাহাজ অবশিষ্ট ছিল, তখন রুপার্টের অধীনে সাহায্য আসিয়া পৌছায়। কিন্তু তাহাতেও ইংরেজরা পরাজিত হয়, যদিও ওলন্দাজদের ক্ষতির পরিমাণ প্রভূত ছিল। পরবর্ত্তী জুলাইয়ে আবার দুই বাহিনীতে যুদ্ধের ফলে ওলন্দাজরা পরাজিত হইল। বিজয়ী সৈন্যগণ হল্যাণ্ডের উপকূলে অনেক লুটপাট করে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার ওলন্দাজ নৌবাহিনী যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়। এবার ফরাসী নৌবাহিনী যোগ দেওয়ায় ইংল্যণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ করা মুস্কিল হইয়

দাড়াইল। ওলন্দাজরা ইংলিশ চ্যানেলে প্রভুত্ব করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে আগুন লাগে। উহা চারিদিন পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত থাকিয়া বহু মন্দির ও গৃহ ভস্মীভূত করে। ১৩০০ গৃহ ও ৯০টি গির্জ্জা পুড়িয়া যায়। আর সম্পত্তি যে কত নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ওলন্দাজদের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য মহাসমিতি প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য মঞ্জুর করিল বটে, কিন্তু কোষাগারে অর্থাভাব হেতু যুদ্ধের কাজ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। ক্ল্যারেণ্ডন শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শুধু লোকদের দুরবস্থা নয়, যুদ্ধ-ক্ষতির দরুণ জনগণের বিরক্তি তাঁহার উপর দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে চাহিলেন। দ্বিতীয় চার্লসও ভিন্ন কারণে শান্তি স্থাপনে আগ্রহান্বিত হন। মহাসমিতির প্রতি তাঁহার কোন দিনই বিশ্বাস ছিল না। মহাসমিতি যতই রাজভক্তি দেখাক্ না, তাঁহার ভয় ছিল শেষ পর্য্যন্ত উহার সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিবে। বস্তুত সে বিরোধ দেখা দিল। ধর্ম্মবিষয়ে সংস্কার সাধনে, অবিশ্বাসীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে, লিউয়িসের প্রতি রাজার অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার সহিত যুদ্ধের উৎসাহে, মহাসমিতি অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াও তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল। সেজন্য, মহাসমিতির সহিত বিরোধের পূর্ব্বেই চার্লস যুদ্ধ-শান্তির জন্য চেষ্টিত হইলেন। মহাসমিতির ক্ষমতা-বৃদ্ধি ক্ল্যারেণ্ডনের পক্ষেও অসহ্য ছিল। তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, উহার অধিবেশন ভঙ্গ করা হউক। কিন্তু চার্লস তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, কারণ নব-নির্ব্বাচিত জন-সভায় যে রাজতন্ত্রবাদীদের প্রাধান্য থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। অধিকন্তু রাজতন্ত্রবাদিগণও মহাসমিতির কাজে বাধা দিবেন না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সকল বিষয়ে চূড়ান্ত শাসন-ক্ষমতা ধীরে ধীরে রাজার হাত হইতে মহাসমিতি কাড়িয়া লইতেছিল। মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ না করিয়া চার্লস অন্য উপায়ে উহার ক্ষমতা-হ্রাসের প্রয়াস পান। ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ব্রেডোতে এক শান্তি-কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। নীদারল্যাণ্ডে ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ডের পক্ষে শান্তির প্রয়োজন ছিল আরো বেশী। অধিকন্তু এই সময়ে ওলন্দাজদিগের এক দুঃসাহসিক কাজে শান্তি স্থাপন সহজ হইল। ওলন্দাজরা জানিত ইংরেজদের কোষাগারে অর্থ নাই এবং ইংরেজ নৌবাহিনীর অবস্থা শোচনীয়, এই সময়ে সুযোগ পাইয়া ওলন্দাজগণ ৬০টি যুদ্ধজাহাজ সহ টেম্‌স্ নদীতে উপস্থিত হইল। ইংরেজগণ প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং এই আক্রমণে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ওলন্দাজেরা মেডওয়েতে আসিয়া তিনটি বিলাতী যুদ্ধজাহাজকে ধ্বংস করত সগর্ব্বে দেশে ফিরিয়া যায়। এই তীব্র অপমানে ইংল্যাণ্ডবাসীর মনে দেশাত্মবোধ হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠে। জনসাধারণের সঞ্চিত ক্রোধ গিয়া পড়িল ক্ল্যারেণ্ডনের উপর। তিনি মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, একথা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ক্ল্যারেণ্ডন পদচ্যুত হইলেন এবং রাজ-আদেশে তাঁহাকে ইংল্যাণ্ড

যুদ্ধসম্বন্ধে মহাসমিতির মনোভাব।

অরক্ষিত টেম্‌স্ নদীতে ওলন্দাজ নৌ-বাহিনীর আগমন।

ক্ল্যারেণ্ডনের পতন (১৬৬৭)।

ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় লইতে হয়। হল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যণ্ডের সন্ধি হইলে পর ইংরেজরা নিউ আমষ্টার্ডাম (পরে নিউ ইয়র্ক নামে পরিচিত) আর ওলন্দাজরা বোম্বাইয়ের উপকূলস্থ পোলারুন দ্বীপ লাভ করে।

ক্ল্যারেণ্ডনের নির্ব্বাসনের পর শাসন-প্রণালীতে এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইল। রাজা, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও মহাসমিতির ঐক্য ভাঙ্গিয়া গেল। যে জন-সভা ছয় বৎসর পূর্ব্বে পরম উৎসাহে রাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিল, তাহা এক্ষণে রাজার বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্যে বিঘ্ন জন্মাইলেন রাজা নিজে। নূতন যে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল, তাহা প্রধানত প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্ল্যারেণ্ডনের স্থলে অ্যাশলি নেতৃত্ব পাইলেন। তিনি রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ (চ্যান্সেলার অব্ দি এক্সচেকার) হন। বাকিংহামের সামন্ত কোন চাকুরী না করিলেও মন্ত্রি-সভায় স্থান পান। ক্ল্যারেণ্ডনের বিরোধী সার উইলিয়াম কোভেণ্ট্রি কোষাগার সমিতির সভ্য হন। স্কটল্যাণ্ডের ভার পড়ে লডার্ডেলের উপর। চার্লস নিজে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব লইয়া আর্লিংটনের আর্লকে রাষ্ট্র-সচিবের পদ দেন। ইনি ধর্ম্মে ক্যাথলিক ও রাজার বিশেষ অনুগত। কোষাগার-সমিতির নেতা সার টমাস ক্লিফর্ড ক্যাথলিক-ভাবাপন্ন। ক্লিফর্ড, আর্লিংটন, বাকিংহাম, অ্যাশলি ও লডার্ডেল, মন্ত্রি-সভার এই পাঁচ জনের নামের ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলি লইয়া ক্যাব্যাল শব্দটি প্রচলিত হয়। উহা চার্লসের মন্ত্রি-সভা নির্দ্দেশ করিত। মন্ত্রি-সভা অর্থে ক্যাবিনেট কথার প্রচলন তখনো সুরু হয় নাই।

অ্যাশলি কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চার্লসের মন্ত্রি-সভা গঠন ও উহার ক্যাব্যাল নামকরণ (১৬৬৭)।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইয়া বিশেষ শক্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। ব্রেডায় হল্যাণ্ডের সন্ধি স্থাপিত হইতে না হইতে ফরাসীরাজ লিউয়িস্ যুদ্ধার্থ অভিযান করিলেন। লিউয়িসের আক্রমণের কারণ এই যে, তাঁহার সহিত অষ্ট্রিয়া-সম্রাটের এক গোপন সন্ধি হয়। তাহাতে তিনি এই আশ্বাস পান যে, স্পেন-রাজ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা গেলে তাঁহার রাজ্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইবেন। হল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ড বিগত যুদ্ধের ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং ফ্রান্সের সাফল্যে সমগ্র ইয়োরোপে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সাহায্য চাহে। কিন্তু কূটনীতি বিস্তারে কেহই নিশ্চেষ্ট ছিল না। হল্যাণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্স একে অন্যকে প্রলুব্ধ করিয়া সঙ্ঘ গঠন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস হেতু এই চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড উভয়ের কেহই ইংল্যণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে চাহিল না। তাহাতে ইংরেজ মন্ত্রীদের মনে এই সন্দেহ হইল যে, নীদারল্যাণ্ড বণ্টন করিয়া লইবার জন্য উভয়ের মধ্যে গোপন সন্ধি হইয়াছে। অ্যাশলি ও তাঁহার সঙ্গীদিগের মতে ফরাসী প্রাধান্যের অর্থ ছিল ইয়োরোপীয় শান্তির অবসান ও প্রটেষ্টাণ্টদের দুর্দ্দশার সূচনা। তখন সন্ধি না করিয়াই ইংল্যণ্ড সহসা হল্যাণ্ডের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পর ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সার উইলিয়াম টেম্পলের দৌত্যের ফলে ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডে সন্ধি স্থাপিত হয়। পরে সুইডেন যোগ দেয়। এইরূপে তিন প্রটেষ্টাণ্ট

ক্যাব্যালের অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি: ইংল্যণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের ঐক্যবন্ধন এবং প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘ-গঠন (১৬৬৮)।

শক্তির মিলনে ফ্রান্সের আশা বিনষ্ট হইয়া যায়। স্পেন, জার্ম্মাণি ও নীদারল্যাণ্ডে অভিযান করিবার জন্য তিনটি ফরাসী বাহিনী প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে লিউয়িস নিজ অগ্রগতি থামাইয়া সন্ধির জন্য উৎসুক হইলেন। আলিংটন অন্য প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহকে দলে টানিয়া সঙ্ঘের প্রসার বাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। সুইস্ ক্যাণ্টনগুলিকে তিনি হস্তগত করিতে পারেন নাই।

তিনটি প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রের ঐক্যসাধন করিয়া মন্ত্রি-সভা জন-প্রিয় হইল। বাস্তৃত লিউয়িস্ নিজে যে সকল সুবিধাজনক সর্ত্ত দাবী করিয়াছিলেন, তাহাতেই সন্ধি হইল; ফ্ল্যাণ্ডার্সের দক্ষিণার্দ্ধ ও নীদারল্যাণ্ডের স্পেন-অধিকৃত অংশের প্রকৃত প্রভুত্ব তাহার হাতে আসে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। সন্ধির ফলে ইয়োরোপীয় জাতি-সঙ্ঘের নিকট ইংল্যাণ্ডের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল। লিউয়িস্ এইরূপে বাধা পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা হল্যাণ্ডের উপরই তাঁহার রাগ বেশী। প্রটেষ্টাণ্ট ও স্বারাজ্যতন্ত্রী বলিয়া ওলন্দাজদের উপর তাঁহার চিরকাল বিদ্বেষ ছিল। এক্ষণে তাহা আরো বাড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ হল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন না বটে, কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণের কথা তাঁহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল। এ জন্য তিনি চারি বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হন। ফরাসী সৈন্য বাড়িতে বাড়িতে ১ লক্ষ ৮০ হাজারে গিয়া দাড়ায় এবং সংখ্যায় ও রণসজ্জায় ওলন্দাজ নৌবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফরাসী নৌবাহিনী গঠিত হয়। তাহা ছাড়া লিউয়িসের কূটপ্রচেষ্টা হইল সুইডেন ও ইংল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া হল্যাণ্ডকে হীনবল করা।

লিউয়িসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় হল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ।

ঠিক এই সময়ে অবস্থা-বৈগুণ্যে ফ্রান্সের সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল ইংল্যাণ্ড। মন্ত্রি-সভায় প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ দলের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া চার্লস স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে, মহাসমিতির সহিত শাসন-ব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মন্ত্রি-সভা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ উদারনীতিমূলক আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের শক্তি প্রকাশিত হওয়ায় অতিশয় উদার ইংরেজদের মনেও ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আশঙ্কার সঞ্চার হইল। লোকেরা বুঝিল যে, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে এবং ফলে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতেও হাত পড়িবে। সুতরাং ক্যাথলিকদের সম্পর্কে উদার মতের পরিবর্ত্তে মন্ত্রিগণ প্রটেষ্টাণ্টদের পরস্পর ঐক্যের জন্য পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে চার্লসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিগণ এই উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থিত করিলে তাহা নামঞ্জুর হইল। তথাপি অ্যাশলি ও তাঁহার দলের লোকেরা পূর্ব্বনীতি অবলম্বন করিলেন না। তাঁহারা উদারতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্যাথলিকদের উপকারের জন্য নহে। চার্লস ক্ল্যারেণ্ডনকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন এই ভরসায় যে, তিনি তথাকথিত অবিশ্বাসীদের নিকট সহায়তা পাইবেন। কিন্তু ফল হইল উল্টা। তাঁহার নূতন মন্ত্রিগণ ক্যাথলিকদের সম্পর্কে উদারতা অবলম্বনে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহাদের মনের বাসনা প্রটেষ্টাণ্টগণকে একত্র করা। তবে চার্লসের এক সুবিধা এই ছিল যে, জন-সভার সভ্যগণ মন্ত্রীদিগের

দ্বিতীয় চার্লস ও তাঁহার ক্যাব্যাল।

ক্যাব্যাল ও মহাসমিতির মতবিরোধ।

সমর্থন করেন নাই। মহাসমিতির অধিবেশন হইবামাত্র সভ্যগণ মন্ত্রীদিগের আনীত বিলসমূহ প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমন কি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ আনয়ন করিবার কথাও হয়। কিন্তু বাকিংহাম ও অ্যাশলি বলিতে লাগিলেন যে, আট বৎসর পূর্ব্বে যে মহাসমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা কখনো জনমতের প্রকাশক হইতে পারে না, সুতরাং এক্ষণে প্রয়োজন নূতন করিয়া মহাসমিতির সভ্য নির্ব্বাচন। কিন্তু চার্লস মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন নূতন নির্ব্বাচনের ফলে মহাসমিতিতে প্রটেষ্টাণ্টদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাঁহার পক্ষে তাঁহাদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব হইবে। প্রটেষ্টাণ্ট মহাসমিতির মুখপাত্ররূপে ক্যাথলিক তথা ক্যাথলিকদিগের নায়ক ফ্রান্সের সহিত বিরোধিতা করা তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর ছিল। তাঁহার পূর্ব্বক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি মনে করিতেন ফ্রান্সকে সর্ব্বদা স্বপক্ষে রাখিতে হইবে। সুতরাং লিউয়িস্‌এর ক্ষমতা-দর্শনে তিনি সাময়িক ভাবে বিচলিত হইলেও, তাঁহাকে মন্ত্রীদিগের বিপরীত পথে চলিতে হইল। তাঁহার ফরাসী পক্ষপাতের আরো কারণ ছিল। চার্লসের পুত্র ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা ইয়র্কের সামন্ত জেম্‌স্‌ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু জেম্‌স্‌ সত্যপরায়ণ। তিনি মনে মনে গোঁড়া ক্যাথলিক। এক্ষণে ভাইয়ের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন (১৬৬৯-৭২)। একজন ক্যাথলিক ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিবেন, আর ইংরেজগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে ইহা হইতে পারে না। চার্লস ও তাঁহার মন্ত্রিগণ স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন ভবিষ্যতে মহাসমিতির সহিত রাজার দারুণ সঙ্ঘর্ষ বাধিবে। এই সঙ্ঘর্ষের পূর্ব্বেই চার্লসের প্রস্তুত থাকা দরকার। সেজন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্সের হাতে গিয়া পড়িলেন। লিউয়িস্‌কে তিনি জানাইলেন যে, তিনি ফ্রান্সের মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে চাহেন; তিনি ইহাও বলেন যে, তাঁহার রাজ্যে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই এরূপ সন্ধির পক্ষপাতী নহে, তথাপি মন্ত্রীদের বিরোধিতা করিয়াও তিনি সন্ধি করিবেন। চার্লস ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে স্বপক্ষে আনিবেন নতুবা বুদ্ধিচাতুর্য্যে তাঁহাদিগকে ঠকাইবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার দুইজন মন্ত্রী, আর্লিংটন ও ক্লিফর্ড, মনে মনে ক্যাথলিক ছিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জেম্‌স্‌, এই দুইজন মন্ত্রী ও আরো কয়েকজন বিশ্বাসী ওমরাহের সহিত পরামর্শ করিয়া চার্লস অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; নিজ রাজ্যে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি ইঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। স্থির হইল, তিনি লিউয়িসের সাহায্য চাহিবেন। লিউয়িস্‌ হল্যাণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধনে ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। এক্ষণে চার্লস ও লিউয়িস্‌ উভয়েই হল্যাণ্ডের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন। লিউয়িস্‌ তাঁহাকে বৎসরে ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিলে চার্লস ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার হল্যাণ্ড আক্রমণে সহায়তা করিবেন, কথা দিলেন। আমেরিকায় স্পেন-অধিকৃত স্থান ইংরেজরা পাইবে, ইহাও ঠিক হইল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ডোভারে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের এই মর্ম্মে সন্ধি হইল: চার্লস ধর্ম্মান্তর গ্রহণের

দ্বিতীয় চার্লসের ভ্রাতা জেম্‌সের ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ (১৬৬৯-৭২)।

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন: ডোভারে সন্ধি (১৬৭০)।

সংবাদ প্রচার করিবার ফলে দেশে বিদ্রোহ হইলে ফরাসীরা অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে; হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উভয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংল্যাণ্ড সমুদ্রযুদ্ধের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিবে ও তজ্জন্য ১ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে।

বলা বাহুল্য, আর্লিংটন প্রভৃতির সহিত চার্লস যে পরামর্শ করিয়াছিলেন তাহা গোপন পরামর্শ। তিনটি প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রের যে সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিলেন আর্লিংটন, আবার ডোভার সন্ধির ভিতরের কথাও তাঁহার নিকট ব্যক্ত রহিল। আর্লিংটন ও ক্লিফর্ড ব্যতীত চার্লসের ধর্ম্মত্যাগের কথা কেহই জানিতে পারিলেন না। সে কথা প্রকাশ করিলে ডোভার সন্ধিতে অ্যাশলি প্রমুখ প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মন্ত্রিগণের সম্মতি পাওয়া অসম্ভব হইত; কিন্তু তথাকথিত অবিশ্বাসীদের প্রতি উদারতা দেখান হইবে এই আশ্বাস দিয়া হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁহাদের মত করান যায়। বস্তুত ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে এই প্রলোভন দেখাইয়া অ্যাশলি ও তাঁহার দলের লোকদের সম্মতি গ্রহণ করা হইল। অ্যাশলির এই সম্মতি দানের অন্য কারণও ছিল। স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্যকরণের নিয়ম কিরূপ দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ক্ল্যারেণ্ডনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। স্কটল্যাণ্ডের ভার ন্যস্ত হয় লডার্ডেলের উপর। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজার নামে যে ঘোষণা বাহির করেন তাহাতে প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ যাজকগণ তাঁহাদের নিজস্থান ফিরিয়া পান। ইহার একটা ফল এই হইল যে, মহাসমিতি রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিষয়ে রাজার প্রভুত্ব মানিয়া লইল। ঠিক এই সময়ে অ্যাশলি প্রমুখ মন্ত্রীদিগকে আরো বেশী করিয়া প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত অ্যাশলির এই প্রস্তাবে চার্লস সম্মত হন যে, নূতন ব্যবস্থার দ্বারা কোন ক্যাথলিক উপকৃত হইবে না। অ্যাশলির আচরণে বুঝা যায় হল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন হল্যাণ্ডের পতন অনিবার্য্য, সুতরাং এই সময়ে হল্যাণ্ডের সহায়তা করিলে ইংরেজদের লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা করিলে একদিকে রাজ্যবণ্টনের সময় ভাগ পাইবার ও অন্যদিকে মহাসমিতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী হইবার উপায় থাকিবে। মন্ত্রীদিগকে এইরূপে ভুলাইয়া চার্লস মহাসমিতিকে ভুলাইবার চেষ্টায় মন দিলেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিন রাষ্ট্রের সঙ্ঘ বজায় রাখিবার নিমিত্ত যে অর্থসাহায্য চাওয়া হইল মহাসমিতি তাহা মঞ্জুর করিল। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার অধিবেশন মুলতুবী রাখিয়া ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য আয়োজন আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধের গুজব রটিবামাত্র সমগ্র দেশে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য দেখা দিল। জনসাধারণের মনে ফরাসী-বিদ্বেষ ও ওলন্দাজ-প্রীতি ছিল। চার্লস সেজন্য তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। যাহারা রাজকোষে টাকা ধার দিয়াছিল তাহাদিগকে তাহা শোধ দেওয়া বন্ধ করা হইল। ফলে লণ্ডনের প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণকার দেউলিয়া হয়। কিন্তু অ্যাশলির ইচ্ছা পূর্ণ হইল। চার্লসের ঘোষণার ফলে ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ব্ব স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিল।

হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে ক্যাব্যালের মতামত।

অ্যাশলির উহাতে রাজী হইবার কারণ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বিত হইবে এই অঙ্গীকার দিয়া দ্বিতীয় চার্লস ক্যাব্যালের সম্মতি পাইলেন (১৬৭১)।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা অবলম্বনের ফলে যাঁহারা কারামুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে

কারামুক্ত বানিয়ান ও তাঁহার গ্রন্থ "পরিব্রাজকের অভিযান।"

বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার বানিয়ান অন্যতম। ইঁহার "পরিব্রাজকের অভিযান" (পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস) পড়ে নাই এমন ইংরেজ দুর্লভ। ইনি ১১ বৎসর কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার পর মুক্ত হন। উদারনীতির ফলে বানিয়ান্ ও তাঁহার শ্রেণীর লোকদের যতই সুবিধা হউক, উহা দ্বারা তথাকথিত অবিশ্বাসীদিগকে সন্তুষ্ট করা গেল না। তাঁহাদের মনে হইল যে, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম ও জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। কারণ, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের আশ্রয়-স্থল হল্যাণ্ড ফ্রান্সের আঘাতে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। লিউয়িস্ তাঁহার সৈন্য লইয়া বিনা বাধায় হল্যাণ্ডের তিনটি রাষ্ট্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ওলন্দাজ নৌবাহিনী কোনরূপে ইংরেজ নৌবাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হল্যাণ্ডের মনে এই ভরসা ছিল যে, ফ্রান্সের সহিত বহুকাল প্রচলিত মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যাইবে না; এমন কি ইংল্যণ্ড যখন ফ্রান্স আক্রমণের নিমিত্ত সাহায্য চায় তখন তাহা দিতে অস্বীকার করিযাছিল। এক্ষণে সে বিশ্বাস চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু হল্যাণ্ড নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নয়। এই পরাজয়ে ওলন্দাজগণের সাহস ও তেজস্বিতা ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে হল্যাণ্ডস্থ অরেঞ্জ জনপদের রাজকুমার উইলিয়াম দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ইঁহার বাল্য ও কৈশোর নানাবিধ দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহাতে তাঁহার চরিত্রে এরূপ দৃঢ়তা জন্মে যে, তিনি কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইতেন না। তিনি যুবক হইলেও রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি শীঘ্রই দেশবাসীর বিশ্বাসের প্রতিদান দিলেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে স্রোত ফিরিল। নিজের অদম্য সাহস দ্বারা উইলিয়াম একটি একটি করিয়া প্রদেশ ফ্রান্সের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া লইলেন।

ফ্রান্সের আক্রমণে হল্যাণ্ডের দুর্দশা।

অরেঞ্জ জনপদের রাজকুমার উইলিয়ামের সাহস ও যুদ্ধকৌশলে হল্যাণ্ডের অবস্থার পরিবর্তন (১৬৭৩)।

ইংরেজদের পূর্ণ সহানুভূতি পূর্ব হইতেই হল্যাণ্ডের উপর ছিল। উইলিয়ামের জয়লাভে তাহা আরো বৃদ্ধি পাইল। প্রথম দিকে চার্লস যখন জয়লাভ করিতেছিলেন, তখন তিনি উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার মন্ত্রি-সভার উভয় দলের লোকদের প্রতি উপাধি ইত্যাদি বর্ষণ করিতে থাকেন। ক্লিফর্ড রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ এবং অ্যাশলি চ্যান্সলার ও শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির আর্ল হন। কিন্তু ক্রমে চার্লসের জয়ের আশা বিলুপ্ত হইল এবং ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে জন-সভার নিকট অর্থসাহায্য ভিক্ষা করা তাঁহার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু জন-সভার সভ্যগণের মনে রাজার আচরণে ক্রোধ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। দেশবাসীর নিকট যুদ্ধ অপ্রীতিকর। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর সমস্যা এই যে, তাহাদের মনে এই সন্দেহ হয় যে, ধর্ম ও স্বাধীনতা পদদলিত হইতেছে, দেশের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর ভার ক্যাথলিকদের হাতে; রাজার ভাই জেম্স্ অন্তরে ক্যাথলিক হইয়াও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ; সুতরাং যুদ্ধ এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা একটা ভাণমাত্র। জন-সভা এই দাবী করিয়া বসিল যে, প্রথমত ধর্ম সম্বন্ধে যে উদারনীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে, দ্বিতীয়ত মহাসমিতি এমন একটি আইন পাশ করিবে যাহাতে সামরিক ও অসামরিক সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে প্রতি ব্যক্তিকে রাজার প্রতি বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণ করিতে হইবে ও ধর্ম সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি নিয়ম মানিতে হইবে। জন-সভার এই উভয় দাবীই মঞ্জুর

হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয় চার্লসকে মহাসমিতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় (১৬৭৩)।

মহাসমিতির দাবী।

করিতে হইল। চার্লসকে কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তিনি মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া নূতন মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করুন। কিন্তু নূতন মহাসমিতি যে চার্লসের সহিত আরো বেশী বিরুদ্ধতা করিবে সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না, সুতরাং তিনি তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন। মহাসমিতি আইন পাশ করিবার পর আশ্চর্য্য ফল ফলিল। জেম্‌স্ প্রকাশ্য ভাবে নিজেকে ক্যাথলিক বলিয়া ঘোষণা করিয়া নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিলেন। ক্লিফর্ডও তাঁহার ক্যাথলিক ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া ছুটি লইলেন। তাঁহাদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কর্ম্মচারী সামরিক ও অসামরিক বিভাগে পদত্যাগ করিলেন। আইন পাশ করায় দাড়াইয়াছিল এই যে, ক্যাথলিকগণ কোনরূপ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিতে বা থাকিতে পারিবেন না। আর আইন পাশ করার হেতু ছিল এই সন্দেহ যে, দেশের শাসনভার ক্যাথলিকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সব পদত্যাগ হইতে বুঝা যায় যে, সে সন্দেহ অমূলক ছিল না। কিন্তু রাজার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাফ্‌টস্‌বেরিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুগিতে হইল, কারণ তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উদারনীতি অনুসরণ করাইবার জন্য হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে সম্মতি দিয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে আর্লগিরি ও চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করাতে লোকে তাঁহার ও চার্লসের মত এক বলিয়া ধরিয়া লইল। অথচ ডোভারের সন্ধির রহস্য তিনি মাত্র এই সময়ে জানিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, চার্লস তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন। তখন তিনি স্থির করিলেন যে চার্লসকে তাঁহার নীতি অবলম্বন করাইয়া তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন। বস্তুত এই সময়ে জেম্‌স্ ও ক্লিফর্ড পদত্যাগ করায় তিনি সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া দাঁড়ান। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ক্যাথারিনের সহিত চার্লসের বিবাহ ভঙ্গ করিয়া তিনি এক প্রটেষ্টাণ্ট রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। ক্যাথলিকগণের পদচ্যুতি ওলন্দাজদের দৃঢ়তা এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত হল্যাণ্ড মিলিত হইয়া মহা-সন্ধি (গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্স) স্থাপন প্রভৃতি কারণে চার্লস এই সময় নিরুপায় হইয়া পড়েন। কিন্তু চার্লস এত সহজে দমিবার পাত্র নহেন। তিনি হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ চালাইবার চেষ্টা করিলেন। অক্টোবর মাসে (১৬৭৩) মহা-সমিতির অধিবেশন বসিল। মহাসমিতি যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প। শাফ্‌টস্‌বেরি একযোগে উহার সভ্যদের সহিত কাজ করিলেন। চার্লস বিরক্ত হইয়া নবেম্বর মাসে মহাসমিতির অধিবেশন মুলতুবী রাখিয়া শাফ্‌টস্‌বেরিকে পদচ্যুত করেন। শাফ্‌টস্‌বেরিকে পদচ্যুত করিবার কারণ এই যে, চার্লস বুঝিলেন তাঁহার প্রভাবে মহা-সমিতি অর্থসাহায্য মঞ্জুর করে নাই এবং মোডেনা জনপদের ক্যাথলিক রাজকুমারী মেরির সহিত জেম্‌স্ বিবাহে অসম্মত হইয়াছে। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া শাফ্‌টস্‌বেরির সুবিধা হইল। তাঁহার দুরদৃষ্টি হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বিতীয় চার্লসের পর তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স্ সিংহাসনে বসিলে লোকেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পাইবে; সেজন্য তিনি প্রথম হইতেই সঙ্কল্প করিলেন যে, জেম্‌স্‌কে সিংহাসনে

সরকারী কাজে নিয়োগ সম্বন্ধে মহাসমিতি আইন পাশ করার ফল।

শাফ্‌টস্‌বেরি কর্তৃক অবলম্বিত নীতির পরিবর্তন।

দ্বিতীয় চার্লসের সহিত বিরোধিতার ফলে শাফ্‌টস্‌বেরির পদ-চ্যুতি (১৬৭৩) এবং শাফ্‌টস্‌বেরির চেষ্টায় লোকেদের মনে ত্রাস উৎপাদন।

বসিতে না দেওয়াই সমীচীন হইবে। এদিকে ক্লিফর্ড ও জেম্‌সের পদত্যাগে জনসাধারণের মনে সরকারী কর্ম্মচারীদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি এই সন্দেহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোকেদের মনে এই ভীতি উৎপাদন করিলেন যে, লণ্ডনে শীঘ্রই পোপানুগত ব্যক্তিদের একটি বিদ্রোহ হইবে এবং ফরাসী সৈন্যের সহযোগে আইরিশ বিদ্রোহ আসন্ন। মহাসমিতিতে চার্লসের নীতির বিরুদ্ধতা করিবার জন্য একটি দল ছিল। উহা পুনর্গঠিত করিয়া শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি প্রকাশ্য ভাবে উহার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার নিকট এই আর্জ্জি পেশ করা হইল যে, যে সকল মন্ত্রী পোপানুগত তাঁহাদিগকে অপসৃত করা হউক। জন-সভা দাবী করিল যে, রাজা তাঁহার সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ এবং লডার্ডেল, বাকিংহাম ও আর্লিংটনকে পদচ্যুত করুন। ওম্‌রাহ-সভায় শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি, হ্যালিফ্যাক্স, কার্লাইল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এক বিল পাশ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, রাজবংশীয় কেহ ক্যাথলিক নারী বিবাহ করিলে তাঁহার আর সিংহাসনে কোন দাবী থাকিবে না। এই বিল পাশ না হওয়ায় মহাসমিতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। উইলিয়্যামের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া ফ্রান্স আক্রমণের জন্য শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি তাগাদা করিতে লাগিলেন। লিউয়িসের নিকট হইতে একটা মোটা টাকা পাইয়া মহাসমিতির অধিবেশন চার্লস বন্ধ রাখিলেন। কিন্তু চার্লস দেখিলেন আর মহাসমিতিকে উদ্বিগ্ন রাখিলে চলিবে না। হল্যাণ্ডের সহিত স্পেনের শীঘ্র যোগ দিবার কথা, আর স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিলে ইংরেজদের লাভজনক ব্যবসা মাটি হইবে। জন-সভা অর্থসাহায্য না মঞ্জুর করায় চার্লস মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। বাকিংহাম ও আর্লিংটনকে পদচ্যুত করিলেন। ওলন্দাজদের সহিত সন্ধি হইল। কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে তিনি জন-সভার সভ্যগণকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। জন-সভার অধিকাংশ সভ্য ক্যাভেলিয়ার ছিলেন। তাঁহারা আর্লিংটনের বশবর্ত্তী সার টমাস্ ওসবোর্ণকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে করিতেন। ড্যানবির আর্ল পদবী লাভ করিয়া ওস্‌বোর্ণ রাজ-কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ড্যানবি ও তাঁহার দলের নীতি চার্লস নিজ নীতি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ড্যানবির নীতির সহিত ক্ল্যারেণ্ডনের অবলম্বিত নীতির কোন পার্থক্য ছিল না। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি, পোপের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, মহাসমিতি ও আইনপরতন্ত্রতায় বিশ্বাস তাঁহার বিশেষত্ব। রাজা ও মহাসমিতির উভয় শাখার মধ্যে মিলন থাকে, ইহাই তিনি চাহিতেন। তিনি ধর্ম্মে ছিলেন গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট, কোন প্রকারে ফ্রান্সের উপর নির্ভর করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। তিনি মনেপ্রাণে রাজতন্ত্রবাদী। সেজন্য তিনি ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক থাকিলেও রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা করিতে চাহিলেন না। তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল জেম্‌সের উত্তরাধিকারিত্ব বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে রাজকীয় এক ঘোষণা বাহির হইল যে, সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী জেম্‌সের কন্যা মেরি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। চার্লস ভাবিলেন তিনি মেরির সাহায্যে অরেঞ্জের রাজকুমার উইলিয়্যামকে স্বদলে

দ্বিতীয় চার্লসের নিকট জন-সভার দাবী (১৬৭৪)।

হল্যাণ্ডের সহিত চার্লস কর্ত্তৃক সন্ধি স্থাপন।

শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির স্থলে চার্লস কর্ত্তৃক ড্যানবির নিয়োগ। ড্যানবির অবলম্বিত নীতি।

আনিবেন। সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট জগতে উইলিয়্যাম অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। জেম্‌স সিংহাসন না পাইলে সিংহাসনের দাবী করিতে পারেন মেরি ও তারপর উইলিয়্যাম। উভয়ের বিবাহ ঘটাইতে পারিলে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ্‌ হয়। অন্যদিকে প্রটেষ্টাণ্ট উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসিলে প্রজাদের বিরাগের কারণ থাকে না।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই বিবাহের জন্য গোপন বৈঠক চলিতে লাগিল। অন্য দিকে ড্যানবির সহিত বিশপদিগের কথাবার্ত্তার ফলে রাজসভা হইতে সমুদায় ক্যাথলিক অপসৃত হইলেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে যে মহাসমিতি বসিল তাহাতে ঘোষণা করা হইল যে, সরকারী চাকুরীতে ক্যাথলিকদের অপসরণমূলক আইন প্রয়োগ করা হইবে। মহাসমিতিতে রাজপক্ষীয় দলকে অতিজনে পরিণত করিবার নিমিত্ত ড্যানবি এই সময়ে এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন যাহা পরবর্ত্তী একশ বৎসর ধরিয়া বিলাতী রাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দীর্ঘ মহাসমিতি ও ক্রমওয়েলের সময়ে মহাসমিতির সংস্কার সম্বন্ধে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা পরে থামিয়া যায়। অথচ প্রতিদিন উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজার ঘোরতর বিরুদ্ধতা থাকিলেও মহাসমিতি আয়-ব্যয়, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করা এবং রাজার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে হাত দেওয়াও ঘটিয়াছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে মহাসমিতি এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয়। অথচ বর্ত্তমান মহাসমিতিকে জনগণের প্রতিনিধিরূপে কিছুতেই গণ্য করা চলে না। জিলাগুলি হইতে স্থানীয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেও ভোট দানের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। সহরগুলিতে বিশেষ বিশেষ দল ভোট নিয়ন্ত্রণ করিত, এবং বরোসমূহে রাজা অথবা জমিদারদের মনোনীত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইতেন। বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসার সময় মহাসমিতি জাতীয় ভাব ও চিন্তার প্রকৃত দ্যোতক ছিল, কিন্তু দৈনন্দিন ছোট ছোট কার্য্য-পরিচালনায় উহা নীচ ও স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইত। মহাসমিতির সভ্যদিগকে নিজ পক্ষে আনিবার জন্য উৎকোচ দিবার প্রথা ড্যান্‌বি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে বহু সভ্য তাঁহার পক্ষে আসেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, রাষ্ট্রের সকল প্রকার কর্ম্মচারী, মহাসমিতির উভয় শাখার সভ্যগণ, প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী চাকুরো অঙ্গীকার করিবেন যে, তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অথবা ইংল্যাণ্ডে আইন দ্বারা স্থাপিত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-বিষয়ক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন না। এই বিল ওমরাহ্‌-সভা পাশ করিলেও শাফ্‌টসবেরির চাতুর্য্যে ইহা জন-সভা-গৃহে নামঞ্জুর হইল।

ড্যানবি কর্ত্তৃক রাজপক্ষীয় লোকদিগকে অতিজনে পরিণত করিবার চেষ্টা ওমরাহ-সভায় সফল হইলেও জন-সভায় ব্যর্থ হইল (১৬৭৫)।

জন-সভার নিকট ড্যানবি কথা দিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ চালাইবেন, কিন্তু সভ্যগণ চার্লসকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহাসমিতির অধিবেশন স্থগিত হওয়া মাত্র ড্যান্‌বিকে চার্লস জানাইলেন তিনি লিউয়িসের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধঘোষণা করিলে যে ফরাসীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে তাহা লিউয়িস্‌ বুঝিতেন। সুতরাং চার্লস কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সন্ধিতে তিনি সহজেই সম্মত হন। স্থির হয় ফ্রান্স প্রতি

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক ফ্রান্সের সহিত সন্ধির প্রস্তাব (১৬৭৫)।

বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ইংল্যণ্ডকে দিবে আর উভয় রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে। এইরূপে চার্লস মহাসমিতির হাত হইতে মুক্ত হইলেন। ড্যানবি তাঁহাকে এইরূপ সন্ধি করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সন্ধিপত্রে নিজ হাতে স্বাক্ষর করিলেন। ড্যানবি দেখিলেন শাফ্‌টসবেরির ন্যায় তিনিও প্রতারিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র নহেন। চার্লসকে লিউয়সের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দেখিলেন এই উদ্দেশ্যে রাজার সহিত মহাসমিতির মিলন ঘটানো প্রয়োজন। পনের মাস কাজ বন্ধ রাখিবার পর ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাসমিতির বৈঠক আবার বসিল। ড্যানবি বুঝিলেন রাজার সহিত মহাসমিতির মিলনের পথে বাধা শাফ্‌টসবেরি ও তাঁহার দল। পনের বৎসর পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচিত জনসভাকে রাজার বিরোধিতায় প্ররোচিত করা অসম্ভব বিবেচনায় শাফ্‌টসবেরি উহার অবসানের নিমিত্ত রাজার নিকট এক আবেদন পাঠাইলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমল হইতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বৎসরে অন্তত একবার করিয়া মহাসমিতির অধিবেশন বসিবার কথা, পনের মাস তাহা না বসায় মহাসমিতির আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে মহাসমিতির নির্ব্বাচন নূতন করিয়া হওয়া উচিত। শাফ্‌টসবেরির দল এইরূপে সমগ্র মহাসমিতির বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইল। অন্যদিকে ইঁহারা মহাসমিতির অপমান করিয়াছেন এই অজুহাতে ড্যানবির অনুরোধক্রমে ওমরাহ্-সভা শাফ্‌টসবেরি, বাকিংহাম, স্যালিস্‌বেরি ও হোয়ার্টনকে কারাগারে প্রেরণ করিল। ইঁহাদের অন্তর্ধানে চার্লসের বিরুদ্ধ পক্ষ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ড্যানবি লোকেদের মন হইতে ক্যাথলিক-ভীতি দূর করিবার জন্য এক বিল আনয়ন করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে বিশপদিগের নিয়োগে তাঁহার হাত থাকিবে না এবং রাজার পুত্রকন্যাদের ভার ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপের উপর রহিবে। জনসভায় এই বিল পাশ হইল না। ড্যানবি প্রচুর উৎকোচ দিয়া অর্থসংগ্রহে মহাসমিতির সম্মতি লাভ করিলেন মাত্র। এদিকে যুদ্ধে ফরাসীদের কৃতকার্য্যতায় সমগ্র দেশ উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। মহাসমিতির উভয় শাখা রাজার নিকট এই আবেদন প্রেরণ করে যে, উইলিয়াম কর্ত্তৃক সংগঠিত মহাসঙ্ঘে ইংল্যণ্ড যোগদান করুক। উত্তরে তিনি যুদ্ধঘোষণার জন্য অর্থ-সাহায্য চাহিলেন। মহাসমিতি তাহা না দেওয়ায় তিনি মহাসমিতির অধিবেশন বন্ধ রাখেন। ফ্রান্সের নিকট সাহায্য পাইয়া তিনি সাত মাস মহাসমিতির অধিবেশন ডাকেন নাই। কিন্তু মহাসমিতি বন্ধ থাকিলেও দেশের লোক চুপ করিয়া রহিল না। এই সুযোগে ড্যানবি পররাষ্ট্রনীতিতে নিজ ইচ্ছা খাটাইবার প্রয়াস পাইলেন। ফরাসীদের হাতে ফ্ল্যাণ্ডার্স যাইবে, ইহা চার্লসের পক্ষেও অসহ্য ছিল। সুতরাং মেরি ও উইলিয়ামের বিবাহে ড্যানবির পরামর্শ তিনি শুনিলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উইলিয়াম ইংল্যণ্ডে আসিলেন ও তাঁহার সহিত মেরির বিবাহ হইল। চার্লস নিঃসন্তান, জেম্‌সের পুত্র ছিল না, সুতরাং মেরি যে ইংল্যণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী তাহা সকলে বুঝিল। হল্যাণ্ডের সহিত মিলনে ও

মহাসমিতির অধিবেশন (১৬৭৭); শাফ্‌টস্‌বেরি প্রমুখ ওমরাহ্‌গণ উহার বিরুদ্ধতা করায় ড্যানবির তাঁহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ; ক্যাথলিক-ভীতি দূর করিবার নিমিত্ত ড্যানবির আনীত বিলে জন-সভার অসম্মতি।

ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য দেশবাসীর প্রার্থনা।

উইলিয়ামের সহিত মেরির বিবাহ (১৬৭৭)।

ভবিষ্যতে প্রটেষ্টাট রাণী সিংহাসনে বসিবার সম্ভাবনায় বিলাতী জনসাধারণ খুসী হইল। লিউয়িস্ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাইলেন। ড্যানবি প্রস্তুত ছিলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিস হইতে ইংরেজ রাজদূত চলিয়া আসেন ও মহাসমিতির অধিবেশন বসে। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চার্লস ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং ড্যানবির পক্ষে ভয় দেখানোই সার হইল। লিউয়িসের নিকট চার্লস তিন বৎসরের জন্য এক বৃত্তি চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু লিউয়িস্ ইংল্যাণ্ডকে সন্ধির যে সকল সর্ত্ত দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া লন। অন্য দিকে, ড্যানবি যখন হল্যাণ্ড প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন কেহই তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল না। কারণ, ইংল্যাণ্ডের উপর সকলেই বিশ্বাস হারাইয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিয়া হল্যাণ্ড আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল এবং ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এক পক্ষে ফ্রান্স এবং অন্য পক্ষে হল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের মিত্রদের মধ্যে যে সন্ধি হইল তাহাতে লিউয়িস্ ইয়োরোপের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িলেন।

হল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি (১৬৭৮)।

এই সন্ধি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যতই অপমানজনক হউক, চার্লস নিজ প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইলেন। তিনি যুদ্ধঘোষণা না করিলেও যুদ্ধের জন্য ২০ হাজার সৈন্য সজ্জিত রাখেন। ফরাসীদের প্রদত্ত ১০ লক্ষ ফ্রাঁ তাঁহার হাতে ছিল। রাজার ব্যবহারে লোকের মনে নূতন করিয়া সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, তিনি লিউয়িসের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত থাকিয়া বিলাতী স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। ডোভার সন্ধির (পৃঃ ৫৭৪) পর হইতে ক্যাথলিক দলের মনে আশা জাগিয়াছিল যে, বিলাতে ক্যাথলিক ধর্ম্ম অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু রাজা হঠাৎ নীতি পরিবর্ত্তন করায় তাহারা নিরাশ ও ক্রুদ্ধ হয়। ইয়র্কের সামন্তের স্ত্রীর সেক্রেটারী কোলম্যান এই সময়ে লিউয়িসের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়া চিঠি লেখেন; উহা পরে ধরা পড়ায় ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্যাথলিকদের নৈরাশ্যের কথা তখনো সাধারণে জানিতে পারে নাই। তাহারা যখন দেখিল, ফ্রান্সের সহিত সন্ধির ফলে চার্লস স্বদেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, তখন তাহাদের মনে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইল। এই ত্রাসের কারণও ছিল। এই সময়ে টিটাস্ ওট্‌স নামে এক ব্যাপটিষ্ট যাজক প্রচার করিলেন যে, জেস্যুইটরা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও চার্লসের হত্যার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই কাহিনী চার্লসের গোচর করা হইল। তিনি নিজেই ষড়যন্ত্রের ভিতরকার কথা জানিতেন, সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করিলেন। কিন্তু ওট্‌স লণ্ডনের ম্যাজিষ্ট্রেট সার এডমণ্ডসবেরি গডফ্রের নিকট শপথ গ্রহণপূর্ব্বক বলেন যে, তিনি কতকগুলি চিঠি পাইয়াছেন যাহা হইতে জেস্যুইটদের ষড়যন্ত্রের কথা ধরা পড়ে এবং জানা যায় তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, স্কটল্যাণ্ডে ক্যামেরনিয়ান্ নাম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইংল্যাণ্ডে রাজাকে হত্যা করিয়া ইয়র্কের সামন্ত জেম্‌সকে সিংহাসনে বসাইতে অভিলাষী হইয়াছে। ওট্‌স হয়ত আমল পাইতেন না, কিন্তু এই সময়ে কোলম্যানের চিঠিপত্র ধরা পড়ায় তাহা হইল না। ড্যানবি সঙ্কল্প করিলেন, ওট্‌স্ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা রাজার অবলম্বিত ক্যাথলিক নীতি দমনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু তিনি কিছু করিবার পূর্ব্বেই

দ্বিতীয় চার্লসের ব্যবহারে ডোভার সন্ধির পর হইতে ক্যাথলিকদের মনে আশার সঞ্চার ও তাহার নিরসন।

জেস্যুইট ধর্ম্ম প্রচারক কর্ত্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও দ্বিতীয় চার্লসের হত্যাবিষয়ক ষড়যন্ত্রের কথা প্রচার; কোলম্যানের চিঠি প্রকাশ; শাফ্‌টসবেরি কর্ত্তৃক দেশব্যাপী আন্দোলন (১৬৭৮)।

ফলে ক্যাথলিক নিপীড়ন আরম্ভ।

কারামুক্ত শাফট্‌সবেরি ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন চালাইলেন। ইতিমধ্যে লণ্ডনের নিকটে সার এডমণ্ডসবেরি গড্‌ফ্রে নিহত হওয়ায় লোকদের মনে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইল। ওট্‌সের অভিযোগ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মহাসমিতির উভয় শাখা কর্তৃক সমিতি নিযুক্ত হয়। শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি দেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্বভার লন। তাঁহার উদ্দেশ্য, মহাসমিতি ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনে চার্লস বাধ্য হইবেন এবং ড্যানবিকে তাঁহার চাকরী হইতে অপসৃত করিয়া ফ্রান্সের উপর আর নির্ভরতা রাখিবেন না। তিনি দেখিলেন, ক্যাথলিক রাজা ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসিলে প্রজাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। সেজন্য তিনি চেষ্টা করিলেন যেন জেম্‌স বিলাতের সিংহাসনে বসিতে না পারেন। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এই অজুহাতে পাঁচজন ওমরাহ্‌ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার লোককেও সন্দেহবশে কারাগারে পাঠান হইল। রাজকীয় এক ঘোষণার ফলে ক্যাথলিকরা লণ্ডন পরিত্যাগ করে। লণ্ডনের রাস্তায় সৈন্যগণ পায়চারি করিতে থাকে যেন ক্যাথলিক বিদ্রোহ না ঘটিতে পারে। চার্লস বেগতিক দেখিয়া এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি বিলাতের সিংহাসনে বংশানুক্রমিক রাজত্বের প্রথা উচ্ছেদ করা না হয়, তাহা হইলে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যে কোন বিলে সম্মতি দিতে প্রস্তুত আছেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শাফ্‌ট্‌সবেরির চেষ্টায় মহাসমিতি এক বিল পাশ করে। তাহার ফলে পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর ধরিয়া ক্যাথলিকগণ মহাসমিতির উভয় শাখায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। বিলে এক সর্ত্ত রহিল যে, জেম্‌স সিংহাসনে বসিতে পারিবেন।

ক্যাথলিকদের অপসৃত করিবার নিমিত্ত শাফ্‌টসবেরি কর্তৃক আনীত বিল পাশ হইলে জেম্‌সের সিংহাসনে বসিবার বাধা রহিল না।

ওট্‌সের কাহিনীতে বিলাতী জনসাধারণের মন তখনো বিচলিত, এমন সময়ে বেডলো নামে আর এক ব্যক্তি তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। ইহারা মিছা করিয়া লোমহর্ষণ গুজব রটাইতে লাগিল। এমন কি, একথাও প্রচারিত হইল যে, স্বয়ং রাণী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত ওমরাহ্‌দের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ আনা হইল। রাজ্যের ক্যাথলিক মাত্রকেই ধরিবার হুকুম আসিল। কোলম্যান ও অন্য অনেকের ফাঁসি হয়। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয়ত শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইত, কিন্তু সত্যকার ষড়যন্ত্র একটা ছিল, এবং সে সম্বন্ধে চিঠিপত্র ধরা পড়িয়া লোকের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। চার্লস দেশবাসী সকলের মতের বিরুদ্ধে একাকী ফরাসীরাজ লিউয়িসের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চিঠিপত্রে সে (পৃঃ ৫৭৪) সময়ে ড্যানবিকে সহি করিতে হয়। সেই সকল চিঠি এক্ষণে মহাসমিতির নিকট উপস্থাপিত করা হইল। জন-সভা ও ড্যানবির বিরোধিতায় চার্লস লিউয়িসের সহিত শত্রুতা করিতে বাধ্য হন, তখন হইতে তাঁহার চেষ্টা ছিল মহাসমিতি ভঙ্গ, মন্ত্রি-সভার উচ্ছেদ ও ড্যানবির অনুগত সৈন্যদের বিদায় দান। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর উৎকোচের ব্যবস্থা দ্বারা মহাসমিতির লোক ভাঙ্গাইবার চেষ্টা। এদিকে ড্যানবির সহিত ঝগড়া করিয়া প্যারিসস্থ বিলাতী রাজদূত র‍্যাল্‌ফ মণ্টেগু পদত্যাগ করিলেন। অতঃপর জন-সভায় নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি ড্যানবির চিঠিপত্র প্রকাশ করিয়া দেন। জনসভার সভ্যগণ এই আবিষ্কারে চমৎকৃত

দেশবাসীর আন্দোলনে চার্লস কর্তৃক মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গকরণ (১৬৭৯)।

হইয়া ড্যানবিকে অত্যভিযুক্ত করিলেন। চার্লস পররাষ্ট্রনীতিতে নিজ কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, দীর্ঘ ১৮ বৎসর পরে (১৬৬১-১৬৭৯) মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করেন।

জাতীয় উত্তেজনার মধ্যে মহাসমিতির নূতন নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল। ড্যানবি যে উৎকোচের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের এই নির্ব্বাচনে তাহার চূড়ান্ত ফল দেখা যায়। নির্ব্বাচিত সভ্যগণ জানিতেন তাঁহারা যে কোন পক্ষ সমর্থন করিলে প্রচুর টাকা পাইবেন। অন্যদিকে ভোটদাতাগণের ভোটও তাঁহাদিগকে কিনিতে হইত। কথিত আছে, লোকবহুল বড় শহরে কোন কোন নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে ভোটের জন্য হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ করিতে হইয়াছিল। নব-নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে লইয়া মার্চ্চ মাসে মহাসমিতির অধিবেশন বসিবার পূর্ব্বেই রাজার উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হইল। জেম্‌সকে ব্রুসেলে পাঠান হয়। চার্লস সৈন্যদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অঙ্গীকার দেন যে, ড্যানবিকে তাঁহার কার্য্য হইতে অপসৃত করা হইবে। জন-সভা ড্যানবির বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ আনিয়া ওমরাহ্-সভায় বিচারার্থ পাঠায়। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সেই সব লোকদিগকে লইয়া মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল যাঁহারা তাঁহার পতন ঘটাইয়াছিলেন। শাফ্‌ট্‌স-বেরি পরামর্শ সভার সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট অব্ দি কাউন্সিল), লর্ড এসেক্স কোষাগারের সভ্য ও সার এইচ চ্যাপেল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ হন। প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠনের মূলে ছিলেন, সার উইলিয়্যাম টেম্পল তিনি রাষ্ট্র-সচিবের পদ পান। মন্ত্রি-সভার অন্যান্য সভ্য হইলেন লর্ড রাসেল, লর্ড ক্যাভেণ্ডিস্, লর্ড হলেস ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এবং লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড।

মহাসমিতির নব-নির্ব্বাচন ও নূতন মন্ত্রি-সভা।

মন্ত্রি-সভার কর্ত্তৃত্বভার প্রকৃত পক্ষে টেম্পলের হাতে গিয়া পড়ে। তিনি রাজা ও মহাসমিতি উভয়ের ক্ষমতা-বৃদ্ধি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হন। জাতীয় উত্তেজনার সময় মহাসমিতি অদম্য হইয়া দাঁড়ায়। উহার সাহায্যে ক্ল্যারেণ্ডন, ক্লিফর্ড, ক্যাব্যাল ও ড্যানবির পতন ঘটে, কিন্তু সুশাসনের অভাব ঘটিলে উহা শাস্তি দিতে যেরূপ সমর্থ ছিল, সুশাসন প্রবর্ত্তন করিতে অথবা স্থায়ীভাবে রাজার কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতে সেরূপ সমর্থ ছিল না। চার্লস ১৯ বৎসর ধরিয়া মহাসমিতির সাহায্যে যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াছেন। যখন জাতি যুদ্ধ চাহে নাই তখন তিনি যুদ্ধ চালান, আবার যখন জাতি যুদ্ধ চাহিয়াছে, তখন তিনি যুদ্ধে যোগ দেন নাই। ইংরেজদের ফরাসী বিদ্বেষ প্রবল, তথাপি তিনি ইংল্যাণ্ডকে ফরাসী রাজের প্রায় অধীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অবস্থার প্রতীকারের একটি মাত্র উপায় হইল মন্ত্রি-সভাকে এমন একটি সরকারী কর্ম্মচারীদের সমিতিতে পরিণত করা যাহা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে জন-সভা নির্ব্বাচিত করিবে এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে অতিজনের ইচ্ছানুসারে কাজ করা। যতক্ষণ জন-সভার অধিকাংশ সভ্য জাতীয় মতের প্রকাশক, ততক্ষণ তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হইতেছে, বলা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সহজ ব্যবস্থার কথা টেম্পল বা অন্য কাহারো মাথায় তখনো আসে নাই। টেম্পল রাজকীয় পরামর্শ সভার পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরাইয়া আনিতে যত্ন করিলেন। এই প্রতিষ্ঠান রাজ-সভার বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী,

সার উইলিয়্যাম টেম্পল কর্ত্তৃক নেতৃত্বভার গ্রহণ ও তাঁহার পরামর্শ-সমিতিকে সংস্কারের প্রচেষ্টা।

টেম্পল ক্যাব্যাল বা ক্যাবিনেটের স্থলে পরামর্শ-সভার ক্ষমতা-বৃদ্ধির প্রয়াসী হইলেন।

কোষাধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রসচিবদিগকে লইয়া গঠিত হইত। রাজার আহ্বানে অল্প কয়েকজন ওমরাহ্ আসিয়া ইহাতে যোগ দিতেন। এলিজ্যাবেথের রাজত্বের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইহা রাজ্যের জটিল বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা করিত। উহার সভ্যদিগের মধ্য হইতে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া উহার সহিত গোপনে পরামর্শ করার প্রথা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু জেম্‌সের সময়ে এই গুপ্ত সমিতির প্রভাব রাজকীয় পরামর্শ-সভাকে ছাড়াইয়া যায়। ক্ল্যারেণ্ডন, সাদাম্পটন, অরমণ্ড, মঙ্ক ও রাষ্ট্রসচিবদ্বয় এবং পরে ক্লিফর্ড, আর্লিংটন, বাকিংহাম, অ্যাশলি ও লডার্ডেল এই গুপ্ত সমিতির অন্তর্গত ছিলেন। অ্যাশলির সময়ে উহার নাম হয় ক্যাব্যাল এবং উহার সাহায্যে অনেক কাজ অনুষ্ঠিত হইত যাহা রাজার পরামর্শ সভার নিকট উপস্থাপিত করা অসম্ভব ছিল। এই পরামর্শ-সভার প্রভাব কমিয়া যাওয়াতেই রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেজন্য টেম্পল ভাবিলেন যে, মহাসমিতি যখন রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, তখন ক্যাব্যাল বা ক্যাবিনেট (এই সময় উহা এই নামেই বেশী পরিচিত হয়) একেবারে উঠাইয়া দিয়া পরামর্শ-সভার ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। উহার সভ্যসংখ্যা ৩০ এবং মোট দক্ষিণা ৩ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না। টেম্পলের আশা ছিল যে, বড় বড় ওমরাহ্ ও জমিদারদের লইয়া গঠিত এই ক্ষুদ্র সভা রাজা ও জন-সভা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।

উত্তেজনার মধ্যে মহাসমিতির নির্ব্বাচন শেষ হইল। ইহাতে রাজসভার কেহ স্থান পায় নাই। নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হওয়ায় জনগণ খুসী হইল। এই সময়ে মহাসমিতি এমন কোন কোন আইন প্রণয়ন করে যাহা দ্বারা বিলাতী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যায়। অষ্টম হেনরির সময়ে ষ্টার চেম্বার দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইত, এলিজ্যাবেথ কঠোর হস্তে মুদ্রাযন্ত্র দমন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ মহাসমিতিও মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে স্বাধীনতা দেয় নাই। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্র আইনের সময় উত্তীর্ণ হইলে মহাসমিতি আর উহা পাশ করিল না। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহা সনন্দে একটি সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, অপরাধ অথবা ঋণের জন্য ব্যতীত কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হইবে না, আর অপরাধ বা ঋণের জন্য বন্দী হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার থাকিবে এই দাবী করিবার যে, জেলরক্ষক তাঁহাকে সশরীরে হাজির করিবে ও বন্দী করিবার কারণ দেখাইবে; বিচারকগণ তখন বিচার করিবেন তাহাকে আইনসঙ্গত ভাবে বন্দী করা হইয়াছে কি না। ইহাকে "সশরীরে হাজির করিবার পরোয়ানা" (রিট্ অব হেবিয়াস্ কর্পাস) বলা হইত। চার্লসের রাজত্বকালে এই নিয়ম যথাযথভাবে পালিত হয় নাই। সেজন্য ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতি "সশরীরে হাজির করিবার আইন" পাশ করিল। এই আইনের বলে মহাদ্রোহের অপরাধ ছাড়া অন্য সমস্ত অপরাধে অপরাধী এই আইনের আশ্রয় লইতে পারিবে স্থির হইল। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষাও সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নির্দ্দেশ তৎকালে লোকের মনকে বেশী বিচলিত করিতেছিল। ক্যাথলিক রাজা সিংহাসনে বসিবেন, এই চিন্তায় লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। মন্ত্রিগণ উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন না। শাফ্‌ট্‌সবেরি ও লর্ড রাসেল জেম্‌সকে সিংহাসন না দিবার

মহাসমিতি কর্তৃক অপরাধীকে সশরীরে হাজির করিবার আইন (হেবিয়াস্ কর্পাস অ্যাক্ট্) পাশ (১৬৭৯)।

দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন বিষয়ে বিলাতী জনগণের আন্দোলন।

দল ভারী। আর ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন স্বয়ং চার্লস, টেম্পল, লর্ড এসেক্স, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি অধিকাংশ সভ্য। ইহারা ক্যাথলিক রাজার ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন। ইহারা বলিলেন, যতদিন ক্যাথলিক রাজা সিংহাসনে থাকিবেন ততদিন বিচারক, নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা মহাসমিতি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহাদের ব্যবস্থা শাফ্‌ট্‌সবেরির মনঃপূত হইল না। তাঁহার দলের লোকেরা জন-সভায় এই বিল আনয়ন করিলেন যে, দ্বিতীয় চার্লসের পরে জেম্‌সকে সিংহাসন না দিয়া পরবর্ত্তী প্রটেষ্টাণ্ট উত্তরাধিকারীকে উহা দেওয়া হউক। কোন কোন রাজভক্ত সভ্য তীব্র প্রতিবাদ করিলেও জন-সভায় এই বিল অধিকজন দ্বারা পাশ হইল। পাছে চার্লস ওমরাহ্‌দিগের উপর নিজ প্রাধান্য খাটাইয়া ঐ বিল নামঞ্জুর করান, এই জন্য জন-সভা ওমরাহ্-সভায় এক মহা-প্রতিবাদ পাঠাইয়া দেয়। গতিক দেখিয়া চার্লস তাড়াতাড়ি মহাসমিতির অধিবেশন ভঙ্গ করিলেন। জেম্‌স সিংহাসন না পাইলে তাঁহার কন্যা মেরির উহা পাইবার কথা। টেম্পল, লর্ড এসেক্স ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স যখন দেখিলেন তাঁহারা মহাসমিতিতে পরাজিত হইবেন, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মেরির স্বামী উইলিয়্যামকে বিলাতে আনিয়া পরামর্শ-সভার সভ্য করিয়া লইবেন। কিন্তু শাফ্‌ট্‌সবেরি উইলিয়্যামের সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। উইলিয়্যাম যতই গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট হউন না কেন, চার্লসের মত তিনিও রাজশক্তির কোনপ্রকার খর্ব্বতা সহ্য করিবেন না, ইহা শাফ্‌ট্‌সবেরি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি শুধু জেম্‌স ও তাহার দুই কন্যা মেরি ও অ্যানি এবং প্রথম চার্লসের পৌত্র হিসাবে উইলিয়্যামের দাবী অগ্রাহ্য করিতে চাহিলেন তাহা নহে, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। ইনি মনমাউথের সামন্ত। ইনি চার্লসের অন্যতম রক্ষিতার পুত্র। ইহার মাতার সহিত চার্লসের গোপনে বিবাহ হয় এই সংবাদ রটনা করিয়া দেওয়া হইল। শাফ্‌ট্‌সবেরির চেষ্টায় তিনি ক্রমে রাজরক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব পান। কিন্তু সাণ্ডারল্যাণ্ড, হ্যালিফ্যাক্‌স ও এসেক্স শাফ্‌ট্‌সবেরিকে বাধা দিলেন। তাঁহারা জানিতেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাঁহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। এই সময়ে রাজা হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় জেম্‌সের অনুপস্থিতিতে মনমাউথের সিংহাসনের বসিবার সম্ভাবনা হয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীদিগের পরামর্শে চার্লস তৎক্ষণাৎ স্কটল্যাণ্ড হইতে জেম্‌সকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চার্লস আরোগ্য লাভ করিলে জেম্‌স আবার স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান বটে, কিন্তু মন্ত্রিগণের প্ররোচনায় চার্লস তাঁহার রক্ষী সৈন্যদলের ভার মানমাউমের হাত হইতে গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দেন। ইহাতে শাফ্‌ট্‌সবেরি আরো বেশী করিয়া বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্যাথলিকদের উপর নিপীড়ন চলিল। শাফ্‌ট্‌সবেরি ভাবিয়াছিলেন এইরূপে তিনি চার্লসকে নিজ মতে আনয়ন করিবেন। কিন্তু চার্লস তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ আগেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং টেম্পল, এসেক্স, হ্যালিফ্যাক্‌স্ প্রভৃতির পূর্ণ অনুমোদন লইয়া তিনি শাফ্‌ট্‌সবেরিকে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পদচ্যুত করিলেন।

এবং তদ্বিষয়ে মন্ত্রিগণের মধ্যে মতভেদ।

জেম্‌সকে সিংহাসনে না বসাইবার জন্য শাফ্‌ট্‌সবেরির প্রচেষ্টা; মেরি, অ্যানি ও উইলিয়্যামের প্রতি তাঁহার প্রতিকূলতা।

মন্ত্রি সভা হইতে শাফ্‌ট্‌সবেরির দ্বিতীয়বার পদচ্যুতি (১৬৭৯)।

চার্লস শাফ্‌ট্‌সবেরিকে পদচ্যুত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে,

শাফট্‌সবেরি পদচ্যুত হইয়াও তাঁহার আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন ; মনমাউথকে সিংহাসন দিবার জন্য বহু আবেদন মহাসমিতিতে দেখা দিল।

তাঁহার চারিদিকে বিপদ্ ঘনাইয়া আসিয়াছে। লোকে তাঁহার অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন। ইংরেজদের ভাব দেখিয়া লিউনিস্ও সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সর্ত্ত দেন তাহা চার্লসের মনঃপূত হইল না। সুতরাং তিনি মহাসমিতির নূতন অধিবেশন ডাকাইলেন। শাফ্‌ট্‌স-বেরি দেশের চারিদিকে ক্যাথলিক আক্রমণ ও অত্যাচারের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া ছড়ানোর ফলে নূতন জন-সভার সভ্যগণ আরো উগ্রপন্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। জোরের সহিত মনমাউথের সিংহাসনে দাবী সমর্থিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং হল্যাণ্ড ছাড়িয়া বিলাতের রাজসভায় দেখা দিলেন, যদিও কিছুকাল পরে তাঁহাকে লণ্ডনের বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়, তিনি ইংল্যণ্ড ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মহাসমিতিতে অনেকগুলি আবেদন-পত্র উপস্থিত হয় ; ঐগুলিতে মনমাউথের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকরণের কথা ছিল। চার্লস মন্ত্রীদিগের কাহারও কথা না শুনিয়া নবেম্বর পর্য্যন্ত মহাসমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, শাফ্‌ট্‌সবেরির প্রচার বেশীদিন কার্য্যকরী থাকিবে না, শীঘ্র উহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শাফ্‌ট্‌সবেরি সমগ্র দেশে আন্দোলন চালাইবার জন্য এক সমিতি গঠন করেন। মনমাউথকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইহা দেশের সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে, পোপানুগত্য ও অরাজকতা হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র মনমাউথ। রাজার পরামর্শ-সভা এই সংবাদে এরূপ ভীত হয় যে, প্রত্যেক দুর্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। কিন্তু তেমন বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না। বিনা দোষে ক্যাথলিকদিগের উপর অত্যাচারে লোকের মনে অনুতাপ দেখা দিল। এক্ষণে বিচারের ফলে বহু ব্যক্তি মুক্তি পাইল। জেম্‌সের প্রটেষ্টাণ্ট সন্তানদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইংল্যণ্ডের সিংহাসন মনমাউথকে দেওয়া হইবে, এই ধারণায় ইংরেজগণ অপমানিত বোধ করিল।

কিন্তু অচিরে দেশমধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল (১৬৮০)।

ঘরোয়া যুদ্ধের আশঙ্কায় বহু লোক রাজপক্ষে যোগদান করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাফ্‌ট্‌সবেরি বহু সহস্র আবেদন মহাসমিতিতে পাঠান। আবার ইহাদের বিরুদ্ধেও বহু সহস্র ব্যক্তি আবেদন করে। সমগ্র দেশ "আবেদনকারী ও অবজ্ঞাকারী' এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহারা এই সময় হইতে হুইগ ও টোরি নামে অভিহিত হইতে থাকে। চার্লস এই বিবাদের সুযোগ লইয়া ইয়র্কের সামন্তকে রাজসভায় ডাকেন এবং রাসেল, ক্যাভেণ্ডিস্ ও এসেক্সের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন, কারণ ইঁহারা শাফ্‌টসবেরির দলে যোগ দিয়াছিলেন। সরকারী কাজ চালাইবার ভার পড়িল লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও ক্ল্যারেণ্ডনের এক পুত্র লরেন্স হাইডের উপর। টেম্পল আগেই রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন। শাফ্‌ট্‌সবেরি দমিবার পাত্র নন। তিনি এক মহা জুরির সম্মুখে ইয়র্কের সামন্তকে ক্যাথলিক ও রাজার রক্ষিতা পোর্টসমউথের ডাচেস্‌কে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন।

আবেদনকারী ও অবজ্ঞাকারীর দলের হুইগ ও টোরি নামে খ্যাতিলাভ।

এই সময়ে শাফ্‌ট্‌সবেরির বাধা আসিল এক অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে। চার্লসের

জামাতা উইলিয়াম, শাফ্‌ট্‌সবেরির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। দ্বিতীয় চার্লসের অবলম্বিত কূটনীতির ফলে উইলিয়াম ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইংল্যণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া ফ্রান্স কিরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লিউয়িস্ বহু শত্রুর বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। উইলিয়াম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে উহার শক্তি আরো বাড়িয়া যাইবে; কিন্তু যতক্ষণ মহাসমিতির সহিত মিলন না হয় ততক্ষণ চার্লসকে ফরাসীরাজের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ড্যানবির আমলে মেরির সহিত উইলিয়ামের বিবাহের পর উইলিয়ামের আশা হইয়াছিল যে, তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে। ইতিমধ্যে পোপানুগত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রে সব গোলমাল হইয়া গেল। শাফ্‌ট্‌সবেরি যখন মনমাউথকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে খাড়া করিলেন, তখন উইলিয়ামের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সিংহাসনের দাবী অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত জেম্‌সের স্বপক্ষে দাঁড়াইলেন। চার্লসও এই সময়ে উইলিয়ামের সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রনীতিতে উইলিয়ামের সমর্থন করিবেন, মনস্থ করেন। লিউয়িসএর জার্ম্মান আক্রমণে চার্লসের বাধা-প্রদান, হল্যাণ্ডকে সাহায্য দান এবং প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহকে লইয়া উইলিয়ামের সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবে কর্ণপাত তাহারই ফল। কিন্তু উইলিয়াম ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার সহিত ফ্রান্সের বিরোধ বাধিবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই বিরোধের সময়ে চার্লস তাঁহার পক্ষে থাকা আবশ্যক। সেজন্য তিনি চার্লস ও মহাসমিতির মিলনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে যখন মহাসমিতির অধিবেশন বসিল, তখনো চার্লস অবিচলিত রহিলেন। জন-সভার সভ্যগণ বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রথম কাজ হইল পোপানুগত্য দমন ও বিলাতের সিংহাসনে ক্যাথলিক রাজার উপবেশন বিষয়ে বাধাপ্রদানমূলক আইন পাশ। মনমাউথের দল এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, মেরি ও উইলিয়ামের দাবীর কথা আইনে বিধিবদ্ধ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। জন-সভার দৃঢ়তা দেখিয়া টেম্পল ও এসেক্স মত দেন যে, জেম্‌সকে সিংহাসনের অধিকারচ্যুত করা হউক। সাণ্ডারল্যাণ্ড ইতস্তত করিতেছিলেন কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন। একমাত্র হ্যালিফ্যাক্স উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং ওমরাহ্‌-সভায় নিজ সাহসের গুণে জয়লাভ করেন। হ্যালিফ্যাক্স ছিলেন উইলিয়ামের মুখপাত্র। হ্যালিফ্যাক্স ওমরাহ্‌-সভায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার পর জন-সভায় এই প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, জেম্‌স রাজা হইলে, মহাসমিতির উভয় শাখা কর্ত্তৃক পাশ করা বিল নামঞ্জুর করিবার, পররাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ চালাইবার ও মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। এই প্রস্তাবও উইলিয়ামের প্ররোচনায় আনা হইয়াছিল।

ইয়োরোপে ফ্রান্স অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়।

ফ্রান্সের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া উইলিয়াম কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চার্লসের সহিত মহাসমিতির মিলনের প্রচেষ্টা।

বিলাতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে নানা মত:

একণে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, ওমরাহ্‌-সভা জেম্‌সের সিংহাসনে অধিকারচ্যুতি-মূলক আইন পাশ করিতে চাহিল না, জন-সভা তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করার জন্য আইন পাশে বাধা দিল। জন-সভার সভ্যগণ মনে করিলেন যে উহা নিরর্থক, কারণ কোন

ওমরাহ্‌-সভা ও জন-সভা।

ক্যাথলিক রাজা হইলে স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তিনি সাহায্য পাইবেনই।

শাফ্‌টসবেরি কর্তৃক ক্যাথলিক বিদ্বেষ প্রচার: ওয়রাহ্ ষ্ট্যাফোর্ডের বিচার ও প্রাণদণ্ড (১৬৮০)।

শাফ্‌টসবেরি এখানে ক্ষান্ত হইতে চাহিলেন না। জেম্‌স্ যাহাতে সিংহাসনে বসিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, রাণী বন্ধ্যা এই অজুহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের এক বিল আনয়ন করিয়া চার্লসের নূতন বিবাহ দিবেন; তাহাতে ভবিষ্যতে বিলাতের সিংহাসনে প্রটেষ্টাণ্ট উত্তরাধিকারী বসিলেও বসিতে পারে। তাঁহার এইরূপ মতপরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মনমাউথের দাবী দুর্ব্বল এবং লোকের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এইজন্য তিনি পোপানুগতদের ষড়যন্ত্র বিষয়ে লোকের মনে পুনরায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ক্যাথলিকদের নেতা বৃদ্ধ লর্ড ষ্ট্যাফোর্ডের নামে অভিযোগ আনয়ন করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। শাফ্‌টসবেরির চক্রান্তে প্রমাণিত হইল যে, রাজা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকগণ ষড়যন্ত্র করিতেছে। ষ্ট্যাফোর্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দেশ মধ্যে পুরাতন ক্যাথলিক-ভীতি দেখা দিল। কিন্তু চার্লস অটল রহিলেন। যখন পোর্টসমাউথের সামন্ত কন্যা ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন তখনো তাঁহার সঙ্কল্প টলিল না। রাজকীয় সৈনিক কর্ম্মচারীদের নিয়োগে উহার হাত থাকিবে এই সর্ত্তে মহাসমিতি অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিলে চার্লস মহাসমিতির অধিবেশন মুলতুবী রাখিলেন।

ফ্রান্সের উপর দ্বিতীয় চার্লসের পুনরায় নির্ভরতা: মহা-সমিতির অধিবেশন ভঙ্গ (১৬৮১)।

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক ফ্রান্সের সহিত গোপন সন্ধি।

অক্সফোর্ডে মহাসমিতির অধিবেশন।

মহাসমিতির সহিত চার্লসের মিলন-প্রচেষ্টায় উইলিয়াম ব্যর্থকাম হইলেন। চার্লস ক্রুদ্ধচিত্তে আবার ফ্রান্সের দিকে মুখ করিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি হঠাৎ মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন করান। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঘরোয়া যুদ্ধের ভয় দেখাইলে প্রতিক্রিয়া সুরু হইবে। অক্সফোর্ডে অধিবেশন ডাকার অর্থ রাজধানীর অবাধ্যতায় বিরক্তি। পাছে কোন প্রকার গোলমাল হয় সেজন্য তিনি শরীররক্ষী সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। এদিকে মনমাউথ ইংল্যণ্ডের যেখানেই উপস্থিত হইতে থাকেন সেখানেই অভ্যর্থিত হন। লণ্ডনের রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে। বিদ্রোহ আসন্ন এই অজুহাতে ফরাসীরাজের সহিত চার্লস গোপন বোঝাপড়া করিয়া লইলেন। স্থির হইল, উইলিয়্যামের প্রস্তাবিত প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সমঝোতায় চার্লস যোগ দিবেন না, আর লিউয়িস্ চার্লসকে যে অর্থ সাহায্য করিবেন তাহাতে মহাসমিতির উপর তাঁহার নির্ভর না করিলেও চলিবে। এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া অক্সফোর্ডে চার্লস মহাসমিতির সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা মহাসমিতির সভ্য ছিলেন নূতন মহা-সমিতিতে তাঁহারাই সভ্য। পর পর দুইটি অধিবেশন ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহারা বিরক্ত ছিলেন। তথাপি এই সময়ে কতকগুলি কারণের সমাবেশে দ্বিতীয় চার্লস সমগ্র দেশের সহানুভূতি লাভ করেন। উইলিয়্যাম ভাবিয়াছিলেন একটা রফা করা সম্ভব হইবে। তাহাতে জেম্‌স্ রাজা হইলেও তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু মহাসমিতির রক্ষণশীল অনেকে ইহার বিরোধী হইল। এই সময়ে শাফ্‌টসবেরি চার্লসের নিকট মনমাউথের সিংহাসনে দাবী উপস্থিত করায় ও গুপ্তচর

মহাসমিতি বিপক্ষতা করিলেও দেশবাসীর

অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিচার মহাসমিতি আইনানুযায়ী না করায় লোকে আরো বিরূপ হইয়া গেল। চার্লস এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি ধৈর্য্যের সহিত সকল প্রকার অপমান ও অবজ্ঞা সহিয়া আসিতেছেন। ফ্রান্সের সোনা হাতে পাইয়া তাঁহার অর্থাভাবের ভয় ছিল না। সুতরাং যেই এক মাস পরে জেম্‌সের সিংহাসন-চ্যুতিবিষয়ক বিল মহাসমিতিতে আনা হইল, তিনি উহার অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের জন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার আবেদনে আশ্চর্য্য ফল ফলিল। চারি দিক্ হইতে রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজপক্ষ লইল। তাহারা ঘোষণা করিল যে, কোন কারণেই রাজার বংশানুমিক সিংহাসনের দাবী নাকচ করা যায় না। শাফ্‌ট্‌সবেরি ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

নিকট দ্বিতীয় চার্লসের সহানুভূতি লাভ।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ কবি জন ড্রাইডেন তাঁহার কাব্যের সাহায্যে সমগ্র দেশকে রাজপক্ষে আনিলেন। ইনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে এলিজাবেথের যুগ ও পুনরুভ্যুদয় যুগের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। তিনি কতকগুলি বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক লিখেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে "রিলিজিও লাইসি" "হাইণ্ড এণ্ড প্যান্থার" এবং "অ্যাবস্যালম এণ্ড এচিটোফেল" প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহাতে ইংরেজী সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। রাজার বিরুদ্ধে পোপানুগত ব্যক্তিগণ যে একটি ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। তবে অপর পক্ষও যে বহুতর মিথ্যার আশ্রয় লয়, তাহা তিনি মনে করিতেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া অরাজতকার বিরুদ্ধতা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার "অ্যাবস্যালম" নামক কাব্যগ্রন্থ আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। ইহাতে একদিকে ড্রাইডেন যেমন উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার পথ দেখাইয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি লোকের মনকে রাজপক্ষে ফিরাইয়া আনেন। লণ্ডন তখনো শাফ্‌ট্‌সবেরির বশীভূত ছিল। শাফ্‌ট্‌সবেরি এই সময়ে কারাগার হইতে মুক্ত হইবামাত্র শহরের সর্ব্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দিল। কিন্তু একটি গোপন ষড়যন্ত্র আবার প্রকাশিত হওয়ায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। হ্যালিফ্যাক্স ইহাতে আশান্বিত হইয়া চার্লসকে মহাসমিতির নূতন অধিবেশন আহ্বান করিবার অনুরোধ জানাইলেন। উইলিয়্যামও ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত থাকিয়া চার্লসকে প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘের পক্ষে আনিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন; কিন্তু চার্লস উভয় প্রস্তাবই এড়াইয়া চলেন। ফ্রান্সের সহিত তাঁহার রফানিষ্পত্তির কথা মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হাইড্ জানিতেন। এদিকে ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া লিউয়িস্ ফরাসী প্রটেষ্টাণ্টদিগের দমনে ও নিজ রাজ্যের প্রসারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কার্য্যকলাপে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু চার্লস যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, আবার মহাসমিতির সম্মুখীন হইতেও চাহেন নাই। দেশে রাজভক্তি ক্রমেই প্রবলতা লাভ করিতেছিল। তিনি এই সুযোগে সংশয়বাদীদিগকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। কোয়েকার পেন তাঁহার দলবল সহ আমেরিকার ভূখণ্ডে গিয়া পেনসিলভেনিয়া প্রদেশ স্থাপন করিলেন। চার্লসের এতদূর

কবি ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) কর্ত্তৃক ইংরেজী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও রাজতন্ত্রের পূর্ণ সমর্থন।

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া শাফ্‌ট্‌সবেরি কর্ত্তৃক আন্দোলন আরম্ভ ও উহার প্রতিক্রিয়া।

শক্তি বৃদ্ধি হইল যে, তিনি জেম্‌সকে রাজসভায় ডাকিয়া পাঠান এবং মনমাউথকে দূর করেন। লণ্ডন হুইগপন্থী হইলেও কৌশলে উহাকে হস্তগত করা হয়। শাফ্‌ট্‌সবেরি দেখিলেন বিপদ্। লণ্ডন হারাইয়া তাঁহার প্রভাব রহিল না। লণ্ডনের এক গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তিনি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, কিন্তু দলের লোকদের দেরী করিতে দেখিয়া তিনি হল্যাণ্ডে পলাইয়া যান ও ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাফ্‌ট্‌সবেরির পলায়ন ও মৃত্যু (১৬৮৩)।

শাফ্‌ট্‌সবেরির পলায়নে দ্বিতীয় চার্লস জয়ী হইলেন। সর্ব্বপ্রকার বাধা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু শাফ্‌ট্‌সবেরির দলের কেহ কেহ তাহা না বুঝিয়া চার্লস ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্র রাই-হাউস্ ষড়যন্ত্র নামে বিখ্যাত। দলের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজপক্ষের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। ফলে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ষড়যন্ত্রকারীদিগের কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, কেহ বা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

রাই-হাউস ষড়যন্ত্র ও উহার বিফলতা (১৬৮৩)।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্য লোক হইলে এইরূপ জয়লাভে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু চার্লস জানিতেন তাঁহার নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্বের পথে অনেক বাধা রহিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই কথা প্রচারিত হয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাসনের প্রতি নিরবরোধ বাধ্যতা প্রদর্শন ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু চার্লস ইহাতে ভুলিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, টোরি দল তাঁহার সহায়তা করিলেও আইনপরতন্ত্রশাসনব্যবস্থার তাহারা পক্ষপাতী। ধর্ম্ম সম্প্রদায় তখনো বিশেষ ক্ষমতাশালী। সুতরাং তিনি রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত এমন কোন আচরণ করিলেন না যাহা দ্বারা মনে হইতে পারে তিনি কোন আইনের বিরুদ্ধতা করিতেছেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার অথবা মনমাউথকে পুনরাহ্বান করিবার চেষ্টায় হ্যালিফ্যাক্স ব্যর্থকাম হইলেন। বস্তুত, তিনি বুঝিতে পারিলেন অন্যান্য রাজনীতিবিশারদ্‌দিগের ন্যায় তিনিও প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহার চাকুরী বজায় থাকিলেও প্রভাব আর রহিল না। হাইড্‌কে রচেষ্টারের আর্ল করিয়া কোষাধ্যক্ষ করা হয় এবং চার্লস ক্রমে সাণ্ডারল্যাণ্ডকে অধিকতর বিশ্বাসভাজন বিবেচনা করিয়া তাঁহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। ইনি পূর্ব্বে রাজার বিপক্ষতাচরণ করিলেও নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়া রাজার ক্ষমা প্রাপ্ত হন। ড্যানবি এই সময়ে কারামুক্ত হইয়া হ্যালিফ্যাক্সের সহিত একযোগে মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত মহাসমিতির আর কোন অধিবেশন বসিল না। ফ্রান্সের সহিত গোপন সন্ধির ফলে তাঁহার অর্থলাভ হয়। অন্য দিকে ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শুল্ক হইতে চার্লস প্রভূত অর্থ পান। তাঁহার বিরোধী দলের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া মতভেদ হওয়ায় ঐ দলের শক্তি ক্ষয় হইয়াছিল। বিভিন্ন শহরের কর্পোরেশনে হুইগ দলের আধিপত্য খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত চার্লস পুরাতন সনন্দ ফিরাইয়া লইয়া নূতন সনন্দ দান করেন। তাহাতে রাজপক্ষীয় লোকদের প্রভাব বাড়ে। জনগণের অসন্তোষ বুঝিয়া চার্লস ধীরে ধীরে রক্ষী

দ্বিতীয় চার্লস কর্ত্তৃক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ (১৬৮৩)।

নিজ ক্ষমতা অধিকতর দৃঢ় করিবার প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় চার্লস।

সৈন্যদল বাড়াইতেছিলেন, এক্ষণে উহা নয় হাজার সুসজ্জিত সৈন্যে দাঁড়ায়। ইহার সহিত ৬টি রেজিমেণ্ট যোগ করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সিংহাসন-লাভ (১৬৮৫)।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চার্লস এরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশ গভীর শোক প্রকাশ করে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু বিলাতের জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে মঙ্গলজনক হইল। দ্বিতীয় জেম্‌সের বুদ্ধিবৃত্তি নীচু দরের ছিল। রাজক্ষমতা বৃদ্ধি ও মহাসমিতির প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার বিশেষত্ব। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার কল্পনা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাব তখনো জনগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। "এক্ষণে আইন দ্বারা ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা রক্ষা করিয়া চলিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে দেশবাসীর মনে ক্যাথলিক ভয় দূর হইল। লোকের মনে এই বিশ্বাসও জন্মিল যে তিনি দেশের সম্মান রক্ষা করিতে ও বিদেশের প্রভাব-মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু গোড়া হইতেই বুঝা গেল যে, দেশবাসী তাঁহার ঘোষণার যে অর্থ করিলেন, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে উহা প্রয়োগ করিতে অভিলাষী। তিনি নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস গোপন রাখিলেন না, উপরন্তু ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ও লণ্ডনের বিশপকে এই অনুজ্ঞা পাঠাইলেন যে, ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচার হইতে পারিবে না, ঐ প্রকার প্রচারের দ্বারা তাঁহার বিরোধিতা করা হইবে। তিনি ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিলেন, কিন্তু তথাকথিত সংশয়বাদীদিগকে তাহা দিতে চাহিলেন না। চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাপ্য টাকা রহিত হয়। সুতরাং নিজ ভাতার জন্য জেম্‌সকে মহাসমিতি ডাকিতে হইল। নূতন নির্ব্বাচনে জন-সভায় যে সভ্যগণ আসিলেন তাঁহারা জেম্‌সের প্রতি বশ্যতাপন্ন। সামরিক বিভাগে ক্যাথলিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। রাজাকে যাবজ্জীবন ২০ লক্ষ পাউণ্ড বাৎসরিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে দুইটি বিদ্রোহে জেম্‌সের প্রতি প্রজাদের রাজভক্তি আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রথমটি আর্গাইল নামে স্কটল্যাণ্ডের এক সামন্ত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয়টি মনমাউথ কর্ত্তৃক। আর্গাইলেরা স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার স্বপ্ন তখনো দেখিতেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে আর্গাইলের আর্ল মহাদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হন। তিনি পলাইয়া হল্যাণ্ডে যান ও তথায় শান্তিতে ছয় বৎসর কাল বাস করেন। মনমাউথও সেস্থানে ছিলেন। চার্লসের মৃত্যুর পর জেম্‌স রাজা হওয়ায় মনমাউথের সিংহাসনের আশা বিলুপ্ত হইল। ক্যাথলিক রাজার হাত হইতে স্কটল্যাণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য আর্গাইল দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং ইঁহারা দুইজনে মিলিত হইয়া দুই বিভিন্ন অভিযান করেন। আর্গাইল প্রায় বিনাযুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত হন। ৩০শে জুন দ্রোহের অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হইল। অন্যদিকে মনমাউথ বিলাতে অবতরণ করিয়া সাহায্য পান। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ছয় হাজারে দাঁড়ায়। তিনি নিয়মতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দাবী করায় বহু লোক তাঁহার পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু তিনি সহসা রাজা উপাধি গ্রহণ করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

দ্বিতীয় জেম্‌সের চরিত্র; তাঁহার অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়া মহাসমিতি তাঁহার সমর্থন করে।

আর্গাইল ও মনমাউথের বিদ্রোহ ও উহার দমন।

মহাসমিতির উভয় শাখা জীবন ও অর্থ দিয়া জেম্‌সের সাহায্য করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। মনমাউথ জুলাই মাসের প্রথম দিকে পরাজিত ও ধৃত হন এবং তৎপর তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। ইংল্যণ্ডবাসীর এরূপ প্রবল রাজভক্তি পূর্ব্বে বেশী দেখা যায় নাই; কিন্তু এই রাজভক্তি শীঘ্রই ত্রাসে রূপান্তরিত হইয়া গেল, কারণ আর্গাইল ও মনমাউথের দমনের পর তীব্রভাবে নিপীড়ন সুরু হয়। জেম্‌স্ প্রতিহিংসার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। একই কালে সাড়ে তিন শত বিদ্রোহী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং আট শতের অধিক ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে অন্য দেশে চালান দেয়। স্ত্রীলোকেরাও অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। এই প্রকার নিপীড়নের মূলে কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইতেছে বিদ্রোহের অজুহাতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। বস্তুত, শুধু স্বদেশে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত জেম্‌স্ সৈন্য সংখ্যা একবারে বাড়াইয়া ২০,০০০ করিলেন। ফ্রান্সের উপর নির্ভর করা তাঁহার পক্ষে যতই অপ্রীতিকর হউক, তিনি মহাসমিতির উপর নির্ভর করা অপেক্ষা তাহাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ভাবিলেন। ফলে ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তিনি লিউয়িসের নিকট প্রভূত অর্থ লাভ করেন। মহাসমিতি বরাবর স্পেন ও হল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতা করিবার পক্ষপাতী। রাজার আদেশে সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রকাশ্যে ঐ দুই দেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লিউয়িসের সহিত বন্ধন দৃঢ় করিলেন। বিলাতের সিংহাসন সম্বন্ধে উইলিয়্যামের মনে যে আশা ছিল, তাঁহার শ্বশুর জেম্‌স তাঁহাকে ইংল্যণ্ডে আসিতে নিষেধ করায় তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এদিকে ফ্রান্সে লিউয়িসের গোঁড়ামির চূড়ান্ত দেখা দিল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার পর চতুর্থ হেনরি এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, প্রটেষ্টাণ্ট প্রজাগণ তাহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিবে। রিশ্‌লিয়, ম্যাজারিন প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সকলেই ইহা মানিয়া চলেন, কিন্তু ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে লিউয়িস্ উহা রদ্ করিয়া প্রটেষ্টাণ্টদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। বহু প্রটেষ্টাণ্ট পলাইয়া হল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আশ্রয় লইল। নির্ব্বাসিত ফরাসীদের চেষ্টায় লণ্ডনে স্পাইট্যালফিল্ডস্ নামে রেশম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জেম্‌স এই সংবাদে মোটেই দুঃখিত হইলেন না, বরং তাঁহার আশা হইল যে, ইংল্যণ্ডেও তিনি বহু লোককে ক্যাথলিক ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। প্রটেষ্টাণ্টদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা বিষয়ে পূর্ব্বে যে আইন প্রচলিত ছিল, তাহা রদ্ করিবার প্রস্তাবে বিরোধিতা করায় হ্যালিফ্যাক্সের কাজ গেল। নবেম্বরে মহাসমিতির অধিবেশন বসিলে জেম্‌স্ জানাইলেন, ক্যাথলিকদিগকে সৈন্য বিভাগে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না। মহাসমিতি যতই রাজভক্তি দেখাক্, জেম্‌সের প্রস্তাবে ভীত হইয়া উঠে। সভাগণ একভোটে অর্থমঞ্জুর মুলতুবী রাখেন। ওমরাহ্-সভা আরো জোরের সহিত প্রতিবাদ করে। যদিও মহাসমিতি রাজী ছিল যে, তদানীন্তন কর্ম্মচারীদিগকে স্থায়ী পদ প্রদান ও ভবিষ্যতে ক্যাথলিকদের নিয়োগ বিষয়ে আইন হইতে পারে, তথাপি জেম্‌স্ মহাসমিতি ভঙ্গ করিয়া দিলেন। মহাসমিতির নিকট হইতে সহায়তা না পাইয়া, জেম্‌স্ মনস্থ করিলেন, বিচারকদের সহায়তায় তিনি নিজ ইচ্ছা পূরণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চারিজন স্বাধীন প্রকৃতির বিচারককে

বিদ্রোহের পর দ্বিতীয় জেম্‌স্ কর্ত্তৃক কঠোর নিপীড়ন প্রারম্ভ; বিদ্রোহের অজুহাতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি।

ক্যাথলিক ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ফরাসীরাজ লিউয়িসের প্রচেষ্টা: ফ্রান্সের সহিত দ্বিতীয় জেম্‌সের গোপন সন্ধি (১৬৮৫)।

দ্বিতীয় জেম্‌সের ক্যাথলিক নীতি ও মহাসমিতি।

পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজ মনোমত ব্যক্তিদিগকে বসান। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই বিচারকগণ স্থির করেন যে, রাজার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব থাকার দরুণ তিনি সাধারণ আইন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন। ইহার পর হইতে জেম্‌স প্রকাশ্য ভাবে এই নীতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সামরিক ও আসমরিক কাজে ক্যাথলিকগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল, প্রিভি কাউন্সিলে চারিজন ক্যাথলিক সভ্য গ্রহণ করা হইল। সংক্ষেপে, সর্ব্বত্র ক্যাথলিক প্রাধান্য দেখা দিল। জেম্‌স দেশব্যাপী অসন্তোষকে আমল দিলেন না। লণ্ডনে এক ক্যাথলিক গির্জ্জা খোলা উপলক্ষে দাঙ্গা হইলে, হাউন্‌সলোতে তের হাজার সৈন্য ছাউনি করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ কর্তৃক সর্ব্বত্র ক্যাথলিক কর্ম্মচারী নিয়োগ: দেশব্যাপী অসন্তোষ।

স্কটল্যাণ্ডে আর্গাইলের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর রাজপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্কট মহাসমিতি শুরু হইতে সমুদায় আয় শুধু রাজাকে নহে, পরবর্ত্তী সকল উত্তরাধিকারীকে দিবার জন্য মঞ্জুর করিল। কিন্তু জেম্‌স্ এইটুকুতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তন চাহিলেন। মেলফোর্ট ও পার্থ নামে দুইজন ক্যাথলিক ওমরাহের হাতে তিনি স্কটল্যাণ্ডের শাসন-ভার অর্পণ করেন আর এডিনবরার দুর্গের নেতৃত্বও এক ক্যাথলিককে দেন। স্কট মহাসমিতি যতই রাজার বশ্যতাপন্ন হউক না, জেম্‌স্ যখন আইন পাশ করিয়া ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মমত বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে চাহিলেন, তখন তাহারা বিরোধিতা করিল ও জেম্‌স্ কোন প্রলোভন দেখাইয়াই তাহাদিগকে বশ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্কট বিচারকদিগকে হুকুম দিলেন যে, ক্যাথলিকদিগের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনকেই বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অন্যদিকে, আয়ার্ল্যাণ্ডে সোজাসুজি ক্যাথলিকদিগকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হইতে লাগিল। টিরকনেল নামে এক ক্যাথলিক ওমরাহ্ সৈন্যবাহিনীর নায়ক হইলেন, এবং প্রটেষ্টাণ্টদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দুই হাজার ক্যাথলিক সৈন্য গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ কর্তৃক স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে জোর করিয়া ক্যাথলিক প্রাধান্য স্থাপন।

ইংল্যণ্ডে জেম্‌স্ যাজকদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচার হইতে পারিবে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই অনুজ্ঞা পালনের নিমিত্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে লণ্ডনের বেদী হইতে নানা প্রকার বিতর্কসঙ্কুল উপদেশ প্রচারিত হইতে থাকে। কোন যাজক এইরূপ একটি উপদেশ দেওয়ার জন্য জেম্‌স্ লণ্ডনের বিশপকে বলেন যে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইবে। উত্তরে বিশপ বলেন যে, আইনসঙ্গত ভাবে তাঁহার নিকট মোকদ্দমা আসিলে তিনি বিচার করিবেন। জেম্‌স্ মনে করিতেন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতারূপে তিনি আইন লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছা খাটাইতে পারেন। এই ক্ষমতার বলে তিনি দেশকে প্রটেষ্টাণ্ট হইতে ক্যাথলিক ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে জেম্‌স্ এক হাই কমিশন বসান। ইঁহাদের প্রথম কাজ হইল লণ্ডনের বিশপকে বিতাড়িত করা। কিন্তু ইহাতে যাজকদিগের মধ্যে বেশী অসন্তোষ দেখা দিল। তাঁহারা প্রকাশ্যে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং পোপও বিলাতী

দ্বিতীয় জেম্‌স্ কর্তৃক ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার; হাই কমিশন নিয়োগ (১৬৮৬)।

যাজকদের অসন্তোষ।

বিশপদের কাজে হাত দেন নাই, এক্ষণে রাজার হস্তক্ষেপ কেহই সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং টিলটসন ও ষ্টিলিংফ্লিট নামে দুই যাজকের নেতৃত্বে এই বিষয়ে বিস্তর পুস্তিকা ও গ্রন্থ দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের ক্যাথলিকগণ রাজার সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, এরূপ করিলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। জেম্‌স্‌কে ধৈর্য্যধারণ করিতে পোপ বলিতেছিলেন। কিন্তু জেম্‌স্ নিজ সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া কোন বাধা মানিতে চাহিলেন না। তিনি স্থির করিলেন, যে সকল টোরি তাঁহার কার্য্যে বিঘ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ডের বিরোধী দলের নেতা কুইনস্‌বেরির সামন্ত কর্ম্মচ্যুত হন। আয়ার্ল্যাণ্ডে টিরকনেলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংল্যাণ্ডেও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি পূর্ব্বে ক্ল্যারেণ্ডনের কন্যা অ্যানি হাইড্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্য পাইবার পর তিনি ক্ল্যারেণ্ডনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ল্যারেণ্ডনের আর্ল এডওয়ার্ডকে আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠান। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রচেষ্টারের আর্ল লরেন্স রাজকোষাধ্যক্ষ হন। এক্ষণে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে রচেষ্টার নিজ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার চাকুরী গেল। ক্ল্যারেণ্ডনেরও অনুরূপ অবস্থা হইল। ইঁহাদের স্থলে ক্যাথলিকগণ নিযুক্ত হইলেন। ওমরাহ্ বেলাসিজ কোষাধ্যক্ষের পদ, অ্যারাণ্ডেল প্রিভি সিলের পদ এবং ফাদার পিটর প্রিভি কাউন্সিলে স্থান পান।

দ্বিতীয় জেম্‌স্, টোরি দল ও টোরি ওমরাহ-গণ।

রচেষ্টারকে পদচ্যুত করার সহজ অর্থ এই যে, রাজার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহই তাঁহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে পারিবে না, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে অনেকের চাকুরী গেল। টোরি ওমরাহ্‌গণ গোঁড়া রাজভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু অরাজকতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা হুইগ্‌দের অনুরূপ। সুতরাং ধীরে ধীরে লোকেদের মধ্যে বাধা দিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। রাজপক্ষের লোকেরা পর্য্যন্ত জেম্‌সের ধর্ম্মবিশ্বাসের আতিশয্য সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও টোরি ওমরাহ্‌দিগের সহায়তা না পাইয়া, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ তথাকথিত সংশয়বাদীদিগকে দলে টানিবার জন্য চেষ্টা করেন। শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির পতনের পর হইতে সংশয়বাদীর নিপীড়ন আরম্ভ হয়। এক্ষণে জেম্‌স্ এই ঘোষণা জারি করিলেন যে, ইহারা ও ক্যাথলিকগণ সমভাবে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত সকল প্রকার চাকুরী পাইবে। রাজার আশা ছিল যে, মহাসমিতির অধিবেশন হইতে দিলে তাঁহার ঘোষণা আইনে পরিণত হইবে। কোন সংশয়বাদী রাজার সহায়তা করিতে প্রলুব্ধ হন নাই, ইহা বলা চলে না। কিন্তু ব্যাক্সটার, হো, বানিয়ান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সকলেই বিরুদ্ধতা করিলেন। জেম্‌স্ দেখিলেন, মহাসমিতির উভয় শাখা তাঁহার বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প। সুতরাং জুলাই মাসে তিনি মহাসমিতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন মহাসমিতি নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। নূতন ওমরাহ্ সৃষ্টি করিয়া ওমরাহ্-সভাকে নিজের মতানুকূল করা কঠিন ছিল না, কিন্তু জন-সভাকে অনুকূল করিয়া গড়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বহু চেষ্টা করিয়া এবং বহু লোক পদচ্যুত করিয়াও তিনি তাহা করিতে সমর্থ হইলেন না। জেম্‌স্ তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

টোরি ওমরাহ্‌দের বিরোধিতা; অনুকূল মহাসমিতি পাইবার জন্য দ্বিতীয় জেম্‌সের ব্যর্থ চেষ্টা (১৬৮৭)।

দিকে নজর দিলেন। যাজকগণ এ যাবৎ নিকৃষ্ট রাজার প্রতিও ভক্তি দেখাইবার উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কল্পের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। এই বিরোধিতার ফলে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার হইতে রাজা নিজেকে মুক্ত মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিকে ক্যাথলিকদের দ্বারা পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা ক্যাথলিকদের হাতে গিয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠান দুইটিকে সম্পূর্ণ করতলগত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক যাজক রাজার সুপারিশ লইয়া এম্ এ উপাধির জন্য কেম্ব্রিজে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাহা দেওয়া হয় নাই। তাহাতে প্রিভি কাউন্সিল ভাইস্ চ্যান্সেলারকে ডাকিয়া কর্ম্মচ্যুত করে। কিন্তু অক্সফোর্ডের উপর নিপীড়ন আরো গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। ইউনিভার্সিটি কলেজের কর্ত্তা নিজেকে রোমাণ ক্যাথলিক ঘোষণা করিয়া নিজ পদ বাহাল রাখেন। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে একজন ক্যাথলিক 'ডীন' নিযুক্ত হন। সে সময়ে ম্যাগডালিন কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এই কলেজে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা উপলক্ষে রাজার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের বিষম সংঘর্ষ বাধে ও ফলে উহার কর্ত্তৃত্বভার ক্যাথলিকদের হাতে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় দুইটির সহিত দ্বিতীয় জেম্সের সংঘর্ষ।

ওমরাহ্, ভদ্রসাধারণ এবং যাজকগণ 'টেষ্ট' আইন তুলিয়া দিবার বিরোধী। এরূপ অবস্থায় মহাসমিতির সহায়তা পাইবার কল্পনা করা বৃথা। অথচ জেম্স্ জানিতেন যে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার অবলম্বিত উদার নীতি তাঁহার জীবিতকালে বজায় রাখা সম্ভব হইলেও তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা লুপ্ত হইবে ও প্রটেষ্টাণ্ট কোন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। এই পরিণতি যাহাতে না ঘটে সেজন্য তিনি তাঁহার জামাতা অরেঞ্জ জনপদের উইলিয়্যামের সহায়তা চাহিয়া পাঠান। ইংল্যাণ্ডে যখন পোপানুগত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তখন ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠে। লিউয়িসের অবিশ্রান্ত আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ধৈর্য্যহারা জার্ম্মাণি ফ্রান্সের বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হইল। উইলিয়্যাম ভাবিয়াছিলেন যুদ্ধ বাধিলে ইংল্যাণ্ডের সাহায্য পাইবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বিফল হয় এবং উইলিয়্যাম শীঘ্রই জানিতে পারেন যে, জেম্স্ ফ্রান্সের সহিত গোপন সন্ধি করিয়াছেন। তথাপি তিনি আশা করিলেন যে, জেম্সের পরিবর্ত্তন হইবে; সেজন্য তিনি তাঁহার বিরোধীদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জেম্স্ যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতির কথা ঘোষণা করিলেন, তখন উইলিয়্যামের আর ভরসা রহিল না যে জেম্সের সহায়তা পাইবেন। জেম্স্ এই সময়েই মেরি ও উইলিয়্যামের সাহায্য চান। আর ঠিক এই সময়ে বিলাত হইতে হাইড্ পরিবার, লণ্ডনের বিশপ, ডেভনশায়ার, নটিংহাম ও শ্রুস্‌বেরি, চার্চ্চহিল, ড্যানবি প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় ওমরাহ্‌গণ উইলিয়্যামের নিকট পত্র লেখেন। ইঁহাদের কেহ বা উইলিয়্যামকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন, অন্য কেহ বা সাবধান করিয়া দেন যেন তিনি জেম্সকে কোনপ্রকার সাহায্য করিবার চেষ্টা না করেন। এই সকল পত্র পাইয়া উইলিয়্যাম মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, জেম্সের প্রস্তাবে সম্মত

দেশের সর্ব্বত্র বিরোধিতা লাভ করায় দ্বিতীয় জেম্স্ কর্ত্তৃক উইলিয়্যামের সহায়তা প্রার্থনা।

দেশব্যাপী সমর্থন পাইয়া উইলিয়্যামের দ্বিতীয় জেম্সকে সাহায্যদানে অস্বীকৃতি।

হওয়ার অর্থ মেরির সিংহাসনে আরোহণের পথ রুদ্ধ করা। সুতরাং তিনি জেম্‌স্‌কে উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, তিনি তাঁহার সমর্থন করিতে অসমর্থ। এদিকে মহাসমিতির নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিতেও তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্ব্বাচন হইবার কথা ছিল, তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বাধ্য ও রাজভক্ত সভ্যদিগকে মহাসমিতিতে পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই সংবাদ সকলের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন সব বিনষ্ট হইবে, আর বালক রাজাকে প্রটেষ্টাণ্টরূপে পালন করা হইবে। এরূপ যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য প্রয়োজন এক শক্তিশালী ক্যাথলিক দল গঠন। মহাসমিতির উভয় শাখা নিজ ইচ্ছানুসারে গঠন করিবার জন্য জেম্‌স্‌ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা (১৬৮৮)।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্‌ সমগ্র দেশের নিকট তাঁহার উদার ধর্ম্মনীতি বিষয়ক ঘোষণা বাহির করিলেন। উহার শেষ ভাগে তিনি বলেন যে তিনি কথা দিতেছেন, নবেম্বর মাসে তিনি মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন; দেশবাসীর নিকট তাঁহার নিবেদন এই ছিল যে, তাহারা যেন সেই সকল ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করে যাহারা তাঁহার সহায় হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য ধর্ম্মমত বিষয়ে উদারতা অবলম্বিত হইয়া কেবল গুণানুসারে লোকের চাকুরী হইবে ইহাই তিনি ব্যবস্থা করিতে চাহেন। এই ঘোষণা প্রত্যেক যাজক তাঁহার বেদী হইতে পড়িয়া শুনাইবেন, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু অল্প কয়েক জন ব্যতীত যাজকেরা সকলে অস্বীকৃত হন। লণ্ডনের মাত্র চারিটি গির্জ্জায় ইহা পঠিত হয়। পাঠ আরম্ভ করিবা মাত্র উপস্থিত উপাসকগণ স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সর্ব্বত্র একটা প্রতিবাদের ভাব দেখা দিল। আর্চবিশপ স্যানক্রফ্‌টের চেষ্টায় রাজকীয় ঘোষণার এক প্রতিবাদ-লিপি পাঠান হয়। জেম্‌স্‌ উহা পাঠ করিবামাত্র উহা বিদ্রোহসূচক বলিয়া জানান ও যাঁহারা প্রতিবাদে সহি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কারাগারে যাইবার সময় সহস্র সহস্র লোক জয়ধ্বনি করিল। এমন কি কারাগারের রক্ষীরা পর্য্যন্ত নতজানু হইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করে ও সৈন্যেরা তাঁহাদের স্বাস্থ্য পান করে। সমগ্র জাতির মনোভাবে ভীত হইয়া মন্ত্রিগণ জেম্‌স্‌কে ক্ষান্ত হইতে বলেন। কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র নহেন। ২৯শে জুন তারিখে জুরির বিচার আরম্ভ হইল। জুরিগণ অধিকাংশই জেম্‌সের লোক। তথাপি তাঁহারা জনগণের অসন্তোষে এরূপ ভীত হন যে, তাঁহাদের দলপতি যাজকদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন, আর তৎক্ষণাৎ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে চারিদিকে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। লোকেদের হর্ষ হইতে জেম্‌স্‌ বুঝিলেন তিনি নিজ রাজ্যে কিরূপ একাকী। ওমরাহ্‌, ভদ্রশ্রেণী, বিশপ, যাজক, বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি, আইনজীবী, বণিক, চাষী কেহই তাঁহার পক্ষে নহে। আর এখন সৈন্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। গোঁড়া ক্যাথলিকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিল। কিন্তু নিরস্ত হওয়া সহজ ছিল না। নিরস্ত হওয়ার অর্থ তিনি যাহা কিছু

ধর্ম্ম বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বনমূলক ঘোষণা (১৬৮৮)।

এবং স্যানক্রফ্‌ট প্রমুখ যাজকদের তাহার প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ;

তাঁহাদের বিচার ও মুক্তিলাভ: দেশব্যাপী আন্দোলন।

করিয়াছেন তাহা বিপর্য্যস্ত করা। হাউনসলোতে যেখানে তিনি ছিলেন সেখানকার সৈনিকদের ছাউনি ভাঙ্গিয়া দিলেন, যে দুইজন বিশপ যাজকদিগকে বিচারে মুক্তি দেন তাঁহাদের পদচ্যুত করিলেন, যাঁহারা গির্জ্জায় তাঁহার ঘোষণা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের নাম চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল না। লোকের বিরুদ্ধতা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। ইংরেজ সৈন্যের পরিবর্ত্তে আয়ার্ল্যাণ্ডে টিরকনেল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ক্যাথলিক সৈন্যদিগকে তিনি আনিবার সঙ্কল্প করিলে তাঁহার ক্যাথলিক ওমরাহ্‌গণ তাহাতে বাধা দিলেন, ছয়জন উচ্চকর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলেন এবং দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আইরিশ বিদ্বেষমূলক সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই অসন্তোষ যতই বিস্তৃতি লাভ করুক না জেম্‌স তখনো নিরাপদ্‌ ছিলেন; ফ্রান্সের সহায়তা তিনি চাহিলেই পাইতেন; তাঁহার সৈন্যদলের সংখ্যা ২০,০০০; আর্গাইল বিদ্রোহ দমনের পর হইতে স্কটল্যাণ্ড মাথা তুলিতে পারিতেছিল না, আর আয়ার্ল্যাণ্ড রাজাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ক্যাথলিক আইরিশ সৈন্যগণ মোতায়েন করে। স্বদেশে হুইগ্‌দের উপর অত্যাচার হইয়াছিল, টোরিগণ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাগণ আত্মবিদ্রোহের ভয়ে চুপ করিয়া ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে দেশবাসীরা নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল প্রৌঢ় রাজার মৃত্যু হইলে উইলিয়্যাম ও মেরি সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।

দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখিয়াও দ্বিতীয় জেম্‌সের তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন।

এমন সময় সংবাদ প্রচারিত হইল যে রাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। কথাটা অনেকেই অবিশ্বাস করিল, ভাবিল যে ক্যাথলিক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এই ফন্দী। সত্য হোক্‌, মিথ্যা হোক্‌, একথা বোঝা গেল বিলাতের ইতিহাসে একটা সঙ্কট-কাল উপস্থিত। সন্তানটি যদি পুত্র-সন্তান হয় তাহা হইলে টোরিগণকে এখনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, তাঁহারা বিলাতী স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে দলিত হইতে দিবেন কি না। ১০ই জুন তারিখে পুত্রের জন্ম ঘোষিত হইল, আর তাহার ঠিক দশ দিন পরে উইলিয়্যামের নিকট এক নিমন্ত্রণপত্র গেল বিলাতী স্বাধীনতা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র হইয়া ইংল্যণ্ডে আসিতে। ইহাতে টোরিদিগের নেতা ফরাসী বিদ্বেষী ড্যানবি, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তরফ হইতে কম্পটন, সংশয়বাদী ডেভনশায়ার এবং ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে নবদীক্ষিত শ্রুস্‌বেরির আর্ল ও ওমরাহ্‌ লামলি এবং আরও অনেকে সহি করিলেন। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে পরস্পর বিবাদলিপ্ত ছিলেন, এই বিপদের সম্মুখে তাঁহারা একত্র হইয়া উইলিয়্যামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই আহ্বানে উইলিয়্যাম মহা সমস্যায় পড়িলেন। কারণ তিনি জানিতেন বিলাতে বিদ্রোহ ঘটিবেই। কিন্তু সে বিদ্রোহের জয়-পরাজয়ের ফল তাঁহার নিকট সমান মারাত্মক। বিদ্রোহীরা জয়ী হইলে তাঁহার সাহায্য না পাওয়ার দরুণ মেরিকে সিংহাসনে বসাইবে না, এবং সম্ভবত ইংল্যণ্ড আবার গণতান্ত্রিক রাজ্য হইয়া যাইবে। আর তাহারা পরাজিত হইলে শুধু যে বিলাতী স্বাধীনতা ও বিলাতী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, সমগ্র ইয়োরোপের স্বাধীনতার বিপক্ষে ফ্রান্সের বলবৃদ্ধি করিবে। কারণ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছিল যে, ফ্রান্সের সকল

সসৈন্য উইলিয়্যামকে বিলাতে আসিবার জন্য বিভিন্ন দলের নিমন্ত্রণ।

সিংহাসনে মেরির অধিকার অটুট রাখিবার নিমিত্ত ও আসন্ন ইয়োরোপীয় যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া উইলিয়্যামের সম্মতি দান।

কাজে ইংল্যাণ্ড সাহায্য করিতেছে। স্থতরাং স্বদেশের বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলে জেম্‌স আরো বেশী ফ্রান্সের সহায়তা করিতে পারিবেন। ফ্রান্সের প্রাধান্ত হইতে ইয়োরোপকে মুক্ত করিবার জন্য উইলিয়াম অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং প্রধানত এই কারণেই তিনি সৈন্য সহ বিলাতে অবতরণ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইয়োরোপীয় বিপদ্ সম্বন্ধে হল্যাণ্ডে তাঁহার বিপক্ষীয়দিগের সচেতন করিয়া তিনি তাঁহাদের সম্মতি লাভ করেন। ইহার পর তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট জল ও স্থল সৈন্য সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। শ্রুস্‌বেরি প্রভৃতি ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিলেন। ড্যানবি ও ডেভনশায়ার গোপনে স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আয়োজন করিতে থাকেন। সকল বিষয় গুপ্ত থাকিলেও সাণ্ডারল্যাণ্ড সবই বুঝিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বে গোপনে ক্যাথলিক হইয়া রাজার নিকট নিজ চাকুরী বজায় রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে জেম্‌সের বিনাশ আসন্ন দেখিয়া গোপনে ইঁহাদিগকে সকল সংবাদ যোগাইতে লাগিলেন ও তজ্জন্য ভরসা পাইলেন তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। একমাত্র জেম্‌স অবিচলিত ছিলেন। তিনি জানিতেন, উইলিয়্যামের সাহায্য ব্যতীত কোন বিদ্রোহ সফল হইতে পারে না, আর ফ্রান্স হল্যাণ্ড আক্রমণের ভয় দেখাইলে উইলিয়্যামের আসা অসম্ভব হইবে। লিউয়িস এই সময়ে সত্য সত্যই এই সতর্কবাণী প্রচার করিলেন যে, জেম্‌সকে আক্রমণ করার অর্থ লিউয়িসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সের মিলন প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করায় জেম্‌স মুস্কিলে পড়িলেন। এইরূপ মৈত্রীর কথা জানিলে মহাসমিতি ক্যাথলিক্‌দিগকে বঞ্চিত করিবে, অথচ তখনো তিনি মহাসমিতির সাহায্য চাহিতেছিলেন। স্থতরাং জেম্‌স লিউয়িসের ঘোষণা অস্বীকার করিলেন। এইরূপ অস্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইংরেজের জন্য লিউয়িস হল্যাণ্ড আক্রমণ করিতেন কি না সন্দেহ, বরং এই সময়ে তিনি জার্ম্মাণী অভিযানে সৈন্যদের পাঠাইলেন। সৈন্য সংগ্রহে উইলিয়্যামের স্থবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী সৈন্যের জার্ম্মাণী-যাত্রার সংবাদ বিলাতে পৌছিবামাত্র রাজার জেদ্ ত্রাসে রূপান্তরিত হইল। তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্য যোগাড় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সাণ্ডারল্যাণ্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছিলেন সব নাকচ্ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অস্থিরতা ও ক্ষিপ্রতার জন্য কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য সাণ্ডারল্যাণ্ড পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। জেম্‌স জানিতেন মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিলে উহা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও এই বিরোধী সৈন্যের নেতৃত্ব উইলিয়্যামকে দিবার অনুরোধ পেশ করিবে। তাঁহার মনে হইল সাণ্ডারল্যাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন, তাঁহাকে ও তাঁহার বালকপুত্রকে উইলিয়্যামের হাতে সমর্পণ করিয়া দিতেছেন। স্থতরাং তিনি সাণ্ডারল্যাণ্ডকে পদচ্যুত করিয়া ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

দ্বিতীয় জেম্‌স ও ফ্রান্স।

মহাসমিতি ও জনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় জেম্‌সের বৃথা চেষ্টা।

সাণ্ডারল্যাণ্ড কাজ ছাড়িতে না ছাড়িতে উইলিয়্যামের ঘোষণাবাণী ইংল্যণ্ডে পৌছিল; উহাতে এই দাবী ছিল যে, বিলাতের জনগণের উপর সমুদায় উৎপীড়ন দূর করিতে

এবং বিলাতী স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করা হউক; সংশয়বাদী প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদিগকে নিপীড়িত করা হইবে না; এবং নবজাত রাজপুত্রের বৈধতা ও উত্তরাধিকারীর নির্দ্দেশ মহাসমিতি স্থির করিয়া দিবে। পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করায় জেম্‌স সর্ব্বাপেক্ষা আহত হইলেন, তিনি উহার সত্যতার প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উইলিয়াম ছয়শত তরণী ও পঞ্চাশটি যুদ্ধ-জাহাজ সহ ৫ই নবেম্বর তারিখে টোর্বেতে নোঙ্গর ফেলিলেন। তাঁহার তের হাজার সৈন্য এক্সিটারে প্রবেশ করিলে অধিবাসিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। উইলিয়াম সৈন্য গঠনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিদেশে যে সকল ইংরেজ ও স্কট সৈন্যবাহিনী রাজআহ্বানেও ফিরিয়া আসে নাই তাহারা কেন্দ্রস্থলে ছিল। সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট জগৎ হইতে সৈন্য সংগৃহীত হয়। আর নির্ব্বাসিত ফরাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। উইলিয়ামের অভিযান প্রথমে ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া মনে হইল। রাজসৈন্যগণ তাঁহার অবতরণে বাধা দিতে না পারিলেও এক্ষণে সম্মুখে আসিল। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বে বহু ওমরাহ্‌ ও সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার পক্ষে যোগ দেয়। রাজসৈন্যদিগকে উত্তর হইতে দক্ষিণ ইংল্যণ্ডে সরাইয়া লওয়া মাত্র উত্তরে বিদ্রোহ ঘটিল। স্কটল্যাণ্ড জেম্‌সের শাসন অস্বীকার করিল। ড্যানবি ইয়র্কে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদের সহায় হন। সৈন্যবাহিনী "স্বাধীন মহাসমিতি ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের" পক্ষে জয়ধ্বনি করিল। ড্যানবি ও ডেভনশায়ার শীঘ্রই মিলিত হইলেন। হাল, নরফোক ও অক্সফোর্ড অঞ্চল যোগ দিল। ব্রিষ্টল দরজা খুলিয়া দিয়া উইলিয়ামের সৈন্যদিগকে আহ্বান করিল। রাজার সৈন্যদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি সন্দেহযুক্ত ও নানারূপে বিভক্ত ছিলেন। সুতরাং উইলিয়ামের অগ্রগতিতে রাজসৈন্যবাহিনী পশ্চাতে হটিয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ একে একে রাজপক্ষ ত্যাগ করায়, জেম্‌স যুদ্ধে জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। তিনি লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়া শুনিলেন তাঁহার কন্যা অ্যান তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ড্যানবির সহিত যোগ দিয়াছেন। তিনি একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; যদিও তিনি মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে মনস্থ করিয়া সেই বিষয়ে উইলিয়ামের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন, তথাপি তাঁহার মনে এই বাসনা ছিল যে তিনি পলাইয়া যাইবেন। তিনি ভাবিলেন এক্ষণে পলাইয়া গিয়া পরে ফ্রান্সের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইবে না। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে ফ্রান্সে পাঠাইয়া ইংল্যণ্ড ত্যাগ করেন। কিন্তু শীঘ্রই ধৃত হইয়া তিনি আবার লণ্ডনে আনীত হইলেন। ক্ল্যারেণ্ডন ও রচেষ্টার প্রমুখ টোরিগণ ভাবিলেন, স্বেচ্ছাচারমূলক ক্যাথলিক রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে জেম্‌সের সহযোগে টোরি মহাসমিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। কিন্তু হ্যালিফ্যাক্স তাঁহার দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, জেম্‌সের মত রাজাকে লইয়া কোন শাসনকার্য্য চালান অসম্ভব। তিনি উইলিয়ামকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন। হুইগও জোরের

নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক উইলিয়ামের বিলাতে অবতরণ এবং দেশের সর্ব্বত্র সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ।

দ্বিতীয় জেম্‌সের পলায়ন (১৬৮৮)।
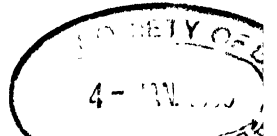
সহিত এই সকল যুক্তি সমর্থন করেন। উইলিয়্যাম ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণের তখন হইতে চেষ্টা হইল জেম্‌সের পলায়নে সহায়তা করা। কারণ জেম্‌সকে সিংহাসনচ্যুত করা বা বন্দী রাখা উভয়ই সমান বিপজ্জনক। লণ্ডনে ওলন্দাজ সৈন্যের প্রবেশ, উইলিয়্যামের নীরবতা প্রভৃতি কারণে জেম্‌সের মনে এরূপ ত্রাস উৎপন্ন হইল যে, তিনি ২৩শে ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করিলেন, কেহ বাধা দিল না।

রাজার অনুপস্থিতিতে মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব নহে বলিয়া প্রতিনিধি-সভা গঠন : তাহাতে মেরিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ।

পলাইবার পূর্ব্বে জেম্‌স নূতন মহাসমিতি আহ্বান করিবার পরোয়ানাসমূহ ভস্মসাৎ, সৈন্যদিগকে ছত্রভঙ্গ ও শাসন-ব্যবস্থাগুলি ধ্বংস করেন। লণ্ডনে কিছুদিন গোলযোগ দেখা দিলেও, শীঘ্রই শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। সেই সময়ে রাজধানীতে অবস্থিত ওমরাহ্‌গণ নিজেদিগকে প্রিভিকাউন্সিলে পরিণত করিয়া উইলিয়্যাম লণ্ডন পৌঁছিলে তাঁহার হাতে কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ পূর্ব্বক পদত্যাগ করিলেন। মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিতে পারেন আইনত এমন ক্ষমতা কাহারো ছিল না। ইহার প্রতীকারার্থ ওমরাহ্‌-সভা ডাকা হইল। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে যাঁহারা জন-সভায় ছিলেন তাঁহারা এবং লণ্ডনের অল্ডারম্যান ও সাধারণ সভ্যগণ মিলিত হইয়া এক সভা গঠন করিলেন। এই দুই সভা উইলিয়্যামকে অনুরোধ জানাইলেন যে তিনি অস্থায়ীভাবে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করুন এবং এক পত্র দ্বারা প্রত্যেক সহর ও গ্রামের ভোটদাতাদের অনুরোধ জানান যেন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী যে প্রতিনিধি-সভা (কনভেনশন) বসিবে তাহাতে সকলে প্রতিনিধি পাঠায়। এই প্রতিনিধি-সভার উভয় শাখাই জেম্‌সকে ফিরাইয়া আনিবার বিপক্ষে ও অস্থায়ী শাসন ভার উইলিয়্যামের হাতে দিবার পক্ষে ভোট দিল। কিন্তু এক বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। জন-সভায় অতিজন হুইগরা এমন এক প্রস্তাব পাশ করিল যাহা জেম্‌সের বিপক্ষস্থ হুইগ্‌ টোরি, ও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল দলের সমর্থন পাইল। ইহারা ভোটে স্থির করিল যে রাজা জেম্‌স "রাজা ও প্রজাদের মধ্যে অবস্থিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাজ্যের কাঠামো-আইন বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং জেস্যুইট্‌ ও অন্য দুষ্ট লোকদের পরামর্শে মূল নিয়মসমূহ লঙ্ঘিত হইতে দিয়াছেন, এবং নিজেকে রাজ্যের বাহিরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজপদ ত্যাগ করিয়াছেন ও তাহার ফলে সিংহাসন শূন্য আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।" ওমরাহ্‌-সভায় টোরিদের প্রাধান্য। সেখানে এ বিষয়ে ঘোর তর্ক উপস্থিত হইল। আর্চবিশপ স্যানক্রফ্‌ট বলিলেন, কোন অপরাধই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারে না এবং জেম্‌স রাজাই আছেন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে জাতি তাঁহার হাত হইতে শাসন-ভার লইয়া তাহা অন্য ব্যক্তিদিগের উপর অর্পণ করিতে পারে। ড্যানবির নেতৃত্বে নরমপন্থী টোরিগণ স্বীকার করিলেন যে জেম্‌স্‌ সিংহাসন হারাইয়াছেন, কিন্তু উহা শূন্য থাকিতে পারে না, তাঁহার পদত্যাগের মুহূর্ত্ত হইতে উহা তাঁহার কন্যা মেরি পাইয়াছেন। হ্যালিফ্যাক্‌স্‌ হুইগ ওমরাহ্‌দের সহযোগে জন-সভার প্রস্তাবের পক্ষে ওকালতি করিলেন। কিন্তু এক ভোটে ঐ প্রস্তাব বাতিল হইল। ড্যানবি অতিজন ভোটে জয়লাভ করিলেন।

কিন্তু ড্যানবি জয়লাভ করিলেও কোন ফল হইল না। কারণ উইলিয়্যাম রাজ-

প্রতিনাধরূপে মাত্র কাজ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি ড্যানবিকে জানাইলেন তিনি তাঁহার স্ত্রীর ভদ্রলোক দৌবারিক হইতে রাজী নহেন। অন্যদিকে মেরি জানাইলেন স্বামীর সহিত ব্যতীত তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না। কাজেই এইরূপ স্থির করিতে হইল যে উইলিয়াম ও মেরি যুগ্মভাবে রাজত্ব চালাইবেন, কিন্তু প্রকৃত শাসনভার উইলিয়ামের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। ইহাও স্থির হইল যে, সিংহাসনে কাহাকেও বসাইবার পূর্ব্বে প্রজাদের স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মহাসমিতি এক অনুসন্ধান সমিতি গঠন করে। জন সোমারস্ নামে এক উৎসাহী ব্যবহারজীবী ইহার বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইনি প্রজাদের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে এক ঘোষণা তৈরি করেন। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের পর উহা মহাসমিতির উভয় শাখা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। জেম্‌সের রাজত্বে সুশাসনের অভাব, তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ এবং বিলাতী প্রজাদের প্রাচীন অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা বিষয়ে ওমরাহ্-সভা ও জন-সভার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করিয়া ইহা রাজকীয় কমিশন স্থাপনের ও মহাসমিতির অনুমোদন ব্যতীত সৈন্য সংগ্রহের অবৈধতা ঘোষণা করে। আইন বাতিল বা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার বা মহাসমিতির সম্মতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা কোন রাজার নাই; প্রজাদের আবেদন করিবার, মহাসমিতিতে স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি পাঠাইবার, এবং বিশুদ্ধ ও দয়াপূর্ণ সুবিচার পাইবার অধিকার আছে; মহাসমিতির উভয় শাখা যে কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারে; এই সকল কথাও ঘোষণাবলীতে ছিল। আর নূতন রাজা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এবং জাতীয় আইন ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন ইহাও দাবী করা হয়। এই বিলে অরেঞ্জের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে ইংল্যণ্ডের রাজা ও রাণী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হোয়াইটহলে মহাসমিতির উভয় শাখা এই প্রজাস্বত্ব বিল উইলিয়াম ও মেরির হাতে স্থাপন করিল এবং হ্যালিফ্যাক্‌স্ সমগ্র দেশের নামে তাঁহাদিগকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। উইলিয়াম তাঁহার নিজের ও স্ত্রীর হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং আইনসঙ্গতভাবে চলিতে ও মহাসমিতির পরামর্শ মত রাজ্যশাসন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বিলাতের সিংহাসনে উইলিয়াম ও মেরিকে অধিকার দান: উইলিয়াম কর্ত্তৃক প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ঘোষণা (ডিক্ল্যারেশন অব্ রাইট্‌স্) (১৬৮৯)।

উইলিয়ামের চোখ শুধু ইংল্যণ্ডের উপর নয়, সমগ্র ইয়োরোপের উপর ছিল। তিনি ইয়োরোপকে ফ্রান্সের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ড এই দুই প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রকে একত্র গ্রথিত করিবার তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট জগৎ একত্র করা অথবা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক সঙ্ঘ খাড়া করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহার তখনো দেরী ছিল। লিউয়িস্ হল্যাণ্ড আক্রমণ না করিয়া জার্ম্মাণী আক্রমণ করায় কিরূপ ভুল করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। তবে তিনি ইহার পর ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া সেই ভুলের কতকটা প্রতিরোধ করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বিতীয় জেম্‌স্ তাঁহার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার সকল আশা ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। তখন হইতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাৎ হটিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জেম্‌সকে তখনো ইংল্যণ্ডের রাজা বলিয়া ঘোষণা করায় উইলিয়ামের সুবিধা হইল। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তিনি দেশবাসীর সহায়তা

ফরাসীরাজ লিউয়িসের বিরুদ্ধে ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডের যুদ্ধঘোষণা।

পাইতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু এক্ষণে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিলাতী স্বাধীনতা লোপ করার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী টোরিরা পর্য্যন্ত রুখিয়া দাঁড়াইলেন। দেশবাসীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি লইয়া লিউয়িসের বিরুদ্ধে ইংল্যণ্ড যুদ্ধঘোষণা করিল। হল্যাণ্ডও শীঘ্রই ইংল্যণ্ডের সহিত যোগ দিল। জার্ম্মাণী ও স্পেনে অষ্ট্রিয়া সম্রাটের দুই বংশধরকে ক্যাথলিক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা সহজ ছিল না; কিন্তু লিউয়িস্ নীদারল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে স্পেন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। স্পেনিশ উপনিবেশে অষ্ট্রিয়ার দাবী স্বীকার করা হইবে, এই লোভ দেখাইয়া হল্যাণ্ড অবশেষে ভিয়েনাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উইলিয়্যাম যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহা সফল হইল। লিউয়িসের চারিদিকে শত্রু, তুরস্ক ব্যতীত স্বপক্ষে কোন রাষ্ট্র নাই। কিন্তু ফ্রান্সের এই এক সুবিধা ছিল যে, সমুদয় ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্রীকৃত ছিল বলিয়া খুব দ্রুতবেগে ও শক্তির সঙ্গে লিউয়িস্ কাজ করিতে পারিতেন। অন্যদিকে, তাঁহার শত্রু-পক্ষদের অনেক অসুবিধা; অষ্ট্রিয়া, স্পেন, জার্ম্মাণী হয় ধীরগতি নয়ত অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত; একমাত্র হল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ড প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ইংল্যণ্ডও তখন পর্য্যন্ত অল্পই সাহায্য করিতে সমর্থ হইল। জেম্স্ যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারই এক বাহিনী চার্চ্চহিলের অধীনে ওলন্দাজদের সহিত যোগ দিল। চার্চ্চহিল জেম্সের পক্ষ ত্যাগ করায় পুরস্কার স্বরূপ মার্লবরোর আর্ল হইলেন। সুতরাং উইলিয়্যামের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহের কাজ তখনো বাকী ছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন সত্ত্বেও ফ্রান্সের যুদ্ধতৎপরতা।

স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়্যামের রাজ্যভার গ্রহণ (১৬৮৯)।

ইংল্যণ্ডে উইলিয়্যাম একরূপ বিনাবাধায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডে দ্বিতীয় জেম্সের অত্যাচার এরূপ অধিক হইয়াছিল যে, সেখানে উইলিয়্যাম আরো বেশী সমর্থন পান। লণ্ডনস্থ স্কট ওমরাহ্‌দের পরামর্শে তিনি ইংল্যণ্ডে অনুরূপ এক প্রতিনিধি-সভা ডাকিয়া নিজ দায়িত্বে স্কট মহাসমিতিতে স্কট প্রেস্‌বিটেরিয়ানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে নিয়মাবলী রহিত করেন। অত্যাচার ও অবিচার দ্বারা জেম্স্ সিংহাসন হারাইয়াছেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া প্রতিনিধি-সভা উইলিয়্যাম ও মেরিকে শাসনভার দিলেন। ইংল্যণ্ডের প্রজাস্বত্ব ঘোষণাবলীর মত এক ঘোষণা স্বীকার করিয়া লইয়া উইলিয়্যাম ও মেরি স্কটল্যাণ্ডের রাজত্বভার গ্রহণ করেন। স্কট সৈন্যবাহিনীর অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভাইকাউণ্ট ডাণ্ডি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে লইয়া এডিনবরায় সরিয়া গেলেন ও তাহাদিগকে জড়ো করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি ম্যাকের অধীনে উইলিয়্যামের স্কটবাহিনী এই বিদ্রোহ দমনে আসে। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জুলাই তারিখে কিলিক্র্যাঙ্কি নামে এক উপত্যকা হইতে ডাণ্ডি উইলিয়্যামের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও ম্যাকের পক্ষে বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা ও অর্থদান দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব হয়। স্কটল্যাণ্ডে শান্তির কাজ বাধা পাইল এক নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে। সার জন ডালরিম্পল নামে এক ব্যক্তির হাতে স্কটল্যাণ্ডের শাসনভার পড়ে। তিনি ভাবিয়াছিলেন বিভিন্ন স্কট

স্কট বিদ্রোহ ও কিলিক্র্যাঙ্কির যুদ্ধ (১৬৮৯)।

উপজাতি সহজে বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণ করিবে না। তিনি সেজন্য তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারীকে এই আদেশ দেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ যেন ইহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে। কিন্তু একটি উপজাতি ছাড়া অন্য সকলে শপথ গ্রহণ করে। তখন তাঁহার সমস্ত আক্রোশ ইহাদের উপর গিয়া পড়িল। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী গ্লেঙ্কোর ম্যাকডোনাল্ড নামক উপজাতির উপর সৈন্যগণ হঠাৎ পতিত হইয়া অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের অনেককে হত্যা করে। কিন্তু সে সময়ে এই অত্যাচারের কথা বেশীদূর ছড়াইয়া পড়ে নাই। উইলিয়াম দৃঢ়হস্তে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বনমূলক এক আইন উইলিয়াম পাশ করিতে চাহিলে স্কট মহাসমিতি তাহার ঘোর বিরোধিতা করে, কিন্তু উইলিয়্যামের সঙ্কল্পও এ বিষয়ে অটল ছিল। তিনি ঘোষণা করেন তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্মমতের জন্য কেহ অত্যাচারিত হইবে না। পলাতক রাজা জেম্‌স্ এবং ফরাসীরাজ লিউয়িসের ভরসাস্থল ছিল আয়ার্ল্যাণ্ড। জেম্‌স্ তাঁহার রাজত্বকালে আয়ার্ল্যাণ্ডকে এমন অবস্থায় উপনীত করিতে চেষ্টা করেন যে, উহা যেন ভবিষ্যতে ক্যাথলিকদের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়। এই কারণে তিনি পূর্ব্বে লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে ক্যাথলিক আর্ল টিরকনেলকে আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে আইরিশ ও ক্যাথলিক ভিন্ন অন্য প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। আইরিশ সৈন্যবাহিনী হইতে প্রটেষ্টাণ্ট সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া আইরিশদিগকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এইরূপে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজা জেম্‌সের পলায়ন-সংবাদ আয়ার্ল্যাণ্ডে ত্রাসের সঞ্চার করে ও পনের শত প্রটেষ্টাণ্ট পরিবার দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে সমুদ্র-পারে পলাইয়া যায়। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টগণ এনিস্কিলেন ও লণ্ডনডেরিতে একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। টিরকনেল দুই মাস ধরিয়া উইলিয়্যামের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইলেন। উইলিয়্যামের সহিত মিলন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সময় লওয়া। কারণ তিনি জেম্‌স্‌কে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন। ফ্রান্সও জেম্‌স্‌কে অনেক টাকা, গোলাবারুদ, রসদ প্রভৃতি যোগাইল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জেম্‌স্ ডাব্লিনে পৌঁছিলেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডে নামিবামাত্র আইরিশ সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিল। কিন্‌সেলে অবতরণ করিয়া জেম্‌স আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড বিজয়ে আইরিশদের কোন ইচ্ছা ছিল না। আইরিশদের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ইংরেজদের তাড়াইতে হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের মূলমন্ত্র। সুতরাং টিরকনেলের সৈন্যবাহিনীর অর্দ্ধেক গিয়া লণ্ডনডেরি আক্রমণ করিল। সেখানে বহু ইংরেজ পলাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। জেম্‌স্ এইরূপ আক্রমণে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্ত্তে তাহারা সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে এই আক্রমণে রাজী হইতে হইল। কিন্তু ইহাদের প্রতি-আক্রমণ এরূপ তীব্র হয় যে, অবশেষে হ্যামিল্টন ইহাদিগকে অবরুদ্ধ করেন। একশত পাঁচ দিন ধরিয়া অবরোধ চলে, তথাপি তাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই। ইহার পর জলপথে উইলিয়্যামের ইংরেজ সৈন্য আসিয়া যোগ দিলে আইরিশ সৈন্যগণ পলাইতে

উইলিয়্যামের সেনাপতি কর্ত্তৃক গ্লেঙ্কোতে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড (১৬৯২)।

দ্বিতীয় জেম্‌সের আয়ার্ল্যাণ্ডে আগমন (১৬৮৯) : উইলিয়্যামের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ;

আইরিশ সৈন্য কর্ত্তৃক আয়ার্ল্যাণ্ড অবরোধ ;

আরম্ভ করে। পলায়িত সৈন্যগণ ডাব্লিনে উপস্থিত হয়। সেখানে তখন জেম্‌স্ অপেক্ষা করিতেছিলেন। আইরিশ মহাসমিতির প্রত্যেক সভ্য আইরিশ ও ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা ইহাদিগকে এমন সব আইন প্রণয়নে প্রণোদিত করিল যে, তাহার ফল হইল আয়ার্ল্যণ্ডে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদিগের নিকট হইতে জায়গা জমি কাড়িয়া লইয়া আইরিশদিগকে দেওয়া। তিন হাজার প্রটেষ্টাণ্টের বিরুদ্ধে দ্রোহের বিল আনয়ন করা হইল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জেম্‌স্ প্রতিশ্রুতি দিলেও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতে প্রটেষ্টাণ্টগণ পদচ্যুত হইল। জেম্‌স্‌কে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে, প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহ হইলে তিনি যেন কতকগুলি স্থান ধ্বংসের আদেশ দেন, কিন্তু জেম্‌স্ তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না।

আয়ার্ল্যণ্ড ও দ্বিতীয় জেম্‌স্।

লণ্ডনডেরির দীর্ঘ অবরোধ উইলিয়্যামের পক্ষে মঙ্গলকর হইল। দ্বিতীয় জেম্‌সের আক্রমণ সফল হইলে ঘরোয়া যুদ্ধ কেহ নিবারণ করিতে পারিত না। কিন্তু এইরূপে সময় পাওয়ায় উইলিয়্যাম নিজেকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৬০১) যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, ইংল্যণ্ড তেমনভাবে সৈন্য পাঠাইতে পারে নাই। দ্বিতীয় জেম্‌সের অন্যতম সেনানায়ক চার্চ্চিল উইলিয়্যামের পক্ষে যোগ দেন। ইনিই পরে মার্লবরোর আর্ল পদবী পান। হাউনস্লোতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্যগণ জড় হয়। ইহাদিগকে মার্লবরোর সহিত পাঠানোর পর আর কোন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান অসম্ভব হইল। জাতির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা বিষয়ে হুইগ ও টোরি উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে কৃতসঙ্কল্প ছিল। প্রতিনিধি-সভা (কনভেনশন) এক্ষণে মহাসমিতিতে পরিণত হইল এবং ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রজার স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ক ঘোষণাবলী এক বিলরূপে উক্ত মহাসমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রতিনিধিদের সাহায্যে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার, উত্তরাধিকারের ক্রম বদ্‌লাইবার ও সিংহাসনে যাহাকে খুসী বসাইবার অধিকার জনগণের আছে, এই নীতি স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়্যাম ও মেরির নির্ব্বাচন দ্বারা বংশানুক্রমিক রাজা হইবার বা ঐশ্বরিক বিধানে রাজা হইবার দাবী কাহারো আর রহিল না। অন্যদিকে কর আদায় ও ব্যয় সম্পর্কে মহাসমিতি পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিল। রাজাকে যাবজ্জীবন ভাতা বরাদ্দ করিলে কি বিষময় ফল হয় তাহার অভিজ্ঞতা হইতে মহাসমিতি মাত্র চারি বৎসরের জন্য রাজার রাজস্ব স্থির করিয়া দিল। তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হইতেছে, এইরূপ বলিয়া উইলিয়্যাম উষ্মা প্রকাশ করিলে তাহার ফল হইল, রাজস্ব সম্বন্ধে ভোটদান মহাসমিতিতে বাৎসরিক ব্যাপার করিয়া তোলা। সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও মহাসমিতি গ্রহণ করিল। এক বিদ্রোহ আইন (মিউটিনি অ্যাক্ট) পাশ করিয়া মহাসমিতি দ্বারা সৈন্যদিগের শাসন ও পরিচালনের এবং তাহাদিগকে বেতন দানের ব্যবস্থা হয়। এই দুই ক্ষমতাই মাত্র বৎসরকাল স্থায়ী। সৈন্যরক্ষা এবং তাহাদের শৃঙ্খলা ও বেতনদানের ব্যবস্থা ব্যতীত কোন রাষ্ট্র নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। সুতরাং প্রতি বৎসর তাহার প্রয়োজন হওয়ায় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। মহাসমিতির জীবনকাল তিন বৎসর করিবার জন্য এক

বিপ্লবের ফল : রাজার সিংহাসন-অধিকার, বংশানুক্রমে রাজ্য লাভ, ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে মহাসমিতির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ;

কর গ্রহণ ও সৈন্য-শাসন বিষয়ে মহাসমিতির পূর্ণ ক্ষমতা ;

বিল মহাসমিতিতে পাশ হইলেও উইলিয়াম তাহা নাকচ করিয়া দেন্। রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীকে মহাসমিতির সভ্য হইবার ক্ষমতা হইতে চ্যুত করিবার জন্য আনীত এক বিল ওমরাহ-সভায় নামঞ্জুর হইল। যতদিন ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত যুঝিতে হইতেছিল, ততদিন সংশয়বাদী ও বিশ্বাসী প্রটেষ্টাণ্টগণ একত্র ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় জেম্‌সের পতনের পর হইতে আবার তাঁহাদের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিল। ধর্ম্মের নামে নিপীড়ন কাহারো পক্ষে আর প্রীতিকর ছিল না, সংশয়বাদীদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দানের অঙ্গীকার দেওয়া হইয়াছিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উদারনীতিমূলক আইন (টলারেশন অ্যাক্ট) পাশ করার পর হইতে পূজার্চ্চনা বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়; তথাপি যাহারা গোড়া প্রটেষ্টাণ্ট নহে তাহাদিগকে সরকারী চাকুরী ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে সমান অধিকার দিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ তাহা না হইলে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শক্তি অনেক বাড়িয়া যাইত। অন্য এক প্রকারে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শক্তি হ্রাস পাইল। যাজকদের অনেকে রাজক্ষমতাকে ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, যদিও রাজার প্রতি বশ্যতা আবশ্যক, এই মতবাদের আর কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নূতন রাজার প্রতি বশ্যতা বিষয়ে অঙ্গীকার চাওয়ায় যাজকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং জানাইলেন যে, এইরূপ শপথ করাইবার অধিকার মহাসমিতির নাই। অবশ্য, এইরূপ প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। ক্যাণ্টারবারির আর্চ্চবিশপ স্যানক্রফ্‌ট্ ও তাঁহার অনুগত উচ্চশ্রেণীর যাজকগণ অঙ্গীকার গ্রহণে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় মহাসমিতি আইন করিয়া ইহাদের পদচ্যুত করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন দেখা দিল। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন একমাত্র তাঁহারাই ইংল্যণ্ডের সভ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইহাদের স্থানে উদারমতাবলম্বী ও হুইগ্‌দের মধ্য হইতে লোক নিযুক্ত করায় ইহাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পাইল। ক্যাণ্টারবারির নূতন আর্চবিশপ টিলট্‌সন এবং স্যালিস্‌বেরির বিশপ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি উভয় বিষয়েই উদার মতাবলম্বী। বস্তুত, এই সময় হইতে উইলিয়াম ও তাঁহার বংশধরগণকে সর্ব্বদাই হুইগ ও উদারমতাবলম্বীদের মধ্যে সহায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। আর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময়েই তীব্র আত্মকলহ প্রকাশ পায়।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পর্কে উদারনীতি অবলম্বন;

ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিবর্ত্তন—যাজকদের নিকট রাজার প্রতি বশ্যতা দাবী এবং তাহাতে যাঁহারা অস্বীকৃত হন তাঁহাদের পদচ্যুতি।

মহাসমিতিতে উইলিয়ামকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে মহাসমিতির অধিকাংশ সভ্য হুইগ্ হইয়াছিলেন। বিদ্রোহে হুইগ্ ও টোরি উভয়ের হাত ছিল, সেইজন্য উইলিয়াম উভয় দল হইতে লোক লইয়া মন্ত্রি-সভা গঠন করেন। টোরি আর্ল ড্যানবি হন লর্ড প্রেসিডেণ্ট, হুইগ্ আর্ল শ্রুস্‌বেরি রাষ্ট্রসচিব, হ্যালিফ্যাক্স প্রিভি সিল। কিন্তু বিষম বিপদের সময়ে দুই দল একত্র কাজ করিলেও তাহাদের মিলন অসম্ভব ছিল। হুইগ্‌দের প্রথম কাজ হইল তাহারা দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌সের আমলে যে সকল অত্যাচার ভোগ করিয়াছে সেগুলির প্রতীকার করা। টিটাস্ ওট্‌স শুধু মুক্তি নয়, পেন্সন পর্য্যন্ত পাইল। কিন্তু হুইগগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা চাহিল যে, যে সকল টোরি রাজ-অত্যাচারের সহিত জড়িত ছিল, তাহাদিগকে

মহাসমিতিতে উইলিয়ামের সমস্যা: হুইগদিগের দাবী।

যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক। কিন্তু উইলিয়্যাম এইরূপে আবার অন্তর্বিবাদে ইন্ধন যোগাইয়া তাঁহার ইয়োরোপীয় যুদ্ধে হীনবল হইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আয়ার্ল্যাণ্ডে জেম্‌সের অবস্থিতি, যুদ্ধ, করভার, যাজকদের অসন্তোষ, টোরি ও হুইগে বিবাদ প্রভৃতি কারণে বিরুদ্ধ জনমতের সৃষ্টি এবং জ্যাকোবাইট্‌দের উদ্ভব।

উইলিয়্যামের চারিদিকে ঘোর বিপদ্ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। লিউয়িসের ক্ষিপ্রকারিতা ও তৎপরতার সহিত ইংল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ডের তাল রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ নৌসৈন্যবাহিনী মিলিত হইয়াও ফরাসীদের কিছু করিতে পারিল না। কারণ আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দোষে ইংরেজবাহিনী দুষ্ট ছিল। এদিকে লিউয়িস্ ইংলিশ চ্যানেলের কর্ত্তৃত্ব পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, ফ্রান্সে অসংখ্য জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল। ইংল্যাণ্ডের তীরে ফরাসীদের জয়লাভ ঘটিলে উইলিয়্যামের সর্ব্বনাশ হইত। যুদ্ধ, করভার, যাজকদের মধ্যে অসন্তোষ, টোরিদের উপর হুইগ্‌দের প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা, সর্ব্বোপরি আয়ার্ল্যাণ্ডে জেম্‌সের অবস্থিতি প্রভৃতি কারণে লোকের মন ধীরে ধীরে জেম্‌সের প্রতি অনুকূল হয়। অসন্তুষ্ট যাজকদের কেন্দ্র করিয়া জেম্‌সের সমর্থক এক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদিগকে জ্যাকোবাইট বলা হইত। ইহারা বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতেছিল। সুতরাং উইলিয়্যামের প্রথম চেষ্টা হইল আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে জেম্‌স্‌কে বিদূরিত করা। টোরিদের অপরাধ মার্জ্জনা বিষয়ক এক বিল মহাসমিতিতে পাশ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে এক নূতন মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ইহাতে অধিকাংশ সভ্য টোরি ছিল। ইহার কারণ এই যে বরো, শহর ও জিলা সর্ব্বত্র হুইগ্‌দের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইয়া যাজক ও সাধারণ লোক টোরিদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়। উইলিয়্যাম উগ্রপন্থী হুইগ্‌দের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া মহাসমিতিতে ড্যানবিকে নেতৃত্বভার দেন ও ইহার পর করুণা-আইন (অ্যাক্ট অব্ গ্রেস) পাশ হয়। এইরূপে স্বদেশে তখনকার মত শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহার অনুগত অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা শোম্‌বের্গ নামে এক হিউগেনটকে সৈন্য সহ পাঠাইয়া দিলেন। জেম্‌স পলায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আইরিশ সৈন্যগণ উৎসাহের সহিত তাহাদের শত্রুদের সম্মুখীন হইল। শোম্‌বের্গ তাঁহার সংখ্যায় অল্প ও অশিক্ষিত সৈন্যদের লইয়া যুদ্ধ না করিয়া পরিখার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; সেখানে তাঁহার অনেক সৈন্য মড়কে মারা গেল। শীতকালে যুদ্ধ হইল না। শীতের অবসানে উইলিয়্যাম শোম্‌বর্গকে সৈন্য ও রসদ পাঠাইলেন। দ্বিতীয় জেম্‌স অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন। লিউয়িস্ এই যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিয়া এক সেনাপতির অধীনে বাছা বাছা সাত হাজার ফরাসী সৈন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা পৌছিতে না পৌছিতে উইলিয়্যাম তাঁহার সৈন্য সহ অবতরণ করিয়া বয়েনে উপস্থিত হইলেন। ফরাসী সৈন্য ডাব্লিনে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ইংরেজ সৈন্যগণ নদীতে নামিল ও ওপারে পৌছিবামাত্র যুদ্ধরত আইরিশ পদাতিক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আইরিশ অশ্বারোহীরা কিন্তু সমানে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই যুদ্ধে শোম্‌বের্গ নিহত হন ও তাঁহার সৈন্যেরা পশ্চাতে হটিয়া আসে। এই সময়ে সেখানে উইলিয়্যাম তাঁহার সৈন্যগণ সহ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আইরিশবাহিনী পরাজিত হইল। দ্বিতীয় জেম্‌স্

মহাসমিতির নব-নির্ব্বাচন ও টোরিদের জয়লাভ।

আইরিশ যুদ্ধ: দ্বিতীয় জেম্‌সের পলায়ন; উইলিয়্যাম কর্ত্তৃক আয়ার্ল্যাণ্ড বিজয় (১৬৯১)।

কিনসেলে জাহাজে চড়িয়া ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু জেম্‌স্ পলাইয়া গেলে এবং সৈন্যবাহিনী রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেও আইরিশ সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। বস্তুতঃ রাজার অভাবে তাহারা ভাল করিয়াই যুদ্ধ করিল। জেম্‌সের ভীরুতায় বিরক্ত হইয়া ফরাসীরা সরিয়া পড়ে। সার্সফিল্ডের অধীনে কুড়ি হাজার আইরিশ সৈন্য এমন সাহস দেখাইল যে, শীতাগমে উইলিয়্যাম তাঁহার অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার সৈন্যদলের এক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মার্লবরো দুই বন্দর কর্ক ও কিন্‌সেল অধিকার করেন। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে নূতন এক ইংরেজ সেনাপতি আইরিশ ও ফরাসী সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ফেলেন। ইহার পর সার্সফিল্ড আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তখন এই দুই পক্ষের সৈনাপতিদের মধ্যে এই কথা স্থির হয় যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিকগণ আইনসঙ্গত সকলপ্রকার সুবিধাই ভোগ করিবেন এবং রাজা শীঘ্রই মহাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন। সার্সফিল্ডকে তাঁহার দশ হাজার অনুগত ব্যক্তির সহিত ফ্রান্সে যাইতে দেওয়া হইল। এইরূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিজিত জাতির উপর আইন বাঁচাইয়া কতরকমের নিপীড়ন আরম্ভ হয় তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

উইলিয়্যাম যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে বিষমভাবে লিপ্ত হইয়া পড়েন, তখন লিউয়িস্ ফ্ল্যাণ্ডার্সে, ইতালিতে এবং জলযুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করিতে থাকেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন ফরাসী নৌবাহিনী ইংরেজ ও ওলন্দাজ নৌসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও উইলিয়্যাম পথভ্রষ্ট হইলেন না। বৃটিশ উপকূলে ফরাসীদের জয়ে জ্যাকোবাইট্‌দের বিদ্রোহ করিবার কথা ছিল। কিন্তু ফরাসীসৈন্য তীরভূমির ঘরবাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করা মাত্র ইংরেজ মাত্রেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এবং এই সময়েই আইরিশ বিদ্রোহের ফল প্রচারিত হওয়ায় বুঝা গেল জেম্‌সের রাজ্যলাভের কোন আশা নাই। কিন্তু এই সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যেরা এরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া উইলিয়্যাম ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ফ্ল্যাণ্ডার্সে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। নীদারল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় দুর্গ লিউয়িসের হস্তগত হইল। এদিকে ইংল্যাণ্ডের জ্যাকো-বাইট্‌দের বিদ্রোহের আশা আবার জাগিয়া উঠে। ক্ল্যারেণ্ডন, ডার্টমাউথ প্রমুখ টোরিগণ এমন কি শ্রুস্‌বেরির মতন হুইগ্ নেতাগণ দ্বিতীয় জেম্‌সের সহিত কথাবার্ত্তা চালান। লর্ড মার্লবরো মৎলব করিয়াছিলেন দেশে এমন বিদ্রোহ হইবে যাহা উইলিয়্যামকে বিদূরিত করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় জেম্‌সকে সিংহাসনে বসাইবে না; বসাইবে জেম্‌সের কন্যা ও তাঁহার পত্নীর পক্ষপাতী রাণী অ্যানিকে; তাহা হইলেই তিনি সমস্ত দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইতে পারিবেন। আরও একটা ভয় ছিল। নৌসেনাপতি রাসেল বিশ্বাসঘাতকতা করিলে দ্বিতীয় জেম্‌সের পথ মুক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয় জেম্‌স্ কোনদিন

জলযুদ্ধে ফরাসীরাজ লিউয়িসের ক্রমাগত জয়লাভ এবং ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি আক্রমণ;

ইংল্যাণ্ডে উইলিয়্যামকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র এবং এই সংবাদে দ্বিতীয় জেম্‌সকে লিউয়িসের সাহায্য দান (১৬৯২);

সিংহাসনের আশা ছাড়েন নাই। এক্ষণে ইংল্যণ্ডে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া লিউয়িস্ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ৩০ হাজার সৈন্য ইংল্যণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিবার জন্য নর্ম্ম্যাণ্ডিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক সার্সফেল্ডের আইরিশ অনুচরগণ। ফরাসী রণপোত সমুদ্রের পথ রক্ষা করিল। ইংরেজদের পোতের সংখ্যা দ্বিগুণ হইলেও ভয় ছিল না, কারণ ফরাসীদের মনে বিশ্বাস ছিল রাসেল বাধা দিবেন না। রাসেল ফরাসী সৈন্যদের নির্ব্বিবাদে অবতরণ করিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দেন যে, ফরাসীপোত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন। তিনি ফরাসীদের বিজয়-লাভ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহাই হইল। নর্ম্ম্যাণ্ডির উপকূলে লা হোগ নামক স্থানে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধে তিনি ফরাসী নৌশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধের প্রথম ফল এই হইল যে, ফরাসীদের সাহায্যে ষ্টুয়ার্ট বংশ বিলাতের সিংহাসন অধিকার করিবে সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত, প্রধান জলশক্তিরূপে ফ্রান্সের অহঙ্কার ধূলিসাৎ হইল। ফরাসীদের অজেয়তা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জন্মিল। স্থলযুদ্ধে তখনো লিউয়িস্ ক্রমাগত জয়লাভ করিতেছিলেন। লা হোগের যুদ্ধের পর ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় দুর্গ নামুর লিউয়িসের হাতে পড়ে এবং ষ্টাইনকার্কে তিনি উইলিয়ামের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার বিশাল অভিযান ও প্রজাদের চরম দুর্গতি দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন এবং ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও জয়লব্ধ অনেক রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন। সন্ধি অবশ্য হইল না।

লা হোগের জল যুদ্ধ এবং ফরাসীদের দর্পচূর্ণ; জলপথে ফরাসী-গৌরব বিলুপ্ত।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যণ্ডের শাসনভার বাহ্যত জেম্‌সের হাত হইতে উইলিয়াম ও মেরির হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু আসলে এই সময় হইতে বিলাতের জন-সভা সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। প্রজাস্বত্ব বিল দ্বারা স্বীকার করা হয় জাতির উপর কর চাপানোর ক্ষমতা একমাত্র মহাসমিতির আছে, এবং রাজার বাৎসরিক ভাতা নির্দ্দেশও উহাই করিবে। সুতরাং জন-সভার অধিবেশন বন্ধ করার অর্থ শূন্য রাজকোষ, জল ও স্থলসৈন্যের বিদায়, এবং সকল সরকারী কাজের অবসান। কিন্তু জন-সভা এরূপ শক্তিশালী হইলেও তখনো প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত না। মন্ত্রিগণ উহার ভৃত্য না হইয়া রাজার ভৃত্যরূপে কাজ করিতেন। তাঁহারা রাজার নিকট তাঁহাদের কাজের জন্য দায়ী ছিলেন। অত্যভিযোগ বা অন্য কোন পরোক্ষ উপায়ে জনগণ তাহাদের বিদ্বেষভাজন কোন মন্ত্রিকে অপসারিত করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাহার স্থানে নিজের মনোমত ব্যক্তিকে মন্ত্রি-পদে বসান অসম্ভব ছিল। উপরন্তু এই সময়ে জন-সভা নানা দোষে দুষ্ট, চঞ্চল ও নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা ঈর্ষাপরায়ণ থাকায় উইলিয়াম ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে পদে পদে ভুগিতে হইতেছিল। যুদ্ধে অকৃতকার্য্যতা, বণিক্‌দের ক্ষতি প্রভৃতি লইয়া ইহা নিরন্তর দোষারোপ করিত অথচ কোন ব্যবস্থা-প্রণয়নের দায়িত্ব লইত না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিত। জন-সভার

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ধীরে ধীরে জন-সভার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ;

সভ্যগণের উপর তাঁহার নিজের ক্ষমতাও কম ছিল। আপ্রাণ চেষ্টার পর মাত্র দুই ভোটে তিনি সরকারী কাজ-সম্পর্কিত যে বিলে মন্ত্রী ও অন্য সমস্ত কর্ম্মচারীকে মহাসমিতির সভ্য হইতে বাধা দিত সেই বিল নামঞ্জুর করাইতে সমর্থ হন। মহাসমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশন বিষয়ক বিলও তিনি নাকচ্ করেন। মহাসমিতির উভয় শাখায় নেতৃত্ব করিবার লোক ছিল না, সভ্যদের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব থাকায় কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ অসম্ভব হইত। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান করিলেন সাণ্ডারল্যাণ্ডের আর্ল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি দ্বিতীয় চার্লসের মন্ত্রী ছিলেন, এবং দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া মন্ত্রী থাকেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার ভাণ করিয়া ইনি দ্বিতীয় চার্লসের সকল প্রকার অত্যাচার সমর্থন করিতেন, আবার উইলিয়ামকে গোপনে সকল সংবাদ যোগাইয়া তিনি তাঁহার ক্ষমালাভ করেন। তিনি ইহার পর রাজনৈতিক গগন হইতে অপসৃত হন, কিন্তু এই সময়ে তিনি বাহিরে আসিয়া গোপনে এই পরামর্শ দেন যে, জন-সভার নূতন ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হইতে মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাচন করা হউক। এ পর্য্যন্ত মন্ত্রীদের কেহই কাহারো উপর নির্ভর করিতেন না, তাঁহারা স্ব স্ব স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদের দায়িত্ব রাজার নিকট এবং তাহা যুগ্ম-দায়িত্ব নহে। সময়ে সময়ে ক্ল্যারেণ্ডনের মত কোন কোন কোন ব্যক্তি নিজগুণে সকলের উপরে স্থান করিয়া লইতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা সচরাচর ঘটিত না। অন্য মন্ত্রীদের কিছুই না জানাইয়া রাজা যে কোন মন্ত্রীকে নির্ব্বাচিত বা অপসৃত করিতে পারিতেন। উইলিয়াম সকল দলের লোক হইতে মন্ত্রী বাছিয়া মন্ত্রী-সভার ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হন। এক্ষণে সাণ্ডারল্যাণ্ড পরামর্শ দিলেন একটি মাত্র দল হইতে লোক লইয়া মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিতে, যাহাতে ইঁহারা একযোগে কাজ করেন ও দলের নিকট দায়ী থাকেন। ইহাতে একদিকে শাসন-প্রণালীতে ঐক্য, অন্যদিকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজের অভ্যাস সম্ভব হইল। এইরূপে নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণ জন-সভার প্রকৃত নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। ছোট ছোট দলসমূহ এক বা অন্য দলের সহিত মিশিয়া গেল। নূতন মন্ত্রিগণ নামে মাত্র রাজভৃত্য রহিলেন, বস্তুতঃ তাঁহারা জন-সভার অতিজনের ইচ্ছার প্রতিনিধিরূপে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে পরিণত হইলেন। যখন জনমত অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও অন্যদল অতিজনে পরিণত হয়, তখন আবার তাহাদের মধ্য হইতেই এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সাণ্ডারল্যাণ্ডের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতেছে। অবশ্য সমুদয় পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই। ধীরে ধীরে হইয়াছে। সাণ্ডারল্যাণ্ডের বিশ্বাস ছিল, হুইগ্‌গণই জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি। শুধু বিপ্লবের প্রকৃত সাধক বলিয়া নহে, পরন্তু শাসন-ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে তাঁহারা তাঁহাদের বিপক্ষদলের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। ইঁহাদের মাথায় এমন এক দল রাজনীতিবিদ্ ছিলেন যাঁহাদের কাজে ও চিন্তায় বিশেষ ঐক্য ছিল। সেইজন্য ইঁহারা গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা বা জুণ্টো বলিয়া কথিত হইতেন। লা হোগ্ জলযুদ্ধে জয়ী রাসেল, বিশপদের রক্ষায় প্রসিদ্ধ

লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রস্তাবে উইলিয়াম কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিত্ব-প্রথা গ্রহণ: অতিজন দল হইতে মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাঁহাদের হাতে শাসনভার প্রদান; শাসনব্যবস্থার ঐক্য ও দলানুগত্য।

সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রস্তাবে জুণ্টো বা হুইগ পক্ষীয় গুপ্ত মন্ত্রণা সভার হাতে উইলিয়াম কর্তৃক মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার প্রদান।

জন সোমার্স, দলের ম্যানেজার লর্ড হোয়ার্টন, ব্যবহারিক অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত মণ্টেগু ইহাদের অন্তর্গত ছিলেন। ফ্রান্স ক্লান্ত হইলেও মিত্রশক্তিগণ এ পর্য্যন্ত উহার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বিলাতী বাণিজ্যের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। টোরিগণ তৎসত্ত্বেও শান্তির জন্য সমুৎসুক। হুইগরা যুদ্ধের অনুমোদন করে। উইলিয়্যামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ফ্রান্সকে শক্তিহীন করা। সুতরাং তিনি সাণ্ডারল্যাণ্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হুইগদিগকে মন্ত্রিত্ব দিলেন। রাজার অর্থাভাব মিটাইবার জন্য মণ্টেগু এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও জেনোয়ার দৃষ্টান্তে তিনি এক জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। ইহাই পরে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ড নামে পরিচিত হয়। ১২ লক্ষ পাউণ্ড ধার চাঁদা তুলিয়া উঠাইবার জন্য বাজারে ফেলা হইলে ১০ দিনে সম্পূর্ণ টাকা উঠিয়া আসে। এইরূপে এক নূতন শক্তির সহিত পরিচয় ঘটে। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব কাম্য হইল বলিয়াই ষ্টুয়ার্ট বংশীয়দের রাজত্ব পাইবার আর আশা থাকিল না। কারণ দ্বিতীয় জেম্‌স রাজা হইলে যাহারা চাঁদা দিয়া ছিল তাহাদের তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা বিলীন হইত। অর্থবলে বলী উইলিয়্যাম নব্বই হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিলেন; ইংলিশ চ্যানেল ও বার্সেলোনায় ফরাসীগণ তাঁহার নৌবাহিনীর কার্য্যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। টোরিদের স্থলে একে একে হুইগদিগকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইল। রাসেল নৌসেনাপতি, সোমার্স লর্ড কিপার, শ্রুসবেরি রাষ্ট্রসচিব, মণ্টেগু রাজকোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে না হইতেই জন-সভার সুর বদ্‌লাইয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হুইগ সভ্যগণ তাঁহাদের দলপতিদের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে উইলিয়্যামের শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। সেইজন্য ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন রাণী মেরির মৃত্যু হয় তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল বটে যে, রাজা বা রাণী যাঁহারই মৃত্যু হোক্, যিনি জীবিত থাকিবেন তিনি রাজত্ব করিবেন। কিন্তু ইহার পর নটিংহাম ও হালিফ্যাক্সের অধীনে টোরিদের আক্রমণে বুঝা যায় বিরুদ্ধ দল মাথা তুলিতেছিল। এই সময়ে ত্রৈবার্ষিক আইনে (ট্রায়েনিয়েল) সম্মত হইয়া উইলিয়্যাম মহাসমিতির সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলেন, আর ফলে মিত্রসঙ্ঘ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়া নামুর কাড়িয়া লন। উইলিয়্যাম নূতন মহাসমিতি আহ্বান করিবামাত্র তাহা যুদ্ধ চালাইতে মত দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়্যামকে দিয়া নিজেদের কতকগুলি দাবী পূরণ করাইয়া লইল। তিনি তাঁহার ওলন্দাজ প্রিয়পাত্রদের যে সকল জমি দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া লইতে, স্কটল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় বিরত হইতে, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বোর্ড অব্ ট্রেডে যাঁহারা সভ্য হইবেন তাঁহাদের নাম জন-সভাকে নির্দ্দেশ করিতে দিতে বাধ্য হইলেন। মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ রহিত হইল। মণ্টেগু মুদ্রা ও সিক্কার সংস্কার করেন।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ড স্থাপন (১৬৯৪)।

উইলিয়ামের রাজত্বে হুইগ মন্ত্রিগণ। রাণী মেরির মৃত্যু (১৬৯৪)।

নূতন ব্যবস্থায় উইলিয়্যামের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিদেশে জয়-লাভ (১৬৯৫) ও স্বদেশে সিক্কা সংস্কার (১৬৯৬)।

মিত্রশক্তিবর্গের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল বটে, কিন্তু উইলিয়্যামের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হয়। ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ড উভয়েই সন্ধি স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। এই সময়ে স্পেনিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার সমস্যা

দেখা দেয়। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু আসন্ন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত অষ্ট্রিয়ান্ রাজ-বংশে পুরুষ কেহ জীবিত থাকিবে না। স্পেন হতবল হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য—স্পেন, মিলান, নেপ্‌লস্, সিসিলি, নীদারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যাহাতে ফরাসীরাজ লিউয়িস্ বা অষ্ট্রিয়া সম্রাটের হাতে না পড়ে তজ্জন্য উইলিয়াম সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উইলিয়্যামের ও লিউয়িসের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইল এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উভয়ে পাকাপাকি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বলা বাহুল্য, এই সন্ধি ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। একমাত্র ষ্ট্রাসবুর্গ ছাড়া লিউয়িস্ সাম্রাজ্যের কোন অংশ পাইলেন না। লুক্সেমবুর্গ, নীদারল্যাণ্ড ও অন্য সমস্ত বিজিত রাজ্য স্পেনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। লোরেনের সামন্ত তাঁহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। লিউয়িস্ অঙ্গীকার করিলেন যে, ভবিষ্যতে ষ্টুয়ার্ট বংশকে সাহায্য করিবেন না এবং উইলিয়্যামকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। ইহাই রাইস্‌উইক সন্ধি নামে খ্যাত। ইয়োরোপের পক্ষে ইহার মূল্য সামান্য হইলেও, এই সন্ধির ফলে ইংরেজদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। এত দিন ইয়োরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উইলিয়্যাম যাহা করিতে চাহিতেছিলেন, এক্ষণে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তায় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই জন্য নানা গোপন কথাবার্ত্তা চালাইয়া উইলিয়্যাম ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করিলেন, এবং ফ্রান্সের সাহায্যেই স্পেন রাজ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। স্পেনের উত্তরাধিকারিত্বে দাবী ছিল তিনজনের—ফরাসী ডফিন, ইনি স্পেন রাজের জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়; ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার, ইনি স্পেনরাজের কনিষ্ঠ ভগিনীর পৌত্র; অষ্ট্রিয়া সম্রাট, ইনি চার্লসের ভাগিনেয়। ন্যায়ত, অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের রাজ্য পাইবার কথা, কারণ অন্য দুইজনের দাবী আগেই রহিত হইয়াছিল। উইলিয়্যামের ইচ্ছানুসারে কাজ হইলে ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার সমগ্র রাজ্য পাইতেন। কিন্তু উভয় দেশই এত যুদ্ধ-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা আশা করা গেল না। বিলাতী জন-সভা সৈন্য-সংখ্যা অনেক কমাইয়া দিল। সুতরাং অন্য দুই দাবীদারকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করা হইল। লিউয়িস্ মন্ত্রীদিগের চাপে নিজ দাবী ত্যাগ করেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মধ্যে উপরোক্ত রাজ্য ভাগ বিষয়ে প্রথম গুপ্ত সন্ধি হয়। অষ্ট্রিয়া সম্রাট মিলান এবং ফ্রান্স সিসিলি ও গুইপুজ্‌কোয়া প্রদেশ পাইবেন এই সর্ত্তে ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার স্পেন সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকার পাইলেন। কিন্তু ভোগ করিবার অবসর হইল না, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মারা যান। সুতরাং এই রাজ্য লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের এক বিষম সংঘর্ষের সম্ভাবনা হইল।

উইলিয়্যামের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহের বিদ্বেষ।

স্পেন-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী-সমস্যা।

রাইস্‌উইকে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি (১৬৯৭)।

উইলিয়্যামের অবলক্ষিত নব রাষ্ট্রনীতি: ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের একযোগে কার্য্যসম্পাদন।

প্রথম ও দ্বিতীয়বার স্পেনিশ সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা (১৬৯৮-১৬৯৯)।

যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। যুদ্ধ থামিবার পর পাঁচ বৎসরে নানাদিকে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এক্ষণে জন-সভা যুদ্ধের প্রতি বিমুখ হইয়া সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে চাহিল। উইলিয়্যাম তাহাতে প্রাণপণে বাধা দেওয়ায়

স্থায়ী সৈন্যরক্ষা বিষয়ে মহাসমিতির সহিত উইলিয়্যামের বিরোধ।

তিনি জনগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ওলন্দাজদের প্রতি পক্ষপাতিতা, সাণ্ডারল্যাণ্ডের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া মহাসমিতি তাঁহার বিরুদ্ধতা করিল। জাতির শান্তিপ্রিয়তা উইলিয়্যামকে কিরূপ দুর্ব্বল করিল তাহা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে তিন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্পেনরাজ্য ভাগ বিষয়ক সন্ধিতে বুঝা গেল। লিউয়িসের হাতের পুতুল ব্যাভেরিয়ার নূতন শাসক নীদারল্যাণ্ড পাইলেন না বটে, কিন্তু সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র, অষ্ট্রিয়ার আর্চডিউক চার্লস্‌কে স্পেন, নীদারল্যাণ্ড ও ইণ্ডীজ এবং মিলানের পরিবর্ত্তে লোরেন দেওয়া হইল। অষ্ট্রিয়া সম্রাট ইতালিতে নূতন রাজ্যলাভে উৎসুক ছিলেন, সুতরাং তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করিলেন। ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মৈত্রীতে তাঁহার এই বিরোধিতায় কোন ফল হইল না। পরন্তু এই সঙ্ঘ এরূপ শক্তিশালী হইয়া পড়ে যে, তুরস্ক ও সম্রাটের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত এবং হোলষ্টাইন ও ডেন্মার্কের মধ্যে এক বিষম যুদ্ধ নিবারিত হয়।

ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সঙ্ঘবদ্ধতার ফল।

পররাষ্ট্র ব্যাপারে উইলিয়্যাম নিজেকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেও স্বদেশে তাঁহাকে নানাপ্রকার বাধা সহ্য করিতে হইল। হুইগ্ মন্ত্রিগণ তাঁহাদের প্রাধান্য কিছুকাল বজায় রাখিতে পারিলেও ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে টোরিগণ ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় অতিজন হইয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহারা শান্তিরক্ষা ও করহ্রাসে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ইঁহারা স্থলসৈন্যের সংখ্যা চৌদ্দহাজার হইতে কমাইয়া সাতহাজার করিলেন, এবং ওলন্দাজ রক্ষীদিগকে হল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। ইহাদের পক্ষে উইলিয়্যামের সকল ওকালতি ব্যর্থ হইল। ইংল্যণ্ডের এই শান্তিপ্রিয়তার ফলে তিনি ফ্রান্সের বিরোধিতা করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। টোরিদের বিদ্বেষভাজন রাসেল ও মণ্টেগুকে পদত্যাগ করাইয়া তিনি বৃথা মহাসমিতির সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতির অধিবেশন বসিবামাত্র টোরি অতিজন রাজাকে আক্রমণ করিয়া এই বিল পাশ করিল যে, ওলন্দাজ প্রিয়পাত্র-দিগকে যে সকল সম্পত্তি অর্পণ করা হইয়াছে সেগুলি ফিরাইয়া লওয়া হইবে; এবং ঐ সকল সম্পত্তিদানের নিমিত্ত মন্ত্রিগণ নিন্দিত হইলেন। এই সময়ে সাণ্ডারল্যাণ্ড উইলিয়্যামকে আবার পরামর্শ দেন যে তিনি হুইগ্ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া সম্পূর্ণ টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন করুন। তদনুসারে রচেষ্টার ও গডলফিন ও ওমরাহ্‌দ্বয়ের নেতৃত্বে নরমপন্থী টোরিদিগকে লইয়া এক নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল। এই সময়ে মহাসমিতির সহায়তা পাওয়া উইলিয়্যামের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই: স্পেন সাম্রাজ্যের ভাগবাটোয়ারার কথা প্রকাশিত হইবামাত্র স্পেনে তীব্র বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনে ফরাসী বা অষ্ট্রিয়ান্ উপবেশন করুন, তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্পেন ইতালীয় রাজ্য হারাইবে, ইহা স্পেনবাসীর পক্ষে অসহ্য হইল। অবশেষে স্পেনরাজ মৃত্যুকালে সমগ্র স্পেনিশ সাম্রাজ্য লিউয়িসের পৌত্র ও ফরাসী রাজপুত্রের দ্বিতীয় পুত্র অ্যাঞ্জুর সামন্তকে দান করিয়া যান। যদি লিউয়িস্ না জানিতেন যে ইংল্যণ্ডের শান্তি-প্রিয় মেজাজের জন্য উইলিয়্যামের বিরোধিতা পণ্ড

জুণ্টো মন্ত্রি-সভার পতন ও টোরিদিগের দ্বারা নূতন মন্ত্রি-সভা গঠন (১৬৯৯)।

অ্যাঞ্জুর সামন্তের স্পেনিশ সাম্রাজ্য প্রাপ্তি।

হইবে, তাহা হইলে তিনি বণ্টনবিষয়ক সন্ধির পর এত শীঘ্র তাঁহার পৌত্রকে রাজমুকুট গ্রহণ করিতে দিতেন কি না সন্দেহ। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে কার্য্য হইলে ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি পাইত, ভূমধ্যসাগর ফরাসী হ্রদে পরিণত হইত, এবং লেভাণ্ট ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য বিনষ্ট করিত—এই বিশ্বাসের ফলে ইংল্যাণ্ডেও এই ব্যবস্থা সমধিক সমাদর লাভ করিল। ফরাসীরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও উইলিয়াম তাঁহাকে শাস্তি দিবার বিষয়ে শক্তিহীন ছিলেন। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাঞ্জুর সামন্ত মাদ্রিদে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল যেন উইলিয়াম সারা জীবন ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে হল্যাণ্ড ব্যতীত তাঁহার মিত্র কেহই ছিল না। স্বদেশে টোরি মন্ত্রিগণের চাপে এবং হল্যাণ্ড অ্যাঞ্জুকে স্বীকার করাতে উইলিয়াম তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার এই ভরসা ছিল যে, লিউয়িসের অতি-লোভ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। ফরাসী-রাজ সকলের সমর্থন পাইয়াছিলেন: তাহার এক কারণ এই ছিল যে, সকলের বিশ্বাস জন্মে তিনি নূতন বালক-রাজার অধীনে স্পেনকে স্পেনিয়ার্ডদের হাতে রাখিবেন। হুইগ্ ও টোরিগণ পরস্পর যতই বিবাদ করুন, ফ্রান্সকে স্পেনিশ নীদারল্যাণ্ড অধিকার করিতে দেওয়া এবং প্রটেষ্টাণ্ট অধিকৃত স্থানে ফরাসী আক্রমণ সহ্য করা হইবে না—এ বিষয়ে তাঁহারা একমত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্পেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে এক সমঝোতা হয় যে, লুক্সেমবুর্গ, মনস্, শার্ল্যরোমা প্রভৃতি সাতটি দুর্গ স্পেনিশ সৈন্যের পরিবর্ত্তে ওলন্দাজ সৈন্য দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। এগুলি ওলন্দাজ স্বাধীনতার রক্ষীস্বরূপ। মাদ্রিদে সন্ধির কথাবার্ত্তার মধ্যে উইলিয়াম চাহিলেন যে, এই বেড়া উল্লঙ্ঘন করা হইবে না। কিন্তু লিউয়িস্ নিজের কৃতিত্বে এতদূর স্ফীত হইয়াছিলেন যে, ১৭০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই দুর্গগুলি অধিকার করিলেন। ঠিক এই সময়ে মহাসমিতির অধিবেশন বসে। ইহার অধিকাংশ সভ্য টোরি; রবার্ট হার্লি নামক এক নরমপন্থী টোরি ইহার নেতা ছিলেন। এই মহাসমিতি শান্তির প্রয়াসী হইলেও, ফরাসী সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য উইলিয়াম যে দাবী জানাইয়া-ছিলেন তাহা সমর্থন করিল। উইলিয়াম হল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিবার অনুমতি পাইলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য জ্যাকোবাইট্‌দের এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় উইলিয়ামের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। মহাসমিতির উভয় শাখা এক উত্তরাধিকার আইন পাশ করে। তদনুসারে স্থির হয় যে, প্রথম জেম্‌সের কন্যা এলিজ্যাবেথের তৎকালে একমাত্র জীবিত সন্তান, হ্যানোভারের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার স্ত্রী ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার মাতা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সোফিয়া ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করিবে। এই প্রকার ব্যবস্থার সহিত এই বিধিও প্রণীত হইল যে, ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক রাজাকে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইংল্যাণ্ডীয় ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইবে, ভবিষ্যতে কোন রাজা মহাসমিতির অনুমতি ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারিবেন না, বিদেশীরা সামরিক বা অসামরিক সরকারী কাজে চাকুরী পাইতে অপারগ হইবে এবং মহাসমিতি কোন বিচারকের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ না করিলে কাহাকেও পদচ্যুত করা হইবে না। রাজকার্য্য প্রিভিকাউন্সিলে সম্পন্ন হইবে এবং উহার সিদ্ধান্ত-

ফরাসীরাজ লিউয়িসের অতিলোভে তৎকর্ত্তৃক ওলন্দাজ দুর্গসমূহ অধিকার (১৭০১)।

হার্লির নেতৃত্বে টোরি মহাসমিতির শান্তি-প্রিয়তা: উত্তরাধিকার আইন (১৭০১)।

সমূহে সভ্যগণের সহি থাকিবে, এই নীতি অবলম্বিত হওয়ায় রাজার দায়িত্বের স্থলে রাজকার্য্যের জন্য তাঁহার কর্ম্মচারিগণের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মহাসমিতি বিপ্লব দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার যতই যত্ন করুক্, ইহা যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিল। গত যুদ্ধের জন্য রাজাকে দোষ দেওয়া হইল। সোমার্স, রাসেল ও মণ্টেগু ওমরাহ্ সভার সভ্য হইয়াও নিস্তার পাইলেন না, ইঁহারা জন-সভায় অত্যভিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। লিউয়িসের মৎলব বুঝিয়া ইংরেজগণ উইলিয়্যামের সমর্থন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। ওমরাহ্-সভা অত্যভিযোগের প্রতিবাদ প্রার্থনা জানায়। জ্যাকোবাইট্ বিদ্রোহে সাহায্য বিষয়ক এক ফরাসী পত্র ধরা পড়িলে জন-সভাও উত্তেজিত হইয়া উঠে। জলসৈন্য ত্রিশ হাজারে ও স্থলসৈন্য দশহাজারে পরিণত করা হয়। দেশবাসীর সহানুভূতি লাভ করিয়া উইলিয়্যাম এক দল সৈন্য হল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়া লিউয়িসের হাত হইতে নীদারল্যাণ্ড উদ্ধারের ও মিলান সহ তাহা অষ্ট্রিয়াকে অর্পণের এক গোপন সন্ধি করিলেন।

শান্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া।

ইতালিতে ফরাসী ও অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইংল্যণ্ড তখনো শান্তি-রক্ষায় সমুৎসুক, এবং স্পেনের সিংহাসনে অ্যাঞ্জুর ফিলিপের অধিকার সম্বন্ধে উইলিয়্যাম কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত করেন নাই। এমন সময় লিউয়িসের কার্য্যের ফলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। রাইস্‌উইকের সন্ধিতে লিউয়িস্ উইলিয়্যামকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, এবং এই অঙ্গীকার দেন যে উইলিয়্যামের সিংহাসনের প্রতি সকল আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করিবেন। কিন্তু ১৭০১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় জেম্স্ যখন সেন্ট জার্ম্মেইনে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন লিউয়িস্ সেস্থানে প্রবেশ করিয়া অঙ্গীকার দেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পুত্রকে ইংল্যণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন। এই অঙ্গীকার ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার তুল্য এবং সমগ্র ইংল্যণ্ড, টোরি ও হুইগ, এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া উইলিয়্যামের সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে হেগে উইলিয়্যাম এক মহাসঙ্ঘ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য, হল্যাণ্ড এবং যুক্তপ্রদেশ এই সঙ্ঘের অন্তর্গত। পরে ডেন্মার্ক, সুইডেন, হ্যানোভার এবং অধিকাংশ জার্ম্মাণ রাষ্ট্র ইহাতে যোগ দেয়। তিনি হেগ হইতে ফিরিবামাত্র বিপুল সমারোহে দেশবাসী তাঁহার অভ্যর্থনা করে। উইলিয়্যাম এই অবসরে পুরাতন মহাসমিতি বিদায় করিয়া দিয়া নূতন মহাসমিতি গঠন করিলেন। ইহার অধিকাংশ সভ্য টোরি হইলেও ১৭০২ খৃষ্টাব্দে রাজার আবেগপূর্ণ আবেদনের উত্তরে ইহা তাঁহাকে চল্লিশ হাজার জলসৈন্য ও চল্লিশ হাজার স্থলসৈন্য দিল। এক বিল পাশ করা হইল যে দ্বিতীয় জেম্সের পুত্রের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা দ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভ্যগণ এবং সমুদায় সরকারী কর্ম্মচারী হ্যানোভার বংশের উত্তরাধিকার বজায় রাখিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিলেন।

লিউয়িস্ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় জেম্সের মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার পুত্রকে সাহায্য দানের অঙ্গীকার ; ইংল্যণ্ডের দেশব্যাপী আন্দোলন ও উইলিয়্যামের সমর্থন।

ইতিপূর্ব্বে মার্লবরোর কথা উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৬০৭)। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জন

চার্চ্চহিলের জন্ম হয়। ইঁহার নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল। কিন্তু এরূপ বিপরীত গুণাবলীর সমাবেশও খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী, সাহসী এবং স্থির মস্তিষ্ক যোদ্ধা দুর্লভ। অথচ অর্থের জন্য তাঁহার এমন অদম্য পিপাসা ছিল যে তাহা কিছুতেই নিবারিত হইত না। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার অপরিমিত ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান এবং হৃদয়হীনতা লোক-প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার ভগিনী আরাবেলা তদানীন্তন ইয়র্কের সামন্ত দ্বিতীয় জেম্‌সের রক্ষিতা হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। অধিকন্তু রাজরক্ষিতা লেডি ক্যাস্‌লমেইন তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ৫০০০ পাউণ্ড দান করেন, তাহা হইতে তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি সর্ব্বত্র দ্বিতীয় জেম্‌সের অনুসরণ করেন এবং নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পরে জেম্‌স যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি ওমরাহ্ পদ ও রাজার শরীররক্ষীদিগের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। জেম্‌স তাঁহাকে কিছুতেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহার আরো উন্নতি হইত। এদিকে জেম্‌সের কন্যা অ্যানের উপর চার্চ্চহিলের পত্নীর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার নূতন সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছিল। তাঁহার নিজের ও অ্যানের সাহায্যের অঙ্গীকার উইলিয়্যাম পান। তিনি দ্বিতীয় জেম্‌সকে ত্যাগ করাতেই ব্যাপার মারাত্মক হইয়া পড়ে। তাহারই পরামর্শে অ্যান পিতৃপক্ষ ত্যাগ করিয়া ড্যানবির তাঁবুতে আশ্রয় লন। সুতরাং উইলিয়্যাম রাজা হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তিনি মার্লবরোর আর্ল হন এবং আইরিশ যুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া উইলিয়্যামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর তাঁহাকে ফ্ল্যাণ্ডার্সের সৈন্যবাহিনীর নায়কত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু অ্যানের উপর নিজ প্রভাব অনুভব করিয়া মার্লবরো শীঘ্রই উইলিয়্যামের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের চক্রান্ত আরম্ভ করেন। তিনি স্থির করিলেন টোরিদের যুদ্ধ-বিরোধিতা ও ইংরেজদের বিদেশী-বিদ্বেষের সুযোগ লইয়া তিনি উইলিয়্যামকে সিংহাসন-চ্যুত করিবেন, এবং দ্বিতীয় জেম্‌সের আগমন সম্বন্ধে হুইগ্‌দের ভয়ের সুযোগ লইয়া অ্যান্‌কে সিংহাসনে আসীন করিবেন। তাঁহার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় উইলিয়্যাম তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দেন। অ্যানও তাঁহার বান্ধবীর সহিত গমন করেন। তখন অ্যানের সভা বিরুদ্ধ পক্ষ টোরিদের আশ্রয়স্থল হয়। মার্লবরো এখান হইতে দ্বিতীয় জেম্‌সের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন। লা হোগে যুদ্ধ জয়ের পর তাঁহার বিশ্বাসঘাতকার জন্য তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মেরির মৃত্যুর পর উইলিয়্যাম অ্যান্‌কে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হইলে তাঁহার সহিত মার্লবরো, তাঁহার পত্নী ও অনুচরগণ উপস্থিত হন। উইলিয়্যাম বুঝিয়াছিলেন তিনি বেশী দিন বাঁচিবেন না, এবং অ্যানের সিংহাসন অধিকার আসন্ন। তিনি দেখিলেন ইংল্যাণ্ডকে চালাইবার ও মহাসঙ্ঘ নিয়ন্ত্রিত করিবার লোক মার্লবরো অপেক্ষা উপযুক্ত কেহ নাই। সেই জন্য তিনি তাঁহাকে ফ্ল্যাণ্ডার্সের সৈন্যবাহিনীর নায়ক করিয়া দিলেন। মার্লবরো যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন মাত্র, এমন সময় ১৭০২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী উইলিয়্যাম ঘোড়া হইতে পড়িয়া গুরুতর আহত

মার্লবরোর পূর্ব্ব ইতিহাস।

উইলিয়্যামের রাজত্ব কালে তাঁহার বিরুদ্ধে মার্লবরের ষড়যন্ত্র ও তদ্দরুণ কারাবাস।

উইলিয়ামের মৃত্যু (১৭০২); বিলাতের সিংহাসনে রাণী অ্যান্: টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন; স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র মার্লবরের অপ্রতিহত ক্ষমতা।

হইলেন। একেই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল, তদুপরি এই আঘাতে ৮ই মার্চ্চ তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। অ্যান্ ইংল্যণ্ডের রাণী হইলেন। ইহার তিন দিন পরে মার্লবরো স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কাপ্তেন জেনারেলের পদ পাইলেন। অবশিষ্ট হুইগ মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া কোষাধ্যক্ষরূপে তাঁহার বন্ধু গডলফিনের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন দ্বারা তিনি স্বদেশে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাণী নিজে টোরি, তাঁহার সেনাপতি টোরি এবং মহাসমিতির অধিকাংশ সভ্য টোরি। এরূপ অবস্থায় টোরিদিগের আর যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি রহিল না। আর হুইগ্‌গণ এই যুদ্ধের সমর্থনে আগে হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। উইলিয়ামের মৃত্যুতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। কিন্তু মার্লবরোর দৃঢ়তায় সকল অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল। রাণী অ্যান্ সিংহাসন হইতে ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধ থামিবে না। মহাসমিতি যুদ্ধ চালাইবার জন্য যথেষ্ট রসদ বরাদ্দ করিল। মার্লবরো হেগে উপস্থিত হইয়া ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয় সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহকে নিজের দিকে টানিয়া আনিলেন। মার্লবরো পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেও তাঁহার যুবকের ন্যায় উৎসাহ ছিল। তিনি কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো পরাজিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের অকর্ম্মণ্যতা বা ওলন্দাজদের বিমুখতার জন্য তাঁহার জয়-লাভের উদ্দেশ্য অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্র্যাবণ্টেতে যুদ্ধ বাধাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও ওলন্দাজদের বিরোধিতায় তাহাতে অপারগ হন। কিন্তু দুর্গের পর দুর্গ দখল

ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মার্লবরোর কৃতিত্ব:

করিয়া তিনি যখন লিজে নামক স্থানকে আত্মসর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন, তখন ফরাসী আক্রমণের বিপদ্ হইতে হল্যাণ্ড একেবারে মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইতালিতে তাঁহার মিত্রপক্ষ স্যাভয় রাজকুমার কোন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরেজরা স্পেনিশ উপকূলে অবতরণ করিয়া বিফল হইল। পরন্তু, জার্ম্মাণিতে ব্যাভেরিয়ান্‌গণ ফরাসীদের সহিত যোগ দেওয়ায় উভয়ের মিলিত সৈন্য অষ্ট্রিয়া সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া দিল। ওলন্দাজদের ভীরুতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লিউয়িস্ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। মার্লবরো বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে গডলফিন ও অন্যান্য বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা প্রত্যাহার করেন। লিউয়িস উত্তরোত্তর নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতেছিলেন; রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁহার ইতালীয় সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত, পর্ত্তুগালে তাঁহারা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন; কিন্তু বিপদের গন্ধে লিউয়িসের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় জেম্‌সের এক অবৈধ পুত্র সৈন্য সহ পর্ত্তুগালের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন, স্যাভয়কে ফরাসী সৈন্য ঘিরিয়া রহিল, এবং বাছা বাছা ফরাসী সৈন্য ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া ভিয়েনার দেওয়ালের নিকট ড্যান্যুবের তীরে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সমবেত হইল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে লিউয়িসের চালের উত্তরে

লিউয়িস্ বনাম মার্লবরো (১৭০৪)।

মার্লবরোও এক পালটা চাল চালিলেন। তাঁহার মিত্র ও শত্রুপক্ষ কাহাকেও তিনি প্রথমত নিজের চাল বুঝিতে দেন নাই। মার্লবরো যখন বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণির মধ্যস্থল দিয়া ড্যান্যুবে নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহার অভিসন্ধি

প্রকাশ পাইল। তিনি ব্যাভেরিয়ায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ হাজার ফরাসী সৈন্য সহ মার্শ্যাল তালার্দ আসিয়া ব্যভেরিয়াকে রক্ষা করিলেন। এই সময়ে স্যাভয় রাজকুমার মার্লবরের সহিত যোগ দেওয়ায় উভয়ের সৈন্য সংখ্যা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে যে যুদ্ধ ঘটে তাহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্লেনিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একদিকে প্রায় সমগ্র টিউটন জাতি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, হ্যানোভারবাসী, ডেনিশ্, উর্টেমবার্গবাসী ও অষ্ট্রিয়ান্‌গণ মার্লবরো ও ইউজিনের নেতৃত্বে সমবেত হয়। অন্যদিকে ফরাসীগণ ও ব্যাভেরিয়ান্‌গণ ছিল। ফরাসী ও ব্যাভেরিয়ান্‌দের অবস্থান খুব দৃঢ় ও সুরক্ষিত হইলেও মার্লবরো উহাদিগকে ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত করেন। পরাজিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে মাত্র কুড়ি হাজার পলায়ন করিতে সমর্থ হয়; বারো হাজার নিহত ও চৌদ্দ হাজার বন্দী হইয়াছিল। ভিয়েনা মুক্তি পাইল, জার্ম্মাণির ফরাসী-ভয় দূর হইল এবং মার্লবরো মোসেলে পর্য্যন্ত নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে ফ্রান্সের মর্য্যাদা নামিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে সকলে ফরাসীদের অপরাজিত মনে করিত, এক্ষণে ইংরেজরা সকলের ভয়ের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

ব্লেনিমের যুদ্ধ (১৭০৪); টিউটন জাতিসমূহের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্যাভেরিয়া।

এদিকে স্বদেশে টোরিগণ মহাসমিতিতে এক স্থায়ী টোরি অতিজন রাখিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মমতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ হুইগ্ পক্ষীয় ছিলেন। তাঁহারা বৎসরে একবার করিয়া গির্জ্জায় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেন। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিতে ইঁহারা নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার নিমিত্ত টোরিগণ এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। মার্লবরো ইহা সমর্থন করিলেও ওমরাহ-সভা বারংবার ইহা নামঞ্জুর করেন। আসলে মার্লবরো ও গডলফিনের গোপন বিরোধিতাই তাহার কারণ। মার্লবরো নিজে টোরি হইলেও অপ্রতিহত টোরি শাসন তাঁহার মনঃপূত ছিল না, এবং ধর্ম্মগত বিরোধ পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাঁহার যুদ্ধকার্য্য পণ্ড করিবার ব্যবস্থার তিনি বিরোধী ছিলেন। রাণী অ্যান্ তাঁহার পরামর্শে যাজকরা এযাবৎ যে দশমাংশ ও প্রথম ফল তাঁহাকে দিয়া আসিতেছিল, তাহা দ্বারা ভিন্ন এক ফণ্ড তৈরী করিয়া তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বৃথা প্রয়াস পাইলেন। টোরিগণ তাঁহার প্রথম অভিযানের পর তাঁহাকে আর অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং নটিংহাম প্রমুখ টোরিগণ তাঁহার পথে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নটিংহাম ও তাঁহার সঙ্গিগণ কার্য্যত্যাগ করিলে তাঁহাদের স্থলে নরমপন্থী টোরি রবার্ট হার্লি রাষ্ট্রসচিব এবং হেনরি সেন্ট জন সমর-সচিব নিযুক্ত হইলেন। মার্লবরো জার্ম্মাণিতে অভিযান সুরু করা মাত্র তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগণ বিষম আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। নীদারল্যাণ্ড ও বিলাতী বাণিজ্য রক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ইংল্যাণ্ড লিপ্ত হইবে না—ইহাই টোরিদিগের দাবী ছিল। মার্লবরো ইয়োরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অষ্ট্রিয়া সম্রাটকে সাহায্য করিবেন ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। উগ্র টোরি ও জ্যাকোবাইটগণ ভয় দেখাইলেন যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। মার্লবরো ব্লেনিম্

অপ্রতিহত টোরি শাসন ও তাহার বিপদ;

নরমপন্থী টোরি ও হুইগ্‌দের সম্মিলনে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭০৪)।

জয়লাভ করিয়া আসন্ন বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে প্যারিলেন তাঁহার নিজের দল হইতে তিনি কোন সহায়তা পাইবেন না। স্থতরাং তিনি মহাসমিতির নূতন নির্ব্বাচনের পরামর্শ দিলেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সপক্ষে উভয় দল হইতে এক সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল, তাহাতে নরমপন্থী টোরি ও হুইগ্ জুন্টোদের সহায়তার অঙ্গীকার তিনি পাইলেন। হুইগ্ পক্ষীয় উইলিয়্যাম কাউপার ও লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড এই মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ করেন। এইরূপে শান্তিপ্রয়াসী দলের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু মার্লবরো ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ ভিয়েনা, বার্লিন, হ্যানোভার ও হেগে পরামর্শ চালাইয়া এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া কাটাইলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে রামিয়ী নামক এক গণ্ডগ্রামে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মার্শ্যাল ভিলেরয়ের অধীনে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ বাধিল। এই যুদ্ধে ফরাসীগণ দেড়ঘণ্টার মধ্যে পনের হাজার লোক হারাইল এবং বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য শেলড্ট্, ব্রুসেল্স্, অ্যান্টওয়ার্প ও ব্রুজেস্ অধিকার করিল। ফ্লাণ্ডার্স সম্পূর্ণরূপে ফরাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইল।

রামিয়ীর যুদ্ধ: ফরাসীদের পরাজয় (১৭০৬)।

ঠিক এই বৎসরেই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তাহা স্কটল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় মিলন। চেষ্টা আগে হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু ধর্ম্মগত ও বাণিজ্যগত বিদ্বেষের জন্য তাহা এতকাল সফল হয় নাই। স্কটল্যাণ্ড বিলাতী ঋণের কোন অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না, এবং ইংরেজরাও নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিনাশে বিরোধী ছিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে স্কট মহাসমিতিতে নূতন এক আইন (অ্যাক্ট অব্ সেট্লমেণ্ট) পাশ হইবার পর ইংরেজ রাজনীতিবিশারদদিগের চৈতন্যোদয় হয়। এই ব্যবস্থার ফলে স্কট হুইগ্গণ স্কট জ্যাকোবাইট্দিগের সহিত যোগ দিয়া স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীন সত্তা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন। জ্যাকোবাইটগণ সোফিয়ার নাম উত্তরাধিকারীর নামের তালিকা হইতে বাদ দেন, এবং হুইগ্গণ এই নীতি প্রবর্ত্তন করেন যে, যে রাজা স্কটদের ধর্ম্ম, স্বাধীনতা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে নিরাপত্তা সূচক অঙ্গীকার না করিবেন তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্কটগণ স্বীকার করিবে না। ইহাতে রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জেম্সের পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিবার সম্ভাবনা ঘটিল। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইত স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে সংগ্রাম। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড সোমার্স দৃঢ়ভাবে এই অবস্থার প্রতীকারে ব্রতী হইলেন। তিনি মহাসমিতিতে এই মর্ম্মে এক বিল আনয়ন করিলেন যে, দুইটি রাজ্য গ্রেট বৃটেন এই নামে একত্রিত হইবে, সিংহাসনের উত্তরাধিকার ইংল্যণ্ডীয় আইন স্থির করিবে, এবং একটি মাত্র মহাসমিতি উভয় দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইবে। স্কট ধর্ম্মসম্প্রদায় ও স্কট আইনে হস্তক্ষেপ করা হইল না। জন-সভায় ৫১৩ জন ইংরেজের সহিত ৪৫ জন স্কট এবং ওমারাহ্-সভায় ১০৮ জন ইংরেজের সহিত ১৬ জন স্কট প্রতিনিধি রূপে বসিলেন। প্রথমে এই বিলের বিরুদ্ধে নানাবিধ আন্দোলন হইলেও ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা আইনে পরিণত হইল, এবং তখন হইতে দুইটি রাজ্য এক হইয়া মিশিয়া গেল।

স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ডের রাজনৈতিক মিলন (১৭০৭) ও উহার ফলাফল।

রামিয়ী যুদ্ধে জয়লাভের পর হইতে মার্লবরো বিলাতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া

উঠিলেন। হল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণি রক্ষা পাইয়াছিল, ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ফ্রান্স পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ তাঁহারই পরামর্শে পরিচালিত হইতেছিলেন। স্বদেশে তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইয়া দাঁড়ান। স্বয়ং রাণীর উপর তাঁর স্ত্রীর অসাধারণ প্রভাব থাকায় রাজ্য-মধ্যে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় ছিল না। লিউয়িস্ ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ইতালি উভয় স্থানই হারান, কিন্তু স্পেনে তাঁহার প্রাধান্য রক্ষিত হয়। এদিকে হুইগ্ ও নরমপন্থী টোরিদের সাহায্যে তিনি রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড রাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু ইনি মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ করিবার পর হইতে উভয় দলের মিলন দ্বারা কার্য্য করিবার প্রণালী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করে। মার্লবরোকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে হুইগ্ সভ্যদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাণ্ডারল্যাণ্ড তাঁহার পিতা লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ডের ন্যায় অতিশয় জেদী ও উগ্র প্রকৃতির ছিলেন। তিনি হুইগ্ দল দ্বারা মন্ত্রিত্ব গঠনে ও টোরি-দিগকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মার্লবরো ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তীব্র প্রতিবাদ সূচক চিঠি লেখেন। হার্লি নিজদলের বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সজাগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অ্যানের উপর মার্লবরোর স্ত্রীর প্রভাব কমিতেছিল ও মিসেস্ ম্যাশাম্ নামক এক রাজসভার স্ত্রীলোকের প্রভাব বাড়িতে থাকে। সেণ্ট জনও তাঁহার পক্ষে যোগ দেন। রাণী অ্যান্ পাকা টোরিপন্থী ছিলেন, মন্ত্রিসভায় হুইগ্‌দের প্রাধান্য তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। আর মার্লবরো তাহাদের সহায়তা করায় তিনি মনে মনে বিরক্ত হন। মার্লবরো নিজে সাণ্ডারল্যাণ্ডের বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী না হইলেও ইয়োরোপে যুদ্ধ-কার্য্য চালাইবার জন্য হুইগ্‌দের দাবী শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তদনুসারে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হার্লি ও সেণ্ট জনকে অপসৃত করিয়া লর্ড সোমার্স, লর্ড হোয়ার্টন ও অন্যান্য হুইগ্ যুবক সভ্যকে লইয়া অ্যান্ মন্ত্রি-সভা গঠনে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার ক্রোধ গিয়া পড়িল মার্লবরোর উপর। এদিকে রামিয়ীর যুদ্ধের পর ফ্রান্স সহসা জাগিয়া উঠিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে স্পেন পুনরধিকৃত হয়, ফরাসী সেনাপতি রাইন নদীর তীরে জয়লাভ করেন, ইউজিন ইতালি হইতে বিতাড়িত হন। পর বৎসর মার্লবরো ফরাসী সৈন্যদিগকে পুনরায় পরাজিত করেন, এবং ইরেজ ও ওলন্দাজ রাজনীতিবিশারদগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া এক দুর্ভেদ্য ফরাসী দুর্গ ভেদ করিতে সমর্থ হন। এই পরাজয়ে ও ফরাসীদের যুদ্ধজনিত অশেষ দুর্দ্দশায় লিউয়িস্ বিচলিত হইলেন। তিনি নিজ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন। তিনি এই অঙ্গীকার দিলেন যে, তিনি স্পেনের ফিলিপকে আর সাহায্য করিবেন না, ওলন্দাজদের সীমা হিসাবে দশটি দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন, জয়-লব্ধ দেশসমূহ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে প্রত্যর্পণ, অ্যান্‌কে ইংল্যাণ্ডের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার ও দ্বিতীয় জেম্‌সকে পরিত্যাগ এবং ডানকার্কের দুর্গ ভূমিসাৎ করিবেন। মার্লবরো এই সন্ধিতে সম্পূর্ণরূপে সম্মত ছিলেন। সমগ্র দেশ শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া

বিলাতে সমুদায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মার্লবরোর প্রাধান্য : টোরি ও হুইগ্‌দের মিলিত মন্ত্রি-সভা গঠনের প্রয়াস।

লর্ড সাণ্ডারল্যাণ্ডের মন্ত্রি-সভা ও হুইগ্‌দের জয়লাভ (১৭০৬)।

বার বার যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের দুর্দ্দশা এবং লিউয়িস্ কর্ত্তৃক সন্ধির চেষ্টা (১৭০৮)।

উঠে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিকামী হন রাণী অ্যান্। অ্যান্ যথার্থ পরাক্রমশালী রাণীর মত রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কোন একটি রাজনৈতিক দল প্রাধান্য লাভ করে ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। উভয় দল হইতে লোক লইয়া তিনি মন্ত্রি-সভা গঠনের প্রয়াসী। কিন্তু যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডে টোরিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। অথচ তিনি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে হুইগ্দের হাতে গিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, যদি কোন প্রকারে যুদ্ধশান্তি হয়, তাহা হইলে মার্লবরো ও হুইগ্দের হাত হইতে রক্ষা পান। সুতরাং তাঁহার পক্ষে শান্তিকামী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হুইগ্গণও নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত যুদ্ধ চালাইতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সুতরাং ফরাসীরাজের সন্ধির প্রস্তাবের উত্তরে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, সমগ্র স্পেনিশ রাজ্য অষ্ট্রিয়ান্ রাজকুমারকে অর্পণ করিতে হইবে। ফ্রান্স তাহাতেও সম্মতির ভাব দেখাইলে তাঁহারা এই অসম্ভব দাবী করিলেন যে, লিউয়িস নিজ সৈন্যদের সাহায্যে তাঁহার পৌত্রকে স্পেনের সিংহাসন-ত্যাগে বাধ্য করিবেন। বলা বাহুল্য, লিউয়িস্ তাহাতে রাজী হইলেন না। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে মালপ্ল্যাচেটের ভীষণ যুদ্ধ প্রমাণিত করিল, দেশবাসীর নিকট তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। ফরাসীদের ১২ হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইল, কিন্তু মিত্র পক্ষের দ্বিগুণ লোক মারা গেল। এই ভীষণ রক্তপাতে দেশের মধ্যে যুদ্ধ-বিতৃষ্ণা আরো বাড়িয়া গেল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের সন্ধির প্রস্তাব যখন আবার নামঞ্জুর হইল, তখন লোকে ভুল করিয়া ভাবিল ইহার মূলে মার্লবরো আছেন। হুইগ্দের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্বেষ ও আন্দোলন দেখা দিল। এই আন্দোলন আরম্ভ হইল ডক্টর সাচেভেরেল নামক এক ব্যক্তির বিচার সম্পর্কে। মার্লবরোর নিষেধ সত্ত্বেও হুইগ্ মন্ত্রিগণ ইঁহাকে ইঁহার মতের জন্য ওমরাহ্-সভায় অভ্যিযুক্ত করেন। তাহাতে দেখিতে দেখিতে টোরি ও হুইগের বিবাদ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। সামান্য অতিজন দ্বারা সাচেভেরেল দোষী সাব্যস্ত হইলেও তাঁহাকে নামমাত্র শাস্তি দেওয়া হয়। টোরিগণ ইহা নিজেদের বিজয় বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু তাহারা ইহার পর নিশ্চিন্ত থাকিল না। সেণ্ট জন এই সময়ে এক নূতন অস্ত্র ব্যবহার করিলেন: সংবাদপত্রে এবং নানা পুস্তিকায় হুইগ্, ফরাসী-যুদ্ধ ও মার্লবরোর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ ও প্রচার চলিতে লাগিল। ফলে সাচেভেরেলের বিচারের পর অ্যান্ সম্পূর্ণরূপে মার্লবরোর স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। মার্লবরো হুইগ্দের সহায়তা চাহিলেন। সেণ্ট জন প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন, আর হার্লি গোপনে তাঁহার কাজ করেন। তিনি হুইগ্দিগকে বুঝাইলেন রাণী শুধু মার্লবরোকে হীন করিতে চাহেন সুতরাং যখন সাণ্ডারল্যাণ্ড (এক্ষণে তাঁহার জামাতা), ও মার্লবরোর প্রিয়তম বন্ধু গডলফিন পদচ্যুত হইলেন, তখন তাঁহারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। অন্য দিকে, অ্যান্ যখন হুইগ্ পরামর্শদাতাদিগকে বিদায় দিয়া হার্লি ও সেণ্টজনের নেতৃত্বে টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন করিলেন, তখন মার্লবরোকে তাঁহার নিজ দলের সহিত সম্মিলিত করা হইবে এই প্রলোভন দেখাইয়া চুপ করাইয়া রাখা হইল। টোরিদের সহিত মিলনের আশায় তিনি

যুদ্ধ থামিয়া গেলে হুইগ্দের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় হুইগ্ মন্ত্রি-সভা কর্ত্তৃক ফ্রান্সের প্রস্তাবিত সুবিধাজনক সন্ধি নামঞ্জুর (১৭১০)।

মার্লবরো ও হুইগ্দের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্বেষ ও আন্দোলন: হার্লি ও সেণ্ট জনের কৃতিত্ব।

হার্লি ও সেণ্ট জনের ষড়যন্ত্রের ফল: রাণী অ্যান্ কর্ত্তৃক হুইগ্ মন্ত্রি-সভার বিদায়; হার্লি ও সেণ্টজনের নেতৃত্বে টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন;

নিজের স্ত্রীর পদচ্যুতিও সহ্য করিলেন এবং কথা দিলেন টোরিদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। টোরিদের সহিত মিলন হইয়া গিয়াছে—এই বিশ্বাসেই তিনি তাঁহার ফ্ল্যাণ্ডার্সস্থিত সৈন্য হইতে কতক সৈন্য ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা অভিযানে পাঠান। নিজ সৈন্যবাহিনী এইরূপে দুর্ব্বল করার ফলে তিনি কোনক্রমেই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিলেন না। সেণ্ট জন মার্লবরোর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এক্ষণে মার্লবরোর যুদ্ধে অসামর্থ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সেণ্ট জন মহাসমিতির সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব আনিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড বলিংব্রোকের (সেণ্ট জন) চেষ্টায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধি হইল। মার্লবরো যেই বুঝিলেন যে, তিনি বিরূপ প্রতারিত হইয়াছেন, অমনি টোরি মন্ত্রিগণের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিলেন। তিনি ইংল্যণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ওমরাহ্-সভা সন্ধির প্রস্তাব বাতিল করিল। কিন্তু রাণী ও জন-সভার সমর্থন এবং দেশব্যাপী যুদ্ধ-বিদ্বেষের জন্য হার্লি এই বিরোধিতা বিফল করিতে সমর্থ হইলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ১২ জন নূতন ওমরাহ্ সৃষ্টি করিয়া ওমরাহ্-সভার হুইগ্ অভিজনকে শক্তিহীন করিয়া দেওয়া হয়। মার্লবরো পদচ্যুত এবং জন-সভা কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে অভিযুক্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংল্যণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইহার পর শান্তি-বিরোধী আর কেহ রহিল না। উট্রেক্টে ফ্রান্স, ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। মিত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত অষ্ট্রিয়া সম্রাটও এক ভিন্ন সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বুর্বঁ বংশকে ফ্রান্স ও স্পেন অধিকারে বাধা দেওয়া সফল হইল না। ব্যবস্থা থাকিল বটে যে, এক ব্যক্তি কখনো এই দুই দেশের রাজা হইবেন না, এবং ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর ফিলিপ সকল দাবী ত্যাগ করিলেন। ফিলিপ স্পেন ও ইন্দীজ্ রাখিলেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার নূতন সম্রাট্ চার্লস্‌কে ইতালি, নীদারল্যাণ্ড ও সার্ডিনিয়া এবং স্যাভয়ের সামন্তকে সিসিলি এবং ইংল্যণ্ডকে মাইনর্কা ও জিব্রাল্টার দিতে হইল। ফ্রান্স দেশের প্রান্তে ওলন্দাজ দুর্গ রাখিতে, ডানকার্ককে সৈন্যহীন করিতে এবং অ্যানের ও হ্যানোভার বংশের বিলাতী সিংহাসনে দাবী স্বীকারে আর দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রের দূরীকরণে স্বীকৃত হইল।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের সন্ধি (১৭১১);

মার্লবরোর পতন (১৭১২)।

উট্রেক্টের সন্ধি: ফ্রান্স, ইংল্যণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে সন্ধি স্থাপন।

স্বদেশে মহাসমিতিতে হুইগ্‌দিগের তখনো যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। বলিংব্রোক ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক সন্ধির জন্য এক বিল আনয়ন করিলে ওমরাহ্-সভা তাহা নামঞ্জুর করে। হুইগ্‌দল ভাবিয়াছিল যে, হ্যানোভার বংশ সিংহাসনে বসিলে তাহাদের প্রভাব বাড়িবে, কারণ হ্যানোভার বংশীয় জর্জ টোরিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। অন্য দিকে, টোরিগণও জর্জের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও জ্যাকোবাইট্‌দের সহিত কোন কোন টোরির সহানুভূতি থাকায় এক্ষণে লোরেইনে অবস্থিত দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রের সহিত তাঁহাদের চিঠিপত্র চলিতেছিল। কিন্তু বিলাতের সিংহাসনে জর্জের আরোহণ কি প্রকারে ঘটিবে, তাহা লইয়া হার্লি ও বলিংব্রোকে বিষম মতভেদ হয়। হার্লি বাল্যকালে প্রেস্‌বিটেরিয়ান্‌দের মধ্যে পালিত হওয়ার দরুণ নরমপন্থী টোরি ও হুইগ্‌দের মিলনের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু বলিংব্রোক চাহিলেন যে, ভাবী রাজা যাহাই

মন্ত্রি-সভা গঠন বিষয়ে হার্লি ও সেণ্ট জন (বলিংব্রোক) এর বিরোধ: বলিংব্রোকের পরামর্শে চালিত রাণী অ্যান্ কর্ত্তৃক হ্যানোভার বংশকে বিলাতের সিংহাসনে বসিতে দেওয়া বিষয়ে সংশয় প্রকাশ (১৭১৪)

হউন, অতিশয় শক্তিশালী টোরি দল গঠন করিয়া রাজাকে নিজ নীতি অনুসারে চালাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল হুইগ্‌কে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হার্লি হুইগদের সহিত আপোষের চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় বলিং-ব্রোক এক বিল আনয়ন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। এই বিল পাশ হওয়াতে টোরি ও হুইগের মধ্যে বিরোধ ত বিষম হইয়া দাঁড়াইলই, অধিকন্তু ইহা হার্লির পক্ষে বিশেষ অপমানকর হইল। হুইগ্‌গণ এই বিলকে জ্যাকোবাইটদের মৎলব পূর্ণ করিবার উপায় বিবেচনা করিয়া জর্জ্জের মাতা সোফিয়াকে সাবধান করিল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংল্যণ্ডস্থ হ্যানোভারের রাজদূত এই দাবী করেন যে, সোফিয়ার পুত্র কেম্ব্রিজের সামন্ত দ্বিতীয় জর্জ্জ মহাসমিতির ওমরাহ্ নির্ব্বাচিত হউন। এই দাবীর উদ্দেশ্য ছিল রাণী অ্যানের মৃত্যু হইলে তখন হ্যানোভার বংশীয় উত্তরাধিকারীকে সম্মুখে উপস্থিত রাখা। কিন্তু অ্যান্ ভুল বুঝিলেন। তিনি ভাবিলেন ভবিষ্যতে যাহাতে টোরিরা শাসন-কার্য্য না চালাইতে পারে সেই জন্য এই ষড়যন্ত্র। বলিংব্রোক তাঁহার ক্রোধে আরো ইন্ধন যোগাইলেন এবং অ্যান্ লিখিয়া পাঠাইলেন, এরূপ করিলে জর্জ্জ সিংহাসন নাও পাইতে পারেন। এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া সোফিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সকল চিঠিপত্র প্রকাশিত হইলে হুইগ্ ও নরমপন্থী টোরি উভয়েই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে অ্যান্ হার্লিকে অক্সফোর্ডের আর্লপদ দিলেও, বলিংব্রোক তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, হার্লি হ্যানোভার বংশের পোষক; ফলে হার্লি পদচ্যুত হন ও বলিংব্রোকের ইচ্ছানুযায়ী শক্তিশালী এক টোরি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখন দুই পক্ষই ঘরোয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হুইগ্‌রা স্থির করেন যে, রাণী অ্যানের মৃত্যুর পরই তাঁহারা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিবেন। ইঁহারা ফ্ল্যাণ্ডার্স হইতে মার্লবরোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিংব্রোক দ্বিতীয় জেম্‌সের পক্ষপাতী লোক ও জ্যাকোবাইট্‌দিগকে বিশেষ ভাবে দলে টানিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের ও নিজদলের শক্তি বৃদ্ধি করা। হুইগ্‌দের দুইটি বড় কীর্ত্তি, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ড ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে আক্রমণ করিবার ও উত্তমর্ণদের উপর কর বসাইবার তিনি উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই হার্লির পদচ্যুতির তিন দিন পরে হঠাৎ অ্যানের হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। টোরি মন্ত্রি-সভায় পরামর্শ সভার সভাপতি, বলিংব্রোকের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রুসবেরির গোপন সহযোগে আর্গাইল ও সামারসেটের হুইগ্ ওমরাহ্‌দ্বয় উপস্থিত থাকিয়া হ্যানোভার বংশকে বিলাতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করাইলেন। রাণী অ্যান্ তাহাতে সম্মতি দেন। শ্রুসবেরি প্রধান কোষাধ্যক্ষ হন। জ্যাকোবাইট্‌রা বিদ্রোহ করিতে সাহস করিল না। ১০ই আগষ্ট তারিখে অ্যানের মৃত্যু হইলে জর্জ্জ বিনা বাধায় ইংল্যণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বলিংব্রোক কর্তৃক শক্তিশালী টোরি মন্ত্রি-সভা গঠন। টোরি ও হুইগ্‌দের মধ্যে আসন্ন ঘরোয়া যুদ্ধ।

রাণী অ্যা'নের মৃত্যুকালে শ্রুসবেরির ষড়যন্ত্রের ফলে বলিংব্রোকের প্রচেষ্টার বিফলতা; অ্যান্ কর্তৃক হ্যানোভার বংশীয় জর্জকে বিলাতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা (১৭১৪)।

উইলিয়্যামের রাজত্বের পর হইতে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত ইংল্যণ্ডের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়। উইলিয়্যাম ষ্টুয়ার্টবংশীয়দিগকে বিলাতের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের নানা রাষ্ট্র লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠন

করিয়াছিলেন। ফ্রান্স দ্বিতীয় জেম্‌সের পোষকতা করায় ঐ সঙ্ঘ আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন হইল। তখন দেখা গেল যে, উইলিয়্যাম ও মার্লবরো মিত্রশক্তিপুঞ্জের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। উট্রেক্টের সন্ধির পর ইয়োরোপীয় শান্তি-রক্ষার প্রধান দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের উপর পড়িল। হ্যানোভার বংশকে বিলাতের সিংহাসনে আসীন করিবার জন্যও এই শান্তির প্রয়োজন ছিল। আর যতক্ষণ বিলাতের সিংহাসনের জন্য ষ্টুয়ার্টবংশীয় কেহ দাবী করিত, ততক্ষণ টোরি বা হুইগ্ সকলেরই নীতি হইত নব গঠিত সংজ্ঘকে জীবিত রাখা। ইহার একটা ফল এই হইয়াছিল যে, এই সময়কার ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক ইতিহাস নানাবিধ সন্ধি, সমিতি ও কূট চালে পরিপূর্ণ দেখা যায়। আর ইংল্যাণ্ড তন্মধ্যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ইংল্যাণ্ডের কৌশলেই উট্রেক্টের সন্ধির পর পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তি রক্ষিত হয়। এই সময়ে প্রুশিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গঠিত হওয়ায় ইয়োরোপব্যাপী বিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে বিলাতের সমধিক মর্য্যাদা-বৃদ্ধি।

ইংল্যাণ্ডের অবলম্বিত নূতন নীতির ফলে শুধু যে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত উহার রাজনৈতিক সংস্পর্শ ঘটিল তাহা নহে, অধিকন্তু ইয়োরোপের চিন্তা ও নৈতিক জগতেও ইংল্যাণ্ডের প্রভাব বাড়িয়া গেল। এযাবৎ ইতালি ও ফ্রান্সের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু ফরাসী বা ইতালীয়ান্‌রা বিলাতী সাহিত্য ও চিন্তারাশির কোন সংবাদ রাখিত না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। উইলিয়্যাম ও মার্লবরো সৈন্যসামন্ত-গোলাগুলির সহিত বিলাতী ধ্যানধারণাও বহন করিয়া লইয়া গেলেন। বিদেশীরা যত্নের সহিত ইংরেজী শিখিতে লাগিল, ইংরেজদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইল ও অনেকে ইংল্যাণ্ডে বেড়াইতে আসিল। লোকে জানিল ইংরেজী সাহিত্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে। সেক্‌স্‌পীয়ার, রিচার্ডসন, সুইফ্‌ট অনূদিত ও পঠিত হইলেন। ইংল্যাণ্ডের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ ছিল ফ্রান্সের। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ভল্টেয়ার ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লওয়ার পর হইতে ইয়োরোপের লোকেরা এমন এক দেশের খবর পাইল, যেখানে স্বাধীন মতামতে ও বাক্যে কেহ বাধা দেয় না; তাঁহারই লেখা হইতে বিলাতী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এবং এখন হইতে ফরাসী-বিপ্লব পর্য্যন্ত ফরাসী চিন্তার উপর ইংরেজী চিন্তার ছাপ দেখা যায়। মণ্টেস্‌কু বিলাতী রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া অনুসন্ধান করেন, বাফন বিলাতী বিজ্ঞানের সাহায্য লন এবং রাষ্ট্র ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রুশোর অধিকাংশ ধারণা লকের গ্রন্থাবলী আলোচনার ফল। অবশ্য ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সময়ে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ধর্ম্মগত বিবাদের অবসান, শিক্ষার দ্রুত উন্নতি, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ে অনুসন্ধানের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। লোকের চিন্তাপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত, সংসারাসক্ত ও গদ্য আকারে দেখা যায়। গীতি কবিতার যুগ চলিয়া গিয়াছিল। গদ্য সাহিত্যও স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা লাভ করে। ড্রাইডেন বিলাতী কবিদের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি হইতেছে লেখক-শ্রেণী বলিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করা। তিনিই প্রথম সকল

ইয়োরোপীয় চিন্তা ও কার্য্যে বিলাতের প্রভাব: ইংল্যাণ্ডের শিল্প, জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের ঔৎসুক্য।

কবি ড্রাইডেনের নেতৃত্বে ইংরেজী কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের সমধিক উন্নতি।

করেন যে, তিনি একমাত্র লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবেন। গদ্য ও পদ্যের লেখক হিসাবে ড্রাইডেন সাহিত্যকে এক নূতন শক্তি দান করিলেন, যাহা উত্তরকালে মানব-মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ড্রাইডেন নূতন বিলাতী কাব্যের স্রষ্টা ও উৎসাহদাতা। তাঁহার হাতে কাব্য সাহিত্য সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা তাঁহার সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার গদ্যসাহিত্য এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজী ভাষার এরূপ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি পূর্ব্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। সংবাদপত্র চালাইবার পক্ষে এই ভাষার উপযোগিতা বাড়িয়া যায় এবং দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ বহুল পরিমাণে ইংরেজদের শিক্ষার ভার লয়। উহা নাগরিক জীবনের ভাবসমূহ প্রকাশের যোগ্যতা লাভ করে। এই সময়ে জাতীয় জীবনে শহরের, বিশেষত লণ্ডনের প্রভাব দিন দিন বাড়িতে থাকে। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া নয়, শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিরা আসিয়া শহরে জমায়েৎ হন। এই সময়ে কাফির প্রচলন বিস্তৃতভাবে হয়। লোকে কাফি খাইবার টেবিলের চারিদিকে জড়ো হইয়া গল্প করিতে ভালবাসিত। এইরূপে রচনা বা প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। অ্যাডিসন, ষ্টীল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভলেখকগণ সহজ, সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিয়া সাহিত্যে এক নবধারার প্রবর্ত্তন করেন। রচনা-লেখকগণ গভীর বিষয়সমূহ লইয়া দুরূহ বা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভাষায় কিছু লিখিতেন না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের প্রতিদিনকার উত্তেজনাহীন জীবন তাঁহাদের আদর্শ ছিল। আধুনিক উপন্যাসের জন্ম এই সময়ে।

গদ্যসাহিত্যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গী; সংবাদ-পত্রসমূহের বহুল প্রচার ও উপকারিতা; সাহিত্যে নাগরিক জীবন প্রতিফলিত; আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি।

লোকের রসবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রনীতিতে সর্ব্বত্র একটা সংযমের ভাব এবং লোকদের মধ্যে সৌজন্যের চর্চ্চা দেখা দিতেছিল। অথচ বলিংব্রোকের সময় হইতে বার্কের সময় পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে তুমুল বিবাদ চলে। একে অন্যকে এমন সকল ভাষা প্রয়োগ করিতেন যাহা আজিকার লোকের কানে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু তথাপি একথা বলা চলে যে, মানুষ হিসাবে উপরি উক্ত সময়কার রাষ্ট্রনীতিবিশারদ্‌গণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। একটা জিনিষ লক্ষ্য কবিবার বিষয় এই যে, ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পবিত্রতাবাদিগণের জয়লাভের পর হইতে জনমত সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে। উহা দীর্ঘ মহাসমিতিকে সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাজার উপর জয়ী করে; আবার পবিত্রাবাদীদের সহিত বিরোধ ঘটিলে পবিত্রতাবাদকে সমূলে তাড়াইয়া দেয়; ষ্টুয়ার্টদের সিংহাসনে বসানো ও সিংহাসন-চ্যুত করাও উহারই কাজ। উইলিয়্যাম বা মার্লবরো উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, এমন শক্তি ছিল না। ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, জাতির বিশেষ সঙ্কটকালেই জনমত নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিত। অন্য সময়ে উহার অস্তিত্ব বুঝা কঠিন ছিল। সেই জন্য হুইগ্‌ ও টোরির বিবাদ সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যখন সমগ্র দেশ টোরিভাবাপন্ন তখন জন-সভা হুইগ্‌দের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

জনমতের সবিশেষ ক্ষমতা-বৃদ্ধি ও তাহার ফল।

নিজেদের মধ্যে নানা উপদল থাকায় টোরিদের সঙ্কটজনক অবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে স্বেচ্ছায় অপসারণ।

এই সময়ে বিলাতী টোরিদিগের নিকট এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। হুইগ্ শাসনকে স্বীকার করিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত বিরক্তিকর এবং ক্যাথলিক রাজাকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানো অসম্ভব ছিল। ইংল্যাণ্ডে বলিংব্রোকের টোরি-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কিরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (পৃঃ ৬২২)। ইহার পর টোরিদের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা ছিল,—তাহা ষ্টুয়ার্টদিগকে পুনরায় বিলাতের সিংহাসনে বসানো। এরূপ করিলে তাহাদের অনেক ইচ্ছা পূর্ণ হইত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক বিষয় আসিত। ষ্টুয়ার্টগণ কিছুতেই নিজ ক্যাথলিক ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিতেন না এবং দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলে আবার বিলাতী স্বাধীনতা খর্ব্ব হইত। নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও টোরিগণ তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে টোরিগণ যে হ্যানোভার বংশের সিংহাসন-লাভে বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাহা নূতন রাজার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাঁহার প্রথম মন্ত্রি-সভায় টোরিগণ স্থান পাইলেও তাহারা উহা গ্রহণে অস্বীকার করেন। জন-সভায় টোরি সভ্যের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ জন। টোরিদের নিজেদের মধ্যে বিভাগ হওয়ায় তাঁহাদের শক্তি আরো কমিয়া যায়। একদল ষ্টুয়ার্ট বংশের সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। বলিংব্রোক প্রভৃতি কয়েকজন ইংল্যাণ্ড হইতে পলাইয়া গিয়া দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রের সহিত যোগ দেন। স্বদেশে কয়েক জন জ্যাকোইবাট্‌দের সহিত মিলিত হইয়া উহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু অধিকাংশ টোরি বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতি বিদ্বিষ্ট থাকিলেও রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বিলাতের নৈতিক অবস্থা।

টোরিগণ অপসৃত হওয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে হুইগ্‌দিগের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূর্ব্বেকার প্রভাব এখন আর ছিল না। ইংল্যাণ্ডবাসীর অন্তরে ধর্ম্মপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকিলেও বাহ্যত ধনী ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা যাইত। লোকের শক্তি ধর্ম্ম-চর্চ্চায় ব্যয়িত না হইয়া রাষ্ট্রনীতি ও সাংসারিক লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইত। লোকের নৈতিক আদর্শ স্খলিত হইয়া পড়ে; বিবাহ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কেহ দোষের মনে করিত না। জন-সাধারণের অবস্থা গরীবদের সম্পর্কিত আইনের অপপ্রয়োগে শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সর্ব্বত্র শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার ছিল। শহরগুলিতে স্বেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত। পুলিশের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অভাব, চোরডাকাতের উপদ্রব, মাদক দ্রব্যের বহুল প্রচলন ত ছিলই, অধিকন্তু যাজকদিগের আলস্য ও কর্ত্তব্যবিমুখতা লোককে আরো ধর্ম্মে উদাসীন করিয়া দিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের প্রভাব যে কমিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিলাতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মহাসমিতির দুই প্রধান বিরোধী ছিল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাজ-শক্তি। তন্মধ্যে ধর্ম্মসম্প্রদায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে আর রাজশক্তি সহায় হয়। পূর্ব্বে উইলিয়্যাম লোকদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু অ্যান্ রাজাদের পূর্ব্বপ্রভাব ফিরিয়া পান।

ধর্ম্মসম্প্রদায় বিলাতী রাষ্ট্রনীতিতে কিরূপে ক্ষমতাহীন হয়।

অ্যানের পর হ্যানোভার বংশের যে দুই জর্জ ক্রমে ক্রমে রাজা হন তাঁহারা লোক হিসাবে যতই ভাল হউন, অতি দুর্ব্বল ছিলেন। উইলিয়াম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অনুসারে চলিলেও পররাষ্ট্রে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। অ্যান্ স্বরাষ্ট্র বিষয়েও মার্লবরো বা অন্য কোন মন্ত্রীর পরামর্শ দ্বারা চালিত হইতেন না। হ্যানোভার বংশ রাজসিংহাসন পাইবার পর হইতে রাজাদের ক্ষমতা অনেক কমিয়া গেল। টোরিদের পর রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা হুইগ্‌দের হাতে গিয়া পড়ে; হ্যানোভার বংশের রাজারা জানিতেন হুইগ্‌দের নিমিত্তই তাঁহারা সিংহাসন পাইয়াছেন। সুতরাং রাজা হুইগ্‌দের সহায় হইলেন। অ্যানের মৃত্যুর পর কোন রাজা ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত থাকেন নাই, অথবা মহাসমিতি প্রণীত কোন আইন নামঞ্জুর করেন নাই। সোজা ভাষায় বলা চলে, ইংল্যণ্ড এই সময়ে হুইগ্ মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। রাজাদের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রাজার নিজ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খুব কম ছিল। রাজার সহায়তা পাইয়া এবং টোরিদিগকে মহাসমিতি ত্যাগে বাধ্য করিয়া হুইগ্ মন্ত্রিগণ নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু এই দল যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অতিজন দলরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহার প্রধান কারণ তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা। টোরিগণ নানা শাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিহীন হন। কিন্তু হুইগ্‌গণ একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদকে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। হুইগ্ দলপতিগণ শুধু নিজদলের শক্তি বাড়াইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা জন-সভায় নিজেদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অবিরত অতিজন রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। শান্তি, কর-হ্রাস প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহারা লোকেদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। অর্থ উৎকোচ দিয়াও কোন কোন জনপদকে দলে টানা হইত। কিন্তু ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে শাসন, ধর্ম্ম ও বক্তৃতার বিষয়ে যে স্বাধীন অধিকারসমূহ লাভ করিবার জন্য বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেগুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হুইগ্‌গণ সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিলেন। ইঁহারাই প্রত্যেক ইংরেজের মনে আইনপরতন্ত্র শাসনের ব্যবস্থা বদ্ধমূল করেন। এমন হইল যে, মতের অনৈক্যের জন্য কেহ নিপীড়িত হইতে পারে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ, সুবিচারের অভাব হয় বা মহাসমিতির সাহায্য ভিন্ন শাসন চলে এমন কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

হুইগ্‌দের সহায়করূপে হ্যানোভার রাজবংশ।

ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্ষমতাহীন ও রাজা সহায় হওয়ায় হুইগ্‌দের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও সেই ক্ষমতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত হুইগ্‌দের অবিরত চেষ্টা।

মহাসমিতিতে অতিজন হুইগ্ দল।

যাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ও অধ্যবসায়ের ফলে ইংল্যণ্ডে নূতন নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাঁহার নাম রবার্ট ওয়ালপোল। ওয়ালপোলের জন্ম ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি উইলিয়ামের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে তাঁহার অসংখ্য শত্রু হইয়াছিল, এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে বহুবিধ আক্রমণ সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তিনি কখনো কাহাকেও স্বাধীন মতের জন্য নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া শাস্তি দেন নাই। তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে, দেশে টোরি বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি কত। দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্র ক্যাথলিক, কিন্তু ভবিষ্যতে ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় কেহ যদি ইংল্যণ্ডের

রবার্ট ওয়ালপোল।

ধর্ম ও আইন গ্রহণ করেন তাহা হইলে হ্যানোভার বংশের উচ্ছেদ হইতে পারে, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং হ্যানোভার বংশ যাহাতে স্থায়ীভাবে বিলাতের সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজন শান্তিরক্ষা। স্বদেশে যাহাতে ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত না হয়, ওয়ালপোল সেজন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন কোন সংস্কারের গুরুত্বই জাতীয় মিলন অপেক্ষা অধিক নহে। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইয়োরোপীয় কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হইবে ফ্রান্সকে জ্যাকোবাইটদের ও জেম্‌সের সাহায্যকরণের সুযোগ দেওয়া। ওয়ালপোল নীতিরূপে শান্তিরক্ষা করিতে চাহিলেও তাঁহার পক্ষে তাহা অবলম্বন করা সহজ ছিল না। কারণ, হুইগ্ দল বা রাজার উপর তখনো তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অ্যানের রাজত্বের শেষভাগে তিনি টোরিদের ঘোর বিরুদ্ধতা সহ্য করিলেও এবং ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন এক অজুহাতে কারাগারে প্রেরিত হইলেও, প্রথম জর্জের রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ণক্ষমতা লাভে বিলম্ব ছিল। হ্যানোভার বংশের প্রথম মন্ত্রি-সভা সম্পূর্ণভাবে হুইগ্‌দের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও মার্লবরো তাহাতে স্থান পান নাই; ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে হোয়ার্টন ও হ্যালিফ্যাক্সের মৃত্যু হয় এবং ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সোমার্সের মৃত্যু ও মার্লবরোর অকর্ম্মণ্যতা ঘটে। নূতন রাষ্ট্র-সচিব লর্ড টাউনসেণ্ডের হাতে রাজা শাসন-ভার দেন। ইহাকে প্রথম জর্জ যে কারণে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা এই যে, ইনি হল্যাণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক এক সন্ধি স্থাপন করিতে সমর্থ হন এবং হল্যাণ্ড হ্যানোভার বংশকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। টাউনসেণ্ডের মন্ত্রি-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন লর্ড ষ্ট্যানহোপ। ইহাকে ওমরাহ্-পদে উন্নীত করা হয়। টাউনসেণ্ডের শ্যালকরূপে ওয়ালপোল মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ করেন এবং ক্রমে ক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদ পান। এই সময়ে জেম্‌স সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হন। কারণ, ইংল্যাণ্ডে জ্যাকোবাইটদের সংখ্যা ছিল অল্প এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পতনে টোরিগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। জেম্‌সের রাষ্ট্র-সচিব বলিংব্রোক সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস ও ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লিউয়িসের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ফরাসীরাজের মৃত্যু হওয়াতে ফ্রান্সের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আর কোন আশা রহিল না। সুইডেনের সহায়তাও ব্যর্থ হইল। বলিংব্রোক প্রভৃতি মন্ত্রীদের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া জেম্‌স মারের আর্লকে স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিতে বলিলেন। কিন্তু মারের আলস্য এবং জেম্‌সের অকর্ম্মণ্যতার ফলে জেম্‌সের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। জেম্‌স্ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে সামান্য কয়েকটি খণ্ড-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু যেই খবর আসিল যে, স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহ হইয়াছে এবং ফরাসী আক্রমণ আসন্ন অমনি হুইগ্ ও টোরি পরস্পর বিবাদ ভুলিয়া রাজার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল। সৈন্যবাহিনী রাজা জর্জের সমর্থন করিল। জ্যাকোবাইট্‌দের দলপতিকে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল।

ওয়ালপোলের অবলম্বিত রাষ্ট্র-নীতি।

টাউনসেণ্ডের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭১৬)।

জেম্‌স্ কর্তৃক স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহ উদ্দীপিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

অক্সফোর্ডস্থিত জ্যাকোবাইট্‌দের সহায়তায় স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত সৈন্যদল বিদ্রোহ করিল বটে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

মহাসমিতি কর্ত্তৃক সপ্তবার্ষিকী বিল পাশ (১৭১৬)।

নূতন মন্ত্রি-সভা এই সময়ে মহাসমিতিতে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ইহার পূর্ব্বে সংশয়বাদীদের শপথগ্রহণ সম্বন্ধে যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। উইলিয়্যামের রাজত্বকালে মহাসমিতির কার্য্যকাল তিন বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ তিন বৎসর পর পুনর্নির্ব্বাচন হইত। জন-সভা এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, স্থিরভাবে নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে কাজ করিবার সুবিধালাভের জন্য উহার মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইল। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে হুইগ্‌গণও মহাসমিতিতে নিজেদের প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হন। ফলে তাঁহারা এক সপ্তবার্ষিকী আইন পাশ করিয়া মহাসমিতির আয়ুষ্কাল সাত বৎসর করিলেন।

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ডের সমঝোতা।

উইলিয়্যামের দূরদৃষ্টি তাঁহাকে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইংল্যণ্ডের এক সমঝোতা সাধনে প্রণোদিত করিয়াছিল। প্রথম জর্জ্জও অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহা করিলেন। তিনি জানিতেন জেম্‌স্ লোরেইণে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে দূরতর কোন প্রদেশে পাঠাইতে হইলে প্রয়োজন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন। এদিকে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চতুর্দ্দশ লিউয়িসের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে এক বিষম রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। বালক রাজা পঞ্চদশ লিউয়িসের অভিভাবকরূপে অরলেঁঅঁর সামন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে-ছিলেন। বালক রাজার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না, এবং উট্রেক্টের সন্ধি অনুসারে স্পেনের ফিলিপ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করায় অরলেঁঅঁর সামন্তের তাঁহার পরে সিংহাসন পাইবার কথা। কিন্তু এক্ষণে ফিলিপ তাঁহার দাবী ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে ফ্রান্সের এক শক্তিশালী দলের সহিত মিলিত হইয়া অরলেঁঅঁর সামন্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আর এ বিষয়ে স্পেনবাসীদের সকলে একমত ছিল।

ফ্রান্সের সিংহাসনে ভগ্নস্বাস্থ্য বালক-রাজা পঞ্চদশ লিউয়িস ও তাঁহার অভিভাবক।

ফরাসী সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত স্পেন : স্পেন বনাম ইয়োরোপীয় শক্তি-সঙ্ঘ।

প্রত্যেক স্পেনিয়ার্ড তাহার সমুদয় হৃতরাজ্য, ইতালীয় উপনিবেশসমূহ, জিব্রল্টার এবং আমেরিকার একচেটিয়া বাণিজ্যে অধিকার ফিরিয়া পাইবার স্বপ্ন দেখিত। কিন্তু স্পেনের পক্ষে তাহার হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধার করার অর্থ সমগ্র ইয়োরোপের বিরুদ্ধতা করা, কারণ ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্র স্পেন সাম্রাজ্যের অংশ পাইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে কাহারও পক্ষে সে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইত না। স্যাভয় সিসিলি, অষ্ট্রিয়া সম্রাট্ নেপ্‌লস্ ও মিলান সহ নীদারল্যাণ্ড এবং ইংল্যণ্ড জিব্রল্টার ও আমেরিকায় বাণিজ্য পাইয়াছিল ; নিজের নিরাপত্তার জন্য হল্যাণ্ড প্রান্তস্থিত দুর্গগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু স্পেন এই বিপদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল। স্পেনরাজ ফিলিপ ফ্রান্সে বালকরাজার অভিভাবকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন, আর তাঁহার মন্ত্রী কার্ডিন্যাল আলবেরোনি জ্যাকোবাইট্‌দের সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাহা হইলে ইংল্যণ্ড উহাদিগকে দমন করিতে গিয়া স্পেনের বিরুদ্ধতা করিবার অবকাশ পাইবে না। কিন্তু দুই স্থানেই স্পেনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তথাপি আলবেরোনি ইতালীয় প্রদেশসমূহ অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। স্যাভয়কে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল

বিবেচনা করিয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনিশ সৈন্যবাহিনী সার্ডিনিয়া দখল করে। অমনি হেগে ইংল্যাণ্ডরাজ ও তাঁহার সেক্রেটারি লর্ড ষ্ট্যানহোপের সহিত ফরাসীরাজের অভিভাবকের সাক্ষাৎকারের ফলে এক সন্ধি স্থাপিত হইল। ফ্রান্স অঙ্গীকার করিল যে, বিলাতের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের দাবী স্বীকার করিয়া লইবে, আর ইংল্যাণ্ড কথা দিল যে যদি পঞ্চদশ লিউয়িসের পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ফরাসী সিংহাসনে অরলেন্স বংশের দাবী মানিয়া লইবে। হল্যাণ্ডও ইহাদের সহিত যোগ দিল। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিশ জলসৈন্য সিসিলি অধিকার করিল বটে, কিন্তু ইহার পর ইংরেজের সহিত যে জল-যুদ্ধ হইল তাহাতে স্প্যানিশ নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আলবেরোনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আবার নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যাত্রা করা মাত্র তাঁহার তরণীসমূহ বিস্কে উপসাগরে ডুবিয়া গেল। এদিকে সুইডেনের রাজার মৃত্যুর পর, স্যাভয় সহ অষ্ট্রিয়া ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেওয়াতে স্পেন নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল এবং স্পেনের উত্তরে ফরাসী সৈন্যবাহিনী আসিয়া আক্রমণ করায় ফিলিপ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি আলবেরোনিকে পদচ্যুত করিলেন এবং সার্ডিনিয়া ও সিসিলি হইতে নিজ সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইলেন। সিসিলি অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কে ও সার্ডিনিয়া স্যাভয়ের সামন্তকে দেওয়া হইল। অধিকন্তু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ স্পেনের সিংহাসনের উপর এবং ফিলিপ মিলান ও সিসিলির উপর সকল দাবী ত্যাগ করিলেন।

স্পেনের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা (১৭১৮)।

প্রথম জর্জ্জ শুধু ইংল্যাণ্ডের রাজা নহেন, হ্যানোভারেরও শাসনকর্ত্তা। বস্তুত তাঁহার নিজের রাজ্য অপেক্ষাও হ্যানোভারের স্বার্থরক্ষার দিকে তাঁহার অধিকতর মনোযোগ দেখা যাইত। রাজ্য লাভ করিয়া তিনি প্রথমেই উত্তর জার্ম্মাণিতে তাঁহার দেশের দৃঢ়তা সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে সুইডেন-রাজের বিরুদ্ধতায় হ্যানোভার বিপন্ন হয়। সুইডেন-রাজ দ্বাদশ চার্লসের অনুপস্থিতির সুযোগে স্লেস্‌হ্বিগ্ ও হোলষ্টাইন সহ ব্রেমেন ও ভের্ডেন জনপদ ডেন্মার্ক গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু চার্লসের ভয়ে হ্যানোভারের সাহায্য পাইবার নিমিত্ত হ্যানোভারকে ব্রেমেন ও ভের্ডেন দান করিয়া এক সন্ধি করে। এদিকে, ষ্টুয়ার্ট বংশকে বিলাতের সিংহাসনে বসাইবার জন্য, চার্লস প্রত্যা-বর্ত্তনের পর আলবেরোনিও রুশিয়ার জার পিটার দি গ্রেটের সহিত সন্ধি করিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফ্রেডারিকশাল অবরোধের সময় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপে প্রথম জর্জ্জ তাঁহার মন্ত্রি-সভাকে যে কাজে প্রবৃত্ত করিলেন তাহাতে ইংল্যাণ্ড হ্যানোভারকে নিজ আশ্রয়ের তলে লইতে বাধ্য হইল। ইংল্যাণ্ডকে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত মিশাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা টাউনসেণ্ড ও ওয়ালপোলের ছিল না, কিন্তু ব্রেমেন ও ভের্ডেন কোন মিত্রশক্তির হাতে থাকিলে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমত সম্মত হন, কিন্তু রুশিয়ান্ সৈন্যবাহিনী যখন মেক্‌লেনবুর্গে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহারা জারের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধা দিলেন। ফলে প্রথম জর্জ্জ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং টাউনসেণ্ড ও ওয়ালপোল অন্য মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিলেন।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক আবর্ত্তনে ইংল্যাণ্ড: ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের প্রবেশে বাধা দেওয়াতে মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধতা ও টাউনসেণ্ডের পদত্যাগ (১৭১৮)।

লর্ড ষ্ট্যানহোপ কর্ত্তৃক গঠিত মন্ত্রি-সভা : জন-সভার ক্ষমতা-হ্রাসের চেষ্টা এবং ওয়ালপোলের বিরুদ্ধতায় তাহার ব্যর্থতা (১৭২০)।

লর্ড ষ্ট্যানহোপ ও সাণ্ডারল্যাণ্ডের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল। ইহারা প্রথমেই চেষ্টা করিলেন আইনের সংস্কার করিয়া হুইগ্ প্রাধান্যকে স্থায়ী করিতে। তাঁহারা জানিতেন যে, জন-সভায় তখন হুইগ্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও জনমতের বিরোধিতায় বা রাজার ইচ্ছায় তাহা বদ্লাইয়া যাইতে পারে। সাণ্ডারল্যাণ্ড সংকল্প করিলেন যে, ওমরাহ্-সভাকে কেন্দ্র করিয়া এমন এক দৃঢ় ও স্থায়ী রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করিতে হইবে যাহা গণশক্তি বা রাজশক্তি কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না। উট্রেক্টের সন্ধিতে সম্মতি পাইবার জন্য ১২ জন ওমরাহের সৃষ্টি দ্বারা ওমরাহ্-সভার উপর রাজার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিগণ এক বিল আনয়ন করিয়া এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন। সেই সময়ে ওমরাহ্-সভায় যতজন সভ্য ছিলেন স্থায়ীভাবে ওমরাহ্দের সংখ্যা তাহাই করিয়া দেওয়া এবং স্কটল্যাণ্ডের জন্য নির্ব্বাচিত ১৬ জন ওমরাহের স্থলে ২৫ জন বংশানুক্রমিক ওমরাহ্ সৃষ্টি করা, এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল। ওয়ালপোল তীব্রভাবে এই বিলের বিরুদ্ধতা করেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন উহা দ্বারা প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে; এক্ষণে শাসনকার্য্য উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে জন-সভার ইচ্ছানুসারে চালিত হইতেছিল, এবং মন্ত্রিগণ এই ইচ্ছা বা হুকুম তামিল করিতেন মাত্র; মন্ত্রিগণের পরামর্শে ওমরাহ্-সভাকে জন-সভার ইচ্ছার নিকট নত করিবার ক্ষমতা রাজার হাতে থাকায় জন-সভা প্রকৃতই নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ ছিল। ওয়ালপোলের বিরুদ্ধতার জন্য প্রস্তাবিত বিলটি নামঞ্জুর হইয়া যায়, এবং ইহার পর ওয়ালপোল ও টাউনসেণ্ড পুনরায় মন্ত্রি-সভায় স্থান পান, যদিও তাঁহারা কোন বড় কাজের ভার পাইলেন না।

ষ্ট্যানহোপের মন্ত্রি-সভার পতন এবং তাহার কারণ।

এলিজ্যাবেথের সময় হইতে স্প্যানিশ আমেরিকার অতুল বৈভবের কথা ইংল্যাণ্ডে প্রচারিত হয়, এবং বিলাতের লোকের মনে লোভের সঞ্চার করে। আমেরিকা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য এই সময়ে এক কোম্পানী গঠিত হইলে, জাতীয় ঋণ লাঘব করিবার আশায় মন্ত্রি-সভা এই কোম্পানির পোষকতা করিতে থাকেন। কোম্পানী নূতন নূতন প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, এবং ফলে ক্রমাগত নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইল। ওয়ালপোল মন্ত্রীদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিক্রিয়া সুরু হইলে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হন। শোকে মুহ্যমান হইয়া ষ্ট্যানহোপ্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সহযোগীদের অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ করেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্র-সচিব ক্র্যাগ্স্ অনুসন্ধানের ত্রাসে মারা যান। কোষাধ্যক্ষ আইলেবি কারাগারে প্রেরিত হন। এই দুর্দ্দিনে রবার্ট ওয়ালপোল আবার কর্ণধার হইয়া দাঁড়ান। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কোষাধ্যক্ষ হন ও তাঁহার ভগিনীপতি টাউনসেণ্ড রাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু মন্ত্রি-সভা গঠনের ভার টাউনসেণ্ডকে না দিয়া তিনি নিজেই রাখিলেন।

ওয়ালপোল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭২১)।

ওয়ালপোলের প্রধান কৃতিত্ব ইংল্যাণ্ডে এবং সমগ্র ইয়োরোপে শান্তি-রক্ষা। কিন্তু ওয়ালপোল ইংল্যাণ্ডের মর্য্যাদা বা প্রভাবের হানি করিয়া শান্তি-রক্ষার প্রয়াসী হন নাই, কারণ কখনো কখনো তিনি এমন সব জটিল বিষয়ে দৃঢ়তা ও কূটবুদ্ধি বলে নিজের মতের প্রাধান্য

সাধন করিতে পারিতেন যাহা অন্য কাহারও পক্ষে যুদ্ধ ভিন্ন সম্ভব হইত না। অন্য দিকে, ওয়ালপোলকে প্রথম বিলাতী রাজস্বতত্ত্ববিৎ মন্ত্রী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতি ব্যতীত কোন দেশ প্রকৃতপক্ষে নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে না। আর তজ্জন্য প্রয়োজন জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও ধনের পথে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু দেশব্যাপী শান্তি রক্ষা করিতে না পারিলে তাহা অসম্ভব। ওয়ালপোল প্রথমেই একশটি বৃটিশ রপ্তানি ও চল্লিশটি আমদানি দ্রব্য হইতে শুল্ক উঠাইয়া লন। তিনি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা উপনিবেশের জর্জিয়া ও ক্যারোলিনাদ্বয়কে ইয়োরোপের যে কোন দেশের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিলেন। ইহার পূর্ব্বে উপনিবেশসমূহ কখনো অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পায় নাই। তাঁহার আবগারি বিলেও করতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ালপোলের অবলম্বিত আর্থিক নীতির ফল এই হইল যে, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল; বাণিজ্য-বৃদ্ধির সহিত লোকসংখ্যা বাড়িল; ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, বৃষ্টল, লিভারপুল প্রভৃতি স্থান বিভিন্ন বাণিজ্যিক কারণে বিখ্যাত হইল, এবং দেশের জমির দাম বাড়িয়া গেল। অন্যদিকে, দেশের ধন যতই বৃদ্ধি পাক্, ওয়ালপোল দৃঢ়ভাবে ব্যয়সঙ্কোচ দ্বারা জাতীয় ঋণ ও করভার কমাইতে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম জর্জের মৃত্যুকালে ঋণের পরিমাণ ২ কোটি পাউণ্ড কমিয়া যায়। তবে শান্তিরক্ষা বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি এমন কোন কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না যাহাতে শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। সেইজন্য তিনি যখন দেখিলেন উগ্র বিরোধিতা হইবে তখন আবগারি বিল প্রত্যাহৃত করেন। সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন তাঁহার অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল, কারণ তিনি ধর্ম্মবিষয়ে চিরকাল উদারতার পক্ষপাতী, তথাপি তিনি ঐ আইন উঠাইবার চেষ্টা করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন তাহা করিতে গেলেই গোঁড়া মতাবলম্বীরা ঘোরতর শত্রুতা করিবে ও তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট হইবে। প্রতি বৎসর আইন পাশ করিয়া এই সংশয়বাদীদিগকে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হইতে থাকিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও সরকারী বিচারকার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইত না। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কার্য্যের জন্য লোকের যথেষ্ট অবকাশ জুটিয়াছিল। সংবাদপত্রে ও পুস্তিকায় ওয়ালপোলের ন্যায় এত তীব্রভাবে আক্রান্ত খুব কম লোকই হইয়াছেন, তথাপি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের কথা তাঁহার মনে কখনো উদিত হয় নাই।

দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ওয়ালপোল।

ওয়ালপোলের অবলম্বিত আর্থিক নীতি ও তাহার ফলাফল।

স্পেনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও স্পেন চুপ করিয়া ছিল না। স্পেন জানিত যে চতুঃশক্তির মৈত্রী বিনষ্ট করিতে পারিলে তাহার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা আছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ষষ্ঠ চার্লস পুত্রহীন; তিনি এই ঘোষণা জারি করেন যে, তাঁহার কন্যা মেরিয়া টেরেসা তাঁহার সমুদয় রাজ্য লাভ করিবেন। তাঁহার এই ঘোষণা তখন পর্য্যন্ত কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র মানিয়া লয় নাই। স্পেন তাহা মানিয়া লইল এই উদ্দেশ্যে যে, ইংল্যাণ্ডের হাত হইতে জিব্রল্টার ও মিনরকা কাড়িয়া লইতে অষ্ট্রিয়ার সাহায্য

হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য স্পেনের চেষ্টা।

পাইবে। রুশিয়াও যে স্পেনের সহিত যোগ দিবে তাহার লক্ষণ দেখা গেল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে এক সমঝোতা খাড়া হওয়ায় কিছুকালের জন্য বিপদের ভয় ছিল না বটে, কিন্তু ইহার পর প্রুসিয়া দলত্যাগ করায়, স্প্যানিয়ার্ডগণ সাহস পাইয়া ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে জিব্রল্টার অবরোধ করে এবং চার্লস্ হল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যত হন। ইংরেজরা বল্টিক সমুদ্রে ও আমেরিকায় সৈন্য পাঠাইলেও, ওয়ালপোলের বুদ্ধিকৌশলে যুদ্ধ হইল না, এবং ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন সন্ধি করিল। এই সন্ধি অনুসারে স্পেন পার্মা ও টাস্কানি পায়। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া সম্রাটের ঘোষণায় সম্মতি দান করিয়া অষ্ট্রিয়াকে শান্ত করে।

ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে ওয়ালপোলের প্রভাব।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে হ্যানোভারের পথে প্রথম জর্জের মৃত্যু হয়। তাঁহার পর দ্বিতীয় জর্জ রাজা হন। ওয়ালপোলের প্রতি তাঁহার তীব্র বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু তিনি সকল কার্য্যে তাঁহার রাণী ক্যারোলিন্ কর্তৃক পরিচালিত হইতেন। ক্যারোলিন্ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, মন্ত্রি-সভায় কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। সুতরাং ওয়ালপোল কয়েকদিন অপসৃত থাকিয়া আবার মন্ত্রি-সভার নেতৃত্ব পাইলেন। ক্রমে তিনি দ্বিতীয় জর্জের উপরেও আপনার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। দেশ শান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। জমি-কর কমানোতে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতা থাকে না। ধর্ম্মসম্প্রদায় নীরব। জ্যাকোবাইটরা আশাহীন। মহাসমিতির উভয় শাখা কতকগুলি সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব আনয়ন করে। জেলের উন্নতিবিধান এবং বিচারালয়ে ইংরেজী ভাষার প্রচলন এই সময়ে হয়। পিম্ ও দীর্ঘ মহাসমিতি বীয়ার, সাইডার ও পেরির উপর কর বসাইয়াছিলেন, ইহাতে বিপ্লবের সমসাময়িককালে ৬ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক বাৎসরিক আয় হয়। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের পর সুরা প্রস্তুতার্থ যব, স্পিরিট, মদ, তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর অধিকতর হারে কর বসে। ফলে প্রথম জর্জের মৃত্যুকালে আবগারি হইতে বাৎসরিক করের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড।

ওয়ালপোল কর্তৃক প্রবর্ত্তিত আবগারি বিলের প্রবর্ত্তনে (১৭৩৩) দেশব্যাপী আন্দোলন; উহার প্রত্যাহার।

কিন্তু এইরূপে কর তোলা জনগণের অপ্রীতিকর ছিল। লকের ন্যায় রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ও বলেন যে, জমি হইতে প্রত্যক্ষ কর তোলাই সমীচীন। কিন্তু ওয়ালপোল দেশের রাজস্ব বাড়াইবার পক্ষে আবগারিকে প্রধান অবলম্বনীয় মনে করেন। সুতরাং ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এক আবগারি বিল আনয়ন করেন যে, দেশের সর্ব্বত্র গুদামঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে লিপ্ত বণিক্‌দের নিকট হইতে শুল্ক আদায় না করিয়া আবগারি কর আদায় করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই নীতিই সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বিদ্রোহে পরিণত হইয়া যায়। রাণী সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমনে ইচ্ছুক থাকিলেও, ওয়ালপোল বৃথা রক্তপাত নিবারণের জন্য তাঁহার বিল অপসৃত করিলেন; আবগারি বিল লইয়া এইরূপ আন্দোলনের একটি কারণ এই যে, তথাকথিত "দেশভক্ত"গণ ইহাতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। ওয়ালপোল অতিশয় ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন এবং ফলে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে টাউনসেণ্ড ও

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেষ্টারফীল্ড বিতাড়িত হন। ওয়ালপোলের ২০ বৎসরের প্রাধান্যের পর মন্ত্রি-সভায় চ্যান্সেলার লর্ড হার্ডউইক ব্যতীত প্রধান ব্যক্তিগণের কেহই অবশিষ্ট রহিলেন না। কিন্তু টাউনসেণ্ড ব্যতীত তাঁহার বিতাড়িত অন্য সহযোগিগণ একত্র হইয়া "দেশভক্ত" নামে এক দল গঠন করিলেন এবং তাঁহার শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুলটেনি নামক এক পরম বাগ্মী ও ষড়যন্ত্রকুশল ব্যক্তি ইঁহাদের নেতা হন; কিন্তু যুবক হুইগ্‌দের নেতা ছিলেন উইলিয়্যাম পিট। ইঁহারা বলিংব্রোক কর্ত্তৃক পরিচালিত টোরি-দলের কতক লোককে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইলেন। ওয়ালপোল বলিংব্রোকের ইংল্যণ্ড প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে ওমরাহ্-সভায় বসিবার অধিকার হইতে চ্যুত করেন। মহাসমিতিতে ওয়ালপোল সর্ব্বদা অতিজন সভ্য নিজ পক্ষে রাখায় দেশভক্তগণ কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহাতে বলিংব্রোক নিরাশ হইয়া আবার নির্ব্বাসনে চলিয়া গেলেন এবং পুলটেনি তাহার দল সহ মহাসমিতিতে আসা বন্ধ করিলেন। মহাসমিতিতে ইঁহারা নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হইলেও দেশে ইঁহাদের প্রচারের ফল ফলিল। পোপ বা জনসনের মত লোকেদের বক্তৃতা ও লেখায় লোকের মন হইতে ধীরে ধীরে পবিত্রতাবাদিদের প্রতি বিদ্বেষসম্ভূত উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ কথা বিষয়ে অবজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল। লোকেদের মনে নূতন করিয়া ধর্ম্ম ও নীতিবোধ জাগিয়া উঠিল।

ওয়ালপোলের ক্ষমতা-লিপ্সার ফলে দেশমধ্যে তাঁহার বিরোধী পক্ষের প্রবলতা।

ইহার একটা ফল হইল, ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্বের শেষভাগে 'মেথডিষ্ট' নামে এক নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি ক্ষুদ্র দল তদানীন্তন ধর্ম্মের জড় অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মানুগতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীর উপর জোর দিতেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হয় 'মেথডিষ্ট'। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা লণ্ডনে চলিয়া আসেন ও নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উগ্রতা দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এই সময়েই তিনজন এই দল হইতে বিচ্যুত হইয়া শহর এবং কর্ণওয়াল ও উত্তরে-অবস্থিত খনিগুলির চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে প্রচার করিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন। প্রথম ব্যক্তি পেমব্রোক্ কলেজের হোয়াইট্‌ফীল্ড। ইনি আপনার অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তির প্রভাবে ইংল্যণ্ডের দূরদূরান্তরের লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হোয়াইটফীল্ড ও তাহার সহযোগী প্রচারকগণ যে যে স্থলে প্রচার করিতেন সেই স্থলে বিরুদ্ধবাদীদিগের মনে বিদ্বেষ উৎপাদন করিতেন। তাহাতে তাঁহারা প্রায়শ বিপন্ন হইয়া পড়িতেন এবং নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র ছিলেন না। নিজেদের তীব্র বিশ্বাসের ফলে অনেক অদ্ভুত আচরণ করিতেন। হোয়াইটফীল্ডের সহিত আসিয়া যোগ দেন চার্লস ওয়েসলি। তিনি তাঁহার সঙ্গীতের শক্তি ও জলন্ত বিশ্বাস দ্বারা এই মতবাদকে এক মাধুর্য্য দান করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন জন ওয়েস্‌লি। বাগ্মী হিসাবে তিনি হোয়াইট-ফীল্ডের এবং সঙ্গীত রচনাকারী হিসাবে তাঁহার ভ্রাতা চার্লসের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। তদুপরি তাঁহার ছিল অসাধারণ পরিশ্রম করিবার ও সঙ্ঘ গঠন করিবার

দেশমধ্যে ধর্ম্মানুগত জীবনযাত্রার জন্য নূতন আন্দোলন; মেথডিষ্টগণ (১৭৩৮); হোয়াইটফীল্ড, চার্লস ওয়েস্‌লি ও জন ওয়েস্‌লি।

জন ওয়েস্‌লির নেতৃত্ব মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি।

শক্তি। তাঁহার জীবনকালে (১৭০৩-১৭৯১) মেথডিষ্ট মতবাদের নানা উত্থানপতন তিনি দেখিতে সমর্থ হন। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মন যতই সংস্কারাপন্ন হউক, তাঁহার প্রবল সহজবুদ্ধি তাঁহাকে ঠিকপথে চালিত করিত। তিনি মেথডিষ্টদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, প্রীতিভোজনে একত্র করিয়া, অযোগ্যদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে দলকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। সমগ্র দলটিকে মন্ত্রীদের এক সম্মেলনের অধীনে রাখা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন ওয়েস্‌লি নিজে। তাঁহার মৃত্যুকালে মেথডিষ্টদের সংখ্যা এক লক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আর এক্ষণে ইংল্যণ্ড ও আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ মেথডিষ্ট রহিয়াছেন। এই আন্দোলনের ফলে যাজকগণ নিজেদের আলস্য ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠেন এবং লোকেদের নৈতিক বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য কারাগার-সংস্কার, দণ্ডবিধি আইনের কঠোরতা-হ্রাস, দাস-ব্যবসার উচ্ছেদ এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ এই সময়ে ঘটে।

ফ্রান্সের পুনরভ্যুদয় এবং স্পেনের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি; পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের যোগদান (১৭৩৩)। ওয়াল্‌পোলের দৃঢ়তার ফলে ইংরেজদের যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা সত্ত্বেও ইংল্যণ্ডের নিরপেক্ষতা।

চারিদিকে এই যে জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে ওয়ালপোল সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সব আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। তাঁহার ভয় এই যে, ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। তিনি এমন কোন কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না যাহাতে দেশব্যাপী শান্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই সময়ে স্পেন অপেক্ষাও পরাক্রান্ত এক শত্রুর দ্বারা ইয়োরোপীয় শান্তি বিদূরিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উট্রেক্টের সন্ধির ফলে ইয়োরোপে সন্ধি বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উট্রেক্টের সন্ধিতে স্পেন অপেক্ষা ফ্রান্সের অধিকতর অপমান হয়। বুর্বঁ বংশ ইয়োরোপে যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহা বিফল হইয়া যায়। কিছুকাল শান্তি-রক্ষা করা ফ্রান্সেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্স আশ্চর্য্যরকমে নিজের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পাইল, এবং এক নূতন প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইল। জলপথে ইংরেজের নৌশক্তির প্রাধান্য ইংরেজের জন্য এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিল; এই সাম্রাজ্য ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থাপনে, আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে এবং প্রাচীতে রাজ্যবিস্তারে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অন্য দিকে, এতদিন যে সকল অসুবিধা ফ্রান্সকে ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া যায়। ফ্রান্সের পরম শত্রু ছিল হ্যাপ্‌সবুর্গ বংশ। তাহা উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের প্রশ্নে বিভক্ত হইয়া হীনবল হইয়া পড়ে। স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে ইংল্যণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুতা করিতে হইতেছিল। পঞ্চদশ লিউয়িসের সন্তানদিগের জন্ম হওয়াতে সিংহাসন লইয়া বিবাদের কারণ দূর হইয়া যায়, এবং স্পেনের সহায়তা পাইয়া ফ্রান্সের শক্তি দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের সিংহাসন লইয়া এক যুদ্ধ বাধে, তাহাতেও অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশই যোগ দেয়। দ্বিতীয় জর্জ, রাণী ক্যারোলিন, এমন কি অনেক ইংল্যণ্ডবাসী এই যুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও ওয়ালপোলের দৃঢ়তায় ইংল্যণ্ড কোন পক্ষে যোগ দেয় নাই, পরন্তু ওয়ালপোল প্রাণপণে চেষ্টা করেন

যাহাতে যুদ্ধ সমগ্র ইয়োরোপে না ছড়াইয়া পড়ে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধশান্তি ঘটে। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি দেখিয়া ইংল্যাণ্ড অবাক হইয়া উঠে। স্পেনের রাজকুমার সিসিলিদ্বয় পান, আর পার্মা ও টাস্কানির উত্তরাধিকার বুর্বঁদের এক শাখা লাভ করে, লোরেইন ফরাসীদের হাতে যায়; পূর্বোক্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে এই মর্মে এক গোপন সন্ধি হইয়াছিল যে, স্পেন ক্রমে ক্রমে তাহার আমেরিকান্ উপনিবেশে বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি ফ্রান্সকে দিবে, এবং ফ্রান্স স্পেনকে সমুদ্রপথে সাহায্য করিবে ও স্পেন যাহাতে জিব্রল্টার ফিরিয়া পায় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। ওয়ালপোল পোল্যাণ্ড-যুদ্ধে যোগদান না করায় ফ্রান্স ও স্পেনের সন্ধির কোন ফল কিছু দেখা যায় নাই। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি বস্তুত সাময়িক সন্ধি মাত্র। কারণ যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ফ্রান্স প্রাণপণে তাহার নৌবাহিনী বাড়াইতে লাগিল, এবং স্পেন ইংরেজদের আমেরিকান্ বাণিজ্যে বাধা উপস্থিত করিল। স্পেন আমেরিকার সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য রক্ষা করিবার সঙ্কল্প কোনদিনই ত্যাগ করে নাই। উট্রেক্টের সন্ধির ফলে ইংরেজ বণিকেরা আইনকে ফাঁকি দিয়া এক বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-ব্যবস্থা করিয়াছিল। ফিলিপ ইংরেজের বাণিজ্য শুধু দাস-ব্যবসা ও একটি মাত্র বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলেও সমর্থ হন নাই। ফ্রান্সের সহিত সন্ধির পর হইতে স্পেন কড়াকড়িভাবে আইন প্রয়োগ করিতে থাকিল যাহার ফলে ইংরেজের সহিত প্রায়ই বিরোধ ঘটিতে লাগিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন এক ইংরেজ বণিক্ তাঁহার কর্ত্তিত কর্ণ লইয়া মহাসমিতির সভ্যদের সম্মুখে ইংরেজদের প্রতি অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিলেন, তখন ওয়ালপোলের পক্ষে কোন যুক্তি দিয়াই আর দেশকে ঠাণ্ডা রাখা সম্ভবপর হইল না। ওয়ালপোল জানিতেন, এ সময়ে অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ইংল্যণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের বণ্টনে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হইবে, অথচ সম্রাটের অন্তিমকাল আসন্নপ্রায় এবং ফ্রান্স সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু লোকে তাঁহার শান্তির প্রয়াস মানিতে চাহিল না। স্বদেশে তাঁহার শত্রুগণ, এবং পোপ ও জনসন তাঁহাদের তীক্ষ্ণ রচনা দ্বারা, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহায়ক রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বিতীয় জর্জের পুত্র সাক্ষাৎভাবে তাঁহার বিরোধিতা করিতেছিলেন। জন-সভায় ওয়ালপোলের প্রাধান্য অবিসংবাদিত ছিল না। টোরিরা ধীরে ধীরে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ১১০। "দেশভক্ত"রা তাঁহার বিরোধী ছিলই, এক্ষণে দেশে তাঁহার বিরোধী লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিল। মন্ত্রি-সভা হইতে তিনি স্বাধীন প্রকৃতির সকল লোককে বাহিরে রাখিলেও, উহাতে নিউক্যাস্‌লের সামন্ত ও তাঁহার ভ্রাতা হেনরি পেল্যাম তাঁহাকে পরামর্শ দিতেছিলেন যে, তিনি শান্তির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া মহাসমিতির সমর্থন লাভ করুন। ওয়ালপোল যখন বুঝিলেন তিনি একেবারে একাকী, মাত্র তখন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার অনিচ্ছা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত ছিল, তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। ইংরেজ

ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলে সাময়িক শান্তি-স্থাপন (১৭৩৬)।

ফ্রান্স ও স্পেনের মৈত্রী;

এবং স্পেনের সহিত ইংরেজদের বিরোধ (১৭৩৮)।

দেশের জনমত ও মহাসমিতির অধিকাংশ সভ্য তাঁহার শক্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ায় ওয়ালপোল কর্তৃক স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় সম্মতি-দান (১৭৩৯)।

অষ্ট্রিয়া সম্রাটের মৃত্যুর পর অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন দাবীদারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য ফ্রান্সের চেষ্টা (১৭৪০)।

নৌসেনাপতি ভের্ণন দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে নৌবাহিনী সহ উপনীত হইয়া বেনো নামক বন্দর অধিকার করিবামাত্র ফ্রান্স ঘোষণা করিল যে, দক্ষিণ আমেরিকায় কোন ইংরেজ-উপনিবেশে সম্মতি দেওয়া হইবে না এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে নৌবাহিনী পাঠাইল। অষ্ট্রিয়া-সম্রাটের মৃত্যুর বেশী দেরী ছিল না; তিনি যে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন তাহা ফ্রান্স বিশেষ অনিচ্ছার সহিত মানিয়া লয়। ফ্রান্স সংকল্প করিয়াছিল যে, সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন দাবীদারের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে, তাহাতে ইয়োরোপে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই থাকিবে না। ওয়ালপোল এই বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি বুর্বঁদের বিরুদ্ধে যোগ দিবার জন্য শুধু অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়াকে আহ্বান করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না, পরন্তু প্রুসিয়ার সাহায্য পাইবেন বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুতে ইয়োরোপীয় বিপদ্ ঘনাইয়া আসিল। ফলে বিলাতী মন্ত্রি-সভার মৎলব বিফল হইল। প্রুসিয়ার নূতন রাজা ফ্রেডারিক হাপ্সবুর্গ বংশের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সাইলেশিয়া দাবী করিলেন। হাঙ্গেরির রাণী মেরিয়া টেরেসা উত্তরাধিকার-সূত্রে অন্যান্য রাজ্যের সহিত অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি জমিদারি পাইয়াছিলেন; ব্যাভেরিয়া সেগুলি চাহিয়া বসিল। স্পেনের উদ্দেশ্য ছিল মিলান দখল করা। স্পেনের সহিত একযোগে ফ্রান্স অঙ্গীকার করিল প্রুসিয়া ও ব্যাভেরিয়াকে সাহায্য করিবে; আর সুইডেন ও সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের সহিত যোগ দিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যগণ জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিল এবং ব্যাভেরিয়ার শাসক তাঁহাদের প্রতিরোধ না করিয়া ভিয়েনায় উপস্থিত থাকিলেন। অষ্ট্রিয়ার চারিদিকে বিপদ্। ফ্রান্স নীদারল্যাণ্ডস্, স্পেন মিলান, ব্যাভেরিয়া বোহেমিয়া এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সাইলেশিয়া দাবী করিতেছেন। হাঙ্গেরি ও অষ্ট্রিয়ার সামন্তগিরি মাত্র মেরিয়া টেরেসার অবশিষ্ট ছিল। ওয়ালপোল টেরেসার হিতৈষী হইলেও পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন ফ্রেডারিককে সাইলেশিয়া দিয়া প্রুশিয়ার সাহায্য কিনিয়া লন, কারণ তখন পর্য্যন্ত ফ্রেডারিক ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন নাই। কিন্তু "দেশভক্তগণ" ইংল্যণ্ডের সাহায্যের লোভ দেখাইয়া টেরেসাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। ফ্রেডারিক অবশেষে বাধ্য হইয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করেন। এদিকে রাণী টেরেসা হাঙ্গেরিকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দান করায় উহার সাহায্য লাভ করিলেন; এবং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অর্থসাহায্য লইয়া হাঙ্গেরির সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভিয়েনা উদ্ধার, ব্যাভেরিয়া আক্রমণ এবং মোরাভিয়ায় ফ্রেডারিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। ইংরেজরা কিন্তু অল্পই সাহায্য করিতে পারিল। ভের্ণন পরাজিত হন। ওয়ালপোলের অজ্ঞাতসারে, দ্বিতীয় জর্জ ব্যাভেরিয়ার শাসকরূপে উহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরপেক্ষ থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ওয়ালপোলকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করা হয় ও তাঁহার ক্ষমতা দিন দিন কমিয়া যায়। মহাসমিতিতে তাঁহার মাত্র ১৬টি অতিজন ভোট থাকে

পররাষ্ট্রনীতিতে ইংরেজদের বিফলতা; তজ্জন্য ওয়ালপোলকে অকারণে দায়ীকরণ;

মন্ত্রি-সভা হইতে ওয়ালপোলের পদত্যাগ।

এবং মন্ত্রি-সভায় তিনি ক্ষমতাহীন হইয়া পড়েন। অবশেষে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহাসমিতিতে যখন তাঁহার অতিজন মাত্র তিন ভোটে দাঁড়ায়, তখন তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কার্টেরেটের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭৪২)।

ওয়ালপোল পদত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিলাতী রাষ্ট্রনীতিতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তাঁহার শাসন-কালের শেষ দিকে মন্ত্রিগণের অধিকাংশ তাঁহার বিরুদ্ধতা করেন। বিরোধী পক্ষ হইতে কাহাকেও কাহাকেও স্থান দিয়া নূতন মন্ত্রি-সভার নেতৃত্বের ভার লর্ড কার্টেরেট নামক এক ব্যক্তির হাতে দেওয়া হইল। ইনি শক্তিশালী ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞ। পর-রাষ্ট্রনীতির ভার তিনি নিজ হাতে রাখেন। তিনি স্থির করেন যে, অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মিলন ঘটাইয়া তিনি জার্ম্মাণীতে ফ্রান্সের প্রাধান্য খর্ব্ব করিবেন, কারণ এই সময়ে ফ্রান্স নিজের ক্রীড়নক ব্যাভেরিয়ার চার্লসকে জার্ম্মাণীর সম্রাট্ নিযুক্ত করিয়াছিল; অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের চাপে ও ফ্রেডারিকের যুদ্ধ-জয়ে মেরিয়া টেরেসা সাইলেশিয়া ছাড়িয়া দিয়া প্রুসিয়ার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যবাহিনী বোহেমিয়া হইতে ফরাসীদিগকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, এবং ইংরেজ নৌসৈন্য কাডিজ অবরোধ করে ও রাজধানীতে কামান দাগিবার ভয় দেখাইয়া নেপল্‌সকে নিরপেক্ষতা রক্ষায় বাধ্য করে। অর্থ দ্বারা সার্ডিনিয়াকে ফরাসীদের নিকট হইতে বিচ্যুত করা হয়। অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনা কার্টেরেট ও ভিয়েনা রাজ-সভার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য ব্যাভেরিয়া হইতে সম্রাট্‌কে তাড়িত করে; এবং প্রধানত ইংরেজ ও হ্যানোভারদের দ্বারা গঠিত ৪০,০০০ হাজার সৈন্যের সহিত নীদারল্যাণ্ডস্ হইতে মেইন্ অভিযান করেন দ্বিতীয় জর্জ্জ স্বয়ং। অধিকতর সৈন্য সহ ফরাসী সেনাপতি আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দেন। কিন্তু ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ড ও মিত্রদের যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ইংরেজদের দৃঢ়তার ফলে ফরাসীগণ মেইন নদী পার হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের এই সামান্য যুদ্ধ-জয়ে আশ্চর্য্য ফল ফলিল। ফরাসীগণ একেবারে জার্ম্মাণী ত্যাগ করিল; ইংরেজ ও অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্য রাইন নদীর তীরে উপনীত হইল; ইংল্যাণ্ড, প্রুসিয়া ও হাঙ্গেরির রাণী একত্রে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ বোঝা গেল। কিন্তু এই সময়ে দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্য নেপল্‌স অভিযান করিল। উদ্দেশ্য ছিল, উহা জয় করিয়া ব্যাভেরিয়ার সম্রাটকে দেওয়া। কারণ তৎপরিবর্ত্তে মেরিয়া টেরেসা ব্যাভেরিয়ার রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবেন স্থির হয়। কিন্তু ইহাতে প্রুসিয়ারাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ক্রুদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের সহিত যোগ দেন। গোড়াতে তিনি কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি বোহেমিয়া হইতে বিতাড়িত হন এবং সম্রাটের মৃত্যুতে ব্যাভেরিয়া বাধ্য হইয়া মেরিয়া টেরেসার সহিত সন্ধি করে। কিন্তু ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অবস্থা তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়। নূতন ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লিউয়িস নিজে নীদারল্যাণ্ডস্ অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন; হল্যাণ্ড তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে অস্বীকৃত হইলে নীদারল্যাণ্ডস্ রক্ষার ভার ইংরেজদের উপর

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, প্রুসিয়া ও হাঙ্গেরি; সামান্য যুদ্ধের পর আশাতীত ফললাভ;

কিন্তু হাঙ্গেরির দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রুসিয়ার ক্রোধ ও ফ্রান্সের সহিত যোগদান (১৭৪৪)।

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় দেশে অসন্তোষ ও কার্টেরেটের পদচ্যুতি (১৭৪৫)।

পড়িল। ইংরেজদের যুদ্ধক্ষেত্রের পরিসর এইরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের লোকের কার্টেরেটের উপর ক্রোধ জন্মিল। তাঁহার উদ্ধত স্বভাবও তাঁহাকে সহযোগিগণের অপ্রিয় করিয়া তোলে। সুতরাং দ্বিতীয় জর্জ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পেল্যামদের হাতে শাসন-ভার দিতে বাধ্য হন।

হেনরি পেল্যামের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সভা (১৭৪৫)।

নূতন মন্ত্রি-সভার নেতা হইলেন হেনরি পেল্যাম। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোন উচ্চধারণা না থাকাতে তাঁহার সহিত হুইগ্‌গণের মিলন সহজ হইল। চেষ্টারফীল্ড, বিরুদ্ধপক্ষীয় হুইগ্‌গণ, পিট্‌এর নেতৃত্বাধীন যুবকগণ, এমন কি টোরিদেরও কেহ কেহ নূতন শাসন-ব্যবস্থায় স্থান পাইলেন। প্রথম জর্জের সময়ে যে অতিজন দল দ্বারা শাসন-পরিচালনার ব্যবস্থা হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। পেল্যামের মন্ত্রি-সভাকে প্রথমেই ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। কারণ ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে ফরাসীদের সহিত সংঘর্ষে ইংরেজ, হ্যানোভারিয়ান্ ও ওলন্দাজ সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরে হোসেনফ্রিড্‌বুর্গ নামক স্থলে ফ্রেডারিক জয়লাভ করেন ও সাইলেশিয়া হইতে অষ্ট্রিয়ান্‌দিগকে তাড়াইয়া দেন। অন্য দিকে জুলাই মাসে ষ্টুয়ার্ট বংশধর, দ্বিতীয় জেম্‌সের পৌত্র, চার্লস এড্‌ওয়ার্ড, স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ফলে বিলাতে জ্যাকোবাইট্‌দের আশা জাগিয়া উঠে। কিন্তু এডওয়ার্ডের নৌবাহিনী ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় ও ফরাসী সৈন্য ফ্ল্যাণ্ডার্সে অভিযান করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এডওয়ার্ড তাহাতে দমিয়া না গিয়া ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে হেব্রাইড্‌সের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতরণ করেন। তিনি প্রথমে সহায়হীন হইলেও ক্রমে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উহারা কুচকাওয়াজ করিতে করিতে এডিনবরায় প্রবেশ করে। টাউন ক্রস্ হইতে তাঁহাকে অষ্টম জেম্‌স্ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তাঁহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আগত ইংরেজ সৈন্যগণ পরাজিত হওয়ায় তাঁহার দলে বহুলোক আসিয়া যোগ দেয়। তাঁহার সৈন্যগণের অধিকাংশ হাইল্যাণ্ডার ছিল, তথাপি তিনি বিশেষ কৌশল ও সত্বরতার সহিত ল্যাঙ্কাশায়ারের মধ্য দিয়া ডার্বি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিলেন তাঁহার কোন আশা নাই। কারণ তিনি যে সকল জনপদের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সকল স্থানে ক্যাথলিক বা টোরি সকলেই চুপ করিয়া রহিল। এমন কি, যে সকল স্থল জ্যাকোবাইট্‌দের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত সেগুলিতেও তাঁহার পক্ষে যোগ দিবার লোক জুটিল না। ওয়ালপোল দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা এবং টোরিদিগকে শেষ অবধি শাসন-ব্যবস্থায় গ্রহণ দ্বারা ইংল্যণ্ডকে হ্যানোভার বংশের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। হাইল্যাণ্ডার ব্যতীত অন্য স্কটগণ হ্যানোভার বংশের সমর্থন করিতেছিল। এডওয়ার্ডের পক্ষে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তিনি তাঁহার বর্দ্ধিত সৈন্যবল লইয়া গ্লাসগোতে সমবেত হন এবং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করেন হাইল্যাণ্ডারদের উৎসাহ ও বিক্রমে তিনি যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এরূপ

ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয়; ফ্রেডারিক কর্তৃক অষ্ট্রিয়ান্‌দের দূরীকরণ; চার্লস এডওয়ার্ড ষ্টুয়ার্টের স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে অবতরণ (১৭৪৫)।

জ্যাকোবাইট্‌দের ও টোরিদের উৎসাহ এবং হাইল্যাণ্ডারদের সাহায্য পাইলেও এডওয়ার্ডের ব্যর্থতা ও তাহার কারণ।

ক্ষতি হইল যে, ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাঁহার সৈন্যদল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। চার্লস নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে উপনীত হন। ইংল্যাণ্ডে তাঁহার অনুচরদের পঞ্চাশ জন প্রাণদণ্ড লাভ করে। ইহার পর হাইল্যাণ্ডারদের উপর এরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ হয় যে, অল্পদিনের মধ্যে তাহারা বশীভূত হইয়া যায়।

চারিদিকে বিপদ্‌জাল ঘনীভূত হইতে দেখিয়া পেল্যাম মন্ত্রি-সভা যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। বিলাতের সিংহাসনের দাবীদার একজন ক্যাথলিক বর্ত্তমান থাকিতে, তাঁহারা প্রধান প্রটেষ্টাণ্ট শক্তি জার্ম্মাণীকে হতবল করা অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা যুদ্ধ থামাইতে রাজী হইলেন না। প্রুসিয়ার সহিত ইংল্যাণ্ড সমঝৌতা করিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে সরিয়া গেল। অন্যত্র যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অর্থকৃচ্ছ্রতা ও হল্যাণ্ডের নিজ বিপদ্ সম্বন্ধে সচেতনতায় উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ইংল্যাণ্ড জলপথে ও ফ্রান্স স্থলপথে লব্ধ দেশসমূহ ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু এই যুদ্ধশান্তি বৃহত্তর এক সংগ্রামের পূর্ব্বে বিরতি মাত্র। কারণ এই শক্তি-পরীক্ষা জার্ম্মাণী বা ইয়োরোপ ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ইংরেজগণ ওহিও ও মিসিসিপি উপত্যকা দাবী করায় আমেরিকাতে ফরাসীতে ও ইংরেজে যুদ্ধ বাধে। অন্য দিকে ভারতে মান্দ্রাজ হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য ও ভারত-সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ফরাসীদের পরামর্শ চলিতেছিল।

পেল্যাম মন্ত্রি-সভার যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার সঙ্কল্প।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের শক্তি-পরীক্ষা।

ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে পদার্পণ ও গোয়াতে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহার একশত বৎসর পরে এলিজ্যাবেথের রাজত্বের শেষভাগে লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন ও ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই কোম্পানি ক্রমে ক্রমে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় ফ্যাক্টরি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করে। দুর্গগুলি ইংরেজদের গুদামঘর রক্ষার নিমিত্ত তৈরী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ যুবকেরা কেরাণীর কাজ লইয়া কারখানায় আসিত। রবার্ট ক্লাইভ্ও এইরূপ কেরাণী হইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলেবেলা তাঁহার নিতান্ত কষ্টে ও দারিদ্র্যে কাটে। তিনি দুইবার পিস্তলের সাহায্যে বৃথা আত্মহত্যা করিতে চাহেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ফরাসীরা নিজেদের অধিকতর বলশালী বোধ করিয়া মৌরিশাস্ হইতে আসিয়া মান্দ্রাজ অবরোধ ও ভূমিসাৎ করে। উহার কেরাণী ও বণিকগণ বন্দী হইয়া পন্দিচেরিতে নীত হন। তন্মধ্যে ক্লাইভ্ও ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে পলাইয়া আসিয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া এক শক্তিশালী বাহিনী গঠনের উদ্যোগ করেন। মান্দ্রাজ জয়ের পর ফরাসীদের খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং পন্দিচেরির শাসনকর্ত্তা ডুপ্লের মনে এক বিশাল ফরাসী ভারতসাম্রাজ্য গড়িবার সঙ্কল্প জাগে। তখন মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ। রাজপুতানা, বাংলা, কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে খণ্ড খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের তীরে শিখেরা এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। চারিদিকের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ডুপ্লে দিল্লীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, এবং বাদশাহের নামে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরাণীরূপে রবার্ট ক্লাইভ্ ; মান্দ্রাজ হইতে ফরাসীগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ক্লাইভের পলায়ন ও সৈন্যদলে যোগদান।

ভারতব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে ডুপ্লের আত্ম-প্রবাস্থ স্থাপনের চেষ্টা ;

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন, হায়দ্রাবাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হন এবং কর্ণাটকের সিংহাসনে নিজ মনোমত ব্যক্তিকে বসাইয়া দেন। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ত্রিচিনাপল্লী যুদ্ধ করিতেছিল; উহা আত্মসমর্পণ করিতে যাইবে এমন সময়ে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ্ উহার সাহায্যার্থ আসেন। অসাধারণ শৌর্য্যবলে ক্লাইভ্ নবাবের রাজধানী আর্কটে প্রবেশ করিয়া পঞ্চাশ দিন ধরিয়া অবরোধকারীদিগকে ঠেকাইয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিলে তিনি মুক্ত হইয়া দুইবার ফরাসী ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করত বিষম পরাজিত করেন। ডুপ্লের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ক্লাইভ্ ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় এই সময়ে ইংল্যণ্ডে প্রত্যাগত হন।

ক্লাইভ্ বনাম ডুপ্লে (১৭৫১)।

সাম্রাজ্য-গঠন বিষয়ে ফ্রান্স ভারতবর্ষ অপেক্ষাও আমেরিকাতে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকায় পবিত্রতাবাদিগণের আগমনের ফলে মেরিল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার পর ম্যাসাচুসেট্‌স, নিউ হ্যাম্পশায়ার, কনেক্টিকাট ও রোড আয়ল্যাণ্ড রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইহার পর, তেমন প্রবলবেগে না হইলেও ঔপনিবেশিকগণ আসিতে আরম্ভ করে ও ক্যারোলিনা নামে দুইটি রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের সৃষ্টির হেতু, হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ। উহা হইতে দুইটি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিউ জার্সি ও ডেলাওয়্যার রাষ্ট্র গঠন করে। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে কোয়েকার যাজক পেনের প্ররোচনায় পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া রাষ্ট্র হয়। তারপর বহুকাল পরে দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে জর্জিয়া নির্য্যাতিত প্রটেষ্টাণ্ট ও ইংরেজ অধমর্ণদের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে হইলেও উপনিবেশগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছিল। এই সময়ে শ্বেত অধিবাসীদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ও নিগ্রোদের সংখ্যা ২ লক্ষ হয়। ইংল্যণ্ডে ইহার চারিগুণ অধিবাসীর বাস ছিল। উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধি লোকসংখ্যা অপেক্ষাও দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে। উৎপাদনশীলতায় দক্ষিণস্থ উপনিবেশগুলি অধিকতর খ্যাতিলাভ করে। ভার্জিনিয়ার তামাক, জর্জিয়া ও ক্যারোলিনার ভুট্টা, চাউল, ও নীল, নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া প্রভৃতির তিসি, কাঠ, নানাবিধ শস্য বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণে দাসত্ব-প্রথা বর্ত্তমান থাকায় লোকে আরামপ্রিয় হইয়া উঠে ও সম্পত্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হয়। কিন্তু নিউ ইংল্যণ্ড প্রধানত পবিত্রতাবাদিগণের বাসস্থল হওয়ায় উহা ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরল জীবনযাত্রা, সাম্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এইখানে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী লিখিতে ও পড়িতে পারিত। বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্যই থাকুক, ঐ গুলির বাহ্য আকার একরূপ প্রতীয়মান হইত এবং উহারা ইংল্যণ্ডের সহিত ঘোরতর ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিত। ইয়োরোপের প্রায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আমেরিকাতে আসিয়া পড়িতেছিল। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত, ধর্ম্মসম্পর্কে এরূপ স্বাধীনতা আর কোথাও বর্ত্তমান ছিল কি না সন্দেহ। ইংল্যণ্ডের ভাষা, আইন, খৃষ্টানধর্ম্ম এবং স্বায়ত্বশাসন প্রণালী ঔপনিবেশিকগণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সর্ব্বত্র লোকমতের প্রাবল্য দেখা যাইত। প্রত্যেক উপনিবেশের শাসন-ভার জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

আমেরিকায় উপনিবেশ-সমূহের সৃষ্টি; ঐগুলির লোক ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি এবং শাসন-ব্যবস্থা।

এক সভার (হাউস্ অব্ এসেম্ব্লি) উপর ন্যস্ত ছিল। উহার সহিত আরো একটি সভা (কাউন্সিল) থাকিত, যাহা কখনো নির্ব্বাচিত, কখনো বা শাসক কর্ত্তৃক মনোনীত হইত। ইহা ছাড়া রাজা একজন শাসক (গবর্ণর) নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন, শুধু কর্নেক্টিকাট ও রোড আইল্যাণ্ডে ঔপনিবেশিকগণ নিজেরা শাসককে নির্ব্বাচন করিত। শাসকদিগকে নিয়োগ করিবার পর শাসন-ব্যাপারে ইংল্যণ্ড আর বড় একটা হস্তক্ষেপ করিত না। উপনিবেশগুলি দেখাশোনার ভার থাকিত বাণিজ্য ও উপনিবেশ বোর্ডের (বোর্ড অব্ ট্রেড্ অ্যাণ্ড প্ল্যান্টেশনস্) উপর। উহা দক্ষিণ বিভাগের রাষ্ট্রসচিব (সেক্রেটারি অব্ স্টেট্ ফর সাদার্ণ ডিপার্টমেণ্ট)কে পরামর্শ মাত্র দিতে পারিত। আমেরিকার শাসন-কার্য্য ঐ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। রাজকীয় সনন্দ দ্বারা উপনিবেশের অধিকার ও ক্ষমতা সাব্যস্ত হইত বলিয়া, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপের অবকাশ ছিল না বলিলেই হয়। আভ্যন্তরীণ করাদায়-কার্য্য উহার ব্যবস্থা-পরিষদ্ করিত। কিন্তু আমেরিকার সহিত ইংল্যণ্ডের একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংরেজরা লাভবান্ হইতেছিল। আমেরিকাকে কিনিতে হইত ইংল্যণ্ড হইতে এবং ইংল্যণ্ড ব্যতীত অন্যত্র উহা বেচিতে পারিত না। অধিকন্তু আমেরিকা কাঁচা মাল ইংল্যণ্ডে পাঠাইত, কাঁচা মাল হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তাহার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা উপনিবেশগুলির পক্ষে বিরক্তিকর হয় নাই। ইংল্যণ্ডে আনীত আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান ছিল বটে, কিন্তু তাহা সহজেই এড়ান যাইত।

আমেরিকায় ফরাসী-দের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ।

উপনিবেশসমূহের সহিত ইংল্যণ্ডের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিকর ছিল। ফরাসী-ভীতি সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে। আমেরিকায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু জনবহুল ইংরেজ উপনিবেশসমূহ প্রধানত আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। অল্প কয়েকজন আবিষ্কারক মাত্র অ্যালেঘানির দিকে যাত্রা করে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের সন্ধি হইবার পর ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও ঔপনিবেশিকদের এইদিকে দৃষ্টি পড়ে। লুসিয়ানা ও ক্যানাডায় নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফ্রান্স অ্যালেঘানির পশ্চিমদিকস্থ সমুদায় ভূভাগ দাবী করিয়া বসে এবং ওহিও বা মিসিসিপি উপত্যকায় অবস্থিত ইংরেজ ঔপনিবেশিক বা বণিক্‌গণকে বিতাড়িত করিবার আদেশ দেয়। পেল্যামের মত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিও ফ্রান্সের স্পর্দ্ধায় বিচলিত হইলেন, দক্ষিণ বিভাগের রাষ্ট্রসচিব বেডফোর্ডের সামন্ত ফ্রান্সকে প্রতিরোধ করিতে চাহিলেন। নোভা স্কোটিয়া হইতে ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ বিতাড়িত হন এবং ইংরেজদের দ্বারা একটি ওহিও কোম্পানী গঠিত হইবার পর উহার প্রতিনিধিগণ ওহিও নদী ও কেণ্টাকি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যান। ইংরেজরা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিলেন। ফরাসীগণও চুপ করিয়া রহিল না। নোভা স্কোটিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ওহিওর প্রান্তে যে অল্পসংখ্যক ঔপনিবেশিক বাসা বাঁধিয়াছিল তাহারা বিতাড়িত হইল, এবং জর্জ ওয়াশিংটনের অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ফরাসীগণ সমগ্র পশ্চিম ভূভাগ দখল করিল। এরূপ বিপদের সময়ে ইংল্যণ্ড উপনিবেশ-সমূহের নিকট হইতে একযোগে সাহায্যে প্রার্থনা করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়

সৈন্য ও অর্থের নিমিত্ত আমেরিকান রাষ্ট্র-সমূহের নিকট হইতে সাহায্যগ্রহণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

নহে। সৈন্যবাহিনী ও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং ইংরেজ মন্ত্রিগণের প্রতি অবিশ্বাস বশত উপনিবেশসমূহ এ বিষয়ে কিছু করে নাই। হ্যালিফ্যাক্স এক বিল আনয়ন করিয়াছিলেন যে, আমেরিকার প্রচলিত সনন্দ থাকা সত্ত্বেও রাজার আদেশ আইনের সমতুল্য হইবে, কিন্তু স্বদেশে এই বিল সম্বন্ধে আপত্তি উঠায় তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন। আমেরিকায় নিযুক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে ক্রমাগত তাগিদ্ আসিতেছিল যে, সাধারণভাবে কর চাপাইয়া দেশরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক। কিন্তু পেল্যাম, ওয়ালপোলের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; তিনি নিষ্ক্রিয় রহিলেন। এদিকে ক্যানাডার নূতন শাসক মঁৎকাল্মের সামন্ত সতেজে দেশ-জয়ে প্রবৃত্ত হন। ওহিও, সেণ্ট লরেন্স ও লেক চ্যাম্পেলেন জনপদের তিনটি বড় দুর্গ ছোট ছোট বহু দুর্গ দ্বারা পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া গেল। ইংরেজদের আর সেদিক মাড়াইবার পথ রহিল না। পরন্তু মঁৎকাল্ম দৃঢ়হস্তে শাসন পরিচালনা করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ক্যানাডা হইতে মিসিসিপি পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান্ ফরাসীদের অনুরক্ত হইল। ফলে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজরা আমেরিকান্ সৈন্যবাহিনীর সহিত অগ্রসর হইল, তখন উহাদের দলপতি ব্র্যাডক্ নিহত এবং সৈন্যগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় (১৭৫৫)।

এই পরাজয়ে ইংল্যণ্ড চমকিত হইয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল যে, ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইংরেজরা বুঝিতে পারিল যে, শীঘ্রই ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিবে। তখনো ওয়ালপোলের যুদ্ধ বিরাগ-নীতিই অনুসৃত হইতেছিল। ফ্রান্সকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত, প্রুসিয়ার সহিত মৈত্রী-সংস্থাপনে ইংল্যণ্ড বিশেষ ইচ্ছুক হয়। অন্য দিকে হাঙ্গেরির রাণী মেরিয়া টেরেসার সহিত প্রুসিয়ার সমঝোতা হয়, ইহাও ইংল্যণ্ড চাহিতেছিল। কিন্তু প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিক জানিতেন যে, টেরেসা সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করিতে চাহেন এবং একদিন না একদিন তাঁহার সহিত বল-পরীক্ষা করিতে হইবে। আর ইংল্যণ্ডকেও এক পক্ষে যোগ দিতে হইবে। ইংল্যণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রিয়ার দিকে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশী মনে করিয়া ফ্রেডারিক চুপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংল্যণ্ডকে প্রুসিয়ার দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া টেরেসা হঠাৎ তাঁহার নীতি পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। জার্ম্মাণীর প্রতি বিদ্বেষ রুশিয়ার রাণীকে টেরেসার সহিত মিলিত করিয়া দিল। ইঁহাদের সহিত আসিয়া যোগ দিল স্যাক্সনি। এই সকল রাষ্ট্রের পরস্পর মিলিত হইয়া সঙ্ঘগঠন এরূপ গোপনে সাধিত হইয়াছিল যে, হেনরি পেল্যাম বা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রধান মন্ত্রী নিউকাস্‌ল (১৭৫৪) কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট ইহা ধরা পড়িয়াছিল। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্যারিশ হইতে বর্ত্তমান লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্র তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। ইংল্যণ্ডের বিপদও কম ছিল না। কিন্তু সেখানে দূরদৃষ্টির অভাব বশত কেহই নির্দ্দিষ্ট কোন নীতি অবলম্বন করে নাই। দ্বিতীয় জর্জ হ্যানোভার রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া

ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা।

উঠিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্স যে ঐ দেশ আক্রমণ করিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই ভয়ে তিনি রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন এবং রুশিয়া কথা দিল যে, অর্থসাহায্যের পরিবর্ত্তে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে। এরূপ সন্ধির অর্থ ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কারণ তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন যে, রুশিয়ার সৈন্যকে জার্ম্মাণির মাটিতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। উইলিয়াম পিট্‌ও এই সন্ধির প্রতিবাদ করিয়া গ্রেন্‌ভাইল ও চার্লস টাউনসেণ্ড সহ মন্ত্রির পদ ত্যাগ করেন। তখন নিউকাসলও বিপদ্ বুঝিয়া রাজার অবলম্বিত নীতি পরিত্যাগ করত রুশিয়াকে সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইলেন এবং ফ্রেডারিকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ইংল্যাণ্ডের স্বার্থকে হ্যানোভারের স্বার্থের উপরে স্থান দিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে রুশিয়া, ফ্রান্স ও মেরিয়া টেরেসা সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক রুশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় পিটের প্রতিবাদ এবং প্রুসিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন।

ইংল্যাণ্ড ও প্রুসিয়ার মিলন হইতেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা। কিন্তু এই যুদ্ধের আরম্ভ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল। অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে শাসন-কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী নিউকাস্‌ল এরূপ ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন যে, অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ফলে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি কিছুমাত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ফ্রান্স ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করিল। ভূমধ্যসাগরের চাবিস্বরূপ, ম্যান বন্দর (মিনর্কায় স্থিত) ফরাসীরা লইল। উহার সাহায্যার্থ আগত অ্যাডমিরাল বিঙ্গের নৌবাহিনী ফরাসীদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। জার্ম্মাণিতে ফ্রেডারিক প্রথমে ড্রেসডেন অধিকার করেন ও প্রাগ জয় করিয়া বোহেমিয়ার প্রভু হন; কিন্তু কোলিনে পরাজিত হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্যাকসনিতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কাম্বারল্যাণ্ডের সামন্ত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ হ্যানোভার রক্ষার্থ সজ্জিত থাকিলেও, ফরাসী সৈন্যের আক্রমণে এলবে নদী পর্য্যন্ত হটিয়া আসেন। আমেরিকাতে মংকাল্‌ম ব্র্যাডককে পরাজিত করিয়া ওহিও অধিকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে ফরাসীগণ ইংরেজসৈন্যদের তাড়াইয়া দিয়া ওণ্টারিও চ্যাম্পলেন হ্রদের তীরস্থ দুর্গগুলি দখল করিল। লুসিয়ানা হইতে সেণ্ট লরেন্স পর্য্যন্ত ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ: ফ্রান্স ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করায় ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ফরাসীদের বিজয়লাভ (১৭৫৬)।

সর্ব্বত্র পরাজিত ও অপমানিত হওয়ায় ইংরেজ জাতি নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই সঙ্কট সময়ে যে ব্যক্তি আবার ইংল্যাণ্ডকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার নাম উইলিয়াম পিট্। ইনি মান্দ্রাজের এক গবর্ণরের পৌত্র, ১৭৩৫ সনে পিতার এক ক্ষুদ্র বরো হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন। ক্রমে ইঁহার চারিদিকে অল্পবয়স্ক "দেশভক্ত"গণ ঘিরিয়া একদল গঠন করে। ওয়ালপোল ইহাদিগকে উপহাস করিয়া "বালকগণ" বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু পিট্ ও তাঁহার সঙ্গীরা ওয়ালপোলকে সহজে ছাড়িতেন না। পিট্ প্রথমে সৈন্যবিভাগে অশ্বারোহীর কার্য্যে নিয়োজিত হন—এই সময়ে সমর-সংক্রান্ত এমন কোন পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। রাষ্ট্রীয় মতামতের জন্য তিনি ওয়ালপোল কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলে

পরাজয়জনিত দেশ-ব্যাপী নিরাশা: উইলিয়াম পিটের অভ্যুদয়।

পিটের পূর্ব্ব-ইতিহাস।

সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। হেনরি পেল্যাম তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন এবং পেল্যামের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল। পেল্যামের পর তিনি নিউকাস্‌লের অধীনে কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঈর্ষার ফলে রাষ্ট্রসচিবের পদ ও মন্ত্রি-সভায় স্থান হারান। কারণ পিট্ তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন এবং রুশিয়ার সহিত সন্ধির প্রতিবাদ করায় তিনি পদচ্যুত হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিউকাস্‌ল অপসৃত হইলে পিট্ রাষ্ট্র-সচিব হইলেন এবং তাঁহার আত্মীয় জর্জ গ্রেনভাইল ও লর্ড টেম্পল, এবং চার্লস টাউনসেণ্ডকে মন্ত্রি-সভায় গ্রহণ করিলেন। তিনি লোকেদের প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে মন্ত্রিত্ব-লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাঁহার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পক্ষে নানা বাধা ছিল। জনসভা নিউকাস্‌লের লোকে পূর্ণ, রাজা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি চারিমাস পরে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহার পর তিন মাস যাইতে না যাইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আবার তাঁহাকে ডাকিয়া আনা প্রয়োজন হইল। পিট্ রাষ্ট্র-সচিবের ও নিউকাস্‌ল কোষাধ্যক্ষের পদ পাইলেন। এই দুইজন পরস্পর বিরোধী হইলেও ইঁহাদের যোগাযোগ দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইল। শাসন-কার্য্য পরিচালনা, পররাষ্ট্রনীতির নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ কার্য্য প্রভৃতি ব্যাপারে নিউকাস্‌লের না ছিল সামর্থ্য না ছিল ইচ্ছা, অথচ পিট্ এগুলিই চাহিতেন। কিন্তু মহাসমিতিতে ষড়যন্ত্র করিয়া ভোট বাড়ানো বা চাকুরী ইত্যাদির বণ্টন দ্বারা লোককে বশ করায় নিউকাস্‌ল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই দুয়ের মিলনের ফলে এক শক্তিশালী হুইগ্ শাসনতন্ত্র গঠিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই শাসনতন্ত্রে প্রধান ক্ষমতা ছিল পিটের হাতে। মন্ত্রি-সভায় পিটের প্রবেশ-লাভের অর্থ এই যে, মহাসমিতিতে আবার জাতীয় মত প্রাধান্যলাভ করিতেছিল। পিট্ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন কাজ করিতেন না। দরিদ্র হইলেও তিনি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কখনো কোন উৎকোচ গ্রহণের বা অন্যায় ভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। যে নিরাশার অন্ধকারে ইংল্যণ্ড ডুবিয়া গিয়াছিল, উহাকে তাহা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্যই তিনি ব্রতবদ্ধ হন। তিনি দেশের লোককে যে ডাক দিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই অধিকতর সাহস লইয়া ফিরিয়া যাইত। তাঁহার উৎসাহ শীঘ্রই দেশ-মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিল। প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিক নিজে মহৎ বলিয়া পিটের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তিনি মনে করিতেন ইংল্যণ্ডে এতদিনে একটা লোকের মত লোক জন্মিয়াছে। সেকালের সমাজে পিট্ অন্য সকলের বহু ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আছেন। যাহা কিছু মহৎ ও উচ্চ তজ্জন্য তাঁহার তীব্র অনুরাগ, জ্বলন্ত উৎসাহ, কবিত্বপূর্ণ কল্পনা, নটজনোচিত ভাব এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে তাঁহার সতীর্থগণ হইতে ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। তিনি একথা প্রচার করিতে ইতস্তত করেন নাই যে, তিনি দেশকে রক্ষা করিবেন এবং তিনি

নিউকাস্‌লের অপসৃত হওয়ার ফলে অল্পকালের জন্য পিটের মন্ত্রিত্ব-লাভ ও পদত্যাগ।

পিট্ ও নিউকাস্‌ল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন।

উইলিয়াম পিটের গুণাবলী: তাঁহার অপূর্ব্ব সাধুতা, চরিত্রের মহত্ত্ব, জ্বলন্ত উৎসাহ;

আত্মবিশ্বাস;

ভিন্ন আর কেহ দেশ-রক্ষা করিতে পারিবে না। তাঁহার মনে বরাবর উচ্চাভিলাষ থাকা সত্ত্বেও তিনি বহুবার কর্ম্মগ্রহণে অস্বীকৃত হন। তখনকার কালের চারিদিকের অনাচার প্রভৃতির প্রতি তাঁহার তীব্র ঘৃণা ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে পেল্যাম তাঁহাকে এমন কাজ দিয়াছিলেন যাহা হইতে তিনি ইচ্ছা করিলে অসৎ উপায়ে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজের বেতন বাদে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হন এবং ফলে রাজ্যের উচ্চতম পদ পান, কিন্তু তিনি কখনো জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করেন নাই, বরং অনেক সময় জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। যে লোকের জন্য জনতা পাগল হইয়া গিয়াছে, জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই লোককে তীব্র আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্কটদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিরোধিতা দেখা দিলে তিনি স্কটজাতির জন্য নিজ শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাহাদের বশ্যতা অর্জ্জন করেন। একটি কথা, এমন কি একটি চাহনি দ্বারা তিনি জন-সভাকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। বস্তুত জন-সভার উপর তাঁহার মত প্রভাব বিস্তার করিতে পূর্ব্বে আর কোন মন্ত্রী পারেন নাই। দেশের উপর তাঁহার এরূপ প্রভাবের কারণ তাঁহার অতুলনীয় দেশভক্তি। দেশকে তিনি সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতা, গৌরব, মহত্ত্ব ও সাধুতায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই ইংল্যাণ্ড ঐ সকল গুণের অধিকারী হয়। ইংল্যাণ্ডের পরাজয়কে নিজের পরাজয় ও বিজয়কে নিজের বিজয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সর্ব্বোপরি তিনি জানিতেন, তাঁহার ক্ষমতা মহাসমিতির জন্য নহে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসী তাঁহাকে চাহিত বলিয়া। মন্ত্রি-সভায় তাঁহার বিরোধিতা হইলে তিনি বলিতেন যে, দেশবাসী তাঁহাকে তাঁহার আসনে বসাইয়াছে, মন্ত্রি-সভা নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ইংল্যাণ্ডে এক বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাদের প্রতিনিধি মহাসমিতি নহে। এইশ্রেণীই তাঁহাকে ক্ষমতার উচ্চশিখরে দাঁড় করাইয়া দেয়। নিউক্যাস্‌লের সহিত বিবাদের সময়ে বড় বড় শহরগুলি তাঁহার সপক্ষে ছিল, লণ্ডন বরাবর তাঁহার সমর্থন করে। বণিকশ্রেণী তাঁহার নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। পিট্ তাঁহার রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌সুলভ বাগ্মিতা দ্বারা লোককে আকর্ষণ করিতেন। তিনি যে সকল নীতিরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেগুলির মূল্য সময় প্রমাণিত করিয়াছে। যথেচ্ছ কয়েদের বিরুদ্ধে প্রজাদের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জন-সভার বিরুদ্ধে ভোট-দাতাগণের অধিকারসমূহ, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মতাবলী পরে সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তিনি প্রুসিয়া-রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন, উত্তরকালে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে তাঁহার দূরদৃষ্টির সার্থকতা দেখা যায়। ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা সাক্ষাৎভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, তিনি এই প্রস্তাব করিয়া উপহসিত হন। কিন্তু উত্তরকালে এই নীতি অবলম্বিত হয়। জ্যাকোবাইট্‌দিগকে তাহাদের স্বদেশে চাকুরী দিয়া ও হাইল্যাণ্ড সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করিয়া তিনি স্কটদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে

অতুলনীয় দেশভক্তি;

এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতা দ্বারা তিনি জনগণের মনে নিজ স্থান করিয়া লন।

পিটের রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়।

দেখা যাইবে যে, পিট্ সর্ব্বত্র সাহসের সঙ্গে নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহার ফলে ইংল্যণ্ডে আবার প্রাণের জোয়ার আসিয়াছে।

ক্লাইভের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ; পলাশীর যুদ্ধ ; ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন (১৭৫৭)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য ক্লাইভ্ বিলাতে চলিয়া যান। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি আবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। এই সময়ে বাংলাদেশ উহার সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। উহার শাসন-কর্ত্তারা দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যা ও বিহার জয় করিয়া লন। এই বিশাল ভূভাগের অধিপতি সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিবাদ বাধে। ক্লাইভ্ মাদ্রাজ হইতে সসৈন্যে আগমন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর মাঠে ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজরা জয়ী হয়। ইহার পর সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে ইংরেজরা নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। এইরূপে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। ইয়োরোপে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পিট্ নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথম হইতেই একেবারে ঈর্ষাশূন্য হইয়া ফ্রেডারিককে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হন।

প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিককে সাহায্য করিতে বদ্ধ-পরিকর পিট্ : ফরাসীর বিরুদ্ধে জয়লাভ ; জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের উদ্ভব (১৭৫৭-৫৮)।

সেইজন্য তিনি ইংরেজ ও হ্যানোভারিয়ান সৈন্য পাঠাইয়া প্রুসিয়ারাজের পরামর্শে তাহাদের সেনাপতিত্ব ব্রান্‌স্‌উইকের রাজকুমারকে দেন এবং ক্রমাগত অর্থদান করিয়া ফ্রেডারিকের শূন্য তহবিল পূর্ণ করিয়া তোলেন। ইহার ফল শীঘ্রই ফলিল। ফ্রেডারিক কোলিনে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুইমাস পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফ্রেডারিক জার্ম্মাণিতে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যের উপর পতিত হইয়া রসবাখের যুদ্ধে উহাদিগকে ধ্বংস করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি সাইলেশিয়া হইতে অষ্ট্রিয়ানদের তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন। রসবাখের যুদ্ধ-জয় হইতেই সম্মিলিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের উদ্ভব। ফরাসী সৈন্য রাইন নদী পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রান্‌স-উইক ইহাদিগকে বাধা দিয়া রাখেন এবং ফ্রেডারিক রুশিয়ানদিগকে পোল্যাণ্ড পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। কিন্তু ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার দুর্ভাগ্য আরম্ভ হয়। অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত করেন। রুশিয়ান্ সৈন্যগণ তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করিয়া

ফ্রেডারিকের ভাগ্য-বিপর্য্যয় এবং মিণ্ডেন ও কিব্রঁ যুদ্ধ।

তাঁহার সৈন্যগণকে হটাইয়া দেয়। বার্লিন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহার পর স্যাক্সনিও অষ্ট্রিয়ানদের হাতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু ফ্রেডারিক সহজে নিরাশ হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি শেষ পর্য্যন্ত সাইলেশিয়া ও স্যাক্সনি নিজ হাতে রাখিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে ফ্রান্স হ্যানোভার আক্রমণ ও ইংল্যণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। হ্যানোভার বিজয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার ফরাসী সৈন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু ফার্দিনান্দ তদপেক্ষা অনেক কম সৈন্য সহ ফরাসীগণকে পরাজিত করিলেন। ইহাই মিণ্ডেন যুদ্ধ নামে খ্যাত। অন্যদিকে কিব্রঁ উপসাগরে ২০ হাজার ফরাসী নৌসৈন্য সমবেত হইলে ইংরেজদের শৌর্য্যে সমগ্র ফরাসী নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পিট্ আমেরিকাতেও সমর্থন পাইতেছিলেন। পূর্ব্বে ইংরেজরা বিশেষ কিছু বাধা ফরাসীদের দেয় নাই, এখন রীতিমত বিরুদ্ধ-নীতি অবলম্বন করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কর্ম্মচারীদিগকে বিলাতী কর্ম্মচারীদের তুল্য মর্য্যাদা দেওয়াতে ঔপনিবেশিকদের সহানুভূতি

লাভ করা যায়। পিটের আহ্বানে ২০ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং ওহিও, চ্যাম্পলেন হ্রদ ও সেণ্ট লরেন্সের দিকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান গেল। মঁৎকালম ইহাদিগকে ব্যর্থকাম করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধের পর তিনটি স্থানের দুর্গ ইংরেজদের অধিকারে আসিল। কিন্তু পিট্‌ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি উত্তর আমেরিকায় ফরাসী শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। উল্‌ফের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যগণ অশেষ যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিয়া কোয়েবাকে প্রবেশ করিল। মঁৎকালম বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু অল্পকাল যুদ্ধের পর ফরাসী সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলাইতে লাগিল। মঁৎকালমের পরাজয়ের পর ক্যানাডা ইংরেজদের হইয়া গেল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা মন্ট্রিল অধিকার করিলে আমেরিকায় ফরাসীদের সাম্রাজ্য গড়িবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

আমেরিকায় পিটের আহ্বানে সাড়া; ফরাসী সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ; ইংরেজ কর্তৃক ক্যানাডা বিজয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজরা সর্বত্র জয়লাভ করে। রসবাখের যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান জার্ম্মাণির উদ্ভব। পলাশীর যুদ্ধের ফলে প্রাচ্য দেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। আর আমেরিকায় উল্‌ফের জয়লাভ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা করে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রাধান্য ইয়োরোপে স্থিত রাজ্যসমূহের উপর নির্ভর করিত। স্পেন, পর্ত্তুগাল ও হল্যাণ্ড বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু স্পেনের অবনতি, স্বদেশের সহিত ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহের বাণিজ্য-সম্বন্ধ এবং পর্ত্তুগীজদের বিস্তার অল্প হওয়ার দরুণ রাষ্ট্রীয় জগতে এই তিনটি রাজ্য আর প্রধান ছিল না। ফ্রান্সই প্রথম বুঝিতে পারে যে, ইয়োরোপের বাহিরে রাজ্য-বিস্তারের একটা বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। ডুপ্লে ও মঁৎকাল্‌ম যে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইলে ফ্রান্স ইয়োরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের সেই আশা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। পিট্‌ শুধু ফ্রান্সকে হৃতসাম্রাজ্য করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের যে স্থান ছিল সেই স্থানে ইংল্যাণ্ডকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপের অন্য সমস্ত জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। পিট্‌ যে শুধু ইংরেজদের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন তাহা নহে, তিনি ইংরেজদের মহত্ত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। সমগ্র জাতি তাঁহার এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফল; ইয়োরোপে ফ্রান্সের স্থলে ইংল্যাণ্ড অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে দেশ-আবিষ্কারের দিকে ইংরেজদের বিশেষভাবে চোখ পড়ে। সাহিত্য জগতে জেম্‌স্‌ কুকের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণের ফলে ইংরেজরা অনেক নূতন দেশের সহিত পরিচিত হয়। তাহিতি আগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সোসাইটি দ্বীপ, নিউজীল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। কুকের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইংরেজদের মনে এই সব দেশে

দেশ-আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপনের দিকে ইংরেজদের ঝোঁক। প্রশান্ত মহাসাগরে কাপ্তেন কুকের ভ্রমণ ও তাহার ফল।

ইংল্যাণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্য।

উপনিবেশ স্থাপন করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। আমেরিকার সহিত বাণিজ্য ১৭৭২ সনে দাঁড়াইয়া ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীর সহিত ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের সমান। উহার মূল্য ৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠে। এই লাভজনক সাম্রাজ্য রক্ষা করা শুধু রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না, ইংল্যাণ্ডবাসী মাত্রেরই মনে এসম্বন্ধে একটা দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। অধিকন্তু তাহারা একথাও বুঝিতে পারে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে স্থিত ভূভাগে রাজ্য বাড়াইতে পারিলে ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সেদিকেও বিলাতী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের চোখ পড়ে।

আমেরিকায় ইংরেজদের রাজ্য বিস্তার; ফরাসী-ভীতি অপনোদিত হইলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্টীকৃত হয়।

এদিকে আমেরিকা সম্বন্ধে একটি সমস্যা ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল। যতদিন ফরাসী-ভীতি প্রবল ছিল, ততদিন আমেরিকা যে ইংল্যাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যেই ফ্রান্সের জন্য ভয় অপসারিত হইয়া গেল, অমনি উভয় দেশের মধ্যে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সকল বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হইতেছিল। আর ইংল্যাণ্ড মনে করিত আমেরিকা উহার সম্পত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। আমেরিকারবাসীর প্রবল স্বাধীনতা-স্পৃহা দেখিয়া দূরদর্শী কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিৎ বুঝিতে পারেন যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন আমেরিকা ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু সেদিনের দেরী ছিল। ঔপনিবেশিকগণ আগে ইংল্যাণ্ডকে নিজেদের জন্মভূমি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইংল্যাণ্ডও আমেরিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্ বিবেচনা করিত। আমেরিকায় সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলেই যে ইংল্যাণ্ড সকল দেশের মধ্যে সেরা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ইংরেজরা মনে করিত আমেরিকার সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার তাহাদের। ইংরেজরা আমেরিকার দুঃসময়ে অর্থ ও জীবন দিয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ঋণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের আশা ছিল যে, ধনী ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডকে এই ঋণভার হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। অথচ কোনপ্রকার করস্থাপনের প্রস্তাবে আমেরিকাবাসীদের ঘোর আপত্তি ছিল। আমেরিকার সহিত ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারও আমেরিকা যে শুধু মানিয়া লইতে চাহিত না, তাহা নহে; পরন্তু উহা নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। সর্ব্বোপরি ঔপনিবেশগণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রবল প্রভাব ইংরেজদের কতকটা চমকিত ও ভীত করিয়া তোলে।

তৃতীয়-জর্জ্জের সিংহাসনে আরোহণ (১৭৬০)।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জর্জের মৃত্যুর পর তাঁহার নাতি তৃতীয় জর্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমেরিকার গণতান্ত্রিক ভাব দমন করা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য বৃদ্ধি করা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শুধু তাহাই নহে। তিনিই হ্যানোভার বংশের প্রথম রাজা যিনি বিলাতী রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে নিজে নামেন, অথচ তিনি শিক্ষা পান নাই, এবং তাঁহার নিজের প্রকৃতিদত্ত শক্তিও বিশেষ কিছু ছিল না

থাপি মহৎ লোকদের প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। ন্তু তাঁহার বুদ্ধি যতই ভোঁতা হউক, নিজ উদ্দেশ্য সাধনের কথা তিনি কখনই লিয়া যাইতেন না। তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে রাজারা যে দল ও ন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে চলিতেন, তাহা অনুচিত হইয়াছে। তিনি রীতিমত রাজার ায় শাসন-কার্য্য চালাইতে এবং দল ও মন্ত্রীদের নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে চাহিলেন। লে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। যে সময়ে বাহিরে বৃটিশ াম্রাজ্য বিস্তৃত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে শাসন-কার্য্যভার ক শাসিত সম্প্রদায়ের হাত হইতে সমগ্র জাতির হাতে গিয়া পড়ে। এবং মজা ই যে, তাহা ঘটিল, তৃতীয় জর্জ্জ নিজে রাজার মত শাসন-কার্য্য চালাইতে যাওয়ার রুণ। বিপ্লবের পর হইতে মহাসমিতি ও জনগণের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান দাঁড়াইয়া ে। অধিকাংশ ইংরেজের মনোভাবের দ্যোতক মহাসমিতি ছিল না। সত্য টে যখন জাতি জাগরূক হইত তখন উহার পক্ষে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সই স্থলে কোন নূতন শাসন-ব্যবস্থা গঠন করা উহার ক্ষমতায় কুলাইত না। বস্তুত হাসমিতি জাতির উনজনের প্রতিনিধিরূপে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতেছিল; কিন্তু তিজন এই উনজনের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে নাই। হ্যানোভার বংশের প্রতি রাগ থাকিলেও, ষ্টুয়ার্টরা সিংহাসন অধিকার করিলে যে কুফল ফলিবে তাহা স্মরণ রিয়া তাহারা চুপ করিয়াছিল। ইহার একটা ফল এই হইল যে, জনগণ তদানীন্তন াসন ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ, রাজার প্রতি ভক্তিহীন ও মহাসমিতি সম্বন্ধে উদাসীন ইয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে মহাসমিতি এই প্রথম জনগণের অপ্রিয় হয়। হাসমিতি হইতে টোরিগণ অপসৃত হওয়ায় দেশবাসীর মনোভাব উহাতে প্রকাশ রিতই না, অধিকন্তু মহাসমিতি নিজেও সচেতন ছিল যে, উহা জাতীয় মনোভাবের দ্যোতক নহে। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। উনজনের একটা র্ব্বের বিষয় এই যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহাতে দেশের মঙ্গল হইয়াছে। ইগরা মহাসমিতির শাসন-ব্যবস্থার অর্থ এই করিত যে, তাহাতে সামান্য লোকেরা স্থান পাইবে না। সমগ্র জাতির প্রতি পিটের আস্থা-প্রকাশকে তাহারা বাড়াবাড়ি নে করিত। এইজন্য মহাসমিতির মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম এডওয়ার্ডের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত মহাসমিতির সংস্কারের কোনপ্রকার চেষ্টা হয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টার বা বার্ম্মিংহামের মত বড় শহরেরও কোন প্রতিনিধি মহাসমিতিতে ছিল না, অথচ ছোট ছোট অনেক গণ্ডগ্রামও মহাসমিতিতে প্রতিনিধি পাঠাইতে সক্ষম হইত। ইহা ছাড়া প্রতাপশালী জমিদাররা পার্শ্ববর্ত্তী বরোসমূহ হইতে অর্থ দ্বারা নিজ মনোমত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইতেন এবং অন্যত্রও মন্ত্রীদের প্রাধান্য ছিল। একমাত্র কাউন্টি ও বড় বাণিজ্য-শহরসমূহ নির্ব্বাচন বিষয়ে কতকটা প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিত, কিন্তু সেগুলিতে নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। এগুলিতেও ভোটদাতাদের সংখ্যা

দল ও মন্ত্রীদের পরামর্শ-নিরপেক্ষভাবে চলিবার জন্য তৃতীয় জর্জ্জের প্রচেষ্টা।

তদানীন্তন মহাসমিতি অধিকাংশ দেশবাসীর মতের প্রকাশক না হওয়ায় উহার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা।

মহাসমিতির বিবিধ দুর্ব্বলতা।

অল্প ছিল। বিলাতে ৮০ লক্ষ লোকবলের মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন ভোট দিতে পারিত। বলা বাহুল্য এরূপ অবস্থায় জন-সভাকে কিছুতেই সমগ্র দেশের মতের প্রকাশক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। সেইজন্যই এরূপ ঘটা সম্ভব হইয়াছিল যে, পিট্ জনগণের অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মহাসমিতিতে স্থান পান নাই। মহাসমিতিতে প্রবেশের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, উৎকোচ দান ও অন্য নানাবিধ অনাচারের অনুষ্ঠান। ওয়ালপোল ও নিউক্যাস্ল এগুলিকে আরো দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। কিন্তু দেশে যে একটা সতেজ নৈতিক আব্হাওয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা এই অসৎ উপায়কে বিদূরিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। জাতির বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর বিকশিত হওয়ায় নৈতিক-বোধের ফল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইতে থাকে। জনগণের মধ্যে যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছিল, পাঠকের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যাডিসনের "স্পেক্টেটারের" ও সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলীর দ্রুতগতি বিক্রয় তাহার প্রমাণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেক্স্পীয়ারের গ্রন্থাবলীর চারিটি সংস্করণ মাত্র বাহির হইয়াছিল, প্রতি সংস্করণে ছাপা হয় ৫০০ গ্রন্থ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে দশটি সংস্করণ বাহির হয় এবং ইংল্যণ্ডবাসী ঐ গ্রন্থের ৩০ হাজার খণ্ড কিনে। লোকেদের মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থপ্রকাশকদের উদ্ভব হয় এবং সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা একদল লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের সামর্থ্য জন্মে। বলা বাহুল্য, ইহার কুফলও দেখা গিয়াছিল। নিকৃষ্ট শ্রেণীর বহু লেখক তাঁহাদের অপকৃষ্ট লেখার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। এই সাহিত্যিক বিশৃঙ্খলার সময়ে পোপ (১৬৮ -১৭৪৪) তাঁহার রচিত "ডানসিয়াডে" বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "রেপ্ অব্ দি লক" এ তাঁহার কাব্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। তদানীন্তন নিকৃষ্ট লেখকদেরও যে সাহিত্য-জগতে কাজ ছিল, তাহা পোপ অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের লেখা যে সাহিত্য নহে, একথাও জোরের সঙ্গে প্রচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার একটা ফল এই হইল যে, সৎসাহিত্যের যোগান বাড়িতে লাগিল। পড়িবার মত ভাল বই যথেষ্ট ছিল না বলিয়া লোকে আগে যাহা পাইত তাহাই পড়িত, এক্ষণে ভাল বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। উপন্যাসের উন্নতি হইল। তৃতীয় জর্জ্জের সময়ে পিট্ জাতীয়তাকে যে ভাবে পুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন, তাহাতে বন্ধনমুক্ত সংবাদপত্রসমূহ শুধু যে সংখ্যায় বাড়িল তাহা নহে, অধিকন্তু সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রীয় জগতে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইল।

পিট্ মহাসমিতির প্রিয়পাত্র না হইলেও জনগণ তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজ প্রাধান্য বজায় রাখে।

জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক বোধ বিকাশের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও সুফল দেখা যায়।

পিটের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রকৃত পক্ষে জনমতের নিজেকে জাহির করার ফল। তাহাতে ইহাও বুঝা গেল যে, যে রাজা জাতির পোষকতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হুইগ্দিগকে ভয় করিবার কিছুই নাই। তৃতীয় জর্জের উদ্দেশ্য ছিল, জনমত দ্বারা মহাসমিতিকে নিয়ন্ত্রিত করা নয়, কিন্তু মহাসমিতিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া ও জনমতকে গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া দেশ শাসন করা। আর এই সময়ে জনমতও তাঁহাকে সাহায্য করিল। ষ্টুয়ার্টবংশীয় চার্লস এডওয়ার্ডের তিরোধানের

তৃতীয় জর্জ্জের উদ্দেশ্য: রাজার মত দেশ শাসন করা।

সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাজবংশের প্রতি বিরূপতা যাজক ও জমিদারদের অনেকের বিদূরিত হয়। তৃতীয় জর্জ ইংল্যণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ও পালিত হন, ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতেন। সুতরাং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আবার রাষ্ট্রনীতিতে যোগ দেওয়া অনেকের পক্ষে সহজ হইল। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগ হইতে টোরিরা আসিয়া রাজসভায় দেখা দিলেন। তাঁহারা আসাতে বিলাতী রাষ্ট্রনীতির রূপান্তর ঘটিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে টোরিগণ রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়ায় ঐ সময়ের পরে রাষ্ট্রনৈতিক গগনে যে পরিবর্তনসমূহ ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা ষ্টুয়াট বংশীয় রাজাদিগকে যেরূপ ভক্তির চোখে দেখিতেন নূতন রাজার প্রতিও সেই মনোভাব লইয়াই আসিলেন। ফলে মহাসমিতিতে রাজার স্বপক্ষের লোকের অভাব হইল না। তৃতীয় জর্জ নিজ ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা এই দলকে আরো শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। ধর্মবিষয়ে, সামরিক ও অসামরিক কার্য্যে সমুদয় উন্নতি রাজার ইচ্ছার উপর তখনো নির্ভর করিত। তৃতীয় জর্জের পূর্বপুরুষরা এই সকল ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এইগুলি আবার গ্রহণ করিলেন। হুইগ্‌গণ বহুকাল ধরিয়া ক্ষমতাপন্ন থাকায় ও মহাসমিতিতে অতিজনরূপে কার্য্য করায়, তাঁহারা দেশমধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। তৃতীয় জর্জ তাঁহাদিগকে হতবল করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। হুইগ্‌দের নিজেদের মধ্যে বিবাদ এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিল। নিউকাস্‌লের ন্যায় চরিত্রের লোকের প্রতি সাধারণের বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই সময়ে যদি পিট্‌ ও নিউকাস্‌ল সম্মিলিতভাবে কাজ করিতেন, তাহা হইলে তৃতীয় জর্জ তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু মন্ত্রি-সভায় বিরোধ দেখা দিল। দলের অধিকাংশ লোক পিটের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। হুইগরা যুদ্ধ ও পিটের প্রাধান্য কোনটাই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। ফ্রান্স এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে ইংল্যণ্ড তাহার জয়লব্ধ সমস্ত দেশ রাখিতে পারিত, কিন্তু একটি সর্ত এই ছিল যে, প্রুসিয়াকে আর সাহায্য করা হইবে না। পিট্‌ এই সন্ধির প্রস্তাব নামঞ্জুর করেন। কিন্তু হুইগ্‌গণ ইহাতে পিটের উপর বিরক্ত হন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের অভিযানে ফ্রেডারিকের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা দেয়। ড্রেস্‌ডেনে ব্যর্থমনোরথ হইয়াও তিনি সাইলেশিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু জয়লাভ করিয়াও ফ্রেডারিকের লোকবল ও অর্থবল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পক্ষে নূতন করিয়া সজোরে অভিযান চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে; বিশেষত তাঁহার চারিদিকে শত্রুগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি এই সময়ে পিটের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছিলেন। কিন্তু পিটের পতন তখন আসন্ন। তৃতীয় জর্জ বুঝিলেন যে, পিটের প্রাধান্য অন্য মন্ত্রীদের অপ্রীতিকর হইয়াছে। তিনি এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহার প্রিয়পাত্র বুটের আর্লকে তিনি রাষ্ট্র-সচিব করিয়া মন্ত্রি-সভায় আনিলেন। ইহার ফলে পিটের দুইজন সুযোগ্য সহায়ক, জর্জ গ্রেনভিল ও চার্লস টাউনসেণ্ড, বুটের সহিত যোগ দিলেন। বুট ও

তৃতীয় জর্জের রাজসভায় টোরিগণের প্রত্যাবর্তন ও তাহার ফলাফল।

হুইগ্‌দিগকে হতবল করিবার জন্য তৃতীয় জর্জের চেষ্টা।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পিট্‌ বনাম হুইগ্‌গণ।

লোকমত দ্বারা মন্ত্রিত্ব লাভ করিলেও মহাসমিতিতে পরাজিত হওয়ায় পিটের পদত্যাগ (১৭৬১)।

তাঁহার দল ফ্রান্সের সহিত শান্তির প্রয়াসী ছিলেন। রাজার এবং সহকর্মীদের মনোভাব জ্ঞাত হইয়াও পিট্ শান্তিস্থাপন করা দূরে থাকুক, যুদ্ধের পরিসর বাড়াইয়া দিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে এই মর্ম্মে এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে যে, বৎসরান্তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে। পিট্ প্রস্তাব করিলেন যে, ইণ্ডীজ হইতে কাডিজের দিকে যে ধনরত্ন বোঝাই জাহাজগুলি প্রেরিত হইয়াছে সেগুলিকে লুটিয়া লওয়া হউক এবং পানামা শাল অধিকার ও আমেরিকায় স্পেনিশ রাজ্য আক্রমণ করা হউক। পিট্ দেখিলেন ফ্রান্সকে জব্দ করিবার এই সুযোগ এবং তাঁহার মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সকল শত্রুকে ইংরেজরা পরাজিত করিতে পারিবে। মন্ত্রি-সভা এইরূপ বীরজনোচিত প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার প্রস্তাব নামঞ্জুর হওয়ায় পিট্ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পদত্যাগ করিলেন, কারণ তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, যে জনমত তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার প্রাধান্য থাকিবে কি না তাহাই ছিল সমস্যা। তিনি মহাসমিতিতে পরাজিত হওয়ায় বুঝিলেন যে, তিনি আর লোকমতানুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহার অপসৃত হওয়া সমীচীন।

পিটের পদত্যাগের পর মন্ত্রি-সভা হইতে হুইগ্‌দের অবসর গ্রহণে বাধ্য হওন। প্রধান মন্ত্রীর পদে রাজার প্রিয়পাত্র বুট (১৭৬১)। ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের অবসান।

মন্ত্রি-সভা হইতে পিট্‌কে অপসারিত করিবার মূলে ছিলেন হুইগ্‌গণ। সাধারণ ব্যক্তিদিগের সহিত মেলামেশার দরুণ তিনি হুইগ্‌দের অপ্রীতিভাজন হন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপিত করিবেন। কিন্তু পিট্ অপেক্ষাও হুইগ্‌দের প্রতি তৃতীয় জর্জ্জের বিদ্বেষ বেশী ছিল। মন্ত্রি-সভা হইতে পিট্ অপসৃত হওয়া মাত্র তিনি নিজের বহুদিন পোষিত আকাঙ্ক্ষার পূরণে চেষ্টিত হইলেন। কর্ম্মচ্যুত পিট্ লণ্ডনবাসীদের নিকট যে অভ্যর্থনা লাভ করিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু মন্ত্রিগণ একেবারে রাজার হাতে গিয়া পড়িলেন। নিউকাস্‌ল বেশীদিন তাঁহার কাজ রাখিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার শক্তিমান্ হুইগ্ সহকর্ম্মীরাও একে একে পদত্যাগ করিলেন। এইরূপে তৃতীয় জর্জ্জ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বুটকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিলেন। বুট রাজার মুখপাত্ররূপে মাত্র কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। তৃতীয় জর্জ্জের প্রথম কাজই হইল যুদ্ধের অবসান করা। ইংরেজদের নিকট অর্থ-সাহায্য না পাইয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ রুশিয়ার রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু হওয়ায় ও রুশিয়া তাহার অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন করায়, ফ্রেডারিক তাঁহার রাজ্যের কিছুমাত্র অংশ ত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন। মেরিয়া টেরেসাকে সাইলেশিয়া এবং রুশিয়ার সম্রাজ্ঞীকে পূর্ব্ব প্রুসিয়া দিয়াও জর্জ্জ ও তাঁহার মন্ত্রী সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। পিটের পতনের তিন সপ্তাহ পরে স্পেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। স্পেনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের অভিযান বিষয়ে পিট্ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহার সমীচীনতা প্রকাশিত হইল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মার্টিনিকো, অতঃপর গ্রেনাডা, সেণ্ট লুসিয়া ও সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট ইংরেজরা অধিকার করে। ইহার পর হাভানা দখল করিয়া ইংরেজরা

কিউবা পায়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও ইংল্যাণ্ডের অধীন হয়। এইসকল পরাজয়ে ফ্রান্স সন্ধি করিতে উৎসুক হইলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে সন্ধি হইল। বুট সন্ধিস্থাপনে এরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন যে, একমাত্র মিনরকা রাখিয়া তিনি মার্টিনিকো ফ্রান্সকে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও কিউবা স্পেনকে ফিরাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড প্রভু হইল। ক্যানাডা, নোভা স্কোটিয়া, লুসিয়ানা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য স্থাপন।

কোনপ্রকারে সন্ধি স্থাপনের জন্য তৃতীয় জর্জ্জ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য শান্তি প্রয়োজন। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে পিট্ পুনরায় মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিবেন এবং হুইগ্‌গণ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একত্র হইবে, এই আশঙ্কা তাঁহার মনে বরাবর ছিল। যুদ্ধশান্তি হওয়ায় তিনি মুক্ত হইয়া গেলেন। হুইগদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ, টোরিদের রাজ-বশ্যতা এবং রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে রাজার ক্ষমতার সুযোগ তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলেন। তিনি জন-সভাকেও নিজ ইচ্ছামত রূপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনগণের মন কোন বিষয়ে উত্তেজিত না হইলে এবং মহাসমিতি তাহার বশীভূত হইয়া না পড়িলে, মহাসমিতিকে যে তাঁহার ইচ্ছার বাহনরূপে পরিণত করা যায়, তাহা তৃতীয় জর্জ্জ বুঝিতে পারিলেন। বস্তুত, জন-সভা যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল তখন উহা জনগণের প্রতিনিধি ছিল না। উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা হুইগ্‌গণ উহাকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তোলেন। এক্ষণে তৃতীয় জর্জ্জও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। মহাসমিতিতে স্থান ও ভোট কিনিবার জন্য রাজকীয় রাজস্ব ব্যয়িত হইতে লাগিল। তিনি দিনের পর দিন ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ভোটদাতাগণের তালিকা পরীক্ষা করিয়া নিজ পক্ষের লোকদিগকে নানাবিধ পদ ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। সরকারী চাকুরী, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতিতে পদোন্নতি সমস্তই "রাজার বন্ধুদের" জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সভ্যদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিবার জন্য রাজকোষাগারে একটি বিভাগ খোলা হইল।

মহাসমিতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক অবলম্বিত উপায়।

যতদিন পিট্ রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন ততদিন যুদ্ধের জন্য অর্থব্যয়ে তিনি কোন কার্পণ্য করেন নাই। তিনি কর্জ্জ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ কোটি পাউণ্ড। সুতরাং বুটের কর্ত্তব্য হইল এই ঋণ-লাঘবের চেষ্টা করা। প্রধানত আমেরিকার রক্ষার্থই এই ঋণ-ভার ইংল্যাণ্ড নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। অধিকাংশ ইংরেজ মনে করিত যে, উপনিবেশসমূহের এই ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধ করা উচিত। রাজা ও বুটের মতও তদ্রূপ। কিন্তু তাঁহারা শুধু কর-ভার চাপাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চাহিলেন না। কর হইতে মাত্র ২ লক্ষ পাউণ্ড উঠিবার কথা। এই সময়ে বুট বাণিজ্য-বিভাগের কর্ত্তারূপে চার্লস টাউনসেণ্ডকে নিয়োজিত করিলেন। টাউনসেণ্ড দৃঢ়হস্তে নাবিক ও অন্যান্য আইন প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকার সহিত ফরাসী বা স্প্যানিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে আগেও বাধা ছিল, কিন্তু কার্য্যত সে বাধা মানা হইত না। এক্ষণে শুল্কের হার কমাইয়া দিয়া আইন কড়াকড়িভাবে

জাতীয় ঋণ পরিশোধার্থ তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক আমেরিকার উপর শুল্ক চাপাইবার প্রস্তাব।

এবং সকল প্রকার অবৈধ বাণিজ্যের তিরোধান ঘটাইবার প্রয়াস।

প্রযুক্ত হইতে লাগিল। আর সকল প্রকার অবৈধ বাণিজ্যের প্রতিবিধান কল্পে সেনানী সহ গ্রেনভিল প্রেরিত হন। এইরূপে প্রত্যাশিত রাজস্বের সহিত ষ্ট্যাম্প শুল্ক অর্থাৎ উপনিবেশসমূহের সমুদয় আইন-ঘটিত দলিল-দস্তাবেজের উপর শুল্ক যুক্ত করিয়া দিবার পরিকল্পনা হইল। বলা বাহুল্য, বুটের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে শীঘ্রই আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ডের বিষম বিরোধ বাধিয়া যাইত। পিটের পদত্যাগের পর যে সকল উচ্চ শ্রেণীর লোক সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে রাজপক্ষে আসিয়া যোগ দিতে ছিলেন। কিন্তু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে জনগণ ক্ষুব্ধ হইল। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে হাত দেওয়া প্রয়োজন, জনগণ ইহা বুঝিল। কিন্তু কিভাবে নিজ শক্তি প্রকাশ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। রাজা ও মহাসমিতির প্রতি উহাদের অবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। জন-সভা যতদূর অবনত হইবার হইয়াছিল। উহা রাজার ভৃত্যমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার প্রিয়পাত্র মাত্র; রাজা নিজেকে হুইগ্ বলিয়া পরিচয় দিলেও এমন এক স্বেচ্ছাচারিতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নাই। ফলে সমগ্র জাতি স্বদেশ-প্রেম ও ধর্ম্মবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া হ্যানোভারীয় রাজ-সভা ও মহাসমিতির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকিল। আর এখানে সেখানে দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

হ্যানোভারীয় রাজ-সভা ও মহাসমিতির প্রতি জনগণের বিদ্বেষ।

জনগণের এই মেজাজের সুযোগ গ্রহণ করিলেন জন উইল্কস্। ইনি তেমন কোন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় বিলাতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তিনটি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। (১) জন-সভার যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার কথা প্রচার করিয়া তিনি মহাসমিতির সংস্কার সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলেন। (২) মহাসমিতির কার্য্যাবলী পূর্ব্বে গোপন রাখা হইত; তিনি গোপনতার বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেন। (৩) সরকারী বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার অধিকার যে সংবাদ-পত্রের আছে তাহা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। দেশব্যাপী উত্তেজনা ও অসন্তোষের মুখপাত্ররূপেই তিনি বুটের মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হন। টোরিগণ রাজা ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্বিষ্ট হইয়া ছিলেন। পিটের পদচ্যুতিতে হুইগ্গণ ও বণিকেরা ক্রুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রীয় শান্তির হঠাৎ অবসানে সমগ্র জাতি ভীত হইয়া উঠে। উইল্কস্এর আন্দোলনের একটা ফল এই হইল যে, জনগণের বিদ্বেষ হ্রাস করিবার নিমিত্ত ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বুট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহার পর যে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল তাহাতে তাঁহার সহকর্ম্মীরা স্থান পাইলেন এবং বাহির হইতে তিনিই উহা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রি-সভার নেতৃত্ব পাইলেন জর্জ্জ গ্রেনভিল্ কিন্তু উহার নীতি হইল বুটের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। চার্লস টাউনসেণ্ড ও বেডফোর্ডের সামন্ত মন্ত্রির পদ লইতে অস্বীকৃত হন। এই মন্ত্রি-সভায় বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন লর্ড শেলবার্ণ। কিন্তু তিনিও তখন পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মদক্ষতা দেখাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তৃতীয় জর্জ্জ মন্ত্রি-সভার দুর্ব্বলতার সুযোগে উহাকে একেবারে নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিয়া লইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু গ্রেনভিল রাজা বা বুটের হাতের ক্রীড়নকরূপে কাজ করিতে সম্মত হইলেন না।

জন উইল্কস্ ও বিলাতী রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিবর্ত্তন: (১) জন-সভার স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ; (২) মহাসমিতির কার্য্যাবলী প্রকাশ্যভাবে সম্পাদন, (৩) সংবাদপত্রসমূহ কর্ত্তৃক সরকারী কার্য্যের আলোচনা।

উইল্কসের আন্দোলন; দেশব্যাপী অসন্তোষ; বুটের পতন এবং গ্রেনভিল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭৬৩)।

সুতরাং শীঘ্রই তৃতীয় জর্জ্জের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তৃতীয় জর্জ্জ নিরুপায় হইয়া পিট্‌কে মন্ত্রি-সভা গঠন করিতে অনুরোধ করিলেন। পিট্ পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টামাত্র না করিয়া মন্ত্রি-সভা গঠনে সম্মত হন। কিন্তু তাঁহার সর্ত্ত হইল এই যে, বেডফোর্ড ব্যতীত তাঁহার দলের আর সকলকে কর্ম্মে বাহাল করিতে হইবে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, মন্ত্রি-সভার পুনর্গঠন দ্বারা আইনানুগত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। কিন্তু এইরূপ মন্ত্রি-সভার উচ্ছেদ ও রাজকীয় ক্ষমতা অপ্রতিহত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল জর্জ্জের অভিপ্রায়। সুতরাং পিটের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। ফলে, পিট্ রাষ্ট্রনৈতিক গগন হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইলেন; শেলবার্ণ পদ ত্যাগ করিয়া পিটের অনুবর্ত্তী হইলেন। অন্য দিকে, পিট্ তাঁহাকে বাদ দেওয়ায়, বেডফোর্ড তাঁহার সমস্ত দলবল সহ গ্রেনভিলের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। গ্রেনভিল আর্থিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সংকীর্ণ থাকায় তিনি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে আইন পালনে যত্নবান্ থাকিলেন। তিনি রাজাকে যেরূপ প্রতিহত করিয়াছিলেন, জনগণকেও সেইরূপ প্রতিরুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মহাসমিতির সম্মতি অনুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করা এবং রাজা ও প্রজা উভয়ের উপর মহাসমিতির প্রাধান্য স্থাপিত করা। সুতরাং তিনি এক্ষণে জনমত দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসমিতির মতকে জনগণের মত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহার আদর্শ। সেই আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য তিনি উইল্‌স্ ও সংবাদপত্রসমূহের সহিত বিরোধ করিলেন। জনগণ মহাসমিতির উভয় শাখা হইতে সংবাদ-পত্ররূপ এক উচ্চতর আদালতে আপীল করিতে সক্ষম ছিল। বূটের পতন দ্বারা প্রমাণিত হয় সংবাদপত্রের শক্তি কিরূপ। কিন্তু গ্রেনভিল আরো শক্ত ধাতুতে তৈরী। 'নর্থবৃটন' নামক প্রসিদ্ধ পত্রের ৪৫ সংখ্যায় উইল্‌ক্স মহাসমিতির অধিবেশন আরম্ভের পূর্ব্বে প্রদত্ত রাজার বক্তৃতার এক সমালোচনা বাহির করেন। রাষ্ট্রসচিব অমনি ঐ পত্রের লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা দিলেন। তাহার ফলে ৭৯ জন লোককে ধরা হইল, মহাসমিতির সভ্য হওয়া সত্ত্বেও উইলক্স কারাগারে প্রেরিত হইলেন। এইরূপ বেআইনী কাজ অবশ্য টিকিল না, তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তি দিতে হয়। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনীত হইল। ইহার পর মহাসমিতি এক বিচারসমিতি বসায়। জন-সভা নর্থ-বৃটন নামক কাগজখানিকে মিথ্যা কথায় পূর্ণ, গ্লানিকর ও দ্রোহজনক বলিয়া ঘোষণা করে। ওমরাহ-সভা উইলক্‌সের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেয়। জন-সভায় পিট্ এবং ওমরাহ্-সভায় শেলবার্ণ প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। উইলক্‌স ভয় পাইয়া ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন এবং জন-সভা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। উইল্‌ক্‌স পলাইয়া গেলেন বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখাকে যথেচ্ছ বিচার-ক্ষমতা দান ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধতা দ্বারা সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ধ্বনিত হইতে

তৃতীয় জর্জ্জের সহিত গ্রেনভিলের বিরোধ; পিট্‌কে মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার অনুরোধ; পিটের সর্ত্ত না মানায় তৎকর্ত্তৃক মন্ত্রি-পদ প্রত্যাখ্যান।

একদিকে রাজা, অন্য দিকে জনগণ—এই উভয়ের বিরুদ্ধে গ্রেনভিল কর্ত্তৃক মহাসমিতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করণ।

উইলক্স ও সংবাদ-পত্রসমূহের দমন।

লাগিল, "উইল্‌ক্স ও স্বাধীনতা" এবং জানালায় জানালায় চকের লেপা দেখা দিল, "নং ৪৫"। ইহা শীঘ্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, উইল্‌ক্সকে আঘাত করায় জনমত আরো বিদ্বিষ্ট হইয়াছে। আমেরিকান্ উপনিবেশসমূহ সম্বন্ধেও গ্রেন্‌ভিল অনুরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন। বুট উপনিবেশের উপর কর চাপাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার ও টাউনসেণ্ডের অপসৃত হওয়ার ফলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। বাণিজ্য-বিভাগের ভার শেলবার্ণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব মত কাজ করিতে রাজী হন নাই। পরন্তু পিট্ সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা গঠনে অসমর্থ হইলে, শেলবার্ণ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। গ্রেনভিল শক্তিশালী মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব পাইয়া উপনিবেশগুলির দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু উপনিবেশের সনন্দ রদ্ করিয়া দেওয়া, অথবা সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতে ঐগুলির ভার দেওয়া কিংবা অন্য কোনরূপে ঔপনিবেশিকগণকে বাধা দেওয়া গ্রেনভিলের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি শুধু চাহিতেছিলেন যে, যুদ্ধের ফলে যে ঋণভার দেশের স্কন্ধে চাপিয়াছে তাহার কিছু অংশ আমেরিকা গ্রহণ করিবে; এই উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা হইতে রাজস্ব তুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। গ্রেনভিল জানিতেন যে, তিনি উপনিবেশসমূহ হইতে দুই লক্ষ পাউণ্ডের অধিক অর্থ তুলিতে পারিবেন না এবং ঔপনিবেশিকরা স্বেচ্ছায় এই অর্থ তুলিয়া না দিলে উহাও পাওয়া মুস্কিল হইবে। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা স্বেচ্ছায় অর্থ তুলিবে, তাহার কোন আশা ছিল না। পরন্তু তাহারা ঘোরতর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইল। গ্রেনভিল এবং অধিকাংশ ইংরেজের নিকট উপনিবেশসমূহও ইংল্যাণ্ডের মত বিলাতী মাটি মাত্র এবং একজন ইংরেজ ও ঔপনিবেশিকের মধ্যে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় অধিকারগত কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। সত্য বটে বাণিজ্য ও পোতচালনা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বিলাতী মহাসমিতি বা রাজা হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিংবা স্বদেশে ইংরেজগণ যে করভারে প্রপীড়িত ছিলেন, তাহার কোন অংশ ঔপনিবেশিকগণের উপর চাপান হয় নাই। কিন্তু উপনিবেশসমূহের উপর কর বসাইবার অধিকার যে ইংল্যাণ্ডের আছে, তাহা অনেকবার ঘোষিত হয় এবং উপনিবেশ-সমূহের ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইনে বহুস্থলে সম্মতি দেওয়া হয় নাই। রাজার প্রত্যেক প্রজার উপর মহাসমিতি ও রাজার অসীম ক্ষমতা, এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিক ঠিক ইংরেজ প্রজার ন্যায় উহার অধীন। গ্রেণভিলের এই যুক্তির বিরুদ্ধে আইনের দিক্ হইতে ঔপনিবেশিকদিগের কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিশাল সমুদ্র এবং তিন হাজার মাইলের ব্যবধান। এই ঘটনা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। মহাসমিতি আইন করিয়া আর আটলাণ্টিক মহাসাগরকে উড়াইয়া দিতে পারে না। সুতরাং একজন ঔপনিবেশিক ও একজন ইংরেজের অধিকার আইনের চোখে সমান হইলেও বস্তুত ইংরেজের সুবিধা বেশী, কারণ মহাসমিতিতে তাহার প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারের সুযোগ সে সহজে গ্রহণ করে। আর ঔপনিবেশিকের এত দূর হইতে তাহা করিবার সুবিধা নাই। ঔপনিবেশিকগণকে স্বায়ত্ত শাসনের কোন অংশ না দিয়া তাহাদের উপর করভারের অংশ চাপান সম্বন্ধেই যত আপত্তি ছিল। উপনিবেশের শাসন-

গ্রেনভিল এবং আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহ; উপনিবেশ-সমূহ হইতে করাদায় সম্বন্ধে ইংরেজ ও ঔপনিবেশিকগণের মতভেদ।

ঔপনিবেশিকদিগের মত; মহাসমিতিতে উপনিবেশের প্রতিনিধি না থাকিলে মহাসমিতি কর্ত্তৃক উপনিবেশের উপর করস্থাপন সমীচীন নহে।

ব্যবস্থা মূলত ইংল্যাণ্ডের হাতে ; কিন্তু আভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে আইন প্রণয়ন—ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক তত্ত্বাবধান করা হইলেও—উপনিবেশসমূহ নিজেরা করিত। উপনিবেশ কর তুলিত, আর ইংল্যাণ্ড একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইত। এই একচেটিয়া বাণিজ্যের কাঠিন্য হ্রাস হইয়াছিল, আমেরিকার বন্দরসমূহ ও স্প্যানিশ অধিকৃত স্থানসমূহের মধ্যে এক গুপ্ত বাণিজ্য দ্বারা। ওয়ালপোল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ ইহা জানিতেন, কিন্তু তাঁহারা কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। গ্রেনভিল মন্ত্রী হইয়া আইন প্রয়োগ দ্বারা গুপ্ত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ঔপনিবেশিকগণও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, এই ব্যবস্থার প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বৃটিশ পণ্য ব্যবহার করিবে না। গ্রেনভিল গুপ্ত বাণিজ্য বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আরো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ঔপনিবেশিকরা মনে করিত, করভার ও প্রতিনিধিত্ব এক সঙ্গে থাকিবে অর্থাৎ যেহেতু বৃটিশ মহাসমিতিতে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নাই সেই জন্য আমেরিকার উপর কর চাপাইবার অধিকার মহাসমিতির নাই। সুতরাং গ্রেনভিল যখন ষ্ট্যাম্প শুল্ক চাপাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন ঔপনিবেশিকদিগের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থাপক সভায় সমবেত হইয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে ষ্ট্যাম্প-শুল্ক বাবদ্ গ্রেনভিল যে অর্থ পাইবেন তদপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ দেওয়া হউক, কিন্তু ষ্ট্যাম্প-শুল্ক যেন না বসান হয়। ষ্ট্যাম্প-শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহারা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে পাঠাইলেন। ইনি ফিলাডেলফিয়ায় সামান্য মুদ্রাকরের পদ হইতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ফ্র্যাঙ্কলিন বিলাতে আসিয়া দেখিলেন যে, বিলাতী মহাসমিতির সার্ব্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাস করে না, এরূপ লোক বিরল ; তবে এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড যদি আমেরিকার উপর কোন কর-ভার না চাপায় তাহা হইলে ভাল হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিকরা যখন নিজেরাই দেশ রক্ষার জন্য অর্থ তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রেনভিল আমেরিকার অঙ্গীকার না পাইয়া তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিনা বাধায় ষ্ট্যাম্প-শুল্ক ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় গৃহীত হইল। এই সময়ে পিট্ অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তিনি সুস্থ থাকিলে যে, এই আইনের বিরোধিতা করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ষ্ট্যাম্প আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পরে আর এক আইন পাশ হয়। উহাতে রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে রাণীর নাম বাদ পড়ে। এই অপমানে তৃতীয় জর্জ্জ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যান। গ্রেনভিলের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে পিটের সর্ত্তে সম্মত হইয়া পিট্‌কে মন্ত্রিত্ব-ভার প্রদান করেন। হুইগদিগকে মন্ত্রি সভায় স্থান-দান, আমেরিকান্ নীতির পরিবর্ত্তন, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহের সহিত প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘ গঠন প্রভৃতি বিষয়ে তৃতীয় জর্জ্জ সম্মতি দেন। কিন্তু একটি কারণে পিটের মন্ত্রি-সভা গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। তাঁহার শ্যালক আর্ল টেম্পল তাঁহার সহিত যোগ দিতে অসম্মত হইলেন। জন-সভায় পিটের অনুবর্ত্তী দল বা লোক ছিল না বলিলেই হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মন্ত্রি-সভায় তিনি প্রধানত লর্ড

উপনিবেশসমূহের এই মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গ্রেনভিল কর্ত্তৃক শুল্ক-আইন পাশ (১৭৬৫)।

গ্রেনভিলের সহিত তৃতীয় জর্জ্জের পুনরায় বিরোধ ; জর্জ্জ কর্ত্তৃক পিট্‌কে মন্ত্রি-পদ দান এবং মন্ত্রি সভা গঠনে পিটের অসামর্থ্য।

টেম্পল ও জর্জ্জ গ্রেনভিলের সহায়তাতে হুইগদের বিরুদ্ধে নিজ প্রাধান্য অবিচল রাখিয়াছিলেন। গ্রেনভিলের সহিত ছাড়াছাড়ি তাঁহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এক্ষণে টেম্পলও গ্রেনভিলের পক্ষে যোগ দিলেন। মহাসমিতিতে পিটের পক্ষে কেহ রহিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন, এবং তৃতীয় জর্জকে মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য হুইগ্‌দের উপর নির্ভর করিতে হইল।

রকিংগাম কর্তৃক বিলাতী মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭৬৫)।

নিউকাস্‌ল বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় রকিংহামের সামন্ত হুইগ্‌দের একটি দলের নেতৃত্ব পাইয়াছিলেন। গ্রেনভিল, টাউনসেণ্ড ও বেডফোর্ড তাঁহাদের দলবল সহ সরিয়া দাঁড়াইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দলই হুইগ্‌দের প্রতিনিধি ছিল। রকিংহাম সং এবং উচ্চ আদর্শ দ্বারা পূর্ণ হইলেও বয়সের অল্পতাবশত ভীরুস্বভাব ছিলেন এবং পিটের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রকিংহামের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল। তাঁহার মতে ষ্ট্যাম্প আইন সময়োচিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, উপনিবেশসমূহের উপর কর বসাইতে বা আইন পাশ করিতে মহাসমিতির সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। ফলে শুল্ক আইন রদ্ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। ফ্র্যাঙ্কলিন এই আইনের বিরুদ্ধে খুব লড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত উপনিবেশসমূহের উহা মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিলেন না। কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ সর্ব্বত্র বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। নিউ ইংল্যাণ্ডে ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ আসিয়া পৌছামাত্র দাঙ্গা হইয়া গেল এবং কর-গ্রাহকেরা ভীত হইয়া পদত্যাগ করিল। উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ একযোগে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে ভার্জিনিয়া, তার পর ম্যাসাচুসেট্‌স্ এবং অতঃপর সকল রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত কংগ্রেস ঘোষণা করিল যে, আভ্যন্তরীণ করাদায় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার বিলাতী মহাসমিতির নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মিলন স্থরু হয় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস বসিবার সময় হইতে। ইহার এক সভ্য বলেন যে "এই মহাদেশে নিউ ইংল্যাণ্ডবাসী বা নিউ ইয়র্কবাসী বলিয়া কেহ নাই, আমরা সকলেই আমেরিকান।" ইংল্যাণ্ডে এই সংবাদ পৌছিলে মন্ত্রিগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, এবং দুইজন মন্ত্রী আইন রদ্ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু রকিংহাম শুধু তখনকার মত আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ওমরাহ্-সভায় একমাত্র শেলবার্ণ আইনের প্রতিবাদ করেন। ষ্ট্যাম্প আইন যখন মহাসমিতিতে পাশ হয়, তখন পিট জনসভা গৃহে পীড়াবশত অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি আবার উহার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, আমেরিকার উপর কর চাপাইবার কোন অধিকার বিলাতী মহাসমিতির নাই। এই সময় হইতেই তৃতীয় জর্জ্জের মনে পিটের প্রতি ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এমন কি, তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কামনা করেন। কিন্তু পিট্ এই সময়ে মন্ত্রিত্ব গঠনে ইচ্ছুক হন। রকিংহাম ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দিতে সম্মত না হওয়ায় এবারও তাঁহার পক্ষে মন্ত্রি-সভা গঠন করা সম্ভব হইল না।

ষ্ট্যাম্প আইন পাশ হওয়ার ফলে আমেরিকা ব্যাপী আন্দোলন ও আমেরিকান্ কংগ্রেসের জন্ম (১৭৬৫)। বিলাতে পিট্ ও শেলবার্ণ কর্তৃক এই আইনের প্রতিবাদ।

এই সময়ে রকিংহামের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁহার সেক্রেটারী এডমাণ্ড বার্ক। ইনি জাতিতে আইরিশ। ইনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আসেন। দার্শনিক ও সাহিত্যিকসুলভ গুণাবলী তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি বাছিয়া লইলেন রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। রকিংহামের চেষ্টাতেই তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন। তাঁহার বক্তৃতা-ভঙ্গী বিশেষ ভাল ছিল না, কিন্তু উহা যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি দ্বারা রঞ্জিত থাকিত। তাঁহার নিকট সমগ্র জাতি একটি জীবন্ত সমাজ, উহার বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, কোন অংশের অকস্মাৎ উন্নতি বা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যাওয়াও বিপজ্জনক। বলা বাহুল্য, যেখানে সমাজের অবস্থা বেশ উন্নত ও শৃঙ্খলাযুক্ত সেখানে বার্কের তত্ত্ব উপযোগী হইলেও তাহা সমাজের বিশৃঙ্খল বা অনুন্নত অবস্থার পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বার্ক মনে করিতেন ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর যে বিলাতী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখা দিয়াছে সেগুলি সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ইংল্যাণ্ডকে বিপ্লবের পরবর্ত্তী অবস্থায় অচল করিয়া রাখা এবং ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব-ভার বিপ্লব-পন্থী ওমরাহ্‌দের করতলগত করা। তিনি রকিংহামকে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন করিতেন। মহাসমিতিতে এক বিল আনয়ন করিয়া তিনি মহাসমিতির অনাচারসমূহ বিদূরিত করিতে চেষ্টিত হন, অথচ উহার সংস্কারের জন্য আনীত প্রত্যেক প্রস্তাবের বিরোধী রহেন। অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য তিনি বুঝিতে পারিলেও আইরিশ বাণিজ্যকে অবাধ রাখিতে বা ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্যিক সমঝৌতা খাড়া করিতে বিরোধী ছিলেন। পিটের জনগণসুলভ প্রবণতাসমূহের জন্য বার্কের মনে কোন সহানুভূতি ছিল না। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, পিট হইলেন সেই শক্তির পূর্ব্বাভাস যাহার নিকট শাসন-ব্যবস্থা নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। মহাসমিতিতে একাকী হইয়াও পিট্ যে এরূপ জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় জন-সভা ইংরেজ জাতির প্রকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নহে, এবং উহার সংস্কার দরকার। এই সংস্কারের অর্থ এমন সকল পরিবর্ত্তন যাহা বার্ক আদৌ বরদাস্ত করিতে পারেন না। আমেরিকা লইয়া পিট্ ও বার্কের মধ্যে মতভেদটা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শুল্ক আইন রদ্ করিবার কথা বলিয়াই পিট্ শান্ত থাকিলেন না, ঔপনিবেশিকরা যে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিলেন। ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার সম্পর্ক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া স্নেহ-বন্ধনের উপর হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু হুইগগণ এরূপ ভাব সমর্থন করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। হুইগ্ মন্ত্রিগণ আমেরিকায় অসন্তোষ না বাড়াইয়া শুল্ক আইন উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হন। কিন্তু উপনিবেশসমূহের উপর ইংল্যাণ্ড ও বিলাতী মহাসভার কর্ত্তৃত্ব একচুলও কমিতে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা মহাসমিতিতে পাশ করাইবার জন্য এক আইন আনয়ন করিলেন, তাহা উপনিবেশসমূহের উপর মহাসমিতির চূড়ান্ত ক্ষমতা ঘোষণা বিশেষ। হুইগ্ ও টোরি উভয় পক্ষই এই ঘোষণা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। জন-সভা-

রকিংহামের পরামর্শ-দাতা এডমাণ্ড বার্ক এবং তাঁহার মতামত ও প্রভাব।

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক গগনে পিট্ বনাম বার্ক।

আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহের উপর বিলাতী মহাসমিতির চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব ঘোষণার জন্য মহাসমিতিতে আনীত বিল ও পিটের প্রতিবাদ এবং

ওজস্বিতা সহকারে বার্কের সমর্থন। মহাসমিতি কর্তৃক বিল পাশ এবং শুল্ক আইন রদ (১৭৬৬)

গৃহে পিট্ এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষে মাত্র দুইজন সভ্য দাঁড়ান। বার্ক এই আইনের সমর্থনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ওমরাহ-সভায় পিটের সহকারী শেলবার্ণ মাত্র ৪ জন সমর্থনকারী পান। এই আইন পাশ হইবার পরে ষ্ট্যাম্প শুল্ক রদ্ করিবার জন্য এক বিল আনীত হয়। তৃতীয় জর্জ্জ স্বয়ং উহার বিরোধিতা করিলেও ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ বিল অতিজন দ্বারা পাশ হইয়া গেল। জর্জ্জ গ্রেনভিল এই বিলের ঘোর বিরোধিতা করেন; তিনি বাহিরে আসিবামাত্র জনতা ক্রুদ্ধভাবে তাঁহাকে হিস্ হিস করিতে থাকে। পিট্ উপস্থিত হইলে সকলে মাথার টুপি খুলিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করে। তখনকার মত পিটের চেষ্টায় আমেরিকার সহিত ইংল্যণ্ডের বিরোধ বাধিল না। দেশের

মহাসমিতিতে পরাজিত হইলেও দেশবাসী কর্ত্তৃক তাঁহাকে সম্মান-দান।

মধ্যে যিনি যথার্থ দেশবাসীর মুখমাত্র তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব দান করা মন্ত্রি-সভা সমীচীন জ্ঞান করিলেন। রকিংহাম পদত্যাগ করায় তৃতীয় জর্জ্জ বাধ্য হইয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পিট্কে মন্ত্রিত্ব দেন, যদিও তাঁহার প্রতি তিনি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। টেম্পল, নিউকাসল

রকিংহামের পদত্যাগ ও পিট্ কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন। পিটের চ্যাটামের আর্ল পদবী স্বীকার।

প্রভৃতির সহযোগিতা না পাইয়া পিট্ এমন এক মন্ত্রি-সভা গঠন করিলেন যাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিত মহাসমিতির উপর নহে, কিন্তু বিলাতী জনসাধারণের উপর। অর্থাৎ পিটের আবেদনের পাত্র হইল জনগণ, মহাসমিতি নহে। ইহা মহাসমিতির ভাবী সংস্কার সূচনা করিতেছিল। কিন্তু পিট্ এই সময়ে নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার জন-প্রিয়তা কিন্তু হঠাৎ প্রতিহত হইল যখন তিনি চ্যাটামের আর্ল পদবী স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহাতে তাঁহাকে ওমরাহ্-সভায় স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু মন্ত্রি-সভার নেতারূপে তিনি অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে লাগিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের স্ব-শাসন, কোম্পানীর হাত হইতে রাজার হাতে ভারতের শাসন-ভার অর্পণ, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুসিয়া ও রুশিয়ার সম্মিলন প্রভৃতি বিষয়ের পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত।

তৃতীয় জর্জ্জের অবিরত চেষ্টা ছিল, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত রাজ্য চালানো। হুইগ্‌দল তাঁহার প্রথম প্রতিপক্ষ। তিনি এই দলের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর বিবাদের সুযোগ লইয়া নিজের প্রাধান্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু মন্ত্রি-সভা গ্রেনভিল বা বাকিংহাম যাহার দ্বারাই গঠিত হোক্ এবং বহুপ্রকার অনাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটের উপর তিনি যতই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বিস্তারিত করুন, তাঁহাকে কাহারও না কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইতেছিল। ইহা হইতে উদ্ধারের এক উপায় জনমতের সাহায্য লওয়া। কিন্তু তৃতীয় জর্জ্জ হুইগ্-শাসন অপেক্ষাও জনমতের প্রতি অধিকতর বিদ্বিষ্ট ছিলেন। হুইগ্, তদানীন্তন মহাসমিতি, রাজা ও তাঁহার প্রস্তাবসমূহ জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখিত না। সমগ্র জাতির অবলম্বিত নীতি কি হইবে এবং তাহা কোন্ পথে চালনা করা হইবে, সে বিষয়ে উত্তরোত্তর সচেতন হইয়া জনগণ নির্দ্দেশ দিতেছিল। পিট্ সকল দলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিলেও, জনগণ তাঁহারই সমর্থন করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিল। বস্তুত, পিট্ মন্ত্রিসভার ভার পাইয়া এক্ষণে আর পূর্ব্বের মত বিভিন্ন দলে

বিলাতের মন্ত্রি সভা, হুইগ্ দল, মহাসমিতি, রাজার প্রস্তাবসমূহ—জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত ছিল। দলের সাহায্য হারাইয়াও জনগণের সমর্থন পাইয়া পিট্ মন্ত্রী হইলেন।

সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন না; ওমরাহ্-সভায় তিনি এই কথা পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিলেন যে, তাঁহারা সকলে একত্র হইলেও তিনি তাঁহাদের বিরোধিতা করিতে সমর্থ। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল, তাহার নির্ভর-স্থান জাতির মতামত, হুইগ্‌দলের সমর্থন নহে। কিন্তু ছয় মাস কাজ করিবার পর চ্যাটাম্ এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে সমুদয় সরকারী কাজ হইতে অবসর লইতে হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিল, এবং মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিলেন। কোষাধ্যক্ষ টাউনসেণ্ড প্রথমত জমিকর বাড়াইবার প্রস্তাব আনিয়া জন-সভাকে উত্যক্ত করেন, পরে উহার বিরাগ দূর করিবার নিমিত্ত আমেরিকা হইতে রাজস্ব তুলিবার প্রস্তাব আনেন। বলা বাহুল্য, যে মন্ত্রি-সভার নেতা পিট্, তাহা হইতে এইরূপ প্রস্তাব হওয়ায় আমেরিকান্‌রা বিস্মিত হইয়াছিল। উপরন্তু ইহার পর যখন নিউইয়র্কের পরামর্শ-সভা বাতিল করা হইল এবং আমেরিকার বন্দরসমূহে আনীত বিবিধ দ্রব্যের উপর করভার বসিল, তখন তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু পিটের অবলম্বিত নীতির বিপরীত নীতি যে তাঁহার মন্ত্রি-সভার লক্ষ্য ছিল, তাহা নহে; উহা শুধু কোন রকমে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। গ্র্যাফ্‌টনের সামন্তের হাতে উহার সাময়িক নেতৃত্ব-ভার প্রদান করা হয়। কিন্তু উহার পক্ষে এই অস্তিত্ব-রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িল; চ্যাটামের সর্ব্বদাই অনুপস্থিতি, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে টাউনসেণ্ডের মৃত্যু ও বকিংহামের পক্ষাবলম্বী হুইগ্‌গণের অবিরত বিরোধ গ্র্যাফ্‌টনকে বেডফোর্ডের সহিত মিলিত হইতে ও এক টোরি ওমরাহ্‌কে রাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করে। এইরূপে পিটের অবলম্বিত নীতি হইতে মন্ত্রি-সভা বহু দূর সরিয়া গিয়াছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যে নূতন মহাসমিতির নির্ব্বাচন হইল, তাহাতে চূড়ান্ত অনাচারসমূহ প্রকাশ পাইল। ইহাতে যে শক্তি পিট্‌কে ক্ষমতার উচ্চশিখরে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। দেশবাসীর বিদ্বেষ যে কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। উইলক্‌স্ ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন; নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তিনি মিড্‌লসেক্স হইতে মহাসমিতির সদস্য পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। মন্ত্রিগণ সভয়ে দেখিলেন যে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, জনসাধারণ জন-সভা ও মন্ত্রিগণের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিগণ উইলক্সের সহিত বিরোধ করিতে সাহস করিলেন না। এমন সময় তৃতীয় জর্জ্জ বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি দাবী করিলেন যে উইলক্‌স্‌কে তাড়াইতেই হইবে। তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার দুই শত্রুকে তিনি কাবু করিয়াছেন; হুইগ্‌গণ পরস্পর বিবদমান এবং পিটের সহিত শত্রুতা করার জন্য দেশবাসীর নিকট নিন্দিত; এবং পিট্ দূরে অপসৃত। মন্ত্রিগণ দেশের সমর্থন না পাইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যখন বলিলেন, উইলক্‌স্‌কে দূরীভূত করিতে হইবে, তখন তাঁহাদের তাহাতে সম্মতি দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিচারালয়ে উপস্থিত না হইয়া উইলক্‌স্ পলাইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত ব্যক্তি

চ্যাটামের অসুস্থতাবশত অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা; মন্ত্রি-সভা কর্তৃক নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত ক্রমে পিটের অবলম্বিত নীতির বিপরীত নীতি-গ্রহণ।

মহাসমিতির নব-নির্ব্বাচনে জনগণ পিটের মন্ত্রি-সভার প্রতি নিজেদের ঘোর বিরোধিতা প্রকাশ করিল (১৭৬৮)।

জনমতকে দলন করিবার নিমিত্ত তৃতীয় জর্জ্জের প্রচেষ্টা।

লণ্ডনে দাঙ্গাহাঙ্গামা।

বলিয়া ঘোষণা করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। তাঁহার কারারোধের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র লণ্ডনে ও অন্য সর্ব্বত্র দাঙ্গা বাধিয়া গেল। চ্যাটামের (পিটের) অনুবর্ত্তিগণের মন্ত্রি-সভায় থাকা উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিল,—লর্ড শেলবার্ণ ঘোষণা করিলেন তিনি পদত্যাগ করিবেন। চ্যাটাম এই সময়ে একটু সুস্থ হইয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অপসৃত হইলেন। তাঁহার অপসরণে মন্ত্রিগণকে আরো বেশী করিয়া রাজার উপর নির্ভর করিতে হইল এবং তৃতীয় জর্জ্জ জনমতের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিলেন। মিডলসেক্স হইতে উইলক্সের নির্ব্বাচিত এক ব্যক্তি তাঁহার সহযোগিরূপে নির্ব্বাচিত হন। কর্ত্তৃপক্ষগণ সার-জনপদের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দেন এবং শমনের ফলে জনতার সহিত সৈন্যগণের যে বিরোধ হয়, তাহাতে কতিপয় দাঙ্গাকারী নিহত হয়। উইল্‌কস্ তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র-সচিবের পত্র প্রকাশ করিয়া উহাকে সমুদয় রক্তপাতের জন্য দায়ী করেন। ফলে, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জন-সভার অধিবেশন বসিবামাত্র সেখানে উইল্‌কসের বিচার আরম্ভ হইল; এবং উইল্‌কস্ তাঁহার দোষারোপ বন্ধ না করায়, কুৎসাকারীরূপে তিনি বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু ইহার পর মিড্‌লসেক্স পুনরায় তাঁহাকে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইল। তখন জন-সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, "উইল্‌কস্ মহাসমিতির বর্ত্তমান বৈঠক হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায়, তিনি বর্ত্তমান মহাসভার সেবা করিবার নিমিত্ত সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ ছিলেন না এবং নহেন।" নূতন নির্ব্বাচন ঘোষিত হইল। এবারেও জনসাধারণ উইল্‌কসকে পাঠাইল। তখন মহাসমিতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আবার বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তৃতীয়বার তিনি নির্ব্বাচিত হইলে জন-সভা অতিজন দ্বারা এই প্রস্তাব পাশ করিল যে, মিডলসেক্সের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কর্ণেল লাট্রেল, যাঁহাকে উইলকস্ পরাজিত করিয়াছিলেন তিনি, জন-সভায় বসিবেন। এইরূপ ভাবে রাষ্ট্রের মূল আইন অমান্য করায় সমগ্র দেশ ক্ষেপিয়া গেল। উইল্‌কস্ লণ্ডনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন। মেয়র, অল্ডারম্যানগণ ও অন্য প্রধান ব্যক্তিরা রাজার কাছে আবেদন পাঠাইলেন যে মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। লণ্ডন ও ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার হইতে এই মর্ম্মে এক প্রতিবাদ গেল যে, জন-সভা আর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিনিধি নহে। এই সময়ে সরকারকে আক্রমণ করিয়া সুন্দর ভঙ্গীতে লিখিত তীব্র আক্রমণ বাহির হইল। এই সব পত্রের মুদ্রাকর রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। লণ্ডনের আন্দোলন ও প্রতিবাদে কোন ফল ফলিল না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় পীড়ামুক্ত হইয়া চ্যাটাম ওমরাহ্-সভায় উপস্থিত থাকিলেন। তিনি জনগণের অধিকার-চ্যুতির প্রতিবাদ করিয়া ঐগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করিবার জন্য এক বিল আনয়ন করেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গলদ্ আরো গুরুতর, জন-সভা আর ইংল্যণ্ডবাসীর প্রতিনিধিদের স্থান ছিল না; সুতরাং তিনি উহার সংস্কার করিতে চাহিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, কাউন্টি হইতে প্রেরিত সভ্যদের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে তাঁহার সহায় কেহই ছিল না। রাজার প্রভাব হ্রাস-সূচক কোন প্রস্তাব যে টোরিগণ ও রাজপক্ষীয়গণ

চ্যাটামের অপসরণে মন্ত্রিগণের রাজার উপর অধিকতর নির্ভর-পরায়ণতা।

জনগণের নির্ব্বাচন বারংবার না মঞ্জুর করিয়া জন-সভা পরাজিত ব্যক্তিকে মহাসমিতির সভ্য বলিয়া ঘোষণা করায় দেশব্যাপী অসন্তোষ ও আন্দোলন।

পীড়ামুক্ত চ্যাটাম কর্ত্তৃক জনগণের অধিকার-চ্যুতির প্রতিবাদ এবং তৎকর্ত্তৃক মহাসমিতির সংস্কার-প্রস্তাব (১৭৭০)।

সমর্থন করিবেন না, তাহা জানা কথা। অন্য দিকে রকিংহামের দলস্থ হুইগদিগের মনও কোনপ্রকার সংস্কারের বিপক্ষে ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে এডমাণ্ড বার্ক সভ্যসংখ্যা বাড়ানো দূরে থাকুক্ কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এইরূপ সংখ্যা-হ্রাস দ্বারাই ভোটের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের অস্ত্ররূপে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের উদ্ভব ও কার্য্যাবলী;

জন-সভা ও উইল্‌কসের বিরোধের সময় হইতেই বিলাতী রাষ্ট্রনীতির উপর জন-সাধারণের সভা-সমিতির প্রভাব দেখা যায়। মিড্‌লসেক্সে নির্ব্বাচকদিগের সম্মেলনই মহাসমিতির সংস্কারার্থ আহূত ইয়র্কশায়ারের বড বড় সভার প্রাথমিক সূচনা। সংস্কার সাধন ও তজ্জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সমিতি স্থাপন হইতেই প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হয়। দেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও ক্লাবসমূহ জনমতকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাসমিতির বাহিরে বৃহৎ জনসাধারণের মতামতকে উপেক্ষা করা চলিবে না, ইহা মহাসমিতি বুঝিতে পারিল। কিন্তু মহাসমিতির উপর জনমতের প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছিল আরো একটি শক্তিশালী বিষয়। জন-সভার অধিকাংশ অনাচারের হেতু ছিল মহাসমিতির অধিবেশনগুলি প্রকাশ্য ছিল না বলিয়া। কিন্তু জাতীয় জাগরণের সহিত মহাসমিতির বৈঠকসমূহকে গোপন রাখা দুরূহ হইয়া উঠিল। জর্জ্জগণ সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি গুরুতর বিষয়সমূহের অসম্পূর্ণ বিবরণী নানা ছদ্মনামে বাহির হইতেছিল। তন্মধ্যে জেণ্টলম্যান্‌স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত স্যামুয়েল জনসনের রচনাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলা বাহুল্য, এই সব বিবরণ স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইত বলিয়া অনেক সময় ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ থাকিত। এই ভ্রমের সুযোগে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জন-সভা মহাসমিতির আলোচনাসমূহের প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। ছয়জন মুদ্রাকর এই আদেশ অমান্য করায় বিচারার্থ জন-সভা গৃহে আহূত হয়। একজন উপস্থিত হইতে অস্বীকার করায় ধৃত হইল। এইরূপে জন-সভা ও লণ্ডনের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের মধ্যে বিরোধ বাধিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ মহাসমিতির ঘোষণাকে বে-আইনী বলিয়া জাহির করিলেন, মুদ্রাকরদিগকে মুক্তি দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বে-আইনী ভাবে ধৃত করিবার জন্য সন্দেশবাহককে কারাগারে পাঠাইলেন। ইহাতে জন-সভা লণ্ডনের লর্ড মেয়রকে কারাগারে পাঠায়। কিন্তু কারাগারে গমনকালে বিপুল জনতা যে ভাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, তাহাতেই বুঝা গেল জনগণ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কিরূপ পরিপোষক। ইহার পর ধীরে ধীরে মহাসমিতির বৈঠকে আলোচনার বিষয়গুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বাধা-প্রদান থামিয়া গেল। স্বাধীন আলোচনা, সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রসমূহের সহযোগে জনমত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এক বিশেষ শক্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, এবং মহাসমিতি অপেক্ষাও অধিকতর রূপে সরকারের কার্য্যাবলীর নিয়ামক হইল। এই সময় হইতেই প্রথম প্রসিদ্ধ বিলাতী সংবাদপত্রগুলি দেখা দেয়। মর্ণিং ক্রনিক্‌ল, মর্ণিং পোষ্ট, মর্ণিং হেরাল্ড ও টাইম্‌স-এর উদ্ভবের সহিত সংবাদ-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল, এগুলি এক উচ্চ নৈতিক ও সাহিত্যিক বোধ দ্বারা পূর্ণ হইয়া সংবাদপত্রের ব্যবসাকে এক নূতন দায়িত্ব দান করিল।

মহাসমিতির অধিবেশনে আলোচিত বিষয়সমূহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আন্দোলন ও তদ্বিষয়ে নানা পত্রিকার সাহায্য।

জনগণের সাহায্যে মহাসমিতির বিরুদ্ধে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়লাভ (১৭৭১)।

সংবাদপত্র সমূহের এই ক্ষমতা লাভ ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে। স্বদেশে যখন তৃতীয় জর্জ্জ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপে কৃতসঙ্কল্প হন, বাহিরে তেমনি তিনি উপনিবেশসমূহকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। রাজার চোখে আমেরিকান্‌রা বিদ্রোহী বই কিছুই নয়, এবং যাঁহারা তাঁহাদের বাগ্মিতা দ্বারা আমেরিকার স্বাধীনতার সমর্থন করিতেছিলেন তাঁহারা দ্রোহের সহায়কমাত্র। ষ্ট্যাম্প শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তিনি মনে করিতেন তাহা দ্বারা আমেরিকাবাসী প্রজাদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইংল্যণ্ডে ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বলিয়াই লোকে মনে করিত, আর আমেরিকা শুল্ক আইন রদ্ হওয়ায় যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু উভয়দিকেই মনে মনে অনেক উষ্মা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য প্রয়োজন যথোচিত যত্ন ও সহানুভূতি। কিন্তু তাহারই অভাব ছিল। অল্প কয়েক মাস পরেই আবার বিবাদ বাধিল। পীড়াবশত লর্ড চ্যাটাম পুনরায় সরকারী কাজ হইতে অপসৃত হওয়া মাত্র, নিউইয়র্কের পরামর্শ সভা (এসেম্‌ব্লি) বিলাতী সৈন্যদিগকে আশ্রয় দান করিতে অস্বীকার করায় বিলাতের মন্ত্রি-সভা ঐ এসেম্‌ব্লিকে রদ্ করিল এবং আমেরিকার বন্দরসমূহে সামান্য পরিমাণ আমদানি শুল্ক বসাইয়া নিজ সর্ব্বকর্তৃত্ব জাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ম্যাসাচুসেট্‌সের এসেম্‌ব্লি ভঙ্গ ও সৈন্যগণ কর্তৃক বোষ্টন অধিকৃত হয়। কিন্তু ম্যাসাচুসেট্‌স ও ভার্জিনিয়ার ব্যবস্থাপক সভা তীব্র প্রতিবাদ করায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যণ্ডে সৈন্যগণকে ফিরাইয়া আনে এবং একটি ব্যতীত অন্য সমুদায় শুল্ক উঠাইয়া দেয়। রাজার জিদে চায়ের উপর শুল্ক রহিত হইল না। ফলে ইংল্যণ্ডের সহিত উপনিবেশসমূহের বিবাদ অবিরতভাবে চলিতে লাগিল। তবে এই বিবাদ তেমন মারাত্মক হইয়া উঠে নাই। ঔপনিবেশিকগণ বিলাত হইতে আমদানি বন্ধ করিয়া দিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের প্রভাবে ভার্জিনিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিল এবং ম্যাসাচুসেট্‌স উহার শাসকের সহিত ঝগড়া করিয়া চা-ক্রয়ে বিরত থাকিল। অধিকাংশ বিলাতী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ঔপনিবেশিকগণের মতাবলম্বী ছিলেন। জর্জ্জ গ্রেনভিল পর্য্যন্ত শুল্কের পক্ষপাতী হইলেও আর কর চাপান গর্হিত মনে করিতেন।

তৃতীয় জর্জ্জের জিদ্ বশত আমেরিকার সহিত নূতন করিয়া বিরোধ এবং চায়ের শুল্ক বসানোর ফলে ঔপনিবেশিকগণের বিলাতী আমদানি বর্জ্জন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে চ্যাটাম একবার মন্ত্রি-সভায় দেখা দিয়া পদত্যাগ করেন তাহার ফলে তাঁহার মন্ত্রি-সভার অনেকে পদত্যাগ করেন; যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা বেডফোর্ড দলীয় অথবা রাজার উপর নির্ভরপরায়ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী কোষাধ্যক্ষ লর্ড নর্থকে তৃতীয় জর্জ্জ এই মন্ত্রিগণের নেতৃত্ব দেন। ইনি জনমত গ্রহণের বিরোধী এবং রাজার দৃঢ়তার নিকট নত। নর্থকে নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ দেশবাসীর বুঝিতে বাকী রহিল না; জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিল, লণ্ডন শহর তাহার শীর্ষে দাঁড়াইল। তৃতীয় জর্জ্জকে লণ্ডন বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল, তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া মহাসমিতি ভঙ্গ করুন। অন্যান্য স্থান হইতেও অনুরূপ আবেদন আসিতে লাগিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন-সভার সহিত জন-মরের বিরোধ বাধে তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা

চ্যাটামের পদত্যাগ এবং লর্ড নর্থ কর্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭৭০)।

করা গিয়াছে। আপাতত এই বিরোধে দেশবাসী কৃতকার্য্যতা লাভ করে নাই, তাহাও বলিয়াছি। গ্রেনভিল ও বেডফোর্ডের মৃত্যুতে হুইগ্‌দের দুইদল ভাঙ্গিয়া যায়। রকিংহাম জন-আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান এবং চ্যাটামের সহিত একযোগে কাজ করিতে অসমর্থ হন। এইরূপ অবস্থায় মহাসমিতি রাজার প্রতি এবং রাজা মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। বস্তুত, মন্ত্রি-সভা এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তৃতীয় জর্জ্জই সমুদয় সরকারী কার্য্যের নিয়ামক হইয়া পড়েন। মহাসমিতিতে কোন্ প্রস্তাব আনা হইবে, কোন্‌টি আনা হইবে না, সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, ইংরেজ ও স্কট বিচারকদিগের পদোন্নতি, সৈন্য-পরিচালনা, পেন্সন প্রভৃতির ব্যবস্থা—সবই রাজা করিতেন। মহাসমিতির উভয় শাখায় নিজ পক্ষে সর্ব্বদা অতিজন রাখিবার জন্য রাজা নিজ হস্তে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতির কাজ লইয়াছিলেন।

তৃতীয় জর্জ্জ শাসন-সংক্রান্ত সকল কাজে মন্ত্রি-সভার নিয়ামক হইলেন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চা-বোঝাই জাহাজ বোষ্টনে উপস্থিত হইবামাত্র ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে একজন আমেরিকান্ ঐ জাহাজে উঠিয়া বোঝাগুলি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ এই কার্য্যের নিন্দা করেন এবং ওয়াশিংটন ও চ্যাটাম উভয়েই উহার প্রতীকারার্থ অবলম্বিত সরকারী নীতি সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রতীকার রাজার উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য দমন, সেইজন্য তিনি নর্থও অন্য মন্ত্রীদিগের শান্তি-সূচক প্রস্তাবাবলী অগ্রাহ্য করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে কয়েকটি বিল আনীত হইল; তাহার ফলে বোষ্টনের বন্দরে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ রহিল; ম্যাসাচুসেট্‌স এর সনন্দ পরিবর্ত্তন করিয়া উহার স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য দোষী ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া ইংল্যাণ্ডে বিচারার্থ পাঠাইবার ভার শাসকের উপর দেওয়া হয়। এই শাসকই ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত সৈন্যদলের সেনাপতি ও ম্যাসাচুসেট্‌সএর শাসক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই দমনের প্রয়াসে আমেরিকা চুপ করিয়া রহিল না। বিলাতী মহাসমিতি ম্যাসাচুসেট্‌সের সনন্দ কাড়িয়া লইয়াছে, বোষ্টনের বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইহার পর যে অন্য রাষ্ট্রগুলিরও ঐ অবস্থা হইবে না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই চিন্তায় উপনিবেশসমূহ পরস্পরের প্রতি সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া এক হইয়া দাঁড়াইল। ৫ঠা সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়াতে এক কংগ্রেস বসিল। তাহাতে জর্জ্জিয়া ব্যতীত অন্য সকল রাষ্ট্র প্রতিনিধি পাঠায়। ম্যাসাচুসেট্‌স রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া রাষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে জড় করিল ও তাহাদের জন্য গোলাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিল। আমেরিকার কংগ্রেসে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র ভার্জিনিয়ার প্রভাবে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলি উগ্র ছিল না। আমেরিকা নূতন ব্যবস্থাসমূহের ঘোর বিরোধিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলেও, ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার কথা কখনো উঠে নাই। স্বদেশে লণ্ডন ও ব্রিষ্টলের বণিক্‌গণ আমেরিকার সহিত রফা কবিবার নিমিত্ত ঘোরতর আন্দোলন করিতেছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে চ্যাটাম আবার মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া এক বিল আনয়ন করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, শুল্ক-আইনসমূহ রদ্ করিয়া

চা সম্পর্কে বোষ্টনে দাঙ্গাহাঙ্গামা (১৭৭৩) এবং আমেরিকাকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজার প্রচেষ্টা।

মহাসমিতি কর্ত্তৃক বোষ্টন ও ম্যাসাচুসেট্‌সকে দণ্ড-দান (১৭৭৪) এবং আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহের পরস্পর বিদ্বেষ ভুলিয়া ইংল্যাণ্ডকে বাধা প্রদান।

আমেরিকার সহিত আপোষে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য চ্যাটামের ব্যর্থ চেষ্টা (১৭৭৫)।

উপনিবেশের সনন্দসমূহ আবার বলবৎ করা হইবে, কর বসাইবার অধিকার দাবী করা হইবে না এবং সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। অনুরোধ করা হইল যে, ঔপনিবেশিক পরামর্শ-সভা উহার বৈঠক বসাইয়া জাতীয় ঋণ লাঘবের জন্য অর্থসাহায্য করিবে। ওমরাহ্-সভা চ্যাটামের ব্যবস্থা এবং জন-সভা বার্ক কর্ত্তৃক আনীত অনুরূপ ব্যবস্থা নামঞ্জুর করিল। এইরূপে শান্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ডের বিরোধ আরম্ভ হইল। তাহা অষ্টবর্ষ ব্যাপী এবং তাহারই ফল বিলাতী রাজশক্তির সহিত সকলপ্রকার সম্বন্ধচ্ছেদ। উপনিবেশসমূহের ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে পাঠাইয়াছিল, তাঁহারা ইহার পর দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এক সৈন্য-সমাবেশের আদেশ দিলেন ও জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে তাঁহার নেতৃত্ব দান করেন। সম্ভবত সমগ্র আমেরিকায় তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কেহ ছিল না। ইনি ভার্জিনিয়ার এক জমিদার এবং তাঁহার রাষ্ট্রের সকলের বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলিয়া ভার্জিনিয়ার প্রভাবে নেতা হন। কিন্তু শীঘ্রই প্রমাণিত হইল যে, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মকুশল, স্বদেশহিতৈষী এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তির হাতে সমস্ত ভার দেওয়া ঠিকই হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব তাঁহার মৃত্যুর পরই আমেরিকাবাসীদিগের নিকট যথার্থভাবে প্রকটিত হয়। ভার্জিনিয়ার যে সকল জমিদার বিলাতের সহিত শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তন্মধ্যে ওয়াশিংটন অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, বুঝিতে হইবে যে সশস্ত্র বিরোধ ব্যতীত আর আপোষের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল প্রথম খণ্ডযুদ্ধ ঘটিল। অল্পদিনের মধ্যেই ২০ হাজার ঔপনিবেশিক বোষ্টনের নিকট উপস্থিত হইল। এদিকে কংগ্রেস পুনরায় অধিবেশন ডাকিয়া ঘোষণা করিল যে, যে সকল রাষ্ট্রের তাঁহারা প্রতিনিধি সেগুলি "আমেরিকার যুক্ত উপনিবেশ" নামে পরিচিত হইবে, এবং উহার শাসন-কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিল। বিলাত হইতে দশ হাজার নূতন সৈন্য বোষ্টনে নামিল। একেবারে আনাড়ি হইলেও আমেরিকার সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য বস্ত্রের অভাব সহ্য করিয়াও অসাধারণ শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ চালাইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরেজ সৈন্যদিগকে নিউইয়র্কে হঠিয়া যাইতে বাধ্য করিল। সেখানে সমুদায় বৃটিশ সৈন্য এবং জার্ম্মাণি হইতে ভাড়া করা সৈন্য, জেনারেল হোর অধীনে জড় হইল। এদিকে ক্যানাডায় অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যগণকে আমেরিকান্‌রা তাড়াইয়া দিল। দক্ষিণের উপনিবেশসমূহ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শাসকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দিল উপনিবেশসমূহ যেন সম্পূর্ণরূপে রাজ-শাসন অস্বীকার করে। আর নৌ-বাণিজ্যের আইনসমূহ অমান্য করিয়া আমেরিকার বন্দরগুলি জগতের সকল দেশের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেসে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। পেনসিলভেনিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলিনার তীব্র বিরোধ এবং নিউ ইয়র্কের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঘোষণায় বলা হইল: "আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসমূহের

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বাধীনে আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ডের বিরোধ (১৭৭৫) আরম্ভ।

আমেরিকা কর্ত্তৃক স্বাধীনতা-ঘোষণা (১৭৭৬)।

প্রতিনিধিগণ, কংগ্রেসে একত্র হইয়া এবং জগতের পরম বিচারকর্ত্তাকে আমাদের ইচ্ছার শুদ্ধতা সম্বন্ধে সাক্ষী রাখিয়া প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে, এই যুক্ত উপনিবেশসমূহ স্বাধীন ও অনধীন রাষ্ট্র, স্বাধীনতার অধিকারীও বটে।" কিন্তু আমেরিকানরা যুদ্ধে শীঘ্রই পরাজিত হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সি হইতে হাড্সন ও তথা হইতে ডেলাওয়ারে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। চারিদিকে যখন নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে, তখনি আবার আমেরিকান্ সৈন্যেরা শৌর্য্যবলে নিউ ইয়র্ক দখল করিল। ক্যানাডাতে জেনারেল বুর্গোইন্ এক সৈন্যবাহিনী লইয়া ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল হোর সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার আশা ছিল তিনি উহার সৈন্যের সহিত মিলিয়া একযোগে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু উহা এমনভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল যে তাঁহার পক্ষে কোনপ্রকার সাহায্য করা সম্ভবপর হইল না। চারিদিকে আমেরিকান্ সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি সমুদায় সৈন্যসামন্ত সহ ১৭ই অক্টোবর তারিখে সারাটোগা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ এবং সারাটোগায় ইংরেজদের আত্মসমর্পণ (১৭৭৬)।

চ্যাটামের প্রস্তাব ছিল, গ্রেটবৃটেন ও উপনিবেশসমূহকে ফেডারেল বা যৌথবন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে উপনিবেশসমূহে স্বায়ত্বশাসন অব্যাহত থাকিত অথচ ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইত। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সকল প্রস্তাবের ন্যায় এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। তারপরই সারাটোগার খবর আসিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মন্দ খবর পাওয়া গেল। তাহা এই যে, ইংল্যাণ্ডের এই দুর্দ্দিনের সুযোগে ফ্রান্স সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। চ্যাটামের দূরদৃষ্টিতে ফ্রান্সের অভিসন্ধি পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল। সেইজন্য তিনি উত্তর জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে অবিরত চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজার বিরোধিতা ও হুইগ্দিগের সাহসের অভাবে তিনি বিফলমনোরথ হন। ইহার একটা ফল এই হইয়াছিল যে, লর্ড বুটের বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে রাখিয়া প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিক ইংল্যাণ্ডের উপর সকল আস্থা হারাইয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বিরোধ আরম্ভ হইলে ফ্রান্স কিছুকাল চুপ করিয়া ছিল। ফরাসীরাজ লিউয়িস নানা কারণে যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফরাসী কোষাগার শূন্য; বিদ্রোহী উপনিবেশসমূহের সহিত যোগ দিলে ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ পক্ষ শক্তিশালী হইবার সম্ভাবনা; অন্যদিকে আমেরিকা যে বেশীদিন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পর ফ্রান্সের সাহায্য চাহিলেও এক বৎসর কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কাটিয়া গেল। কিন্তু ফরাসী নীতির পরিবর্ত্তন ও ফরাসীগণের আগ্রহ এবং অবশেষে সারাটোগা যুদ্ধের ফলাফল ফ্রান্সকে আমেরিকার সহিত মৈত্রীস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। লর্ড নর্থ এই সময়ে যুদ্ধশান্তির নবপ্রচেষ্টা করেন এবং উপনিবেশসমূহের উপর প্রত্যক্ষভাবে নূতন

চ্যাট্যাম কর্ত্তৃক উপনিবেশসমূহের সহিত ইংল্যাণ্ডের যৌথ বন্ধন স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

আমেরিকার সহিত ফ্রান্সের মৈত্রী (১৭৭৮)।

করভার চাপাইবার অধিকার চিরদিনের মত ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এইরূপে উপনিবেশসমূহের প্রীতি অর্জ্জন করা বা যুদ্ধ দ্বারা উপনিবেশগুলিকে বশীভূত করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া মন্ত্রিত্বের পদ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তৃতীয় জর্জ্জ যুদ্ধের জন্য জেদ ছাড়িলেন না এবং সমগ্র দেশ ফরাসী আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সমর্থন করিল। সঙ্গে সঙ্গে জনমত রাজার বাধাপ্রদান সত্ত্বেও চ্যাটামকে মন্ত্রি-সভার নেতৃত্ব দিল। যে বিপদের সম্মুখীন হইয়া নর্থ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং হুইগদিগের অনেকে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হন, তাহা চ্যাটামকে পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি ফ্রান্সের সহিত লড়াই করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি আমেরিকা হইতে সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে চাহেন। তাঁহার ভরসা ছিল, ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলে উপনিবেশসমূহের সহিত আপনা হইতেই ইংল্যণ্ডের মিলন সঙ্ঘটিত হইবে। কিন্তু তাঁহার কল্পনা কার্য্যকরী হইবার অবকাশ পাইল না। ওমরাহ-সভায় মাত্র তিনি আমেরিকাকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার অবসর পাইলেন, তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যেন সমগ্র দেশকে জাগাইয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় হইতে ইংল্যণ্ড এমন এক যুদ্ধে লিপ্ত হইল যাহা ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল এবং ইংল্যণ্ড একা বহু শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত স্পেন আসিয়া যোগ দিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্ম নৌবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ইংল্যণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিবার ভয় দেখাইল। আমেরিকা সম্পর্কে ইংরেজদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই বিপদের সম্মুখে আর রহিল না। ১৭৭৮ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর ধরিয়া জেনারেল ইলিয়াট্ ফরাসী ও স্প্যানিশ সৈন্যের আক্রমণ হইতে জিব্রল্টার রক্ষা করিলেন। ওলন্দাজ নৌবাহিনী শত্রুপক্ষে যোগদান করিলেও সমুদ্র-পথে ইংরেজ নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। ভারতবর্ষে ফরাসীদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় মহারাষ্ট্র দস্যুগণ যখন অমানুষিক অত্যাচার করিয়া গুজরাট, মালব ও তাঞ্জোরে রাজ্যস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজ বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের বুদ্ধিকৌশলে ইংরেজরা জয়লাভ করে এবং ইংরেজের রাজ্য ভারতের বহুস্থানে বিস্তৃত হয়। আমেরিকাতে অর্থাভাব এবং তখন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের যুদ্ধ হইতে দূরে অবস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রকে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৌবাহিনী সমুদ্র-পথ রক্ষা করিতে থাকিল এবং ওয়াশিংটন ইংরেজদিগকে ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। এই লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা বিলাতে পৌছিবামাত্র নর্থ পদত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য চ্যাটাম ইংল্যণ্ডকে প্রস্তুত করিতে না করিতে তাঁহার মৃত্যু (১৭৭৮)

চ্যাটামের মৃত্যুর পর ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র ইয়োরোপ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। আমেরিকায় ইংরেজদের পুনরায় পরাজয়। নর্থের মন্ত্রি-পদত্যাগ (১৭৮১)।

যখন আমেরিকার সহিত ইংল্যণ্ডের ঘোর বিরোধ চলিতেছে তখন আয়ার্ল্যণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিল। আয়ার্ল্যণ্ডকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া যৌথবন্ধনে বাঁধা অথবা স্কটল্যাণ্ডের ন্যায় উহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলা—ইংল্যণ্ডের

নিকট এই দুই পথই খোলা ছিল। কিন্তু উহার কোনটিকেই অবলম্বন না করিয়া, ইংল্যাণ্ড এমন ব্যবস্থা করে যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের ধন বা স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষমতা ত ছিলই না, পরন্তু উহা সম্পূর্ণ পরাধীন জাতিরূপে নিজ অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সত্য বটে, আয়ার্ল্যাণ্ডে মহাসমিতি, সৈন্য, ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা সব কিছুই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলির সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর কোন সম্পর্ক দেখা যাইত না। আইরিশ ক্যাথলিকদের সংখ্যা প্রটেষ্টাণ্টদের অপেক্ষা পাঁচ গুণ, অথচ প্রত্যেক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ক্যাথলিক নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া ছিল। আইরিশ ওমরাহ্-সভা ও জন-সভা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতন শাসন-কার্য্য পর্য্যন্ত কোথাও ক্যাথলিকদের স্থান ছিল না। মহাসমিতিতে লোক পাঠাইবার জন্য তাহারা ভোট দিতেও অপরাগ ছিলেন। এক কথায় বলা চলে, আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক, যাঁহারা বিশ্বাসে ক্যাথলিক, তাঁহারা প্রটেষ্টাণ্টদের দাসত্ব মাত্র করিতেন এবং এই প্রটেষ্টাণ্টগণের কেহ স্কট, কেহ বা ইংরেজ। কিন্তু সকল প্রটেষ্টাণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডে কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। প্রেস্‌-বিটেরিয়ান্‌গণের কোন ক্ষমতা ছিল না। বস্তুত, দেশে শাসন ও বিচার-কার্য্যের ভার যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহাদের দলের লোকসংখ্যা সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার এক-দ্বাদশাংশ মাত্র। কয়েকজন প্রটেষ্টাণ্ট জমিদার সকল বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের ওমরাহ-সভায় (হাউস্ অব্ পিয়ার্স) নিজেরা বসিতেন, আর জন-সভায় প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ ওমরাহ্‌গণের বিভিন্ন দল পাঠাইতেন। এই প্রতিনিধিগণ বাস্তবিক পক্ষে ওমরাহ্‌দিগের আদেশ পালন করিতেন মাত্র। এইরূপে এই মুষ্টিমেয় ওমরাহ্-সম্প্রদায় সকলপ্রকার পুরস্কার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লন এবং দেশের প্রকৃত শাসক হইয়া উঠেন। ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের মত এইরূপ কুশাসনের অভাব ইয়োরোপে আর কোথাও লক্ষিত হইত না। ওমরাহ্‌দের শোষণ-কার্য্যের একমাত্র বাধা ছিল বিলাতী প্রিভি কাউন্সিল ও মহাসমিতি। আইন বা আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আইরিশ মহাসমিতির কোন ক্ষমতা ছিল না, বিলাতী প্রিভি কাউন্সিল ঐ সব আইন করিয়া পাঠাইলে উহা কেবল "হাঁ" বা "না" বলিতে পারিত। ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড উভয় দেশের পক্ষেই বিলাতী মহাসমিতি কর্ত্তৃক প্রণীত আইনসমূহ তুল্যরূপে প্রযোজ্য ছিল। এই দুই কারণে ওমরাহ্‌দের অনাচার কতকটা দমিত হইলেও অন্যদিকে তৃতীয় উইলিয়্যামের সময় হইতে এমন সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল যাহার ফলে আইরিশ ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে মাটি হইয়া যায় এবং সমগ্র দেশে ঘোর অভাব ও দারিদ্র্য দেখা দেয়। বিদ্রোহে বার বার বিফল হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডবাসিগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের পক্ষে স্বাধীন হওয়ার কল্পনা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সহিত বিরোধ বাধিল আয়ার্ল্যাণ্ডে যাহাদের হাতে শাসন-ভার অর্পিত ছিল তাহাদের সঙ্গে। তৃতীয় জর্জ্জের আমলে আয়ার্ল্যাণ্ডে ওমরাহ্‌দের অনাচার দমনের জন্য মৃদু চেষ্টা করা হয়। তাহার ফলে তাঁহারা আইরিশ মহাসমিতির

আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর কোন স্থান ছিল না। মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টাণ্ট ইংরেজ বা স্কটের হাতে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব অর্পণ।

আইরিশ কর্ত্তৃপক্ষগণের অনাচারের প্রতিবন্ধক বিলাতী মহাসমিতি ও প্রিভি কাউন্সিল।

তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক আয়ার্ল্যাণ্ডে অনাচার দমনের প্রচেষ্টা। ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ইংল্যণ্ডের আদেশে আয়ার্ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন। প্রটেষ্টাণ্ট শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আইরিশ মহাসমিতির স্বাধীনতার জন্ম আন্দোলন (১৭৭৯)।

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। আমেরিকার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই আন্দোলন বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল। যখন ফরাসীরা ইংল্যণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ করিল তখন উহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত কোন স্থায়ী সৈন্য না থাকায় বিলাতী সরকার বাধ্য হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে আদেশ দিলেন যে, স্বদেশ রক্ষায় উহাকে নিজেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার উত্তরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ৪০ হাজার সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল। এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রটেষ্টাণ্টদের দ্বারা গঠিত এবং উহার চালকগণও প্রটেষ্টাণ্ট। যে আইন দ্বারা আইরিশ মহাসমিতির আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা রদ্ করিবার জন্য এবং আইরিশ ওমরাহ্-সভাকে চূড়ান্ত আপীল আদালত বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আইরিশ মহাসমিতির দুইজন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, গ্র্যাটান ও ফ্লাড, আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহেরও আভাস পাওয়া গেল। ক্যাথলিকদের বহু অসুবিধা দূর করিয়া দেওয়া হইবে এই প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদেরও দলে টানিয়া আনা হইল। ইহাদের প্রথম দাবী হইল, জাতির স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বাধা দিবার সামর্থ্য তখন ইংল্যণ্ডের ছিল না, কারণ একদিকে সমগ্র ইয়োরোপ ও অন্যদিকে আমেরিকার সহিত তখন ঘোর বিরোধ চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সমুদ্রের অপর পারে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী আমেরিকায় যুদ্ধ-চালানো ইংল্যণ্ডের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আর তদপেক্ষাও বেশী দরকার হইল আয়ার্ল্যাণ্ডকে দমন করা।

আমেরিকার সহিত যুদ্ধের অবসান। রকিংহাম কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন (১৭৮২)। আইরিশ মহাসমিতিকে স্বাধীনতা-দান।

এই অবস্থায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হুইগ্‌গণ পুনরায় মহাসমিতিতে প্রবল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাই মন্ত্রি-সভা গঠন করিলেন। রকিংহাম তখনো এই দলের নেতা। তাঁহার প্রথম কাজ হইল আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দেওয়া। বিলাতী ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এক আইন দ্বারা আইরিশ মহাসমিতির উপর বিচার ও আইন সম্পর্কিত কর্ত্তৃত্ব-ভার দান করিল। দুই দেশের মধ্যে একমাত্র বন্ধন-সেতু রহিল এই যে, ইংল্যণ্ডের রাজা আয়ার্ল্যাণ্ডেরও রাজা বটে। ইহার পর রকিংহাম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেও স্বাধীনতা দিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকা তখন একা নহে, ফ্রান্সের সহিত উহা মৈত্রীবদ্ধ। আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ও আমেরিকাতে ইংরেজ সেনাপতির আত্মসমর্পনে ইংল্যণ্ডের শত্রুদিগের আশা জাগিয়া উঠে। জিব্রল্টার না পাইলে স্পেন যুদ্ধ থামাইতে চাহিল না। আর ফ্রান্স প্রস্তাব করিল যে, বঙ্গদেশ ব্যতীত সমুদায় ভারতবর্ষ ইংরেজরা ছাড়িয়া দিবে। এই সকল দাবীর অর্থ এই যে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে রাজ্যচ্যুত হইয়া এবং জলপথে প্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি দ্বারা পরিবৃত রহিয়া ইংল্যণ্ড ইয়োরোপীয় সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য থাকিবে। সমুদ্রপথে যতকাল ইংল্যণ্ডের প্রাধান্য, ততকাল কোন শত্রুর সাধ্য নাই সেখান হইতে তাহাকে হঠাইয়া দেয়। আর এই সময়ে ইংরেজরা প্রমাণ করিলে যে, সমুদ্রপথে প্রাধান্য তাহাদেরই থাকিবে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অ্যাডমিরাল রডনি যে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম নেলসন ও ব্লেকের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপের সম্মুখে রড্‌নির অধীন নৌবাহিনীর সহিত স্প্যানিশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মাত্র চারিটি জাহাজ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের গোড়াতে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার ডাক পড়িল। সেখানে ফরাসী নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগরকে শত্রুমুক্ত করিলেন। জিব্রল্টারে শত্রুপক্ষের একযোগে আক্রমণ ইংরেজরা ব্যর্থ করিয়া দিল। এইরূপে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমেরিকা আর অপেক্ষা না করিয়া ইংল্যণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিল। ক্যানাডা ও নিউফাউল্যাণ্ডকে ইংল্যণ্ড নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার কয়িয়া লইল। আমেরিকার সন্ধি-স্থাপনের পর যুদ্ধ থামিয়া গেল। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও তাহার মিত্রগণ জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সের লাভ বিশেষ কিছু হইল না। স্পেন ফ্লোরিডা ও মিনর্কা পাইল। যদিও এই সময়ে আমেরিকা হারাইয়া ইংরেজদের দুঃখের সীমা ছিল না, তথাপি মোটামুটি তাহারা লাভবান্ হইয়াছিল। আমেরিকা মহাদেশে ক্যানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষে বিপুল সাম্রাজ্য তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িল। ইহার পর ইংল্যণ্ডের ঐশ্বর্য্যও অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে। কিন্তু তখন লাভ অপেক্ষা ক্ষতির কথাই জাতির মনে বেশী করিয়া জাগিতেছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে ইংল্যণ্ডের না হইলেও ইংরেজ জাতিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কেহ সান্ত্বনা পাইতে ছিল না।

আমেরিকার সহিত ইংল্যণ্ডের সন্ধি-স্থাপন (১৭৮২)।

আমেরিকায় ক্যানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং ভারত-সাম্রাজ্য ইংরেজদের রহিল।

আমেরিকার সহিত যুদ্ধে ইংল্যণ্ডের পরাজয় যত বড় হউক্, এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যণ্ডের পতন ত ঘটিলই না, বরং নানাদিকে উহার আশ্চর্য্য রকম উন্নতি দেখা গেল। ধর্ম্ম বিষয়ে এক নব জীবনের সঞ্চার হইল। যাজকেরা অলস ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সাধুতা ও পরোপকার দ্বারা তাঁহারা জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইলেন। শুধু যাজকদিগের মধ্যে নয়, সাধারণ লোকদিগের মধ্যেও এক উচ্চ নীতিপূর্ণভাব লক্ষিত হইল; তাহার প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্য হইতে ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দূর হইয়া গেল এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা বর্জিত হইল। ফলে সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনবরত একটা প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে মনুষ্য সমাজ হইতে অজ্ঞানতা, অপরাধ ও শারীরিক দুঃখভোগ দূর করিবার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিল। হ্যানা মোর তাঁহার লেখা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা চাষীদের দুর্দ্দশা ও অপরাধ-প্রবণতার দিকে সমগ্র ইংল্যণ্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। মনুষ্য-প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইংরেজেরা চারিদিকে হাসপাতাল ও দানসত্র খুলিল, গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিল এবং মিশনারীদিগকে নানাস্থানে পাঠাইতে লাগিল। বার্ক ভারতীয়দের জন্য এবং ক্লার্কসন ও উইলবারফোর্স দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে লড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনহিতৈষী রূপে জন হাওয়ার্ডের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ। ঋণদায়গ্রস্ত, বিষম অপরাধী ও খুনী ব্যক্তি-দিগের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বেড্-

আমেরিকার সহিত যুদ্ধের পর ইংল্যণ্ডের অবস্থা।

ধর্ম্ম ও নৈতিক আন্দোলন এবং তাহার ফলাফল।

মনুষ্য-প্রেম দ্বারা পরিচালিত ইংরেজদের বিবিধ কার্য্যকলাপ।

জেল-কয়দীদের সংস্কারে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হাওয়ার্ড ;

ফোর্ডশায়ারে হাই শেরিফের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি সংস্কারের কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। এই কাজের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে তিনি শুধু ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি জেল এবং হল্যাণ্ড ও জার্মাণির জেল পরিদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই; পরন্তু তিনি প্রতি জেলে নিজে বাস করিয়া উক্ত জেলের কয়েদীদের দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। সব রকম অপরাধীকে একত্র রাখা হইত। স্ত্রীলোক ও পুরুষ কয়েদীদিগকে আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। জেলখানা যেন নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহার পর তিনি সংক্রামক রোগের নিবাসসমূহ পরীক্ষা ও রোগীদিগের দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে দক্ষিণ রুশিয়ার এক স্থানে তীব্র জ্বরভোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। হাউয়ার্ডের কল্যাণ-প্রচেষ্টা তাঁহাকে নিজ দেশের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে লোকের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কথাটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় ইংরেজদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, ভারতবর্ষের প্রতি সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য দায়িত্ব প্রত্যেক ইংরেজের। দীনতম ইংরেজের মত দীনতম ভারতীয়েরও সুবিচার লাভ করিবার অধিকার আছে। এই বোধ হইতেই ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়। ক্লাইভ যে সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাহা রক্ষা করেন। তিনি প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা, সাহস ও দূরদৃষ্টি দেখান। সুতরাং বিলাতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ক্লাইভের ন্যায় সম্মান লাভ করিবেন। কিন্তু ইংল্যণ্ড আর সে ইংল্যণ্ড ছিল না। ভারতে তাঁহার আমলে নানা অত্যাচার ও অনাচারের গুজব রটিয়াছিল। রোহিলাদের দমন, কাশীর রাজার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ, অযোধ্যার বেগমের উপর অত্যচার করিয়া অর্থসংগ্রহ, নন্দকুমারের ফাঁসি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিচার হয়। বার্ক তাঁহার জলন্ত ভাষায় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ আনয়ন করেন। বহুকাল বিচারের পর হেষ্টিংস্ নিজেকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অভিযোগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত ভারতীয়দের সুখদুঃখের কথা সাধারণ ইংরেজ কান পাতিয়া শুনিতে শিখিল। হেষ্টিংসের বিচার যখন চলিতেছিল, তখন আরো একটা দিকে ইংরেজদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহা তদানীন্তন প্রচলিত দাস-ব্যবসা। মার্লবরোর যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ইংরেজরা আফ্রিকা ও স্প্যানিশ রাজ্যসমূহে দাস-ব্যবসা চালাইবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ইংল্যণ্ডই আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসত্ব-প্রথা প্রচলনের জন্য দায়ী। বস্তুত তখনকার লিভারপুলের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক দাস-ব্যবসা প্রসূত। দাস-ব্যবসা যে কিরূপ অন্যায় ও বিভীষিকাময় এবং উহা আফ্রিকাকে কিরূপভাবে ধ্বংস করিতেছিল, সেদিকে তখন ইংরেজদিগের কোন প্রকার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইংল্যণ্ডে ধর্ম্মভাব ও নৈতিক বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে উইলবারফোর্স দাস-ব্যবসা উচ্ছেদের নিমিত্ত মহাসমিতিতে

ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করণেচ্ছু ইংল্যণ্ড ; ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বার্ক কর্তৃক আনীত অত্যভিযোগ।

দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তাহার উচ্ছেদ।

এক বিল আনয়ন করেন (১৭৮৬)। লিভারপুলের ধনী বণিক্‌দের বিরোধিতায় এই বিল পাশ হইতে পারিল না। কিন্তু আন্দোলন ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের সমকালে দাস-ব্যবসা রহিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে দাসত্ব প্রথাই উচ্ছেদ হইয়া যায়। ধর্ম্ম ও নৈতিক প্রভাব অপেক্ষাও এই সময়ে সংগঠিত শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব ইংল্যণ্ডের উপর খুব বেশী দেখা যায়। তৃতীয় জর্জ্জের সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি, ইংল্যণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। অর্থাৎ ইংল্যণ্ডের অধিকাংশ লোকে কৃষি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত, এবং শিল্পোন্নতি ধীরে ধীরে হইতে থাকে। এই সময়ে পশম বাণিজ্য ইংল্যণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ বাণিজ্য ছিল। তুলার ব্যবসা মাত্র ম্যাঞ্চেষ্টার ও বোষ্টনে আবদ্ধ দেখা যায়। বেলফাষ্টে ও ডাণ্ডিতে লিনেন ব্যবসা ও স্পাইটালফিল্ডসে রেশমের ব্যবসা মাথা তুলিতেছিল। কয়লার আদান প্রদান কম থাকার হেতু, একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের অসুবিধা ও উহার ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কাষ্ঠের বিরলতা লৌহের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া রখিয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৮ হাজার টন কয়লা উৎপন্ন হয়; ইংল্যণ্ডের চারি-পঞ্চমাংশ লোহার জিনিষ সুইডেন হইতে আমদানি হইত। কুশলী শিল্পীর অভাব ও শিল্প-প্রক্রিয়া অনুন্নত থাকায় উৎপাদন-বৃদ্ধি আশা করা যাইত না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সবিশেষ উন্নতি ঘটিলেও রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অবস্থা এরূপ খারাপ ছিল যে, সেই উন্নতি নিষ্ফল হইত। ইংল্যণ্ড যখন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে যায়, তখন এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে যাতায়াতের উন্নতি হইয়া বিলাতী আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার যুগান্তর আনয়ন করিল। ব্রিজওয়াটার নামক স্থানের সামন্ত ফ্রান্সিসের কয়লা যাহাতে ম্যাঞ্চেটারের বাজারে বিক্রয় হয় তজ্জন্য তাঁহার জমিদারী হইতে ইরওয়েল নদী পর্য্যন্ত এক খাল খনন করা দরকার হইয়া পড়ে। তাঁহার মিস্ত্রী ব্রিণ্ডলে খালটি ইরওয়েল পর্য্যন্ত লইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, ম্যানচেষ্টার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। এইরূপে ভারী জিনিষ কম বাধায় ও কম খরচে বহিয়া লইয়া যাইবার পথ বাহির হইল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বৃণ্ডলের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের সর্ব্বত্র এইরূপ খাল দেখা দিল। ইহার একটা ফল এই হইল যে, বিলাতী ব্যাপারীগণ নিজ দেশের সর্ব্বত্র নূতন বাজার খুঁজিয়া পাইল। ইহাতে শিল্পীমাত্রেই উৎসাহ পাইল ও উৎপাদন বাড়িয়া গেল। কয়লা ও লোহার ব্যবসাতে অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল। পঞ্চাশ বৎসরে ইংল্যণ্ডের কয়লার পরিমাণ কুড়ি হাজার টন হইতে ১৭০ হাজার টনে দাঁড়ায়। আরো পঞ্চাশ বৎসর পরে উহা ৬০ লক্ষ টন হয়। বলা বাহুল্য, কয়লার এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য-জগতে ইংল্যণ্ডের স্থান ইয়োরোপে শীর্ষদেশে উঠিয়া গেল। ইহার পর বাষ্প ও যন্ত্রচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কার ও যুগ। ইংল্যণ্ডে বাষ্পচালিত যন্ত্রই শিল্প-বিপ্লব প্রবর্ত্তন করে এবং এই সম্পর্কে আবিষ্কারক জেম্‌স্ ওয়াটের নাম বৈজ্ঞানিক জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওয়াট্ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সকল প্রকারের ব্যবসায়ের জন্য কারখানাসমূহে বাষ্প চালিত যন্ত্রের ব্যবহারও হইতে থাকে। যখন উৎপাদনের পক্ষে মনুষ্য শ্রম পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল না, তখন বাষ্প অসিয়া শ্রম-সমস্যার সমাধান করিয়া দিল। ইহাতে

কৃষি-প্রধান দেশ হইতে ইংল্যণ্ডের শিল্প-প্রধান দেশে পরিণতি; শিল্প-বিপ্লব। বিলাতী দ্রব্য নির্ম্মাণ-প্রণালীর উন্নতি। যানবাহনের উন্নতি।

বিলাতের খনিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি।

বাষ্পচালিত এঞ্জিন ও তাহার বহুল প্রচার। তুলা-শিল্পে যুগান্তর।

ইংল্যণ্ডের সৌভাগ্য সূচিত হইল। আমেরিকার সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে হারগ্রিভস্ ও রিচার্ড আর্করাইট্ এর আবিষ্কার দ্রুত সূতা তৈরী করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিল। বাষ্প আবিষ্কারের পর বাষ্পীয় যন্ত্র সে কাজ আরো সহজ করিয়া দিল। দেশব্যাপী শিল্পবিপ্লবের ফলে ধন ও লোকবল ইংল্যণ্ডের দক্ষিণ হইতে উত্তরে এবং গ্রাম হইতে শহরে স্থানান্তরিত হইল। ধীরে ধীরে দ্রব্য নির্ম্মাতা ও বণিকগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জনমতকে পরিচালিত করিতেছিলেন। হুইগ্‌গণ যে তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য বেশী দিন বজায় রাখিতে পারিবেন না, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নূতন ক্ষমতাশালী দল শাসন ভারের অংশ গ্রহণ করিবার দাবী হয়ত কিছু কাল না জানাইতে পারিত, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত যে, দেশে সুশাসন প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু চারিদিকের নীতিহীনতা, অনাচার প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যবসায়ী হিসাবে শাসন কার্য্যের সকল বিভাগের অপচয় ও বিশৃঙ্খলা, তাঁহাদের দেশভক্তি এবং ধন ও ক্ষমতা বিষয়ে তাঁহাদের চেতনা, তাঁহাদিগকে তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল। হুইগ্‌গণ সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন, নূতন দল এই অবস্থার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হন।

শিল্পবিপ্লবের ফল ; ইংল্যণ্ডের জনবল ও ধনবল দক্ষিণ হইতে উত্তরে ও গ্রাম হইতে শহরে স্থানান্তরিত ; দ্রব্য-নির্ম্মাতা ও বণিকের সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান এবং চারিদিকের অনাচার দূরীকরণে তাঁহাদের চেষ্টা।

মহাসমিতিতে দেড়শত টোরি ছিলেন বটে কিন্তু সকল দিক্ দিয়াই হুইগ্‌গণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া নিজদের একাধিপত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন। চ্যাটামের অনুবর্ত্তী ক্ষুদ্র হুইগ্ দলের লোকেরা মহাসমিতিতে সংস্কার চাহিতেছিলেন। ইঁহাদের সহিত অধিকাংশ হুইগের মতবিরোধ ঘটে। মহাসমিতিতে চ্যাটামের দলের লোকদিগের নেতা ছিলেন লর্ড শেলবার্ণ। এই সময়ে চ্যাটামের দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়াম পিট মহাসমিতিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ২২ বৎসর। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতার অভাব ছিল না। পরন্তু তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি তাঁহাকে সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিল। রকিংহামের মন্ত্রিত্ব কালে তিনি কোন পদই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, তিনি জানাইয়াছিলেন তিনি শুধু মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ কবিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইবেন, অন্য কিছু কাজ চাহেন না। বস্তুত, রকিংহামের অধীনে তাঁহার কাজ করিবার ইচ্ছাও ছিল না। তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহারও মনের সঙ্কল্প এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধের ফলে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা কাজে খাটাইবেন। অর্থাৎ মহাসমিতির গঠনে সেই সকল অনাচার দূর করিবেন, যাহাদের সাহায্যে তৃতীয় জর্জ্জ দেশকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মহাসমিতির পূর্ণ সংস্কার সাধনের জন্য এক বিল আনয়ন করিলেন। অধিকাংশ হুইগের নেতা চার্লস ফক্স এই বিলের প্রতি কতকটা অনুকুল হইলেও অধিকাংশ হুইগ উহার বিরোধী ছিলেন। রকিংহাম এবং বার্কও বিরোধিতা করিলেন। ফলে পিটের বিল নামঞ্জুর হইল। উহার স্থলে মন্ত্রিগণ রাজ-ক্ষমতা কমাইবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা আনিলেন যে, যাহারা সরকারী কোন কাজের ঠিকা লইবে তাহারা মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা ভোট-

চ্যাটামের অনুবর্ত্তী সংস্কারকামী হুইগ্ দলের নেতা শেলবার্ণ। ইঁহাদের দলভুক্ত হইয়া চ্যাটামের পুত্র উইলিয়াম পিটের মহাসমিতিতে প্রবেশ। তৎকর্ত্তৃক আনীত বিল মহাসমিতি নামঞ্জুর করে।

দানে অসমর্থ হইবে। সরকারী অসামরিক কর্ম্মচারী, পেন্সনধারী ও গোয়েন্দার সংখ্যা কমাইবার জন্য বার্কের আনীত বিল পাশ হইল। মোটামুটি বলা চলে, এই সকল সংস্কারের ফলে মহাসমিতি হইতে বহু অনাচার দূরীভূত হয় এবং রাজার ক্ষমতা কমিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে জন-সভা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি হইতে পারিল না। জুলাই মাসে রকিংহামের মৃত্যু হইল। তদানীন্তন রাষ্ট্রসচিব শেলবার্ণ ফ্রান্সের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালানোতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজা তাঁহাকে মন্ত্রি-সভা গঠনের জন্য ডাকিলেন। চার্লস ফক্স সহযোগী সচিব রূপে শেলবার্ণের সহিত বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না। বার্ক এবং রকিংহামের অধিকাংশ অনুবর্ত্তী অন্য কারণে শেলবার্ণের মন্ত্রি-সভায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইঁহারা মনে করিতেন শেলবার্ণ জনমতের পোষক। কিন্তু জনমতের প্রতি তাঁহাদের কোন আস্থা ছিল না। অন্য দিকে এই কারণেই পিট্ শেলবার্ণের সহিত যোগ দিলেন ও কোষাধ্যক্ষরূপে মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এই মন্ত্রি-সভা নিজ অস্তিত্ব বেশীদিন বজায় রাখিতে পারিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার-সূত্রে সন্ধি স্থাপিত হইবার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শেলবার্ণ-মন্ত্রি-সভার পতন হইল। তৎস্থলে ফক্সের হুইগ ও লর্ড নর্থের টোরিদিগের লইয়া এক সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা দেখা দিল। শেলবার্ণ পদত্যাগ করায় মহাসমিতিতে এই সম্মিলিত দল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িল। কিন্তু এই মিলনে দেশের লোক বিস্মিত হইল। নর্থের যে দলকে হুইগ্‌রা চিরকাল নিন্দা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের অনাচার দূর করিবার প্রচেষ্টা দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা যখন সেই দলের সহিত মিলিত হইয়া শাসন কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন মন্ত্রিগণের স্বপক্ষের লোকেরা পর্য্যন্ত তাহা সহ্য করিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেজন্য হুইগ্‌দের এই কাজ তাহাদের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিল। কিন্তু আরো একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শেলবার্ণ-মন্ত্রি-সভার জনমত মানিয়া চলিবার ইচ্ছা ও মহাসমিতির সংস্কার-সাধনে আগ্রহ আর টোরিদিগের তদ্বিষয়ে ভয়, এই দুই পরস্পর বিরোধী দলকে একত্র করিয়া দিয়াছে, ইহা বিলাতী জনসাধারণ বুঝিতে পারা মাত্র ফক্সের জনপ্রিয়তা কমিয়া গেল এবং পিট্ সাধারণের নিকট উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু বাহিরে পিট্ যতই প্রতিষ্ঠাপন্ন হউন, জন-সভা গৃহে তিনি বিরোধী অতিজনকে নিজ মত অনুসারে চালাইতে সক্ষম হইলেন না। তিনি নানাদোষে দুষ্ট কতকগুলি বরোর ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার ও কাউন্টি প্রতিনিধিদের সংখ্যা একশত বাড়াইবার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা ২ঃ১ অনুপাত ভোটে নামঞ্জুর হইয়া গেল। জন-সভায় মন্ত্রিগণের স্বপক্ষে অতিজন থাকায়, তাঁহারা সাহসের সহিত এক গুরুতর সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস যে ভারত-সাম্রাজ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শাসন-ভার একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত রাখা অসঙ্গত মনে করিয়া ফক্স প্রস্তাব করিলেন যে, কোম্পানির ডিরেক্টারদের হাত হইতে ভারতের শাসন-ভার ৭ জন কমিশনার লইয়া গঠিত এক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা

রকিংহাম-মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংস্কারের ফলে রাজার ক্ষমতা-হ্রাস।

রকিংহামের মৃত্যু; শেলবার্ণ কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা গঠন এবং অল্প-কাল মধ্যে তাহার পতন (১৭৮৩)।

ফক্স ও লর্ড নর্থ কর্ত্তৃক সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা গঠন; উহার ফলাফল। ফক্সের জন-প্রিয়তা হ্রাস। পিটের আনীত সংস্কার বিল নামঞ্জুর।

সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা কর্ত্তৃক আনীত ভারতীয় শাসন-সংস্কার বিষয়ক

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশ-ব্যাপী প্রতিকূলতা; রাজার চেষ্টায় উক্ত প্রস্তাব ওমরাহ্-সভায় নামঞ্জুর হওয়ায় সম্মিলিত মন্ত্রি-সভার পতন।

হইবে। প্রথমে মহাসমিতি, পরে রাজা এই কমিশনারগণকে নিয়োজিত করিবেন। ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং মহাসমিতির উভয় পক্ষ রাজার নিকট আবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে অপসৃত করিতে পারিবেন। সমগ্র দেশে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন দেখা দিল। বণিকৃগণ মনে করিলেন যে, দেশের সর্ব্ববৃহৎ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে, সুতরাং তাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইলেন। রাজা ভাবিলেন, ভারতের উপর কর্ত্তৃত্ব-ভার হুইগ্‌দের হাতে অর্পণ করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। রাজা বা বণিক্-দলের বিরুদ্ধতা মন্ত্রি-সভা গ্রাহ্য হয়ত করিত না। কিন্তু সমগ্র দেশের প্রতিকূলতা মন্ত্রিগণ উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। যে জন-সভা দেশমধ্যে বহুপ্রকার অনাচার ও অবিচারের জন্য দায়ী সেই জন-সভার উপর ভারত-শাসনরূপ গুরুভার ন্যস্ত করিতে জনমত কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না। রাজা এই জনমতের আভাস পাইয়া ওমরাহ্-সভায় প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করাইলেন এবং মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পিট্ কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। দেশ যদি মহাসমিতিতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের স্বপক্ষতা করিত, তাহা হইলে পিটের পক্ষে তাঁহার পদে একদিনও থাকা সম্ভব হইত না। কারণ জন-সভায় তিনি বার বার অতিজন ভোটে পরাজিত হন। কিন্তু যখন অক্সফোর্ডের ন্যায় টোরি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া লণ্ডনের হুইগ্ কর্পোরেশন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবিরত মানপত্র দিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, তিনি সকলের কিরূপ প্রিয়পাত্র, তখন এই অতিজনের সংখ্যা কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশব্যাপী এই সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে অপসারিত করিবার নিমিত্ত মহাসমিতিতে প্রেরিত সকল আবেদন তিনি অগ্রাহ্য করেন। মহাসমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ব্বাচনের দিন তিনি ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার স্বপক্ষে জাতীয় মত আরো গঠিত হইয়া উঠে। পাঁচ মাস পরে যে নির্ব্বাচন হইল, তাহাতে তিনি অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিলেন। বড় বড় ভোট-কেন্দ্র, শহর ও কাউন্টি হইতে পিটের সমর্থকগণ নির্ব্বাচিত হইলেন। জন-সভায় যে অতিজন তাঁহাকে বারবার পরাজিত করেন, তন্মধ্যে ১৬০ জন তাঁহাদের সদস্য-পদ হারাইলেন। ফক্স অতিকষ্টে নির্ব্বাচিত হইলেন বটে, কিন্তু বার্ক মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং হুইগ্‌দলের সামান্য অংশমাত্র নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন।

পিট্ কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশের সমর্থনে জন-সভার বিরুদ্ধ অতিজন ভোট অগ্রাহ্য করেন এবং মহাসমিতির নির্ব্বাচন-কাল পাঁচ মাস পিছাইয়া দেন।

পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে পিটের অপূর্ব্ব সাফল্য (১৭৮৪)।

পঁচিশ বৎসর বয়সে পিট্ মন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন। শুধু মন্ত্রিত্ব-লাভ নয়, তিনি সমগ্র দেশের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় জর্জ্জ যে সম্মিলিত মন্ত্রি-সভার উপর রাজার জয়লাভে সহায়তা করেন, তাহাতে তৃতীয় জর্জ্জের মনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল। তিনি তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। জনগণের বিরাগভাজন নিরুৎসাহ হুইগ্‌গণ কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না, পরন্তু টোরিগণ পিটের স্বপক্ষতা করিতে থাকেন। কিন্তু পিটের সমস্ত শক্তির উৎস ছিল জনগণ। বিলাতী শিল্পের অভ্যুদয়ে দ্রব্য-নির্ম্মাতাগণ

পঁচিশ বৎসর বয়সে পিট্ কর্ত্তৃক মন্ত্রি সভা গঠন (১৭৮৩)।

পিটের গুণাবলী ও বিশেষত্বসমূহ ; বাগ্মিতা, ওয়ালপোলের ন্যায় কর্মদক্ষতা, মানব-প্রীতি, আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।

কিরূপে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারা পিটের সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন করিতে থাকে। তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা, তাঁহার দেশভক্তি, মহাসমিতি-গৃহের বাহিরে বিপুল জনগণের জন্য তাঁহার প্রীতি ও সহানুভূতি, তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রণালী এবং তাঁহার প্রচুর আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে সকলের উপরে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার বাগ্মিতার একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি সাদাসিধা কথাদ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিতেন। শান্তিপ্রিয়তা, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা. এবং কার্য্যকৌশলে তিনি ওয়ালপোলের তুল্য ছিলেন ; অন্যদিকে ধনবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান, অনাচারের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং নিম্নতন কর্ম্মচারীদের জন্য ঈর্ষার পরিবর্ত্তে প্রীতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার দেশভক্তি খুব প্রবল ছিল, কিন্তু সেজন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের সকল মন্দ সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে কোন দেশ বা জাতিকে চিরশত্রু জ্ঞান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। মানব-জাতির ইতিহাসে এই সময়ে কতকগুলি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশে মানব-প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছিলেন। সর্ব্বত্র এই ধারণা প্রতিষ্ঠালাভ করে যে, সমাজের সাধারণ সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির সুখসমৃদ্ধি বাড়ে, সেইরূপ সমগ্র জগতের উন্নতি হইলে বিভিন্ন জাতির উন্নতি সম্ভবপর হয়। পিট্ও সেই মতাবলম্বী। কিন্তু তাঁহার শক্তি ছিল আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানে। ইংল্যাণ্ডের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া লোকবল দ্বিগুণ হয় এবং ধন-বৃদ্ধি লোকসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া যায়। জাতীয় ঋণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাহা আর ভারস্বরূপ বোধ হইত না। আমেরিকা হারাইবার পর হইতে ঐ দেশের সহিত ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য অনেক বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আর এই সময়ে অ্যাডাম্ স্মিথের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ওয়েল্থ অব্ নেশনস্" বা "বিভিন্ন জাতির ধনসম্পদ্" প্রকাশিত হইয়া বহু লোককে অনুরূপ ভাবের ভাবুক করে। এই বহি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং পিট্ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে উহা বিশেষভাবে পাঠ করিবার সুযোগ পান। তিনি তখন হইতেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অ্যাডাম স্মিথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং তাঁহার প্রচারিত নীতিসমূহ নিজ আর্থিক নীতির ভিত্তি করেন। ফলে, তিনি শুধু শান্তিকামী ও রাজস্বতত্ত্ববিৎ হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, তিনি বিভিন্ন দেশের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতেও সমুৎসুক হন, কারণ তিনি বুঝিতেন যে, বিভিন্ন দেশের সহিত তাহাতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলেই মিত্রতা বাড়িবে। অধিকন্তু অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িলে নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হয়, এই ধারণাও তাঁহার ছিল। কিন্তু চারিদিকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার দরুণ পিট্ তাঁহার অনেক কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। মহাসমিতির সংস্কারের কথা বার বার আলোচনা-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

অ্যাডাম স্মিথ প্রণীত "বিভিন্ন জাতির ধনসম্পদ্" (১৭৭৬) গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত পিটের বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ ও মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টা।

চ্যাটাম কাউন্টি-সদস্যদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন। রিচমণ্ডের সামন্ত দেশবাসী মাত্রকেই ভোটাধিকার দিবার ও বাৎসরিক মহাসমিতির অধিবেশন ডাকিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হন। উইল্‌ক্‌স্‌ যে সংস্কার বিল আনয়ন করেন, তাহাতেও বড় ও ঐশ্বর্য্যশালী শহরগুলির সদস্য-সংখ্যা বাড়াইবার প্রস্তাব ছিল। পিট্‌ নিজে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিবার পর মহাসমিতির সংস্কার সাধনে ইচ্ছুক হন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিরূপে দূষিত বরোগুলিকে ধীরে ধীরে রহিত করিবার ও ৩৬ জন সভ্যকে কাউন্টি হইতে আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার দলের অধিকাংশ হুইগ্‌দের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বিলের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাসমিতির বাহিরে দেশবাসীর নিকটও তিনি কোনপ্রকার সমর্থন পান না। মহাসমিতির সংস্কার বিষয়ে লোকের এইরূপ ঔদাসীন্যের একটি কারণ এই যে, বহু অনাচার দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, উৎকোচ-গ্রহণ কমিয়া যায় এবং বার্কের সংস্কার বিল দ্বারা রাজার হাত হইতে অনেক ক্ষমতা তুলিয়া লওয়ায় তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার শক্তি অনেক কমিয়া যায়। অধিকন্তু মহাসমিতির সহিত বিরোধিতায় জনমত সম্পূর্ণ জয়লাভ করায় সমস্যা সহজ হইয়া গিয়াছিল। এতকাল মহাসমিতি জনমতকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা দেখায়, এক্ষণে সম্মিলিত মন্ত্রি-সভার পতনের পর হইতে তাহার আর সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য পিট্‌ তাঁহার ব্যবস্থাসমূহের জন্য সমর্থন পর্য্যন্ত পাইতে অসমর্থ হইলেন। ইহার পর তিনি এই সংস্কার-প্রস্তাব আর কোন দিন আনয়ন করেন নাই।

মহাসমিতির সংস্কার সাধনে পিটের অকৃতকার্য্যতা ও তাহার কারণ।

পিটের অবলম্বিত আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের সফলতা; জাতীয় ঋণ-হ্রাস এবং রাজস্ব-বৃদ্ধি

কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পিট্‌ অধিকতর সফলতা লাভ করিলেন। একদিকে জাতীয় ঋণভার অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে অবৈধ মাল-চলাচলের দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতে থাকে। নূতন কর দ্বারা ঋণশোধের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিট্‌ একটি সিঙ্কিং ফাণ্ড বা উদ্বৃত্ত তহবিলের সৃষ্টি করেন। আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক তিনি এরূপভাবে কমাইয়া দিলেন যেন অবৈধ মাল-চলাচল দ্বারা কেহ অধিকতর লাভবান্‌ না হয়। ওয়ালপোল প্রবর্ত্তিত মদ্যাদির উপর কর বসাইবার প্রথা পিট্‌ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে সরকারী খরচ ক্রমাগত কমান হইতে থাকে এবং একের পর অন্য কমিশন বসিয়া খরচ কমাইবার পন্থা আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত রহিল, এবং যদিও একে একে অনেক শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হইল, তথাপি রাজস্ব ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। পিট্‌ আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধেও সাহসের সহিত কতকগুলি আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন আয়ার্ল্যাণ্ড দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, আর এই দুর্দ্দশার মূলে ছিল ইংল্যাণ্ডের অন্যায় আইন। বিলাতী চারণভূমি রক্ষার নিমিত্ত আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে গবাদি পশুর আমদানি নিষেধ করা হয়, বিলাতী বস্ত্র নির্ম্মাতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইরিশ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর কর বসান হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিট্‌ এই মর্ম্মে এক বিল আনয়ন করিলেন যে, ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যের সকল প্রকার বাধা অপসারিত হইবে। হুইগগণ এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা বিরোধিতা করিলেও তিনি উহা মহাসমিতির মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিলেন

ইংলণ্ডের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীন বাণিজ্যের সকল বাধা অপসারণ করিবার নিমিত্ত পিট্‌ কর্ত্তৃক আনীত বিল (১৭৮৪)।

এমন সময় আয়ার্ল্যণ্ডের মহাসমিতিতে মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টাণ্ট দলের সাহায্যে ঐ বিল নামঞ্জুর হইয়া গেল।

পিটের চেষ্টায় ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের বাণিজ্য-সন্ধি (১৭৮৭)।

ইংরেজরা ফ্রান্সকে বরাবর শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিত। পিট্ এই মনোভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের এক বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ইংল্যণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

দাস-ব্যবসার উচ্ছেদ-মূলক বিল মহাসমিতি কর্তৃক নামঞ্জুর (১৭৮৮)।

দাস-ব্যবসার উচ্ছেদের নিমিত্ত মহাসমিতিতে বিল আনীত হইলে পিট্ তাহার সমর্থন করেন। কিন্তু বণিক্‌দের বিরোধিতা ও লোকদের বদ্ধমূল সংস্কারের ফলে ঐ বিল মহাসমিতিতে পাশ হইল না।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর হইতে বিলাতে শ্রেণী-বৈষম্যের বহু কুফল দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকার-বৈষম্য হেতু জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

এই সময়ে ফ্রান্সে এক দারুণ অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। বিলাতে পবিত্রতাবাদ আন্দোলনের একটা সুফল এই হইয়াছিল যে, তথায় ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে যথেচ্ছাচার দমিত হইয়া যায়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর হইতে জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মহাসমিতিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া স্বায়ত্তশাসন করিবার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক সাম্য বহু পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। আইনের চোখে ধনী দরিদ্র, ছোট বড় সকলে সমান। বিলাতী সমাজে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর এমন কোন দূরধিগম্য ব্যবধান ছিল না যাহার ফল বিষময় হইতে পারে। ওমরাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্র ওমরাহ্ হইতেন, অন্যেরা সাধারণ নাগরিক। ইহা ছাড়া, বিলাতে জনমত আপন প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যথেচ্ছাচার দেখা যাইত এবং সাধারণ লোকের অধিকার-সাম্য কখনো স্বীকৃত হয় নাই। অথচ লোকেদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের এরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের এই অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। প্রুসিয়ায় ফ্রেডারিক, অষ্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় জোসেফ এবং ফ্রান্সের টুরগোট লোকদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। ফ্রান্সের অবস্থা অনেক বিষয়ে উন্নততর ছিল। শাসকগণ অত্যাচার করিতেন না, ফরাসী জনগণ ফ্রান্সের ঐশ্বর্য্যের ভাগ পাইতে থাকে এবং কৃষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। পঞ্চদশ লিউয়িসের আমলে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত হইতে পারিত। একশ্রেণীর সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা অসাধারণ কৌশল ও তৎপরতার সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যের কথা প্রচার করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মণ্টেস্কিউ ও ভল্টেয়ার প্রধান। রুশো এবং অন্যান্য লেখকেরা তদানীন্তন নৈতিক ধারণাগুলি, মানব-প্রেম, অত্যাচার ও অনাচারের প্রতি বিদ্বেষ, দরিদ্র ও অপরাধীর জন্য করুণা, জীবনে একটা উচ্চতর আদর্শের সন্ধান প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু সেকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই সব প্রচারের সহিত খাপ খাইত না। ফলে পৌরোহিত্য, বণিক্‌দের অসুবিধা, শাসন-ব্যাপারে যোগদানের অক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয়। জনমত ফ্রান্সকে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমেরিকার পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করে, কিন্তু এইরূপে যুদ্ধে যোগদান করাতে ফরাসীদের মধ্যে

তদানীন্তন ফ্রান্সে মণ্টেস্কিউ, ভল্টেয়ার ও রুশোর প্রচার।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ফ্রান্সের যোগদান ও তাহার ফলাফল।

স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা আরো বেশী জাগিয়া উঠে। অন্যদিকে অর্থকৃচ্ছ্রতা আরম্ভ হয়। ষোড়শ লিউয়িস্ সঙ্কল্প করিলেন যে, ষ্টেট্স্-জেনারেলকে ডাকিয়া অনুরোধ করিবেন যেন ওমরাহ্‌গণ তাঁহাদের করদান হইতে অব্যাহতি লাভ বাতিল করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে জনগণের মনে এক বিশেষ আগ্রহ জাগিয়া উঠিল এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভার্সাইতে উহার অধিবেশন বসিতে না বসিতে প্যারিসে এক বিদ্রোহ ব্যাষ্টিল ধ্বংস করিল। তথাকার দুর্গের অবরোধকে এক নূতন যুগের সূত্রপাত বলিয়া গ্রহণ করা হইল। এমন কি, এই সংবাদে ইংল্যাণ্ডেও উল্লাস দেখা দিল। পিট্ কিন্তু সেরূপ বিচলিত হইলেন না। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জ উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হন। রাজ্য চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্থলে রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করিতে রাজকুমারের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইনি হুইগ্ দলভুক্ত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া ফক্স ইতালি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন এই ভরসায় যে, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে। পিট্ এই বলিয়া প্রতিবাদ জানাইলেন যে, সাময়িক রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মহাসমিতি ভিন্ন আর কাহারো নাই। এই সময়ে রাজকুমারের উপর রাজপ্রতিনিধি নিয়োগের ভার অর্পণ-সূচক এক বিল মহাসমিতিতে আনীত হয়, কিন্তু রাজা ভাল হইয়া উঠায় ঐ বিলের কোন আবশ্যকতা থাকে না। এদিকে পররাষ্ট্রব্যাপারেও পিট্ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। রুশিয়ার রাণী ক্যাথারিন প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিক ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লয়েন। ক্যাথারিন নিজেই সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইয়া উঠে নাই। তখন তিনি ইয়োরোপ হইতে তুরস্ককে তাড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাথারিন ও জোসেফ তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য মিত্রতাবদ্ধ হন। অন্যদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ড ও প্রুসিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে মিলিত হয়। একটি ইয়োরোপীয় সমর আসন্ন। এরূপ সময়ে ফ্রান্সের সহায়তার বিশেষ মূল্য আছে। আত্মবিদ্রোহে ফরাসী-শক্তির ক্ষয় হইবে, পিট্ শুধু এই আশঙ্কা করিতেছিলেন। যাহা হউক, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ তাঁহার আশা সফল হইল না বলিয়া ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অষ্ট্রিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পিট্ স্বচ্ছন্দচিত্তে ফরাসী আন্দোলনের প্রতি নিজ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিয়া ষ্টেটস্-জেনারেল এক জাতীয় মহাসভায় পরিণত হইল। প্রাদেশিক মহাসমিতি, ওমরাহ্ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকলপ্রকার সুবিধা বিলুপ্ত হইয়া গেল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্যারিসের জনতা ভার্সাই অভিযান করিয়া তথা হইতে রাজা ও জাতীয় সভাকে প্যারিসে ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিল। ষোড়শ লিউয়িস্ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট আনীত কাঠামো মঞ্জুর করিয়া দিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পিটের এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, ফ্রান্সের এই বিপ্লব ক্ষণস্থায়ী ঘটনা এবং ইহা হইতে ফ্রান্স এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু পিটের এই

ব্যাষ্টিল বিদ্রোহ (১৭৮৯); এবং ব্যাষ্টিল দুর্গাবরোধ হইতে বিদ্রোহীদিগের নূতন যুগের সূত্রপাত।

ফরাসী বিদ্রোহে ইংল্যাণ্ডের সহানুভূতি।

পররাষ্ট্র ব্যাপারে পিটের কার্য্যাবলী; পোল্যাণ্ড অধিকারে রুশিয়ার বাধা। ইংলণ্ড ও প্রুসিয়ার সন্ধি হওয়াতে তুরস্ক জয়ে রুশিয়ার অকৃতকার্য্যতা (১৭৮৯)।

ফ্রান্সে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন (১৭৮৯)।

মনোভাবের অনুকূলতা ইংরেজ জাতের মধ্যে দেখা গেল না। জাতি হিসাবে ইংরেজরা রক্ষণশীল, দ্রুত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের তাহারা বিরোধী, তদুপরি এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে এডমণ্ড বার্কের প্রচার-কার্য্য জনগণকে আরো বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিল। ফ্রান্সে সকল প্রকার শ্রেণী-সুবিধা বিলুপ্ত হইলে তিনি মনে করিলেন যে ফরাসী রাষ্ট্র ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। কিন্তু মহাসমিতিতে বার্কের পক্ষে কেহ ছিলেন না। হুইগেরা ফক্সের অনুবর্ত্তী, ফক্স বিপ্লব সম্বন্ধে উৎসাহশীল সমর্থক। টোরিগণ পিটের অনুবর্ত্তী এবং পিট্ নিয়মতন্ত্রানুযায়ী গঠিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। কালিফোর্ণিয়ার নুটকা সাউণ্ড নামক স্থানে বিলাতী উপনিবেশ স্থাপনে বাধা দিবার জন্য স্পেন ফরাসীদের সাহায্যভিক্ষা করে। ফরাসী মন্ত্রিগণ ভাবিলেন যে এই সময়ে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে বিপ্লব থামিয়া যাইবে এবং রাজশক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিপ্লবী দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং অনেক চেষ্টার পর নিজেদের এই দাবী গৃহীত করান যে, এসেম্ব্লি বা সভার অনুমতি ব্যতীত রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন না। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল। সুতরাং বিপ্লবপন্থীরা রাষ্ট্রমধ্যে যে পরিবর্ত্তন আনুক্ না, বৃটেন ফরাসী-বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত হইল না। পিটের হস্তক্ষেপে প্রুসিয়ার পোল্যাণ্ডস্থিত ডান্‌ৎসিগ্ ও ঠর্ণ দখল করার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। রুশিয়া তুরস্ককে অনবরত চাপ দিতেছিল, কিন্তু মহাসমিতির বিরুদ্ধতার জন্য তিনি রুশিয়ার বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিতে অসমর্থ হইলেন। এই সময়ে অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মিলনের ফলে তুরস্ক-যুদ্ধ থামিয়া গেল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণের এক নূতন উদ্যম চলিল। ফ্রান্সের সহায়তা ভিন্ন এই উদ্যম সফল হওয়ার উপায় ছিল না।

ফ্রান্সের দ্রুত রাষ্ট্র-নৈতিক পরিবর্ত্তনে রক্ষণশীল ইংরেজজাতির প্রতিকূলতা।

ফরাসী বিপ্লব বিরোধী বার্কের পক্ষে মহাসমিতিতে সমর্থকের অভাব।

ফরাসী-বন্ধুরূপে মন্ত্রী পিট্।

পিটের চেষ্টায় ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বার্ক এই বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। মহাসমিতিতে তাঁহার আর কোন প্রভাব ছিল না, তাঁহার কথা কেহ শুনিতে চাহিত না। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যভিযোগ উপলক্ষে তিনি কিছুকালের জন্য লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স ষাট হইয়া গিয়াছিল, মহাসমিতি হইতে বিদায় লইবার সময় উপস্থিত। তখন দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব। তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন জন-সভাতে তাঁহার কথা শুনিবার লোক নাই। তিনি তখন দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার "ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তারাশি" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। তিনি বিপ্লবীদের প্রচণ্ডতার নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু বিপ্লব বা পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করিলেন। ধর্ম্ম ও সভ্যতার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচার কার্য্য চলিল, এবং তিনি ইয়োরোপের সৈন্যবাহিনীকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন যে, তাহারা সমবেত হইয়া বিপ্লবের অবসান না ঘটাইলে ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্র ধ্বংস পাইবে। বার্কের প্রচারের মূর্ত্তিমান বাধা ছিলেন পিট্ স্বয়ং। বার্ক তাঁহার প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ

ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইংরেজ জন-সাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় বার্ক ও তাঁহার প্রচারকার্য্য।

ফ্রান্স সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বনে দৃঢ়-সঙ্কল্প পিট্ বনাম বার্ক।

করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই, পরন্তু তিনি ফ্রান্সকে এই আশ্বাস দিলেন যে, ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে কিছুই করা হইবে না, এবং ইংল্যাণ্ড বরাবর দৃঢ় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে। ফ্রান্সের বিপর্য্যয়ে তাঁহার মন যে বিচলিত হয় নাই তাহার এক প্রমাণ এই যে, এই সময়ে দুইটি গুরুত্ববিশিষ্ট আইন পাশ হয়। একটি হইল ফক্স কর্ত্তৃক আনীত কুৎসাদমন বিষয়ক আইন। মুদ্রিত করিয়া কোন বিষয় প্রকাশ করিলে তাহা কুৎসাজনক হইবে কি না তাহার বিচার-ভার বিচারকদের হাত হইতে জুরীদের হাতে দেওয়া এই আইনের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এই আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যটি স্বয়ং পিট্ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আনিলেন। আমেরিকার যুদ্ধে ভীত না হইয়া তিনি উত্তর ক্যানাডাকে স্বায়ত্তশাসন দানের নিমিত্ত এক বিল আনয়ন করেন। এই ব্যবস্থার প্রতি ফক্সের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। বার্কের নিজ দলস্থ লোকেরা বার্ককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ফক্স ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন করায় তাঁহার সহিত বার্কের প্রীতি-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বার্কের গ্রন্থ "নূতন হুইগ্‌দের নিকট হইতে পুরাতন হুইগ্‌দের প্রতি নিবেদন" একজন লোককেও ফক্সের দল হইতে বিচ্যুত করিল না। কিন্তু যদিও তিনি এইরূপে দল ও মহাসমিতির নিকট কোন সমর্থন পাইলেন না, সমগ্র দেশ তাঁহার দিকে রহিল। ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধীয় বইখানার ৩০ হাজার খণ্ড বিক্রী হইয়া গেল। রক্ষণশীল জাতি হিসাবে ইংরেজরা ফরাসীদের প্রচণ্ডতা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। সকলপ্রকার শ্রেণীর উচ্ছেদ-সাধন, গণতন্ত্রের নামে উন্মত্ততা ও রক্তপাত বিলাতী ধাতে সহ্য হইবার নহে। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি কয়েকজন অগ্রসর সংস্কারকের মধ্যে আবদ্ধ রহিল। কিন্তু পিট্ তাঁহার নিরপেক্ষতায় অটল রহিলেন, এবং ইয়োরোপ বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করিল না। তুরস্কের সহিত তাঁহার বিরোধের অবসান হইলেও ক্যাথারিনের সঙ্কল্প ছিল জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়াকে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেন, যাহাতে তাঁহার পক্ষে পোল্যাণ্ড-গ্রাসের সুবিধা হয়; কিন্তু তাঁহার ফল ব্যর্থ হইল, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ করিল না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ষোড়শ লিউয়িস্ প্যারিস্ হইতে পলাইয়া যাওয়ায় ইয়োরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুনরায় লইয়া আসায় সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। লিউয়িস্ রাষ্ট্রীয় কাঠামো মানিয়া লন এবং তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অষ্ট্রিয়া সম্রাট্ লিওপোল্ড ও প্রুসিয়ারাজ ইংল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতার সুযোগ লইয়া, ফরাসী শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, পিলনিৎসের বৈঠকে ইহাই স্থির হইল। কিন্তু এই বৈঠকের ফল প্রকাশিত হইবামাত্র ফরাসী রাজতন্ত্রবাদিগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ চালাইতে চাহিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, যুদ্ধ চলিলে রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে জ্যাকোবিন নামে খ্যাত উগ্র বিপ্লবপন্থিগণ শান্তির কথাবার্ত্তা পছন্দ করিলেন না। তাঁহারা রিপাব্লিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলেন এবং তাঁহাদের নেতা রোব্‌স পিয়ারের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্থির করিলেন যে, অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের

ফক্সের কুৎসাদমন বিষয়ক আইন ও পিটের উত্তর ক্যানাডাকে স্বায়ত্ত-শাসন দান বিষয়ক আইন (১৭৯০) মহাসমিতি কর্ত্তৃক মঞ্জুর।

বার্ক মহাসমিতিতে সমর্থন না পাইলেও সমগ্র দেশে তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সফলতা।

ফরাসী বিপ্লবের গতি এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিত্রতাবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ।

সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু উগ্র বিপ্লবীও রাজতন্ত্রবাদী উভয় দলই দাবী করিল যে রাইন নদীর তীরে সমবেত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নির্ব্বাসিত রাজকুমারগণ ফরাসী সৈন্যগণকে সরাইয়া লইবেন। লিওপোল্ড মৃত্যুর পূর্ব্বে এই দাবী মানিয়া লইলেন তথাপি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স তাঁহার উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

জার্ম্মাণির সহিত যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ যে সমগ্র ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ফ্রান্সের আদর্শ জয়লাভ করিবে অর্থাৎ জগতে অত্যাচারিতগণ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে ফ্রান্স নিঃসন্দেহ ছিল। ফ্রান্স ইহাও বিশ্বাস করিত যে, ইংল্যণ্ড একদিন ফরাসীদের পক্ষে যোগ দিবেই। স্বাধীনতার বাণী ফ্রান্স ইংল্যণ্ড হইতে লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্সের ভরসা ছিল, ইংল্যণ্ড হইতেই সর্ব্বাধিক সমর্থন পাইবে। সুতরাং পিট্ যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষার সঙ্কল্প করিলেন, তখন বিপ্লবিগণ বিস্মিত হইল। শুধু হল্যাণ্ডের উপর কোনরূপ আক্রমণ যেন না হয়, এই অনুরোধ পিট্ জানাইলেন। ফরাসী সৈন্য বেলজিয়াম অধিকার করিলে ইংরেজদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে, এবং ইংলণ্ডে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হইবে ইহাও তিনি বলিবেন। বস্তুত, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমিতির নিকট যে বাজেট্ উপস্থাপিত করিলেন, তাহাতে কর-হ্রাসের প্রস্তাব রহিল। কিন্তু এরূপ নিরপেক্ষতায় বিপ্লবিগণ সন্তুষ্ট হইল না। বার্কের লেখনী বিপ্লবের বিরুদ্ধে অনবরত বিষ উদ্গীরণ করিতেছিল; ফ্রান্স হইতে ওমরাহ্ ও পুরোহিতগণ পলাইয়া গিয়া বিলাতে আশ্রয় ও সহানুভূতি পায়। সমগ্র সশস্ত্র ইয়োরোপের বিরুদ্ধে ফ্রান্স যখন জনসাধারণের হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইংল্যণ্ডের এই নিরপেক্ষতা ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ অপ্রীতিকর হইল। বিপ্লবীরা মনে করিল, ইহা ফ্রান্সের ভূপতিত অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য বিলাতী অভিজাত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি। ইয়োরোপকে স্বেচ্ছাচার ও কুসংস্কারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংল্যণ্ডের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ সাহায্য পাইতে হইলে ইংল্যণ্ডকে উহার অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং বিপ্লবীদের প্রথম কাজ হইল বিলাতে বিপ্লব ঘটানো। ইহা ছাড়াও অনেক কাজ বিপ্লবীরা সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, যে অভিজাত সম্প্রদায় বিলাতে লোকদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, তাহারাই ভারতে একের পর অন্য জাতিকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিতে থাকে এবং আয়ার্ল্যণ্ডের চরম দুর্দ্দশা ঘটায়। সুতরাং ভারতে ও আয়ার্ল্যণ্ডে আগে বিদ্রোহ ঘটাইতে হইবে, তাহা না হইলে ইংল্যণ্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই উদ্দেশ্যে ফরাসী প্রতিনিধিগণ ইংরেজ-রাজত্বের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের বীজ ছড়াইতে লাগিল। ইংল্যণ্ডেও নিয়মতান্ত্রিক সভাসমূহ ইংরেজদের মধ্যে বিদ্রোহের স্বর উদ্দীপিত করিতে চেষ্টিত রহিল।

বলা বাহুল্য, এই সকল প্রচার ও প্রচেষ্টার ফল এই হইল যে, বিলাতে সকল দলের লোক বিরক্তি বোধ করিল। এমন কি যাঁহারা বিপ্লবের পক্ষপাতী তাঁহারাও ফক্সের দ্বারা এই কথা ঘোষণা করাইলেন যে, এই সময়ে মহাসমিতির সংস্কার সম্পর্কে কোন আলোচনা উত্থাপিত হইবে না। পরন্তু ইংলণ্ডে বিপ্লবের শত্রুগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ড সম্বন্ধে ফরাসী বিপ্লবকারিগণের মনোভাব এবং ইংল্যণ্ডে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা।

ভারতে ও আয়ার্ল্যণ্ডে বিদ্রোহ করিবার জন্য ফ্রান্স কর্ত্তৃক প্রচার।

ফ্রান্স ইংল্যণ্ডে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করায় বিলাতে সকল দলের ফরাসী মতবাদের প্রতি বিরুদ্ধতা।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে বার্কের প্রচার-কার্য্যের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ করিল। ফ্রান্সিসের বিপক্ষে ফ্রান্স যুদ্ধ-ঘোষণা করায় উভয় জার্ম্মাণ রাজ্য ফ্রান্সের সহিত সন্ধির আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ব্রুন্সউইকের সামন্ত ৮০ হাজার সৈন্য সহ মিউজের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফ্রান্স যুদ্ধঘোষণা করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং বেলজিয়ামে স্থিত ফরাসী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র প্যারিসের ক্রুদ্ধ জনতা লিউয়িস্‌কে তাঁহার রাজকার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া রাখে। পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি ড্যুমুরিয়ে যখন মিত্রশক্তিবর্গের অগ্রগতি রুদ্ধ করেন, তখন প্যারিসের কারাগারে বন্দীভাবে স্থিত রাজপক্ষীয় লোকগণ ভাড়া করা ঘাতকের হাতে একে একে প্রাণত্যাগ করিতে থাকেন। এদিকে ব্যারামে সৈন্যসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় প্রুসিয়ান্‌গণ পশ্চাৎ হটিতে বাধ্য হয় ও ড্যুমুরিয়ে যুদ্ধজয়ের দ্বারা নীদারল্যাণ্ডকে পদানত করেন। ইহাতে ফরাসী বিপ্লবীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। নভেম্বর মাসে তাহাদের এক বৈঠক হইতে ঘোষণা করা হইল যে, যাহারা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিবে তাহারা যে কোন দেশের লোক হোক্ না, ফরাসী সৈন্যের সাহায্য পাইবে। ঐ বৈঠকের সভাপতি ঘোষণা করিলেন, "সকল দেশের শাসন-কর্ত্তারা আমাদের শত্রু এবং জনসাধারণ আমাদের মিত্র।" দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া ফ্রান্স হল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ করিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-লিপ্ত মিত্র শক্তিবর্গ (১৭৯২)।

ফ্রান্স কর্তৃক মিত্রশক্তি-সমূহের অগ্রগতি রোধ; রাজতন্ত্র-বাদিগণের হত্যা-সাধন; সকল দেশের শাসকদিগকে শত্রু বলিয়া বিপ্লবীদের ঘোষণা (১৭৯২)।

ফ্রান্স কর্তৃক হল্যাণ্ড আক্রমণ আর ইংরেজদের যুদ্ধে নামান একই কথা। বার্ক নিজ প্রচার কার্য্য দ্বারা ইংল্যণ্ডবাসীকে ফরাসী-বিপ্লবের বিরুদ্ধে যত বিচলিত করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী তদপেক্ষাও তাহাদিগকে অধিক বিচলিত করিতে সমর্থ করিল। প্যারিস্ হইতে বিলাতের মন্ত্রীকে সরাইয়া আনা হইল। কিন্তু যখন সমগ্র দেশে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছিল, তখনো পিট্ বিচলিত হন নাই, তখনো তিনি শান্তিরক্ষার প্রয়াস করেন। অক্টোবর মাসে ইংল্যণ্ডস্থিত ফরাসী প্রতিনিধি জানাইলেন যে পিট্ ফরাসী গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। নভেম্বর মাসে তিনি হল্যাণ্ডকে যুদ্ধে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু ফ্রান্স যখন স্থির করিল, হল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে, তখন ইংল্যণ্ডের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইল, কারণ অ্যাণ্টওয়ার্পে ফরাসী নৌবাহিনী চলাফেরা করিবে, ইহা ইংরেজদের পক্ষে অসহ্য। তথাপি পিট্ আরো কিছুকাল নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। ফ্রান্স মনে করিল তিনি ভয়ে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, আর ফরাসীরাজকে এই সময়ে ফাঁসি দেওয়ায় ইংল্যণ্ডের লোকেরা ক্ষেপিয়া গেল। ফলে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। অমনি দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিল। ফলে যদিও ইংল্যণ্ডে বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র ছিল, তথাপি ইংরেজরা ভুল করিয়া ভাবিল যে, ইহাদের সংখ্যা ও ক্ষমতা খুব বেশী। এমন কি, হুইগ্ দলের অধিকাংশ ব্যক্তি সম্পত্তি ও শাসন-ব্যবস্থা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে মনে করিয়া

ফরাসীরাজ লিউয়িসের প্রাণদণ্ড।

ফ্রান্স কর্তৃক ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (১৭৯৩)।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বিলাতে মুষ্টিমেয় ছিল;

ফক্সের দল হইতে সরিয়া গেলেন এবং পোর্টল্যাণ্ডের সামন্ত, আর্ল স্পেন্সার, আর্ল ফিট্‌জউইলিয়াম ও উইণ্ডহ্যামের নেতৃত্বে বার্কের অনুসরণ পূর্ব্বক সরকারী পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিট্ তাঁহার স্বভাবসুলভ বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, বলা চলে। কারণ তিনি সত্যই বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিলেন যে চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দস্যু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে, প্রত্যেক জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে এবং লণ্ডন শহরকে ভস্মীভূত করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে। পেইন্ তাহার "মানবের অধিকার" নামক গ্রন্থে বিপ্লবের সমর্থন করিয়াছিলেন। পিট্ স্বীকার করেন যে, পেইন যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহার কথানুসারে কাজ করিলে তাহাকে যে তৎপর দস্যুদল দ্বারা বিব্রত হইতে হইবে, তাহাও বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে মত দিলেন। অন্যদিকে, ফ্রান্স নীদারল্যাণ্ড অধিকার করিয়া হল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করায় ইংল্যণ্ডের আর যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু ইংল্যণ্ডব্যাপী সন্ত্রাসের ফল হইল বিনা বিচারে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার পরোয়ানা বাতিল, সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রোহ আইনের প্রয়োগ, মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে অনবরত মোকদ্দমা, ফরাসী প্রীতি হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপতা। স্কটল্যাণ্ডে আতঙ্ক আরো চরমে উঠিল। সেখানে মহাসমিতির সংস্কার অনুমোদন করার জন্য কয়েকজন যুবককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরণের আতঙ্ক কোন একটা দেশকে চিরকাল গ্রাস করিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং কারণ অভাবে উহাও ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল। ইংল্যণ্ডে যে হঠাৎ কোন সামাজিক বিপ্লব ঘটিতে পারে না, তাহা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠান দ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু এই অভিযোগ টিকিল না। অর্থাৎ ইংল্যণ্ড তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে একটা কুফল ফলিয়াছিল। তাহা এই যে, ইহার পর পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কাঠামো আইন সম্পর্কে কোন প্রকার সংস্কারের কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই।

তথাপি ইংরেজদের প্রবল আতঙ্ক; ইহাদিগের শক্তিমত্তায় পিটের দৃঢ় বিশ্বাস এবং তৎকর্তৃক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন।

বিলাতে সংগ্রামের ফলাফল; কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা বন্ধ; ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ফ্রান্স চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইল। উত্তরে ও পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া, দক্ষিণে স্পেন এবং সার্ডিনিয়া ক্রমাগত চাপ দিতেছিল, তদুপরি ইংল্যণ্ড সমুদ্র-পথ রুদ্ধ করিবার উদ্যম করিল। দেশের অভ্যন্তরে ঘরোয়া যুদ্ধ চলিতেছিল। সুতরাং ফ্রান্স প্রথমে পরাজিত হইতে লাগিল। সেনাপতি ড্যুমুরিয়ে হল্যাণ্ড আক্রমণে বিফল ও নীদারল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত হইলেন। দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য সহ ইয়র্কের সামন্ত আসিয়া ফ্রান্সের উত্তরে দেখা দিলেন। অষ্ট্রিয়ান্ ও ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণে প্যারিসের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রুসিয়া বা অষ্ট্রিয়া কেহই ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই। কারণ, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ফ্রান্স পুনরায় স্বস্থান ফিরিয়া পাইলে রুশিয়ার সহিত এই দুই রাষ্ট্রের পোল্যাণ্ড বণ্টন করিয়া লইবার সুবিধা ঘটিত না। বরং পোল্যাণ্ডকে

ঘরোয়া যুদ্ধ ও চারিদিকে শত্রু দ্বারা বিব্রত ফ্রান্স, প্রথমে পরাজিত হইলেও প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদের তৎপরতার অভাবে, শীঘ্র শক্তিশালী হইয়া উঠে।

নিষ্পেষণ করিবার জন্য ফ্রান্সে বিশৃঙ্খল অবস্থা বজায় রাখা দরকার ছিল। ফলে মিত্র-শক্তিবর্গের সৈন্যগণ প্যারিস্ অধিকার করার পরিবর্ত্তে নীদারল্যাণ্ডে ও রাইন নদীর তীরে সময় ও শক্তির অপচয় করিলেন। আর ফ্রান্স এই সুযোগে মাথা ঝাড়া দিয়া আবার শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। দেশের অভ্যন্তরে যে সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা দমিত হইল। স্পেনের সৈন্যগণ পিরীনিজের তলদেশে প্রতিহত হইয়া রহিল এবং নাইস্ ও স্যাভয় হইতে পিড্‌মন্টীয় সৈন্যগণ বিতাড়িত হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে টুলোঁ বন্দরের বিদ্রোহে ফ্রান্স বিপদে পড়িল। বিদ্রোহিগণ বিদেশী শক্তির সাহায্য চাহিলে লর্ড হুড্ এক ইংরেজ রণপোতের বহর সহ বন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং ১১০০০ সৈন্য লইয়া মোতায়েন রহিলেন। এই সময়ে স্পেন ও স্যাভয়কে কতকটা দমিত করায় ফ্রান্স সৈন্য লইয়া আসিয়া টুলোঁ আক্রমণের সুবিধা পাইল। কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নামে একজন গোলন্দাজ সৈনিক কর্ম্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে ঐ বন্দর ফরাসীদের হাতে আসিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে আর একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফরাসীগণ নীদারল্যাণ্ড করতলগত করিল। দেশের অভ্যন্তরে সকল গোলমাল থামিয়া গিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ক্রমাগত কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্য দিকে ফরাসী-শত্রুগণের পরস্পর মিত্রতার অবসান হইল। স্পেন সন্ধি করিল এবং প্রুসিয়া রাইন নদীর তীর হইতে সৈন্যদের উঠাইয়া লইয়া আসিল। ইংরেজের অর্থসাহায্য পাইয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিল বটে, কিন্তু ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে রাইনের তীরস্থ প্রদেশগুলি কাড়িয়া লইল এবং সার্দ্দিনিয়ার সৈন্যদিগকে পিড্‌মন্ট পর্য্যন্ত হটাইয়া দিল। ইহার পর হল্যাণ্ড যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ইংরেজসৈন্য ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসে। একদিকে শুধু ফরাসীরা সুবিধা করিতে পারিল না। ইংরেজরা স্থলসৈন্য কমাইয়া দিলেও জলসৈন্যের দিকে বিশেষ নজর রাখিয়াছিল। ফ্রান্সও যতদূর সম্ভব প্রস্তুত হয়। টুলোঁ ও ব্রেষ্ট, ফ্রান্সের এই দুই বন্দরে ফ্রান্স তাহার নৌবাহিনী জমায়েৎ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু টুলোঁ বিদ্রোহের ফলে ভূমধ্যসাগরের ফরাসী নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলে ফরাসী নৌবাহিনীর ক্ষতি হয় নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই বাহিনীর সহিত ইংরেজদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল এবং উভয় পক্ষের শক্তি সমান হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা জয়লাভ করিল। এই যুদ্ধ জয়ে মিত্রশক্তিবর্গের নৈরাশ্য কতকটা দূর হইল বটে, কিন্তু ঐ সকল শক্তির পরস্পর মিত্রতা রহিল না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। হল্যাণ্ড আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে হল্যাণ্ডে স্থাপিত বাতাভিয়ান্ স্বরাজ ফ্রান্সের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইল। রাইন নদীর পশ্চিম পারস্থ ভূভাগ ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিয়া প্রুসিয়া সন্ধি করিল। ইহার পর স্পেন, সুইডেন ও সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ক্যাণ্টনগুলি নূতন ফরাসী শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইল। অন্যদিকে অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে সাময়িক জয় ও ইংল্যাণ্ড উপনিবেশ লাভ করিল। ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজদের হাতে গিয়া পড়িল, এবং হল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মৈত্রী হওয়ায় ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহ আক্রমণ করিবার

ফ্রান্স কর্ত্তৃক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন (১৭৯৩); বিদ্রোহী টুলোঁ বন্দর উদ্ধারে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের যুদ্ধকৌশল (১৭৯৪); নীদারল্যাণ্ড জয়; এবং মিত্রশক্তি-বর্গের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ক্রমাগত জয়লাভ।

মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর মিত্রতার অবসান এবং ইংলিশ চ্যানেলে স্থিত ফরাসী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা জয় লাভ করিলেও (১৭৯৪) স্পেন, হল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইট্‌স্যার-ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ফরাসী গণতন্ত্রের সহিত সন্ধি স্থাপন (১৭৯৫)।

ইংল্যাণ্ডের নূতন উপনিবেশ লাভ—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তমাশা অন্তরীপ, সিংহল ইত্যাদি।

সুযোগ ইংরেজদের ঘটিল। উত্তমাশা অন্তরীপ ইংল্যাণ্ড পাইল। এই বৎসরের শেষে সিংহল দ্বীপও ইংরেজ উপনিবেশে যুক্ত হইল। ওলন্দাজরা অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ যেমন, জাভা, মালাক্কা ও স্পাইস্ অধিকার করিল। ফরাসী সৈন্যগণ ইতালি আক্রমণে প্রস্তুত হইল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রবাদীদের ক্ষমতা ইতিমধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন ফরাসী শাসন-ব্যবস্থা যে উগ্র স্বারাজ্যবাদীদের বাড়াবাড়ি সহ্য করিবে না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। যুদ্ধে কৃতকার্য্যতার পর উহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করিল, তাহাতে এই কথা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, স্বাধীনতা অপেক্ষা শৃঙ্খলার দিকে ফরাসীগণ অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। এদিকে বিলাতে ফরাসী মতবাদ প্রচারজনিত সামাজিক বিপ্লবের ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল। পিট্ যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ব্যস্ত হইবার কারণও ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই তাঁহার অর্থাভাব ঘটিল। স্থলসৈন্য সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ড বহুদিন অবহেলা দেখাইয়াছিল, যদিও জলসৈন্যে ইংল্যাণ্ডের উৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিত না। কিন্তু যুদ্ধ চালাইবার উপযোগী সৈন্য না থাকিলেও ইংল্যাণ্ডের অর্থ ছিল। ইয়োরোপে মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ চালাইবার সমস্ত ব্যয়ভার ইংল্যাণ্ড গ্রহণ করে। তাহার ফলে ইংল্যাণ্ডের ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং পিটের আর্থিক সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। করভার ও জাতীয় ঋণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি পাউণ্ড। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের গোড়াতে আরো ২½ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইল। এরূপ অবস্থায় পিট্ যে যুদ্ধ-নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরন্তু, এই সময়ে বিলাতী জনসাধারণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পিট্ যুদ্ধ থামাইয়া দেওয়া সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। লর্ড শেলবার্ণ (এক্ষণে ল্যাণ্ডস্‌ডাউনের মার্কুইস্) তাঁহার ধীর বিচারপূর্ণ যুক্তি দ্বারা বার্কের বাগ্মিতা খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন যে, বিপ্লবের দ্বারা ফরাসী জনগণ উপকৃত হইয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে রুশিয়ার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা হইতেছে। কিন্তু শেলবার্ণ বা পিটের ন্যায় দূরদৃষ্টি আর কাহারো ছিল না। জাতিতে জাতিতে যে বিদ্বেষের বিরুদ্ধে পিট্ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই আবার তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল। বিশেষত, আমেরিকার সহিত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের পরেই ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় ইংরেজদের ফরাসী বিদ্বেষ নির্ব্বাপিত করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তিবর্গ নিরস্ত হইলেও ইংরেজদের যুদ্ধ করিবার জিদ্ গেল না। ইংল্যাণ্ড একা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, ইহাই ছিল বিলাতী জনমত। সুতরাং পিট্ যে কেন সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। বার্ক চাহিতেছিলেন বিপ্লব-পন্থী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামান না হয়, এবং সমগ্র দেশ তাঁহার সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু পিট্ বুঝিয়াছিলেন যে এই স্রোতে আর গা ভাসাইয়া চলা যায় না। কারণ শতাব্দীব্যাপী অন্যায় ও অত্যাচারের ফলে আয়ার্ল্যণ্ডের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। আমেরিকা-যুদ্ধের শেষ সময়ে রকিংহাম মন্ত্রি-সভার নিকট আয়ার্ল্যণ্ড যে স্বাধীনতা লাভ

ওলন্দাজদের উপনিবেশ লাভ—জাভা, মালাক্কা ইত্যাদি।

নবগঠিত ফরাসী স্বরাজ কর্ত্তৃক নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে মনোযোগ প্রদান; রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন গ্রহণ (১৭৯৫)।

ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত পিটের প্রয়াস ও তাহার কারণ জাতীয় ঋণ-বৃদ্ধি; ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্বেষের ফলে যুদ্ধ-নিবৃত্তি অসম্ভব হইলে আয়ার্ল্যণ্ডে বিদ্রোহের আশঙ্কা।

করিয়াছিল, তাহার অর্থ কয়েকজন মাত্র ওমরাহ্ পরিবারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে শাসন-পরিচালনা, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৬৬৯)। প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ ও ক্যাথলিকগণ যখন ইহার পর ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকার দাবী করিয়া বসিল, তখন মুষ্টিমেয় শাসনকর্ত্তাগণ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত ভাইসরয়গণ প্রচুর উৎকোচ দিয়া এই শাসকগণের সহযোগিতা লাভ করিতেন। পিটের বিবেচনায়, আয়ার্ল্যাণ্ড-বাসিগণের দুর্দ্দশাই সকল বিপদের মূল। এই দুর্দ্দশার জন্য তাহাদের মধ্যে দিন দিন অসন্তোষ বাড়িয়া চলিয়াছিল। আর এই দুর্দ্দশা বৃদ্ধির হেতু বিলাতী বাজারে আইরিশ পণ্য প্রবেশ করিতে না দেওয়া। সুতরাং তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিলও আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি বা নানা প্রতিকূলতাকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহা বিলাতী মহাসমিতিতে পাশ করাইলেন, আইরিশ মহাসমিতি তাহা নামঞ্জুর করিয়া দিল (পৃঃ ৬৭৮)। ইহাতে তিনি এরূপ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থার উন্নতির জন্য আর চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে অকৃতকার্য্য হইয়া ফরাসীগণ যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাইবার আশা করিল, তখন পিট্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার এক বৎসর পূর্ব্বে, পিটের চেষ্টায় আইরিশ মহাসমিতি এক বিল আনিতে বাধ্য হইল। তাহার মর্ম্ম এই যে, ক্যাথলিকদিগকে ভোটাধিকার এবং সামরিক ও অসামরিক চাকরী দেওয়া হইবে। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডে তখন ধর্ম্ম ও সমাজে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। ক্যাথলিক চাষীদের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব গুরুতর হইয়াছিল। আলষ্টারে বিরোধী প্রটেষ্টাণ্টদিগকে লইয়া এক দল গঠিত হয়। তাহার নাম "সম্মিলিত আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী" (ইউনাইটেড আইরিশমেন)। মহাসমিতির সংস্কার-কল্পনা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন ইহারা ও ক্যাথলিকগণ বিদ্রোহের সঙ্কল্প করিল এবং ফ্রান্সের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। অধিকন্তু নানা গুপ্ত সমিতি ও সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্বারা শাসকদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তখন একদিকে আরম্ভ হইল অবাধ বলপ্রয়োগ এবং অন্য দিকে তাহা দমনের নিমিত্ত ঘোরতর অত্যাচার। ক্রোধান্ধ মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টাণ্টদিগের নিকট আইরিশ মহাসমিতির কোন প্রকার সংস্কারের কথা তোলাও দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে পিটের মন্ত্রি-সভায় কয়েকজন বিপ্লব-বিরোধী হুইগ্ স্থান পাইলেন। তাহাতে আইরিশ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ গ্রাটান ও তাঁহার দলবল আশান্বিত হইলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রত্যাশিত সংস্কার সম্ভবপর হইবে। বার্ক ও তাঁহার শিষ্যগণ আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ফিট্‌স্-উইলিয়্যাম আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাইসরয়রূপে প্রেরিত হইলে গ্রাটান ক্যাথলিকদের স্বাধীনতা মূলক এক বিল আনয়ন করিলেন। ইহাতে পিটের যতই সহানুভূতি থাক্ না কেন, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টাণ্ট শাসকগণ বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইল, এবং পিটের মন্ত্রি-সভার টোরি সহযোগিগণ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন; ফলে লর্ড ফিট্‌স্-উইলিয়্যামের স্থলে ক্যাথলিক্‌দ্বেষী ক্যামডেন আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাইসরয় হইয়া গেলেন।

আয়াল্যাণ্ডে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব; আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য ক্যাথলিকদিগের ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপন। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সুবিচারের সম্ভাবনা ও তাহার বিলয়।

অমনি সম্মিলিত "আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর দল" বিপ্লবী-সমিতিতে পরিণত হইল এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহাদের নেতা উল্‌ফ টোন দেশব্যাপী বিদ্রোহে ফরাসীদের সাহায্য চাহিবার জন্য ফ্রান্সে গেলেন। বলা বাহুল্য, ফরাসীগণ বিদ্রোহীদের সাহায্য করা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিল। ফ্রান্সের বিপ্লবপন্থীদিগের উৎসাহ তখনো নির্ব্বাপিত হয় নাই। পাছে এই বিপ্লব স্বদেশে বিপদ্‌ ঘটায় সেই ভয়ে চালকগণ ভীত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল বিপ্লবীদিগকে অন্যত্র ব্যবহার করা। অষ্ট্রিয়াকে কাবু করিবার জন্য তাঁহারা আল্পস পর্ব্বতের উপর দিয়া সৈন্যবাহিনী লোম্বাডিতে অবতীর্ণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এক্ষণে আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঠাইবার জন্য যুদ্ধজাহাজ ও ২৫,০০০ সৈন্য প্রস্তুত হইল। সমস্ত আয়োজন গোপনে সমাধা হইলেও বিষয়টি গোপন রহিল না। পিট্‌ ইহা টের পাইয়াই সমগ্র দেশের বিরোধিতা ও বার্কের কটূক্তি সত্ত্বেও, ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড মামজ্‌বেরি সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য প্যারিসে গেলেন। কিন্তু এই সময়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অদ্ভুত সাফল্যে ফরাসীদের মনে নূতন রাজ্য-জয়ের কল্পনা জাগিয়া উঠিল। ফরাসী যুদ্ধমন্ত্রী কার্ণঠ স্থির করেন যে ইতালি ও রাইনে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যগণ যথাক্রমে নেপোলিয়ান ও মোরোর অধীনে একযোগে ভিয়েনা আক্রমণ করিবে। মোরো ব্যাভেরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রতিহত এবং রাইনের তীরে পশ্চাৎ হটিতে বাধ্য হন। রিভিয়েরা ও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী আল্পসের অংশ বিশেষ অধিকার করিয়া নেপোলিয়ান পিড্‌মণ্টের উপর পড়িলেন ও উহার সৈন্যদিগকে অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। সার্ডিনিয়ার রাজা অপমানজনক সর্ত্তেও সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর নেপোলিয়ান মিলানে উপস্থিত হইযা অষ্ট্রিয়ান্‌দিগকে টিরোলে বিতাড়িত করেন, লোম্বার্ডি ও পো নদীর দক্ষিণতীরস্থ কয়েকটি জনপদ বিধ্বস্ত হয় এবং বহু অর্থ দিয়া পোপ সন্ধি স্থাপন করেন। এদিকে ৫০,০০০ অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্য মাণ্টুয়ার সাহায্যার্থ অবতরণ করিলে, নেপোলিয়ান তাহাদিগের যে অংশ আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া ট্রেণ্টে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করেন, এই সৈন্যগণের সেনাপতি হ্বর্মজের বন্দী হন এবং ইহার সাহায্যার্থ প্রেরিত সৈন্যগণ পরাজিত হয়। নেপোলিয়ানের এই সকল যুদ্ধ-জয়ের ফলে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের সন্ধি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ফরাসীদের মনে এই ধারণাও জন্মিয়াছিল যে, তাহারা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। এইরূপ মনে করিবার কারণও ছিল। স্পেন বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুতরাং এক্ষণে ইংরেজ নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্প্যানিশ যুদ্ধ জাহাজসমূহ মজুত ছিল। অন্য দিকে নেপোলিয়ানের কঠোর তাড়নে ফরাসী কোষাগারে ক্রমাগত সোনা আসিয়া জমা হইতে থাকে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মামজ্‌বেরির প্রত্যাবর্ত্তনের পর ব্রেষ্ট হইতে চল্লিশটি জাহাজে ২৫,০০০ ফরাসী নৌসৈন্য যাত্রা করিল। কথা ছিল টুলোঁর ফরাসী নৌবাহিনী আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবে। এই বাহিনী শত্রুর চোখে ধূলা দিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের তীর অভিমুখে যাত্রা করিল। ফ্রান্সের নৌসৈন্যগণ আয়ার্ল্যাণ্ডে পৌছিতে পারিলে সেদেশ যে

আয়ার্ল্যাণ্ডে বিপ্লবী সমিতি এবং উহার নেতা উল্‌ফ টোনের ফ্রান্সে গমন; ফ্রান্স কর্ত্তৃক আয়ার্ল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার উদ্যোগ (১৭৯৬)।

সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য পিট্‌ কর্ত্তৃক মামজ্‌বেরিকে ফ্রান্সে প্রেরণ (১৭৯৬); নেপোলিয়ানের শৌর্য্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে ফ্রান্সের ক্রমাগত জয়লাভ এবং সন্ধি করিতে ফ্রান্সের অনিচ্ছা।

ইংরেজ নৌবাহিনী বনাম ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্প্যানিশ নৌবাহিনী।

বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ ফ্রান্সের আয়ার্ল্যাণ্ড-উপকূলে অবতরণের চেষ্টা ; ঝড়বাতাস এবং ইংরেজ নৌসৈন্য কর্তৃক ফ্রান্সের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত (১৭৯৬)।

চিরকালের জন্য ইংরেজদের হাত ছাড়া হইয়া যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝড়বাতাসে যেমনভাবে স্প্যানিশ আর্মাদার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, ফরাসী নৌবাহিনীরও সেইভাবে করিল। ১৭টি জাহাজ ব্যান্ট্রি উপসাগরে পৌছিল, কিন্তু সেখানে সেনাপতি বা আর কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া ব্রেষ্টে ফিরিয়া আসিল। অন্য কতকগুলি স্থানে পৌছিয়া ঝড়ের বেগে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ১২টি জাহাজ বিধ্বস্ত বা বন্দীকৃত হইল। এইরূপে ফরাসী আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু তারপরই আরম্ভ হইল আইরিশ কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার। সামান্য কারণে বা অকারণে, লুণ্ঠন, হত্যা ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অত্যাচারের বিবরণ ইংল্যণ্ডে পৌছিলে গোঁড়া টোরিদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত আতঙ্ক দেখা দিল, অথচ আইরিশ মহাসমিতি বিল পাশ করিয়া ইহা অনুমোদিত করিল। ফলে সমগ্র আয়ার্ল্যণ্ডে একটা বিদ্রোহের আবহাওয়া সৃষ্ট হইল। ইংরেজ ও তাহার শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তীব্র ঘৃণা আইরিশদের মনে জাগিয়া রহিল। ফ্রান্সের বন্ধুতা পাইবার আগ্রহ তাহাদের আরো বাড়িয়া গেল। ফ্রান্সও আয়ার্ল্যণ্ডকে সাহায্য করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ফ্রান্স ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে থাকে। রিভলি ও মাণ্টুয়া জয় করিয়া ষ্টিরিয়ার মধ্য দিয়া ভিয়েনা পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান অগ্রসর হইলে ইংল্যণ্ডের একমাত্র মিত্র অষ্ট্রিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর ফ্রান্স একদিকে আয়োনিয়ান দ্বীপযুক্ত নীদারল্যাণ্ড ও রাইন নদীর সমগ্র বাম তীর পাইল, অন্যদিকে লোম্বার্ডি, পো নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত জনপদসমূহ ও পোপানুগত রাষ্ট্রসমূহ লইয়া "দক্ষিণ আলপ্স স্বারাজ্য গণতন্ত্র" (সিস্-আলপাইন রিপাব্লিক) নামে নব গঠিত রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সের বশীভূত রহিল। অষ্ট্রিয়া সন্ধি করাতে ইয়োরোপে ইংল্যণ্ডের মিত্র যেমন কেহ রহিল না, ফ্রান্সেরও শত্রু কেহ রহিল না। এই যুদ্ধের ভারে ইংল্যণ্ড নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়ে। এই সময়েই বার্ক প্রাণত্যাগ করেন। ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য পিট্ পুনরায় চেষ্টা করিতে থাকেন। সমুদ্রে ইংল্যণ্ডের প্রাধান্য বজায় ছিল বটে, কিন্তু ফরাসী নৌ-বাহিনীর সহিত ওলন্দাজ ও স্প্যানিশ বাহিনী যুক্ত হইয়া সে প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার উপক্রম করিল। সুতরাং পিটের চিন্তার বিশেষ কারণ ঘটে। কাদিজ, শেলড্ট্, ব্রেষ্ট ও টুলোঁ এই চারি স্থানেই পাহারা দিবার প্রয়োজন হয়। এই তিন দেশ যদি বিপুল সৈন্যভার ইংল্যণ্ড বা আয়ার্ল্যণ্ডের তীরে নামাইতে পারে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সেই চেষ্টাই চলিতেছিল। কিন্তু এই সম্মিলিত নৌবাহিনী ইংরেজদের হাতে দুইবার পরাজিত হইয়া সে আশা ভূমিসাৎ করিয়া দিল। প্রথমত অ্যাডমিরাল ব্রোব্রিস্ স্প্যানিশ বাহিনীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া পরাজিত করিলেন। ফ্রান্স তখন ওলন্দাজ বাহিনীকে আদেশ দিল ব্রেষ্টে আসিয়া তাহার নিজ বাহিনীর সহিত মিলিত হইতে। উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত "যুক্ত আয়ার্ল্যণ্ডবাসী" দলের সাহায্যার্থ আয়ার্ল্যণ্ডে অবতরণ করা। কিন্তু ঝড়ে এই বাহিনীকে উড়াইয়া ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন করে এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজরা ওলন্দাজদিগকে

ফরাসী আক্রমণ ব্যর্থ হইবার পর আয়ার্ল্যণ্ডের উপর ইংল্যণ্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং ফরাসী বন্ধুতার জন্য আইরিশগণের আগ্রহ।

ইয়োরোপে ইংল্যণ্ডের একমাত্র মিত্র অষ্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের সন্ধি (১৭৯৭) ; ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের সম্মিলিত নৌবাহিনী ইংরেজের সমুদ্র-প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে গিয়া দুইবার পরাজিত (১৭৯৭)।

পরাজিত করে। এইরূপে নৌযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর আয়ার্ল্যণ্ডে ফ্রান্সের সাহায্য পৌঁছিবার আর কোন আশা রহিল না। ইহাতে আয়ার্ল্যণ্ডে বিপ্লব-প্রয়াসীদিগকে মরীয়া করিয়া তুলিল। আলষ্টারের প্রটেষ্টাণ্টগণ তখনো ফরাসী সাহায্য পাইবার জন্য আশান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাথলিকগণ সম্পূর্ণ জাতীয় বিদ্রোহ প্রজ্বলিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। ইহাদের আন্দোলন এরূপ তীব্রতা লাভ করিল যে 'যুক্ত আয়ার্ল্যণ্ড-বাসীর দল' ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে বিদ্রোহের দিন ধার্য্য করিল। অন্য দিকে প্রটেষ্টাণ্টদের সহিত মিলিত হইয়া ক্যাথলিকগণ পুনরায় ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফ্রান্স সাহায্য করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আয়ার্ল্যণ্ডে তখন উত্তেজনা এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, ফ্রান্সের সাহায্য আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত কেহ অপেক্ষা করিতে চাহিল না। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে ক্যাথলিক কৃষকগণ বিদ্রোহ করিল। ইহারা প্রায় সর্ব্বত্র দমিত হইলেও ওয়েক্সফোর্ডে জয়লাভ করিল। চৌদ্দ হাজার বিপ্লবী তাহাতে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডায় পরিণত করে। এতকাল ক্যাথলিকগণ যে অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিশোধ লইবার সময় আসিল। বিপ্লবীরা প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি কোন প্রকার করুণা দেখাইল না। রক্তপাত হইল। কিন্তু আলষ্টারের প্রটেষ্টাণ্টগণ এইরূপ প্রটেষ্টাণ্ট-হত্যায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ক্যাথলিকগণও এইরূপ অরাজকতার বিরোধিতা করিল। এই সময়ে লর্ড লেক এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সহ ভিনিগার হিলে দেখা দিলেন। আইরিশ বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। এই বিদ্রোহ দমনে যদি দেরী হইয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত ফল অন্য রকম হইত। কারণ ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে ফ্রান্স হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। আয়ার্ল্যণ্ডে বিদ্রোহের খবর পাইয়া ফ্রান্স তাড়াতাড়ি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ না করিয়াই সাহায্য পাঠাইয়া দিল। হাম্বার্টের অধীনে ৯০০ সৈন্য আসিয়া নামিল। সংখ্যায় অল্প হইলেও নিপুণ যোদ্ধা বলিয়া ইহারা প্রথমত কৃতকার্য্যতা লাভ করিল। কিন্তু তাহারা শীঘ্রই দেখিল যে, তাহাদের আগমন ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ সমগ্র দেশ ইংরেজের পদদলিত ও আতঙ্কগ্রস্ত। তিনি অসাধারণ শৌর্য্য দেখাইয়া কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া সম্মুখীন হইলে ঘোরতর যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

আয়ার্ল্যণ্ডে বিদ্রোহ করিবার জন্য ক্যাথলিকগণ কর্তৃক দিন স্থির (১৭৯৮) ; ফ্রান্সের নিকট সাহায্য প্রাপ্তি।

ইংরেজ কর্তৃক আইরিশ বিদ্রোহ-দমন।

ইংল্যাণ্ডকে বিনাশ করিবার জন্য ফ্রান্স যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তন্মধ্যে আয়ার্ল্যণ্ডে সৈন্য অবতরণ করান বা সমুদ্রে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য লোপ করা ব্যর্থ হইয়া গেল। ওলন্দাজ বাহিনী বিধ্বস্ত ও স্প্যানিশ বাহিনী কাডিজে বন্দী হইল। নেপোলিয়ান তখন ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন মহীশূরের হায়দার আলি। কর্ণাটকে রাজ্যবিস্তারে ইঁহার নিকট হইতেই ইংরেজরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা পাইতেছিল। তাঁহার পুত্র টিপু স্থলতান ইংরেজদের প্রতি আরো বিদ্বিষ্ট হন। তিনি দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত

ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইবার নিমিত্ত নেপোলিয়ানের প্রচেষ্টা ; ইংরেজের বিরুদ্ধে মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি ও তাঁহার পুত্র টিপু স্থলতান।

ভারতবর্ষ আক্রমণে মিশর অধিকারের প্রয়োজনীয়তা; নেপোলিয়ান কর্তৃক মিশর-বিজয় (১৭৯৮)।

করিবার জন্য আফগানিস্থানের আমীর ও হায়দ্রাবাদের নিজামের সাহায্য পান। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে চিঠি লিখিলেন সাহায্য পাঠাইবার জন্য। বস্তুত, তিনি আশা করিতেছিলেন, যে ত্রিশ হাজার সৈন্য ফ্রান্স হইতে পাইবেন। নেপোলিয়ান ভারতবর্ষে তাঁহার যুদ্ধ-কার্য্য চালাইবার জন্য মহীশূরে তাঁহার পত্তনভূমি স্থির করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তাঁহার কাজ চালাইবার জন্য আগে মিশর অধিকার করা প্রয়োজন। তিনি তজ্জন্য ফরাসী সরকারের অনুমতি চাহিলেন। নেপোলিয়ানের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া ইংরেজরা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তাহাদের সকল প্রকার সতর্কতা ও পাহারা এড়াইয়া নেপোলিয়ান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের যে মাসে ইতালিস্থিত সেনাবাহিনী হইতে ৩০,০০০ কুশলী যোদ্ধা লইয়া প্রথমত মাল্টা দখল করেন ও পরে জুন মাসে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে উপনীত হন। মিশর জয় করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কায়রো অধিকার করিয়া তিনি নাইল উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। নেপোলিয়ান শুধু দেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, দেশের সুশাসনের ব্যবস্থাও করিলেন। অধিকন্তু মিশরবাসীদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের সমুদায় কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছিল ফ্রান্সের সহিত তাঁহার যোগাযোগ রক্ষার উপর। ফ্রান্সের হাতে ইতালি, আয়োনিয়ান দ্বীপ-পুঞ্জ, এবং আলেকজান্দ্রিয়া থাকা পর্য্যন্ত সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স মিশরের অধিকার লাভ করিতে না করিতে তাহার নৌবাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে তেরটি যুদ্ধ জাহাজ নেপোলিয়ানের সৈন্যদিগকে মিশরে লইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি আবুকির উপসাগরে তীরের সঙ্গে বদ্ধ ছিল—ঐগুলির উভয় প্রান্ত কামান দাগা ছোট ছোট জাহাজ ও সজ্জিত কামান দ্বারা রক্ষিত। ইংরেজের নৌসেনাপতি নেলসন এগুলি দেখিতে পাইয়া তীরভূমি ও ফরাসী জাহাজগুলির মধ্যে নিজ জাহাজ প্রবেশ করাইয়া দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ১লা আগষ্ট সকাল বেলা তিনি আক্রমণ করিলেন। বারো ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধ ইংরেজের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং নেলসনকে ইংরেজরা শ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতিরূপে গণনা করে। যুদ্ধের ফলে ৯টি ফরাসী জাহাজ ধৃত ও বিনষ্ট হইল, দুইটিকে পুড়াইয়া দেওয়া হয় এবং পাঁচহাজার নাবিক মারা গেল বা বন্দী হইল। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী পতাকা আর উড়িতে পাইল না। ফ্রান্স হইতে নেপোলিয়ানের সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং মিশর হইতে ভারতবর্ষ জয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কারণ নেলসনের যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদে কায়রোতে বিদ্রোহ ঘটিল এবং তুরস্ক সৈন্য নাইল উপত্যকা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

মিশরের সহিত ফ্রান্সের যোগাযোগ ছিন্ন করিবার জন্য বিলাতী নৌবাহিনীর চেষ্টা; ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসনের অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলে নেপোলিয়ানের মিশরীয় যুদ্ধ-জাহাজ-সমূহের ধ্বংস (১৭৯৮)।

ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে শত্রুর হাত হইতে নিরাপদে রাখিয়া এবং সমুদ্রে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইল। এই সময়ে ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও ফ্রান্সের প্রতি বিরোধিতার ভাব দেখা গেল। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত লোকদিগকে মুক্ত করিবার কল্পনা তখনো ফরাসীদের

মধ্যে ছিল; ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের গোড়াতে সুইট্জারল্যাণ্ডস্থ বার্ণের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বেস্‌ল ও ভাউড্ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে ফরাসীগণ তাহাদিগকে সাহায্য করে। কিন্তু তারপর দেখা দিল লোভ। বার্ণের কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল তাহাতে মিশরের যুদ্ধ-কার্য্য চালান হইল। সুইট্জারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ক্যান্টনগুলিকে আক্রমণ করিবার কোন হেতু ছিল না। অথচ সেই স্থলে ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে কতিপয় রাষ্ট্র লইয়া হেলভেটিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সের এই অত্যাচারের ফলে ফরাসী বিপ্লবী-দিগের সমর্থকগণের চোখ ফুটিয়া গেল। কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সাদি প্রভৃতি যুবক ইংরেজ কবিগণ বিপ্লবের সমর্থন করিতেছিলেন ও ফ্রান্স জগতের মুক্তির কারণ হইবে বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া গেল। বিভিন্ন দেশের লোকেদের এই প্রতিকূল মনোভাব ফ্রান্স অগ্রাহ্য করিতে পারিত, যদি ঐ সকল দেশের রাজারা না বিরোধী হইত। ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার উপর নির্ভর করিতেছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী সৈন্যবাহিনী রোমে প্রবেশ করিয়া রোমান্ স্বরাজ স্থাপন করিল এবং ষষ্ঠ পায়াসকে বন্দীভাবে ভিয়েনাতে লইয়া গেল। সার্ডিনিয়ার রাজা তাঁহার দুর্গে ফরাসী সৈন্যদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হইলেন। পিট্ অষ্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধতা করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। শুধু পিটের কথায় অষ্ট্রিয়া সাহস পাইত না। কিন্তু এই সময়ে রুশিয়া আসিয়া যোগ দিল। ইংল্যাণ্ড যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন দ্বিতীয় ক্যাথারিন্ পূর্ব্ব ইয়োরোপে রাজ্য-বিস্তারে যত্ন করেন। রুশিয়া সম্বন্ধে পিটের ভয় ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক ছিল। আর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স যে রক্ষা পায় (পৃঃ ৬৮৫) তাহার কারণ রুশিয়া সম্পর্কে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদ্বয়ের মনোভাব। কিন্তু ফ্রান্সের অভ্যুদয়ে রুশিয়া চমকিত হইয়া উঠিল এবং ফ্রান্সের বৃদ্ধি রুশিয়ার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। পোল্যাণ্ড প্রত্যর্পণ করা বা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লের পথে বাধা দেওয়া গণতান্ত্রিক ফ্রান্স হইতেও ঘটিবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া রুশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল এবং ক্যাথারিনের উত্তরাধিকারী জার পল ফ্রান্সের সন্ধি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত রুশীয় সৈন্যবাহিনী জড় করিলেন। ইহাতে পিট্ উৎসাহিত হইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মিত্রশক্তিদ্বয়কে অর্থসাহায্য দেন। ইংল্যণ্ডে তিনি অর্থ-সংগ্রহের এক নূতন উপায় বাহির করিলেন, তাহা আয়-কর। বৎসরে যাঁহাদের আয় ২০০ পাউণ্ডের উপর, তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে শতকরা দশ পাউণ্ড হিসাবে কাটিয়া লওয়া হইল। এইরূপে তিনি বৎসরে ১ কোটি পাউণ্ড তুলিবেন বলিয়া আশা করিলেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চালাইবার জন্য ইংল্যণ্ডের জনমত কিরূপ ব্যাকুল ছিল তাহার একটা পরিচয় পাওয়া গেল: আয়-কর বসাইবার প্রস্তাব সমগ্র দেশ সমর্থন করিল।

ফ্রান্স পৃথিবীর নিপীড়িত লোকদিগকে স্বাধীন করিবার ব্রতে ব্রতী মনে করিয়া অনেকের সহানুভূতি; কিন্তু যুদ্ধজয়ে ফ্রান্সের উৎসাহ ও লোভ প্রকাশিত হওয়ায় ইয়োরোপে ফ্রান্সের প্রতিকূল আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইল।

রুশিয়া বনাম ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়া; পিট্ কর্তৃক উভয় দেশকে অর্থসাহায্য দান; পিটের উদ্ভাবিত আয়-করে দেশবাসীর সম্মতি।

পিট্ আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। স্বাধীনতার নামে আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনভার মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টাণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই ব্যবস্থার প্রতীকারে যত্নবান্ হন। রাজপ্রতিনিধিত্বে ইংল্যাণ্ডীয় রাজকুমারের

দাবী ইংল্যাণ্ড স্বীকার করে নাই, অথচ আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ অনুভব করেন যে, ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে মিলিত করিবার সময় আসিয়াছে। পিট্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এক বিল আনয়ন করিলেন। সভ্যদিগকে বহু অর্থ উৎকোচ দিয়া মাত্র এক ভোটে ঐ বিল পাশ করাইতে পিট্ সমর্থ হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একশত আইরিশ সভ্য বিলাতী জন-সভার সভ্য হইলেন এবং ২৮ জন অযাজকীয় ও ৪ জন যাজকীয় ওমরাহ্ ওমরাহ্-সভায় বসিলেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আর কোন বাধা রহিল না এবং করভারও দুই জাতির উপর সমভাবে অর্পিত হইল।

পিটের চেষ্টায় ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলন, (১৭৯৯); বিলাতী মহাসমিতিতে আইরিশ সদস্যগণ (১৮০০)।

এদিকে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মিত্রশক্তিবর্গ সর্ব্বত্র জয়ী হইতেছিলেন। নেপ্‌লস ফরাসী প্রাধান্য মানিয়া লইলেও, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ ইতালি ও লোম্বাডি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী আল্পসে পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিল। জার্ম্মাণিতে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যগণও রাইন নদীতীর পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডে রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ ফরাসীদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। রুশিয়ান্ ও ইংরেজগণ ফরাসীদের হাত হইতে হল্যাণ্ড কাড়িয়া লইতে অসমর্থ হইল। ইংরেজ সৈনিকরা সর র‍্যাল্‌ফ্ অ্যাবারকম্বির নেতৃত্বাধীনে ওলন্দাজ নৌবাহিনীকে কাবু করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্থলে ইয়র্কের সামন্ত সেনাপতি হইয়া আসায় যুদ্ধের ধারা বদ্‌লাইয়া গেল। তিনি ইংরেজ সৈন্যদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিশর হইতে নেপোলিয়ানের দক্ষিণভারত আক্রমণের উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া যায় (পৃঃ ৬৯১)। ভারতবর্ষে লর্ড ওয়েলেস্‌লির দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার গুণে মহীশূর আক্রান্ত, উহার রাজধানী বিধ্বস্ত এবং স্বয়ং টিপু নিহত হইলেন। অর্থাৎ ফরাসী সৈন্য কোনপ্রকার সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ানের আশা ভূমিসাৎ করা হইল। ভারতে ব্যর্থমনোরথ নেপোলিয়ান সিরিয়া জয়ের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি সিরিয়া জয়ের পর উহার অধিবাসী খৃষ্টান, ড্রুস্ ও আর্ম্মেনিয়ান্‌দের দ্বারা এমন এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিবেন যাহার সাহায্যে তাঁহার ডামস্কাস্ বা ইউফ্রেটিস্ পর্য্যন্ত অভিযান চালান কিংবা তুরস্ক সাম্রাজ্য দখল করা সম্ভব হইবে। কিন্তু নেপোলিয়ান সিরিয়া জয় করিতে পারিলেন না। সিরিয়ার মর্ম্মস্থল অ্যাকর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু তুর্কী সৈন্য ও ইংরেজদের শৌর্য্যের নিকট তাঁহার সৈন্যগণ মিশরে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। মিশরে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে বিফল হওয়ায় তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলেন। প্যারিসে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। পূর্ব্বে ফ্রান্সের শাসনভার এক পরিচালক-সভার (ডিরেক্টারস) উপর অর্পিত ছিল, এক্ষণে তৎস্থলে তিনজন কন্‌সাল নিযুক্ত হইলেন (নবেম্বর ১৭৯৯)। বস্তুত কনসাল তিনজন থাকিলেও সমগ্র দেশের শাসন ভার গিয়া পড়িল প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উপর। তাঁহার কার্য্যাবলী ইয়োরোপীয় ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সহিত তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল

মিত্র-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ফ্রান্স।

ভারতবর্ষে মহীশূর সম্পূর্ণ পরাহত হওয়ায় নেপোলিয়ানের ভারত-জয়ের আশা রহিল না। সিরিয়া জয়ে ব্যর্থমনোরথ নেপোলিয়ান।

নেপোলিয়ানের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন; ফরাসী রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন; তিনজন কন্সালের উপর শাসন-ভার অর্পণ; প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

মিত্রশক্তিবর্গের মৈত্রীর অবসান ঘটান এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সময় লওয়া। ডিজোঁতে গোপনে এক নূতন সৈন্যদল সংগৃহীত হইতেছিল, আর মোরো রাইন নদীতীরস্থিত সৈন্যদিগকে ডানুয়েব পর্য্যন্ত লইয়া যান। নেপোলিয়ান সেণ্ট বার্নার্ড উত্তীর্ণ হইয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ম্যারোঙ্গোতে জয়লাভ করেন এবং অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যবাহিনী নিরুপায় হইয়া পড়ে। লোম্বার্ডি ও মিউনিক পাইয়া মাত্র তিনি ঐ দুই দেশের সহিত সন্ধি করেন। রুশিয়া ফ্রান্সের প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য যেমন বদ্ধপরিকর ছিল, তেমনি জার্ম্মাণির বৃদ্ধি তাহার মনঃপূত নহে; সেজন্য মিত্রশক্তিবর্গ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে আরম্ভ করা মাত্র যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। বিলাতী অর্থ দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অষ্ট্রিয়া কিছু করিতে পারিল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মোরো আইজার নদীর তীরে অষ্ট্রিয়ান্দিগকে বিধ্বস্ত করিলেন। নেপোলিয়ান শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্য করিয়াই এই সকল যুদ্ধ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লুনেভিলের শান্তিতে হঠাৎ ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল।

নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক লুনেভিলের সন্ধি স্থাপন (১৮০১) এবং তাহার কারণ।

লুনেভিলের সন্ধি দ্বারা বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটিল। ১৭৯২ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসরে ফ্রান্স হল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড ও পিড্মণ্টের অধিস্বামী হইল, এবং স্পেনের সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিল। কিন্তু এই নয় বৎসর পরে ফ্রান্স সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সকল প্রকার ভীতি দূর হইয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত অন্য রাষ্ট্রের মূলগত পার্থক্য কিছু বর্ত্তমান ছিল না। বস্তুত, ফ্রান্স একটি রাজতান্ত্রিক খৃষ্টান রাষ্ট্র হইয়া দাড়াইয়াছিল। নানাদিকে ফ্রান্সের রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু রুশিয়া বা জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদ্বয়ও নিজ অধিকার বাড়ায়। সুতরাং ফ্রান্সকে ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় গগনে নূতন উপদ্রব বলিয়া গণ্য করিবার কোন কারণ ছিল না। বিপ্লবীদের ইচ্ছা ছিল সমগ্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু নেপোলিয়ানের দৃষ্টি আরো দূরে প্রসারিত, তিনি চাহিলেন সমগ্র জগতে ফ্রান্স অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি দেখিলেন সেই পক্ষে বাধা রহিয়াছে। যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার ফলে প্রতি বৎসর নেপোলিয়ানের এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দূরে চলিয়া যাইতেছিল। উপরন্তু, দিনে দিনে ইংল্যাণ্ডের উন্নতি ঘটে। শুধু তাহাই নহে, ফ্রান্সের জয় লাভের ফল ভোগ করিতেছিল ইংল্যাণ্ড। তাহার সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতেই নেপোলিয়ানের দৃষ্টি ছিল ইংল্যাণ্ডের দিকে। ইংল্যাণ্ডকে প্রতিহত করিতে না পারিলে, তাঁহার স্বপ্ন সফল হইবে না, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে কাবু করিবার আগে প্রয়োজন অন্য সমস্ত শক্তির সহিত আপোষ রফা করা। সুতরাং লুনেভিলের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিল এবং পৃথিবীর প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত ইংল্যাণ্ডের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

যখন দেখা গেল বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইয়োরোপের অন্যান্য রাজ্য বিস্তারেচ্ছু রাষ্ট্রের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তখন সকলের মন হইতে ফরাসী-ভীতি দূর হইল।

নেপোলিয়ানের সঙ্কল্প—সমগ্র জগতে ফ্রান্স অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। সেই পথে প্রধান বাধা ইংল্যাণ্ড। সেইজন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের সহিত শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ঠিক এই সময়েই পিট্‌কে বিলাতের রাষ্ট্রনৈতিক গগন হইতে সরিয়া যাইতে হইল। পিটের দুর্ভাগ্য এই যে, এত বড় অর্থশাস্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করিতে বাধ্য হন, এবং অতিশয় শান্তিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। পিটের উপর জনগণের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি ফরাসী বিপ্লবকে সহানুভূতির চোখে দেখিয়াছিলেন এবং উহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজরা যেই বুঝিল, তাহারা যাহা কিছু প্রিয় ও কাম্য বলিয়া মনে করে তাহারই বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লব দাঁড়াইতেছে, অমনি জনমত একেবারে বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল। বার্কের প্রচার-কার্য্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধভাব আরো বাড়িয়া গেল। চ্যাটামের ন্যায় পিটেরও দেশবাসীর উপর গভীর আস্থা ছিল। ইংল্যাণ্ড যখন চারিদিকে শত্রু-পরিবৃত, তখনো তিনি নিরাশ হন নাই। এবং সমগ্র দেশ নেতৃত্বের জন্য তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। বস্তুত, তাঁহার চারিদিকে যে সকল রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ পরিবর্ত্তন দ্রুতবেগে ঘটিতেছিল, পিট্ সেগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। সমগ্র জাতির মত তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও উহার নূতন বিকাশে ভয়, এবং যে কোন উন্নতি বা সংস্কারের বিরোধিতা অথচ ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনের উন্নততর অবস্থায় বিশ্বাস, এই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। এবং এখানে তাঁহার সহিত দেশবাসীর কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি যেমন বার্কের তেমনি টম্ পেইনের বাড়াবাড়ি হইতে দূরে থাকিতেন। ফ্রান্স বা উহার বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহিত বিবাদ যেন এমন ভাবে শেষ হইয়া যায় যাহাতে ইংল্যাণ্ড আবার নিরাপদে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে প্রতিক্রিয়া-যুগের অবসান আরম্ভ হইল।

পিটের নেতৃত্ব ও ফ্রান্স সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের মনোভাব।

এই যুগের পত্তন করিলেন স্বয়ং পিট্। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের মিলন সংঘটিত হয়। কিন্তু এই দুই দেশের সম্পর্ক তিনি শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই। তিনি উভয় দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আনীত তাঁহার বিল আইরিশ মহাসমিতিতে নামঞ্জুর হইলেও কার্য্যত দুই দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিতে থাকে এবং ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের অশেষবিধ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দুই দেশ এক মহাসমিতির অধীনে আসার পর হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয়, করভার হ্রাস পায় ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা হয়। পিট্ কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বন করা হইবে, অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ডে চাকুরী ইত্যাদি সম্পর্কে ক্যাথলিকদিগের যে সকল বাধা আছে সেগুলি বিদূরিত হইবে। বস্তুত, ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলন সাধিত হইত না যদি না ক্যাথলিকগণ পিটের নিকট হইতে এই ভরসা পাইয়া সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পিটের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

পিটের চেষ্টায় আয়ার্ল্যাণ্ডে সুশাসনের ব্যবস্থা; ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে অবাধ বাণিজ্য; ধর্ম্মবিষয়ে ক্যাথলিকগণের যে সকল অপারগতা ছিল তাহা দূর করিবার জন্য পিটের আকাঙ্ক্ষা;

তদ্বিষয়ে তৃতীয় জর্জ্জের বিরোধিতা; এবং পিট্ কর্তৃক তাঁহার মন্ত্রিপদ ত্যাগ (১৮০১)।

পিট্ মনে করিতেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ক্যাথলিকগণের বশ্যতা লাভ করা যাইবে। পিট্ এক বিল আনয়ন করিলেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, ভোটদান বা মহাসমিতির সভ্য হওয়া এবং শাসন, বিচার, মিউনিসিপ্যালিটি, সামরিক চাকুরী ইত্যাদি সম্পর্কে ধর্ম্মগত কোনপ্রকার বৈষম্য থাকিবে না; ক্যাথলিকগণ সর্ব্বত্র স্থান পাইবেন। পিট্ প্রথমত সম্মতি পাইবার জন্য তাঁহার প্রস্তাব মন্ত্রি-সমিতির নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু উহার সম্মতি পাইবার পূর্ব্বেই, জনৈক সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় তৃতীয় জর্জ্জ সমুদয় বিষয় জানিতে পারেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জানান যে, যে কেহ এরূপ প্রস্তাব করিবে সেই তাঁহার শত্রু। তখন পিট্ স্বয়ং প্রস্তাবটি তৃতীয় জর্জ্জের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পান। কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজা তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এইরূপ জিদের আরো একটি কারণ ছিল। তিনি পিটের সর্ব্বময় কর্তৃত্বে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন সমগ্র দেশ তাঁহার সমর্থন করে। সুতরাং তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। এই একটি বিষয়ে তিনি বুঝিলেন দেশবাসী তাঁহারই ন্যায় গোঁড়া এবং পিট্কে সমর্থন করিবে না। সুতরাং তিনি জিদ্ বজায় রাখিলেন এই ভাবিয়া যে পিট্ বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিবেন। হইলও তাই। লুনেভিলে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার সমকালে পিট্ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিলেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডকে ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা-দানের প্রস্তাবে হুইগ্‌গণের সমর্থন; টোরি-দিগের সহিত হুইগদের বিরোধ; টোরিদের দ্বারা মন্ত্রি-সমিতি গঠন। অ্যাডিংটনের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সমিতি। পিটের প্রাধান্য না থাকায় তৃতীয় জর্জ্জের সন্তোষ।

পিট্ রাষ্ট্রীয় কার্য্যভার ত্যাগ করিলে, শুধু লর্ড গ্রেনভিল নহে, পরন্তু উইণ্ডহাম ও লর্ড স্পেন্সারের ন্যায় উদারপন্থীরাও প্রায় সকলে মন্ত্রি-সমিতি ছাড়িয়া দিলেন। অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের ভয় যাঁহাদিগকে টোরিদের সহিত যুক্ত করিয়াছিল, তাঁহারা টোরিদের সহিত সম্পর্ক ঘুচাইলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা-দানের প্রস্তাব হুইগ্ ও টোরি এই দুই দলকে আবার স্পষ্ট করিয়া তুলিল। বিচ্ছিন্ন হুইগ দল মিলিত হইয়া শক্তিশালী হইল, এবং টোরি মন্ত্রিগণ অ্যাডিংটনকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তৃতীয় জর্জ্জ পিটের প্রাধান্যে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পিটের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া খুসী হইলেন। তাঁহার সহিত অন্য হুইগ্ মন্ত্রিগণ চলিয়া যাওয়াতে তিনি আরো আশ্বস্ত বোধ করেন। ফলে অ্যাডিংটন তৃতীয় জর্জ্জের অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র হন। পররাষ্ট্র ব্যাপারের ভার লর্ড হক্‌সবেরি নামক একজন প্রায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয়। মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে সমগ্র দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক গগন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন; দুর্ভিক্ষ আসন্ন; করভার ক্রমাগত বাড়িতেছিল, অথচ ঋণের পরিমাণ বৎসরে ২½ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ড সম্পূর্ণ একাকী, কিন্তু ইয়োরোপে লুনেভিলের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স সকল শত্রুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই সময়ে এরূপ মন্ত্রি-সমিতির মনোনয়নে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইল না। শিল্প ও বাণিজ্য-জগতে ইংল্যাণ্ড শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, বিলাতী জাহাজসমূহ শুধু যে বিলাতে উৎপাদিত পণ্য সর্ব্বত্র বহিয়া

ইংল্যাণ্ডের এই সঙ্কট-কালে নূতন মন্ত্রি-সমিতির মনোনয়নে দেশবাসীর উদ্বেগ।

শিল্প ও বাণিজ্য-জগতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য; তাহা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের ও ফরাসী-মিত্র দেশ-গুলির বন্দর বিলাতী পণ্যের জন্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

লইয়া যাইত, তাহা নহে, উপরন্তু অন্যান্য দেশের পণ্যাদিও বিলাতী জাহাজ দ্বারা চলাচল হইত। যুদ্ধের জন্য এই দুই বিষয়ে ইংরেজদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, বিশেষ ফ্রান্সের বন্দর বিলাতী জাহাজের নিকট বন্ধ হইয়া যায়; এবং ইয়োরোপের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়াছিল। তবে যুদ্ধ-দ্রব্যের ও যুদ্ধহেতু কোন কোন দ্রব্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যদিকে শিল্প-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটে এবং স্বদেশে ও আমেরিকাতে বিলাতী দ্রব্যের কাটতি অনেক বাড়িয়া যায়। সমুদ্রে ইংল্যণ্ড একরকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের হাত হইতে সমুদ্র-বাণিজ্য ইংল্যণ্ডের হাতে আসে। ইংল্যণ্ডের এই অবস্থা রক্ষার নিমিত্ত এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ইংল্যণ্ডে যে সময়ে দক্ষ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণের বিশেষ প্রয়োজন হয়, সে সময়েই পিট্ সরিয়া দাঁড়াইলেন। আর সেই সময়ে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া সঙ্কল্প করিলেন, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ইংল্যণ্ড অন্য কোন দেশের বন্দরে তাহার পণ্য-বোঝাই তরণী ভিড়াইতে না পারে। প্রথমত ফ্রান্স স্বয়ং এবং হল্যাণ্ড ও নীদারল্যাণ্ড ইংরেজী পণ্য আমদানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এবং লুনেভিলের সন্ধির পর ইতালি, স্পেন ও পর্ত্তুগালও বাণিজ্য-সম্বন্ধ রক্ষা করে নাই। নেপোলিয়ান আমেরিকার সহিত সন্ধি করিলেন এবং নরওয়ে, সুইডেন ও ডেন্মার্কের নৌবাহিনী দ্বারা এক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমূহের সঙ্ঘ গড়েন। এইরূপ সঙ্ঘ-গঠনের অর্থ ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা। প্রুসিয়া এই সঙ্ঘে যোগদান করিতে সম্মতি জানায়।

ইংল্যণ্ডকে রাষ্ট্রীয় জগতে একাকী করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ানের বুদ্ধি-কৌশলে ইয়োরোপে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠন।

রুশিয়াকে দলে পাইতে নেপোলিয়ানকে কিছু বেগ পাইতে হইল। নেপল্‌স ও সার্ডিনিয়ার স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত রুশিয়ার জার অনুরোধ করিলে নেপোলিয়ান তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ান এই সুযোগে জার পলের মনে ইংল্যণ্ড সম্বন্ধে ভীতি জন্মাইয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন। রাণী ক্যাথারিনের পদানুসরণ পূর্ব্বক পল তুরস্ককে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত হন। পিট্ রুশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব কখনো গোপন করেন নাই; তিনি রুশিয়ার পোল্যাণ্ড গ্রাসে বাধা দিতে সমর্থ না হইলেও উহার কনষ্টান্টিনোপ্‌ল অভিযান ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখিবার জন্য মিশর, সিরিয়া ও তুরস্ককে স্বাধীন রাখা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং মিশরে ফরাসীদের অবতরণ, সিরিয়া ও তুরস্ক আক্রমণ বৃটেনকে তুরস্কের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করে। বৃটেনকে প্রতিহত করিবার জন্য রুশিয়ার জার ফ্রান্সের সাহায্য চাহিলেন। তুরস্ক সাম্রাজ্য রুশিয়া ও তাহার মিত্রগণের মধ্যে বণ্টিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়া গেল। মোলভাডিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া অর্থাৎ কন্‌ষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত রাজ্য রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া বল্কান অঞ্চলের পশ্চিমস্থ ভূভাগ এবং ফ্রান্স গ্রীস্ পাইবে। মাল্টা ইংরেজরা দখল করিয়াছিল, কিন্তু জার দাবী করিলেন ন্যায়ত উহা তাঁহার। ইংল্যণ্ডের সহিত বিবাদ বাধাইবার ইহাই হইল তাঁহার ছুতা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি সশস্ত্র নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন এবং ডিসেম্বর মাসে তিন শত বিলাতী জাহাজ নিজ রাজ্যে ধৃত করিলেন। ডেনমার্ক এবং সুইডেন এই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্ঘে

রুশিয়ার উদ্দেশ্য এবং রুশিয়াকে হাত করিবার চেষ্টায় নেপোলিয়ান। রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের বোঝাপড়া। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘে রুশিয়া ডেন্মার্ক ও সুইডেনের যোগদান (১৮০০)।

যোগদান করিল। অল্পদিনে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে যখন বাল্টিক সাগরের বরফ গলিয়া যাইবে তখন শক্তিত্রয়ের নৌবাহিনী স্পেন ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করিতে সমর্থ হইবে। একে লুনেভিলের সন্ধির ফলে ফ্রান্স ইয়োরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তার উপর এই প্রকার সঙ্ঘে ইংল্যণ্ড সন্ত্রস্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং ইংরেজরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ইংরেজদের ১৮টি যুদ্ধজাহাজ কোপেনহ্যাগেন বন্দরে উপস্থিত হইয়া সহর ও উহার নৌবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধের ফলে ডেনদের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তাহারা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করে। সন্ধি দ্বারা বিলাতী নৌবাহিনী বাল্টিক সাগরে প্রবেশ করিয়া রুশ নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। এদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করায় রুশিয়ার ওমারহ্‌গণের জমিদারি হইতে উদ্ভূত পণ্যদ্রব্য বিলাতে বিক্রী করিতে না পারায় বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে তাহারা এরূপ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয় যে রুসসম্রাট্ পল কোপেনহ্যাগেন যুদ্ধের নবদিন পূর্ব্বে নিজ প্রাসাদে আততায়িগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। পলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮০১ সনে রুশিয়া ও ইংল্যণ্ডের মধ্যে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুইডেন ও ডেনমার্কও তাহাতে যোগ দেয়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন; ইংল্যণ্ড কর্তৃক কোপেনহ্যাগেন আক্রমণ; ইংল্যণ্ডের সহিত রুশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্কের সন্ধি (১৮০১)।

রুশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক এই ভাবে সরিয়া যাওয়ায় নেপোলিয়ান বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। নিজের বাহুবলে বৃটেনকে আক্রমণ করা ছাড়া ফ্রান্সের আর গত্যন্তর রহিল না। সমুদ্রপথে হল্যাণ্ড ও স্পেন সহায় বটে, কিন্তু ইংল্যণ্ডের সামুদ্রিক আধিপত্য তাহাতে খর্ব্ব হয় নাই। নেপোলিয়ান ভারত আক্রমণের কল্পনা তখনো করিতে ছিলেন; তজ্জন্য মিশরকে হাতে রাখিতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টিত হন। কিন্তু কোপেনহ্যাগেন আক্রমণের সময়ে মিশরেও তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। ফ্রান্স দ্বারা ভারতবর্ষ কিরূপ বিপন্ন হইতে পারে, তাহা ইংরেজরা ভুলিয়া যায় নাই। মল্টা অধিকার করার পর হইতে ইংল্যণ্ড ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে ইংরেজদের দৃষ্টি মল্টা হইতে মিশরের দিকে পড়িল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধে ইংরেজরা কখনো আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরেজ সেনাপতি এবারক্রম্বির নেতৃত্বাধীনে ১৫,০০০ সৈন্য আবুকির উপসাগরে উপনীত হইল। নেপোলিয়ান মিশরের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও মিশরস্থিত ফরাসীগণ কাইরোর বিদ্রোহ দমন, তুর্কী আক্রমণকারিদিগকে প্রতিহত ও ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ফরাসী সৈন্য দেশের চারিদিকে ছড়ান ছিল বলিয়া ইংরেজদের সুবিধা হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর এবারক্রম্বি গুরুতর আহত হইলেন কিন্তু ফরাসী সৈন্য হটিয়া গেল। ইংরেজদের সহিত আসিয়া পাঁচ হাজার তুর্কী সৈন্য যোগ দিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে মিশরে ফরাসী শাসন বিলুপ্ত হইল। এই সংবাদে নেপোলিয়ান মনে মনে যতই ক্রুদ্ধ হউন, তিনি সময়

মিশরে নেপোলিয়ানের ভাগ্য-বিপর্য্যয়; ফরাসী শাসনের অবসান (১৮০১)।

লইয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধির প্রস্তাব আনেন। সমুদ্রে ইংরেজদের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা ব্যাহত করিবার সাধ্য কাহারো নাই, অধিকন্তু ফ্রান্সের সহিত আসন্ন সংগ্রামে ইংল্যাণ্ডের প্রস্তুত হইবার জন্যও সময়ের দরকার। উভয় পক্ষ এইরূপ মনোভাব লইয়া সন্ধি করিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে একদিকে ইংল্যাণ্ড, অন্য দিকে ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে সন্ধি হইল। তদনুসারে ফ্রান্স দক্ষিণ ইতালি হইতে সরিয়া গেল, হল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও পিড্‌মাণ্ট তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া কথা দিল; এবং ইংল্যাণ্ড ফরাসী গণতন্ত্রকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিল, সিংহল ও ট্রিনিডাড্‌ ব্যতীত অন্য সমুদয় উপনিবেশ ফ্রান্স ও উহার মিত্রগণকে ফিরাইয়া দিল, আয়োনিয়ান্‌ দ্বীপকুঞ্জকে স্বাধীন গণতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিল ও মল্টাকে তিনমাসের মধ্যে পূর্ব্ব অধিবাসীদের নিকট ফিরাইয়া দিবে বলিয়া কথা দিল। ইহাই অ্যামিয়েনসের সন্ধি নামে খ্যাত। দীর্ঘ বিরোধের অবসানে দুই জাতিই যেন কিছুদিনের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন কি, ফ্রান্সের প্রতি ইংল্যাণ্ডের কতকটা বন্ধুভাবও দেখা গেল। ইংরেজরা ফ্রান্স দেখিবার জন্য দলে দলে সেদেশে যাইতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা দূরদর্শী তাঁহারা বুঝিলেন নেপোলিয়ান সহজে নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সমগ্র পশ্চিম ভূভাগের উপর অধিপত্য স্থাপন করা এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন জাতির অধিকার বা স্বাধীনতার মূল্য তাঁহার কাছে নাই; আর এই সময়ে কেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থা, ব্যয়-হ্রাস, নির্ব্বাসিতদিগকে ফিরাইয়া আনা, ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে তাহাদের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ এবং সকল প্রকার শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ সাধন দ্বারা শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি নেপোলিয়ানকে বিশেষ পরাক্রমশালী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিজে অদ্ভুতকর্ম্মা ও অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তদুপরি গোয়েন্দা বিভাগ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ ও অনুরূপ উপকরণ দ্বারা তিনি অপ্রতিহতভাবে যথেচ্ছ শাসন কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন।

ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি (১৮০২); উহার ফলাফল। সন্ধির উদ্দেশ্য আসন্ন যুদ্ধের জন্য উভয়ের প্রস্তুত হওয়া। ফ্রান্সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেপোলিয়ান।

অ্যামিয়েন্‌সের সন্ধির সর্ত্তগুলি রক্ষা করার ইচ্ছা নেপোলিয়ানের ছিল না। ইহার পর তিনি যাবজ্জীবন কন্‌সাল নিযুক্ত হইবার পর ফ্রান্সের প্রান্তস্থিত তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে চালিত করিতে লাগিলেন, পিড্‌মাণ্ট ও পর্ম্মা প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের অধীন রহিল এবং ফরাসীসৈন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ড দখল করিল। ইংরেজরা মৃদু আপত্তি জানাইলে ফরাসী পক্ষ হইতে বলা হইল নির্ব্বাসিত ফরাসীদিগকে ইংল্যাণ্ড হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হউক এবং মল্টা ফিরাইয়া দেওয়া হউক। এদিকে বিভিন্ন ফরাসী বন্দরে প্রবলভাবে যুদ্ধের উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম তৈরী হইতেছিল। ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত করিবার জন্যই নেপোলিয়ান সময় লইয়াছিলেন। স্পেনের নৌবাহিনী যদিও পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি উহার শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় নাই। নেপোলিয়ান যে ফরাসী নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার সহিত মিলিত হইয়া উহা

নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক সন্ধির সর্ত্ত-ভঙ্গ ও ফ্রান্সের সমর-সজ্জা; ফরাসী ও স্প্যানিশ নৌবাহিনীর একযোগে কাজ করিবার প্রয়াস।

ইংল্যাণ্ডকে সমুদ্রপথে কাবু করিতে পারিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ভরসা। ইংল্যাণ্ড বুঝিল, যত সময় অতিবাহিত হইবে তত ফ্রান্সের সুবিধা হইবে। সুতরাং প্রস্তুত হইবার জন্য আর নেপোলিয়ানকে সময় দেওয়া সমীচীন হইবে না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। নেপোলিয়ান সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার একলক্ষ লোক বুলোঁতে জমায়েৎ হইল। নেপোলিয়ান মনস্থ করিলেন, ইহাদিগকে ইংলিশ চ্যানেল পার করাইয়া ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিবেন। জাতির এই আসন্ন বিপদে পিটের আবার ডাক পড়িল। কিন্তু তিনি যখন মন্ত্রি-সমিতিতে ফক্স ও কোন কোন হুইগ্‌কে স্থান দিতে চাহিলেন, তখন তৃতীয় জর্জ্জ বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। পিট্‌কে একাকী রাষ্ট্রের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইতে হইল। এদিকে স্পেনের সহিত মিত্রতা হেতু স্প্যানিশ নৌবাহিনীর কর্ত্তৃত্বভার নেপোলিয়ান পাইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী নৌবাহিনীর সহিত ঐ বাহিনীর যোগাযোগ স্থাপিত করিয়া ইংলিশ চ্যানেলস্থ ইংরেজ জাহাজসমূহ বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইংল্যাণ্ডেও তিন লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে পিট্ সমগ্র ইয়োরোপকে ফরাসী সাম্রাজ্যের রাজ্য-লিপ্সা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ হন। পিটের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের লোভে রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও সুইডেন একযোগে ফরাসী সম্রাটের হাত হইতে ইতালি ও নীদারল্যাণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করে। এই সময়ে নেপোলিয়ান সমুদ্রপথে স্প্যানিশ সৈন্যবাহিনীর খোঁজে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। সেনাপতি ভিনেলুভ্ ট্যুলোঁতে তাঁহার নৌবাহিনীর সহিত স্প্যানিশ নৌবাহিনী যুক্ত করিয়া নেলসনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর ট্র্যাফালগার উপসাগরে ভীষণ যুদ্ধে নেলসন নিজে নিহত হইলেও ফরাসী ও স্প্যানিশ বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সমুদ্রে ইংরেজের আধিপত্য খর্ব্ব করিবার আর কেহ রহিল না। ট্র্যাফালগারের সহিত নেলসনের নাম গাঁথা; তাঁহারই শৌর্য্যের ফলে সমুদ্র-পথ চিরদিনের জন্য ইংরেজদের পক্ষে নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মিত্রপক্ষগণ সেরূপ সুবিধা করিতে পারিল না। ট্র্যাফালগারের যুদ্ধে ইংরেজরা জয় লাভ করিবার পূর্ব্বেই, নেপোলিয়ান উল্‌মে অবস্থিত অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যদিগকে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন। তারপর ভিয়েনা অভিমুখে অভিযান করিয়া নবেম্বরের শেষভাগে অষ্টারলিজের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়ার যুক্ত সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। পিটের শরীর আগেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই সংবাদে তাঁহার মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যুতে সকলে নিজেদিগকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা করিল। নূতন মন্ত্রি-সমিতিতে ফক্সের ও লর্ড গ্রেনভিলের হুইগ্‌দলের সহিত লর্ড সিড্‌মাউথের টোরিদিগের সম্মিলন ঘটিল। সমগ্র ইয়োরোপকে ফ্রান্সের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফক্স ঠিক পিটের মতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ-ঘোষণা (১৮০৩)।

পিট্ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রভার গ্রহণ। তিনি হুইগ্ ও টোরিদের মিলন ঘটাইতে পারিলেন না।

ট্র্যাফালগারের ভীষণ যুদ্ধ; নেলসনের শৌর্য্যে ইংরেজদের জয় লাভ ও যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু। জলপথে ইংরেজদের প্রাধান্য চিরপ্রতিষ্ঠিত (১৮০৫)।

অষ্টারলিজের যুদ্ধ এবং অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের সম্পূর্ণ জয় লাভ (১৮০৫)।

পিটের মৃত্যু (১৮০৬) এবং হুইগ্ ও টোরি-দের মিলন।

ফক্স কর্তৃক নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধির ব্যর্থচেষ্টা। নেপোলিয়ানের ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ।

তিনি প্রথমে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু নেপোলিয়ান কোন উত্তর না দিয়া এড়াইয়া যান। পরন্তু নেপোলিয়ান প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে এক নূতন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে য়েনাতে জয় লাভ করায় উত্তর জার্মাণি তাঁহার করতলগত হইল। তৎপরে নেপোলিয়ান বার্লিন হইতে পোল্যাণ্ড অভিযান করেন। শীতকালে রুশবাহিনী তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিলেও, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রিডল্যাণ্ডে নেপোলিয়ান সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলে রুশ-সম্রাট টিলসিটের সন্ধিতে সম্মতি দিলেন।

টিলসিটের সন্ধি। উহার জন্য নেপোলিয়ানের ব্যগ্রতার কারণ। সমগ্র ইয়োরোপে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নেপোলিয়ানের প্রচেষ্টা। নেপোলিয়ানের অবলম্বিত নীতিতে বিলাতী বণিক্‌দিগের ক্ষতি (১৮০৬)।

টিলসিটের সন্ধির জন্য নেপোলিয়ানের ব্যগ্রতার বিশেষ কারণ ছিল। ট্র্যাফালগারের যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডে গিয়া ঐ দেশ আক্রমণের চেষ্টা কখন সফল হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া বৃটেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা না করিবার পাত্র তিনি নহেন। বস্তুত, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সমগ্র ইয়োরোপে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হন। তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি ইয়োরোপে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ইংল্যাণ্ডের ধন-গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ানের একটি সুযোগও জুটিল। ইংল্যাণ্ড ঘোষণা করিল যে, ফ্রান্স ও তাহার মিত্রগণের অধিকৃত ডান্‌ৎসিগ্ হইতে ট্রেয়েষ্টে পর্য্যন্ত সমগ্র তীরভাগ অবরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঘোষণা করা সহজ, কিন্তু উহা কাজে লাগান বড় কঠিন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নেপোলিয়ান এই মর্ম্মে এক ঘোষণা জারি করিলেন যে, বৃটিশ দ্বীপ অবরোধ করা হইল। বিলাতের সহিত সকল বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার আদেশ আসিল; ফরাসী রাজ্যে বিলাতী দ্রব্য পাইলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে; শুধু যে বিলাতী জাহাজের সম্পর্কেই ফরাসী বন্দর বন্ধ হইয়া গেল, তাহা নহে; পরন্তু যে জাহাজ বিলাতের ভূমি স্পর্শ করিয়া আসিবে তাহাও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বন্দরে বন্দরে পরিদর্শকগণ নিযুক্ত হইল। কিন্তু নেপোলিয়ান যতই শক্তিশালী হউন, তাঁহার হুকুম জারির ফলে নিষিদ্ধ বাণিজ্য বাড়িয়া গেল। হল্যাণ্ড, প্রুসিয়া, রুশিয়া ত তাঁহার ঘোষণা অমান্য করিতে বাধ্য হইলই, অধিকন্তু নেপোলিয়ানের নিজের বিলাতী জিনিষ ছাড়া কাজ চালান দুষ্কর হইল। সুতরাং নেপোলিয়ানের হুকুম জারির ফলে বৃটিশ পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাইল, অন্য কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু বৃটিশ বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতি হয়। বিলাতী জাহাজ ছাড়িয়া অন্য দেশের জাহাজে মাল চলাচল হইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ হইল আমেরিকা। যুদ্ধ ও একচেটিয়া অধিকারের ফলে বিলাতী বণিক্‌দের ঐশ্বর্য্য দিন দিন বাড়িতেছিল, তাহারা এক্ষণে সরকারের সাহায্য ভিক্ষা করিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লর্ড গ্রেনভিল রাজাকে দিয়া ঘোষণা করাইলেন যে, ফ্রান্স ও তাহার মিত্রবর্গের উপকূলভাগের সকল বন্দর অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু ইহা বিলাতী বণিক্‌দিগকে খুসী করিতে পারিল না। পিট্ট নিজেকে যে দুই কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেশের মর্য্যাদা রক্ষা ও সকলপ্রকার উন্নতিমূলক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা,—গ্রেণভিলও প্রাণপণে তাহা সাধন করিতেছিলেন।

গ্রেণভিল মন্ত্রি-সমিতি ও তাহার কার্য্য; দাস-

কিন্তু চারিদিকের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহার কাজের মূল্য বুঝিতে পারিল না। বিশেষত এই সময়ে ফক্সের মৃত্যু হওয়ায় গ্রেণভিল মন্ত্রি-সমিতি আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দাস ব্যবসার উচ্ছেদ হইল, কিন্তু টোরি ও বণিকগণ তাহার ঘোর বিরোধিতা করেন। ক্যাথলিকদিগকে সর্ব্বপ্রকার সরকারী কাজে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব এই মন্ত্রি-সমিতি আনে। এই ব্যাপার লইয়া রাজার সহিত মনান্তর ঘটে ও গ্রেণভিল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। হুইগ্ ও টোরিদিগের মধ্যে যে মিলন ঘটিয়াছিল গ্রেণভিল মন্ত্রি-সমিতির পতনে তাহার অবসান ঘটিল। ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংল্যণ্ডের আসন্ন বিপদ্ কাটিয়া গেলে ইংল্যণ্ড আবার উন্নতিপন্থী ও রক্ষণশীল দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

ব্যবসার উচ্ছেদ (১৮০৭), ক্যাথলিকদিগের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক অসুবিধা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজে হাত দেওয়ায় রক্ষণশীলদের অসন্তোষ; গ্রেনভিল মন্ত্রি-সমিতির পতন।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই সময়ে রক্ষণশীল দলের প্রভাব অধিক হয়। ইংল্যাণ্ডের শাসনভার টোরিদের হাতে আসে। লর্ড গ্রেণভিলের স্থলে পোর্টল্যাণ্ডের সামন্ত মন্ত্রি-সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র সচিব হন জর্জ্জ ক্যানিং। ইনি জন-সভার সদস্য, এবং পিটের অতিশয় অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। পশ্চিম ও পূর্ব্ব ইয়োরোপের সম্রাট্দ্বয় ফ্রান্সের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ফরাসীর সাহায্যে তুরস্ক জয় করিতে পারিবেন, এই ভরসায় রুশ সম্রাট্ আলেক্জান্দার শুধু যে বিলাতী বাণিজ্যের বিরুদ্ধে হুকুম জারি করিলেন, তাহা নহে; অধিকন্তু সুইডেনকে ইংল্যণ্ডের সহিত মিত্রতা পরিহার করিতে বাধ্য করেন। রুশ ও সুইডিশ্ নৌবাহিনী ফ্রান্সের অধীনে কাজ করিতে প্রস্তুত হইল; ডেনমার্কের সাহায্য পাইবার আশাও রহিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্যানিং গোপনে এক অভিযান চালনা করেন, তিনি ডেনিশ নৌবাহিনীর নিকট এই দাবী করিয়া পাঠাইলেন যে, উহা ইংল্যাণ্ডের হাতে আত্মসমর্পণ করিবে এবং যুদ্ধের পর স্বাধীনতা পাইবে। ডেন্মার্ক ইহাতে অস্বীকৃত হইলে ইংরেজরা কোপেনহাগেনের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করে ও সমগ্র ডেনিশ নৌবাহিনীকে বৃটিশ বন্দরে ধরিয়া লইয়া যায়। ক্যানিং সঙ্কল্প করেন যে, যেমন করিয়া হউক নিরপেক্ষ জাহাজগুলি যাহাতে বিলাতী বাণিজ্য বহন করিবার সুযোগ না পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এই ঘোষণা জারি করা হইল যে, ফ্রান্স এবং অন্য যে দেশে বৃটিশ বাণিজ্য বর্জ্জিত তাহা অবরুদ্ধ হইল; এগুলি হইতে যেসব জাহাজ বৃটিশ বন্দর হইয়া যাইবে না সেগুলির মাল ক্রোক্ করা হইবে। অমনি ডিসেম্বর মাসে মিলান হইতে নেপোলিয়ান ঘোষণা করিলেন, যে জাহাজ বৃটেন বা বৃটিশ উপনিবেশ হইতে আসিবে বা তথায় যাইবে, তাহা আর নিরাপদ বিবেচিত হইবে না, এবং তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

পোর্টল্যাণ্ড কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন। পররাষ্ট্রসচিব ক্যানিং-এর অবলম্বিত নীতি ও তাহার ফলাফল।

নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য রুদ্ধ করিয়া ইংরেজকে ক্লিষ্ট করা। আর নিজ পণ্য বেচিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রাখা। ইংল্যাণ্ডের রপ্তানির ১কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য একা আমেরিকা গ্রহণ করিতেছিল। ক্যানিং এর অবলম্বিত নীতির ফলে এই বাণিজ্য বন্ধ হইবার

ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ানের প্রচেষ্টা।

ক্যানিংএর নীতি ও নেপোলিয়ানের ঘোষণা আমেরিকার বাণিজ্য-হ্রাসের হেতু হইল। আমেরিকা কর্তৃক ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক-চ্ছেদের আইন (১৮০৯) ও তাহার ব্যর্থতা (১৮১০)।

উপক্রম হইল। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধে আমেরিকাকে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু বৃটেনের অত্যাচারটাই বেশী। আমেরিকা মনে মনে যতই বিরক্ত থাকুক, প্রকাশ্যে তাহার পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধতা করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ক্যানিং রাজকীয় হুকুম জারি করাইবার পর ও নেপোলিয়ানের ঘোষণার পর ইয়োরোপের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এইখানেই চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নহে। আমেরিকাকে যে এক বা অপর পক্ষে যোগ দিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। আমেরিকার বাণিজ্য প্রায় নষ্ট হইয়া গেল এবং আমেরিকান্ নাবিকগণ বৃটিশ জাহাজে কাজ করিতে বাধ্য হইল। এক বৎসর চেষ্টার পর আমেরিকা দেখিল জাহাজের গতিবিধি নিষিদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সহিত এক বাণিজ্য-সম্পর্ক-ছেদের আইন পাশ করিল। কিন্তু ইহাও ব্যর্থ হইল। সমগ্র ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া বৃটিশ বন্দরসমূহে আমেরিকান্ জাহাজ যাতায়াত করিতে থাকে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ঐ আইন রহিত করা হয়। আমেরিকা শুধু জানাইল যে, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক রাষ্ট্র তাহার ঘোষণা প্রত্যাহার করিলে আমেরিকা অন্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে আমেরিকা এক প্রকার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বসিল। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র ইয়োরোপের ঐক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ান প্রথমে উত্তর জার্মাণি, তারপর রুশিয়া এবং তারপর স্পেনে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চক্রান্ত চূড়ান্তরূপে দেখা দিল স্পেনে। স্পেন ফ্রান্সের মিত্র বটে, কিন্তু তাহার মিত্রতায় ফ্রান্সের কোন লাভ হইতেছিল না। সুশাসনের অভাবে দেশ শ্রীহীন হইয়া পড়ে, নৌবাহিনীর অবস্থা খারাপ। নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র স্পেন অধিকার করিয়া শুধু স্পেন ও পর্ত্তুগাল নয়, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত উপনিবেশসমূহের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিবেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স ও স্পেন নিজেদের মধ্যে পর্ত্তুগাল ভাগ করিয়া লইবে বলিয়া স্থির করে। উভয় দেশের সেনাবাহিনী অগ্রসর হইলে পর্ত্তুগীজ রাজবংশ লিস্‌বন হইতে পালাইয়া ব্রাজিল চলিয়া যায়। কিন্তু নেপোলিয়ান শুধু পর্ত্তুগাল অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্র নন। স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস ও তাঁহার পুত্র সপ্তম ফার্দিনান্দ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজ্যের দাবী ত্যাগ করিলেন; সেই সময়ে ফরাসী সৈন্য মাদ্রিদে প্রবেশ করিয়া জোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ানের আদেশে হল্যাণ্ড রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং তাঁহার ভ্রাতা লুইস্ তাহার রাজা হইলেন। অন্য এক ভ্রাতা, জেরোম্, হ্যানোভার ও হেসে ক্যাসেল লইয়া গঠিত ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা হইলেন। স্পেনের সিংহাসন পাইবার পূর্ব্বে জোসেফ নেপ্‌লসের প্রভুত্ব লাভ করেন। কিন্তু নেপোলিয়ান সম্বন্ধে স্পেনের মোহ ও ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল। জোসেফ মাদ্রিদে প্রবেশ

নেপোলিয়ান কর্তৃক স্পেনে উৎপীড়ন এবং স্পেনে বিদ্রোহ।

করিবা মাত্র সমগ্র স্পেনে বিদ্রোহ ঘটিল। এই সংবাদে ইংল্যাণ্ড উৎফুল্ল হইল। টোরি ও হুইগ্ উভয় সম্প্রদায়ই এক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, ফ্রান্সকে জব্দ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। স্পেনে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ক্যানিং দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। ইংল্যাণ্ড হইতে বেপরোয়া ভাবে স্প্যানিশ বিদ্রোহীদিগকে অর্থ-সাহায্য করা হইতে লাগিল এবং সার জন মুর ও সার আর্থার ওয়েলেসলির অধীনে ছোটখাট সৈন্যবাহিনীও প্রেরিত হইল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আন্দুলেশিয়ায় এক ফরাসী সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি পনের হাজার সৈন্য সহ মণ্ডেগোতে অবতরণ করিয়া ভিমিরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পর্ত্তুগালে ফরাসী সৈন্যদিগকে হটাইয়া দেন ও আগষ্ট মাসের শেষে উহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। এই কৃতকার্য্যতায় ইংরেজরা খুসী হইল, কিন্তু ইহার পরই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নেপোলিয়ান দুই লক্ষ লোক লইয়া স্পেনে উপস্থিত হইলেন। স্প্যানিশ সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। মুর ইহাদের সাহায্যার্থ লিস্‌বন হইতে সালামাঙ্কা আসিতেছিলেন, বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধের ব্যপদেশে তাঁহার সৈন্যগণ নিরাপদে সরিয়া গেল, কিন্তু সমগ্র উত্তর ও মধ্য স্পেন ফরাসীদের হাতে আসিল। মুরের সৈন্যবাহিনীর দুর্দ্দশায় ইংল্যাণ্ডে ঘোর নৈরাশ্য দেখা দিল কিন্তু ক্যানিং বিচলিত হইলেন না। করুনা নামক স্থান ত্যাগ কালে স্পেনের তৎকালীন শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তিনি এক সন্ধি করিলেন ও ওয়েলেস্‌লির সাহায্যের জন্য তের হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড একযোগে সংগ্রাম করিলে নেপোলিয়ানকে যুদ্ধার্থ ড্যানুয়েব নদীর দিকে যাত্রা করিতে হয়। নেপোলিয়ানের এক সৈন্যাধ্যক্ষ মার্শ্যাল সৌল্ট লিস্‌বন অধিকারের উদ্যোগ করিলে ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ওপোর্টো হইতে হটাইয়া দিলেন, তারপর ২০ হাজার সৈন্য সহ মাদ্রিদ অভিযান করিলেন। পথে ৩০ হাজার স্প্যানিশ সৈন্য যোগ দিল। এইরূপে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসীদের সহিত ভীষণ যুদ্ধে ইংরেজরা নিজেদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। যুদ্ধের শেষে ফরাসীরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর সৌল্ট তাঁহার সৈন্য লইয়া ইংরেজদের উপর পতিত হওয়ায় ওয়েলেস্‌লি হটিয়া যাইতে বাধ্য হন; ইহাতে তাঁহার কার্য্যফল ব্যর্থ হইয়া যায়। অন্যদিকে ওয়াগ্রামের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধি করে এবং অ্যাণ্টওয়ার্পের বিরুদ্ধে প্রেরিত চল্লিশ হাজার ইংরেজ সৈন্যের অর্দ্ধেক বিনষ্ট হইবার পর তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসে। লর্ড ক্যাস্‌লরিঘ্ ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলন ঘটাইবার পর পোর্টল্যাণ্ড কর্ত্তৃক সমর-সচিবের পদে উন্নীত হন। ইহার সহিত ক্যানিংএর বিবাদের ফলে অ্যাণ্টওয়ার্পের যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় পরিণতি ঘটে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহারা দুজনেই পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পোর্টল্যাণ্ডও অপসৃত হন।

স্প্যানিশ বিদ্রোহী-দিগকে ইংরেজদের সাহায্য। সার জন মুর ও সার আর্থার ওয়েলেস্‌লির অধীনে সৈন্য প্রেরণ।

স্পেন যুদ্ধে নেপোলিয়ানের অপূর্ব্ব সাফল্য (১৮০৯)। ক্যানিং ও ক্যাস্‌লরিঘের বিবাদের ফলে পোর্টল্যাণ্ড মন্ত্রি-সমিতির পতন (১৮০৯)।

ইহার পর অধিকতর রক্ষণশীল টোরিদিগকে লইয়া স্পেনসার পার্সিভাল মন্ত্রি-সমিতি

পার্সিভাল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন। ইয়োরোপে অপ্রতিহত-গতি নেপোলিয়ান। সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি ওয়েলিংটনের সামন্ত-পদে উন্নীত। তাঁহার চেষ্টায় পর্ত্তুগাল নেপোলিয়ানের হাত হইতে রক্ষা পাইল (১৮১১)।

গঠন করিলেন। ক্যানিংএর স্থলে স্পেনস্থ ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলেস্‌লির ভ্রাতা ওয়েলেস্‌লির মার্কুইস্ পররাষ্ট্র সচিব হইলেন। পার্শিভাল ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যতই উচ্চরাষ্ট্রনীতিজ্ঞান বর্জ্জিত হউন, তাঁহারা এক বিষয়ে কৃতসংকল্প ছিলেন। তাহা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। সমগ্র দেশে একটা নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল; এমন কি ইয়োরোপ হইতে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাবও হইতেছিল। মনে হইল নেপোলিয়ানকে কেহই দমন করিতে পারিবে না; অষ্ট্রিয়া পদানত; ১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাদিজ ব্যতীত সমগ্র আন্দুলেশিয়া প্রদেশ আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়; মার্শ্যাল ম্যাসেনা ৮০ হাজার সৈন্য সহ লিস্‌বন অভিযান করেন। এরূপ অবস্থায় পার্শিভাল বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা তাঁহার ছিল না। ওয়েলেস্‌লিকে ওয়েলিংটনরূপে ওমরাহ্ পদে উন্নীত করিয়া যুদ্ধ চালাইবার সকল ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। ওয়েলিংটন ধীরভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে রত রহিলেন। পর্ত্তুগীজ সৈন্যদিগকে পাওয়ায় তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষ হইয়াছিল। ম্যাসেনা যখন সিউদাদ্ রোদ্রিগো ও আলমিদা দুর্গ ভূমিসাৎ করিতেছিলেন, তখন তিনি চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু বুযাস্কো পর্ব্বতের উপরে তাঁহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিলেন। টোরেস্ ভেদ্রাসে ম্যাসেনা তিনটি গুপ্ত আত্মরক্ষার পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটন ১৮১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এগুলির উপর আপতিত হইলেন। এক মাস পরে ম্যাসেনা এই সকল স্থান হইতে বাহির হইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যে চল্লিশ হাজার সৈন্য সিউদাদ্ রোদিগো পৌছিল তাহারা অবর্ণনীয় দুঃখক্লেশ সহ্য করে। নূতন সৈন্যবাহিনীর সাহায্য পাইয়া ম্যাসেনা, ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ আলমিদার সাহায্যার্থে অভিযান করিলেন। দুইদিন ঘোরতর যুদ্ধের পরও তিনি ইংরেজদিগকে তাড়াইতে পারিলেন না (১৮১১)। তখন তিনি পর্ত্তুগাল হইতে ইংরেজদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্যালাম্যাঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে নেপোলিয়ানকে বাধা দিবার জন্য ইয়োরোপে নূতন আশার সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ ফল হইল মাত্র এই যে, পর্ত্তুগাল রক্ষা পাইল, কিন্তু ফরাসীরা কাদিজ ও পূর্ব্বপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র স্পেন দখল করিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সুচেট্ নামে এক সৈন্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বপ্রদেশও অধিকারে আনিলেন।

আমেরিকার সহিত নেপোলিয়ানের মিত্রতা ও তাহার ফলাফল।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিত করিবার আইনের ফলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার উপর আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইহা বলিয়াছি। নেপোলিয়ান এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া আমেরিকার সহিত শত্রুতার পরিবর্ত্তে বন্ধুতা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি কথা দিলেন তিনি তাঁহার বার্লিন ও মিলানের ঘোষণা প্রত্যাহার করিবেন, আমেরিকা তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক চ্যুতির অঙ্গীকার ফিরাইয়া লউক। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই কথা জানাইল যে, গ্রেটবৃটেন ও উহার উপনিবেশসমূহের সহিত তাহার সকল বাণিজ্য সম্বন্ধ শেষ হইল। ইংল্যাণ্ড নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়াও আমেরিকাকে শান্ত করিতে পারিল না, পরন্তু তদানীন্তন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের আমেরিকান্

নিষেধাজ্ঞা প্রতীকারের উপায় করিতে অক্ষম হইল। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড প্রথম প্রথম বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। তাহার ঐশ্বর্য্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়; সমুদ্রে একাধিপত্য বজায় থাকে; স্পেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি তাহার হাতে আসে এবং নিষিদ্ধ বাণিজ্য দ্বারা নেপোলিয়ানের বার্লিন ঘোষণার ফল ব্যর্থ হয়। ওয়াট্ ও আর্করাইটের আবিষ্কারের ফলে শিল্পীরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। একদিকে প্রভূত ধন-সঞ্চয়, অন্যদিকে লোকবৃদ্ধি কৃষির অবস্থার সম্যক্ উন্নতি সাধন করে। জমি লইয়া খুব কেনাবেচা চলিতে থাকে। ওয়াটার্‌লু যুদ্ধের পনের বৎসর আগে লোকবল ১ কোটি হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষে পৌছে। ইহার একটা ফল হইয়াছিল মজুরি নীচু করিয়া রাখা। শিল্পোন্নতি প্রথমত শ্রমিকদের নানা দুর্দ্দশার কারণ হয়। কলের প্রবর্ত্তন দ্বারা ছোট খাট বহু বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই উপলক্ষে শ্রমিকদের দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত হয়। একদিকে মজুরির হ্রাসে মজুরদের দুর্দ্দশা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্যদিকে আমেরিকা ও অন্যত্র হইতে শস্য না আসাতে গমের দর বৃদ্ধিতে ধনীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ফলে গরীবদের অবস্থা আরো খারাপ হয় ও তাহাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ফলাফল; ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও মজুরদের দুর্দ্দশা।

যুদ্ধের ফলে জমিদার, চাষী, বণিক্ ও শিল্পীর শ্রীবৃদ্ধি হয় কিন্তু গরীবদের অবস্থা আরো খারাপ হইয়া যায়। এই সময় হইতেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মজুর মালিকে সংগ্রাম দেখা দেয়। আবার এই সময়েই সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর আন্দোলন চলে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে "এডিনবরা রিভিউ" নামক পত্র আইন ও শাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করে। জেরেমি বেন্থাম উপযোগিতা-তত্ত্ব সমর্থন করিয়া রাষ্ট্রনীতিতে নূতন সুর আনেন। তিনি বলেন যে, অধিকতম লোকের প্রভূততম হিতসাধন, রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সার ফ্রান্সিস্ বার্ডেট্ মহাসমিতির সংস্কার প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা মাত্র পনের জন সমর্থন করায় পাশ হয় নাই, পরন্তু তিনি কারাগারে প্রেরিত হন। ক্যাথলিকদের চাকুরীর সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ক্যানিং ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জন-সভা এতদুদ্দেশ্যে এক বিল পাশ করে, যদিও ওমরাহ্-সভা কর্ত্তৃক তাহা নামঞ্জুর হইয়া যায়। যখন ইংল্যাণ্ডে নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপদ্ ঘনাইয়া আসিয়াছে, যখন আমেরিকাকে নেপোলিয়ান নিজ দলে টানিতে পারিলে ইংল্যাণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবে বুঝিতে পারিয়া টোরি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত আইনসমূহ উঠাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনি অভাবনীয় কারণে পার্শিভাল মন্ত্রি-সমিতির কার্য্যকালের অবসান হইয়া গেল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাজা হঠাৎ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রাজপুত্রকে রাজ্যভার দেওয়া হয়। হুইগ্‌দের প্রতি ইঁহার সহানুভূতি প্রবল ছিল। এইরূপ অব্যবস্থিত অবস্থায় ওয়েলিংটনের পক্ষে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে কোন সুবিধা করাই সম্ভবপর হইল না। ইতিমধ্যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক উন্মাদ পার্শিভ্যালকে হত্যা করায় হুইগ্‌দিগকে লইয়া মন্ত্রি-

বিলাতে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও উন্নতি; জেরেমি বেন্থামের প্রচারিত নীতি; মহাসমিতির সংস্কারার্থী সার ফ্রান্সিস্ বার্ডেট্; ক্যাথলিকদের অসুবিধা দূরীকরণার্থ চেষ্টা (১৮০২-১৮১২)।

পার্শিভ্যাল মন্ত্রি-সমিতির পতন (১৮১২) ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আইন বাতিল।

সমিতি গঠনের চেষ্টা পুনরায় হইতে লাগিল। কিন্তু হুইগদের পরস্পর বিদ্বেষ ও বিবাদের ফলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং লর্ড লিভারপুলের নেতৃত্বে পূর্ব্বেকার টোরিদের লইয়া মন্ত্রি-সমিতি গঠিত হয়। লর্ড ক্যাস্‌লরীগ উহার পররাষ্ট্রবিভাগের ভার পান। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরে জুন মাসে আমেরিকার বিরুদ্ধে সকল আইন বাতিল করিয়া দেন। কিন্তু তথাপি দেরী হইয়া গেল। প্রতীকারের উপায় না পাইয়া আমেরিকা জানুয়ারী মাসের আগেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং স্থল ও জল-সৈন্য বৃদ্ধি করে। এপ্রিল মাসে আমেরিকান্ বন্দরগামী সকল জাহাজের উপর গমনাগমন নিষেধ সূচক আজ্ঞা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ১৮ই জুন গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, এইরূপে বিভিন্ন পণ্যের বাজার হারাইয়া এবং আর্থিক ও সামাজিক নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হইয়া ইংল্যণ্ডকে হয়ত অবশেষে পরাভব স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু ইংল্যণ্ডের অমঙ্গলের কারণ ফ্রান্সের পক্ষেও তুল্য ক্ষতিকর হইয়া উঠিতেছিল। সেইজন্য, ইংল্যণ্ডকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সভাপতি ম্যাডিসন যুদ্ধঘোষণার ছয়দিন পরে নেপোলিয়ান মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিয়া নীমেন অতিক্রম করিলেন। রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিবার কারণ এই যে, প্রথমত ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তারে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত রুশিয়া ইংল্যণ্ডের সহিত সকল বাণিজ্য-সম্পর্ক ত্যাগ না করায় নেপোলিয়ান বিরক্ত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান ওয়েষ্টফেলিয়ার কতকাংশ, ওল্ডেনবুর্গের জমিদারি প্রভৃতি অঞ্চল আত্মসাৎ করিয়া মেক্‌লেনবুর্গ অধিকার করিবার ভয় দেখাইলেন। নেপোলিয়ান ইংল্যণ্ডের সহিত সকল বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার আদেশ দেওয়া মাত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কিন্তু নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযান তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইয়াছিল। বাছা বাছা ফরাসী সৈন্যকে স্পেন হইতে পোল্যাণ্ডে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই সুযোগে ওয়েলিংটন ৪০ হাজার ইংরেজ ও ২০ হাজার পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া ফরাসীদের আক্রমণ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সিউদ্রাদ্ রোদিগ্রো ও বাদাজোজ অধিকার করিয়া ওয়েলিংটন স্যালামাঙ্কা অভিমুখে যাইতে থাকেন। উভয় পক্ষ অশেষ শৌর্য্য দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত ওয়েলিংটন জয়ী হন এবং ফরাসী পক্ষের জোসেফ মাদ্রিদ ও সোণ্ট আন্দুলেশিয়া ত্যাগ করেন। নেপোলিয়ান যখন পোল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ওয়েলিংটন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাদ্রিদে প্রবেশ করিয়া বার্গোস্ অবরোধ করিলেন। বার্গোস কিন্তু একমাস ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল এবং অক্টোবরে ওয়েলিংটন পশ্চাদপসরণ করিয়া পর্ত্তুগালের সীমান্তে আসিতে বাধ্য হইলেন।

ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধঘোষণা (১৮ জুন, ১৮১২)।

নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযান। ফরাসী সৈন্য পূর্ব্বমুখে যাত্রা করায় ওয়েলিংটনের সুবিধা ও স্যালামাঙ্কায় অভিযান (১৮১২)।

বার্গোস্ হইতে যে সময়ে ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়, সে সময়ে মস্কো হইতে নেপোলিয়ানের বিশাল সৈন্যবাহিনী পিছনে হটিতে আরম্ভ করিল। বোরোডিনোতে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নেপোলিয়ান মস্কোতে সদম্ভে প্রবেশ করিলেন এবং রুশ-সম্রাটের নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মস্কোর

মস্কো অভিযান নেপোলিয়ানের কাল-স্বরূপ হইল।

অধিবাসিগণ ঐ শহর ভস্মীভূত করিয়া দিল। তথাপি আলেকজাণ্ডার চুপ করিয়া রহিলেন। এদিকে রুশিয়ার তীব্র শীতে ফরাসীরা মস্কো ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যসংখ্যা ছিল চারি লক্ষ, ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শীতে মাত্র কয়েক সহস্র সৈন্য নীমেন অতিক্রম করিতে পারিল। নেপোলিয়ানের এই দুর্ভাগ্যে ইয়োরোপ হইতে যেন নেপোলিয়ান-ভীতি দূর হইয়া গেল। রুশিয়ানরা নীমেনে উপস্থিত হইবামাত্র ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়া ফরাসীসৈন্যদের আক্রমণ করিল। কিন্তু নেপোলিয়ান হটিবার পাত্র নন। মেইঞ্জ নামক জনপদে দুই লক্ষ লোকের এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া নেপোলিয়ান রুশিয়া ও প্রুসিয়ার যুগ্মবাহিনীকে পরাজিত করিয়া দিলেন। তখনো পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়া যোগ না দেওয়ায়, রুশিয়া ও প্রুসিয়া জুন মাসে নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ওয়েলিংটন ৯০ হাজার সৈন্য সহ জুনমাসেই ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া পিরিনিজ্ পর্য্যন্ত হঠাইয়া লইয়া গেলেন। মাদ্রিদ পরিত্যক্ত হইল এবং ফরাসী সৈন্য ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের একটা ফল হইল এই যে, আক্রমণকারীদের হাত হইতে স্পেন একেবারে রক্ষা পাইল এবং মিত্রশক্তিবর্গের উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। প্রুসিয়া ও রুশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়া যোগ দিল। ইহার পর অক্টোবরে লাইপৎসিগে নেপোলিয়ানের পরাভবে ফরাসী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া রাইন নদী অভিমুখে পলায়ন করিল। এদিকে ওয়েলিংটন বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যগণ তাঁহার পিছনে পিছনে আসে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিনে ইহারা রাইন নদী পার হইয়া ফরাসী দেশের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করিয়া ফেলিল। দুই মাস ধরিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার প্রায়-অশিক্ষিত সৈন্যদের সহযোগে বিপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দক্ষিণে সোল্টের সহিত ওয়েলিংটনের শক্তি-পরীক্ষা হইতে লাগিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে প্যারিসের পতন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করিলে বুর্বঁ বংশ পুনরায় সিংহাসনে আরোহন করে।

রুশিয়ার তীব্র শীত সহ্য করিতে না পারিয়া নেপোলিয়ানের হ্রাস-প্রাপ্ত সৈন্যগণ সহ প্রত্যাবর্ত্তন। নেপোলিয়ানের হাত হইতে স্পেন উদ্ধার। প্রুসিয়া, রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক ফ্রান্সে প্রবেশ ও এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল অধিকার (১৮১৩)। প্যারিসের পতন এবং নেপোলিয়ানের সিংহাসন-ত্যাগ (১৮১৪)।

আমেরিকায় কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল। প্রথম মনে হইয়াছিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা পাগলামি মাত্র। কারণ আমেরিকার জল ও স্থলসৈন্য তুলনায় নগণ্য; উপরন্তু যুদ্ধ বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ একমত ছিল না: কনেক্টিকাট ও ম্যাসাচুসেট্‌স অর্থ বা লোক পাঠাইতে অস্বীকার করে। আমেরিকান্ সৈন্য তিনবার ক্যানাডা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু জলযুদ্ধে আমেরিকা আশাতীতভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্র-প্রাধান্য এই প্রথম প্রতিহত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান্ সৈন্য ওণ্টারিও ও টোরোণ্টো দখল এবং বৃটিশ নৌবাহিনী বিনষ্ট করিয়া ক্যানাডার উপরার্দ্ধের অধিস্বামী হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য তাহারা এই অঞ্চল বেশীদিন রাখিতে পারে নাই। ইংরেজ ও ক্যানেডিয়ান্ সৈন্য মিলিত হইয়া ইহা তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া

আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ। নানা জয়-পরাজয়ের পর সন্ধি-স্থাপন (১৮১৪)।

লয়। আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে মাটি হইয়া যাইতেছিল, সেজন্য আমেরিকায় যুদ্ধের বিরোধী পক্ষের প্রভাব পড়িতে থাকে। এই সব রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবার সতেজে যুদ্ধ আরম্ভ করে। নেপোলিয়ানের পতনে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে ভালভাবে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পায়। রসের অধীনে ইংরেজ সৈন্য ওয়াশিংটন অধিকার করিয়া ভস্মীভূত করে। কিন্তু এই যুদ্ধ বেশীদিন চালান উভয় পক্ষই অসমীচীন মনে করে। সুতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হয়।

এল্‌বা উপদ্বীপে নেপোলিয়ানের সৈন্য-সংগ্রহ: মিত্রশক্তি বর্গের পরস্পর বিবাদের সুযোগে নেপোলিয়ান কর্তৃক ফ্রান্সে সৈন্য চালনা। শক্তিবর্গের বিবাদ ভুলিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় নেপোলিয়ানের সহিত শক্তি পরীক্ষায় ইংল্যাণ্ডের বিশেষ সুবিধা হইল। টাস্কানির উপকূলে এল্‌বা উপদ্বীপ তখনো নেপোলিয়ানের অধিকারে ছিল। এই সময়ে তাঁহার শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের কারণ প্রুসিয়ার স্যাক্সনি এবং রুশিয়ার পোল্যাণ্ড গ্রহণের সঙ্কল্প। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া পূর্বশত্রু ফ্রান্সের সহিত মিলিত হয়। এই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন, এমন সময়ে নেপোলিয়ান ক্যানে উপকূলে অবতরণ করিয়া ফ্রান্সের ভিতর দিয়া সৈন্যচালনা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হন এবং অষ্টাদশ লিউইস্ ঘেণ্টে পলাইয়া যান। এই বিপদের মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয় তাহাদের বিসংবাদ ভুলিয়া একযোগে দশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিল ও নিজ নিজ সেনাবাহিনীকে রাইনের দিকে যাইতে আদেশ দিল। ইংল্যাণ্ড ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দান করিয়া সৈন্যদিগকে নীদারল্যাণ্ড সীমান্তে পাঠাইল। ওয়েলিংটনের ৮০ হাজার সৈন্যের অর্দ্ধেক বেলজিয়াম ও হ্যানোভার হইতে সংগৃহীত অশিক্ষিত সৈন্য। মর্শাল ব্লুয়েশারের অধীনে দেড় লক্ষ প্রুসিয়ান নিম্ন রাইন দিয়া অগ্রসর হইল। আর অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়ার সৈন্যগণ বেলফোর্ট ও এল্‌সাসএর পথে প্যারিস্ আক্রমণ করিল। কিন্তু নেপোলিয়ান নীরব থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত ২২ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়েলিংটনের ও ব্লুয়েশারের সেনাবাহিনী যখন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনসমূহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, তখন নেপোলিয়ান এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া স্যাম্বারের তীরে উপনীত হন। ইংরেজ ও প্রুসিয়ান্ সৈন্য কোয়ার্টার ব্রাস নামক স্থানে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইল, কিন্তু পারিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের অসাধারণ বীরত্ব ও কৌশল।

নেপোলিয়ান ব্লুয়েশারের ৮০ হাজার সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন সেই দিনই ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ নে কোয়ার্টার ব্রাসে ইংরেজ ও বেলজিয়ান্ সৈন্যদের উপর আপতিত হন। বেল্‌জিয়ান অশ্বারোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে কিন্তু ইংরেজ সৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে থাকায় ওয়েলিংটন বহু সৈন্যসহ উপস্থিত হইবার সুযোগ পান। ফলে নে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। বহু ক্ষতি হওয় সত্ত্বেও ইংরেজদের দৃঢ়তা নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিল। প্রুসিয়ান্‌রা যখ ওয়েভারের দিকে হটিয়া যাইতেছিল, তখন ওয়েলিংটন তাঁহার ৭০ হাজার লো

লইয়া সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান ৩০ হাজার লোক প্রুসিয়ানদের পিছনে পাঠাইয়া, ওয়েলিংটনের অনুসরণ করিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন দুই পক্ষের সৈন্য ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। উভয়ের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু ফরাসীরা কামান বন্দুক ও অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যাপারে অধিকতর বলবান্। যুদ্ধে উভয় পক্ষই অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করে এবং একে অন্যকে হঠাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু নেপোলিয়ান এই অবস্থায় অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে যত সময় অতিবাহিত হইবে তত তাঁহার অসুবিধা। জার্ম্মাণ সৈন্যগণ আসিয়া ইংরেজদের সহিত যোগ দিলে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং জার্ম্মাণ সৈন্য আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বে তিনি ক্রমাগত ইংরেজ ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি রাজকীয় রক্ষীদিগের মধ্য হইতে সেনা বাছাই করিয়া বারে বারে আক্রমণের জন্য পাঠাইলেন। অবশেষে প্রুসিয়ান্‌রা আসিয়া যখন ইংরেজদের সহিত যোগ দিল, নেপোলিয়ানের আর জয়ের কোন আশা রহিল না। চল্লিশ হাজার ফরাসী সৈন্য মাত্র ত্রিশটি কামান সহ আপনার পার হইতে সমর্থ হইল। নেপোলিয়ান প্যারিসের দিকে পলায়ন করিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার সিংহাসন ত্যাগ করিলে ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য সোল্লাসে প্যারিসে প্রবেশ করে। যুদ্ধ আপনা হইতে থামিয়া গেল এবং নেপোলিয়ান বন্দী অবস্থায় সেণ্ট হেলেনাতে নীত হইলেন ও অষ্টাদশ লিউয়িস্ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিলেন।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের ভাগ্য-পরীক্ষা। ওয়েলিংটনের ধীরতা ও বীরত্বের ফলে নেপোলিয়ানের পরাজয় (১৮ জুন, ১৮১৫)।

নেপোলিয়ানের দ্বিতীয়বার সিংহাসন-ত্যাগ ও অষ্টাদশ লিউয়িসের সিংহাসনে উপবেশন। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ান (১৮১৫)।

ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জয়ী হইল বটে, কিন্তু দেশব্যাপী চাষী ও শিল্পীকুলের দুর্দ্দশা দেখা দিল। এই দুর্দ্দশার কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ: (১) যুদ্ধের দরুণ জাতীয় ঋণ ও করভার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (২) ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পোন্নতি হওয়ায় বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি কমিয়া যায়। (৩) যুদ্ধাস্ত্র তৈরী বন্ধ হওয়ায় এবং কলের প্রবর্ত্তনে বহু হস্তশিল্পী কর্ম্মচ্যুত হয়; পরন্তু যে সকল সৈন্যকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা দেশে অসন্তোষ বাড়াইতে থাকে। (৪) কৃষক সম্প্রদায়কে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'কর্ণ ল' বা শস্য আইন পাশ করিয়া বিদেশী শস্য আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে শস্যের দর কোয়ার্টার প্রতি ৮০শিলিং পর্য্যন্ত উঠে। এই আইন চাষী ও জমিদারদের পক্ষে উপকারী হইলেও খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু গরিবরা বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। ইহার পর দুর্বৎসর দেখা দেওয়ায় তাহাদের দুঃখকষ্ট আরো বৃদ্ধি পাইল। (৫) জনগণের দুর্দ্দশার ফলে সর্ব্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে। (৬) রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্য দেশব্যাপী দাবী হয়। মন্ত্রিগণ মনে করিলেন যে, এই সংস্কার আন্দোলন দেশে বিপ্লব আনয়ন করিবে; সুতরাং ঐ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সংস্কারের নিমিত্ত ম্যাঞ্চেষ্টারে এক বিপুল সভা সৈন্যদিগের দ্বারা ভঙ্গ করা হয়। ইহাতে বহু লোক নিহত হইয়াছিল। এই ব্যাপার পিটারলুর হত্যাকাণ্ড

ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়লাভ ও তাহার ফলাফল: জাতীয় ঋণবৃদ্ধি; চাষীদের দুর্দ্দশা এবং দেশব্যাপী অসন্তোষ। জনগণের স্বাধীনতা হরণকারী কয়েকটি আইন মহাসমিতি কর্তৃক পাশ (১৮১৯)।

নামে অভিহিত। হেবিয়াস্ কর্পাস অ্যাক্ট বা বিনাবিচারে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার পরোয়ানা আইন বাতিল করা হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড সিড্‌মাউথের প্রেরণায় মহাসমিতি ছয়টি আইন পাশ করিয়া জনগণের সভাসমিতি, সমর-শিক্ষা ও অস্ত্র ব্যবহার করিবার অধিকার কাড়িয়া লইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যু (১৮২০)।

এই সময় অবধি বাষ্প-চালিত এঞ্জিন ও তুলার ব্যবসায়ে ব্যবহারার্থ অন্যান্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে ইংল্যণ্ডের আর্থিক অবস্থায় বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্ত্তনকে এক কথায় শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি-প্রধান ইংল্যণ্ড শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইল। সাময়িকভাবে হস্ত-শিল্পিগণের দুর্দ্দশা হইলেও দেশের ঐশ্বর্য্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহার ফলে বহুদিন ধরিয়া নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ চালাইতে ইংল্যণ্ড সমর্থ হয়। নূতন নূতন শহর ও ব্যবসা দেখা দেয়। লোকবল দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে এবং গ্রাম হইতে সহরের দিকে অভিযান সুরু করে। বহু সংখ্যক লোক নিজ জমি ও পরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। অর্থাৎ চাষীর সংখ্যা কমিয়া শিল্পীর সংখ্যা বাড়ে। কারখানা প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। এইরূপ নানা আর্থিক পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা-সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হওয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। বড় বড় শহরের সৃষ্টি হওয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারের দাবী ও আন্দোলন বাড়িয়া গেল এবং মহাসমিতিতে শিল্পী-দিগের স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ঘটিল। অন্য দিকে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য নানা আন্দোলন দেখা দিল।

যুদ্ধের পর বিবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক আন্দোলন এবং তাহা'দের ফলাফল।

তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ রাজা হইলেন। ইনি গর্ব্বিত, বিলাসী, অমিতব্যয়ী এবং আমোদাসক্ত ছিলেন। তদুপরি দুর্ব্বল-চিত্ত বলিয়া তিনি রাষ্ট্রের কার্য্যে নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। চতুর্থ জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রাজা ও মন্ত্রি-সমিতির সকল সদস্যকে হত্যা করিবার এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। থিস্‌লউড্ নামক এক ব্যক্তি ইহার নেতা ছিলেন এবং সংস্কারের বিরোধিতা হেতু অসন্তুষ্ট বহুলোক ইহাতে যোগ দেয়। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইলে উহার কর্ণধার-গণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১৮২০)।

চতুর্থ জর্জ্জের সিংহাসনে আরোহণ এবং রাজা মন্ত্রিগণকে হত্যার ষড়যন্ত্র প্রকাশ ও ষড়যন্ত্রকারিগণের প্রাণদণ্ড (১৮২০)।

চতুর্থ জর্জ্জ ক্যারোলিনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ প্রীতিকর হয় নাই। সিংহাসনে আরোহণের পর ক্যারোলিন যাহাতে রাণীর মর্য্যাদা না পান তজ্জন্য চতুর্থ জর্জ্জ ওমরাহ্-সভায় এক বিল আনান। কিন্তু জনগণ রাণীর পোষকতা করায় ঐ বিল প্রত্যাহৃত হয়। রাজা নিজে অযোগ্য হইলেও ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজ্য শাসনের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অ্যাডিংটন, ক্যাসলরীগ প্রভৃতি রক্ষণশীল টোরিদিগের মৃত্যু বা পদত্যাগে নানাবিধ সংস্কার-সাধন সম্ভবপর হয়। পিল, ক্যানিং, হাস্‌কিন্‌সন প্রভৃতি নরমপন্থী টোরিগণ মন্ত্রি-সমিতিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংস্কারের কার্য্য দেখা গেল। রুশিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া একত্র মিলিতভাবে এক "পবিত্র সমঝোতা"

রাণী ক্যারোলিনকে রাণীর মর্য্যাদাচ্যুত করিবার জন্য রাজার বিল ও ওমরাহ্-সভা কর্ত্তৃক নামঞ্জুর।

দাঁড়া করিয়াছিল। উহার উদ্দেশ্য, খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুতা স্থাপন করা। কিন্তু এই মিলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন দেশের সকল প্রকার জনগণ অনুষ্ঠিত আন্দোলনকে দমন করিয়া রাখা। ক্যাস্‌লরীগ্‌ ইহার সমর্থন করিলেও, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ক্যানিং পররাষ্ট্র সচিব হইয়া নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। পররাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা অর্থাৎ ফক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য দেশ হাত দিবে না, ক্যানিং ইহা চাহিতেন। সুতরাং তিনি পবিত্র সমঝোতার অনুমোদনকারী হইতে পারিলেন না। তাঁহার আমলে ইয়োরোপ ব্যাপিয়া নিয়মতন্ত্রানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে বৃটিশ প্রভাব লক্ষিত হয়। পর্ত্তুগালে যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ফ্রান্স ও স্পেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হওয়ায় ক্যানিং তাহাতে বাধা দেন এবং প্রধানত তাঁহার জন্য ঐ দেশদ্বয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। স্পেনের উপনিবেশসমূহ স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, ক্যানিং তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্যানিং প্রধান মন্ত্রী হন। যদিও পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়, তথাপি তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্ত্তন আনয়ন ও সংস্কার সাধন করেন। তুরস্কের অধীনে থাকিয়া গ্রীস্‌ নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। সুশাসনের অভাবে উত্যক্ত হইয়া গ্রীকগণ তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। ক্যানিং ইংল্যাণ্ড, রুশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়া তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদ আপোষে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তুর্কীরা গ্রীসের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ন্যাভারিনোর যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮২৭)। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, রুশিয়া ও ফ্রান্স তুরস্কের সাহায্য করে এবং ইহাদের সহায়তায় গ্রীস্‌ স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের আদ্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধিতে স্বীকৃত হয়। চাকুরী সম্বন্ধে ক্যাথলিকদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য পিট্‌ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার পরও নানা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ এই বিষয়ে চেষ্টিত হইয়া বিফল হন। ক্যানিং ক্যাথ্‌লিকদিগের স্বাধীনতা-সূচক এক বিল মহাসমিতিতে উপস্থিত করেন বটে, কিন্তু তাহা পাশ হয় নাই।

রাজ্য পালন বিষয়ে চতুর্থ জর্জ্জের অযোগ্যতা সত্ত্বেও, পিল, ক্যানিং, হাস্‌কিনসন প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নানা সংস্কার সাধন। ক্যানিং কর্ত্তৃক নব পররাষ্ট্র নীতির প্রচলন (১৮২২) ও তাহার ফলাফল। প্রধান মন্ত্রীরূপে ক্যানিংএর কার্য্য (১৮২৭): তুরস্কের স্বাধীনতা-লাভ (১৮২৭-২৯)। ক্যাথলিকদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা।

ক্যানিংএর মৃত্যুর পর ওয়েলিংটন মন্ত্রি-সমিতির নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড জন রাসেলের পরিচালনায় কতকগুলি আইন পাশ হয় যদ্দ্বারা সংশয়বাদীদের পূর্ব্বেকার সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অসুবিধা দূর হইয়া যায়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ও'কনেল নামে একজন আইরিশ ব্যারিষ্টার ক্যাথলিকদিগের রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিবার আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত "ক্যাথলিক সমিতি" নামে এক প্রতিষ্ঠান মোতায়েন করেন। এই সমিতি এরূপ প্রভাবশালী হইয়া দাঁড়ায় যে, বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষ উহা দমন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু নিপীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতে থাকে, এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ও'কনেল কাউণ্টি ক্লেয়ার হইতে মহাসমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায়, এক সঙ্কটজনক অবস্থা দেখা দেয়। কারণ তিনি ক্যাথলিক বলিয়া মহাসমিতিতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন না। ইহাতে সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে এমন আন্দোলন আরম্ভ

ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রি-সমিতি। সংশয়বাদীদের সকল রাষ্ট্রীয় অসুবিধার দূরীকরণ।

ক্যাথলিকদের রাষ্ট্রীয় অসুবিধা সমূহের অপসরণ মূলক বিল (১৮২৯)। নব বাণিজ্যিক-নীতির প্রবর্ত্তন এবং ফৌজদারি আইনের সংশোধন।

হয় যে, ওয়েলিংটন মন্ত্রি-সমিতি ক্যাথলিকদের অসুবিধা দূরীকরণার্থ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক বিল পাশ করিতে বাধ্য হন। তদনুসারে সেই সময় হইতে রাজপ্রতিনিধি, লর্ড চ্যান্সেলার ও আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তার পদ ব্যতীত অন্য সমুদায় চাকরী গ্রহণ ও মহাসমিতিতে প্রবেশ করিবার অধিকার ক্যাথলিকদের জন্মে। চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বকালে আরো কতকগুলি গুরুতর সংস্কার সাধিত হয়। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। ওয়েলিংটন মন্ত্রি-সমিতির বাণিজ্য সচিব হাসকিসন এক নূতন বাণিজ্যিক নীতির সূচনা করেন। বহু দ্রব্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। পরস্পর আদানপ্রদানের নীতি অনুসরণ করিয়া হাস্‌কিসন নৌ আইন পরিবর্ত্তিত করেন। অন্য দিকে ফৌজদারি আইনের বহু সংশোধন করিয়া স্বরাষ্ট্র সচিব পিল অল্প অপরাধে দোষীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেন। তাঁহার চেষ্টায় বিলাতী পুলিশের অশেষ উন্নতি হয়।

উইলিয়ামের সিংহাসনে আরোহণ (১৮৩০) এবং ইয়োরোপব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও ওয়াটার্লু যুদ্ধের ফলে বিলাতী মহাসমিতির সংস্কারের প্রবল আন্দোলন।

চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়াম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বহুকাল নাবিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে ইয়োরোপের নানাস্থানে বিপ্লব দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটে নাই বটে, কিন্তু মহাসমিতির সংস্কার সাধনের জন্য তুমুল আন্দোলন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পিট্ ছোট ছোট বরোকে ভোটচ্যুত করিবার ও অন্যান্য সংস্কারের জন্য এক বিল আনয়ন করেন এবং তাহা তৃতীয় জর্জ্জ ও হুইগ্‌দের বিরোধিতায় পাশ হয় নাই। তারপর দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লবে ভীত রক্ষণশীল দলের প্রভাব বিলাতে বাড়িয়া যায়। ফলে বিপ্লবের পর বহুকাল ধরিয়া কোন প্রকার সংস্কারের কথা পর্য্যন্ত তোলা সম্ভবপর হয় নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর যখন দেশে চরম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিল এবং ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ খুব বাড়িয়া গেল, তখন লোকে মনে করিল যে, মহাসমিতির সংস্কার হইলেই মজুরদের সকল প্রকার দুঃখের অবসান হইবে। দেশের সর্ব্বত্র সংস্কারের আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত সভাসমিতি গড়িয়া উঠিল। ইহার মধ্যে "বার্মিংহাম পাবলিক ওপিনিয়ান" বা "বার্মিংহামের জনমত" নামক সমিতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সার ফ্রান্সিস্ বার্ডেট্ ও লর্ড রাসেল সংস্কার-প্রশ্ন লইয়া বহুতর আন্দোলনে যোগ দেন এবং প্রত্যেক বৎসর একটি করিয়া প্রস্তাব মহাসমিতিতে আনিতে থাকেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে এই সংস্কার আন্দোলন বিলাতে আরো প্রবল আকার ধারণ করে। ওয়েলিংটন মন্ত্রি সমিতি সংস্কার সাধনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সুতরাং ওয়েলিংটন পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর লর্ড গ্রের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সমিতি গঠিত হয়। চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্বের প্রাক্কালে জন-সভা যথেষ্ট পরিমাণে জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইত না। ইহা প্রধানতঃ রাজা ও জমিদারদের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। এই জন-সভার কয়েকটি প্রধান দোষ নিম্নরূপ: (১) শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশের অনেক স্থলে নানা বৃহৎ ও গুরুত্ববিশিষ্ট শহর দেখা দেয় অথচ এগুলি হইতে কোন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু অনেক নগণ্য বরো মহাসমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত। যেমন, বার্মিংহাম ও

লর্ড গ্রে গঠিত মন্ত্রি-সমিতি। তদানীন্তন জন-সভার কয়েকটি গলদ।

ম্যাঞ্চেষ্টারের মত বড় শহর মহাসমিতিতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত না, অথচ ছোট ছোট কতকগুলি জনপদের সেই সুবিধা ছিল। (২) জনবহুল ও বৃহৎ শহরের যত জন প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা ছিল, কোন কোন স্থলে ছোট শহরও তাহাই পাঠাইত। জনানুপাতে বা ঐশ্বর্য্যের অনুপাতে কোথাও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল না। (৩) বিভিন্ন স্থলে ভোটাধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক যে স্থানে ভোট দিতে পারিত, সে শ্রেণীর লোক অন্যত্র ভোট দিতে পারিত না, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। (৪) জন-সভা যদিও জনগণের প্রতিনিধিদের সভা তথাপি তাহা জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হইত।

গ্রে কর্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন। হুইগ্ নেতাগণের বিলাতী মহাসমিতির সংস্কার-চেষ্টা ও টোরিগণের বিরুদ্ধতা।

লর্ড গ্রে যে মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন তাহা হুইগ্ মন্ত্রি-সমিতি। তিনি নিজে একজন উচ্চমনা ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হুইগ্ ওমরাহ্ ছিলেন। মহাসমিতির সংস্কার সাধনে তিনি প্রকৃতই ইচ্ছুক ছিলেন। জন-প্রিয় হইবার মত স্বভাব তাঁহার না থাকিলেও, তিনি সুবক্তা। তাঁহার প্রধান সহকারী,—লর্ড ব্রাউহাম, জন-সভার নেতা আলসর্প এবং লর্ড মেলবোর্ণ, লর্ড জন রাসেল ও লর্ড পামারষ্টোন। শেষোক্ত তিন ব্যক্তিই পরবর্ত্তী কালে প্রধান মন্ত্রী হন এবং পামারষ্টোন উপরন্তু পররাষ্ট্র সচিবরূপেও খ্যাতিলাভ করেন। মহাসমিতির সংস্কার সাধনে হুইগগণ বহুকাল হইতে যত্নবান্ ছিলেন। এক্ষণে লর্ড গ্রের নেতৃত্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ জুটিয়া গেল। পুর্ব্বোল্লিখিত গলদ্গুলি দূর করিয়া মহাসমিতির সংস্কারের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংস্কারের কথা তুলিলেই টোরিগণ বিরুদ্ধতা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এবারেও ব্যতিক্রম হইল না। টোরিগণ বহুকাল ব্যাপিয়া হুইগদের বিপক্ষে ভীষণভাবে লড়িলেন। দেশব্যাপী ঘোর উত্তেজনার মধ্যে লর্ড জন রাসেল আনীত "সংস্কার বিল" দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গৃহীত হইল। এই উপলক্ষ্যে জন-সভায় তৎকালে সর্ব্বাধিক সদস্যের সমাগম হইয়াছিল, এবং বিলটি মাত্র একটি ভোটাধিক্যে পাশ হয়। কিন্তু ইহার পর যখন সমিতি অবস্থায় বিলটি বিবেচনার্থ আসে, তখন টোরিদিগের চেষ্টায় বিলটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন গ্রে মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। নব-নির্ব্বাচনের ফলে জন-সভায় তাঁহার দলের মতাবলম্বী লোকদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। সুতরাং এই জন-সভায় মহাসমিতির সংস্কার-বিল সহজেই পাশ হইয়া গেল। কিন্তু ওমরাহ্-সভা এই দ্বিতীয় বিলটিকে নামঞ্জুর করিয়া দিল। জন-সভা তৃতীয়বার সংস্কার-বিল পাশ করিয়া ওমরাহ্-সভার নিকট পাঠাইয়া দিলে, ওমরাহ্-সভা তাহা বিকৃত করিয়া দিল। ইহাতে সমগ্র দেশে ঘোর উত্তেজনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। লণ্ডনে ক্রুদ্ধ জনতা ওয়েলিংটনের বাড়ীর জানালা ভাঙ্গিয়া ও তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন তাঁহাকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়া তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করিল। বার্ম্মিংহামে লোকেরা করদানে অস্বীকৃত হইয়া লণ্ডনের উপর ২০ হাজার লোককে পাঠাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। ব্রিষ্টলে নানা স্থান পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। উত্তরে স্কটল্যাণ্ডে উত্তেজনা দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাইতে হয়। লর্ড গ্রে রাজাকে অনুরোধ

সংস্কার বিষয়ে জন-সভা বনাম ওমরাহ সভা ;

টোরিদিগের ও ওমরাহ্-সভার বিরুদ্ধতায় দেশব্যাপী আন্দোলন।

করিলেন যে, ওমরাহ্-সভার বিরুদ্ধতাকে শক্তিহীন করিবার জন্য তিনি নূতন ওমরাহ্‌দের সৃষ্টি করুন। চতুর্থ উইলিয়্যাম তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, গ্রে পদত্যাগ করিলেন। তখন ওয়েলিংটনকে মন্ত্রি-সমিতি গঠনের ভার দেওয়া হয়। তিনি তাহা করিতে না পারায় গ্রেকে পুনরায় মন্ত্রি-সমিতি গঠনের দায়িত্ব লইতে হইল। উইলিয়্যাম তাঁহাকে কথা দেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি নূতন ওমরাহ্ সৃষ্টি করিবেন। তৃতীয় সংস্কার-বিল পুনরায় ওমরাহ্-সভায় আসিল। ওয়েলিংটন দেখিলেন রাজা নূতন ওমরাহ্ সৃষ্টির কথা দিয়াছেন, বিরোধিতা করিলে ঘরোয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা, তিনি আর বাধা দিলেন না এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা ভোটদানে বিরত থাকিল। এইরূপে বিল পাশ হইয়া রাজার সম্মতিলাভ করিল ও আইনে পরিণত হইল (জুন, ১৮৩২)।

মহাসমিতির সংস্কার-বিষয়ক বিল পাশ (১৮৩২)।

উদারপন্থী রাজনীতিজ্ঞগণ মহাসমিতির সংস্কার-বিল পাশ সম্বন্ধে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন এই বিল দ্বারা ইংল্যণ্ডের সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হইবে। অন্য দিকে টোরিগণ এই ভাবিয়া আশঙ্কিত হন যে, গ্রেটবৃটেনের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। ওয়েলিংটন এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে লর্ড গ্রে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ইহার পর হইতে কোন ভদ্রলোকই সরকারী কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন না। অথচ এই বিল এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে ইহার বিরুদ্ধে এত লোক কেন গিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার বিলের মর্ম্ম মোটামুটি এইরূপ: (১) অনেকগুলি নিকৃষ্ট বরোর অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। যে সকল বরোর জন-সংখ্যা ২০০০এর কম, সেগুলির আর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার থাকে না। এইরূপে ১৪৩ জন সভ্য অধিকার-চ্যুত হন। (২) যে সকল বরোর লোক সংখ্যা ২০০০ হইতে ৪০০০, সেগুলি একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, স্থির হইল। এইরূপে কাউন্টি ও বড় শহরগুলি হইতে বেশী প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ ঘটে। (৩) বরোগুলিতে যাঁহারা বৎসরে ১০ পাউণ্ড মূল্যের ঘরের মালিক বা অধিকারী তাহাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল। (৪) কাউন্টিগুলিতে যাহারা বৎসরে ১০ পাউণ্ড মূল্যের জমির মালিক অথবা যাহারা বৎসরে ৫০ পাউণ্ড মূল্যের খাজানা দেয় তাহাদিগকে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, এই বিলের ফলে ইংল্যণ্ডের লোক সংখ্যার প্রতি ২২ জনের মধ্যে ১ জনের ভোটাধিকার জন্মে।

সংস্কার-বিলের মর্ম্ম।

সংস্কার-বিল যদিও বিপ্লবাত্মক বা যুগান্তকারী কিছু নয়, তথাপি ইহার প্রবর্ত্তনে ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এতকাল পর্য্যন্ত অভিজাত জমিদারশ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রনৈতিক একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সেই স্থান হইতে বিচ্যুত হইলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের হাতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আসিয়া পড়ায়, ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রনীতির ভারকেন্দ্র বদলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বর্ত্তমান সংস্কার-বিল আগামী বিবিধ সংস্কারের অগ্রদূত মাত্র এবং এক সময়ে ইংল্যণ্ডের নরনারীরা ভোট সম্বন্ধে অধিকতর

সংস্কার-বিলের ফলাফল-সমূহ; রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব-বৃদ্ধি; প্রতিনিধি-প্রেরণ সম্বন্ধে একই প্রকার নিয়মের প্রচলন;

স্বাধীনতা ভোগ করিবে। দ্বিতীয়ত এই বিলের ফলে ইংল্যণ্ডের সকল বরোতে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে একই নিয়ম প্রচলিত হইল। ওয়েলিংটন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভদ্রলোক আর রাজনীতিতে যোগদান করিবে না। কিন্তু তাঁহার উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মহাসমিতির সভ্যগণ বিস্তৃততর ভোটদাতাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে থাকেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বণিক্ ও আইনজীবী জন-সভায় প্রবেশ করেন। তাই বলিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা শাসন বিভাগে নানা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের পরিবারসমূহ পূর্ব্ব প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে নাই। আইন-কর্ত্তারা নূতন আইনের বলে পরিবর্ত্তিত না হইয়া রহিয়া যাইতে লাগিলেন। সুতরাং ইংল্যণ্ডে দৃঢ়ভাবে গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেও, আইন বা শাসন ব্যাপারে সাধারণ লোকের ও মজুরশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব করিবার অবসর তখনো ঘটে নাই। তথাপি আইন-প্রণয়নের রীতি বদ্লাইয়া গিয়াছিল। মহাসমিতির কার্য্যে চুপ করিয়া সম্মতি দেওয়ার কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। উভয় দল নিজ নিজ কার্য্যতালিকা লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইতেছিল এবং মজুরশ্রেণীর পক্ষে উপকারী আইনসমূহ উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রনীতি গোপন রাখার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন সংবাদ পত্রের লোক উপস্থিত থাকিয়া অধিবেশনের বিবরণী লিখিয়া লইত। অধিবেশন অনেকক্ষণ ধরিয়া হইত। সভ্যেরা নিয়মিতভাবে ও বেশী সংখ্যায় উপস্থিত থাকিতেন। অন্য দিকে সাধারণ কর্ত্তৃক আহুত রাষ্ট্রনৈতিক সভাসমিতিসমূহের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। উচ্চ সরকারী পদে বাহাল থাকিয়াও ক্যানিং প্রথম জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা করেন। তবে সাধারণত নিজ ভোটদাতাগণের নিকট ব্যতীত অন্যত্র কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ বক্তৃতা সম্বন্ধে লোকের মনে বিরুদ্ধ সংস্কার বহু দিন বর্ত্তমান ছিল।

সাধারণ লোক ও মজুরশ্রেণীর হিতকারী আইন প্রণয়ন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১১ বৎসর ধরিয়া হুইগ্‌গণ আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা এই সময় হইতে নিজেদের উদারপন্থী এই নামে অভিহিত করিতে থাকেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থিত সমুদয় দাসকে মুক্তি দিবার জন্য এক আইন পাশ হয় এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাস-ব্যবসায়ীরা ২ কোটি পাউণ্ড পান। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নূতন গরীবি আইন পাশ করিয়া দরিদ্র লোকদের উপকার সাধন করা হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সংস্কার ও উন্নতিমূলক এক আইনও ইঁহাদের চেষ্টায় পাশ হইয়াছিল। ফ্যাক্টরী আইন এবং শিক্ষার জন্য সরকারী দান ইঁহারা প্রবর্ত্তন করেন। এই সময়ে পামারষ্টোন পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। বস্তুত মন্ত্রি সমিতিতে তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কেহ ছিল না এবং ১৮৩০ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র সচিবরূপে তিনিই ইংল্যণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র বাধাদানও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির কতকগুলি মূলকথা হইতেছে এই: (১) গ্রেটবৃটেনের প্রভাব ও সম্মান রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। (২) তিনি চাহিতেন যে ইয়োরোপের ব্যাপারসমূহ

বিলাতে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে হুইগ্‌দিগের প্রাধান্য (১৮৩০-৪১)।

হুইগ্‌দিগের কাজ; দাসগণের মুক্তি (১৮৩৩); গরীবদের জন্য উপকারী আইন (১৮৩৪); মিউনিসিপালিটিসমূহের সংস্কার (১৮৩৫); ফ্যাক্টরী আইন।

পররাষ্ট্র সচিব পামারষ্টোন ও তাঁহার অবলম্বিত নীতিসমূহ।

একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করুক; যে কোন আন্দোলন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্ভূত অথবা ইংল্যণ্ডের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে উদ্যত তাহাই তাঁহার সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। (৩) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা তিনি অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করিতেন এবং বলিতেন যে দশ বৎসর সময় পাইলে তুরস্ক একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু রুশিয়াকে তিনি সর্ব্বদা সন্দেহের চোখে দেখিতেন। অন্য দেশের ভালো লাগা মন্দ লাগা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না এবং সকল স্বাধীন দেশকেই তিনি ইচ্ছামত পরামর্শ দিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ানরা স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করিয়া স্বাতন্ত্র্য দাবী করিল। একটা বিপদ্ এই ছিল যে, ফ্রান্সের সহানুভূতি বেলজিয়ামের উপর ছিল এবং বেলজিয়াম নামে স্বাধীন হইলেও কার্য্যত ফ্রান্সের প্রদেশস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব ছিল না। পামারষ্টোন যখন দেখিলেন বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মিলন রক্ষিত হইবে না, তখন তিনি সোজাসুজি উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন ও ফ্রান্সের সহিত একযোগে হল্যাণ্ডকেও তাহা স্বীকার করান। কিন্তু তাঁহারই কৌশল ও যত্নে বুর্বঁ বংশের কেহ বেলজিয়ামের সিংহাসনে বসিতে পারিল না, বসিলেন স্যাক্স-কোবুর্গের লিওপোল্ড। ফলে বেলজিয়ামের এক ছটাক জমিও অধিকার করা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রাজা হিসাবে লিওপোল্ড সুশাসন দ্বারা খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের জামাতা ও রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাতরূপে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। পর্ত্তুগাল ও স্পেন এই দুই দেশেই সে সময়ে দুই অল্পবয়স্কা রাণী আসীন ছিলেন। দুই দেশেই সংস্কারপ্রার্থী দলদের দ্বারা ইঁহারা সমর্থিত হইলেও এক একটি খুল্লতাত (পর্ত্তুগালে ডম মিগুয়েল ও স্পেনে ডন কার্লোস) ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ রাণীদের বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। পামারষ্টোন পর্ত্তুগালের রাণীর নিকট নৌসেনাপতি নেপিয়ারকে পাঠাইয়া দেন। ইঁহার যুদ্ধজয়ের ফলে ডম মিগুয়েল ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নিজেকে অপসৃত করিতে বাধ্য হন। পামারষ্টোন স্পেনেও একদল বৃটিশ বাহিনীকে পাঠান। কিন্তু সেখানে বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ডন কার্লোস বিতাড়িত হইয়াছিলেন। বেলজিয়াম ও পর্ত্তুগালের ব্যাপারে ইংল্যণ্ড ফ্রান্সের সাহায্য পাইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীর ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। মহম্মদ আলি মিসরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া মিশরের তদানীন্তন অধিস্বামী তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান সিরিয়া পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হয় এবং মহম্মদ আলি কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে অভিযান করিতে উদ্যত হন। পামারষ্টোন সুলতানের সমর্থন করেন, কিন্তু মহম্মদ আলির সাহায্যে মিশরে অধিকতর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গ্রেটবৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতে ফ্রান্স অস্বীকৃত হইলেন। ফলে পামারষ্টোন রুশিয়ার সাহায্য চাহিলেন এবং ইংল্যণ্ড, রুশিয়া, প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া

হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য বেলজিয়ামের প্রয়াস এবং পামারষ্টোনের কৌশলে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ।

পামারষ্টোনের সাহায্য প্রেরণ করার ফলে পর্ত্তুগাল (১৮৩৩) ও স্পেন (১৮৪০) হইতে তৎ তৎ দেশীয় বিরোধীদিগের পরাজয় ও অপসরণ।

তুরস্কের সহায় পামারষ্টোন।

মহম্মদ আলিকে বাধা দিতে ও সিরিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন (১৮৪০)। ইহাতে ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ হইতে হইতে হইল না।

কয়েক বৎসর শাসন-কার্য্য চালাইবার পর, সংস্কারপন্থী শাসন-ব্যবস্থা টিকিল না। গ্রের মন্ত্রি-সমিতি আর্থিক ব্যাপারে দুর্ব্বল ছিল। মন্ত্রি-সমিতির মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। কিন্তু উহার পতনের প্রধান কারণ আয়ার্ল্যাণ্ড। ড্যানিয়েল ও'কনেলের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ও'কনেল আইরিশ ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক এবং ফৌজদারি আইনজীবীরূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর তিনি রাষ্ট্রনীতিতে যোগ দিয়া অবিলম্বে নেতৃত্ব পান। বাগ্মীরূপে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি বক্তৃতা দ্বারা মানুষকে ইচ্ছামত হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারিতেন। তিনি রসিক, অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি আইনসঙ্গত আন্দোলন সমর্থন করিলেও সশস্ত্র বিদ্রোহ কখনো সমর্থন করিতেন না। রাজার প্রতি বশ্যতা তাঁহার চিরদিন বর্ত্তমান ছিল। কিরূপে তিনি রোমান্ ক্যাথলিকদের সরকারী কার্য্য গ্রহণবিষয়ে বাধাসমূহ দূর করিয়াছিলেন ও সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সংস্কার-বিল পাশ হইবার পর ও'কনেল আর একটি আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে অধিকাংশ লোক ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, অথচ প্রটেষ্টাণ্ট চাষীদিগকে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় রক্ষার নিমিত্ত দশমাংশ দিতে হইত। এই দশমাংশ প্রদানের বিরুদ্ধে ও'কনেল যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দশমাংশ সংগ্রাহক এবং প্রদাতাগণ আক্রান্ত ও হত হইতে লাগিল। তাহাতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এক বাধ্যতামূলক আইন পাশ করা হইল। তাহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে লোকদিগকে বাহিরে থাকিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু তথাপি গোলযোগ ও হাঙ্গামা চলিতে থাকিল। এই আইরিশ নীতি লইয়াই মন্ত্রীদিগের মধ্যে মনান্তর ঘটে, এবং প্রথমে লর্ড ষ্ট্যানলি ও পরে লর্ড এলথর্প পদত্যাগ করেন। এই সময়ে লর্ড গ্রে সত্তর বৎসর পার হইয়াছিলেন। তিনি আর প্রধান মন্ত্রী থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন।

গ্রের মন্ত্রি-সমিতির পতন (১৮৩৪) ও তাহার কারণ; আয়ার্ল্যাণ্ডে অবলম্বিত নীতি লইয়া মন্ত্রীদিগের মধ্যে মতভেদ।

আইরিশ নেতা ডেভিড্ ও'কনেল এবং রোমান্ ক্যাথলিকদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার আন্দোলন ও তাহার ফল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেলবোর্ণ প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি বিদ্বান্, চতুর ও উদারমনা, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, নিজ দলকে সকল বিরোধিতার সম্মুখে অবিচলরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখা। তাঁহার গঠিত মন্ত্রি-সমিতিতে লর্ড পামারষ্টোন পররাষ্ট্র সচিব ও লর্ড জন রাসেল জন-সভার নেতা হইলেন, কিন্তু লর্ড ব্রাউহাম আর লর্ড চ্যান্সেলার রহিলেন না। পামারষ্টোন একাদিক্রমে প্রায় সাত বৎসর শাসন-কার্য্য চালান। তাঁহাকে দুইটি সঙ্কট পার হইতে হয়। প্রথমত মন্ত্রি-সমিতি গঠনের অব্যবহিত পরেই চতুর্থ উইলিয়াম ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মেলবোর্ণকে পদচ্যুত করিয়া পিলকে মন্ত্রি-সমিতি গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন। ইহার পর ইংল্যাণ্ডে রাজা আর কখনো নিজে হইতে মন্ত্রীকে অপসারিত করেন নাই। চতুর্থ উইলিয়ামের এইরূপ করিবার হেতু এই যে, তিনি

মেলবোর্ণ কর্ত্তৃক গঠিত মন্ত্রি সমিতি (১৮৩৪-৪১) এবং উহার অবলম্বিত নীতি।

মন্ত্রি-সমিতির দুইটি ক্ষণস্থায়ী সঙ্কট; (১) চতুর্থ উইলিয়াম হুইগ্‌দের উপর বিরক্ত হইয়া মেলবোর্ণকে পদচ্যুত ও পিলকে মন্ত্রিত্ব অর্পণ করেন।

হুইগ্‌দিগের অবলম্বিত নীতিতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদিগকে নানাপ্রকার সুবিধা দেওয়ার জন্য সার রবার্ট পিল তাঁহার নিজ দলের অনেক লোকের সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে আবার পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরিয়া পাইতেছিলেন। তাঁহার সততা, কর্ম্মপটুতা, বিচার-শক্তি প্রভৃতি গুণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। হুইগ্‌দের সংকীর্ণ নীতিতে বিরক্ত হইয়া লোকে তাঁহার দিকে আশান্বিতভাবে চাহিতে থাকে। পিল জানিতেন বৃটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্রোহী নহে, ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া তিনি নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুশাসন, আর্থিক সুব্যবস্থা, সংস্কার এবং বৃটিশ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাঠামো রক্ষার জন্য তিনি এক নূতন কার্য্য-ব্যবস্থা দিলেন। তিনি টোরি এই নামের পরিবর্ত্তে নিজ দলের নামকরণ করিলেন রক্ষণশীল। চতুর্থ উইলিয়্যাম পিলকে রোম হইতে ডাকিয়া আনিয়া নূতন মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিবার ভার দিলে, পিল প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দিলেন। নব-নির্ব্বাচনের ফলে জন-সভায় রক্ষণশীলদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু এরূপ বাড়িল না যে তিনি তাঁহার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারিতেন। সুতরাং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিলেন। মেলবোর্ণ ও হুইগ্‌ দল আবার ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রি-সমিতি ক্যানাডা সম্বন্ধে অতিশয় অনুদার নীতি অবলম্বন করার ফলে উহা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। জ্যামেইকাতে দাস-ব্যবসার উচ্ছেদ সাধনের ঘোর বিরোধিতা হয়। এই ব্যাপার লইয়া জন-সভায় প্রায় পরাজিত হওয়ার দরুণ মেলবোর্ণ পদত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ভিক্টোরিয়া ইংল্যণ্ডের রাণী। তিনি পিলকে প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য ডাকিলেন। পিল মন্ত্রিত্ব ভার লইয়া ওয়েলিংটনের সহিত একযোগে দাবী করিলেন যে, রাজ্ঞীর হুইগ্‌ পরিচারিকাদের বিদায় করিয়া দিয়া তৎস্থলে টোরিদের রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, রাণী ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ফলে মেলবোর্ণ আবার মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্ল্যণ্ড হঠাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। একটা বোঝাপড়া হওয়ায় ও'কনেল মেলবোর্ণকে সাহায্য করিতে থাকিলেন। মন্ত্রি-সমিতি সদয় ব্যবহার ও সহানুভূতিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা আইরিশদের বিদ্বেষ ভাব দূর করিতে সমর্থ হইল। আইন পাশ করিয়া দশমাংশ চাষীদের নিকট হইতে না লইয়া জমিদারদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। আয়ার্ল্যণ্ডের মিউনিসিপালিটিসমূহের নানাবিধ সংস্কার ও আইরিশ গরীবি আইনের প্রবর্ত্তন হয়।

(২) জ্যামেইকাতে দাস ব্যবসা সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতি জন-সভার মনঃপূত না হওয়ায় মেলবোর্ণের পদত্যাগ।

মেলবোর্ণ প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে আয়ার্ল্যণ্ডকে শান্ত করিবার সফল প্রচেষ্টা।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে চতুর্থ উইলিয়্যামের মৃত্যু হইল। তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় উইলিয়্যামের ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়া ইংল্যণ্ডের সিংহাসন পাইলেন। ভিক্টোরিয়ার পিতা এডওয়ার্ড—কেণ্টের সামন্ত, আর মাতা—বেলজিয়ামরাজ লিওপোল্ডের ভগিনী স্যাকসনি কোবুর্গের ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করার একটি ফল হইল এই যে, হ্যানোভার ও ইংল্যণ্ডের সিংহাসন পৃথক্ হইয়া গেল। হ্যানোভারের সিংহাসনে কখনো রমণী বসিত পারে না বলিয়া তৃতীয় জর্জ্জের অন্যতম পুত্র আর্ণেষ্ট

চতুর্থ উইলিয়্যামের মৃত্যু এবং বিলাতের সিংহাসনে রাণী ভিক্টোরিয়ার উপবেশন (১৮৩৭)। হ্যানোভার রাজ্যের সহিত ইংল্যণ্ডের সম্বন্ধচ্ছেদ।

হ্যানোভার রাজ্য পান এবং তখন হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হ্যানোভার সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে। ভিক্টোরিয়া যখন রাণী হইলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। সে সময়ে মেলবোর্ণ প্রধান মন্ত্রীরূপে তাঁহার পরামর্শ দাতা। সৌভাগ্যক্রমে দলবিশেষের নেতার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন তাঁহার বেশী দিন থাকে নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত স্যাক্সনি কোবুর্গ গোথার সামন্ত আলবার্টের বিবাহ হয় এবং ইনি আমরণ ভিক্টোরিয়াকে নিঃস্বার্থভাবে সুপরামর্শ দিয়া চালনা করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়ার পরামর্শ-দাতা মেলবোর্ণ। তাঁহার বিবাহের পর (১৮৪০) আলবার্টের পরামর্শদাতার স্থান গ্রহণ।

রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী আলবার্টের মধ্যে বিশেষ ঐক্য ছিল। রাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করিতে হইলে রাজা বা রাণী সৎ জীবন যাপন করিবেন এবং কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত যোগ দিবেন না—এই কথা আলবার্ট ভাল করিয়া ভিক্টোরিয়ার মনে মুদ্রিত করিয়া দেন। সংস্কার-বিলের পর ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় জগতে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজে বিশেষভাবে বুঝিয়া ভিক্টোরিয়াকে বুঝান। তৃতীয় জর্জ্জ রাজার যে সব অধিকারের নিমিত্ত প্রাণপণে লড়াই করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর কোন রাজার পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না। ওমরাহ্-সভার মত রাজাও এক্ষণে স্বয়ং কোন আন্দোলন বা সংস্কারের প্রবর্ত্তক না হইয়া, নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি ও সাম্রাজ্যের ঐক্য বন্ধনের চিহ্ন যেন রাজা। দলগত শাসন-ব্যবস্থার কুফলগুলির নিবারণ বা উপশম তাঁহার কাজ। যে সকল রাজকীয় বিশেষ সুবিধা তখনো রাজার হাতে ছিল, সেগুলি মন্ত্রীরাই প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু তথাপি রাষ্ট্রের সকল বিভাগে রাজার প্রভূত প্রভাব ছিল। সংস্কার-বিল দ্বারা ও পরবর্ত্তী কয়েকটি বিলে রাজক্ষমতা প্রতিহত হইয়া যায়। এই সময়ে জনগণের অভিপ্রায় মানিয়া লওয়া ভিক্টোরিয়ার পক্ষে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। মেলবোর্ণ কৌশলে ও'কনেলকে হাত করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আইরিশ গরীবি আইন প্রবর্ত্তনের ফলে তথাকার চাষীদের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। অন্য দিকে ইংল্যাণ্ডে লোক দেখিল, সংস্কারের পর সাধারণ ইংরেজদের অবস্থা আগের মতই খারাপ রহিল। মজুরির হার নীচু, গমের দাম চড়া এবং শুল্কের ফলে বাহির হইতে শস্তা গম আনিবারও উপায় নাই। দেশবাসীর অসন্তোষ সমাজতন্ত্রবাদে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। রবার্ট ওয়েন নামে এক ওয়েল্শবাসী সমাজতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিবার পরিকল্পনা করেন। এই আন্দোলনের চরম হইল সনন্দবাদী-(চার্টিষ্ট) দিগের আন্দোলন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম লোভেট্ নামে একজন যান্ত্রিক জনগণের সনন্দের জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দাবী ছিল ৬টি: সকল লোক ভোটাধিকার পাইবে, ব্যালটের প্রবর্ত্তন হইবে, মহাসমিতির আয়ুষ্কাল এক বৎসর ও নির্ব্বাচনের জিলাগুলির আয়তন সমান হইবে, সভ্যদের কোন সম্পত্তি বিষয়ক গুণের প্রয়োজন হইবে না এবং সভ্যরা অর্থ সাহায্য পাইবেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে চরম সনন্দবাদীরা এক 'জবরদস্তি (ফিজিক্যাল ফোর্স) দল' অর্থাৎ শারীরিক বলপ্রয়োগ দ্বারা

সংস্কার-বিলের পর বিলাতে রাজার সহিত মন্ত্রীদিগের পরিবর্তিত সম্বন্ধ; জাতি ও সাম্রাজ্যের ঐক্যের প্রতীকরূপে রাজা।

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের অবস্থা; দেশবাসীর অসন্তোষ এবং সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও আন্দোলন।

উদ্দেশ্যসাধনমূলক দল গঠন করেন। ইহাতে দেশে ত্রাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সনন্দবাদীদিগের নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও অন্যান্য কারণে এই আন্দোলনের শক্তি কমিয়া যায়। অন্যদিকে তাহাদের প্রার্থিত অনেক বিষয় মহাসমিতি হইতেই জনগণ লাভ করে। শুধু যে স্বদেশেই ইংরেজদের নানা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। পরন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ে ইংরেজদের সহিত আফগানিস্থানির এক সঙ্কটজনক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ক্যানাডায় ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধ লাগে। মেলবোর্ণের সময়ে কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়। বৃটিশ দ্বীপে পেনি টিকিটের প্রবর্ত্তন ঘটে (১৮৩৯)। মহাসমিতিতে মেলবোর্ণের মাত্র পাঁচটি অতিজন ভোট থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে মেলবোর্ণ পদত্যাগ করিলে পিল মন্ত্রি-সমিতি গঠনের ভার লইয়া দাবী করেন রাণীর পরিচারিকা হুইগ্ ভিন্ন থাকিতে পারিবে না। ফলে মেলবোর্ণ আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য চালান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নব নির্ব্বাচন হইলে রক্ষণশীল দলের অতিজন দাঁড়াইল নব্বই। পিল এক শক্তিশালী মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিলেন। পিলের পিতা ধনী বণিক্ ছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুত্রের জন্য একটি আইরিশ বরো কিনিয়া দেন। সেই সময় হইতেই তিনি মহাসমিতিতে নাম করিতে সমর্থ হন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি অন্যতম সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের পদ পান। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়ার্ল্যণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী হইয়া যান ও ছয় বৎসর সে দেশ শাসন করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন-সভার নেতৃত্ব লাভ করেন। ১৮৩০ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ অবধি তাঁহার অবিশ্রান্ত চেষ্টায় রক্ষণশীল দল সুশৃঙ্খলভাবে পুনর্গঠিত হয়। গ্ল্যাডষ্টোন ও ডিস্রায়েলির মত যোগ্য যুবকগণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হন। সুতরাং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পিল বহু যোগ্য-লোকপরিবৃত ও রক্ষণশীল দলের অবিসংবাদিত নেতারূপে দেখা দেন। তাঁহার মন্ত্রি-সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্থান পান: (১) ওয়েলিংটন প্রথমে কোন রাষ্ট্রীয় পদ না পাইলেও পরে সেনাপতি হন; (২) লর্ড এবাডিন, শান্তিপ্রিয় পররাষ্ট্র সচিব; (৩) লর্ড ষ্ট্যানলি, উপনিবেশ সচিব; (৪) গ্ল্যাডষ্টোন, বাণিজ্য সচিব; (৫) গ্রাহাম, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং (৬) লর্ড লিণ্ডহার্ষ্ট, লর্ড চ্যান্সেলার। তাঁহার মন্ত্রি-সমিতিতে এরূপ উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও পিলের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত ছিল। স্বভাবে লাজুক হইলেও, বক্তা হিসাবে তিনি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার জন্য প্রসিদ্ধ হন এবং মহাসমিতিতে কার্য্য-পরিচালনায় অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, এবং বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁহাকে যে শুধু অপরিসীম পরিশ্রম করিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহা নহে; রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য তিনি শৃঙ্খলার সহিত পরিদর্শন করিতেন। গৃহে ও বাহিরে সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষা করা পিলের উদ্দেশ্য ছিল। মেলবোর্ণের সময়ে পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন পামারষ্টোন। তুরস্ককে লইয়া গোলযোগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার চেষ্টায় তুরস্কের রাজ্য অব্যাহত থাকে এবং তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল তুরস্ক অচিরে সুসভ্য জাতিতে পরিণত হইবে তাহার সুযোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু পামারষ্টোনের প্রচেষ্টার ফলে ফ্রান্স অসন্তুষ্ট

বিদেশে ভারতবর্ষ, ক্যানাডা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগ।

পিল কর্ত্তৃক শক্তিশালী মন্ত্রি-সমিতি গঠন (১৮৪১)।

পিলের গুণাবলী।

ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। পিলের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন লর্ড এবারডিন। ইনি শান্তিপ্রয়াসী ও ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক। এই সময়ে গিজো ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব। তিনিও শান্তিকামী। উভয়ের চেষ্টায় দুই দেশের মধ্যে বন্ধুভাব ফিরিয়া আসে। ভিক্টোরিয়া এবং লুই ফিলিপ একে অন্তের দেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া আসেন। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত আবার বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইতে বুঝা যায় যে ফরাসীদের সহিত প্রকৃত বন্ধুতা হয় নাই। এবার্ডিনের শান্তিকামী নীতিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইংল্যাণ্ডের সম্বন্ধ অনেক সহজ হইয়া যায়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়, তাহাতে ক্যানাডা ও মেইন রাষ্ট্রের সীমানা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সুদূর উত্তর পশ্চিমে সীমানা লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলে এবার্ডিনের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হয় এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ইংরেজ ও আমেরিকান্ ভূভাগের সীমানা চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া যায়।

পিলের অবলম্বিত রাষ্ট্র-নীতি ও তাহার ফলাফল।

পিল মন্ত্রি-সমিতিতে ফিরিয়া আসায় ও'কনেল আবার আয়ার্লণ্ডকে ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আন্দোলন আরম্ভ করিলেন (১৮৪১)। আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন করিবার জন্য তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "তরুণ আয়ার্লণ্ড" নামে উৎসাহী আইরিশ দল তাঁহাকে আরো উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তরুণ আয়ার্লণ্ডের সভ্যেরা সমগ্র আয়ার্লণ্ডে আন্দোলন দ্বারা এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিল। দেশের সর্ব্বত্র ও'কনেল বিপুল জনসভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এই সভাসমিতির মধ্যে টারা নামক স্থানে যে সভা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সেখানে প্রায় ২½ লক্ষ লোককে সম্বোধন করিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এক বৎসরের মধ্যে ডাব্লিনে আইরিশ মহাসমিতি স্থাপিত হইবে। এই আন্দোলন ক্রমেই বিপুল আকার ধারণ করিতেছিল। ব্যবস্থা হইয়াছিল, ও'কনেল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এক সভায় বক্তৃতা করিবেন। সভার পূর্ব্বদিন পিল ঘোষণা করিলেন, সভা হইতে পারিবে না এবং সভা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়া রাখিলেন। ও'কনেল সভায় বক্তৃতা দিলেন না। তথাপি পিল তাঁহাকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া কারাগারে পাঠাইলেন (১৮৪৩)। ওমরাহ্‌গণ অতঃপর এই শাস্তিদান অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিলেও ও'কনেলের প্রতিপত্তি লুপ্ত হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রোমের পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। আয়ার্লণ্ডে বার বার আন্দোলন উপস্থিত হয় দেখিয়া পিল উহার অবস্থা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক কমিশন বসাইলেন। এই কমিশন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আয়ার্লণ্ডের সকল অভিযোগের মূলে রহিয়াছে জমি সমস্যা। তিনি মেনুথ কলেজে সরকারী সাহায্য বাড়াইয়া দিলেন, সেখানে ক্যাথলিক যাজকেরা শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বেলফাষ্ট, কর্ক ও গলওয়েতে কতকগুলি কলেজ রাণীর নামে স্থাপিত হইল। মেনুথ কলেজের জন্য গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্টগণ এবং অন্য কলেজগুলির জন্য ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয়ে অসন্তুষ্ট হন। এদিকে ইংল্যাণ্ডেও গোলযোগ চলিতেছিল। স্কটিশ ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে "ফ্রী চার্চ্চ" বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে (১৮৪৩) এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নূতন "হাই চার্চ্চ" আন্দোলন দেখা দেয়। উহার

ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য আয়ার্লণ্ডে আন্দোলন (১৮৪১): পিল কর্তৃক তাহার দমন (১৮৪৩)।

আয়ার্লণ্ডবাসীদের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য পিলের চেষ্টা।

ইংল্যাণ্ডে দেশব্যাপী অসন্তোষ ও আন্দোলন: শস্য আইনের কুফল-সমূহ জ্ঞাত হইয়াও উহা রহিত করা বিষয়ে মন্ত্রি-সমিতির অপারগতার কারণ,—উহা দ্বারা প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ লাভবান্ হইতেছিলেন।

নেতা জন হেনরি নিউম্যান রোমান্ ক্যাথলিক হন। দেশের দুর্দ্দশা ও অসন্তোষের সুবিধা গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সনন্দবাদিগণ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছিল। তাহাতে দেশজাত শস্যে কুলাইত না। কিন্তু বিদেশ হইতে শস্য আনিতে হইলে অগ্নিমূল্য দিতে হইত। কারণ শুল্ক ছিল। ফলে, ধনী ব্যবসায়ীরা লাভবান হইলেও, গরীবদের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। মহাসমিতিতে জমিদাররা এমন প্রবল হন যে, টোরি বা হুইগ কেহই শস্য আইন উঠাইবার কথা ভাবিতে অক্ষম ছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পিল যে অতিজন ভোট পাইয়াছিলেন, তাহার একটা কারণ মেলবোর্ণ শস্য আইনের কঠোরতা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার প্রয়াস করেন। সুতরাং টোরি দলের পক্ষে শস্য আইন উঠাইয়া দেওয়া আরো কঠিন ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শস্য আইন বিরোধিতা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘ দাবী করেন যে শস্যের উপর হইতে সকল প্রকার কর উঠাইয়া লইতে হইবে। এই সঙ্ঘের নেতা ছিলেন ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী রিচার্ড কবডেন ও কোয়েকার ধর্ম্মাবলম্বী জন ব্রাইট্। ইঁহারা দুইজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। ইঁহারা সমগ্র গ্রেটবৃটেনে ভ্রমণ এবং অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পুস্তিকা, বক্তৃতা ও চাঁদা সংগ্রহের দ্বারা বহু লোকের মনে শস্য আইনের অযৌক্তিকতা মুদ্রিত করিয়া দেন। শস্য আইন বিরোধিতা সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রধান কাজ স্বয়ং পিলকে দলে টানিয়া আনা। শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া পিল প্রথমেই জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রতি পাউণ্ডে ৭ পেন্সের এক আয়কর বসান। ইহাতে শুধু যে সমস্ত ঘাট্‌তি পূরণ হইয়া যায় তাহা নহে, অধিকন্তু শুল্কভার হাল্‌কা হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক সনন্দ আইন দ্বারা তিনি দেশের ব্যাঙ্কিং প্রথাকে আমূল শৃঙ্খলিত ও সংশোধিত করেন। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, হাস্‌কিসনের মত তিনিও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি নিজে শিল্পী শ্রেণী হইতে উদ্ভূত, সুতরাং সেই শ্রেণীর সহিত তাঁহার স্বভাবের মিল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু জমিদাররা মনে করিতেন, শস্য আইন উঠাইয়া দিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। পিলের দলস্থ ব্যক্তিরা তাঁহার অবাধ বাণিজ্য মূলক বাজেটে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলি নামে একজন ইহুদী ঔপন্যাসিক "তরুণ ইংল্যাণ্ড" নামক একটি দল গঠন করিয়া পিলের বিরুদ্ধে মত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পিলের শাসন-ব্যবস্থাকে শঠতামূলক ও পিল অসাধারণ মানুষ নয় এই মর্ম্মে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে আলুর চাষ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ দেশে ঘোর দুর্দ্দশা দেখা দেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক আলুর উপর নির্ভর করিত। ফলে সেখানে শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। উহার পরিবর্ত্তে শস্য ব্যবহারেরও উপায় ছিল না। কারণ অতিবৃষ্টিতে ইংল্যাণ্ডে শস্য কম জন্মিয়াছিল। পিল দেখিলেন করভার গুরু হওয়ায় বাহির হইতেও শস্য আমদানি করা যাইতেছে না। তিনি স্থির করিলেন, ইহা প্রথমে মুলতুবী ও পরে একেবারে রহিত করিবেন। কিন্তু মন্ত্রি-সমিতির অধিকাংশ তাঁহার সহিত একমত না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। হুইগদিগের নেতা লর্ড জন রাসেলের উপর মন্ত্রি-সমিতি গঠনের ভার

শস্য আইন-বিরোধিতা সঙ্ঘ ও উহার নেতৃদ্বয়—কব্‌ডেন ও ব্রাইট্। পিলের মত পরিবর্ত্তন এবং শস্য আইন রহিত করিবার চেষ্টা। পিলের অবলম্বিত আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারা দেশের উন্নতি।

পিলের বিরুদ্ধে ডিজ্‌রেলির আন্দোলন।

পড়িল। তিনিও শস্য আইন উঠাইয়া দিবার পক্ষে ছিলেন। তিনি মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিতে না পারায় পুনরায় পিলের ডাক পড়িল। লর্ড ষ্ট্যানলি ব্যতীত পূর্ব্বতন প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ সকলেই পিলের মন্ত্রি-সমিতিতে স্থান পাইলেন। অনেক টোরি এই মন্ত্রি সমিতির সমর্থন করেন এই ভাবিয়া যে, কবডেন অ্যাণ্ড কো অপেক্ষা পিলের কর্ত্তৃত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের বিরুদ্ধে লর্ড জর্জ্জ বেণ্টিঙ্ক ও বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলির অবিশ্রান্ত প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিল। তৎসত্বেও মহাসমিতির সম্মতিক্রমে পিল শস্য আইন উঠাইয়া লইতে সমর্থ হন। ১৮৪১-৪৩ খৃষ্টাব্দে ও' কনেলের আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পিল আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশৃঙ্খলা দমন করিবার জন্য এক বিল আনেন। ইহাতে পরাজিত হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন। পিল সম্বন্ধে কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন যে, তিনি দুইবার তাঁহার দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। প্রথমত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ক্যাথলিকদিগের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য আইন পাশে সম্মত হন; দ্বিতীয়ত, যখন তাঁহার চেষ্টায় শস্য আইন রহিত হয়। এই দুই ক্ষেত্রে তিনি যে দলগত স্বার্থ ক্ষুন্ন করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুত তাঁহাকে রক্ষণ-পন্থী বা উদারপন্থী কোনটাই বলা চলে না। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃত মুখপাত্র ছিলেন তিনি এবং আবশ্যক বোধ করিলে তিনি মত পরিবর্ত্তন ও তদনুসারে কাজ করিতে বিরত হইতেন না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে এ অভিযোগ ঠিক যে, তিনি নিজ মত পরিবর্ত্তনের কথা দলস্থ লোকদিগকে পূর্ব্বে না জানানতে তাঁহারা অসুবিধায় পড়িতেন।

আমদানি শস্যের উপর কর মুলতুবী রাখা বিষয়ে মন্ত্রি-সমিতির সহিত মতানৈক্য ঘটায় পিলের পদত্যাগ; কিন্তু মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত লর্ড জন রাসেল মন্ত্রি-সমিতি গঠনে অকৃতকার্য্য হওয়ায় পিলের পুনরায় শাসন-ভার গ্রহণ (১৮৪৫)।

আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য পিল একটি বিল আনিলে মহা-সমিতিতে তাঁহার পরাজয় ও পদত্যাগ (১৮৪৬)।

রাষ্ট্রনীতি হইতে পিলের বিদায় গ্রহণ।

পিলের অবলম্বিত নীতির ফলে তাঁহার দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। বেণ্টিঙ্ক, ষ্ট্যানলি ও ডিজ্‌রেলির অধীনে একদল সংরক্ষণ বাণিজ্যের পক্ষপাতী রহিলেন। অন্য দল পিলের অনুবর্ত্তীরূপে অবাধ বাণিজ্যের পোষকতা করিতে থাকেন। ওয়েলিংটনের সামন্ত, লর্ড এবার্ডিন, গ্ল্যাডষ্টোন এই দলে ছিলেন। টোরিদের মধ্যে এই বিবাদের ফলে হুইগ্‌গণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আবার মন্ত্রিত্ব ফিরিয়া পান এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য চালান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। লর্ড গ্রে গঠিত মন্ত্রি-সমিতিতে তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্থান পাইয়াছিলেন। যে ছোট সমিতি সংস্কার বিল প্রণয়নের ভার পায় তিনি তাঁহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। জন-সভায় এই বিলের ভার তাঁহার উপর পড়ে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ তিনি গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সংস্কার বিল পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ও'কনেলের মৃত্যু হয়। আলুশস্যের অভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার উপর শস্য আইন ও ইংল্যাণ্ডের অবলম্বিত নীতি আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখ আরও বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডে অভাবনীয়রূপে লোকহ্রাস, সরকারী নীতি দ্বারা জমির হস্তান্তর এবং শেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নানাস্থানে খণ্ডবিদ্রোহ ঘটে। শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া রাসেলের প্রথম কার্য্য হইল আইরিশগণের দুর্দ্দশা উপশমের চেষ্টা ও বিশৃঙ্খলা দমন। ইংল্যাণ্ডে সনন্দবাদীদিগের আন্দোলনের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি।

পিলের অবলম্বিত নীতির ফলে দ্বিধা-বিভক্ত টোরি দল। লর্ড জন রাসেলের নেতৃত্বে হুইগ্‌ মন্ত্রি-সমিতি গঠন (১৮৪৬)। পররাষ্ট্রসচিব পামারষ্টোন।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ বিপ্লবের বৎসর। আয়ার্ল্যাণ্ডে খণ্ড বিদ্রোহ ও রাসেল কর্ত্তৃক তাহার দমন।

ইংল্যাণ্ডে সনন্দবাদিগণের প্রবল আন্দোলন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করে ও নানাস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটায়। তারপর দশ বৎসর ধরিয়া ইহা প্রায় নীরব থাকিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর। কারণ এই সময়ে ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্র বিপ্লব দেখা দেয়। রাসেলের মন্ত্রি-সমিতিতে লর্ড পামারষ্টোন পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন। তিনি এই ভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনকে লইয়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। স্পেনের রাণী ও তাঁহার ভগিনী তখনো বিবাহ করেন নাই। এই দুই রমণী কাহাকে বিবাহ করেন তাহা লইয়া ইয়োরোপের রাজন্তবর্গের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ফ্রান্সের ইচ্ছা স্পেনের রাণী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কোন আত্মীয়কে বিবাহ না করেন, আর ইংল্যাণ্ডের ইচ্ছা লুই ফিলিপের পুত্রকে রাণী বিবাহ না করেন। লুই ফিলিপ ইংল্যাণ্ডের সহিত সকল বন্ধুতা অগ্রাহ্য করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে স্পেনের রাণী তাঁহার নিজের জ্ঞাতি ভ্রাতাকে ও তাঁহার ভগিনী লুই ফিলিপের পুত্রকে বিবাহ করিবেন। উভয় বিবাহ একটা দিনে হইল (১৮৪৬)। এই ঘটনায় ইংল্যাণ্ড বিশেষ বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়; কারণ ইংরেজদের আশঙ্কা ছিল, স্পেনের রাণীর সন্তান হইবে না এবং ফ্রান্স ঐ রাজ্য অধিকার করিবে। পরে অবশ্য রাণীর সন্তান হয়।

স্পেন সম্বন্ধে ইংলাণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য।

ফ্রান্সে বিপ্লব আরম্ভ: লুই ফিলিপের রাজ্যচ্যুতি; ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; লুই নেপোলিয়ান রাষ্ট্র-নেতারূপে নির্ব্বাচিত।

কিন্তু লুই ফিলিপের রাজত্ব শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ইয়োরোপীয় বিপ্লবের (১৮৪৮) সূত্রপাত করিল ফ্রান্স। লুই ফিলিপ রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ মাস নানাবিধ বিশৃঙ্খলার পর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ান চারি বৎসরের জন্য রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র বিপ্লব ঘটিলেও উহা উগ্র আকারে দেখা দেয় হাঙ্গেরি, ইতালি ও জার্ম্মাণিতে। রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারকদের দ্বারা চালিত হইয়া হাঙ্গেরি ও ইতালি অষ্ট্রিয়ার দাসত্ব পাশ ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মন্ত্রী মেটারনিক পদচ্যুত হন। সম্রাট্-পুত্র ফ্রান্সিস্ জোসেফ্ ভিয়েনা হইতে পলাইয়া যান। প্রুসিয়ারাজ ইংল্যাণ্ডে আত্মগোপন করেন। ইতালিতে ও হাঙ্গেরিতে খণ্ড যুদ্ধ দেখা দেয়। লর্ড পামারষ্টোনের এই সকল আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি ছিল। কোন কোন স্থলে তিনি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। উত্তর ইতালি আবার অষ্ট্রিয়ার হাতে আসে এবং রাশিয়ান্‌দের সাহায্যে হাঙ্গেরিয়ান্‌রা পদদলিত হইল। জার্ম্মাণির আন্দোলনও থামিয়া গেল।

জার্ম্মাণি, হাঙ্গেরি ও ইতালিতে বিপ্লবের রূপ: অষ্ট্রিয়ার দাসত্ব-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য ইতালির চেষ্টা; বিদ্রোহীদের প্রতি পামারষ্টোনের সহানুভূতি সত্ত্বেও সর্ব্বত্র বিদ্রোহের প্রশমন।

ইংল্যাণ্ডে ও'কনোর নামে আইরিশ নেতার অধীনে সনন্দবাদিগণের আন্দোলন এবং তাহার দমন।

অন্য দিকে ইংল্যাণ্ডে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সনন্দবাদীদের যে আন্দোলন দেখা দেয় তাঁহার নেতা ছিলেন ফিয়ারগাস্ ও'কনোর নামে একজন আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী। ইঁহার বাগ্মীতা অসাধারণ। ৫৫ লক্ষ লোকের সহিযুক্ত এক বিশাল আবেদন পত্র তৈরী করা হয়। ও'কনোরের মৎলব ছিল এই আবেদন জন-সভায় পৌছানো। ওয়েলিংটন পূর্ব্বাহ্নে এরূপ সৈন্যসমাবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে কোথাও বিশৃঙ্খলা বা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা রহিল না। অতঃপর ঐ আবেদনকারীদের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের নিকট থামাইয়া দেওয়া হয়।

উহাদের আবেদন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে অর্দ্ধেকের অধিক স্বাক্ষর জাল। এই জুয়াচুরি ধরা পড়ায় সনন্দবাদীদের আন্দোলন নিন্দিত ও ম্লান হইয়া পড়ে; লর্ড পামারষ্টোন রাণীর সহিত পরামর্শ না করিয়া ক্রমাগত পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করায় ভিক্টোরিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শও লইতেন না। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিয়ান তাঁহার বিরোধী ৭২ জন লোককে বন্দী করিয়া নিজে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-নেতারূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। পামারষ্টোন তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় (১৮৫১)। কয়েক মাস পরে লর্ড জন রাসেল জন-সভায় আনীত সৈন্যবাহিনী বিষয়ক বিলের সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে পামারষ্টোন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন (১৮৫২)। লর্ড জন রাসেলের পর লর্ড ডার্বি অল্পকালের জন্য প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মধ্যস্থতায় অতঃপর হুইগ্‌গণ ও পিলের অনুবর্ত্তিগণ মিলিত হইয়া এক মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিলেন। পিলের অনুবর্ত্তী লর্ড এবার্ডিন প্রধান মন্ত্রী এবং গ্ল্যাডষ্টোন অর্থসচিব হইলেন। হুইগ্‌দের মধ্যে লর্ড জন রাসেল জন-সভার নেতৃত্ব এবং লর্ড পামারষ্টোন স্বরাষ্ট্র সচিবত্ব গ্রহণ করেন। লর্ড ক্ল্যারেনডন পররাষ্ট্র-সচিব হন। এই মন্ত্রি-সমিতি অল্পকাল স্থায়ী হইলেও, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন রক্ষণমূলক সকল শুল্ক উঠাইয়া দিলেন এবং ইংল্যাণ্ডকে অবাধবাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পামারষ্টোনের পর-রাষ্ট্রনীতিতে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অসন্তোষ: ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়ানের সমর্থন করায় তাঁহার পদচ্যুতি (১৮৫১)।

মহাসমিতিতে পরাজিত রাসেলের পদত্যাগ (১৮৫২) এবং ডার্বি কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন।

অল্পকাল পরে হুইগ্ ও টোরিগণ কর্ত্তৃক এবার্ডিনের নেতৃত্বে মন্ত্রি-সমিতি; এবং অর্থ-সচিব গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের চেষ্টায় অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্বন্ধে রুশ-সম্রাটের ভাব ছিল এই যে, উহার অস্তিত্ব বেশীদিন থাকিবে না, সুতরাং এখন ইংল্যাণ্ডের সহিত উহা ভাগ করিয়া লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডকে মিশর ও ক্রীটের আধিপত্য দিবার তিনি পক্ষপাতী। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ান তৃতীয় নেপোলিয়ান নাম লইয়া ফ্রান্সের সম্রাট্ হন। তিনিও নেপোলিয়ানের মত যশোলিপ্সু হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তুরস্ক সম্বন্ধে রুশিয়ার বিপরীত মনোভাব ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রি-সমিতি পোষণ করিলেও, উহার সকলে একমত ছিলেন না। প্রধান মন্ত্রী এবার্ডিন শান্তির পক্ষপাতী, স্বরাষ্ট্রসচিব পামারষ্টোন যুদ্ধবাদী। উভয়ের অনুবর্ত্তিগণ মন্ত্রি-সমিতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। তদুপরি কন্‌ষ্টান্টিনোপলে রুশ ও ইংরেজ দূতদ্বয় যুদ্ধের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। অতি সামান্য কারণে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। জেরুজেলামের পবিত্র স্থানসমূহের চাবি ও বেথলেহেমর বেদীর উপরকার তারকা লইয়া রোমান্ ও গ্রীক্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ হইল। ফ্রান্স রোমান্ ও রাশিয়া গ্রীক্ যাজকদের রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। তখনকার মত বিষয়টির নিষ্পত্তি হইলেও, যখন রফার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন রুশ সম্রাট্ সুলতানের খৃষ্টান প্রজাদের উপর নিজ কর্ত্তৃত্ব দাবী করিয়া বসিলেন। একদিকে রুশদূত এই দাবী উপস্থিত করিলেন, অন্যদিকে ইংরেজদূত সুলতানকে উহা গ্রাহ্য না করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তুরস্ককে বাধ্য করিবার জন্য রুশিয়া কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া একটি তুর্কী যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করিল (নবেম্বর, ১৮৫৩)। ইহাতে ইংল্যাণ্ডে মহা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ: তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্বন্ধে রুশ-সম্রাটের মনোভাব; ফরাসী সম্রাটরূপে লুই নেপোলিয়ান এবং তাঁহার যুদ্ধ-লিপ্সা; তুরস্ক সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রি-সমিতির মতভেদ।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের যুদ্ধ (১৮৫৪) এবং তাহার ফলাফল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মন্ত্রি-সমিতির বিশৃঙ্খল কার্য্য ব্যবস্থায় দেশব্যাপী সমালোচনা ; এবার্ডিনের পদত্যাগ ; পামারষ্টোন কর্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন (১৮৫৫)। সেবাস্তোপোল অধিকার (১৮৫৫) ; রুশিয়ার পরাজয়, এবং প্যারিসে সন্ধি-স্থাপন (১৮৫০)।

উত্তেজনার সঞ্চার হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইংল্যণ্ড রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। একদিকে রুশিয়া, অন্যদিকে ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, পিড্‌মণ্ট ও ও সার্ডিনিয়া। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া কোন পক্ষে যোগ দেয় নাই। ক্রিমিয়া নামক স্থানে যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যাপার সংঘটিত হয় বলিয়া এই যুদ্ধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। রাশিয়ান্‌দিগকে ড্যানুব্‌ নদীতীরস্থ স্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল। মিত্রশক্তিবর্গ তাহা সহজেই সাধন করিল। তখন রুশিয়াকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য সেবাস্তোপোল অধিকারের জন্য সৈন্যচালনা করা হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হয় এবং সাধারণ সৈনিকরা অসাধারণ শৌর্য্য দেখায় ; কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেবাস্তোপোল অধিকৃত হইলেও মিত্রবাহিনীর সেনাপতিগণ এরূপ বিশৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন যে তাহা লইয়া ইংল্যণ্ডে তুমুল আন্দোলন ও সমালোচনা হয়। উহার ফলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড এবার্ডিন পদত্যাগ করেন। লর্ড পামারষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার অধীনে যুদ্ধের কাজ খুব সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে থাকে ও সেবাস্তোপোল অধিকৃত হয় (৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫)। সেবাস্তোপোল অধিকারের পর যুদ্ধনিবৃত্তি ঘটে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্যারিসে ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহ সন্ধি স্থাপন করে। সকলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবিভাজ্যতা স্বীকার করিয়া লইল। তুরস্ক সম্রাট খৃষ্টান প্রজাদের জন্য নানাবিধ সংস্কার সাধন করিলেন। ওয়ালিচিয়া ও মোলভাডিয়া স্বায়ত্তশাসন পাইল। পরে এই দুটি লইয়া রুমানিয়া রাজ্য গঠিত হয়। কৃষ্ণসমুদ্র উদাসীন বলিয়া ঘোষিত হইল।

১৮৫৫ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর ধরিয়া লর্ড পামারষ্টোন দেশের প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। এই কয় বৎসরে পৃথিবীর নানা স্থানে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তদানীন্তন মন্ত্রি-সমিতির শৈথিল্য হেতু লর্ড এবার্ডিনকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লর্ড পামারষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে ইংল্যণ্ডকে পারস্য ও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংল্যণ্ডে বৃটিশ দূতের অনাচারের স্বপক্ষতা করায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পামারষ্টোন জনসভায় পরাজিত হইয়া মহাসমিতি ভঙ্গ করিয়া দিলেন। পুনর্নির্ব্বাচনের ফলে পামারষ্টোন স্বপক্ষে অনেক বেশী লোক লাভ করিলেন। ইংল্যণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সম্বন্ধ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্সিনি নামক এক ব্যক্তি তৃতীয় নেপোলিয়নকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। ইনি লণ্ডনে থাকিয়া ষড়যন্ত্র পাকান। ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য আইনে দণ্ডনীয় করিবার জন্য পামারষ্টোন এক বিল আনিলে বিপক্ষরা ঘোষণা করিল যে ফ্রান্সের পরামর্শে এই বিল আনীত হইয়াছে। ঐ বিল নামঞ্জুর হওয়ায় লর্ড ডার্বি দ্বিতীয়বার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র পনের মাস্‌ শাসন-কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে

প্রধান মন্ত্রী পামারষ্টোন : পারস্য ও চীনের সহিত ইংল্যণ্ডের যুদ্ধ ; ভারতবর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহ (১৮৫৭) ; পামারষ্টোন কর্তৃক মহাসমিতি ভঙ্গ এবং পুনর্নির্ব্বাচনে তাঁহার পক্ষের লোকেরে জয়লাভ।

মহাসমিতিতে আনীত তাঁহার বিল নামঞ্জুর হওয়ার পামারষ্টোনের পদত্যাগ (১৮৫৮) এবং ডার্বি কর্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন।

পামারষ্টোন ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে ইতালির স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইতালি বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। সার্ডিনিয়ার রাজা ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট উত্তর ইতালি; পোপ, টাস্কানির সামন্ত এবং আরও তিনজন মধ্য ইতালি; নেপ্‌লেসের রাজা দক্ষিণ ইতালি সিসিলিতে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে ভিক্টর এমানুয়েল সার্ডিনিয়ার রাজা। তিনি পিডমণ্টের শাসন-কার্য্য চালাইতেন। আটটি রাষ্ট্রকে মিলিত করা সহজ নহে। কিন্তু ভিক্টর এমানুয়েল, তাঁহার মন্ত্রী ক্যাভুর ও সেনাপতি গ্যারিবল্ডি ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়িয়া তুলিলেন। এই কার্য্যে তাঁহারা ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য না পাইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ লোম্বার্ডি হইতে অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিল (১৮৫৯), যদিও তিনি পরে ইতালির পক্ষ ত্যাগ করিয়া পোপের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডি যখন প্রথমে সিসিলি ও পরে নেপল্‌স অধিকার করেন (১৮৬০) তখন লর্ড পামারষ্টোন ও তাঁহার পররাষ্ট্রসচিব লর্ড জন রাসেল অন্য ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। ফলে ভেনিস্ ও রোম সহর ব্যতীত সমগ্র ইতালি ঐক্যলাভ করিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধ সময়ে ভেনিস এবং ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে রোম ঐক্যবদ্ধ ইতালির সহিত যুক্ত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উত্তরস্থ রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহের সহিত চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করে। যুদ্ধের প্রথম কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি বিচ্যুত হইতে পারে কি না ইহা লইয়া বিবাদ। দ্বিতীয় কারণ দক্ষিণে প্রচলিত দাস-ব্যবসা উচ্ছেদের জন্য উত্তরের রাষ্ট্রগুলির সঙ্কল্প। দক্ষিণের প্রতি ইংল্যণ্ডের সহানুভূতি গোড়ার দিকে থাকিলেও এই যুদ্ধে ইংল্যণ্ড সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। শুধু দুইটি ঘটনায় উত্তরের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রথমত ইংরেজদের ট্রেণ্ট নামক জাহাজে দক্ষিণস্থ রাষ্ট্রসমূহের দুইজন দূত ইয়োরোপের সাহায্যলাভার্থ আসিতেছিল, উত্তরের যুদ্ধ জাহাজ জোর করিয়া ইহাদের ফিরাইয়া লইয়া যায়। ইহাতে ইংল্যণ্ডে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে রাজকুমার অ্যালবার্টের পরামর্শে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বিষয়টার শান্ত নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হন (১৮৬১)। দ্বিতীয়ত দক্ষিণের জন্য বৃটিশ ডকে একটি যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই আলবামা জাহাজ দক্ষিণে গিয়া উত্তরস্থ বাণিজ্য জাহাজগুলির সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে উত্তর ক্ষতিপূরণ দাবী করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যণ্ড ৩০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করে। যে সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঘরোয়া যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে দেখিতে দেখিতে প্রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক এক শক্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও কার্য্যক্ষমতার জন্য তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডবাসীরা রুশিয়ার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহ করে। রুশিয়ানরা এই বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করায় ইংল্যণ্ড প্রতিবাদ পাঠায়। কিন্তু পাছে রুশ পোল্যাণ্ডকে দেখিয়া জার্ম্মাণির অধীন পোল্যাণ্ডও বিদ্রোহ করে এই আশঙ্কায়

মন্ত্রি সমিতিতে পামারষ্টোনের প্রত্যাবর্ত্তন (১৮৫৯)।

ইতালির স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ডের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ (১৮৫৯-৭০)।

আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধ (১৮৬১) এবং ইংল্যণ্ডের উদাসীনতা।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জার্ম্মাণির প্রধান্য লাভ এবং প্রধান মন্ত্রী বিসমার্কের প্রভাব ও কৃতিত্ব। পোল্যাণ্ডে জার্ম্মাণি সুপ্রতিষ্ঠিত (১৮৬৩)।

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ এবং জার্মাণদের সেস্‌হ্বিগ হোষ্টাইন ও হ্যানোভার রাজ্য লাভ (১৮৬৬)।

বিসমার্ক ভাবী প্রয়োজনে রুশিয়ার সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সমাবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, বৃটিশ হস্তক্ষেপে পোল্যাণ্ডের কোন উপকার হইল না, পরন্তু রুশ ইংরেজ মনোমালিন্য ঘটিল। আরো একটি বিষয়ে বিসমার্ক জয়লাভ করেন। চারি শতাব্দী ধরিয়া ডেনমার্ক এবং শ্লেস্‌হ্বিগ্ ও হোল্‌ষ্টাইন নামক দুইটি দেশ একই রাজার অধীনে শাসিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু হোল্‌ষ্টাইন বাস্তবিক পক্ষে জার্মাণির অঙ্গস্বরূপ ছিল। ডেনমার্ক এই দুইটি স্থানের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করিলে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া উভয় রাষ্ট্র প্রতিবাদ করে। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় এই দুই রাষ্ট্র হোলষ্টাইন অধিকারের জন্য সৈন্য পাঠায়। ইংল্যণ্ডের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল ডেন্‌মার্কের উপর এবং ইংল্যণ্ডের ভাবে উৎসাহিত হইয়া ডেন্‌মার্ক অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার দাবী অগ্রাহ্য করে। বিসমার্ক সৈন্য পাঠাইয়া এই দুই স্থান অধিকার করেন, কিন্তু ইংল্যণ্ড হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। ফলে ডেনমার্ককে শুধু যে এই দুইটি দেশ ছাড়িয়া দিতে হইল তাহা নহে, পরন্তু ক্ষতিপূরণও দিতে হইল।

পামারষ্টোনের মৃত্যু (১৮৬৫); এবং রাসেল কর্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন; তাঁহার পদত্যাগ; ডার্বির প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পামারষ্টোনের মৃত্যু হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে সংস্কার আইন পাশ হইয়াছিল, পামারষ্টোন মনে করিতেন তাহার পর আর কোন সংস্কারের আবশ্যকতা নাই। অথচ সংস্কারের জন্য দাবী ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছিল। পামারষ্টোনের পর লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কারের জন্য একটি বিল আনয়ন করিলে পরাজিত হন ও পদত্যাগ করেন। লর্ড ডার্বি আবার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। রক্ষণপন্থী নেতাগণ, বিশেষত্ব ডিজ্‌রেলি বিবেচনা করিতেন যে সংস্কারের সময় আসিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ডিজ্‌রেলি জন-সভায় সংস্কার বিল আনয়ন করিলেন। ১৮৬৫-৭১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইয়োরোপে প্রুসিয়ার প্রাধান্য অনুভূত হয়। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণি হইতে অষ্ট্রিয়াকে সরাইয়া দেওয়া এবং প্রুসিয়াকে বড় করা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। যুদ্ধের ফল হইল শ্লেস্‌হ্বিগ্, হোলষ্টাইন ও হানোভার রাজ্য লাভ এবং জার্মাণিতে অষ্ট্রিয়ার স্থান-চ্যুতি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংস্কার বিল; তাহার মর্ম; রাষ্ট্রনীতিতে মজুর শ্রেণীর প্রাধান্য লাভ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কার বিল মহাসমিতিতে আনীত হইবার প্রাক্কালে ইংল্যণ্ডে বেন্টিঙ্ক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, পিল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে, ওয়েলিংটন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, এবং এবার্ডিন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পামারষ্টোনও জীবিত ছিলেন না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে পরাজিত হইয়া রাসেল রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংস্কার বিল পাশ হইবার পর ডার্বিও অবসর লন। সুতরাং এই সময়ে প্রাধান্য লাভের জন্য ডিজ্‌রেলি ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কার বিল পাশ হইবার পর এক নবযুগের সূত্রপাত হয় বলা চলে। এই বিলের ফলে প্রত্যেক করদাতা গৃহস্বামীর ভোটাধিকার জন্মে এবং যে সকল গৃহবাসী বৎসরে ১০ পাউণ্ড খাজানা দেন তাঁহারা ভোট দিতে সমর্থ হন। কাউন্টিতে ১২ পাউণ্ড খাজানা যাঁহারা দিতেন তাঁহারা ভোট সামর্থ্য লাভ করেন। একদিকে যেমন প্রাচীন নেতাগণের স্থান শূন্য হইয়া গিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি রাষ্ট্রনীতির ভারকেন্দ্র আবার বদলাইয়া গেল

এক্ষণে সহরের কারিগরশ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হইয়া দাঁড়াইল। হুইগ্‌গণ উদারপন্থী হইলেন এবং তাহাদের মধ্যে উগ্রপন্থীদিগের প্রাধান্য বেশী হইল। রক্ষণপন্থী নেতাগণও মজুরশ্রেণীর ভোট লাভের জন্য তাহাদিগকে নানাবিধ সুবিধা দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতে থাকিলেন।

বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন

এমনি সময়ে ডিজ্‌রেলি ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোন আসরে অবতীর্ণ হইলেন। একই সময়ে এরূপ দুই বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট বিখ্যাত লোক খুব কম দেশে দেখা যায়। উইলিয়াম ইউয়াট গ্ল্যাড্‌ষ্টোন জাতিতে স্কট ছিলেন। তিনি ইটন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার প্রথম খ্যাতি হয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র সম্পর্কে "হাই চার্চ্চ" নীতির সমর্থনমূলক পুস্তক লিখিয়া। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম মহাসমিতিতে প্রবেশ করেন টোরি রূপে। পরে পিলের রক্ষণপন্থী মন্ত্রি-সমিতিতে তাঁহাকে শস্য আইনের বিরোধী দেখা যায়। ইহার পর তিনি ক্রমে উদারপন্থী হইয়া দাঁড়ান। অর্থসচিব হইয়া তিনি প্রথমে এবার্ডিনের ও পরে পামারষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতিতে স্থান পান। তাঁহার আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বক্তৃতাবলী বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

এবং ডিজ্‌রেলি।

ডিজ্‌রেলি ছিলেন ইতালি দেশীয় ইহুদির পৌত্র। কোন স্কুল-কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ হয় নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি চারিবার উহার জন্য চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। জন-সভা গৃহে প্রথম বক্তৃতার পর সকলের উপহাস তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "আমি এখন বসিব, কিন্তু সময় আসিবে যখন আপনারা আমার কথা শুনিতে বাধ্য হইবেন।" ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শস্য আইন রহিত করার বিপক্ষতা দ্বারা তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি প্রথমে বেণ্টিঙ্ক ও পরে ডার্বির নেতৃত্বে রক্ষণপন্থীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। ১৮১৬ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রক্ষণপন্থীদের সহিত সরকার বিরোধিতা কালে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

ডিজ্‌রেলি ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের চরিত্রের বিশেষত্ব।

ডিজ্‌রেলি ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের দ্বন্দ্ব বৃটিশ রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে কয়েক বৎসরের প্রধান ঘটনা। আশ্চর্য্য এই, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন হন উদারপন্থীদিগের নেতা, আর ডিজ্‌রেলি চালান অভিজাত সম্প্রদায়কে। উভয়েই অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, ভক্তদিগের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন এবং সকল কাজে সাফল্য লাভ করিতেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে ডিজ্‌রেলির স্থান বেশ উচ্চে। অন্যদিকে গ্ল্যাডষ্টোন পাঠক, লেখক ও কথাবার্ত্তায় নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী কম দেখা যায়। তাঁহার পরিশ্রম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ডিজ্‌রেলি রসিক, উপহাস-প্রিয় ও গভীর চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাত। তাঁহার কার্য্যাবলী রহস্যাবৃত থাকিত বলিয়া লোকের উপর তাঁহার প্রভাব বেশী ছিল।

ডিজ্‌রেলি কর্ত্তৃক ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রি-সমিতি গঠন (১৮৬৮)। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন গঠিত মন্ত্রি-সমিতি (১৮৬৮-৭৪)।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ডার্বি পদত্যাগ করিলে ডিজ্‌রেলি মন্ত্রি-সমিতি গঠন করেন। ঐ বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। তাহাতে জন-সভায় উদারপন্থীদিগের আধিক্য ঘটে এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে ডিজ্‌রেলি পদত্যাগ করেন। ইহার পর গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রি-সমিতি পাঁচ বৎসর কাল (১৮৬৮-৭৪) নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন কর্তৃক প্রবর্ত্তিত সংস্কারসমূহ;

সমর্থ হয়। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্থান পান; অর্থসচিব লো; সমরসচিব কার্ডওয়েল; বাণিজ্যসচিব ব্রাইট্ (ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন) এবং তাঁহার পর লর্ড গ্র্যানভিল। গ্ল্যাডষ্টোনের সময়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রভৃতি লাভের জন্য ধর্ম্মমূলক পরীক্ষার প্রথা রদ, মজুর-সঙ্ঘ আইনের চোখে গ্রাহ্য, মহাসমিতির সভ্য নির্ব্বাচনে গোপনে ভোট-প্রথার প্রচলন হয়। কার্ডওয়েল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যুগান্তর আনয়ন করেন। আয়ার্ল্যণ্ডের দিকে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। তিনি আইরিশ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং যাজক বৃত্তিসমূহ সাংসারিক কাজেও ব্যয়িত হইল। তিনি আয়ার্ল্যণ্ডের জমি সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাইলেন। প্রজারা বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি এক জমি আইন পাশ করিলেন। কিন্তু তবু আইরিশদিগকে খুসী করা গেল না এবং তাহাদের দমনের জন্য গ্ল্যাড্‌ষ্টোনকে নূতন আইনের আশ্রয় লইতে হয়। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে প্রাসিয়া কিরূপ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রাসিয়ার এই উন্নতিতে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। ফলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সামান্য কারণে অর্থাৎ স্পেনের সিংহাসনে কে বসিবেন তাহা লইয়া যুদ্ধ বাধে। জার্ম্মাণির অন্য সমুদয় রাষ্ট্র প্রাসিয়ার সাহায্য করিতে থাকে এবং প্রাসিয়া অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে। এক মাস মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ান ও অন্যতম বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সেডানে বন্দী হইলেন; ফরাসী সেনাপতি মেজ্ আত্মসমর্পন করিলেন এবং প্যারিস অবরুদ্ধ হইল। ফলত, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স বাধ্য হইয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খেসারৎ দিল এবং আলসেস্ লোরেন জার্ম্মাণিকে অর্পণ করিল। ফরাসী জার্ম্মাণ যুদ্ধের কয়েকটি ফল উল্লেখযোগ্য। (১) ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হইল এবং তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। (২) ইতালি ঐক্য-গ্রথিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল। (৩) প্রাসিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়া অন্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহ উহার সহিত মিলিত হইয়া গেল। প্রাসিয়ার রাজা জার্ম্মাণির সম্রাট্ হইলেন। ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস সন্ধির সর্ত্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ সমুদ্রের উদাসীনতা অস্বীকার করিল। ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইংল্যণ্ড কোন পক্ষে যোগ দেয় নাই। রাশিয়ার আচরণে এক্ষণে ইংল্যণ্ড মৃদু প্রতিবাদ ছাড়া কিছুই করিল না। গ্র্যানভিলের এই পররাষ্ট্র-নীতি, আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ এবং উন্নতিমূলক নানাবিধ আইন পাশ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতিকে সকলের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিল। ডিজ্‌রেলি ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। তিনি ক্রমাগত গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণে রত থাকেন।

আয়ার্ল্যণ্ডকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াস (১৮৭০)।

ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধ (১৮৭০-৭১); ফ্রান্সের পরাজয়। যুদ্ধের ফলাফল: ফ্রান্স কর্তৃক খেসারৎ ও আলসেস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় অর্পণ। সাধারণ তান্ত্রিক ফ্রান্স, ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য; রাশিয়ার রাজ্য লিপ্সা।

মন্ত্রি-সমিতিতে মতভেদের ফলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেন (১৮৭১)। নব নির্ব্বাচনে রক্ষণ-পন্থীদিগের জয় লাভ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সহিত কোন কোন মন্ত্রীর মতভেদ হয়। অমনি তিনি অকস্মাৎ নিজ সহকর্ম্মীদের পর্য্যন্ত না জানাইয়া মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে রক্ষণপন্থিগণ জয়লাভ করিলেন। ফলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন পদত্যাগ করেন এবং ডিজ্‌রেলি কর্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠিত হয়। এইবার মহাসমিতিতে রক্ষণপন্থী দল উদার-পন্থী ও আইরিশ দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল, কিন্তু এত অধিক ছিল না যে স্বাধীনভাবে

কাজ করিতে পারে। নেতা হিসাবে ডিজ্‌রেলির যোগ্যতা অবিসংবাদিত ছিল। লর্ড মেলবোর্ণ ব্যতীত আর কোন প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলির মত রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারেন নাই। ডিজ্‌রেলির মন্ত্রি-সমিতিতে পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডার্বির পুত্র লর্ড ডার্বি পররাষ্ট্রসচিব, লর্ড সল্‌স্‌বেরি ভারতসচিব, ক্রস্ স্বরাষ্ট্রসচিব এবং সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট অর্থসচিব হন। প্রতিপক্ষ নানাভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ায় রক্ষণপন্থী-দিগের উদ্বেগের বিশেষ কারণ ছিল না। তথাপি আইরিশ স্বাধনীতাকামী দল পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে ও বিব্রত করিতে সমর্থ হইল। এক একজন আইরিশ সদস্য কোন বিষয় লইয়া বার বার আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন। এরূপ বাধা পাওয়া সত্ত্বেও রক্ষণপন্থী দল দেশের পক্ষে হিতকর কতকগুলি আইন পাশ করিতে সমর্থ হন। যথা, সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য ও ফ্যাক্টরি, বণিক্-সঙ্ঘ, বাণিজ্য-জাহাজে বণিক্‌দের নিরাপত্তা, জমির হস্তান্তর, শিল্পীদের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণীত হয়।

> ডিজ্‌রেলি কর্ত্তৃক গঠিত মন্ত্রি সমিতি।
> ডিজ্‌রেলির কার্য্যে আইরিশ দলের বাধা প্রদান।
> ডিজ্‌রেলির প্রণীত হিতকর আইনসমূহ।

কিন্তু ডিজ্‌রেলির শাসনকালে পররাষ্ট্রনীতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাশিয়া প্যারিস্ সন্ধি মানিয়া চলে নাই। কিন্তু তুরস্ক সম্রাট্‌ও সন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া খৃষ্টান প্রজাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছিলেন। ফলে বল্‌কান্ রাষ্ট্র-পুঞ্জে অবিরত বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হার্জেগোভিনা এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়া বিদ্রোহ করিল। ঐ সময়ে সার্ভিয়া এবং মন্টেনিগ্রোও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রতিহিংসা স্বরূপ বুলগেরিয়াতে হাজার হাজার লোককে হত্যা করিয়া ও নৃশংস অত্যাচার করিয়া তুরস্ক তাহার জবাব দিল। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। তুরস্কের অত্যাচার-কাহিনী ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিবামাত্র গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা জনসাধারণকে আহ্বান করিলেন, খৃষ্টান প্রজাদিগকে তুরস্কের বন্ধন-পাশ হইতে মুক্ত করিতে ও ইয়োরোপ হইতে তুরস্ককে দূরীভূত করিতে। ডিজ্‌রেলি (এক্ষণে লর্ড বীকন্‌সফীল্ড) ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীরূপে রাশিয়ার কার্য্যকলাপের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং বিলাতের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক তুরস্ক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত হন। ফলে দেশে তখন তুরস্কের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দলই শক্তিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া যখন ইয়োরোপ ও এশিয়াস্থিত তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিল এবং তুর্কীগণ যুদ্ধে অশেষ শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে থাকিল তখন বিলাতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধে রাশিয়ানরা জয়লাভ করে এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাশিয়া এমন সকল দাবী জানাইল যে, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তাহাতে সম্মত হওয়া কঠিন হইল। ফলে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ঘটিল; কনষ্টাণ্টিনোপলে বৃটিশ নৌবাহিনী এবং মাল্টাতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হয়। রাশিয়া তখন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মিলিত বৈঠকে বিষয়টির নিষ্পত্তির ভার দেয়। এই বৈঠক বার্লিনে বসে। বিসমার্ক সভাপতিত্ব করেন, এবং বীকনস্‌ফীল্ড ও সল্‌সবেরি ইংরেজ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। অনেক আলোচনার পর বার্লিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৮৭৮)। ইহা দ্বারা

> ডিজ্‌রেলি ও তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি।
> রাশিয়া বনাম তুরস্ক।
> তুরস্কের বিরুদ্ধে বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জ (১৮৭৫)।
> তুরস্কের অত্যাচার কাহিনীতে গ্ল্যাডষ্টোনের পুনরায় রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান ও তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রচার।
> তুরস্ক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি।
> তুরস্ক সাম্রাজ্যে রাশিয়ার প্রবেশ (১৮৭৭) এবং উভয়ের সন্ধি (১৮৭৮)।
> ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহের বার্লিনে বৈঠক ও তাহার ফলাফল।
> বার্লিন সন্ধি (১৮৭৮)।

রুমানিয়া, সার্ভিয়া ও মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল; বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা তুরস্কের অন্তর্গত হইলেও উহার শাসন-ভার থাকিল অষ্ট্রিয়ার হাতে। এশিয়া মাইনরে একটি বন্দর রাশিয়া এবং সাইপ্রাস দ্বীপ ইংল্যাণ্ড পাইল। দুইটি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্ট হইল—(১) তুরস্কের অধীনে থাকিয়াও বুলগেরিয়া স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিল এবং (২) পূর্ব্ব রুমেনিয়া সুলতান কর্ত্তৃক মনোনীত কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত খৃষ্টান শাসন কর্ত্তার অধীন হইল। এই সন্ধি দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া বীকনস্‌ফীল্ড দাবী করেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনে ডিজ্‌রেলির পরাজয় (১৮৮০) এবং গ্ল্যাডষ্টোন কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সমিতি গঠন।

বার্লিনের সন্ধির দুই বৎসর পরে অর্থাৎ সাড়ে ছয় বৎসর কাল শাসন-কার্য্য চালাইবার পর বীকনস্‌ফীল্ড সাধারণ নির্ব্বাচনে দেশবাসীর নিকট পুনরায় দাঁড়াইলেন। কিন্তু নির্ব্বাচনে তাঁহার দল ভয়ানকভাবে পরাজিত হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহার এই পরাজয়ের মুখ্য কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের পুনঃ প্রবেশ, দলের জন্য চেম্বারলেনের অবিশ্রান্ত চেষ্টা, উদারপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং দুর্ব্বৎসর ও বাণিজ্য হ্রাসের দরুণ মন্ত্রি-সমিতির অপ্রিয়ভাজনতা। ফলে উদারপন্থীরা যেখানে দলে রক্ষণপন্থী অপেক্ষা ৫০ জন কম ছিলেন, সেখানে ১০৬ জন বেশী হইয়া দাঁড়াইলেন। উদারপন্থী দলের নেতা হার্টিংটনকে ডাকিয়া রাণী ভিক্টোরিয়া মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিবার ভার দিলেন, কিন্তু গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যতীত আর কেহ যে দল পরিচালনা করিতে পারিবেন না, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং হার্টিংটন অস্বীকৃত হওয়ায় গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের উপর মন্ত্রি-সমিতি গঠনের ভার পড়িল। আর্গাইলের সামন্ত, লর্ড স্পেন্সার, ভারত সচিবরূপে লর্ড হার্টিংটন, পররাষ্ট্র সচিবরূপে লর্ড গ্র্যানভিল, জন ব্রাইট, চেম্বারলেন প্রভৃতিকে লইয়া গ্ল্যাডষ্টোন এক শক্তিশালী মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু অতিশয় অগ্রসরপন্থী লোক উহাতে লওয়ায় মন্ত্রি-সমিতির অস্তিত্ব বেশী দিন বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠিল। বস্তুত মতভেদ হওয়ায় প্রথমে আর্গাইল, পরে ফ্রষ্টার ও ব্রাইট্ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহা ছাড়া গ্ল্যাড্‌ষ্টোন কর্ত্তৃক গঠিত এই দ্বিতীয় মন্ত্রি-সমিতিকে অনেক সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমত আইরিশ সমস্যা। ডিজ্‌রেলির শাসনকালে আয়ার্ল্যাণ্ডে এক নূতন নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পার্ণেল আইরিশ দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। ইঁহার মাতা আমেরিকান্ এবং পিতা আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট জমিদার। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমিতিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। ইংল্যাণ্ডের ঘোর বিদ্বেষীরূপে তিনি আইরিশ দলকে যথেচ্ছ চালনা করিতে থাকেন। মাঝে মাঝে আমেরিকা গমন করিয়া তথাকার আইরিশদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া তিনি দলের কার্য্য চালাইতেন। মহা-সমিতিতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "হোম রুল" বা স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করানো অথবা পুরাতন শাসন ব্যবস্থা বাতিল করানো। এজন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ রহিত সকল প্রকার কাজে তিনি বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি জমি-সঙ্ঘ (ল্যাণ্ড লীগ্) নামক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া যান। জমিদারী প্রথার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আন্দোলন করিবার জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ বয়কট প্রভৃতি

আইরিশ নেতা পার্ণেল এবং তাঁহার স্বায়ত্ত-শাসন মূলক আন্দোলন; আয়ার্ল্যাণ্ডকে শান্ত করিবার জন্য গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। পার্ণেল কারাগারে প্রেরিত (১৮৮১)।

উপায় ইহারা অবলম্বন করিত। যাহারা ঐ সঙ্ঘের বিরোধী অথবা যাহারা কোন জমি প্রজা বহিষ্কৃত হইবার পর হইতে তাহা গ্রহণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ করা হইত। গ্ল্যাডষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতিকে আইরিশ দলের কোপে পড়িতে হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জমি আইন পাশ করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন আইরিশ প্রজাদের অনেক অসুবিধা দূর করিলেন, তথাপি আয়ার্ল্যণ্ড শান্ত হইল না। ফলে তিনি কঠিন দমনমূলক আইন প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইলেন। পার্ণেল ও অন্যান্য নেতাদের কারাগারে পাঠান হয়। তারপর পার্ণেল ও গ্ল্যাডষ্টোনে এক বোঝাপড়ার পর পার্ণেল মুক্তি পাইয়াছিলেন। এমন সময়, আয়ার্ল্যণ্ডের সচিব লর্ড ফ্রেডারিক ক্যাভেণ্ডিস্ নৃশংসভাবে নিহত হওয়ায় এবং নানা স্থানে আইরিশরা ডিনামাইট্ দ্বারা অত্যাচার করায় আরো দমনমূলক আইন প্রযুক্ত হইল।

পার্ণেলের মুক্তি। কিন্তু আইরিশগণ বর্ত্তৃক ত্রাসজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় আয়ার্ল্যণ্ডে দমনমূলক আইনের প্রচলন।

এইরূপ কথা প্রচলিত আছে যে ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যণ্ড পৃথিবীর যে পরিমাণ জমি করতলগত করে তাহা সমগ্র ইয়োরোপের এক তৃতীয়াংশের সমান। ব্রহ্ম-দেশের উত্তরাংশ (১৮৮৬) ব্যতীত, ইহার অধিকাংশ আফ্রিকাতে অবস্থিত। আফ্রিকা অজ্ঞাত দেশ বিশেষ ছিল। লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলি প্রভৃতির ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিযা প্রথম লোকের মন আফ্রিকার দিকে আকৃষ্ট হয়। তারপর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার জন্য বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শক্তির কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। ফলে ফ্রান্স উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় আলজিয়ার্স হইতে কঙ্গোনদী পর্য্যন্ত ফ্রান্সের আকারের ২০ গুণ এক বিশাল রাজ্য লাভ করে। আফ্রিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে জার্ম্মাণি প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল জমি পাইল। লোহিত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান ইতালির হইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম কঙ্গো ফ্রী ষ্টেট সৃষ্টি করিয়াছিল; সেই সময়ে পর্ত্তুগাল আফ্রিকার উভয় তীরে নিজ রাজ্য বাড়ায়। ইংরেজরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সোমালিল্যাণ্ডের কতকাংশ দখল করে। দক্ষিণ আফ্রিকাও ক্রমে ইংরেজদের আয়ত্বাধীন হইয়া পড়িতেছিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল প্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করে; ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা এখানে ঘাটি স্থাপন করিয়া কেপ কলোনিতে উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হয়; অতঃপর ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত হিউগেনটগণ আসিয়া ইহাদের সহিত যোগ দেয়; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্স যখন হল্যাণ্ড অধিকার করে তখন ইংল্যণ্ড কেপ কলোনি লয়, কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উহা ফিরাইয়া দেয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যণ্ড পুনরায় উহা দখল করে এবং তখন হইতে উহার অধিকার সকলে স্বীকার করিয়া লয়। কেপে অবস্থিত ওলন্দাজেরা বুয়র নামে পরিচিত। ইহারা গোঁড়া পবিত্রতাবাদী ছিল, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বিশ্বাস করিত এবং ভাবিত যে তাহাদের সকল কার্য্যের সহায়ক ভগবান্ স্বয়ং। সকল প্রকার নূতন কার্য্যকলাপকে ইহারা সন্দেহের চোখে দেখিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অর্দ্ধ-সভ্য নানাবর্ণের অসংখ্য লোক বাস করিত। ইহার কতক হটেনটট্, কতক বান্টুর অন্তর্গত কাফির, জুলু ও বাসুটো। এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাফিরদের সংখ্যা শ্বেত অধিবাসীদের ছয় গুণ। সুতরাং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপীয়দের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা যে কত বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দাসত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইংল্যণ্ড অগ্রণী ছিল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইংল্যণ্ড তাহাতেও ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহার

আফ্রিকায় বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শক্তির রাজ্য-বিস্তার। ইংল্যণ্ডের বিশাল আফ্রিকান্ সাম্রাজ্য গঠন (১৮৭৯-৮৯)।

কেপ কলোনির প্রথম ইতিহাস। তথাকার বুয়র বনাম আদিম অধিবাসী।

দাসত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী ইংল্যণ্ডের নিজ অধিকৃত সাম্রাজ্য হইতে দাস-ব্যবসা

উঠাইবার প্রচেষ্টা (১৮৩৩)। কেপ কলোনিতে আদিম অধিবাসীদিগকে ইয়োরোপীয়দের তুল্য অধিকার প্রদান। বুয়রদের অসন্তোষ।

অধিকারস্থ সমস্ত ভূভাগ হইতে দাস-ব্যবসা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হয় (১৮৩৩)। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দাস-ব্যবসায়ীদিগকে ২ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার কথা এবং দাস-দিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দেওয়াতে জ্যামেইকাতে হাঙ্গামার কথা (১৮৩৯) পূর্ব্বে বলিয়াছি (পৃঃ ৭২০)। কেপ কাম্পানির ওলন্দাজদিগের দাসেরা মুক্ত হইলে ওলন্দাজরা ক্ষতিপূরণ পাইল বটে, কিন্তু অন্য একটি কারণে তাহাদের মন ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কেপ কলোনির আদিম অধিবাসীদিগকে ইয়োরোপীয়দের তুল্য অধিকার দেওয়া হয়। বুয়ররা মনে করিত ইহারা নিকৃষ্ট জাতি এবং কোন ক্রমেই তাহাদের সমতুল্য নহে। ফলে বুয়রেরা স্ত্রীপুত্র, গরু বাছুর, ধনরত্ন, বন্দুক এবং বাইবেল লইয়া কেপ কলোনি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা উত্তরদিকে রওনা হইয়া এমন সব স্থান অন্বেষণ করিতে থাকিল যেখানে ইচ্ছামত সুখে থাকিতে পারিবে। এইরূপ কথিত আছে দশ বৎসরে প্রায় দশ হাজার লোক চলিয়া যায়। কতক পর্ব্বত পার হইয়া নেটালে উপস্থিত হয়; ইহারা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যাইবার চেষ্টা করিলে ইংল্যণ্ড ভীত হইয়া নেটাল অধিকার করে। বুয়রেরা বাধা দিয়া কিছু করিতে না পারায় অনেকে ঐ স্থানও ত্যাগ করে। নেটাল পরে মুখ্যত ইংরেজদের বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। অন্য বুয়রেরা অরেঞ্জ ও ভাল নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাস আরম্ভ করে। ইহাও ইংরেজদের অধিকারে আসে। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই দেশের বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং এই দেশ অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট নাম গ্রহণ করে। বুয়রদের কতকাংশ উত্তরে ভাল নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এই স্থান ট্র্যান্স্ভাল নামে পরিচিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করে। অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ও ট্র্যান্স্ভালের বুয়রেরা মনে করিত তাহারা একেবারে স্বাধীন এবং ইংল্যণ্ড কোনপ্রকারে তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ইহার পর অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ও বাসুটোদের মধ্যে বিবাদ লাগিবামাত্র ইংরেজরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাসুটোল্যাণ্ড গ্রহণ করিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কিম্বার্লি নামক স্থানে হীরক খনি আবিষ্কারে উহার অধিকার পাইবে না বলিয়া বুয়রদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেপ কলোনি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে—ওলন্দাজ ও ইংরেজদের দাবীপূরণ হইল। এদিকে ট্র্যান্স্ভালের স্বাধীনতা স্বীকার করা অবধি উহার কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। বুয়র নেতাগণ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং কোষাগার শূন্য হইয়া যায়। তদুপরি এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ট্র্যান্স্ভালের আদিম অধিবাসিগণ যুদ্ধোদ্যম করিতেছিল। সেইজন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা এই দেশ অধিকার করিল। ইহার প্রথম ফল হইল, জুলু বিদ্রোহ। জুলুগণ আগে ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু এক্ষণে বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হইল। প্রথমে পরাজিত হইলেও ইংরেজরা পরে জয়লাভ করেন ও জুলুদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় ফল হইল, ট্র্যান্স্ভালস্থিত বুয়রদের বিদ্রোহ। ট্র্যান্স্ভালকে ইংরেজরা বৃটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করায় তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। ইতিমধ্যে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন দিলে হয়ত তাহারা কথঞ্চিৎ শান্ত

কেপ কলোনি হইতে অনেক বুয়রের উত্তর মুখে যাত্রা; নেটাল, অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ও ট্র্যান্স্ভাল প্রদেশ ত্রয়ের পত্তন এবং ইতিহাস। অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ও ট্র্যান্স্-ভালকে স্বাধীন দেশ বলিয়া ইংরেজদের স্বীকার ও তাহার ফলাফল।

আফ্রিকায় হীরকের খনি আবিষ্কার এবং তাহাতে বুয়রদের অধিকার না থাকায় অসন্তোষ।

ইংরেজদের ট্র্যান্স্-ভালকে সাম্রাজ্য ভুক্ত করণ ও তাহার ফলাফল:
(১) জুলু বিদ্রোহ;
(২) বুয়র বিদ্রোহ।

থাকিত। কিন্তু ডিজ্‌রেলি বা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন তাহার কোন ব্যবস্থা না করায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বুয়রেরা হঠাৎ বিদ্রোহের পতাকা তুলিল। এই যুদ্ধে বুয়রেরা অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করে। ইংরেজরা দুই স্থানে পরাজিত হন এবং দ্বিতীয় বার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতির মৃত্যু ঘটে। ইহা ম্যাজুবা পাহাড়ের দুর্ঘটনা বলিয়া খ্যাত। এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বুয়রদের সহিত একটা আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তদনুসারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রভুত্বের অধীনে বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কেহ কেহ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের কাজের এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সময়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ট্র্যান্সভাল হাতছাড়া হইবে না, কিন্তু তাহা রক্ষা করেন নাই। অধিকন্তু বার বার পরাজয়ের পর ইংরেজরা সন্ধি করায় বুয়রদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বুয়রদের অনুরোধে ইংল্যাণ্ড প্রভুত্ব পরিহার পূর্ব্বক দক্ষিণ আফ্রিকার স্বারাজ্য স্বীকার করিয়া লইল, যদিও বিদেশী কোন শক্তির সহিত ইংল্যাণ্ডের অনুমতি না লইয়া সন্ধি করিবার ক্ষমতা ইহার রহিল না এবং ট্র্যান্সভালে ইয়োরোপীয়দের থাকিবার ও বাণিজ্য করিবার স্বাধীনতা রহিল।

জুলুগণ পরাজিত ও বশীভূত হইলেও বুয়রেরা যুদ্ধকালে অসাধারণ শৌর্য্য দেখায় (১৮৮১)।

বুয়রদের সহিত ইংরেজদের সন্ধি (১৮৮১)। ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকা স্বারাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার (১৮৮৪)।

মহম্মদ আলি কিরূপে মিশরে প্রভুত্ব স্থাপন করেন তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তুরস্ক নামমাত্র অধিপতি ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সুলতান তদানীন্তন মিশরের শাসন-কর্ত্তা মহম্মদ আলির পৌত্র ইস্‌মাইল পাশাকে খেদিব উপাধি দান করেন। ইনি অতিশয় বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। ফলে তাঁহার শাসনকালে মিশরের ঋণের পরিমাণ ৩০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায় এবং প্রজাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সুরু হয়। ইনি সুয়েজখাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করেন এবং উহার বহু শেয়ার কেনেন। অতঃপর তাঁহার অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইস্‌মাইল তাঁহার সব শেয়ার বেচিয়া দিলেন। দূরদর্শী ডিজ্‌রেলি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের শেয়ার কিনিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইস্‌মাইল তাঁহার সমুদয় ঋণ অস্বীকার করিয়া বসেন। ফলে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইস্‌মাইল অপসৃত ও তাঁহার পুত্র তেওফিক খেদিব মনোনীত হইলেন এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক মনোনীত দুই ব্যক্তি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ঋণশোধের জন্য মিশরের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মিশরে অনতিবিলম্বে সকল বিদেশীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। মিশরের সৈন্যবাহিনীর এক কর্ম্মচারী আরাবি পাশা বিদ্রোহ করিয়া শাসন-ভার হাতে লইলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় দাঙ্গা হইল এবং ৫০ জন ইয়োরোপীয়ান নিহত হয়। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহ পরামর্শ বৈঠক বসাইলেন বটে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পরিশেষে, অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে ইংল্যাণ্ডকে একাকী আলেক-জান্দ্রিয়া আক্রমণ করিতে হইল (১৮৮২), ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত সার গার্ণেট উল্‌স্‌লি আরাবির সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। আরাবি সিংহলে নির্ব্বাসিত হন, খেদিবের ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, এবং কিছু পরিমাণ বিলাতী সৈন্য মিসরে থাকিয়া যায়। মিশর ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু সুদানে নানা গণ্ডগোল দেখা দিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করিত এক পয়গম্বর আসিবেন এবং তিনি সমস্ত পৃথিবীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

তুরস্কের অধীন মিশর; উহার শাসনকর্ত্তা অমিতব্যয়ী ইস্‌মাইল পাশা (১৮৬৩); সুয়েজখাল কোম্পানি ও ইস্‌মাইল কর্ত্তৃক তাহার অংশ ক্রয়; অর্থাভাবে তিনি অংশ বিক্রয়ে উদ্যত হইলে দূরদর্শী ডিজ্‌রেলি কর্ত্তৃক বহুল অংশ ক্রয়।

ইস্‌মাইল তাঁহার সমুদয় ঋণ অস্বীকার করায় তাঁহার স্থলে তাঁহার পুত্র তেওফিক্ খেদিব হন (১৮৭৯)। মিশরে অসন্তোষ ও আন্দোলন। আরাবি পাশার বিদ্রোহ। ইংরেজের নিকট আরাবির পরাজয় ও তাঁহার সিংহলে নির্ব্বাসন (১৮৮২)। সুদান বিদ্রোহ।

এক ব্যক্তি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিয়া বসিলেন। ইস্‌মাইলের রাজত্বে প্রজারা নানাভাবে উত্যক্ত হইয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা দলে দলে আসিয়া জুটিল। এই পয়গম্বরের শিষ্যরা দরবেশ বলিয়া কথিত হইত। খেদিব ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য হিক্‌স নামে এক ইংরেজ সেনাপতির অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। হিক্‌স নিহত ও সমগ্র বাহিনী বিধ্বস্ত হয় (১৮৮৩)। ইহার পর জেনারেল গর্ডন খার্টুমে প্রেরিত হইয়া সৈন্যদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া ত আসিতে পারিলেনই না, পরন্তু খার্টুমের পতন হইল এবং গর্ডন নিজে নিহত হইলেন। ইহার ফলে সমগ্র সুদান ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।

ভারতবর্ষেও নানা সমস্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে।

ভারতবর্ষে যুদ্ধ।

এইরূপে দেখা যাইবে, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের এই মন্ত্রিত্বকাল তাঁহাকে পররাষ্ট্র ব্যাপারে অধিকতর ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। ফলে দেশের কল্যাণজনক আইন বেশী পাশ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি আইরিশ জমি সংক্রান্ত বিল দ্বিতীয়বার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এবং সংস্কার বিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পাশ হয়। সংস্কার বিলের ফলে চাষী এবং অকুশল কারিগরেরা ভোটাধিকার পাইল এবং ভোট-কেন্দ্রগুলি পুনরায় সুব্যবস্থিত হইয়া গেল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন-সভায় গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সামান্য ব্যাপারে পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করিলেন। সল্‌স্‌বেরির মার্কুইস্ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইনি ডিজ্‌রেলির মন্ত্রি-সমিতিতে ভারত সচিব এবং পরে লর্ড ডার্বি পদত্যাগ করিলে পররাষ্ট্রসচিব হন। কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ফিরিয়া আসেন এবং মন্ত্রি-সমিতি গঠনের ভার পান। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বুঝিয়াছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন না দিলে তাহারা কিছুতেই শান্ত হইবে না। সুতরাং তিনি মহাসমিতিতে হোমরুল বিল বা আইরিশ স্বায়ত্তশাসনমূলক বিল আনয়ন করিলেন। এই বিলের মর্ম্ম হইল আয়ার্ল্যাণ্ডকে নিজস্ব মহাসমিতি দান করা; স্থল ও জল সৈন্য, পররাষ্ট্রনীতি, শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে অবশ্য আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে। এই বিল আনাতে হার্টিংটন, চেম্বারলেন ও ব্রাইট এবং অন্য অনেক লোক তাঁহাকে ত্যাগ করেন। রক্ষণপন্থী ও উদারপন্থী কেহই তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিলের বিপক্ষীয়-গণের আশঙ্কা এই ছিল যে, এই বিল পাশ করিলে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের মুষ্টিমেয় প্রটেষ্টণ্টেদের সকল স্বার্থ ক্যাথলিকদের দ্বারা পদদলিত হইবে এবং আয়ার্ল্যাণ্ড অচিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যাইবে। ফলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের আনীত বিল মহাসমিতিতে ৩০ ভোটে পরাজিত হয়। তিনি তখন দেশের সম্মুখে আবেদন করিয়াও পরাজিত হন ও পদত্যাগ করেন। সল্‌স্‌বেরি আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র ব্যাপারে ব্যাপৃত গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতি। আইরিশ জমি বিল (১৮৮১) এবং ইংল্যাণ্ডে ভোটাধিকার সম্পর্কে সংস্কার বিল (১৮৮৪) পাশ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন-সভায় পরাজিত গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের পদত্যাগ। সল্‌সবেরির মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের জয়লাভ ও মন্ত্রিত্ব গঠন।

আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার জন্য গ্ল্যাডষ্টোন কর্তৃক আনীত বিল মহাসমিতিতে নামঞ্জুর ও তাঁহার পদত্যাগ। সল্‌সবেরির পুনরায় মন্ত্রিত্ব গঠন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনমূলক বিল উদারপন্থী দলকে কিছুকালের মত পঙ্গু করিয়া দিল। এই বিলের বিরোধিগণ নিজেদের সঙ্ঘবাদী নামে পরিচিত করেন। ইঁহাদের তিনটি ভাগ ছিল: প্রথমত লর্ড সল্‌স্‌বেরির নেতৃত্বাধীন রক্ষণপন্থিগণ; দ্বিতীয়ত লর্ড হার্টিংটন (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডিভনশায়ারের সামন্ত)এর অধীন হুইগ্‌গণ এবং তৃতীয়ত চেম্বার-লেনের চরমপন্থী দল। হুইগ্ ও চরমপন্থী দল আবার উদারসঙ্ঘবাদী দল বলিয়া পরিচিত হন। গোড়ার দিকে তিনটি দল একেবারে মিলিত হইয়া যায় নাই, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে

আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিলের বিরোধিগণ।

সল্‌স্‌বেরির মন্ত্রি-সমিতিতে লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চার্চ্চিল, সার মাইকেল হিক্‌স্‌ বিচ, ডব্লিউ এইচ্‌ স্মিথ এবং ব্যালফুরের মত কেবল রক্ষণপন্থীরা স্থান পান। কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থল ও জলসৈন্যের জন্য অপরিমিত ব্যয় তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় অতুল প্রভাবশালী চার্চ্চিল তাঁহার কোষাধ্যক্ষের পদ হঠাৎ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে উদার সঙ্ঘবাদী গসেন নিযুক্ত হন। র‍্যাণ্ডল্‌ফ জন-সভার নেতা ছিলেন, স্মিথ হইলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডকে শান্ত করিতে পারায় ব্যালফুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি জন-সভার নেতৃত্ব পাইলেন। সল্‌স্‌বেরির মন্ত্রি-সমিতি ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য চালান। কিন্তু দ্বিতীয়বার আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিল পাশ করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। লর্ড রোজবেরি প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জন-সভায় পরাজিত হইয়া তিনিও পদত্যাগ করেন। উদারপন্থী দলের মধ্যে মতভেদের দরুণ লর্ড রোজবেরি অপসৃত হওয়ায় সার হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারমেন নেতৃত্ব পান। এদিকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন তৃতীয় বার প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি উদার-পন্থীদিগের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু হুইগ্‌ ও চরমপন্থী দল এখন আর একদলভুক্ত না থাকিয়া সম্মিলিত রহিলেন। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রি-সমিতিতে ব্যালফুর, হিক্‌স বিচ্‌, ডিভনশায়ারের সামন্ত ও লর্ড ল্যান্সডাউন, চেম্বারলেন ও গসেন স্থান পাইলেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড রাজা হন। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনেব মন্ত্রিত্বের অবসানে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সল্‌স্‌বেরি, গসেন ও হিক্‌স বিচ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলে সল্‌স্‌বেরির ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যালফুর, প্রধান মন্ত্রী হন। চেম্বারলেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য শুল্কসংস্কারমূলক এক বিল আনেন। ইহাতে উদার সঙ্ঘবাদী দল একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়; দেশমধ্যে তাঁহার মত প্রচারের সুবিধার জন্য চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন; আর ব্যালফুরের সহানুভূতি চেম্বার-লেনের দিকে হওয়ায় ডিভনশায়ারের সামন্ত ও অন্যেরা অপসৃত হন। ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উদারপন্থীরা নির্ব্বাচনে খুব বড় রকম জয়লাভ করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা মজুরদলের মহাসমিতিতে প্রবেশ। প্রধান দুইটি দল (উদার ও রক্ষণপন্থী) ছাড়া আইরিশ স্বায়ত্তশাসন দল ত মহাসমিতিতে ছিলই, অধিকন্তু এক্ষণে মজুর দলও দেখা দিল। সার হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারমেন প্রধান মন্ত্রীর পদ লইয়া ১৯০৮ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য চালান। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অ্যাসকুইথ প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কল্যাণকর অনেক আইন মহাসমিতিতে পাশ হইয়াছে। উদার-পন্থীদের কতকগুলি বিল ওমরাহ্‌-সভা নামঞ্জুর করিয়া দেয়। কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ওমরাহ্‌-সভা যখন বাজেট নামঞ্জুর করে তখন এস্‌কুইথ মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেন। নব নির্ব্বাচনের ফলে দুইটি মাত্র অধিক ভোটের জোরে উদারপন্থীদিগের কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে। কিন্তু আইরিশ ও মজুরদলের সাহায্য পাইয়া এসকুইথ ১২০ টি বেশী ভোট পাইয়া জন-সভায় বাজেট পাশ করিতে সমর্থ হন। ওমরাহ্‌-সভা তখন উহা গ্রহণ করেন। ওমরাহ্‌-সভার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত অ্যাস্‌কুইন এক বিল আনেন, কিন্তু

আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিল পাশ করিতে গিয়া সল্‌সবেরির পরাজয় ও পদত্যাগ (১৮৯৪)। প্রধান মন্ত্রী রোজ্‌বেরি।

জন-সভায় পরাজিত রোজবেরির পদত্যাগ (১৮৯৫)।

প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও তাঁহার মন্ত্রি-সমিতি।

প্রধান মন্ত্রী ব্যালফুর (১৯০২); তাঁহার মন্ত্রি-সমিতি; তাঁহাদের কাজ।

সার হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারমেন প্রধান মন্ত্রী (১৯০৬)। মহা-সমিতিতে মজুরদলের প্রথম প্রবেশ (১৯০৬)।

প্রধান মন্ত্রীরূপে অ্যাস্‌কুইথ (১৯০৮): জন-সভার সহিত ওমরাহ-সভার শক্তি পরীক্ষা।

সম্রাট্‌ সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্য লাভ (১৯১০)।

অ্যাসকুইথ কর্তৃক মহাসমিতি ভঙ্গ; নব নির্ব্বাচনে তাঁহার জয় লাভ। মহাসমিতি আইন পাশ (১৯১১)। উহার মর্ম্ম।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে কিছু দিনের জন্য তাহা চাপা থাকে। ইহার পর পঞ্চম জর্জ্জ রাজা হইলেন। অনেক আলোচনার পরও যখন দুই দলের মধ্যে আপোষের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অ্যাস্‌কুইথ আবার মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া দিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে নবনির্ব্বাচনে দেখা গেল মহাসমিতিতে দলসমূহের অবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অ্যাসকুইথের বিল মহাসমিতি বিল নামে খ্যাত। ইহা জন-সভা পাশ করিলেও ওমরাহ্‌-সভা এমন সব সংশোধন করিল যে, সেগুলি জনসভা গ্রহণ করিতে পারিল না। মন্ত্রীদিগের পরামর্শে তখন রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এরূপ সংখ্যক নূতন ওমরাহ্‌ সৃষ্টি করিবার সম্মতি দিলেন যাহাদের সাহায্যে প্রয়োজন হইলে অবিকৃত ভাবে বিলটি পাশ হইবে। যখন বিপক্ষদলের নেতা লর্ড ল্যান্সডাউন বুঝিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধতায় কোন কাজ হইবে না, তখন তিনি ও তাঁহার দলের অধিকাংশ ভোট দিলেন না। বিলটি ১৭ অতিজন ভোটে পাশ হইল। মহাসমিতি আইনের স্থূল মর্ম্ম এই যে, অর্থসংক্রান্ত কোন বিল নামঞ্জুর করিবার যে ক্ষমতা ওমরাহ্‌-সভার ছিল, তাহা রহিত হইল; এবং অন্য কোন বিল যদি জন-সভা পর পর তিনটি বৈঠকে পাশ করে এবং ওমরাহ্‌-সভা প্রত্যেক বার নামঞ্জুর করে, তাহা হইলে ওমরাহ্‌-সভার উহা তৃতীয় বার নামঞ্জুর করা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হইবে, কিন্তু জনসভার প্রথম বৈঠকে ঐ বিল দ্বিতীয়বার পঠিত হইবার পর অন্তত দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়া চাই।

আইরিশ সমস্যা লইয়া বিব্রত ইংরেজ রাষ্ট্র-নীতিগণের উহা সমাধান প্রচেষ্টা।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিল মহাসমিতিতে পাশ করিতে গিয়া পরাজিত হন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত আইরিশ ঘাতকের হাতে আয়ার্ল্যাণ্ড সচিব হঠাৎ নিহত হওয়ায় পার্ণেলের সহিত গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বোঝাপড়া থামিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন স্বায়ত্তশাসন বিলের সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের এই মত পরিবর্ত্তনে উদারপন্থী দল কিরূপ বিভক্ত হইয়া যায় তাহা দেখাইয়াছি। ১৮৮৬ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সঙ্ঘবাদিগণ দৃঢ়হস্তে শাসন কার্য্য চালাইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে সমর্থ হন। তাহার একটা কারণ এই ছিল যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পার্ণেল এক বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় জড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার প্রায় অর্দ্ধেক অনুবর্ত্তী তাঁহাকে ত্যাগ করে এবং তাঁহার নিজ দল নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পরে রেডমণ্ডের নেতৃত্বে দল আবার একত্র হয়। ইতিমধ্যে নানা দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের উন্নতি দেখা যায়। নানাবিধ সংস্কার, রেলওয়ে, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। প্রজাদের হিতকর অনেক আইন পাশ হয়।

পার্ণেলের প্রভাব-হ্রাস ও তাহার হেতু। আইরিশ নেতা রেডমণ্ড।

উন্নতিপথে আয়ার্ল্যাণ্ড।

মিশরে আরাবি পাশার দমনের পর সমস্যা হইল ঐ দেশের শাসনভার কাহার হাতে ন্যস্ত হইবে। ইংল্যাণ্ড এই দেশ অধিকার করিতে ইচ্ছুক ছিল না, এবং সম্পূর্ণ ভাবে তুরস্কের হাতেও দিতে নারাজ ছিল। সুতরাং মুখ্যত তুরস্কের সুলতান মিশরের অধিপতি থাকিয়া গেলেন, বৎসরে চৌথ পাইতে লাগিলেন, মিশরের সৈন্য সংখ্যা কমাইলেন, তুরস্কের পতাকা মিশরের পতাকা রহিল এবং মিশরীয় প্রজা প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের সুলতানের প্রজা বলিয়া পরিচিত হইল; কিন্তু বস্তুত ইংরেজ সাময়িকভাবে মিশর অধিকার করিয়া রহিল,

ইংল্যাণ্ড ও তুরস্কের অধীনে মিশর এবং মিশরকে উন্নতির পথে চালাইবার চেষ্টা।

ইংল্যাণ্ডের সৈন্য, অর্থ এবং সহায়তা মিশরকে উন্নতির পথে লইয়া চলিল। স্থির হইল যে, সময় আসিলে ইংরেজ এই আধিপত্য ছাড়িয়া দিবে এবং মিশর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে। মিশরে ইংল্যাণ্ডের কার্য্যকলাপের দিকে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশেষত ফ্রান্স সন্দেহ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ফলে মিশরের কন্সাল জেনারেল লর্ড ক্রোমার নানা অসুবিধা ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণের পর ফ্রান্সের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের পর সকল ইয়োরোপীয় দেশ মিশরের উপরে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সুদান মিশরের অধীনে বিজিত হয়; সুদানের চতুঃপার্শ্বের ভূভাগ ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়া লাভ করে।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মিশরে ইংরেজ কর্তৃত্ব স্বীকার। সুদান জয় (১৮৯৮)। সুদানের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগ বণ্টন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকান্ স্বারাজ্য স্বীকৃত হইল বটে (পৃঃ ৭৩৭), কিন্তু পল ক্রুগের এক বিশাল বুয়র সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দশ বৎসরের বালকরূপে তিনি বুয়রদের 'মহাযাত্রা'য় যোগদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই রাজ্যের রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন। ঠিক এই সময়ে ইংরেজদের সৌভাগ্য ক্রমে আফ্রিকায় সিসিল রোড্স্ নামে এক ইংরেজ ছিলেন যিনি বৃহত্তর বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহারই কৌশলে ট্র্যান্সভালের রাজ্য বিস্তারে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বেচুয়ানাল্যাণ্ড, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জুলুল্যাণ্ড অধিকৃত এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রোডেশিয়ার পত্তন হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ট্র্যান্স্‌ভালে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জোহানেস্‌বার্গ সহর গড়িয়া উঠিল। কয়েক বৎসরে এমন দাঁড়াইল যে বুয়রদের অপেক্ষা বিদেশীরা সংখ্যায় অনেক বেশী হইল। ক্রুগের কিন্তু অবিচল চিত্তে তাঁহার করের ১৯/২০ অংশ ইহাদের নিকট হইতে উঠাইতে লাগিলেন এবং বিদেশীদের কোনরূপ ভোটাধিকার থাকিল না। সোনার অন্বেষণে বেপরোয়া যে সব ইয়োরোপীয় আসিতেছিল তাহারা উইটল্যাণ্ডার নামে পরিচিত হয়। ইহাদের সহিত বুয়রদের কোন অংশেই মিল ছিল না। বুয়রদের আশঙ্কা, পাছে দেশের সমগ্র কর্তৃত্ব ভার বিদেশীদের হাতে গিয়া পড়ে; আর অর্দ্ধাধিক জমি ও অনেকাংশ ধনের অধিকারী হইয়াও আগন্তুক ইয়োরোপীয়েরা শাসন-কার্য্যের ভাগ পাইবে না, ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিল। কেপ কলোনির প্রধান মন্ত্রী সিসিল রোড্স্ তাহাদের উৎসাহ দিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিফল হয়; ডক্টর জেম্‌সন্ ছয়শত ঘোড়সওয়ার লইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ট্র্যান্স্‌ভালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইঁহাকে অচিরে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ফলে রোড্স্ কেপকলোনির মন্ত্রি-পদ ত্যাগ করেন; বুয়র ও ইংরেজদের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া গেল; রাষ্ট্র-নেতা ক্রুগের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; উইটল্যাণ্ডারদের অবস্থা আরো খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। উপনিবেশ সচিব চেম্বারলেন ও বৃটিশ হাই কমিশনার সার আলফ্রেড মিলনার অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্রুগেরকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদেশে বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে বুয়ররা অসাধারণ শৌর্য্য দেখাইয়া ইংরেজদের বহুবার পরাজিত করে। ক্রুগের, বোথা, ডি ওয়েট ও পেইনের নাম আমাদের ঘরে

দক্ষিণ আফ্রিকা স্বারাজ্যের রাষ্ট্রনেতা পল ক্রুগের এবং তাঁহার বিশাল বুয়র সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনা।

তাঁহার ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বী সিসিল রোড্স্।

ইংরেজ অধিকৃত বেচুয়ানাল্যাণ্ড, জুলুল্যাণ্ড ও রোডেশিয়া।

ট্র্যান্স্‌ভালে স্বর্ণখনির আবিষ্কার (১৮৮৬); জোহানেস্‌বার্গ শহর পত্তন। বুয়র বনাম ইংরেজ স্বার্থ-সংঘর্ষ। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ইয়োরোপীয়দের খণ্ড-বিদ্রোহ ও তাহার ফলাফল (১৮৯)।

ইংরেজদের সহিত বুয়রদের যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২); তাহার কারণ ও ফলাফল।

ঘরে পরিচিত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুয়রদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহার কারণ প্রধানত তিনটি—(১) কেপ কলোনির ওলন্দাজরা তাহাদের সহিত যোগ দেয় নাই; (২) ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হয়; (৩) বৃটিশ শক্তির ঠিক পরিমাপ বুয়ররা করিতে পারে নাই। তিন বৎসর যুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ট্র্যান্‌স্‌ভাল ও আরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু স্কুলে ও বিচারালয়ে ওলন্দাজ ভাষা প্রচলিত থাকে। যুদ্ধে ৬ হাজার ইংরেজ ও ৪ হাজার বুয়র মরে; ইংরেজদের ২০ কোটি পাউণ্ড খরচ হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্য বজায় থাকে। ইহার পর ইংরেজরা বুয়রদের হিতার্থে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে এবং নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বুয়ররা স্বায়ত্ত শাসন পায়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটা বোঝা-পড়ার পর ক্র্যুগের দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নিয়োজিত হন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার মহাসমিতি উন্মোচিত হয়। ইহাতে ট্র্যান্‌স্‌ভাল, অরেঞ্জ রিভার কলোনি, কেপ কলোনি এবং ন্যাটাল এই কয়টি রাষ্ট্র রহিয়াছে।

বুয়র যুদ্ধের শান্তি (১৯০২) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

বুয়রদের স্বায়ত্তশাসন লাভ (১৯০৬) এবং বুয়র মহাসমিতির উদ্বোধন (১৯১০)।

ভারতবর্ষ, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। চারি বৎসর (১৯১৪-১৮) ধরিয়া যে মহাযুদ্ধ হয় তাহাতে ইংল্যাণ্ডে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যে বহু বৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটে। আয়ার্ল্যাণ্ড আইরিশ ফ্রী ষ্টেট নামে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে নূতন সংস্কার আইনের ফলে ভোটাধিকারী নরনারীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—সকল প্রদেশে দেশীয় মন্ত্রীদিগের হাতে কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে। মিশর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইংরেজের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন পাশ করিয়া উপনিবেশসমূহের সহিত ইংল্যাণ্ড নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। এক কথায় বলা চলে, বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ে এক নূতন পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিয়াছে। অ্যাস্‌কুইথের পর লয়েড জর্জ্জ প্রধান মন্ত্রী হন। যুদ্ধ চলিতে থাকায় তিনি যতদিন নিয়ম তদপেক্ষা দীর্ঘতর সময় শাসন-কার্য্য চালান। যুদ্ধকালে মহাসমিতি নিজ আয়ু প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ ভালভাবে চালাইবার জন্য মহাসমিতি যুদ্ধের জন্য গঠিত মন্ত্রণা-সভার হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেয়। ইহা বিলাতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর, শাসনভার গ্রহণের জন্য মজুর ও রক্ষণশীল দলের প্রতিযোগিতার ইতিহাস। ইতিমধ্যে পঞ্চম জর্জের মৃত্যু হইয়াছে (১৯৩৬), তাঁহার পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন (১৯৩৭) এবং দ্বিতীয় পুত্র ষষ্ঠ জর্জ সিংহাসনে বসিয়াছেন—কিন্তু ইংরেজ জাতি অবিচল চিত্তে তাহাদের গণতান্ত্রিক সাধনায় রত রহিয়াছে। ইংরেজরা স্বদেশে নরনারী সকলকে সমান ভোটাধিকার দান করিয়া রাষ্ট্রীয় ভারকেন্দ্র বদলাইয়া দিয়াছে। এখন রাস্তার লোক, মুটে মজুর ইংরেজের ভাগ্যনিয়ন্তা। অবশ্য এই পূর্ণ গণতন্ত্রের দিনে ইংল্যাণ্ডে যোগ্য নেতার পরিচালনা উহাকে সুপথে পরিচালিত করিতেছে।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং ভারতবর্ষ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন।

পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ ইংলাণ্ড (১৯৩৭)।

ইংল্যাণ্ড